

আইন-সংগ্রহ

দ্বিতীয় ভাগ।

ময়মনসিংহের ডেঃ মাজিষ্ট্রেট ও ডেঃ কান্ট্রোল
অফিসার-সম্পাদক

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যাবিদ্য এম. এ.

সংস্কৃত

শ্রীমুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশিত।

ময়মনসিংহ।

ভারতমিহিরবল্লভে পণ্ডিত জীনবীনচন্দ্র চক্রবর্তী দ্বারা
মুদ্রিত।

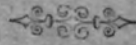
শ্রাবণ ১২৩১।

(মূল্য ১১ টাকা মাত্র।)



সূচীপত্র ।

১৮৭৯ সাধারণ	৯	অইন	১	পৃষ্ঠা হইতে	২৩
১৮৭২ "	৯	"	২৩	"	২১
১৮৭১ "	৭	"	২৬	"	৬৩
১৮৭৬ "	৮	"	৬৩	"	১২৪
১৮৭২ "	৮	"	১৫	"	১২৮
১৮১৯ "	৬	"	১২৯	"	১৩৪
১৮৬৬ "	১	"	১৩৬	"	১৩৭
১৮৮০ "	২	"	১৩৮	"	১৪৮
কাছাবিধি (বাইসেসের)			১৪৯	"	১৬১
১৮৮০ দাল	৯	অইন	১৬২	"	২৩৬
১৮৮৪ "	৩	"	২৩৭	"	৩৭
সংশোধন	...	...	৩৭২	"	৪৭০



দ্বিতীয় খণ্ড ।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট ।

ব্যবস্থাপক কার্যবিভাগ ।

মহিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত নিম্ন লিখিত আইন ১৮৭৯ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখে উক্ত মান্যবর সাহেব অনুমোদন করিলেন, তাহা ১৮৭৯ সালের ৩ই জুন তারিখে মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের অনুমোদিত হইয়া সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্বারা প্রচারিত হইল ।

১৮৭৯ সালের ৯ আইন ।

কোর্ট অব ওয়ার্ডসবিষয়ক আইন সংশোধনার্থ আইন ।

হেতুবাদ ।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন দেশের অন্তর্গত কোর্ট অব ওয়ার্ডসবিষয়ক আইন সংশোধন করা বিহিত । অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল ।

প্রথম খণ্ড ।

উপক্রমণিকা ।

সংক্ষেপ নাম ।

১ ধারা । এই আইন "কোর্ট অব ওয়ার্ডসবিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে ।

কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিষয়ক ।

(হয় ষষ্ঠ)

ব্যাপ্তি ।

তফসীলে লেখা প্রদেশ বিধায়ক ১৮৭৪ সালের আইন অনুযায়ী বঙ্গদেশ-
নের তফসীলে লেখা প্রদেশ সমেত, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেফটেনেন্ট গবর্নর সা-
হেবের শাসনাধীন সমুদয় দেশের প্রতি এই আইন বর্ত্তিবে ।

আরও ।

এই আইন যে তারিখে শ্রীযুক্ত গবর্নর জেনারল সাহেবের-অমুমোদনপত্র
কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যায়, সেই তারিখ অবধি প্রবল হইবে ।

যে এই আইন রহিত হইল ।

২ ধারা । কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন, ১৮৫৮
সালের ৩৫ আইনের ১১ ধারা, ১৮৫৮ সালের ৪০ অর্টমেন্ড ১২ ও ১৪ ও ১৫
ধারা, ও ১৮৫৮ সালের ৪০ আইনের ২১ ধারার যে অংশে বিধান আছে
যে, দেওয়ানী আদালত কোন মহালের ভার গ্রহণ করিতে কাগেস্তার সাহেবকে
আদেশ করিতে পারেন, সেই অংশ এতদ্বারা রহিত করা গেল ।

১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনক্রমে সংগঠিত কোর্ট অব ওয়ার্ডসের রক্ষণা-
বেক্ষণাধীনে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে সকল ব্যক্তি ও সম্পত্তি
থাকে, সেই সকল এই আইনক্রমে সংগঠিত কোর্ট অব ওয়ার্ডসের রক্ষণা-
বেক্ষণাধীনে আছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে ।

১৮৫৮ সালের ৩৫ আইনের ১১ ধারামতে, অথবা ১৮৫৮ সালের ৪০ আই-
নের ১২ কি ১৪ কি ২১ ধারামতে, দেওয়ানী আদালতের আদেশক্রমে কাগে-
স্তার সাহেবের রক্ষণাবেক্ষণাধীনে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে সকল
ব্যক্তি ও সম্পত্তি থাকে, সেই সকল তৎসময়াবধি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের রক্ষ-
ণাবেক্ষণাধীনে আছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে ।

এবং কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইন ক্রমে যে সকল বিধি
প্রণীত, আদেশ কি নিয়োগকৃত ও নিয়মপত্র সম্পাদিত হইয়া এক্ষণে বলবৎ আছে,
সেই সকল বতদূর এই আইন সত্ত্বত হয়, এই আইনক্রমে প্রণীত, কৃত ও সম্পাদিত
বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে ।

এবং ১৮৫৮ সালের ৩৫ আইন কি ১৭৫৮ সালের ৪০ আইনক্রমে কাগেস্তার
সাহেবদের কৃত যে সমুদয় আদেশ ও নিয়োগ এক্ষণে বলবৎ আছে, তৎসমুদয়
বতদূর এই আইন সত্ত্বত হয়, এই আইনক্রমে কৃত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে ।

ও কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনক্রমে, অথবা ১৮৫৮
সালের ৩৫ আইন কি ১৮৫৮ সালের ৪০ আইনমতে কাগেস্তার সাহেবদের কর্তৃত্ব

(২য় খণ্ড)

১৮৭৯ সালের ৯ আইন ।

যে সকল মোকদ্দমা কি মোকদ্দমাঘটিত কার্য আরম্ভ হইয়া এক্ষণে চলিতেছে, তৎসমুদয় এই আইন ক্রমে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে ।

অর্থ করণ ।

৩ ধারা । এই আইনে বিষয় বিবেচনায় কি পূর্বাগর কথা দ্বারা ভাবান্তর বোধ না হইলে,

“কালেক্টর

“কালেক্টর” শব্দে কোন জিলার রাজস্ব সম্পর্কীয় বিচারবিপত্ত্যভারপ্রাপ্ত কার্য-কার্যককেও বুঝাইবে ।

“কোর্ট ।”

কোর্ট ” শব্দে কোর্ট অব ওয়ার্ডস বুঝাইবে ; কিম্বা কোর্ট অব ওয়ার্ডস স্বীয় ক্ষমতা কমিশানর সাহেবের কি কালেক্টর সাহেবের কি অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি অর্পণ করিলে, ঐ ক্ষমতা সম্বন্ধে তৎপ্রাপ্ত কমিশানর সাহেবকে কি কালেক্টর সাহেবকে, কি ব্যক্তিকেও বুঝাইবে ।

“মহাল ।”

কালেক্টরী ভৌজীভুক্ত যে সমস্ত ভূমি ভূরাজস্ববিষয়ক একট প্রাপ্য টাকা দ্বারা দায়ের দায়ী, “মহাল ” শব্দে তৎসমস্তই বুঝাইবে ।

“অপ্রাপ্ত বয়স ”

“ধারা ।”

একশবৎসর বয়স যাহার পূর্ব হয় নাই “অপ্রাপ্তবয়স ” শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে । “ ধারা ” শব্দে এই আইনের দ্বারা বুঝাইবে ।

“রাজানুপালিত ।”

যে ব্যক্তি বা যাহার সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের রক্ষণাবেক্ষণধীনে থাকে “রাজানুপালিত” শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

“১৮৫৮ সালের ৩৪ আইনে ও হাইকোর্টের বিচারবিপত্ত্যের সংরক্ষণ ।”

৪ ধারা । এই আইনের কোনটুকু ১৮৫৮ সালের ৩৪ আইনের কোন বিধানে, কি অপ্রাপ্তবয়সের লব্ধকে কোন হাইকোর্টের বিচারবিপত্ত্যের, কোন পর্বত হইবে না ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

কোর্ট অব ওয়ার্ডসের সংগঠন, এলাকা ও ক্ষমতার বিধি ।

গেবেনিউ বোর্ড কোর্ট অব ওয়ার্ডস হইবেন ।

৫ ধারা । এই আইন যে যে দেশের প্রতি বর্ডে, তথাকার গেবেনিউ বোর্ড কোর্ট অব ওয়ার্ডস হইবেন ।

বোর্ড এট আইনক্রমে যে প্রত্যেক ব্যক্তির ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ভার লন বা রাখেন, অথবা যাঁরা এই আইনের বিধানামুগারে উপযুক্ত আদালতের আদেশ ক্রমে বোর্ডের রক্ষণাবেক্ষণাধীনে সংস্থাপিত হয়, তাহা লইয়া কার্য্য করিবেন ।

অযোগ্য ভূস্বামির কথা ।

৬ ধারা । ভূসম্পত্তির স্বামিরা আপন২ সম্পত্তির কার্য্য ব্যক্ততা করিবার অযোগ্য বলিয়া এই আইন স্থলে পরিগণিত হইবেন ।

(ক) যে সকল স্ত্রীলোক স্ত্রী সম্পত্তির কার্য্যাব্যক্ষতা করিতে অক্ষম বলিয়া কোর্ট নির্দেশ করেন, তাদৃশ স্ত্রীলোক হইলে ,

(খ) যে সকল ব্যক্তিকে কোর্ট অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া নির্দেশ করেন, তাদৃশ ব্যক্তি হইলে ,

(গ) উপরুক্ত দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তিক্রমে যে সকল ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা ও আপন বিষয় ব্যাপারের কার্য্যাব্যক্ষতা করিতে অক্ষম বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, তাদৃশ ব্যক্তি হইলে ।

(ঘ) উপরুক্ত দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তিক্রমে স্বাভাবিক দোষ কি দৌর্ভাগ্য হেতু যে সকল ব্যক্তি আপন সম্পত্তির কার্য্যাব্যক্ষতা করিতে অন্যরূপে অক্ষম হইয়াছেন বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, তাদৃশ ব্যক্তি হইলে ।

অযোগ্য ভূস্বামীদের উপর কোর্টের এলাকার কথা ।

৭ ধারা । পূর্বে ধারার বিধান ক্রমে কোন মণ্ডলের এক মাত্র ভূস্বামী, কি কোন মণ্ডলের সমুদয় সংস্কে ভূস্বামী, অযোগ্য হইলে, কোর্ট আপন এলাকার মধ্যস্থ ওজ্রপ ভূস্বামির বা সংস্কে ভূস্বামির সমুদয় সম্পত্তি, এবং ঐ এলাকার মধ্যে ওজ্রপ কোন ভূস্বামী বা সংস্কে ভূস্বামী বাস করিতে থাকিলে তাঁহার এবং ওজ্রপ ভূস্বামির কি সংস্কে ভূস্বামির পরিবারস্থ কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ওজ্রপ ভূস্বামির বা সংস্কে ভূস্বামির সম্পত্তিতে বর্তমান কি ভবিষ্যৎ স্বার্থ থাকিলে উক্ত ব্যক্তির ও তাঁহার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন ।

কোর্ট কোন সময়ে রক্ষণাবেক্ষণ ভার পরিত্যাগ করিবেন তাহার কথা ।

৮ ধারা । যখন কোন রাষ্ট্রপালিতের অবস্থা এরূপ হয় যে, কোর্টের রক্ষণাবেক্ষণাধীনে পূর্ক হইতে না থাকিলে কোর্ট তাহার কি তাহার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ভার গ্রহণ করিতে পারিতেন না, কোর্ট উক্ত ব্যক্তিকে ও তাহার সম্পত্তির স্বীয় রক্ষণাবেক্ষণ হইতে মুক্ত করিতে বাধ্য হইবেন ।

তার গ্রহণ সম্বন্ধে কোর্টের বিবেচনার কথা ।

৯ ধারা । কোর্ট এই আইনমতে যে স্থলে কোন অযোগ্য ভূস্বামির ও তাঁহার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ভার গ্রহণ করিতে পারেন, কোর্ট আপন বিবেচনামতে

(ক) উক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া তাঁহার সম্পত্তির ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন,

(খ) উক্ত ব্যক্তির কি তাহার সম্পত্তির ভার গ্রহণ কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে পারিবেন,

(গ) তদ্রূপ ভার গ্রহণ করিলেও তাহা যে কোন সময়ে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন,

(ঘ) পরিত্যাগ করিবার পরে, যে কোন সময়ে তদ্রূপ ভাব পুনর্বার গ্রহণ করিতে পারিবেন ।

১৮৫৮ সালের ৪০ আইন ও ৩৫ আইনমতে কার্য্য প্রণালীর কথা ।

১০। ধারা । ১৮৫৮ সালের ৪০ আইনের ৯ ধারামতে দেওয়ানী আদালত কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির ও তাহার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণার্থে বিধান করা আবশ্যক জ্ঞান করিলে,

কিন্দা দেওয়ানী আদালত উক্ত আইনের ২১ ধারামত সাটর্ককেট ফিবাইয়া লইলে,

কিন্দা ১৮৫৮ সালে ৩৫ আইনমতে কোন ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা ও আপন বিষয় ব্যাপারের তত্ত্ববধান করিতে অক্ষম বলিয়া নিষ্পত্তি হইলে,

যদি উক্ত রূপ অপ্রাপ্তবয়স্ক কি অযোগ্য ভূস্বামির সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে কি অংশতঃ ভূমি কি কোন ডুসম্পর্ক হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ অপ্রাপ্ত বয়স্ক কি অযোগ্য ভূস্বামির কি তাহার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ভার গ্রহণ করুন বলিয়া দেওয়ানী আদালত কোর্ট অব ওয়ার্ডসে প্রার্থনা করিতে পারিবেন, এবং কোর্ট অব ওয়ার্ডস আপন বিবেচনামতে উক্তরূপ ব্যক্তির কি সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ভার গ্রহণ করিবেন বা করিতে অস্বীকার করিবেন ।

১৮৫৮ সালের ৩৫ আইনের ১২ অবধি ১৯ পর্য্যন্ত কোন ধারার কোন কথা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের রক্ষণাবেক্ষণাধীন ব্যক্তির কি সম্পত্তির প্রতি যে বর্ত্তিবে, এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না ।

কোন ভূস্বামির অযোগ্যতা প্রমাণের ক্ষেত্রে আদালত কোর্টের ক্ষমতা না থাকিলে কার্য-
প্রণালীর কথা ।

১১ ধারা । যে সকল সংশ্লিষ্ট ভূস্বামির সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ভার কোর্ট অব ওয়ার্ডস গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এক কি একাধিক ব্যক্তি যখন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের এলাকার বহির্ভূত হন এবং তজ্জন্য অবশিষ্ট সংশ্লিষ্ট ভূস্বামিরা অযোগ্য থাকিলে ঐ অবশিষ্ট সংশ্লিষ্ট ভূস্বামিরা ও তাঁহাদের সম্পত্তি আর কোর্ট অব ওয়ার্ডসের এলাকাধীন থাকে না, ১৮৫৮ সালের ৪০ আইনমতে যে দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিকার থাকিত, সেই দেওয়ানী আদালত কোর্ট অব ওয়ার্ডসের প্রারম্ভিক্রমে কোর্ট অব ওয়ার্ডসকে আদেশ করিতে পারিবে যে, অযোগ্য ভূস্বামিরা যাবৎ অযোগ্য থাকেন অথবা ১২ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে উক্ত দেওয়ানী আদালত যে কাল নির্ধারিত করিয়া আদেশ দেন, তৎকাল পর্যন্ত কোর্ট তাঁহাদের ও তাঁহাদের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ভার রাখেন কি পুনঃ গ্রহণ করেন ।

এবং যাবৎ উক্তকর্তৃক কোন অযোগ্য ভূস্বামির সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের রক্ষণাবেক্ষণে থাকে, যে যে ভূস্বামি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের এলাকার বহির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা সম্মত হইলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস তাঁহাদের সম্পত্তির কি তাহার কোন অংশের রক্ষণাবেক্ষণ ভাব রাখিতে কি পুনঃ গ্রহণ করিতে পারিবে ।

কোর্টের রক্ষণাবেক্ষণ ভার পরিত্যাগের কথা ।

১২ ধারা । ১০ কি ১১ ধারাক্রমে কোন ব্যক্তির কি সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ভার গৃহীত হইলে, কিম্বা এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে, ১৮৫৮ সালের ৪০ আইন ১২ কি ১৪ কি ২১ ধারামতে কি ১৮৫৮ সালের ৩৫ আইনের ১১ ধারামতে দেওয়ানী আদালত কালেক্টর সাহেবের রক্ষণাবেক্ষণাধীনে কোন ব্যক্তিকে কি সম্পত্তি রাখিয়া থাকিলে, কোর্ট অব ওয়ার্ডস যে কোন সময়ে উক্ত রক্ষণাবেক্ষণ ভার পরিত্যাগ করিতে পারিবে,

কিন্তু যে দেওয়ানী আদালত এতদ্বিষয় লিপ্ত থাকেন, উক্ত ভার পরিত্যাগের অভিপ্রাণের নোটিস সেই দেওয়ানী আদালতকে দিতে হইবে, এবং কোর্ট অব ওয়ার্ডস উক্ত ভার পরিত্যাগের অন্তর ৬ মাস পূর্বে ঐ নোটিস দিবে ।

সম্পত্তির উত্তরাধিকার লইয়া বিবাদ হইলে কার্যপ্রণালীর কথা ।

১৩ ধারা । কোন রাজস্বপালিত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তির কি তাঁহার কোন অংশের উত্তরাধিকার লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে, কোর্ট উক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কোন ব্যক্তিকে ঐ সম্পত্তি কি তদংশ বিচার আদেশ করিতে পারিবে, কি সাং ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনমতে দাওয়াদারের অধিকার স্বস্থ নির্ণীত

না হয়, বা উপযুক্ত দেওয়ানী আদালত কর্তৃক বিধানের নিষ্পত্তি না হয়, উক্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ভার স্বহস্তে রাখিতে পারিবেন।

কোর্টের সাধারণ ক্ষমতার কথা।

১৪ ধারা। এই আইনের বিধানের নিষমারীনে,

(ক) কোর্ট এই আইনক্রমে যে কোন সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ভার গ্রহণ করেন কি রাখেন, কি উপযুক্ত দেওয়ানী আদালতের আদেশক্রমে যে সম্পত্তি কোর্টের রক্ষণাবেক্ষণধীনে সংস্থাপিত হয়, সেই সম্পত্তির যথাযোগ্য তত্ত্বাবধান ও কার্যাধ্যক্ষতা জন্য স্বীয় কার্যাধ্যক্ষ দ্বারা এরূপ সমুদায় কার্য করিতে পারিবেন, যাহা উক্ত সম্পত্তির স্বামী অযোগ্য না হইলে, তাহার যথাযোগ্য তত্ত্বাবধান ও কার্যাধ্যক্ষতা জন্য করিতে পারিতেন, ও

(খ) কোন রাজস্বপালিত ব্যক্তির সম্বন্ধে উক্ত ব্যক্তির আইনমত অভিভাবক আইনমতে যাহা কিছু করিতে পারিতেন, কোর্ট তৎসমুদয় করিতে পারিতে পারিবেন।

প্রাপ্ত ক্ষমতানুসারে কোর্টের অন্য দ্বারা কার্য করিবার কথা।

১৫ ধারা। যে দেশখণ্ডে ও জিলায় অযোগ্য ভূস্বামীর সম্পত্তির কোন অংশ থাকে, সেই দেশখণ্ডের কমিশনার সাহেব ও জিলায় কালেক্টর সাহেবের দ্বারা অথবা উক্ত কার্যার্থে যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তদ্বারা, কোর্ট এই আইনক্রমে প্রাপ্ত সমুদয় কি কোন ক্ষমতানুসারে কার্য করিতে পারিবেন।

ক্ষমতাপ্রাপ্তির কথা।

ক্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অনুমতি লইয়া কোর্ট পূর্বোক্ত কমিশনার সাহেবের কি কালেক্টর সাহেবের কি অন্য ব্যক্তির প্রতি সময়ে সময়ে আপ রি কোন ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন ও তদ্রূপ অনুমতি লইয়া যে কোন সময়ে উক্ত অর্পিত ক্ষমতা রহিত করিতে পারিবেন।

সেরেস্তা ও ব্যয়ের কথা।

১৬ ধারা। স্বীয় রক্ষণাবেক্ষণধীন ব্যক্তির ও সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ও কার্যাধ্যক্ষতা জন্য ও কর্তৃত্ব জন্য ও হিসাব নিকাশ জন্য, ও সাধারণতঃ এই আইনমত সমুদয় কার্য জন্য যে সেরেস্তা রাখা, ও যে ব্যয় করা আবশ্যিক বিবেচনা ক্রমে, কোর্ট সময়ে তদ্বিষয়ে আদেশ করিতে পারিবেন।

আর যে এক কি একাধিক সম্পত্তির জন্য যে সেরেস্তা রাখা কি যে ব্যয় করা যায়, তাহার খরচা সেই সম্পত্তির উপর ধরা যার এরূপ আদেশ করিতে পারিবেন।

সাধারণ কার্যের জন্য সাধারণ হারাহারীতে টাকা তুলিবার কথা।

১৭ ধারা। পূর্ব দ্বারা উল্লিখিত সেরেস্তা ও ব্যয় সাধারণ ভাবে হইলে, কোর্ট তৎসম্বন্ধে এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, তদ্বারা যে যে সম্পত্তির উপকার হয়.

সেই সম্পত্তি হইতে তজ্জন্য হাবহারীমতে টাকা ভূগিতে হইবে, এবং কোর্ট সময়ে সময়ে ঘেঁরুপ আদেশ করেন সেই প্রকারে ও সেই হারে ঐ টাকা আদায় করা যাইবে ।

সম্পত্তির কার্যাদ্যক্ষতার ক্ষমতার কথা ।

১৮ ধারা । কোর্ট স্বীয় রক্ষণাবেক্ষণাধীন সম্পত্তির কি কাহার কোন অংশের পাট্টা কি ইজারা দিবার অনুমতি করিতে পারিবেন, ও উক্ত সম্পত্তির কোন অংশের বন্ধক দিবার কি বিক্রয় করিবার আদেশ দিতে পারিবেন, ও সম্পত্তির ও রাজা-পালিতের উপকারার্থ সর্বাপেক্ষা যাহা ভাল বিবেচনা করেন, তদ্রূপ সমুদয় কার্য করিবার আদেশ দিতে পারিবেন ।

কোর্ট সম্পত্তি কখন, স্বতন্ত্র মহাল করিতে পারিবেন তাহার কথা ।

১৯ ধারা । রাজাপালিতব্যক্তি যে মহালের একমাত্র ভূস্বামী তাহার কোন অংশ বিক্রয় করিতে কি বন্ধক দিতে আদেশ করা কোর্ট হিতকর বিবেচনা করিলে উক্ত অংশ স্বতন্ত্র মহাল করিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবকে আদেশ করিতে পারিবেন, এবং মূল মহাল যে ভূবাস্তবের ও করের দাওয়া জন্য দায়ী ছিল, তৎসঙ্গে শ্রীযুত লেক্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অনুমতি লইয়া কোর্ট যে প্রকার আদেশ করেন, সেই প্রকারে ঐ রাজস্ব ও কর তাদৃশ দুই স্বতন্ত্র মহালের উপর ধার্য হইয়া বিভক্ত হইবে ।

কার্যাদ্যক্ষ ও অভিভাবক নিয়োগের কথা ।

২০ ধারা । কোর্ট কোন রাজাপালিতের সম্পত্তি অন্য এক কি একাধিক কার্যাদ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং কোর্টের রক্ষণাবেক্ষণাধীন কোন রাজাপালিতের তত্ত্বাবধান জন্য এক কি একাধিক অভিভাবক নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপে নিযুক্ত কোন কার্যাদ্যক্ষকে কি অভিভাবককে কর্তৃত্বাধীন ও অবস্থিত করিতে পারিবেন ।

কোন অযোগ্য ভূস্বামী রাজাপালিত হইলে, উক্ত অযোগ্য ভূস্বামির অভিভাবকরূপে যে ব্যক্তি উইল ক্রমে নিযুক্ত থাকেন, কোর্ট স্বীয় বিবেচনামতে সেই ব্যক্তির নিয়োগ দৃঢ় করিতে পারিবেন অথবা তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন ।

রাজাপালিতের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষা ও বাসস্থানের কথা ।

২১ ধারা । অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজাপালিতের কি রাজাপালিতের পরিবারে যে সমুদয় অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি কোর্টের রক্ষণাবেক্ষণাধীনে থাকেন, তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষা ও বাসস্থানসম্বন্ধে এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক না হইলেও যে রাজাপালিত ব্যক্তি কোর্টের রক্ষণাবেক্ষণাধীনে থাকেন, তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ ও বাসস্থান সম্বন্ধে কোর্ট ঘেঁরুপ উচিত বোধ করেন তদ্রূপ আদেশ করিতে পারিবেন ।

ওয়ার্ড ও তাঁহার পরিবারের ভরণপোষণের টাকা করণ ।

২২ ধারা। পক্ষদের পদ ও অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কোর্ট যদি কিছু দেওয়া উচিত বোধ করেন যত টাকা উচিত বোধ হয়, রাজাধিপালিতের ও তাঁহার পরিবারের ভরণপোষণজন্য মাসিক তত টাকা দিবেন ।

তৃতীয় খণ্ড ।

কোন কোন সম্পত্তি বিক্রয় না হইবার বিধি ।

কোর্টের রক্ষণাবেক্ষণাধীনে থাকিতে মহাল বিক্রীত হইতে না পারিবার কথা ।

২৩ ধারা। প্রত্যেক মহাল, এবং ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১৪ ধারার বিধানের বিরোধীভাবে উক্ত আইনের ১০ কি ১১ ধারা মতে অথবা ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৭০ ধারামতে, কোন মহালের যে প্রত্যেক ভাগ কি অংশ অন্য স্বতন্ত্র হিসাব খোলা গিয়াছে, সেই প্রত্যেক ভাগ কি অংশ যাবৎ কোর্টের রক্ষণাবেক্ষণাধীনে থাকে, বাকী রাজস্ব নিমিত্ত বিক্রীত হইতে পারিবে না ।

কিন্তু ঐ মহাল কি ভাগ কি অংশ উক্ত রক্ষণাবেক্ষণাধীনে থাকিতে যদি বাকী রাজস্ব ভিন্ন অন্য কোন কারণে বিক্রীত হয়, তবে বিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে প্রথমে সমুদয় বাকী রাজস্ব শোধ করা যাইবে ।

বাকী রাজস্ব যিহিত অপ্রাপ্ত বয়স্কের মহাল বিক্রীত না হইবার কথা ।

২৪ ধারা। যে মহাল কোন এক অপ্রাপ্তবয়স্ক অথবা দুই কি তদধিক অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের সম্পত্তি নাহে এবং দাবীধিকারের নিয়মিত ক্রমামুসারে কি কোন মৃত স্বামির উইল কি নিকপনপত্র বলে তাঁহার কি তাঁহাদের প্রতি বর্তি আছে, যাবৎ তদ্রূপ অপ্রাপ্ত বয়স্ক কি অপ্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে একজন পূর্ণ একবিংশতি বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত না হন, তাঁহার কি তাঁহাদের অধিকার পত হইবার পবে যে রাজস্ব বাকী পরে প্রকৃত্য সেই মহাল বিক্রীত হইবে না । কিন্তু উক্ত অপ্রাপ্তবয়স্কতা কালে মহাল অন্য কোন কারণে বিক্রীত হইলে মহালের বিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে প্রথমতঃ বাকী রাজস্ব পরিশোধ করিতে হইবে ।

কিন্তু কালেক্টর মহাল ক্রোক করিতে পারিবেন ইহা ব কথা ।

তদ্রূপ কোন মহালের রাজস্ব বাকীপড়িলে, কালেক্টর সাহেব ঐ মহাল ক্রোক করিতে ও প্রাপ্তা গাজানা ও বাকীখাজানা আদায় করিতে পারিবেন ; এবং একরূপ করিতে হইলে সন্মত সন্মত কি কার্যাব্যক্ত দ্বারা কিম্বা ইজারা দিয়া কি অন্য যেকোন উচিত বোধ করেন, মহালের কার্য চালাইতে পারিবেন । কিন্তু একরূপ

বন্দোবস্ত দশ বৎসরের অধিক মিয়াদ কি তজ্ঞপ অপ্রাপ্তবয়স্ক কি তজ্ঞপ অপ্রাপ্ত-
বয়স্কদের মধ্যে একজন যে সময়ে পূর্ণ এক বিংশতি বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হন তদধিক
মিয়াদে করিতে পারিবেন না।

যাকী রাজস্বের নিমিত্ত বিক্রয় হইতে মুক্ত থাকিবার বিধান যে স্থলে বর্ত্তে তাহার কথা।

২৫ ধারা। ২৩ ধারায় যে যাকীরাঙ্গেশের নিমিত্ত বিক্রয় না হইবার মুক্তি দান
হইয়াছে ঐ মহাল এক কি তদধিক তপ্রাপ্তবয়স্ক ভিন্ন অন্যের সম্পত্তি নয় ও তজ্ঞন্য
তজ্ঞপ। মুক্তি দানযোগ্য, কালেক্টর সাহেবকে এই কথার লিখিত নোটিস বিক্রয়ের
পূর্বে দেওয়া না গেলে, ঐ মুক্তি বর্ত্তিবে না।

মহাল ইজারা দেওয়া গেলে তাহার উপরজ্ঞ প্রয়োগের কথা।

২৬ ধারা। মহাল ২৪ ধারায় বিধানমতে ইজারা দেওয়া গেলে ঐ ইজারার
টাকা কালেক্টর সাহেবকে দেও। যাটবে। গবর্ণমেন্টের রাজস্ব ও অন্য রাজকীয়
প্রাপ্য ও কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্বন্ধীয় খরচের টাকা রাখিয়া কালেক্টর সাহেব ভূস্বামির
নিমিত্ত টাকা গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিকে অবশিষ্ট টাকা দিবেন, কি ৫৯
কি ৫০ ধারায় লিখিত কোন এক প্রকারে ঐ টাকার প্রয়োগ করিবেন।

চতুর্থ খণ্ড।

অযোগ্যতা নির্ণয় করিবার বিধি।

অযোগ্য ভূস্বামির সম্বন্ধে কালেক্টর সাহেবের অনুসন্ধান লইয়া রিপোর্ট করিবার কথা।

২৭ ধারা। যখন কোন জিলার কালেক্টর সাহেব এরূপ বিশ্বাস করিবার
কারণ দেখেন যে, ঐ জিলা নিবাসী কি ঐ জিলার তৌজীভূক্ত কোন মহালের
অধিকারী কোন ব্যক্তিকে ৫ ধারামতে অযোগ্য ভূস্বামী বলিয়া নির্দেশ কি নিষ্পত্তি
করা উচিত, তিনি যজ্ঞপ আবশ্যক বোধ করেন তজ্ঞপ অনুসন্ধান লইবেন, এবং
উক্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে তজ্ঞপ নির্দেশ কি নিষ্পত্তি করা উচিত বুঝিলে কোর্টে তদ্বিষয়ের
রিপোর্ট করিবেন,

এবং উক্ত রিপোর্ট পাইয়া কোর্ট যেকপ বিহিত বোধ করেন তজ্ঞপ এই আইন
সম্মত আজ্ঞা করিবেন।

রিপোর্ট বিনা আইনের বিধান প্রবল করিতে পারিবার ক্ষমতায় কথা।

২৮ ধারা। কালেক্টর সাহেবের রিপোর্ট না পাইয়াও কোর্ট কি স্থানীয় গবর্ণ-
মেন্ট এই আইনের বিধান প্রবল করিতে গেলে, ২৭ ধারার কোন কথায় তাহার
বাধা হইবে না।

বাঁহা উত্তরাধিকারীরা অযোগ্য একপ ভূস্বামির মৃত্যু হইলে কার্যপ্রণালীর কথা।

২৯ ধারা। যখন কোন জিলার কালেক্টর সাহেব একপ সংবাদ পান যে, ঐ জিলার ভৌমভূক্ত কোন মহালের একমাত্র ভূস্বামির মৃত্যু হইয়াছে, কি কোন মহালের একমাত্র ভূস্বামী ঐ জিলার মধ্যে মরিয়াছেন,

এবং উক্ত কালেক্টর সাহেব একপ বিবরণ পরিবার কাগজ দেখেন যে, উক্ত ভূস্বামির উত্তরাধিকারিদিগকে ৩ ধারামতে অযোগ্য বলিয়া নির্দেশ কি নিষ্পত্তি করা উচিত, তিনি উক্ত উত্তরাধিকারিদিগের অস্থাবর সম্পত্তি ও তাঁহাদের সম্পত্তি সম্পর্কীয় সমুদয় দলীল ও লিপি ও কাগজপত্র নিরাপদে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যেরূপ উচিত বোধ করেন তদ্রূপ উপায় অবলম্বন ও আজ্ঞা প্রদান করিতে পারিবেন।

অন্য যে কালেক্টর সাহেবের এলাকার মধ্যে উক্ত রূপ যে কোন অস্থাবর সম্পত্তি কি দলীল কি লিপি কি কাগজ পত্র থাকে, পূর্বেই কালেক্টর সেই কালেক্টর সাহেবকে তৎসমুদয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ভার গ্রহণ করিতে আদেশ করিতে পারিবেন, এবং তাহা করিলে ঐ অন্য কালেক্টর সাহেব উক্ত সম্পত্তি ও দলীল ও লিপি ও কাগজ পত্র সম্বন্ধে আপন জিলাব মধ্যে প্রথমোক্ত কালেক্টর সাহেবের ন্যায় এই ধারামুযায়ী ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

খরচা আদায়ের কথা।

ঐ সম্পত্তি পরে কোর্টের রক্ষণাবেক্ষণাদীনে গ্রহণ করা না গলে, এই ধারামতে কার্য্য করিয়া কালেক্টর সাহেব যে সমস্ত খরচ করেন, তাহা বাকী রাজস্বের ন্যায় উক্ত সম্পত্তির স্বামীর নিকট হইতে অথবা কালেক্টর সাহেব ঐ সম্পত্তি যাহাদের অধিকারে আছে দেখেন তাহাদের নিকট হইতে আদায় করা যাইবে, ও তাহা ১৮৬৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনক্রমে কি তদ্বৎ যে কোন আইন যৎকালে চলিত থাকে তৎক্রমে প্রাপ্য টাকা বলিয়া গণ্য হইবে।

অপ্রাপ্ত-বয়স্কভূস্বামীকে উপস্থিত করিবার ও তাহার কিয়ৎকালীন আশ্রয় সম্বন্ধে আজ্ঞা করিবার কথা।

৩০ ধারা। পূর্বে ধারামতে কার্য্য করিয়া কালেক্টর সাহেব আদেশ করিতে পারেন যে, উক্ত মৃত ভূস্বামির কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক উত্তরাধিকারী যে ব্যক্তির আশ্রয় আছেন, সেই ব্যক্তি নির্দিষ্ট দিনে উক্ত অপ্রাপ্তবয়স্ককে তাঁহার কি অন্য কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন এবং যে কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে উক্ত অপ্রাপ্ত বয়স্ককে তদ্রূপে উপস্থিত করা যায়, তিনি ঐ অপ্রাপ্তবয়স্কের কিয়ৎকালীন আশ্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে যেরূপ উচিত বোধ করেন তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অপ্রাপ্তবয়স্ক জীলোক হইলে তাঁহাকে কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে না, কিন্তু তাহার স্বরূপতা নির্ণয় জন্য কালেক্টর সাহেব যে উপায় অবলম্বন করা উচিত বোধ করেন, তাহা করিতে পারিবেন।

ক্ষিপ্তমনা হইলে অনুসন্ধানের কথা ।

৩১ ধারা । কোন মহালের যে একমাত্র ভূস্বামী হাইকোর্টের নিয়মিত আদৌ দেওয়ানী বিচারবিপত্ত্যের সীমাব মধ্যে বাস করেন না, তাঁহাকে কোন কালেক্টর সাহেব ক্ষিপ্তমনা ও স্বীয় বিষয় বাণিজ্যের কার্য্যাধ্যক্ষতা করিতে অক্ষম বলিয়া রিপোর্ট করিলে, কোর্ট ঐ রিপোর্টকারি কালেক্টর সাহেবকে কি অন্য যে কালেক্টর সাহেবকে নিয়োগ করেন, তাঁহাকে যে জিলাব দেওয়ানী আদালতের এলাকার মধ্যে উক্ত ভূস্বামির বাস, সেই আদালতে ১৮৫৮ সালের ৩৫ আইনের বিধান মতে দরখাস্ত করিতে আজ্ঞা করিবেন ।

দেওয়ানী আদালত স্বাভাবিক দোষ কি দৌর্জল্য হেতু অযোগ্যতার অনুসন্ধান লইবেন ইহার কথা ।

৩২ ধারা । হাইকোর্টের নিয়মিত আদৌ দেওয়ানী বিচারবিপত্ত্যের সীমার বহির্ভূত স্থানবাসী কোন মহালের একমাত্র ভূস্বামী মানসিক বিকৃত ভিন্ন কোন স্বাভাবিক দোষ কি দৌর্জল্য হেতু আপন সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষতা করিতে অক্ষম, কোন কালেক্টর সাহেব এরূপ রিপোর্ট করিলে, কোর্ট উক্ত রিপোর্টকারি কালেক্টর সাহেবকে কি অন্য যে কালেক্টর সাহেবকে নিযুক্ত করেন, তাঁহাকে উক্ত ভূস্বামী যে জিলায় বাস করেন, সেই জিলায় প্রধান দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করিতে আজ্ঞা করিবেন এবং উক্ত কালেক্টর তদ্রূপে দরখাস্ত করিলে, উক্ত দেওয়ানী আদালত কথিত অক্ষমতার অনুসন্ধান লইয়া তদ্বিষয়ের নিষ্পত্তি করিবেন ।

হাইকোর্টের এলাকাধীন স্থানবাসী ভূস্বামির স্বাভাবিক দোষ কি দৌর্জল্য হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ।

৩৩ ধারা । বঙ্গদেশস্থ কোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাইকোর্টের আদৌ দেওয়ানী বিচারবিপত্ত্যের সীমার অন্তর্গত স্থানবাসী কি বঙ্গদেশব শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের বহির্ভূত স্থানবাসী কোন মহালের একমাত্র ভূস্বামী মানসিক বিকৃতি ভিন্ন কোন স্বাভাবিক দোষ কি দৌর্জল্য হেতু আপন সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষতা করিতে অক্ষম, কোন কালেক্টর সাহেব এরূপ রিপোর্ট করিলে, কোর্ট উক্ত রিপোর্টকারি কালেক্টর সাহেবকে, কি অন্য যে কালেক্টরকে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে, চব্বিশ পরগণার প্রধান দেওয়ানী আদালতে অথবা কালেক্টর সাহেব শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকটে প্রার্থনা করিলে তিনি অন্য যে দেওয়ানী আদালত নির্দেশ করেন, সেই আদালতে প্রার্থনা করিতে আজ্ঞা করিবেন ।

তাছাড়া হইলে সেই দেওয়ানী আদালত কথিত অক্ষমতার অনুসন্ধান লইয়া তদ্বিষয়ের নিষ্পত্তি করিবেন ।

৩২ কি ৩৩ ধারামতে অনুসন্ধানের অনুষ্ঠান হইলে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতার কথা ।

৩৪ ধারা । ৩২ কি ৩৩ ধারামতে দেওয়ানী আদালত কোন অনুসন্ধানের কার্য্য স্থগিত করিলে, ১৮৫৮ সালের ৩৫ আইনমতে যে অনুসন্ধান লইবার আদেশ আছে, তদর্থে ঐ আইনক্রমে যে ক্ষমতা বর্ত্তে ও যে বিধানমতে কার্য্য করিবার নিয়ম থাকে, উক্ত দেওয়ানী আদালত উক্ত অনুসন্ধান কার্য্যেব নিমিত্ত সেই ক্ষমতা পাইবেন ও সেই বিধানমতে কার্য্য করিবেন ।

ওজ্রণ প্রত্যেক অনুসন্ধানের পর যে আঞ্জা করা যায়, দেওয়ানী আদালত কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নিকট সেই আদেশের প্রতিলিপি পাঠাইবেন । তাহা হইলে যদি দেওয়ানী আদালত ভূস্বামিকে পূর্ব্বোক্তমতে অক্ষম বলিয়া নির্ণয় করিয়া থাকেন, কোর্ট অব ওয়ার্ডস এই আইন সফত যেকণ আঞ্জা উচিত বোধ করেন তজ্রণ আঞ্জা করিবেন ।

যে সকল ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা ও স্বীয় বিষয় ব্যাপারের কার্য্যধক্ষতা করিতে অক্ষম বলিয়া নিষ্পত্তি হইয়াছে, সেই সকল ব্যক্তির সম্বন্ধে ১৮৫৮ সালের ৩৫ আইনের ২১ ধারামতে দেওয়ানী আদালতের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, পূর্ব্বোক্তমতে যে সকল ভূস্বামী অক্ষম বলিয়া নিষ্পত্তি হইয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের সেই ক্ষমতা থাকিবে ।

পঞ্চম খণ্ড ।

অযোগ্যতা নির্ণয় হইলে পর কার্য্য প্রণালী বিষয়ক বিধি ।

সম্পত্তি কোর্টের রক্ষণাবেক্ষণাধীন হইলে ইহার নির্দেশ সূচক আঞ্জার কথা ।

৩৫ ধারা । দেওয়ানী আদালতের আঞ্জানুসারে কিম্বা প্রকাবান্তরে, কোর্ট অযোগ্যভূস্বামির কি তাহার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ভার গ্রহণ করিতে কৃত সক্ষম হইলে, তন্নির্দেশসূচক আঞ্জা করিয়া আদেশ দিবেন যে, কোর্টের লক্ষ হইতে উক্ত ব্যক্তিরও সম্পত্তির কি উক্ত সম্পত্তির অধিকার গ্রহণ করা যার এবং অধিকার গ্রহণ করা হইলে তৎকালাবধি উক্ত সম্পত্তি কোর্টের রক্ষণাবেক্ষণাধীন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে ।

কালেক্টর সাহেবের অস্থায়ী সম্পত্তির অধিকার গ্রহণ করিবার কথা ।

৩৬ ধারা । ৩৫ ধারার বিধানমতে আঞ্জা করা গেলে পর সুবিধামতে যত শীঘ্র হইতে পারে, রাজানুপালিতের সম্পত্তির কোন অংশ যে জিলায় মধ্যে থাকে, সেই জিলায় কালেক্টর সাহেব কি তৎপক্ষে লিখিত অনুমতি ক্রমে কমণ প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি রাজানুপালিতের সমুদয় হিসাব ও কাগজপত্র ও অস্থায়ী সম্পত্তি স্বীয় অধি-

কারে গ্রহণ করিবেন ও তাহার যে অংশ আবশ্যিক জ্ঞান করেন উপযুক্ত সংরক্ষণে রাখিবেন ।

এবং রাজামুপালিতের নিজ অধিকারে যে বাটী থাকে, উক্ত হিসাব কি কাগজ পত্র কি সম্পত্তি সেই বাটীর মধ্যে কোন ঘবে কি বাক্সে কি আধারে আছে, কালেক্টর সাহেব কিম্বা পূর্বোক্তমতে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি একপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে উক্ত হিসাব কি কাগজপত্র কি সম্পত্তি অন্বেষণ করিবার জন্য ঐ ঘর প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবেন ।

কালেক্টর সাহেবের অতিরিক্ত ক্ষমতার কথা ।

৩৭ ধারা । যে সকল ব্যক্তি রাজামুপালিতের কার্যে নিযুক্ত থাকেন, কি যে মৃত ভূস্বামির স্থানে রাজামুপালিত দ্বীয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই ভূস্বামির কার্যে যে সকল ব্যক্তি নিযুক্ত ছিলেন, উক্ত কালেক্টর সাহেব তাঁহাদিগকে আপনায় সম্মুখে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন,

এবং কোন ব্যক্তির অধিকারে রাজামুপালিতের কোন হিসাব কি কাগজপত্র কি অস্থাবর সম্পত্তি কি রাজামুপালিতের সম্পত্তি সম্পর্কীয় কোন হিসাব কি কাগজ পত্র আছে, কালেক্টর সাহেবের একপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, তিনি উক্ত হিসাব প্রভৃতি দিবার নিমিত্ত ঐ ব্যক্তিকে আজ্ঞা করিতে পারিবেন,

এবং উক্ত সম্পত্তির মধ্যে বাঁহাদের তালুক কি পেটাও তালুক আছে, তাঁহাদের ঐ তালুক ও পেটাও তালুকের আগমসাধক দলীল উপস্থিত করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ।

ষষ্ঠ খণ্ড ।

কার্য্যাধ্যক্ষতা ও অভিভাবকতার বিধি ।

কালেক্টর সাহেবকে যে সময়ে কার্য্যাধ্যক্ষ জ্ঞান করা যাইবে তাহার কথা ।

৩৮ ধারা । কোর্ট রাজামুপালিতের সম্পত্তির কোন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত না করিলে, যে জিলায় উক্ত সম্পত্তি অবস্থিত থাকে, সেই জিলায় কালেক্টর সাহেব কিম্বা তদর্থে কোর্ট অন্য যে কালেক্টর সাহেবকে নিযুক্ত করেন, সেই কালেক্টর সাহেব উক্ত সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষ আইন মতে যাহা কিছু করিতে পারিতেন কোর্টের আজ্ঞাবীনে তৎ সমুদয় করিতে পারিবেন ।

কার্য্যাধ্যক্ষের ক্ষমতার কথা ।

৩৯ ধারা । কোর্টের নিযুক্ত প্রত্যেক কার্য্যাধ্যক্ষ আপন রক্ষণাবেক্ষণাদীন সমুদয় সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষতা করিতে পারিবেন ও তদীয় হস্তে ন্যস্ত ভূমির খাজানা ও রাজামুপালিতের অন্য পাওনা টাকা আদায় করিতে ও প্রজ্ঞা রসিদ দিতে পারিবেন ।

এবং উক্ত সম্পত্তির উৎকৃষ্ট রূপ কার্যাদ্যক্ষতা জন্য পাট্টা কি ইজারা দেওয়া কি নূতন কল্লিণা দেওয়া আবশ্যিক হইলে, কোর্টের আজ্ঞাদ্বারা তাহা দিতে পারিবেন ।

কার্যাদ্যক্ষের সাধারণ কর্তব্যের কথা ।

৪০ ধারা । ভূস্বামির লভ্যার্থ প্রত্যেক কার্যাদ্যক্ষ সময়ে ও বিশ্বস্তভাবে স্বীয় হস্তে ন্যস্ত সম্পত্তির কার্যাদ্যক্ষতা করিবেন, এবং সম্পত্তি নিজের হইলে যত দূর সাধ্য আপন বিবেচনামতে যেকোন কার্য করিতেন, রাজানুপালিতের স্বার্থের জন্য সম্যক প্রকারে তদ্রূপ করিবেন ।

কার্যাদ্যক্ষের বিশেষ কর্তব্যের কথা ।

৪১ ধারা । কোর্টের নিযুক্ত প্রত্যেক কার্যাদ্যক্ষ ।

(ক) রাজানুপালিতের সম্পত্তির যে অংশের তত্ত্বাবধান করিতে কোর্ট আদেশ দেন, সেই অংশের তত্ত্বাবধান করিবেন ,

(খ) তদ্রূপ সমুদয় সম্পত্তির ও তৎসম্পর্কে যাহা কিছু পাইবেন, তাহার নিয়মিতরূপে হিসাব দিবার নিমিত্ত কোর্ট যদ্রূপ (যদি কোন) জামিন দেওয়া উচিত ঘোষণা করেন, তদ্রূপ জামিন দিবেন ,

(গ) তাঁহার কার্যাদ্যক্ষতা গেলে, কার্যাদ্যক্ষতা কালের আয়ত্ত্বের নিকাশ কোর্টে দিবার দায়ী থাকিবেন ;

(ঘ) কোর্ট যেকোন আদেশ করেন, তদ্রূপ সময়ে ও তদ্রূপ পাঠে আপনাব হিসাব নিকাশ করিবেন ,

(ঙ) নিকাশ করিয়া তাঁহার কাছে যে বাকী টাকা পাওনা থাকে, তাহা দিবেন ,

(চ) যে ব্যয়ের জন্য পূর্বে কোর্টের অনুমতি লওয়া যায় না, যে কার্য সম্পত্তির সেই ব্যয় হইবে, সেই কার্যেরনিমিত্ত কোর্টের অনুমতি প্রার্থনা করিবেন ;

(ছ) স্বীয় পদোপলক্ষে যে সকল কাগজপত্র ও দলীল ও নিদর্শনপত্র ও লেখা সম্পাদন করেন, তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ,

(জ) স্বীয় কর্তব্য পালনার্থ যেকোন যত্ন ও পরিশ্রম করেন, তজ্জন্য সম্পত্তি হইতে কোর্ট যত বেতন দেওয়া উচিত বোধ করেন, তত বেতন পাইবার স্বত্ববান হইবেন ;

(ঝ) তাঁহার ইচ্ছাপূর্বক ত্রুটি কি গুরুতব উপেক্ষা বশতঃ সম্পত্তির কোন ক্ষতি হইলে তজ্জন্য দায়ী হইবেন ।

অভিভাবকের সম্বন্ধে কৰ্তব্যের কথা ।

৪২ ধারা । রাজানুপালিতের তত্ত্বাবধানার্থ নিযুক্ত অভিভাবকের প্রতি রাজানুপালিতের সম্বন্ধে ভাব্য অর্পিত থাকিবে ও তাঁহার ভরণপোষণের ও স্বাস্থ্যের ও, অপ্রাপ্তবয়স্ক হইলে, শিক্ষার ক্ষতি তাঁহার দৃষ্টি রাখিতে হইবে ।

অভিভাবকের বিশেষ কৰ্তব্যের কথা ।

৪৩ ধারা । কোর্টের নিযুক্ত প্রত্যেক অভিভাবক—

(ক) তাঁহার নিয়মিতরূপে কৰ্তব্য পালন সম্বন্ধে কোর্ট কালেক্টর সাহেবের নিকট যেকপ (যদি কোন) জামিন দেওয়া উচিত বোধ করেন, তজ্জপ জামিন দিবেন ।

(খ) কোর্ট যে সময়ে ও যে পাঠের আদেশ করেন, সেই সময়ে ও সেই পাঠে স্বীয় হিসাব নিকাশ করিবেন ;

(গ) নিকাশ করিয়া তাঁহার যে বাকী টাকা দেনা হয়, তাহা দিবেন ;

(ঘ) অভিভাবকতা শেষ হইলে, অভিভাবকতা কালের আগ্রবায়ের হিসাবের জন্য কোর্টের নিকটে দায়ী থাকিবেন ;

(ঙ) কোর্ট পূর্বে যে ব্যবসে অমুগতি করেন নাই, যে কার্যে সেই ব্যবসে হয়, সেই কার্যজন্য কোর্টের অমুগতি প্রার্থনা করিবেন ।

(চ) স্বীয় কৰ্তব্য পালনার্থ যে দ্রব্য ও পরিশ্রম করেন, তজ্জন্য কোর্ট যত বেতন দেওয়া উচিত বোধ করেন, রাজানুপালিতের সম্পত্তি হইতে তত বেতন পাইবার স্বত্বান হইবেন ।

যে ব্যক্তি রাজানুপালিতের উত্তরাধিকারী হইতে পারেন তিনি অভিভাবক হইতে পারিবেন না ।

৪৪ ধারা । ব্যবসাক্রমে যে ব্যক্তি রাজানুপালিতের আসন্ন উত্তরাধিকারী, কি রাজানুপালিতের উত্তরজীবী হওয়া প্রকারান্তরে তাঁহার সাক্ষাৎ স্বার্থ, এরূপ ব্যক্তি তাঁহার অভিভাবক পদে নিযুক্ত হইবেন না ।

কিন্তু রাজানুপালিতের মৃত্যুর প্রতি কি উইলক্রমে নিরূপিত অভিভাবকের প্রতি এই ধারার কোন কথা বর্তিবে না ।

ক্রীজাতীয় ওয়ার্ডের অভিভাবকের কথা ।

৪৫ ধারা । রাজানুপালিত ব্যক্তি ক্রীলোক হইলে, যদি উইলক্রমে নিরূপিত অভিভাবক না থাকে, তাঁহার সম্বন্ধে কোন ক্রীলোক অভিভাবকের পদে নিযুক্ত হইবেন, অসম্পর্কীয় উপযুক্ত ক্রীলোক থাকিলে, তাঁহাবাই প্রথমে নিযুক্ত হইবার যোগ্য ।

কিন্তু ক্রীজাতীয় রাজানুপালিতের প্রাপ্তবয়স্ক পতি থাকিলে সন্ধানতঃ ঐ ক্রীলোকের অভিভাবক নিযুক্ত করা কি রাখা যাইবে না ।

পাওনা টাকা প্রাপ্য ন্যায় আদায় করা যাইবে ।

৪৬ ধারা। কার্য্যাধ্যক্ষের কি অভিভাবকের নিকট কি কার্য্যাধ্যক্ষের কি অভিভাবকের জামিনদের নিকট কি কোর্টের অধীনে নিযুক্ত কোন কার্য্যকারকের কি চাকরের নিকট কি উক্ত কার্য্যকারকের কি চাকরের জামিনদের নিকট কোর্টের পাওনা প্রত্যেক টাকা ১৮৬৮ সালের ৭শী ৭ আইনমতে, কি তদুপর যে আইন যৎকালে চলিত থাকে, সেই আইনমতে প্রাপ্য টাকার ন্যায় আদায় করা যাইবে ।

কোর্টের অভিভাবকের কি কার্য্যাধ্যক্ষের প্রতি সম্পত্তি দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা ।

৪৭ ধারা। কোর্ট যে সময় ধার্য্য করেন, সেই সময় মধ্যে কোন ভূত কি বর্তমান কার্য্যাধ্যক্ষকে কি অভিভাবকে কি কার্য্যাধ্যক্ষের কি অভিভাবকের অধীন কোন ভূত কি বর্তমান কর্ম্মচারিকে তাঁহার অধিকারস্থিত হিসাব কি কোন সম্পত্তি দিতে হইবে বলিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবেন ।

কার্য্যাধ্যক্ষের প্রাপ্ত টাকা প্রদানের কথা ।

৪৮ ধারা। কোর্ট অবস্থা বুঝিয়া যেকপ আদেশ দেন, তদনুসারে কার্য্যাধ্যক্ষ সমুদয় প্রাপ্ত টাকা হইতে প্রথমে ।

রাজাহুপালিতের ও তদীয় পরিবারের ভরণপোষণ ও শিক্ষার অবধারিত টাকা কার্য্যাধ্যক্ষতার ও তত্ত্বাবধানের সমস্ত খরচ দিবেন, ও

ঐ সম্পত্তির জন্য গবর্ণমেন্টের রাজস্বের যে যে কিস্তি কি কর কি অন্য রাজকীয় প্রাপ্য সময়ে সময়ে দেনা পড়ে, তৎসমুদয় কি তাহার একাংশ দিবেন ।

উদ্ধৃত টাকা প্রয়োগের কথা ।

৪৯ ধারা। ৪৮ ধারার উল্লিখিত সকল টাকা দেওয়ানগেলে পর হিসাবমতে প্রকৃত পক্ষে কিছু উদ্ধৃত থাকিলে, সম্পত্তির অবস্থা বুঝিয়া কোর্ট যেকপ আদেশ করেন, তদনুসারে নিম্নলিখিতমতে ঐ উদ্ধৃত টাকার প্রয়োগ হইবে, ।

রাজাহুপালিতের দেয় ধান পরিশোধার্থে;

সম্পত্তি কোর্টের রক্ষণাবেক্ষণার্থে আসিবার পূর্বে তদুপর উপস্থিত হইলে যে ধর্ম্মসংক্রান্ত ও দাতব্য ও অন্য বৃত্তি প্রদত্ত হইত এবং রাজাহুপালিতের পারিবারিক পদোপযোগী যে বৃত্তি ও চাঁদা দিতে কোর্ট অনুমতি করেন, তৎসমুদয় প্রদানার্থে;

ভূমির উন্নতি সাধনার্থ কি প্রকারান্তরে রাজাহুপালিতের কি তদীয় সম্পত্তির উপকারার্থে ।

উন্নতি সাধনার্থ উদ্ধৃত টাকার উপর শতকরা দশ টাকার অধিক ব্যয় করিতে হইবে না ।

কিন্তু তদুপর উন্নতি সাধনার্থ কি উপকারার্থ উক্ত উদ্ধৃত টাকার উপর শতকরা

১০ টাকার অধিক ব্যয় কবিত্তে চাইবেনা । পরন্তু ভূসম্পত্তির রক্ষার্থ কি রাজা-
হুপালিভের কি তদীয় সম্পত্তির লভ্যার্থ উক্ত পত্র কবা ১০ টাকার অধিক ব্যয় করা
কোর্টের ও শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ন সাহেবের মতে বাঞ্ছনীয় হইলে, সেই ব্যয় করা
যাইতে পারিবে ।

যে জীলোকের প্রাপ্তবয়স্কের সম্পত্তি কোর্টের অধীনে রাখাধীনে থাকে, তাঁহাকে উক্ত
টাকা দিতে হইবে ।

রাজাহুপালিত ব্যক্তি যদি পূর্ণ একুশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হুহুমনা জীলোক হন
কি পূর্ণ একুশবৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত এমন কোন ব্যক্তি হন, বাহার সম্পত্তি ক্রমে
তাহার সম্পত্তি কোর্টের রক্ষণাবেক্ষণধীনে রাখিয়াছে, তবে পূর্কোক্ত মতে ঋণ পরি-
শোধার্থ কি ভূমির কি সম্পত্তির উন্নতি সাধনার্থ না হইলে কোর্ট উক্ত টাকার
কোন অংশ ব্যয় করিবেন না, এবং উক্ত টাকার অবশিষ্ট ভাগ তদ্রূপ জীলোককে
কি ব্যক্তিকে দিবেন ।

উক্ত টাকাকে ভূমিাদি ক্রয় করিবার ক্ষমতার কথা ।

৫০ ধারা । রাজাহুপালিত ব্যক্তি পূর্কোক্তরূপ জীলোক কি ব্যক্তি না হইলে,
এবং ৪৯ ধারার উল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধনার্থে কোর্ট বেক্রয় বিধান করা উচিত বোধ
করেন, তাহার খরচ দিয়া কিছু উক্ত থাকিলে, ঐ টাকার অন্য ভূসম্পত্তি ক্রয়
করা যাইবে, কি তাহা লইয়া হুদের আশায়,

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের বিজ্ঞা গ্রেটব্রিটন ও আয়ারলণ্ড সংযুক্ত রাজ্যের প্রিন্সসি
নোট কি ডিবেকুর কি ঠাক কি অন্য সিক্যুরিটী,

কিহা শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরীর পালি'রামেন্ট ভারতবর্ষের উপর যে বণ্ডের ও
ডিবেকুরের ও বার্ষিক বৃত্তির দায় বর্ত্তান তাহা,

কিহা ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটারী সাহেব রেল-
ওয়ে কি অন্য কোম্পানির যে ঠাকের কি ডিবেকুরের কি সোবারের হুদের প্রতিভূ
হন তাহা,

কিহা ব্রিটিশ ভারতবর্ষের লংস্থাপিত ব্যবস্থাপকগণের প্রণীত কোন আইনের
বলে কোন মুনিসিপাল সমাজ কর্তৃক কি তৎপক্ষে কত টাকার ডিবেকুর কি অন্য
সিক্যুরিটী,

কিহা কোর্ট বিধিত বোধ করিলে, ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট কি স্বল্পদেশীয় গবর্ন
মেন্ট অন্য যে সিক্যুরিটী কি ঠাকের কি সোবারের প্রতিভূ হন, তাহা ক্রয় করা
যাইবে ।

সপ্তম খণ্ড ।

মোকদ্দমার বিধি ।

রাজাসুপালিভের পক্ষে কি বিপক্ষে মোকদ্দমা হইলে, কার্য্যার্থ্যক্ষ কি
কালেক্টর সাহেবের আসন্ন বন্ধু কি অভিভাবক হইবার কথা ।

৫১ ধারা । কোন রাজাসুপালিত দ্বারা কি তাঁহার নামে মোকদ্দমা উপ-
স্থিত করা গেলে, ঐ মোকদ্দমার কোর্টের অসুপালিত বলিয়া তাঁহার বর্ণনা লেখা
যাইবে ; এবং উক্ত রাজাসুপালিভের সম্পত্তির কার্য্যার্থ্যক্ষ, কিম্বা কার্য্যার্থ্যক্ষ না
থাকিলে, উক্ত সম্পত্তির অধিকাংশ যে জিলায় থাকে, সেই জিলায় কালেক্টর সাহেব
অথবা অন্য যে কোন কালেক্টর সাহেবকে কোর্ট অব ওয়ার্ডস এন্ড পক্ষে নিযুক্ত
করেন, সেই কালেক্টর সাহেব ঐ মোকদ্দমা সম্বন্ধে তাঁহার আসন্নবন্ধু কিম্বা অভিভা-
বক বলিয়া খ্যাত হইবেন । তিনি উক্ত মোকদ্দমায় ঐ রাজাসুপালিভের স্থলা-
ভিষিক্ত হইবেন এবং যে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে, তৎ
কর্তৃক অন্য কোন ব্যক্তি আসন্নবন্ধু স্বরূপ মোকদ্দমা করিতে কিম্বা মোকদ্দমার
প্রতিবাদী হইতে আদিষ্ট হইবেন না কিম্বা সেই মোকদ্দমার অভিভাবক নামে
খ্যাত হইবেন না ।

কোর্টের অন্য ব্যক্তিকে মোকদ্দমা সম্বন্ধে আসন্নবন্ধু কি অভিভাবক নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা ।

৫২ ধারা । কোর্ট অব ওয়ার্ডস আজ্ঞাপত্র দ্বারা উক্ত কোন মোকদ্দমায় তৎ
পরিবর্তে অন্য কোন ব্যক্তিকে আসন্ন বন্ধু কি অভিভাবকস্বরূপ মনোনীত কি
নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং মোকদ্দমা যে দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত থাকে,
সেই আদালত ঐ পরিবর্তনসূচক আজ্ঞাপত্রের প্রতিলিপি প্রাপ্ত হইলে, উক্ত
কার্য্যার্থ্যক্ষের কি কালেক্টর সাহেবের নামের পরিবর্তে মোকদ্দমার তদ্রূপ নিযুক্ত
আসন্ন বন্ধুর কিম্বা অভিভাবকের নাম লিখিবেন ।

কার্য্যার্থ্যক্ষের খরচা দিবার কথা ।

৫৩ ধারা । যদি তদ্রূপ কোন মোকদ্দমায় কোন দেওয়ানী আদালত ঐ
মোকদ্দমা সম্বন্ধে রাজাসুপালিভের আসন্ন বন্ধুর কি অভিভাবকের বিরুদ্ধে কোন
খরচার ডিক্রী করেন, তবে তৎকালে রাজাসুপালিভের যে সম্পত্তি কোর্ট অব
ওয়ার্ডসের হাতে থাকে, কোর্ট তাহা হইতে ঐ খরচা দেওয়াইবেন ।

রাজাসুপালিভের নামে পরওয়ানা কোর্টের দ্বারা জারী করিতে হইবার কথা ।

৫৪ ধারা । রাজাসুপালিভের নামে কোন দেওয়ানী আদালত হইতে পরওয়ানা

বাহির হইলে ঐ রাজানুপালিতের মোকদ্দমার যিনি পূর্বোক্তমত আসন্ন বন্ধু কি অভিভাবক হন, কালেক্টর সাহেব দ্বারা তাঁহাকে ঐ প্ররণায়না দেওয়া যাইবে ।

কোর্টের অনুমতি না হইলে রাজানুপালিতের পক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত না করা

যাইবার কথা ।

৫৫ ধারা । কোর্টের আজ্ঞানুসৃত না হইলে হুজুর কোন রাজানুপালিতের পক্ষে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না ।

পূরন্ত মিরাদের আটনক্রমে মোকদ্দমা অচল হইবার বাধা নিবারণার্থ কার্য্য-
শাস্ত্র আবেদনপত্র দাখিল বরিবার অনুমতি দিতে পারিবেন, কিন্তু কোর্টের অনু-
মতি বিনা পরে উক্ত মোকদ্দমা চালান যাইবে না ।

আর যে ভূসম্পত্তির খাজানা পাওনা থাকে, সেই ভূসম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষের
আজ্ঞাক্রমে অনুমতি দেওয়া খেলে রাজানুপালিতের পক্ষে বাকী খাজানার নিমিত্ত
মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে ।

হাইকোর্টের মোকদ্দমার প্রতি ও যাহারাজানুপালিত থাকিতে সম্মত হন তাহাদের প্রতি
না বর্ত্তিবার কথা ।

৫৬ ধারা । হাইকোর্ট যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গিয়াছে কি উপস্থিত
থাকে, তাহার প্রতি কিম্বা ১১ ধারার ২ প্রকরণের বিধানমতে যে ভূস্বামী কোর্ট অব
ওয়ার্ডসের রক্ষণাবেক্ষণাধীনে স্বীয় সম্পত্তি রাখিতে সম্মত হইয়াছেন, তাহার প্রতি
এই খণ্ডের কোন কথা বর্ত্তিবে না ।

অষ্টম খণ্ড ।

দণ্ডের বিধি ।

কালেক্টর সাহেবের কোন আজ্ঞা অমান্য করিলে দণ্ডের কথা

৫৭ ধারা । কোন ব্যক্তি ২৯ কি ৩০ কি ৩১ কি ৩৭ ধারামতে কালেক্টর সাহে-
বের আজ্ঞা পালন করিতে অস্বীকার করিলে কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞাক্রমে তাঁহার
পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ।

৪৭ ধারামত আজ্ঞা অমান্য করিলে দণ্ডের কথা ।

৫৮ ধারা । কোন ব্যক্তি ৪৭ ধারামতে আজ্ঞা পালন করিতে অস্বীকার করিলে
স্বাভাবত আজ্ঞা পালন না করেন, কোর্টের আজ্ঞাক্রমে তাঁহার সামান্য কারাদণ্ড ও
সম্পত্তি জব্দ হইতে পারিবে ।

কোর্টের আজ্ঞা অমান্য করিলে দণ্ডের কথা ।

৫৯ ধারা । যদি কোন ব্যক্তি কোর্টের বৈধ আজ্ঞা অমান্য করেন, মাজিস্ট্রেট

কর্তৃক অপরাধ নির্ণীত হইলে তাঁহার পাঁচশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড ও তিনি কোর্টের নিযুক্ত কাৰ্য্যাধ্যক্ষ কিম্বা অতিভাবক হইলে, এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ।

নবম খণ্ড ।

বিবিধ বিধি ।

রাজানুপালিতদের অক্ষমতার কথা ।

৬০ ধারা । কোন রাজানুপালিত ব্যক্তি কোর্টের অমুমতি ব্যতিরেকে স্বীয় সম্পত্তির কি তাহার কোন অংশের উপর কোন দায়, কি স্বার্থ সৃষ্টি করিতে পারিবে না ।

ঐযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অনুমতি বিনা ওয়ার্ডের পোষাপুত্র গ্রহণ অসিদ্ধ হইবার কথা ।

৬১ ধারা । রাজানুপালিত ব্যক্তি পোষাপুত্র গ্রহণ করিলে কি পোষাপুত্র গ্রহণার্থ লিখিত কি বাচনিক অমুমতি দিলেও উক্ত পোষাপুত্র গ্রহণের কি অমুমতি প্রদানের পূর্ব্বে বা পরে কোর্ট দ্বারা ঐযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিয়া তাঁহার সম্মতি প্রাপ্ত না হইলে ঐ পোষাপুত্র গ্রহণ কি অমুমতি প্রদান সিদ্ধ হইবে না ।

যাঁহার রাজানুপালিত থাকিতে সম্মত হন তাঁহাদের বর্জিত হইবার কথা ।

৬২ ধারা । ১১ ধারার ২ প্রকরণের বিধানমতে যে ভূস্বামী কোর্টের রক্ষণাবেক্ষণাধীনে স্বীয় সম্পত্তি রাখিতে সম্মত হইয়াছেন, তাঁহার প্রতি ৬০ ধারার কি ৬১ ধারার কোন কথা বর্ত্তিবে না ।

বাকী খাজানা কিরূপে আদায় করিতে হইবে তাহার কথা ।

৬৩ ধারা । কোর্টের রক্ষণাবেক্ষণাধীন সম্পত্তি সম্পর্কীয় বাকী খাজানা ইজারাদার ও পেটাও প্রভা ও রাযতদের নিকটে পাওনা থাকিলে, (কোর্টের রক্ষণাবেক্ষণ ভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে কি পরে যখনই ঐ খাজানা পাওনা হইয়া থাকুক না কেন) ঐ খাজানা বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইবে ও তাহা ১৮৬৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনক্রমে কিম্বা ওক্রপ যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে, তৎক্রমে প্রাপ্য টাকা বলিয়া গণ্য হইবে ।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১৩ ধারামতে কিম্বা ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের ১৫ ধারামতে নোটিস-প্রচার করিয়া খাজানা বৃদ্ধি করা গেলে, কিছু যে ব্যক্তির বর্জিত

খাজানা দিতে হইবে, সেই ব্যক্তি তাহা দিতে সম্মত না হইলে কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতা পন্ন কোন আদালত দ্বারা ঐ বর্জিত খাজানা দূচ করানো গেল, সেই খাজানার ব্যতীত প্রতি ইহার পূর্ব্ব প্রকরণের কোন কথা বর্ণিত না।

কালেক্টর সাহেবের কি আদালতের অর্থ দণ্ডের হেতু লিখিবার কথা।

৩৩ ধারা। ৫৭ কি ৫৮ ধারামতে আত্মক্রমে অর্থদণ্ড করানো হলে, যে কালেক্টর সাহেব কি আদালত উক্ত আত্মক্রমে, তিনি তাহার যুক্তি কি কারণ সহু তাহা রীতিমতে লিপিবদ্ধ করিবেন।

কোর্টের এলাকা না থাকিলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

৩৫ ধারা। কোর্ট কোন রাজস্বপালিকার সম্পত্তি স্বীয় স্বত্বাধিকার হইতে মুক্ত করিবার সংকল্প করিলে, এইরূপ আত্মক্রমে করিবেন যে আত্মক্রমে করিবার তারিখ অবধি বাইট দিনের অধিক নহে ও পুনর দিনের ন্যূন মহে, এই সময়ের মধ্যে কোন তারিখে উক্ত সম্পত্তি কোর্টের এলাকা বাহ্যুত হইবে; এবং কোর্ট যেক্রমে আদেশ করেন তক্রমে ঐ আত্মক্রমে প্রচার করা যাইবে।

অনুসন্ধান লইবার সময়ে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার কথা।

৩৬ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনক্রমে মোকদ্দমার বিচারার্থে দেওয়ানী আদালতের প্রতি যে বোন ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, এই আইনমত অনুসন্ধান লইবার সময়ে কালেক্টর সাহেব সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন।

আপীলের কথা।

৩৭ ধারা। এই আইনমত কালেক্টর সাহেবের প্রত্যেক আত্মক্রম উপর দেশ-খণ্ডে কমিশনার সাহেবের নিকট আপীল হইতে পারিবে, এবং এই আইনমত কমিশনার সাহেবের আত্মক্রম উপর কোর্ট আপীল হইতে পারিবে।

কোর্টের কর্তৃত্বের কথা।

৩৮ ধারা। এই আইনমতে কমিশনার সাহেবের ও কালেক্টর সাহেবের সমুদয় আত্মক্রম কার্য্যানুষ্ঠান কোর্টের তত্ত্বাবধানে ও কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে, এবং কোর্ট উচিত বোধ করিলে, তক্রমে কোন আত্মক্রম কি কার্য্যানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে আপীল উপস্থিত হউক আর না হউক, ঐ আত্মক্রম কি কার্য্যানুষ্ঠান সংশোধন কি পরিবর্তন কি রহিত করিতে পারিবেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের কর্তৃত্বের কথা।

৩৯ ধারা। এই আইনক্রমে কোর্টের প্রতি যে ক্ষমতা ও কর্তব্য ভার অর্পিত হইলে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের স্থানে সময়ে সময়ে যেক্রমে আত্মক্রম ও উপদেশ প্রাপ্ত হন তদনুসারে কোর্ট সেই ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবেন ও সেই কর্তব্য পালন করিবেন।

কোর্টের বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

৭০ ধারা। এই আইন কার্য্যে অন্য কোর্ট এই আইন সমুদয় বিধি করিতে পারিবেন ;

(ক) রাজাহুপালিতের সম্পত্তি হুই কিম্বা তদধিক জিলার অথবা হুই কিম্বা তদধিক দেশখণ্ডে থাকিলে কালেক্টর সাহেবদের ও কমিশ্যনর সাহেবদের ক্ষমতা নির্দ্ধারণ নিমিত্ত ;

(খ) রাজাহুপালিতের ও তাহার সম্পত্তির অবস্থা সম্বন্ধে সময়ে সময়ে কালেক্টর সাহেবদের ও কমিশ্যনর সাহেবদের যে যে রিপোর্ট দিতে হইবে, তাহার নির্দেশ নিমিত্ত ;

(গ) যে সময়ে ও যে প্রকারে কার্য্যাব্যক্ষ ও অভিভাবকগণ হিসাব পাঠাইবেন, ও যে প্রকারে উক্ত হিসাব লিখা করা যাইবে, তাহার নির্দেশ নিমিত্ত ;

(ঘ) রাজাহুপালিতের সম্পত্তির কি মহালের সিক্যুরিটী ও স্বত্ব সম্পর্কীয় দলী-
লের সংরক্ষণের বিধান নিমিত্ত ;

(ঙ) এই আইনমতে কালেক্টর সাহেবের ও কমিশ্যনর সাহেবের আশ্রার উপর আপীল করা গেলে, যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার বিধান নিমিত্ত ;

(চ) কোন সম্পত্তি কোর্টের রক্ষণাবেক্ষণের বর্হিভূত হইলে, যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে তাহার নির্দেশ নিমিত্ত ;

(ছ) এবং সাধারণতঃ এই আইনের অভিপ্রায় উৎকৃষ্টতরূপে সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত।

কোর্ট সময়ে সময়ে উক্ত বিধি পরিবর্তিত কি পরিবর্তিত কি রহিত করিতে পারিবেন।

সম্পূর্ণ।

মহিমবর ত্রিযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ১৮৭৫ সালের মার্চ
মাসের ২ রা তারিখে ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত
ত্রিযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের এই আইন
অনুমোদন করিতে তাহা সাধারণের
জ্ঞানার্থে প্রকাশ করা গেল।

১৮৭৫ সালের ২ আইন।

যত বৎসর বয়স হইলে প্রাপ্তব্যবহার হয় তদ্বিষয়ক আইন
সংশোধন করণার্থ আইন।

হেতুবাদ।

ব্রিটনীয় ভারতবর্ষ যে ব্যক্তিদের নিবাসস্থান, তাহাদের অপ্রাপ্ত ব্যবহারের সমস্ত
বিস্তৃত করা, ও যত বৎসর বয়স হইলে প্রাপ্তব্যবহার হয় এত বিষয়ে অপেক্ষাকৃত
ঐক্য ও নিশ্চয়তা প্রাপ্ত হওয়া বিহিত, এই কারণে নিম্ন লিখিত বিধান করা গেল।

সংক্ষেপ নামের কথা।

১ ধারা। এই আইন 'প্রাপ্তব্যবহারবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭৫ সালের আইন
নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

বতসুব ব্যাপ্ত হইবে তাহার কথা।

ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত সমস্ত দেশে প্রচলিত হইবে, এবং শ্রীশ্রীমতী
মহারাজার প্রজাদের পক্ষে শ্রীশ্রীমতীর সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ রাজগণের দেশের ও রাজ্যের
মধ্যেও প্রচলিত হইবে।

যে অবধি প্রচলিত হইবে তাহার কথা।

ও বিধিবদ্ধ হওনের সমবাবদি তিন মাস গত না হইলে, প্রবল ও প্রচলিত করা
বাইবে না ইতি।

২ ধারা। এই আইনের কোন কথা দ্বারা নিম্নলিখিত কোন বিষয়ের অন্যথা
হইবে না।

(ক) বিবাহ ও যৌতুকধন ও বিবাহসম্বন্ধগুণ ও পোষাপুত্র গ্রহণ সম্পর্কে
কোন ব্যক্তির কোন কর্ত্ত্ব করিবার যে ক্ষমতা থাকে তাহার।

(খ) ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রীশ্রীমতীর কোন শ্রেণীর প্রজাদের যে ধর্ম্ম কিস্তি
বর্ষসংক্রান্ত যে ক্রিয়া কি আচার থাকে তাহার।

(গ) যে ব্যক্তি যে ব্যবস্থা মান্য জ্ঞান করেন তিনি এই আইন প্রচলিত হইবার
পূর্বে ভদ্রসুগারে প্রাপ্তব্যবহার হইলে তাহার ক্ষমতার ইতি।

যত বৎসর বয়স হইলে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষ নিবাসিরা প্রাপ্ত ব্যবহার হইতে পারিবে।

৩ ধারা। পূর্বোক্ত বিধান প্রবল মানিয়া, ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিক বিষয়ক ১৮৬৫ সালের ১০ আইন কি অন্য কোন আইনে প্রকারান্তরে বিধান থাকিলেও, অপ্রাপ্ত ব্যবহার যে ব্যক্তির অভিভাবক কিম্বা তাঁহার সম্পত্তিরক্ষক কোন আদালত কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন কি হইতে পারিবে এবং কোর্ট ওয়ার্ডসের ক্ষমতাদীন অপ্রাপ্ত ব্যবহার প্রত্যেক ব্যক্তির, একবিংশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইলেই তিনি প্রাপ্তব্যবহার বলিয়া জ্ঞান হইবেন, তৎপূর্বে নয়।

উক্ত বিধান প্রবল মানিয়া, অন্য যে প্রত্যেক ব্যক্তি ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে নিবাস করেন তাঁহার অষ্টাদশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে তিনি প্রাপ্তব্যবহার বলিয়া জ্ঞান হইবেন, তৎপূর্বে নয়।

বয়ঃপ্রাপ্তির নিরূপণের বিধি।

৪ ধারা। কোন ব্যক্তির বয়স নিরূপণ করিতে গেলে, তাঁহার জন্ম দিনও পূরা এক দিন বলিয়া ধরিবে হইবে। ৩ ধারার প্রথম প্রকরণের মধ্যে আইন, জন্মদিনাবধি একবিংশ বৎসর প্রাপ্তির দিনের আরম্ভেই, ও ঐ ৩ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণের মধ্যে আইনে জন্মদিনাবধি অষ্টাদশ বৎসর প্রাপ্তির দিনের আরম্ভেই তিনি প্রাপ্তব্যবহার বলিয়া জ্ঞান হইবেন ইতি।

(ক) ১৮৫০ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিনে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে যত্ন জন্ম হয়, ও ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে তাঁহার নিবাস আছে। কোন আদালত কর্তৃক তাঁহার অভিভাবক নিযুক্ত হন। ১৮৭১ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিনের প্রথমক্ষণেই যত্ন প্রাপ্তব্যবহার হইলেন।

(খ) ১৮৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২৯ তারিখে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে যত্ন জন্ম হয়, ও ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে তাঁহার নিবাস আছে। কোন আদালত কর্তৃক তাঁহার সম্পত্তিরক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২২ তারিখেই যত্ন প্রাপ্তব্যবহার হইলেন।

(গ) ১৮৫০ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিনে যত্ন জন্ম হয়, পরে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে তাঁহার নিবাস হইয়াছে। কোন আদালত কর্তৃক তাঁহার অভিভাবক কি তাঁহার সম্পত্তিরক্ষক নিযুক্ত হন নাই, ও তিনি কোন কোর্ট ওয়ার্ডসের ক্ষমতাদীনও নহেন। ১৮৬৮ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিনের প্রথমক্ষণেই তিনি প্রাপ্তব্যবহার হইলেন।

সম্পূর্ণ।

নিম্ন লিখিত আইন মন্ত্রিসভাপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গদেশের খ্রীষ্ট লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব
কর্তৃক প্রণীত হইলে, ও মান্যনর সাহেব কর্তৃক ১৮৭৬ সালের জুলাই
মাসের ২২এ তারিখে ও খ্রীষ্ট গবর্নর জেনারেল সাহেব কর্তৃক ১৮৭৬
সালের আগষ্ট মাসের ২ই তারিখে অনুমোদিত হইলে তাহা
সাধারণের জ্ঞানার্থে প্রকাশ করা যাইতেছে,—

১৮৭৬ সালের ৭ সপ্তম আইন ।

রাজস্বদারী ও নিষ্কর ভূমি ও ভূম্যধিকারিদের ও কার্যাব্যক্ষদের নাম রেজিষ্টরী
করিবার বিধান করণার্থ আইন ।

হেতুবাদ ।

রাজস্বদারী ও নিষ্কর ভূমির রেজিষ্টরী ও ভূম্যধিকারিদের ও কার্যাব্যক্ষদের
নামের, ও রাজস্বদারী ভূমির কোন কোন বন্ধকীপত্রের রেজিষ্টর প্রস্তুত করিয়া
রাখিবার সুবিধান করা বিহিত, এই হেতু নিম্নলিখিত বিধান করা গেল ।

প্রথম অধ্যায় ।

পরিভাষা ।

এই আইন যে অবধি প্রচলিত হইবে তাহার কথা ।

১ ধারা । এই আইন “ভূমি রেজিষ্টরী করণ বিয়ক ১৮৭৬ সালের আইন নামে
খ্যাত হইতে পারিবে । ও খ্রীষ্ট গবর্নর জেনারেল সাহেবের অনুমোদনক্রমে
যে তারিখে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যাব, সেই তারিখ অবধি প্রচলিত
হইবে । ‘এই আইন প্রচলিত হওয়ার সময়’ এই আইনের এই কথাই সেই তারিখ
জানিতে হইবে ইতি ।

যে যে আইন রহিত হইল তাহার কথা ।

২ ধারা । এই আইনের তফসীলে যে২ আইনের উল্লেখ হইয়াছে এই আইন
প্রচলিত হওয়ার সময়াবধি সেই সেই আইন ঐ তফসীলের তৃতীয় ঘরে বহুদূর
নির্দিষ্ট হইল, বঙ্গদেশের খ্রীষ্ট লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাবধি যেশের
মধ্যে ততদূর রহিত হইবে ইতি ।

অর্থ করণের ধারা ।

৩ ধারা । এই আইনে বিষয় বিবেচনায় কিম্বা পূর্বাপর কথাবারা বিপরীত
ভাবে বোধ না হইলে,

“দেওয়ানী আদালত ।”

(১) দেওয়ানী আদালত এই কথা যে যে বিষয়ের উপলক্ষে প্রয়োগ হয়, যে দেওয়ানী আদালত সেই সেই বিষয় শুনিয়া নির্ণয় করিতে সক্ষম হন, “দেওয়ানী আদালত” শব্দে সেই সেই আদালত জানিতে হইবে ।

“মহাল ।”

(২) “মহাল” শব্দের মধ্যে এই এই প্রকারের ভূমি গণ্য,—

(ক) বর্তমান কি ভাবিকালে দাতব্য যে রাজস্ব দেওনবিষয়ে গবর্ণমেন্টের সঙ্গে পৃথক করার করা গিয়াছে, সেই রাজস্বের দায়ী ভূমি ।

(খ) রাজস্ব স্বতন্ত্ররূপে ধার্য হইয়াছে বলিয়া যে ভূমি ভৌমোক্ত লেখা থাকে (সেই নির্ধারিত রাজস্ব এইরূপে কি পঞ্চাং দেওয়ার বিধান হইলেও) সেই ভূমি সমষ্টির উপর উক্ত প্রকারে যত টাকা রাজস্ব স্বতন্ত্র ধার্য হইল গবর্ণমেন্টের সঙ্গে তত টাকা দিবার করার করা না গেলেও সেই ভূমি ।

(গ) বোর্ডের সার্ভেবরা গবর্ণমেন্টের সম্পত্তিরূপে যে ভূমি নিম্নলিখিত সাধারণ রেজিষ্টারে স্বতন্ত্র লিখিবার আজ্ঞা করেন সেই ভূমি ।

“সার্ভের পরিমাণ ।”

(৩) “সার্ভের পরিমাণ” এই কথা যে ব্যক্তি উপলক্ষে প্রয়োগ হয়, কোন মহালে কি নিকর সম্পত্তিতে অধিকারী কি কার্য্যাধ্যক্ষ বলিয়া তাঁহার অধিকারে যে অংশ কি স্বার্থ থাকে “সার্ভের পরিমাণ” শব্দে সেই অংশ কি স্বার্থ জানিতে হইবে ।

“লেন্টেনেন্ট গবর্নর ।”

(৪) যিনি যৎকালে বঙ্গদেশের লেন্টেনেন্ট গবর্নর হন কিম্বা সেই পদের কর্তৃ নির্বাহ করেন, “লেন্টেনেন্ট গবর্নর” শব্দে তাঁহাকে জানিতে হইবে ।

“স্থানীয় ষড় ।”

(৫) কোন জিলায় মৌজাওয়ারী রেজিষ্টার যে যে মহকুমা কি পরগণা কি থানা কিম্বা পৌলোসের যে এলাকা কিম্বা স্থান বিশেষের অন্য যে ষড় ধরিয়া প্রণীত হয়, “স্থানীয় ষড়” শব্দে সেই সেই মহকুমা জানিতে হইবে ।

“কার্য্যাধ্যক্ষ ।”

(৬) কালেক্টর সর্ভেব কিম্বা কোর্টওয়ার্ডস কিম্বা কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালত কোন মহালের কি নিকর সম্পত্তির কিম্বা তাহার কোন অংশের কার্য্যাধ্যক্ষতা করিবার জন্যে যে যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, ও অপ্রাপ্তবয়স্ক কি লুপ্ত কি অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে কিম্বা ধর্ম্মার্থ কি পরোপকারার্থ কার্য্যাধ্যক্ষ

কোন মহাল কি নিষ্কর সম্পত্তি কিম্বা তাহার কোন অংশ যে ব্যক্তির অধ্যক্ষ-
তার থাকে, “কার্য্যাপক্ষ” শব্দে সেই ব্যক্তিকে জানিতে হইবে ।

“মৌজা”

(৭) কোন জিয়ার অন্তর্গত গ্রাম ও পরিগাম ও টৌনা প্রভৃতি ভূমির অঙ্গ
যে উপখণ্ড সামান্যতঃ চলিত থাকে তাহা যে নামে জানা যাউক, “মৌজা” শব্দে
সেই উপখণ্ড বুঝিতে হইবে ।

“ভূম্যধিকারী”

(৮) স্বামীস্বরূপ যে ব্যক্তির অধিকারে কোন মহাল কি নিষ্কর সম্পত্তি কিম্বা
মহালে কি নিষ্কর সম্পত্তিতে, কোন পার্শ্ব থাকে “ভূম্যধিকারী” শব্দে তাঁহাকে
জানিতে হইবে, ও যে কোন ইজারদার ও পাটাদার নিজ কালেক্টর সাহেবের
স্থানে কি তাঁহার অধীনে কোন মহাল কি নিষ্কর সম্পত্তি লইয়া ভোগ করেন
তিনিও ঐ শব্দে গণ্য ।

“লিপিবদ্ধ ভূম্যধিকারী”

(৯) এইক্ষেণে যে সাধারণ রেজিস্ট্রার আছে কিম্বা, তাৎ এই আইনমতে যাহা
প্রস্তত করা যাউবে তন্মধ্যে ভূম্যধিকারী বলিয়া যে ব্যক্তি ব নাম, ও কোন মহালে
কি নিষ্কর সম্পত্তিতে যে ব্যক্তির স্বার্থের ভাগ ও পরিমাণ রেজিস্ট্রী হয়, “লিপিবদ্ধ
ভূম্যধিকারী” শব্দে তাঁহাকে জানিতে হইবে ।

নিষ্কর সম্পত্তি ।

(১০) রাজস্বের দায়ী না হইয়া যে ভূমি নিষ্কর ভূমির সাধারণ রেজিস্ট্রারের কোন
অংশে একি দফায় লেখা থাকে “নিষ্কর সম্পত্তি” শব্দে সেই ভূমি জানিতে হইবে ।

“ধারা”

(১১) “ধারা” শব্দে এই আইনের ধারা জানিতে হইবে ।

“বোর্ড”

(১২) যে প্রদেশ যৎকালে বঙ্গদেশের প্রিন্সিপাল লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের
শাসনামল থাকে, “বোর্ড” শব্দে সেই দেশের রাজস্বসংক্রান্ত বোর্ড জানিতে
হইবে ।

“কালেক্টর”

(১৩) কোন রেজিস্ট্রার যে জিলা সংক্রান্ত হয় “কালেক্টর” শব্দে সেই জিলায়
কালেক্টর সাহেবকে জানিতে হইবে ।

“জিলা”

(১৪) রেজিস্ট্রার যে প্রদেশসংক্রান্ত হয়, “জিলা” শব্দে সেই প্রদেশ জানিতে
হইবে ইতি ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কালেক্টর সাহেবের যে যে রেজিষ্টার রাখিতে হইবে
তদ্বিষয়ক বিধি।

কালেক্টর সাহেবের রেজিষ্টার রাখিবার কথা।

৪ ধারা। প্রত্যেক জিলার কালেক্টর সাহেব নিম্নলিখিত সকল রেজিষ্টার
প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন।

A.—রাজস্ব দারী ভূমির সাধারণ রেজিষ্টার।

B.—নিকস জুড়ির সাধারণ রেজিষ্টার।

C.—রাজস্ব দারী ও নিকস সকল ভূমির মৌজাওয়ারী রেজিষ্টার।

D.—সাধারণ ও মৌজাওয়ারী রেজিষ্টারের লিখিত কথার পৰিবর্তন হইলে তৎ-
সম্বন্ধীয় দরমিস্তানী রেজিষ্টার ইতি।

রেজিষ্টার লিখিবার পাঠের ও ভাষার ও অক্ষরের ও নিয়মের কথা।

৫ ধারা। রেজিষ্টার যে পাঠে যে ভাষায় ও যে অক্ষরে লেখা যাইবে ও যে
নিয়মে শ্রেণীবদ্ধ হইবে বোর্ডের সাহেবের। সময়ে ২ প্রত্যেক জিলার নিমিত্ত ইহার
আজ্ঞা করিবেন। কিন্তু ঐ আজ্ঞা এই আইনের বিধানের অনুরূপ না হয়।

সাধারণ রেজিষ্টারের প্রত্যেক খণ্ডে যে যে দফা লেখা যায় এক এক সম্পূর্ণ জিলা-
সম্বন্ধীয় সেই সকল দফা ক্রমাগত ঐ খণ্ডের আদি অবধি শেষপর্যন্ত অক্ষরমালার
ক্রমানুসারে লিখিতে হইবে ইতি।

রাজস্বদারী ভূমির সাধারণ রেজিষ্টারের কথা।

৬ ধারা। রাজস্বদারী ভূমির সাধারণ রেজিষ্টারের দুই খণ্ড হইবে, বিশেষতঃ

প্রথম খণ্ড।—জিলার ভৌজীতে যে মহাল লেখা আছে তাহার বহী।

দ্বিতীয় খণ্ড।—ঐ জিলার অন্তর্গত যে ভূমি অন্য জিলার ভৌজীতে লিখিত মহা-
লের ভূমি আছে তাহার বহী ইতি।

সাধারণ রেজিষ্টারের প্রথম খণ্ডের কথা।

৭ ধারা। জিলার ভৌজীতে যে মহাল লেখা থাকে রাজস্বদারী ভূমির সাধারণ
রেজিষ্টারী বহীর প্রথম খণ্ডে সেই প্রত্যেক মহালের নাম ও ঐ প্রত্যেক মহালের
বিষয়ে এই এই বিবরণ লেখা যাইবে,—

(ক) মহালের নাম।

(খ) জিলার ভৌজীতে মহালের যে নম্বর, ও বৎসর ২ যত টাকা রাজস্বের
দারী।

(গ) মহালের ভূম্যধিকারিদের ও কার্যাব্যাহকদের ও বন্ধকগৃহীতাদের নাম ও নিবাস ও প্রত্যেক জন ভূম্যধিকারির ও কার্যাব্যাহকের ও বন্ধকগ্রহীতার স্বাক্ষর তাব ও পরিমাণ।

(ঘ) মহালের কোন ভূমি সেই কি অন্য কোন জিলার অন্তর্গত স্থানীয় যে যে খণ্ডে থাকে তাহার নাম ও স্থানীয় প্রত্যেক খণ্ড সম্পর্কে এইরূপ বিবরণ,

(১) ঐ ভূমি যত খান মৌজার অন্তর্গত থাকে তাহা।

(২) প্রত্যেক মৌজার নাম।

(৩) মৌজাওয়ারী রেজিষ্টারের নিখিত স্থানীয় খণ্ডে প্রত্যেক মৌজার যে নম্বর থাকে তাহা।

(৪) প্রত্যেক মৌজার মধ্যে মহালের যত ভূমি থাকে তাহার আয়তন জরীপ করণদ্বারা কিম্বা প্রামাণিক অন্য মাপদ্বারা জানা গেলেক সেই আয়তন।

(৫) সাধারণ রেজিষ্টার প্রস্তুত করা গেলে পর দরমিয়ানী রেজিষ্টারে কোন দফা লেখা গেলে তাহার উল্লেখ ইতি।

সাধারণ রেজিষ্টারের দ্বিতীয় খণ্ডের কথা।

৮ ধারা। কোন মহালের ভূমি এক জিলার অন্তর্গত হইলেও ঐ মহাল অন্য কোন জিলার তৌজীতে লেখা থাকিলে, রাজস্বদারী ভূমির সাধারণ রেজিষ্টারের দ্বিতীয় খণ্ডে সেই মহালের নাম ও ঐ প্রত্যেক মতালের নিম্নলিখিত বিবরণ লেখা যাইবে।

(ক) মহালের নাম।

(খ) মহাল যে জিলার তৌজীতে লেখা আছে সেই জিলার নাম ও ঐ তৌজীতে ঐ মহালের যে নম্বর ও বৎসর যতটাকা রাজস্বের দারী, ও মহাল যে জিলার অন্তর্গত আছে সেই জিলার রাজস্বদারী ভূমির সাধারণ রেজিষ্টারের প্রথম খণ্ডে ঐ মহালের যে নম্বর থাকে তাহা।

(গ) মহালের ভূম্যধিকারিদের বা কার্যাব্যাহকদের বা বন্ধকগৃহীতাদের নাম ও নিবাস ও প্রত্যেক জন ভূম্যধিকারির ও কার্যাব্যাহকের ও বন্ধকগৃহীতার স্বাক্ষর তাব ও পরিমাণ।

(ঘ) যে জিলাসম্বন্ধীয় রেজিষ্টার হয়, সেই জিলার স্থানীয় যে খণ্ডের মধ্যে মহালের কোন ভূমি থাকে তাহার নাম, ও স্থানীয় প্রত্যেক খণ্ড সম্পর্কে এই এই বিবরণ,

(১) ঐ ভূমি যত খান মৌজার অন্তর্গত থাকে তাহা।

(২) প্রত্যেক মৌজার নাম।

(৩) জিলার মৌজাওয়ারী রেজিষ্টরের লিখিত স্থানীয় খণ্ডে প্রত্যেক মৌজার যে নম্বর থাকে তাহা ।

(৪) প্রত্যেক মৌজার মধ্যে মহালের বহু ভূমি থাকে তাহার আয়তন জরীপ করণদ্বারা বা প্রামাণিক অন্য মাপদ্বারা জানা গেলেক্ত সেই আয়তন ।

(৫) সাধারণ রেজিষ্টর প্রস্তুত করা গেলে পর দরমিস্তানী রেজিষ্টরের কোন দফা লেখা গেলে তাহার উল্লেখ ইতি ।

নিম্ন ভূমির সাধারণ রেজিষ্টরের কথা ।

১ ধারা । নিম্ন ভূমির সাধারণ রেজিষ্টরের তিন খণ্ড থাকিবে,

প্রথম খণ্ড ।—যে ভূমি চিরকাল নিষ্কররূপে ভোগ হইয়া আসিতেছে তাহার বহী ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।—যে ভূমি রাজস্ব না দিয়া রাজকীয় কার্যের নিমিত্ত দখল করা যায় সেই ভূমির বহী ।

তৃতীয় খণ্ড ।—পতিত যে ভূমির কর ধাৰ্য্য হয় নাই ও অন্য যে ভূমি নিম্ন ভূমির সাধারণ রেজিষ্টরী বহীর প্রথম বা দ্বিতীয় খণ্ডে লেখা যায় নাই তাহার বহী ইতি ।

নিম্ন ভূমির সাধারণ রেজিষ্টরের প্রথম খণ্ডের কথা ।

১০ ধারা । নিম্ন ভূমির সাধারণ রেজিষ্টরের প্রথম খণ্ডে বাদশাহী ও জুমী ও অন্য যে প্রকারের লাঞ্চারী দান উপযুক্ত কমতাপর কর্তৃপক্ষদ্বারা প্রামাণিক বলিয়া প্রকাশ হইল, সেই দানক্রমে ভোগ করা সকল ভূমি লেখা যাইবে,

এবং গবর্ণমেন্ট মোটে কতক টাকা প্রাপ্ত হইয়া কিম্বা অন্য কারণে যে ভূমিতে চিরকালের নিমিত্ত রাজস্বের সকল দাওয়া হইতে মুক্তভাবে অধিকারিত সত্ত্ব প্রদান করিয়াছেন সেই ভূমি,

এবং বোর্ডের সাহেবেরা ভাবগতিকের সম্পূর্ণ রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়া যে ভূমি ঐ রেজিষ্টরের এই খণ্ডে লিখিতে অনুমতি দিলেন সেই ভূমি লেখা যাইবে ।

ঐ রেজিষ্টরের প্রথম খণ্ডের লিখিত প্রত্যেক দফার বিষয়ে সাধ্যমতে এই বিবরণ লিখিতে হইবে,—

(ক) নিম্ন সম্পত্তির নাম ও সম্পর্কের ভাব অর্থাৎ জায়গীর কি আলতমদা কি বেগমস্তর কি বিসুগীত কি নিষ্কররূপে ক্রীত কিম্বা এক কালে টাকা দিয়া রাজস্ব হইতে মুক্ত কি অন্য প্রকারের,

(খ) দানপত্র কি সনদ দেওয়ার তারিখ ।

(গ) বহু ভূমির কথিত আয়তন ।

(ঘ) দাতার নাম ও প্রথমে বাঁহাকে দান করা যার তাঁহার নাম।

(ঙ) উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কর্তৃপক্ষের ডিক্রী কিংবা অন্য আজ্ঞাদ্বারা সেই দান প্রামাণিক বলিয়া প্রকাশ কি স্বীকার করা গেলে তাহার উল্লেখ।

(চ) ঐ নিকর সম্পত্তির ভূম্যধিকারিদেব ও কার্যাব্যাহকদের নাম ও নিবাস ও প্রত্যেক ভূম্যধিকারির ও কার্যাব্যাহকের স্বার্থের ভাব ও পরিমাণ।

(ছ) সম্পত্তিসংক্রান্ত কোন ভূমি স্থানীয় যে২ খণ্ডে থাকে তাহা ঐ জিলার কি অন্য কোন জিলার মধ্যে প কক সেই সেই খণ্ডের নাম ও প্রত্যেক খণ্ড সম্পর্কে এই এই বিবরণ,—

(১) ঐ ভূমি যত মোজার অন্তর্গত থাকে তাহা।

(২) প্রত্যেক মোজার নাম।

(৩) মোজাওয়ারী রেজিষ্ট্রের লিখিত স্থানীয় খণ্ডে প্রত্যেক মোজার যে নম্বর থাকে তাহা।

(৪) প্রত্যেক মোজার মধ্যে নিকর সম্পত্তি যত ভূমি থাকে তাহার আয়তন জরীপ করণ দ্বারা কি প্রামাণিক অন্য মাপ দ্বারা জানা গেলেও সেই আয়তন ও সেই মাপের পত্রানুসারে প্রাপ্য ক্ষেত্রেব বিশেষ২ নম্বর।

(জ) পূর্বকালের রেজিষ্ট্রের ঐ সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ বিষয়ক দফা থাকিলে তাহার উল্লেখ।

(ঝ) সাধারণ রেজিষ্ট্র প্রস্তুত করা গেলে পর দরমিয়ানী রেজিষ্ট্রের কোন দফা লেখা গেলে তাহার উল্লেখ ইতি।

নিকর ভূমির সাধারণ রেজিষ্ট্রী বহির দ্বিতীয় খণ্ডের কথ।।

১১ ধারা। রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে গবর্ণমেন্টের কি সাধারণ কোন সমাজের অধিকৃত যে সকল ভূমির রাজস্বের দাওয়া না হয় সেই ভূমি নিকর ভূমির সাধারণ রেজিষ্ট্রের দ্বিতীয় খণ্ডে লিপিতে হইবে। তন্মধ্যে এই২ বিবরণ থাকিবে,

(ক) প্রত্যেক দফার যে ভূমির কথা লেখা থাকে তাহার আয়তন।

(খ) ভূমি স্থানীয় যে২ খণ্ডের ও মোজার অন্তর্গত থাকে তাহার নাম ও প্রত্যেক মোজায় ঐ ভূমি যে আয়তন ও স্থানীয় খণ্ডের মোজাওয়ারী রেজিষ্ট্রের প্রত্যেক মোজার যে নম্বর থাকে সেই নম্বরের উল্লেখ।

(গ) গবর্ণমেন্টের যে কর্ত্তবিভাগের কি সাধারণের যে সমাজের অধিকারে ভূমি আছে তাহার নাম।

(ঘ) যে কার্যের নিমিত্ত ভূমির অধিকার হইল তাহা।

(ঙ) ঐ ভূমি সেই কর্ত্তে প্রয়োগ করিবার তারিখ ও তাহার বর্ণনা।

(৫) সাধারণ রেজিষ্টার প্রস্তুত করা গেলে পর দরমিখানী রেজিষ্টারে কোন দফা লেখা গেলে সেই সেই দফাব উল্লেখ ইতি ।

নিম্নর ভূমির সাধারণ রেজিষ্টারের তৃতীয় খণ্ডের কথা ।

১২ ধারা । পতিত ও অন্য যে ভূমির রাজস্ব ধার্য্য হয় নাই ও সাধারণ রেজিষ্টারের অন্য কোন খণ্ডে লেখা যায় নাই, তাহা নিম্নর ভূমির সাধারণ রেজিষ্টারের তৃতীয় খণ্ডে লেখা যাইবে । তন্মধ্যে এইরূপ ধানিবে,—

(ক) লাটেব নাম ও নম্বর কি সম্পত্তি যাহাতে চেনা যাইতে পারে এমন অন্য বৃত্তান্ত ।

(খ) প্রত্যেক দফার যে ভূমি উল্লেখ হয় তাহার আয়তন ।

(গ) সম্পত্তি অন্তর্গত ভূমি স্থানী যে খণ্ডের ও যে মৌজার অন্তর্গত থাকে তাহার নাম ও প্রত্যেক মৌজার তাহার যে আয়তন ও মৌজাওয়ারী রেজিষ্টারের স্থানীয় যে খণ্ডে প্রত্যেক মৌজা লেখা যায় সেই খণ্ডের উল্লেখ ও মৌজার নম্বর ।

(ঘ) সাধারণ রেজিষ্টার প্রস্তুত করা গেলে পর দরমিখানী রেজিষ্টারে কোন দফা লেখা গেলে তাহাব উল্লেখ ইতি ।

ইহার পূর্বে তিন ধারা কোন জিলার প্রতি না খাটে বোর্ডের সাহেবদের এমন আজ্ঞা করিবার কথা

১৩ ধারা । কোন জিলার ভাবগতিক বিবেচনায় নিম্নর ভূমির রেজিষ্টার ইহার পূর্বে তিন ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে প্রস্তুত করা বিহিত নয়, করা যাইতেও পারে না, বোর্ডের সাহেবদের এমন জ্ঞান থাকিলে সেই তিন বা ত্রি তিন ধারা বর্তে না বোর্ডের সাহেবেরা এত আজ্ঞা করিবা, নিম্নর ভূমি ও ভূমিদারদের ও কার্যাব্যাহারদের রেজিষ্টার করণ বিষয়ে এত আটনের বিধানের সঙ্গতভাবে যে বিধি উচিত বোধ করেন কবিত্তে পারিবেন । পরন্তু সেই দিনমত যে সকল ভূমি স্বতন্ত্র মিস্তর সম্পত্তি বলিয়া রেজিষ্টারী করা যায় ও সম্পর্কে ৬৮ ধারায় কর্তব্য ও অবশ্য কর্তব্য বলিয়া যে সকল কর্মের উল্লেখ হইল ঐ বিপরমবো সেইরূপ কর্ম নিষ্পন্ন করিবার দায়ী বলিয়া এক কি কয়েক ব্যক্তির নাম রেজিষ্টারী করাইবা আদেশ থাকিবে ।

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ঐ বিধি অনুমোদন করিলে, ও তাহা কলিকাতা গেজেটে, ও স্থল বিশেষে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব আর যজ্ঞপে আজ্ঞা করেন তজ্ঞপে প্রচার করা গেলে পর শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব যে তাৎখি নিরূপণ করেন ঐ বিধি সেই তাৎখি অবধি এত আটনের অন্তর্গত থাকার নায় প্রবল হইবে । ইতি ।

মৌজাওয়ারী রেজিষ্টারের অভিপ্রায়ের কথা ।

১৪ ধারা । স্থানীয় প্রত্যেক খণ্ডে যে মৌজা থাকে ও প্রত্যেক মৌজার রাজস্ব

দারী ও নিজের যে ভূমি থাকে ইহা আনুসঙ্গিক রূপে প্রকাশ করিবার জন্য মোজা-ওয়ারি রেজিষ্টার রাখিতে হইবে ইতি।

মোজাওয়ারী রেজিষ্টার স্থানীয় থানানুসারে লিখিবার কথা।

১৫ ধারা। বোর্ডের সাহেবেরা সময়ে প্রত্যেক জিগার উপলক্ষে যজ্ঞে আস্তা করেন, মোজাওয়ারী রেজিষ্টার জিগার মহকুমা ও পরগণা ও থানা ও পোলিনের এলাকা কি অন্য স্থানীয় থানানুসারে এক্ষেপেই শ্রেণীবদ্ধ ও বিভক্ত করা যাইবে। মোজার নানা দফার একাদিক্রমে স্বতন্ত্র নম্বর শ্রেণী থাকিবে, ও স্থানীয় প্রত্যেক খণ্ড বর্ণমাণার অক্ষক্রমে স্বতন্ত্র লেখা যাইবে।

মোজাওয়ারি রেজিষ্টারে এইরূপে বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে,—

(ক) মোজার নাম।

(খ) মোজার সম্পূর্ণ আয়তন জরীপ করণ দ্বারা কি প্রামাণিক অন্য মাপ দ্বারা জানা গেলে সেই আয়তন, ও যে ক্ষমতাক্রমে ঐ দফা লেখা যায় তাহার উল্লেখ।

(গ) মোজার কোন ভূমি যে মহালের কি নিজের যে সম্পত্তির ভূমি হয় তাহার নাম ও সাধারণ রেজিষ্টারে প্রত্যেক মহাল যে দফায় লেখা থাকে তাহার উল্লেখ, এবং মোজার অন্তর্গত ভূমির যে পরিমাণ যে মহাল সংক্রান্ত হয় তাহা জরীপ করণ দ্বারা কি প্রামাণিক অন্য মাপ দ্বারা জানা গেলে তাহার বিশেষ, ও যে ক্ষমতাক্রমে ঐ দফা লেখা যায় তাহার উল্লেখ।

(ঘ) মোজার অন্তর্গত যে ভূমি যে মহাল কি সম্পত্তি সংক্রান্ত হয় তাহার আয়তনের মোট খাজানা, ও ভূমি কাগজের সাহেবের অধ্যক্ষতায় থাকা কালে বা প্রামাণিক অন্য উপায়ে ঐ খাজানা নির্ণীত হয় এই কথা, ও যে ক্ষমতাক্রমে ঐ দফা লেখা যায় তাহার উল্লেখ।

(ঙ) মোজাওয়ারী রেজিষ্টার প্রস্তুত করা গেলে পর দরমিয়ানী রেজিষ্টারে কোন দফা লেখা গেলে তাহার উল্লেখ ইতি।

দরমিয়ানী রেজিষ্টারের কথা।

১৬ ধারা। সাধারণ ও মোজাওয়ারী রেজিষ্টারে যে দফা লেখা যায় তাহার কোন রূপে পরিবর্তন হইলে, সময়ে তাহা লিখিবার জন্য দরমিয়ানী রেজিষ্টার রাখিতে হইবে, তাহা হইলে ঐ ২ রেজিষ্টারের সহিত দরমিয়ানী রেজিষ্টার মিলাইয়া দাঁপিলে, কোন সময়েই ত্রুটির লিখিত নানা দফার বিষয়ের যথার্থ সন্ধান পাওয়া যাইতে পারিবে। আবার সাধারণ ও মোজাওয়ারী রেজিষ্টার পুনঃ লিখিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইলে যে সন্ধান জানা আবশ্যিক তাহা যত দূর হইতে পারিবে তদ্রূপে একত্র রাখিবার জন্য ঐ দরমিয়ানী রেজিষ্টার রাখিতে হইবে ইতি

দরমিয়ানী রেজিষ্টরের খণ্ডের কথা ।

১৭ ধারা । দরমিয়ানী রেজিষ্টরের দুই খণ্ড থাকিবে,—

প্রথম খণ্ড ।—রাজস্বদায়ী ভূমি বিষয়ক যে যে দফা লেখা আছে তাহার কোন রূপ পরিবর্তন হইলে তাহা লিখিবার বহি ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।—নিম্ন ভূমি বিষয়ক যে২ দফা লেখা আছে তাহার কোন রূপ পরিবর্তন হইলে তাহা লিখিবার বহি ইতি ।

দরমিয়ানী রেজিষ্টরের প্রথম খণ্ডের বিশেষ কথা ।

১৮ ধারা । রাজস্বদায়ী ভূমি সাধারণ রেজিষ্টরে যে২ দফা লেখা থাকে, কি মোজাওয়ারী রেজিষ্টরে রাজস্বদায়ী ভূমি বিষয়ক যে২ দফা লেখা থাকে, তৎসম্পর্কীয় ভূম্যধিকারিদের ও কার্যাব্যাহকদের ও এই আইনে যত দূর আদেশ থাকে ততদূর বন্ধক গৃহীতাদের নাম পরিবর্তন, ও উক্ত প্রত্যেক ভূম্যধিকারির ও কার্যাব্যাহকের ও বন্ধক গৃহীতার স্বার্থের ভাব ও পরিমাণ পরিবর্তন ও এই ভূমি সম্পর্কীয় কোন দফা অন্যরূপে পরিবর্তন হওয়ার যে কথা সাধারণ কি মোজাওয়ারী রেজিষ্টরে ঐ মহালেন্নর কথা পাশে সুবিধামতে লেখা যাইতে না পারে তাহা সুবিধাজনকরূপে দরমিয়ানী রেজিষ্টরের প্রথম খণ্ডে লেখা যাইবে । তন্মধ্যে এই বিবরণ লিখিত হইবে,

(ক) লক্ষিত মহালের নাম, ও রাজস্ব দায়ী ভূমির সাধারণ রেজিষ্টরে ঐ মহালের যে নম্বর ও তৌজীতে তাহার যে নম্বর ও যত টাকা রাজস্বের দায়ী ।

(খ) দরমিয়ানী রেজিষ্টরে ঐ মহালসম্পর্কীয় যে২ দফা পূর্বে লেখা গেল তাহার উল্লেখ ।

(গ) পরিবর্তনের বেতন ও যে ক্ষমতাক্রমে করা গেল তাহার উল্লেখ ।

(ঘ) এই স্থলের লিখিত পরিবর্তন দ্বারা রাজস্ব দায়ী ভূমির সাধারণ রেজিষ্টরের প্রত্যেক খণ্ডে ও মোজাওয়ারী রেজিষ্টরের স্থানীয় প্রত্যেক খণ্ডে যে২ দফা রূপান্তর হয় তাহার নম্বর ইতি ।

দরমিয়ানী রেজিষ্টরের দ্বিতীয় খণ্ডের বিশেষ কথা ।

১৯ ধারা । নিম্ন সম্পত্তির ভূম্যধিকারিদের ও কার্যাব্যাহকদের নাম পরিবর্তন, ও উক্ত কোন ভূম্যধিকারির ও কার্যাব্যাহকের স্বার্থের ভাব ও পরিমাণ পরিবর্তন হইলে, এবং পরিবর্তিত কথা দ্বারা নিম্ন ভূমি সাধারণ রেজিষ্টরের লিখিত কোন দফা কিম্বা মোজাওয়ারী রেজিষ্টরের নিম্ন ভূমি সম্পর্কীয় কোন দফা রূপান্তর হইলেও সাধারণ কি মোজাওয়ারী রেজিষ্টরে ঐ মহালের দফার পাশে সুবিধামতে লেখা যাইতে না পারিলে, দেহত পরিবর্তনের কথা দরমিয়ানী রেজিষ্টরের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিত হইবে । তন্মধ্যে এই বিবরণ লেখা যাইবে,—

(ক) ভূমি যে নিষ্কর সম্পত্তি সংক্রান্ত হয় তাহার নাম ও ভাণ্ড নিষ্কর ভূমির রেজিষ্ট্রারের কোন খণ্ডে তাহার যে নম্বর দেওয়া গেল তাহা।

(খ) দরমিয়ানী বেজিষ্ট্রারে ঐ সম্পত্তি সম্পর্কীয় যেহ দফা পূর্বে লেখা গেল তাহার উল্লেখ।

(গ) যে পরিবর্তন হইল তাহার বিবরণ ও যে ক্ষমতাক্রমে করা গেল তাহার উল্লেখ।

(ঘ) এই তালিকায় লিখিত পরিবর্তন দ্বারা সাধারণ রেজিষ্ট্রারের লিখিত এবং মোজাওয়ারী বেজিষ্ট্রারের স্থানীয় প্রত্যেক খণ্ডের লিখিত যে যে দফা রূপান্তর হয় তাহার নম্বর ইতি।

তৃতীয় অধ্যায়

রেজিস্ট্রার প্রস্তুত কবিয়া রাখিবার কথা।

নুতন রেজিস্ট্রার প্রস্তুত না হওনপর্যন্ত পুরাতন রেজিস্ট্রার চলনের কথা।

২০ ধারা। এই আইন যে যে বেজিষ্ট্রার প্রস্তুত কবিয়া আসিয়া ইটাল তাহার যত দিন প্রস্তুত না করা যায়, প্রত্যেক কালেক্টরী কাছাবীতে যে যে রেজিস্ট্রার এইকণে আছে তাহা তত দিন এই আইনমতে বাধ্য রেজিস্ট্রার বলিয়া জ্ঞান হইবে, বিশেষতঃ

রাজস্বদায়ী মংশেব বর্তমান সাধারণ বেজিষ্ট্রার রাজস্বদায়ী ভূমির সাধারণ রেজিষ্ট্রার বলিয়া জ্ঞান হইবে।

নিষ্কর ভূমির (দ্বিতীয় খণ্ডের) পবগণার বর্তমান বেজিষ্ট্রার নিষ্কর ভূমির সাধারণ রেজিস্ট্রার ও নিষ্কর ভূমি সম্পর্কীয় মোজাওয়ারী বেজিষ্ট্রার বলিয়া জ্ঞান হইবে।

রাজস্বদায়ী ভূমির (১ খণ্ডের) পবগণার বর্তমান বেজিষ্ট্রার রাজস্বদায়ী ভূমি সম্পর্কীয় মোজাওয়ারী রেজিস্ট্রার বলিয়া জ্ঞান হইবে।

দরমিয়ানী খাবিজ দাখলের বর্তমান রেজিষ্ট্রার সাধারণ ও মোজাওয়ারী রেজিষ্ট্রারের নানা দফা সম্পর্কীয় পরিবর্তিত কথার দরমিয়ানী বেজিষ্ট্রার বলিয়া জ্ঞান হইবে,

ও যত দূর হইতে পারে এট আইনের সকল বিধান তত দূর এই রেজিষ্ট্রারের প্রতি ও মনোযোগ ভূমিাদিকারদের ও ব্যাখ্যাধিকারদের ও বন্ধক গৃহীতাদের নাম ও স্বার্থ রেজিষ্ট্রারী করণকার্যের প্রতি পড়ে, এমন জ্ঞান হইবে উক্তি।

রেজিস্ট্রার যে প্রকারে প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার কথা।

২১ ধারা। বোর্ডের সাহেবরা যে সময়ে আসিয়া করেন সেই সময়ে তাঁহার পূর্ক ধারার উল্লিখিত বর্তমান রেজিষ্ট্রারের নানাদেশ হইতে ও কালেক্টর সাহেব আর

যে প্রামাণিক সাক্ষান পাইতে পারেন তাহা হইতে প্রত্যেক জিয়ার নিমিত্ত এই আইন মত প্রথম সাধারণ রেজিষ্টার ও প্রথম মৌজাওয়ারী রেজিষ্টার প্রস্তুত করিতে হইবে ইতি ।

নূতন রেজিষ্টার প্রস্তুত করিতে বোর্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা ।

২২ ধারা । বোর্ডের সাহেবেয়া নূতন রেজিষ্টার প্রস্তুত করা বিহিত বোধ করিলেই তাহার আজ্ঞা দিতে পারিবেন । ঐ আজ্ঞা প্রদান গমনের যে২ রেজিষ্টার থাকে তাহা দেখিয়া ও তৎপরে দখলিয়ারী রেজিষ্টারে পরিবর্তন সম্প্রদায় যে২ দফা থাকে তাহা ও কালেক্টর সাহেব অন্য যে প্রামাণিক সাক্ষান পাঠিতে পারেন তাহা লইয়া, ঐ রেজিষ্টারে যে২ দফা লেখা ছিল পশ্চাৎ পরিবর্তন হওয়াতে সেই২ দফা আর যে কথা সংযোগ করা বা উঠাইয়া ফেলা বা পরিবর্তন করা আবশ্যিক তাহাই করা যাইবে, ও যে ক্ষমতাক্রমে যে কথা পরিবর্তন হইল তাহার স্পষ্ট উল্লেখ করিতে হইবে ইতি ।

সাধারণ রেজিষ্টারের কোন খণ্ডে মহাল লিখিবার কথা ।

২৩ ধারা । সাধারণ রেজিষ্টার প্রস্তুত করা গেলে পর, কোন মহাল কি নিকর সম্পত্তি ঐ রেজিষ্টারের যে খণ্ডে লেখা যায় নাই সেই খণ্ডে তাহা লেখা আবশ্যিক হইলে, নূতন নম্বর দিয়া অর্থাৎ ঐ খণ্ডে ঐ দফার পূর্ব দফার যে নম্বর থাকে ক্রমান্বয়ে তাহার পশ্চাৎ নম্বর দিয়া সেই মহাল কি সম্পত্তি সেই খণ্ডে একবারে লিখিতে হইবে, এবং ৫ ধারার বিধানমতে ঐ মহাল কি সম্পত্তি বর্মান্বার অক্ষরানুসারে সাধারণ রেজিষ্টারের যে স্থানে লেখা যাইত ঐ দফার উল্লেখ করিয়া সেই স্থানে নোট দিতে হইবে ইতি ।

মৌজাওয়ারী রেজিষ্টারের স্থানীয়খণ্ডে মৌজা লিখিবার কথা ।

২৪ ধারা । মৌজাওয়ারী রেজিষ্টার প্রস্তুত করা গেলের পর, কোন মৌজা ঐ রেজিষ্টারের স্থানীয় যে খণ্ডে লেখা যায় নাই সেই খণ্ডে তাহা লেখা আবশ্যিক হইলে, নূতন নম্বর দিয়া অর্থাৎ ঐ খণ্ডে ঐ দফার পূর্ব দফার যে নম্বর থাকে ক্রমান্বয়ে তাহার পশ্চাৎ নম্বর দিয়া স্থানীয় উপযুক্ত খণ্ডে ঐ মৌজা লিখিতে হইবে এবং ১৫ ধারার বিধানমতে ঐ মহাল কি সম্পত্তি বর্মান্বার অক্ষরানুসারে মৌজাওয়ারী রেজিষ্টারের যে স্থানে লেখা যাইত, ঐ দফার উল্লেখ করিয়া সেই স্থানে নোট দিতে হইবে ইতি ।

ইহার পূর্ব দুই ধারানুসারে যে২ দফা লেখা যায় তাহা সময়ের ক্রমানুসারে লিখিবার কথা ।

২৫ ধারা । সাধারণ ও মৌজাওয়ারী রেজিষ্টার প্রস্তুত করা গেলে পর, ইহার পূর্ব দুই ধারার নির্দিষ্টমতে যে২ নূতন দফা লেখা যায় সময়ের ক্রমানুসারে তাহা লেখা যাইবে ইতি ।

সাধারণ রেজিস্ট্রারে যে নোট লিখিতে হইবে তাহার কথা ।

২৬ ধারা। রাজস্বদায়ী ভূমির সাধারণ রেজিস্ট্রার প্রস্তুত করা গেলে পর, ঐ রেজিস্ট্রারে যে মহাল লেখা যায় সময়ে তাহার নামের পাশে এই কথার নোট দিতে হইবে,

কোন মহালের উপর যত টাকা রাজস্ব ধার্য ছিল উপযুক্ত ক্ষমতাক্রমে তাহার কোন রূপ পরিবর্তন হওয়ার আশঙ্কা হইলে, সেই পরিবর্তনের কথা ।

একি মহাল হই কি তদধিক মহালে বিভক্ত হইলে সেই বিভক্ত হওয়ার কথা ।

কোন মহাল রেজিস্ট্রারে যথেষ্ট লেখা থাকে, তাহার যত্নপ পরিবর্তন প্রযুক্ত সেই খণ্ড হইতে মহাল উঠাইয়া দেওয়া প্রয়োজন হয় সেই পরিবর্তনের কথা ।

বন্ধকী যে কার্গাহেতুক বন্ধগৃহীতার নাম রেজিস্ট্রারে লেখা যায় সেই বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধারের কথা ।

উক্ত প্রকারের পরিবর্তন যে ক্ষমতানুসারে করা যায় উক্ত প্রত্যেক নোটে সেই ক্ষমতার উল্লেখ থাকিবে ।

রেজিস্ট্রার প্রস্তুত করিতে গেলে, প্রত্যেক মহালের নামের পাশে সেই প্রকারের নোট লিখিবার স্থান রাখিতে হইবে ।

রেজিস্ট্রারে যে দফার যে কথা লেখা থাকে তাহার অন্য প্রকারের পরিবর্তন হইলে, ১৮ ধারার বিধানমতে তাহা দরমিসানী রেজিস্ট্রারের প্রথম খণ্ডে লেখা যাইতে পারিবে এবং দরমিসানী রেজিস্ট্রারে যত্নপ পরিবর্তনের যে কথা লেখা থাকে, সাধারণ রেজিস্ট্রারে সেই মহালের নামের পাশে ঐ কথার উল্লেখ থাকিবে ইতি ।

নিষ্কর ভূমির সাধারণ রেজিস্ট্রারের নোটের কথা ।

২৭ ধারা। নিষ্কর ভূমির সাধারণ রেজিস্ট্রার প্রস্তুত করা গেলে পর, ঐ রেজিস্ট্রারে যে সম্পত্তি লেখা যায়, সময়ে তাহার নামের পাশে এই কথার নোট লিখিতে হইবে।—

নিষ্কর বলিয়া যে ভূমি লেখা গেল, তাহা বাজস্বের দায়ী বলিয়া নির্ণয় করা গেলে ও উপযুক্ত ক্ষমতাক্রমে তাহার রাজস্ব ধার্য হইলে সেই কথা ।

নিষ্কর সম্পত্তি ভাগ করণ হই কি তদধিক সম্পত্তি করা গেলে তাহার প্রত্যেক অংশের কথা ।

নিষ্কর সম্পত্তি রেজিস্ট্রারের যে খণ্ডে লেখা থাকে যত্নপ পরিবর্তন প্রযুক্ত সেই খণ্ড হইতে ঐ সম্পত্তি উঠাইয়া দেওয়া প্রয়োজন হয় সেই পরিবর্তনের কথা ।

উক্ত প্রকারের পরিবর্তন যে ক্ষমতানুসারে করা যায় উক্ত প্রত্যেক নোটে সেই ক্ষমতার উল্লেখ করিতে হইবে ।

রেজিষ্টার প্রস্তুত করা গেলে প্রত্যেক মহানবিস্বক দফার পাশে নোট লিখিবার স্থান রাখিতে হইবে।

রেজিষ্টারে যে২ দফা লেখা থাকে তাহা অন্য স্থানে পরিবর্তন করা গেলে, ১৯ ধারার বিধানমতে দরমিয়ানী রেজিষ্টারের দ্বিতীয় খণ্ডে তাহা লেখা বাইতে পারিবে ইতি।

কালেক্টর সাহেবের অনুমতান লইয়া রেজিষ্টার পরিবর্তন করিতে পারিবার কথা।

২৮ ধারা। কোন বিষয় পরিবর্তন প্রযুক্ত কালেক্টর সাহেবের রেজিষ্টারের লিখিত কোন দফার রূপান্তর হওয়াতে ঐ কথা পরিবর্তন করা আবশ্যিক, কালেক্টর সাহেব ইহা অবগত হইলে যত্নে অনুমতান লওয়া আবশ্যিক তাহা লইয়া উক্ত প্রকারে ঐ দফা পরিবর্তন করিতে পারিবেন,

পরন্তু কথার যত্নে পরিবর্তন হইলে কোন মহালেব কি নিজের সম্পত্তির অবস্থান্তর হইতে পারে, তত্নে পরিবর্তন করার পূর্বে ঐ মহালের কি নিজের সম্পত্তির লিপিবদ্ধ ভূম্যধিকারিগণকে ও কার্যাদ্যক্ষদিগকে, এবং কালেক্টর সাহেব কোন মহালের কি নিজের সম্পত্তির অধিকারী কি কার্যাদ্যক্ষ বলিয়া যে ব্যক্তিদের নাম রেজিষ্টারী করিত উদ্ভূত হন, ঐ রেজিষ্টারী করণের পূর্বে তাঁহাদিগকেও নোটিস দিতে হইবে। আর প্রস্তাবিতমতে পরিবর্তন দিয়া রেজিষ্টারী করণ বিষয়ে কোন আপত্তি করা গেলে, কালেক্টর সাহেব সেই পরিবর্তন হওয়ার কিম্বা রেজিষ্টারী করার আজ্ঞা দেওয়ার পূর্বে, উপযুক্তমতে সেই আপত্তি বিবেচনা করিবে ইতি।

হলবিশেষে রেজিষ্টারহইতে অধিকারির নাম উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে

কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার কথা।

২৯ ধারা। সাধারণ রেজিষ্টারী বহীতে কোন মহালের কি নিজের সম্পত্তি ভূম্যধিকারী কি কার্যাদ্যক্ষ কি সহাধিকারী কি সহকার্যাদ্যক্ষ বলিয়া বাহাব নাম লেখা গেলে ঐ মহালে কি সম্পত্তিতে ভূম্যধিকারী কি কার্যাদ্যক্ষ স্বরূপ তাহার কোন স্বার্থের আর অধিকার নাই, ও যে স্বার্থের উপলক্ষে ঐ ভূম্যধিকারির কি কার্যাদ্যক্ষের নাম রেজিষ্টারী বহীতে লেখা ছিল, সেই স্বার্থের প্রত্যেক অংশের ভূম্যধিকারী কি কার্যাদ্যক্ষ বলিয়া অন্য ব্যক্তিদের নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কালেক্টর সাহেব ৩৮ কিম্বা ৪২ ধারামতে কোন স্বার্থনাশ্ত্রের উপলক্ষে কিম্বা কারণান্তরে অনুমতান লওন সময়ে ইহা দেখিতে পাইলে, ঐ মহালের কি সম্পত্তির লিপিবদ্ধ ভূম্যধিকারীদের কি কার্যাদ্যক্ষদের নাম হইতে সেই ব্যক্তির নাম উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে ও প্রয়োজন হইলে সেই ব্যক্তিকে ঐ মন্দের সার্টিফিকেট দিতে পারিবেন ইতি।

কালেক্টর সাহেবকে সন্ধান জানাইবার কথা ।

৩০ ধারা : কালেক্টর সাহেব যেন আপনার সকল রেজিস্ট্রার আরও সফল রূপে রাখিতে পারেন এই কারণে,—

(ক) উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন কর্তৃপক্ষ কোন মহাল এক জিলার গোলাবীহীতে উঠাইয়া অন্য জিলাব তোজীতে লিখিবাব আজ্ঞা দিলে, যে জিলার তোজীহীতে ঐ মহাল উঠাইয়া দেওয়া যাইবে সেই জিলার কালেক্টর সাহেব রেজিস্ট্রারের মধ্যে ঐ মহাল সম্পর্কীয় নানা দফায যে কথা থাকে তাহা নকল কবাইয়া, যে জিলার তোজীতে মহাল লেখা যাইবে সেই জিলাব কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন, ও সেই নকল হইতে গৃহীত কথা ঐ জিলার উপযুক্ত রেজিস্ট্রারে লেখা যাইবে ।

(খ) কোন জিলাব কোন রেজিস্ট্রারে এই আইনমতে যে দফা লিখিবাব আদেশ থাকে অন্য জিলাব কালেক্টর সাহেব আপনার রেজিস্ট্রারী বহীতে কোন দফা লেখাতে কিম্বা লিখিত কোন দফার পরিবর্তন কবাত্তে পূর্বেক দফার কিছু বৈলক্ষ্য্য হইলে, শেষোক্ত কালেক্টর সাহেব পূর্বেক জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকট আপনার লিখিত কি পরিবর্তিত ঐ দফাব নকল পাঠাইবেন, ও যে কালেক্টর সাহেবের নিকটে ঐ নকল পাঠান যায়, তিনি আপন জিলার রেজিস্ট্রারের মধ্যে প্রয়োজন মতে ঐ দফা বিস্মা পবিবর্তিত দফা লেখাইবেন,

(গ) কোন মহালের কিম্বা নিজের সম্পত্তির মধ্যে টোলা কি কিমমৎ কিম্বা অন্য কোন নাম ধবিষা কোন নূতন গ্রাম স্থাপিত হইলে ঐ মহালের কি সম্পত্তির প্রত্যেক জন ভূম্যধিকারী ও কার্য্যাদক্ষ তৎক্ষণাত্ কালেক্টর সাহেবকে সেই নূতন গ্রাম স্থাপিত হওয়ার নোটিস দিবেন ।

কিন্তু বোর্ডের সাহেবের এই প্রকরণের বিধান হইতে কোন জিলা কি জিলায় কোন অংশ মুক্ত করিতে পারিবেন ।

(ঘ) ৭, ৮, ১০, ১১, ১২ কি ১৫ ধারায় যে বিবরণের কথা আছে, সেই বিবরণ প্রস্তুত করিবার কি লিখিবার লিখিবার কথা তৎক্ষণাত্ কোন দফা পরিবর্তন করিবার জন্য কালেক্টর সাহেবের কোন সন্ধান জানিবার প্রয়োজন হইলে, তাহার আদেশমতে কোন মহালের কি নিজের সম্পত্তি ভূম্যধিকারীর ও কার্য্যাদক্ষের ও ভূমিতে স্বার্থপ্রাপ্ত কিম্বা ভূমির অধ্যক্ষতা কার্য্যে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির সেই সন্ধান জানাইতেই হইবে, নতুনা প্রয়োজনীয় সেই সন্ধান তাঁহার জানাইবার ক্ষমতা নাই এই কথা কালেক্টর সাহেবের জ্ঞোদ্যমতে দেখাটতে হইবে ।

৩০ ধারার নির্দিষ্ট বিধানানুসারে নোটিস দিয়া ঐ নোটিসের উল্লিখিত তারিখের পূর্বে ঐ সন্ধান জানাইবার আদেশ দেওয়া যাইবে ইতি ।

নোটিস না দিবার কি সন্ধান না জানাইবার কথা ।

৩১ ধারা। ইহার পূর্বে ধারা (গ) প্রকরণমতে কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের নিকট কোন নূতন গ্রাফ স্থাপন হইবার নোটিস দিতে, কিম্বা ঐ ধারা (ঘ) প্রকরণমতে কালেক্টর সাহেবের প্রয়োজনীয় সন্ধান জানাইতে আবদ্ধ হইয়া ইচ্ছা-কিঞ্চিৎ কিম্বা শৈথিল্যভুক্ত সেই নোটিস না দিলে কি সেই সন্ধান না জানাইলে, কিম্বা তাঁহার সেই সন্ধান জানাইবার ক্ষমতা নাই কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতামতে এই কথা না দেখাইলে, তাঁহার সেই কার্য না করা প্রযুক্ত কালেক্টর সাহেব এক শত টাকার অনধিক হত অর্থদণ্ড দাওয়া করা উচিত বোধ করেন, তাঁহার তত টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, ও (ঘ) প্রকরণমতে যে সন্ধানের প্রয়োজন থাকে তাহা যে ব্যক্তি প্রতী দিবার আজ্ঞা হয়, কালেক্টর সাহেব তাঁহাকে নোটিস দিয়া ঐ নোটিসে উল্লিখিত তারিখের পর যত দিন ঐ সন্ধান জানান না যায়, তত দিন তাঁহার অর্থদণ্ড হইবে বলিয়া তাঁহার সতর্ক করাটলে পর, যত দিন তাঁহার ঐ সন্ধান জানাইতে বিলম্ব হয়, কালেক্টর সাহেব দিনপ্রতি আর পঞ্চাশ টাকার অনধিক যে দণ্ড উচিত বোধ করেন, তাঁহার তত টাকা দণ্ড দাওয়া করিতে পারিবেন ।

ঐ নোটিস ৫০ ধারার নির্দিষ্ট বিধানমতে দেওয়া যাইবে, ও তন্মধ্যে যে তারিখ নিরূপিত থাকিবে তাহা ঐ নোটিস দিবার পর পনের দিনের কম হইবে না ।
এই ধারামতে যে অর্থদণ্ড দাওয়া হয় সেই অর্থদণ্ডের আদায় উপর আপীল হইয়া উপস্থিত থাকিতেও, অর্থদণ্ডহেতুক যে টাকা দেনা হয়, কালেক্টর সাহেব সময়েই সেই টাকা আদায় করিতে পারিবেন ।

পরন্তু তদ্রূপ কোন আজ্ঞাক্রমে পাঁচ শত টাকার অধিক আদায় হইলে পর কালেক্টর সাহেব ক্ষেত্রান্তের কমিশনার সাহেবের নিকট সেই কথার বিশেষ রিপোর্ট করিবেন, ও উক্ত কমিশনার সাহেব আজ্ঞা না দিলে ঐ অর্থদণ্ডের আর টাকা আদায় হইবে না ইতি ।

দেওয়ানী আদালতের আজ্ঞামতে রেজেষ্ট্রার পরিবর্তন করিতে পারিবার কথা ।

৩২ ধারা। কোন মহালে কি নিজের সম্পত্তিতে অধিকারিত ভোগ হস্তান্তর করা গেলে পর, কোন দেওয়ানী আদালত সেই হস্তান্তর কার্য বুঢ়ীকরণার্থ জিজ্ঞাসা করিলে, কিম্বা তদ্রূপ ভোগ হস্তান্তর করিবার কোন ডিক্রী প্রবল করিলে, ঐ অফিস-লভ কালেক্টর সাহেবের রেজেষ্ট্রারী বন্ধীতে ঐ হস্তান্তর হওয়ার কথা রেজেষ্ট্রারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন । ও কালেক্টর সাহেব তদনুসারে ঐ হস্তান্তর হওয়ার কথা রেজেষ্ট্রারী করিবেন ইতি ।

খাজানা না দিয়া যে ভূমি ভোগ হয় তাহা কোনও মহালের একাংশ বলিয়া জ্ঞান করিবার কথা।

৩৩ ধারা। যে সকল ভূমি ১০ কি ১১ কি ১২ ধারার বিধানমতে নিষ্কর ভূমির সাধারণ রেজিস্ট্রীতে লিখিত নিষ্কর সম্পত্তি না হইয়া ও তদ্রূপ সম্পত্তির একাংশ না হইয়া নিষ্কর রূপে ভোগ হইয়া থাকে, ঐ ভূমি যে মহালের সীমার অন্তর্গত আছে, এই আইনের কার্যপক্ষে সেই মহালের একাংশ বলিয়া জ্ঞান হইবে। ও সেই ভূমি কোন এক মহালের সীমার অন্তর্গত না থাকিলে, কালেক্টর সাহেব আপনার স্বাক্ষর ও মোহর করা আত্মস্বাক্ষরে ঐ ভূমি বিকটস্থ যে মহালের একাংশ বলিয়া নির্ণয় করেন, সেই মহালের একাংশ বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

কোন ভূমি কোন মহালের অন্তর্গত বলিয়া কালেক্টর সাহেবের ধরিতে পারিবার কথা।

৩৪ ধারা। কোন ভূমিও প্রচলিত সাধারণ রেজিস্ট্রীতে উক্ত কোন মহালের অন্তর্গত বলিয়া ধরা না গেলেও এই আইনের কার্যপক্ষে তদ্রূপ কোন মহালের মধ্যে ধরা উচিত, কালেক্টর সাহেব এমত বোধ করিলে, ঐ ভূমি যে ব্যক্তির অধিকারে আছে বলিয়া বোধ হয়, তাহার নামে ৫০ ধারার বিধানমতে নোটিস দেওয়াইবেন, ও ৪৯ ধারার বিধানমতে সাধারণ নোটিস প্রচার করাটবেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, ঐ নোটিস প্রচার হইবার পর এক মাসের মধ্যে কিনা কালেক্টর সাহেব আর সময় দেওয়া উচিত বোধ করিলে সেই সময়ের মধ্যে কোন আপত্তি না করা গেলে ঐ ভূমি উক্ত মহালের অন্তর্গত বলিয়া ধরা যাইবে।

কোন আপত্তি উপস্থিত করা গেলে কালেক্টর সাহেব ঐ মাস কিনা ঐ অন্য সময় গত হইলে পর সেই আপত্তির অনুসন্ধান লইয়া এত আইনের কার্যপক্ষে ঐ মহালের মধ্যে ঐ ভূমি ধরিবার বিষয়ে যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিবেন ইতি।

কোন ভূমি নিষ্কর মহাল বলিয়া কালেক্টর সাহেবের রেজিস্ট্রী করিবার ও ভূমিধিকারিকে রেজিস্ট্রী করাইবার প্রার্থনা করিতে আজ্ঞাদিবার কথা।

৩৫ ধারা। কোন ভূমিও সাধারণ রেজিস্ট্রীতে স্বতন্ত্র নিষ্কর সম্পত্তি বলিয়া লেখা না গেলেও কালেক্টর সাহেব সেই রেজিস্ট্রীতে সেতরূপ সম্পত্তি বলিয়া ঐ ভূমি লেখা উচিত জ্ঞান করিলে ভূমিধিকারী কি কার্যাব্যাহক বলিয়া তাহার অধিকারে ঐ ভূমি থাকে কালেক্টর সাহেব ৫০ ধারার বিধানমতে তাহার নামে নোটিস দিয়া ঐ ভূমিও নিষ্কর সম্পত্তি বলিয়া রেজিস্ট্রী না করিবার কোন কারণ জানাইতে আজ্ঞা দিবেন। কোন আপত্তি থাকিলে ঐ নোটিস পাঠিবার পর এক মাস মধ্যে কি কালেক্টর সাহেব আর যত সময় দেওয়া উচিত বোধ করেন, সেই সময়ের মধ্যে ঐ আপত্তি উপস্থিত করা যাইতে পারিবে। কালেক্টর সাহেব সেই আপত্তি

কিন্তু ও অবিষয়ক সন্ধান লওয়া আবশ্যিক হয় তাহা হইলে পর ঐ ভূমি তদ্রূপে রেজেষ্টরী করা উচিত বোধ করিলে, তিনি সাধারণ রেজেষ্টরের মধ্যে নিজের সম্পত্তি বলিয়া ঐ ভূমি লিখিবেন, এবং ৫০ ধারার বিধানমতে নোটিস দেওয়াইয়া ও ৩৯ ধারার বিধানমতে সাধারণ নোটিস প্রণয়ন করাইয়া ঐ নিজের সম্পত্তির প্রত্যেক জন ভূম্যধিকারিকে ও কার্য্যাধ্যক্ষকে আপনাদের নাম ও ভূম্যধিকারিক কার্য্যাধ্যক্ষ স্বরূপ আপনাদের স্বার্থের ভাব ও পরিমাণ রেজেষ্টরী করাইবার প্রার্থনা করিতে আজ্ঞা দিবেন। তাহা হইলে এই আইনমতে নাম রেজেষ্টরী করাটোবার প্রার্থনা করিতে যে ব্যক্তিদের প্রতি আদেশ থাকিবে, উক্ত প্রত্যেক জন ভূম্যধিকারিকে ও কার্য্যাধ্যক্ষ ৬৮ ধারার কার্য্যক্ষে সেইরূপ ব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান হইবে, এবং উক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি এই আইনের ৪ অধ্যায়ের সকল বিধান যত দূর পাটিতে পারে পাটিবে।

কিন্তু উক্ত ভূম্যধিকারিকে কি কার্য্যাধ্যক্ষকে শেযুক্ত নোটিস দেওয়া যাইবার তারিখের পর তিনমাস গত না হইলে তিনি ৬৫ ধারামতে কোন অর্থদণ্ডেব দায়ী হইবেন না।

আরও বোর্ডের সাহেবদের নিকট সকল ভাবগতিকের রিপোর্ট না হইলেও বোর্ডের সাহেবেরা রেজেষ্টরী বহিতে ঐ ভূমি লিখিবার অন্তিমতি না দিলে, কোন ভূমিখণ্ড নিজের সম্পত্তি বলিয়া নিজের ভূমির সাধারণ রেজেষ্টরের প্রথম খণ্ড লেখা যাইবে না ইতি।

নিজের প্রত্যেক সম্পত্তির মধ্যে যেহ ভূমি ধরা যাইবে ইহা বোর্ডের নির্ণয় করিবার কথা।

৩৬ ধারা। এই আইনমতে নিজের সম্পত্তি বলিয়া যে যে সম্পত্তি রেজেষ্টরী করা যাইবে, তন্মধ্যে নিজের যে যে ভূমি দরিতে হইবে বোর্ডের সাহেবেরা তাহা নির্ণয় করিবেন। আর রেজেষ্টরী বহিতে নিজের এক সম্পত্তি বলিয়া যে যে ভূমি লেখা গেল, তাহা বিভক্ত হইয়া বেজেষ্টবে তদ্রূপ হই কি তদনিক সম্পত্তি বলিয়া লেখা যায়, এবং রেজেষ্টরী বহিতে হই কি তদনিক নিজের সম্পত্তি বলিয়া যে যে নিজের ভূমিখণ্ড লেখা গেল, তাহা সংযুক্ত হইয়া নিজের এক সম্পত্তি বলিয়া লেখা যায়, বোর্ডের সাহেবেরা সময়ে সময়ে এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

আরো কোন ভূমি অনুপযুক্তমতে নিজের ভূমির সাধারণ বেজেষ্টরে লেখা থাকিলে, বোর্ডের সাহেবেরা সেই বেজেষ্টর হইতে তাহা উঠাইয়া দিবার কি ঐ প্রকার ভূমির যে নতুন রেজেষ্টর প্রস্তুত করা যাইবে তন্মধ্যে ঐ ভূমি না লিখিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ইতি।

নিজের সম্পত্তির মধ্যে কোন ভূমি ধরিয়া নোটিস কালেক্টর সাহেবের প্রচার করিতে পারিবার কথা।

৩৭ ধারা। প্রচলিত সাধারণ রেজেষ্টরে নিজের যে সম্পত্তি লেখা গেল, কোন

ভূমিগত তাহার মধ্যেধরা না গেলেও এই আইনের কার্যাপক্ষে ঐ সম্পত্তির যথোপযুক্ত কাগজ, কালেক্টর সাহেব এমত বোধ করিলে, ঐ ভূমি বাতায় অধিকারে আছে বলিয়া বোধ হয়, তাঁহার নামে ৫০ ধারার বিধানমতে নোটিস দেওয়াটাবেন, ও ৪৯ ধারার বিধান মতে সাধারণ নোটিস প্রচার করাইবেন । নোটিসের মর্ম্ম এই যে, ঐ নোটিস দেওয়া গেলে পর একমাসের মধ্যে কি কালেক্টর সাহেব আর যত সময় যেন সেই সময় মধ্যে আপত্তি না করা গেলে ঐ ভূমি সেই প্রকারে ধরা যাইবে ।

আপত্তি করা গেলে কালেক্টর সাহেব ঐ মাস কি উক্ত অন্য সময় গত হইলে পর সেই আপত্তির অনুসন্ধান লইবেন, এবং এই আইনের কার্যাপক্ষে উক্ত সম্পত্তির মধ্যে উক্ত ভূমি ধরবার বিষয়ে যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন তাহাই করিবেন ইতি ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

নাম রেজেষ্ট্রী ও পবিবর্তন করণ বিধয়ক বিধি ।

নিম্নলিখিত সময়ের মধ্যে ভূম্যধিকারির ও কার্য্যাক্ষের রেজিস্ট্রী করিবার কথা ।

৩৮ ধারা । কোন মহালের কি সম্পত্তির কি স্বার্থের অধিকার প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এই আইন প্রচলিত হওন সময়ে কোন মহালের বিষয় নিজের সম্পত্তির কিম্বা ঐ মহালে কি সম্পত্তিতে কোন স্বার্থের ভূম্যধিকারী হইলে,

ও কোন মহালের কি নিজের সম্পত্তির কোন সহ ভূম্যধিকারী এই আইন প্রচলিত হওন সময়ে অন্য ভূম্যধিকারীদের সম্পর্কে ঐ মহালের কি সম্পত্তির কি তদগত কোন স্বার্থের অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হইলে,

ও কোন ব্যক্তি এই আইন প্রচলিত হওন সময়ে কোন মহালের কি নিজের সম্পত্তির কি তদগত কোন স্বার্থের কোন ভূম্যধিকারির সপক্ষে ঐ মহাল প্রভৃতির কার্য্যাদক্ষ হইলে,

তাঁহার নাম ও তাঁহার স্বার্থের ভাব ও পরিমাণ পূর্বে রেজেষ্ট্রী করা না গিয়া থাকিলে, ঐ মহাল কি সম্পত্তি যে জিলার সাধারণ রেজেষ্ট্রারে লেখা থাকে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব পক্ষাৎ লিখিত বিধানমতে যে সময় নির্দিষ্ট করেন, সেই সময়ের মধ্যে সেট জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকট কি কালেক্টর সাহেব অন্য যে কার্য্যাক্ষের প্রতি প্রার্থনাপত্র গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন তাঁহার নিকট, উক্ত ভূম্যধিকারী কি কার্য্যাদক্ষরূপে আপনার নাম ও আপন স্বার্থের ভাব ও পরিমাণ রেজেষ্ট্রী করাইবার জন্য নিয়মিত বিধানমতে প্রার্থনা করিবেন ইতি ।

ভূম্যধিকারী ও কার্যাদ্যক্ষ যে তারিখের পূর্বে রেজিষ্টারী করা হইবার প্রার্থনা করিবেন
ক্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের সেই তারিখ নির্ণয় করিবার কথা ।

৩৯ ধারা । এই আইন প্রচলিত হইল সময়ে মহালেক কি নিষ্কর সম্পত্তির
কি তদগত কোন স্বার্থের অধিকার প্রাপ্ত উক্ত ভূম্যধিকারীরা ও কার্যাদ্যক্ষেরা
ইহার পূর্বধারামতে যে বা যে তারিখে আপনাদের নাম ও আপন আপন স্বার্থের
ভাব ও পরিমাণ রেজিষ্টারী করাইবার জন্য প্রার্থনা করিবেন, ক্রীযুত লেপ্টেনেন্ট
গবর্নর সাহেব এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি ছয় মাসের মধ্যে এক এক
জিলার উপলক্ষে সেই বা সেই সেই তারিখ নিরূপণ করিবেন ; ও কোন সময়ে উক্ত
কোন তারিখ পরিবর্তন ও করিতে পারিবেন ; কিন্তু এই আইন প্রচলিত হইবার
সময়াবধি পাঁচ বৎসরের গৌণ কোন তারিখ উক্ত প্রকারে নির্ধারিত হইবে না ।

ভিন্ন মহালে ক্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের ভিন্ন তারিখ নিরূপণ করিবার কথা ।

৪০ ধারা । ক্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ইহার পূর্ব ধারাব কার্যাদ্যক্ষ
কোন জিলার অন্তর্গত নানা মহালের ও নিষ্কর সম্পত্তির কি নানা শ্রেণীর মহালের
ও নিষ্কর সম্পত্তির কি একি জিলার ভিন্ন ভিন্ন অংশের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন তারিখ
নির্ধার্য করিতে পারিবেন ।

কিন্তু কোন ব্যক্তির মহালের কি সম্পত্তির বিষয়ে কি তাঁহার মহাল কি সম্পত্তি
মহালের কি নিষ্কর সম্পত্তির যে শ্রেণীর মধ্যে আইসে সেই শ্রেণী বিষয়ে কি তাঁহার
মহাল কি নিষ্কর সম্পত্তি জিলার যে অংশের অন্তর্গত থাকে সেই অংশের
বিষয়ে ইংরাজ পঞ্চাৎ ধারার নির্দিষ্ট নোটস প্রচার হইবার তারিখ অবধি
ছয় মাস গত না হইলে তিনি পূর্বোক্ত ভূম্যধিকারী কি কার্যাদ্যক্ষস্বরূপ আপ-
নার নাম রেজিষ্টারী করাইবার প্রার্থনা না করিলেও এই আইনমতে তাহার
কোন দণ্ড 'ক' অক্ষমতা ঘটিবে না ইতি ।

ক্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নির্ধারিত তারিখ প্রচার করিবার কথা ।

৪১ ধারা । ক্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ইহার পূর্ব দুই ধারার বিধানমতে
যে বা তারিখ নির্দেশ করেন তাহা কলিকাতা গেজেটে নোটিস দেয় ।

এবং যে জিলার উপলক্ষে ঐ তারিখ নির্ধারিত হয় সেই জিলার জজ সাহে,
জজ ও মাজিস্ট্রেটে দায়েরের ও সালেক্টর সাহেবের আদালতে বা কাছারীতে ।

এবং ঐ জিলার অন্তর্গত প্রত্যেক মুলেকের ও মহকুমার কর্তৃপক্ষের ও
নির্ব্বাক্ষরপত্রের সব-রেজিষ্টার আদালতে কি কাছারীতে,

ও ঐ জিলার কালেক্টর পোলীস থানার নোটস লাগাইয়া দিয়া,

এবং ঐ জিলার সদর মোকামে ও যে যে স্থানে মহকুমার কাছারী থাকে সেই সেই

স্থানে ও শ্রীযুত স্যেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব অন্য যে যে স্থানের আজ্ঞা করেন সেই সেই স্থানে চোঁড়রা দিয়া ঘোষণা করিয়া ঐ নোটিস প্রচার করা যাইবে।

এই ধারামতে যে যে আদালতে ও কাছারী ঘরে ও পৌলীস থানার নোটিস লাগাইয়া দিবার আজ্ঞা হইল, সেই আদালতে কি কাছারীঘরে কি পৌলীস থানায ঐ নোটিস যে যে তারিখে লাগাইয়া দেওয়া যায়, সেই সেই আদালত প্রভৃতির কর্তৃপক্ষ কালেক্টর সাহেবের নিকট ঐ তারিখের সার্টিফিকেট দিবে। তৎক্ষণাৎ শেষ যে তারিখের সার্টিফিকেট দেওয়া যায় ইহার পূর্বে দুই ধারাব্যাপক্ষে সেই তারিখ ঐ নোটিস প্রচার হইবার তারিখ বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারিত্বক্রমে মহালের অধিকারিত্ব বহু কি কার্যাদ্যক্ষতা প্রাপ্ত হইলে পর ছয় মাসের মধ্যে তাহার সন্ধান জানাইতে হইবার কথা।

৪২ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার পর কোন ব্যক্তি ক্রয় করণ দ্বারা কি উত্তরাধিকারিত্ব কি দানক্রমে কি প্রকাণ্ডত্বের কোন মহালে কি নিষ্কর কোন সম্পত্তিতে অধিকারিত্ব স্বত্ব প্রাপ্ত হইলে তিনি,

ও এই আইন প্রচলিত হইবার পর কোন মহালে কি নিষ্কর সম্পত্তির কোন সহ ভূম্যধিকারী অন্য ভূম্যধিকারীদের পক্ষে ঐ মহালের কি সম্পত্তির কিছা তদাদ কোন স্বার্থের অধ্যক্ষতা কার্য গ্রহণ করিলে তিনি,

ও এই আইন প্রচলিত হইবার পর কোন ব্যক্তি কার্যাদ্যক্ষস্বরূপ কোন মহালের কি নিষ্কর সম্পত্তির কিছা তদাদ কোন স্বার্থের অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণ করিলে, তিনি

ঐ অধিকারিত্ব প্রাপ্তদের কি অধ্যক্ষতা গ্রহণের তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে ভূম্যধিকারী কি কার্যাদ্যক্ষস্বরূপ আপনার নামও আপন স্বার্থের ভাব ও পরিমাণ রেজেষ্ট্রারী কবাইবার নিমিত্তে, ঐ মহাল কি সম্পত্তি যে জিলায় সাধারণ রেজেষ্ট্রার লেগা থাকে সেই জিলায় কালেক্টর সাহেবের নিকট, কিছা কালেক্টর সাহেব অন্য যে কার্যকরকে এই প্রকারের প্রার্থনাপত্র প্রাপ্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবেন ইতি।

এই আইনের অবধারিত কোনই কার্য হইতে কোনই ভূম্যধিকারিদিগকে শ্রীযুত স্যেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের মুক্ত করিবার কথা।

৪৩ ধারা। ৩৮ ধারায় কিছা ইহার পূর্বে ধারায় ভাবান্তবেৎ কথা থাকিলেও এই আইনে নাম রেজেষ্ট্রারী করা হইবার জন্য প্রার্থনা করিতে হইবার যে বিধান আছে, কোন জিলায় যে মহালের বৎসর বিশ টাকার কম রাজস্ব ধার্য আছে শ্রীযুত স্যেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব সেই সকলকিত মধ্যে কোনই মহাল-গর ভূম্যধিকারিদিগকে ও কার্যাদ্যক্ষদিগকে, এবং নিষ্কর যে সম্পত্তির পরিমাণ পঞ্চাশ একরের কম হয় সেই সকল কিছা ও মধ্যে কোনই সম্প-

স্ত্রির অধিকারিদিগকে ও কার্য্যাধ্যক্ষদিগকে ঐ বিধানহইতে মুক্ত করিতে পারিবেন । ও তৎপশ্চাৎ কোন সময়ে ঐ মুক্তির আজ্ঞা রহিত করিয়া ঐ ভূম্যধিকারিদিগকে ও কার্য্যাধ্যক্ষদিগকে আপন২ নাম রেজেষ্টরী করাইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ইতি ।

রেজেষ্টরী করাইবার জন্য বন্ধক গৃহীতার প্রার্থনা করিবার কথা ।

৪৪ ধারা । কোন ব্যক্তি কোন মহালে বন্ধকক্রমে কোন অধিকারিৎ স্বত্ত্ব প্রাপ্ত হইলে, তিনি কালেক্টর সাহেবের নিকট ঐ বন্ধক গৃহীতারূপ আপনাব নাম ও যে স্বার্থের উপলক্ষে তিনি তদ্রূপে বন্ধক গৃহীতা হন সেই স্বার্থ রেজেষ্টরী করাইবার জন্য প্রার্থনা করিতে পারিবেন । আর ঐ মহাল তাহারই বা বন্ধক দাতার অধিকাৰে আছে ঐ দরখাস্তে এই কথা বিশেষ করিয়া লিখিবেন । ভূম্যধিকারিৎরূপ নাম রেজেষ্টরী করাইবার প্রার্থনা হটলে নিম্ন-ভাগে কার্য্য করিবার যে বিধান লেখা যাইতেছে, কালেক্টর সাহেব উক্ত প্রার্থনাপত্র পাটলে সাখাযুসাবে সেই বিধানমতে কার্য্য করিবেন ইতি ।

প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিবার কথা ।

৪৫ ধারা । প্রার্থক আপনি কিম্বা এতৎ কার্য্যপক্ষে তাঁহার স্থানে নিয়মিত-রূপে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এই আইনমতে রেজেষ্টরী করাইবার প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিতে পারিবেন ইতি ।

কার্য্যাধ্যক্ষ হইবে ব্যক্তিদের নিমিত্ত কার্য্যাধ্যক্ষতা কোন তাঁহাদের স্বার্থের পরিমাণ তাঁহার স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবার কথা ।

৪৬ ধারা । ৩৮ কিম্বা ৪২ ধারামতে যে ব্যক্তি প্রার্থক হন, তিনি পুরোস্তম্ভত অধ্যক্ষতা ভিন্ন প্রাপ্ত সহ ভূম্যধিকারী কি কার্য্যাধ্যক্ষ হটলে যে ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিদের পক্ষে ওদ্রুপে অধ্যক্ষতা করিতেছেন কিম্বা কার্য্যাধ্যক্ষ হন, আঁনার প্রার্থনাপত্রে তাঁহার কি তাঁহাদের নাম ও তাঁহাদের প্রত্যেক জনের স্বার্থের ভাব ও পরিমাণ বিশেষ করিয়া লিখিবেন ইতি ।

কোন কর্তৃপক্ষের আজ্ঞামতে নিযুক্ত কার্য্যাধ্যক্ষকণ নাম রেজেষ্টরী করাইতে প্রার্থনা করিলে তাঁহার নিযুক্ত হওয়ার প্রমাণ দেখিলে কালেক্টর সাহেবের রেজেষ্টরী করিবার কথা ।

৪৭ ধারা । প্রার্থক ৩৮ কি ৪২ ধারামতে কালেক্টর সাহেবের কিম্বা কোর্ট-ওয়ার্ডস কিম্বা কোন বেওয়ানী কি কোজদারী আদালতের নিযুক্ত কার্য্যাধ্যক্ষরূপ আপনাব নাম রেজেষ্টরী করাইবার জন্য প্রার্থনা করিলে, প্রার্থক সেই প্রকৃতির কার্য্যাধ্যক্ষ হওনাথ নিযুক্ত হইয়াছেন, কালেক্টর সাহেবের জ্ঞোধ্যমতে ইহার প্রমাণ দেখাইলে, তিনি প্রার্থকের নাম রেজেষ্টরী করিয়া দিবেন ইতি ।

আপত্তিকারকের নামে নোটিসের কথা

৪৮ ধারা। তাহার পূর্বে ধার্যমতে নিম্নকৃত কার্যাবলি সম্পন্ন না হইয়া অন্য প্রকারে রেজেষ্ট্রী করাইবার প্রার্থনাপত্র হইলে ও যে ব্যক্তির নাম রেজেষ্ট্রী করাইবার প্রার্থনা হয়, কালেক্টর সাহেব তাঁহার নাম দ্বারা যে নোটিস প্রচার করিয়া রেজেষ্ট্রী করিতে পারেন, ঐ প্রার্থনাপত্রের মধ্যে এমন কোন ভাবগতিক ব্যক্তি থাকিলে, অথবা আবহমানকাল লইলে পর কালেক্টর সাহেব তদ্রূপ ভাবগতিক আছে বলিয়া জ্ঞান করিলে, তিনি নোটিস প্রচার করিয়া যে ব্যক্তির নাম রেজেষ্ট্রী করাইবার প্রার্থনা হইল, তাহার নাম রেজেষ্ট্রী করণ বিষয়ে তাহাদের আপত্তি থাকিলে, কিম্বা স্বার্থের যে ভাব কি পরিমাণ ধরিয়া ঐ নাম রেজেষ্ট্রী করাইবার প্রার্থনা করা গেল, তদ্বিষয় যাঁহারা প্রতিবাদ করেন তাহাদিগকে আপনাদের আন্তিমস্বাক্ষরনাম লিখিয়া দিতে, এবং ঐ নোটিস প্রচার করিবার তারিখ অবধি এক মাসের অন্তর ঐ নোটিসের নিরূপিত কোন দিনে তাহাদিগকে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা করিবেন ইতি।

ঐ নোটিস প্রচার করিবার কথা।

৪৯ ধারা। নিম্নলিখিত সকল স্থানে ঐ নোটিসের নকল লাগাইয়া নোটিস প্রচার করা যাইবে।

(ক) মহেশ্বর জমিদারী কাছারী থাকিলে সেই কাছারীতে কিম্বা অন্য যে স্থানে খাজানা সচরাচর আদায় হইয়া থাকে সেট স্থানে।

(খ) প্রার্থনাপত্র যে মহাল সম্পর্কীয় হয়, সেই মহাল সংক্রান্ত নুনকল এক গ্রামের কোন প্রকাণ্ড স্থানে, আর সেট মহালের ভূমি স্থানীয় দুই কি তদধিক খণ্ডের অন্তর্গত থাকিলে সেই খণ্ডের অন্তর্গত নুনকলে এক গ্রামে।

(গ) প্রার্থনাপত্র যে ভূমি সম্পর্কীয় হয়, তদ্ব্যতীত কোন ভূমি যে কালেক্টর সাহেবের কিম্বা মহকুমার যে বর্ত্তমানের ও যে জজ সাহেবের ও মুন্সিফের এলাকার মধ্যে ও যে পৌলীস থানার এলাকার মধ্যে থাকে বলিয়া জানা আছে, তাহাদের কাছারী বরে কি আদালত ঘরে ও সেই পৌলীস থানায় ইতি।

হস্তাক্ষরকারির নোটিসের কথা।

৫০ ধারা। প্রার্থক যে স্বার্থ সম্পর্কে রেজেষ্ট্রী করাইবার প্রার্থনা করেন, কোন জীবৎমান ব্যক্তির হস্তাক্ষরকরণ দ্বারা সেই স্বার্থের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, প্রার্থনাপত্রে এই কথা লেখা থাকিলে, কালেক্টর সাহেবের স্বাক্ষররূপ সেই নোটিসের নকল বাঁহা নামে দেওয়া যায়, তাহা কই কিম্বা তাহার নিয়ত বাস স্থানে কিম্বা তাহার পরিবারের দয়ঃপ্রাপ্ত কোন পুরুষকে দিয়া ঐ নোটিস কথিত হস্তাক্ষরকারীকে দেওয়া যাইবে। তদ্রূপে দেওয়া যাইতে না পারিলে, ঐ ব্যক্তির

ব্যক্তির শেষ বাসস্থান বলিয়া যে স্থান জানা আছে কি বোধ হয়, সেই স্থানের কোন প্রকাশ্য স্থানে ঐ নকল লাগাইয়া দেওয়া যাইবে ।

পূর্বোক্ত কোন এক প্রকারে ঐ নোটিস দেওয়া যাইতে না পারিলে, যে কালেক্টর সাহেব নোটিস প্রচার করিলেন তিনি যে উপায় দেখাইয়া দেন সেই উপায়ে নোটিস দেওয়া যাইবে ।

এই ধারার কিম্বা ইহার পূর্ব ধারার নির্দিষ্ট নোটিস দিবার ও প্রচার করিবার জন্যে প্রার্থকের কোন ফী কি অন্য খরচ লাগিবে না তিতি ।

নোটিস প্রচার করণে কি দেওনে দাঁড়ার ব্যতিক্রম হইলেও আনুষ্ঠানিক কার্য অসিদ্ধ

না হইবার কথা ।

৫১ ধারা । ইহার পূর্ব তিন ধারার আদেশমতে নোটিস প্রচার করণে কি দেওনে দাঁড়ার কোন ব্যতিক্রম কি ত্রুটি হইলেও সেই বেদাঁড়ার স্বার্থ কি ত্রুটি দ্বারা কোন গুরুতর হানি হইল কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতামতে ইহার প্রমাণ না হইলে, সেই দাঁড়ার ব্যতিক্রম কি সেই ত্রুটি প্রযুক্ত এই আইনমত কোন কার্যের সিদ্ধতার হানি হইবে না তিতি ।

কালেক্টর সাহেবের অনুসন্ধান লইবার কথা ।

৫২ ধারা । কোন আপত্তি করা গেলে, কালেক্টর সাহেব ৪৮ ধারামতে প্রচারিত নোটিসের নিকপিষ্ট দিনে কিম্বা তাহার পর যত শীঘ্র পারেন সেই আপত্তি বিবেচনা করিবেন, ও যে মহালের কি নিকর সম্পত্তির কি ভদ্রগত স্বার্থের উপলক্ষে রেজিষ্টরী হইবার প্রার্থনা হয়, তাহার অধিকার প্রাপ্তের কিম্বা উত্তরাধিকারিত্বক্রমে কি হস্তান্তর ক্রমে তৎপ্রাপ্তির যে কথা কহা গেল তাহার সত্যতা নির্ণয়ার্থে আব যে অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক তিনি তাহা লইবেন । ও সেই অধিকার প্রাপ্তি হইয়াছে,

কিম্বা উত্তরাধিকারিত্ব কি হস্তান্তর কার্য ঘটয়াছে ও সেই উত্তরাধিকারিত্ব কিম্বা হস্তান্তরকরণমুদারে প্রার্থক অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, অন্য প্রকারে নয়,

কালেক্টর সাহেবের ক্ষমত বোধ হইলে, তিনি ঐ মহালের কি নিকর সম্পত্তির কি ভদ্রগত স্বার্থের ভূম্যধিকারি কি কার্য্যাধক্ষ বলিয়া ঐ প্রার্থকের নাম উপযুক্ত রেজিষ্টরে রেজিষ্টরী করিতে আজ্ঞা দিবেন ।

পরন্তু মহালের কোন অধিভারিত্ব স্বত্ব কোন ব্যক্তির নিকট বন্ধক দেওয়া গেলে, ঐ সম্পত্তি তাহার অধিকারগত হইলে বা না হইলেও বন্ধকগ্রহীতাস্বকপে তাহার নাম রেজিষ্টরী করা যাইতে পারিবে তিতি ।

সাক্ষিদিগকে সমন করাইবার ও দলীল আনাইবার কথা ।

৫৩ ধারা । ইহার পূর্ব ধারার উল্লিখিত অনুসন্ধান ও এই আইনমত অন্য যে অনুসন্ধান দেওয়া যাইবে তাহা লওয়া নিমিও, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যবিধানের

আইনে দেওয়ানী আদালতের যে উপায়ে যজ্ঞপে কার্য্য করিবার বিধান আছে, কালেক্টর সাহেব সেই উপায়ে ও বর হইতে পারি সেই প্রকারে সাক্ষিদ্বিগকে সমন করিতে ও বর পূরক উপস্থিৎ করাইতে ও সাক্ষ্য দেওয়াইতে ও বরপূরক দলীল উপস্থিত করাইতে পারিবেন ইতি।

খরচা দিবার কথা।

৫৪ ধারা। এই আইনমতে কালেক্টর সাহেব সম্মুখে যে কোন অমুসন্ধান লওয়া যায় কি যে চার্জা মুঠান হয়, তাহাতে যে ব্যক্তিদের সম্পর্ক থাকে ৫০ ধারার নির্দিষ্টস্থল ভিন্ন তাঁহারা ই সকল খরচ দিবেন, ও ঐ খরচ দেওনবিষয়ে কালেক্টর সাহেব যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন কবিত্তে পারিবেন ইতি।

অধিকার বা উত্তরাধিকারিত্ব বা হস্তান্তর করণ ক্রমে প্রাপ্তি বিষয়ে বিবাদে কথ্য

৫৫ ধারা। প্রার্থক স্বার্থের যে পরিমাণ উপলক্ষে রেজিষ্টরী হইবার প্রার্থনা করেন, তাঁহাব সেই স্বার্থের পরিমাণ অধিকারকরণ কিম্বা উত্তরাধিকারিত্বক্রমে কি হস্তান্তরকরণক্রমে প্রাপ্তি বিষয়ে সেই স্বার্থের বিপরীত কোন দাওয়াদার দ্বারা কি তাহার সংগে প্রতিবাদ হইলে, ও প্রার্থনাগতাবসাবে প্রার্থকের অধিকারের কথা কালেক্টর সাহেবের জ্ঞোদ্যমতে প্রমাণ না কবা গেলে, তিনি বিবাদী স্বার্থের অধিকার পাইবার স্বত্ব সম্বাসবীমতে নির্ণয় কবিয়া তদনুসারে অধিকার দেওয়াইবেন এবং রেজিষ্টরী বহীতে প্রযোজনীয় কথা লিখিবেন।

কিন্তু দেওয়ানী আদালতে ঐ বিবাদ আবও উত্তমকণে নিষ্পত্তি হইতে পারিবে, কালেক্টর সাহেবের এই অনুভব থাকিলে, তিনি পশ্চাৎ লিখিত বিধানমতে ঐ বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার জন্যে জিলাব প্রান দেওয়ানী আদালতে অর্পণ কবিবেন।

কিন্তু প্রার্থনাগত্রে প্রার্থকের স্বার্থের যে পরিমাণ লেখা থাক সেই পরিমাণানুসারে তাঁহার অধিকার বিষয় প্রতিবাদ না হইলে, কিম্বা কালেক্টর সাহেবের জ্ঞোদ্যমতে ঐ অধিকারের প্রমাণ করা গেলে, স্বার্থের ঐ পরিমাণের উপলক্ষে কালেক্টর সাহেব প্রার্থকের নাম রেজিষ্টরী কবিত্তে পারিবেন, ও প্রার্থক স্বার্থের অন্য যে পরিমাণ বিষয়ে রেজিষ্টরী হইবার প্রার্থনা করেন, তৎসম্পর্ক প্রার্থকের রেজিষ্টরী হওয়ার স্বত্বের বিষয়ে প্রতিবাদ হইলে, ও কালেক্টর সাহেবের জ্ঞোদ্যমতে তাহা প্রমাণ না হইলে তিনি তৎকালে সেই বিবাদ নিষ্পত্তি করণার্থে নিম্নলিখিত বিধানমতে দেওয়ানী আদালতে অর্পণ কবিত্তে পারিবেন ইতি।

অধিকারানিবিষয়ক বিবাদ হইলে কালেক্টর সাহেবের গ্রাহক নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৬ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারামতে যে স্বার্থের উপলক্ষে প্রার্থনা করা যায়, সেই স্বার্থের পরিমাণের অধিকারের বা উত্তরাধিকারিত্ব বা হস্তান্তর

করণক্রমে প্রাপ্তির বিষয়ে বিবাদ হইলে, কালেক্টর সাহেব ঐ বিবাদীয় স্বার্থের পরিমাণের খাজানা আদায় করণার্থে গ্রাহক নিযুক্ত করিতে পারিবেন, ও তদ্রূপ যে টাকা আদায় হয়, তাহা হইতে বার্ষিক্যধাক্তার খরচ ও গবর্ণমেন্টের পাওনা দানস্ব দেওয়া যাইবে। অবশিষ্ট টাকা কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে অমানত থাকিবে ও বিবাদীয় সেই স্বার্থের পরিমাণোপলক্ষে কালেক্টর সাহেবের দ্বারা কিম্বা দেওয়ানী আদালতের আজ্ঞা দ্বারা যাহাকে রেজিষ্টরী করা যায় তাঁহাকে দেওয়া যাইবে ইতি।

কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞাব ফলের কথা।

৫৭। উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির অন্যান্যরূপে দখল নিবারণার্থে ১৮৪১ সালের ১৯ আইনের ৪ ধারাক্রমে অঙ্গ সাহেব সন্ধানরীমতে অধিকারের স্বত্ব নির্ণয় করিয়া তদনুসারে অধিকার দেওয়াইবার আজ্ঞা করিলে সেই আজ্ঞার যদ্রূপ বল ও ফল হয়, ৫৫ ধারার প্রথম প্রকবণমতে কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞারও তদ্রূপ বল ও ফল হইবে।

এবং পূর্বোক্তমতে কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞাক্রমে যে দাওয়া কি বিবাদ নিষ্পত্তি হইয়া থাকে, কোন দেওয়ানী আদালত উক্ত আইনানুসারে তদ্বিষয়ের কোন কার্য্যান্তান্তন করিবেন না ইতি।

৫৫ ধারামতে মোকদ্দমা অর্পণ করা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫৮ ধারা। কালেক্টর সাহেব ৫৫ ধারামতে দেওয়ানী আদালত মোকদ্দমা অর্পণ করলে ঐ আদালতের জা'নিবার জনো আপনার স্বাক্ষর করা নিম্নলিখিত বর্ণনাপত্র পাঠাইবেন।

(১) যে মহাল কিম্বা যে নিদ্বব সম্পত্তি সম্পর্কে ঐ মোকদ্দমা অর্পণ করা যায় তাহার নাম, ও সাধারণ রেজিষ্টরে তাহার নম্বর ও মহাল হইলে জিলার তৌজীতে তাহার নম্বর।

(২) সাধারণ রেজিষ্টরে ঐ মহালের কি সম্পত্তির ভূম্যধিকারী কি কার্য্যধাক্ত কি বন্ধকগৃহীতা বলিয়া যে যে ব্যক্তিদিগকে রেজিষ্টরী করা গেল তাঁহাদের নাম ও স্বার্থের যে ভাব ও পরিমাণ উপলক্ষে প্রত্যেক জনের নাম রেজিষ্টরী করা গেল তাহা।

(৩) রেজিষ্টরী হইবার জন্যে যে ব্যক্তি প্রার্থনা করেন তাহার নাম।

(৪) বিবাদীয় স্বার্থের ভাব ও পরিমাণ।

(৫) কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে মোকদ্দমা যত দূর চলিল তত দূর ঐ মোকদ্দমার সকল ভাবগতিক, ও তিনি যে যে কারণে মোকদ্দমা অর্পণ করিলেন তাহা ইতি।

অর্পিত মোকদমা পাইলে কার্যপ্রণালীর কথা ।

৫৯ ধারা । জিলার প্রধান দেওয়ানী আদালত ঐ অর্পিত মোকদমা পাইলে সেই বিষয় নির্ণয় করিতে প্ররূক্ত হইবেন, অথবা সেই বিষয় নির্ণয়ার্থে ঐ জিলার উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য কোন দেওয়ানী আদালতে অর্পণ করিতে পারিবেন । উক্ত প্রধান দেওয়ানী আদালত, কিম্বা অন্য যে আদালতে সেই বিষয় অর্পিত হয় সেই আদালত ঐ মোকদমা সম্পর্কীয় উভয় পক্ষকে ডাকান কবাটয়া ঐ বিষয় যে সময়ে শুনা যাইবে সেই সময়ের নোটিস দিবেন, সেই নিকপিত সময় অতীত হইলে পর বিগাদীষ স্বার্থ সম্পর্কে (জাবেতামত মোকদমা হইতে পারিবার অপেক্ষায়) সরাসরীমতে অধিকারের স্বত্ত্ব নির্ণয় করিয়া ঐ নির্ণয়ানুসারে অধিকার দেওয়াইবেন ইতি । .

সম্পত্তি রক্ষককে জজ সাহেবের নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা ।

৬০ ধারা । আদালতের যে জজ সাহেবের সম্মুখে ঐ মোকদমা শুনা যাই সরাসরী মোকদমা নির্ণয় হইতে না হইতে ঐ সম্পত্তির অবস্থিতরূপে ব্যবহার কি অপকার হওয়ার দৃষ্ট সম্ভাবনা তাহার এইরূপ বোধ হইলে তিনি সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্যে সম্পত্তি রক্ষককে নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং ১৮৬১ সালের ১৯ আইনের ৫ অবধি ১০ পর্যন্ত সমস্ত ধারায় উল্লিখিত সকল কি কোন কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন ইতি ।

খরচার কথা ।

৬১ ধারা । অনুসন্ধান লওয়ার ও কার্য্যানুষ্ঠানের যে খরচা উভয় পক্ষের দিকে হইবে এই বিষয়ে উক্ত আদালত যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন ।

কিন্তু উভয় পক্ষকে আহ্বান করণ ও মোকদমা প্রথমে শুনিবার তারিখ নিকপণ করণ বিষয়ক যে নোটিস প্রচার কবা যায় তদ্ব্যতীত উভয় পক্ষের স্থানে কোন খরচা লওয়া যাইতে পারিবে না ইতি ।

আদালতের সরাসরি নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবার কথা

৬২ ধারা । ৫৯ ধারামতে আদালতের যে সরাসরী নিষ্পত্তি হয়, কেবল অধিকার নির্ণয় করণরূপ কণ ভিন্ন তাহার অব কোন ফল হইবে না । কিন্তু তৎসম্পর্কে তাহা চূড়ান্ত হইবে ও তাহার উপর কোন আপীল কি পুনর্বাণোচনা করিবার আজ্ঞা হইতে পারিবে না ইতি ।

কালেক্টর সাহেবকে আদালতের নির্ণয় জ্ঞাত করিবার কথা ।

৬৩ ধারা । আদালত অধিকারের স্বত্ত্ব বিষয়ে যাচা নির্ণয় করেন, তাহা কালেক্টর সাহেবকে শংসিতমতে জানাইবেন, তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব উপযুক্ত রেজিস্ট্রারী বহীতে প্রয়োজনীয় কথা লিখিবেন ইতি । .

হস্তান্তর কার্য হইলে কালেক্টর সাহেবের কী লইবার কথা ।

৩৪ ধারা । এই আইনমতে কোন ভূম্যাদির হস্তান্তরকরণ রেজিষ্টরী করিতে হইলে কালেক্টর সাহেব নিম্নলিখিত হারে ফী আদায় করিবেন,—

(১) রাজস্বদারী ভূমি হইলে স্বার্থে যে পরিমাণ হস্তান্তর করা গেল গবর্ণমেন্টে তাহার বৎসর বৎ টাকা স্বাক্ষর দেওয়া যায় তাহার শতকরা এক শিকী ১০ আনা ।

(২) নিষ্কর ভূমি হইলে স্বার্থে যে পরিমাণ হস্তান্তর করা গেল, তাহার বার্ষিক উৎপন্ন অর্থাৎ ঐ হস্তান্তর কার্য্য রেজিষ্টরী করিবার পূর্বে বৎসরে বৎ খাজানা পাওয়া গেল বা পাওনা থাকে, তাহাই বার্ষিক উৎপন্ন বলিয়া তাহার উপর শতকরা ২।০ আড়াই টাকা ।

কিন্তু কোন এক হস্তান্তর কার্য্য রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত ১০০ টাকার অধিক ফী লওয়া যাইবে না ।

যে ব্যক্তির মপক্ষে ঐ হস্তান্তর কার্য্য রেজিষ্টরী করা যায় তাহার স্থানে ঐ ফী লওয়া যাইবে ।

এই ধারামতে বৎ কী আদায় হয় তাহা গবর্ণমেন্টের নামে অমী করিয়া লওয়া যাইবে ।

আইনের বিধানমতে কার্য্য না করিবার দণ্ডের কথা ।

৩৫ ধারা । কোন ব্যক্তির প্রতি এই আইনমতে আপন নাম রেজিষ্টরী করাইবার ও মহালে কি নিষ্কর সম্পত্তিতে তাহার বৎসর স্বার্থ থাকে তাহা রেজিষ্টরী করাইবার জন্যে প্রার্থনা করিতে আজ্ঞা হইলেও তিনি ইচ্ছা করিয়া কি শৈথিল্য হেতুক নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে সেই প্রার্থনা না করিলে সেই কার্য্য না করণ প্রযুক্ত কালেক্টর সাহেব একশত টাকার অননিক যে অর্থদণ্ড ধার্য্য করেন তাহার সেই অর্থদণ্ড হইতে পারিবে । আরও কালেক্টর সাহেব তাহার নামে উক্ত প্রকারে রেজিষ্টরী করাইবার নোটিস দিয়া যে তারিখ নিরূপণ করেন সেই তারিখের পর তিনি বৎসর দিন তদ্রূপ রেজিষ্টরী করাইবার প্রার্থনা না করেন কালেক্টর সাহেব একশত টাকার অননিক আর বৎসর দণ্ড ধার্য্য করেন দিন প্রতি তাহার তত টাকা দণ্ড হইতে পারিবে ।

৩৬ ধারা । তদ্রূপ কোন অর্থদণ্ডের আজ্ঞার উপর আপীল হইয়া উপস্থিত জনের প্রার্থনা করিতে হইবার নিরূপিত দিন ঐ নোটিস দেওয়াব তারিখ অবধি এক মাসের কম হইবে না ইতি ।

আপীল হইলেও দণ্ডের টাকা আদায় হইতে পারিবার কথা ।

৩৭ ধারা । তদ্রূপ কোন অর্থদণ্ডের আজ্ঞার উপর আপীল হইয়া উপস্থিত

থাকিলেও ঐ অর্থদণ্ডের যে টাকা দেনা হয়, কালেক্টর সাহেব সময়ে সময়ে তাহা আদায় করিতে পারিবেন ।

পরন্তু হুজুর কোন আক্সক্রমে পাঁচ শত টাকার অধিক আদায় করা গেলে পর কালেক্টর সাহেব দেশখণ্ডে কমিশ্যনর সাহেবের নিকট সেই বিষয়ের বিশেষ রিপোর্ট করিবেন, তাহা হইলে উক্ত কমিশ্যনর সাহেব অমুমতি না দিলে ঐ অর্থদণ্ড হেতুক আর টাকা আদায় হইতে পাবিবে না ইত্যাদি ।

কোন ব্যক্তি নিজ ইচ্ছামতে প্রার্থনা করিলে তাঁহার দণ্ড না হইবার কথা ।

৬৭ ধারা । শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ৩৯ কি ৪০ ধারামতে যে সময় নিরূপণ করেন কোন ব্যক্তি সেই সময়ের মধ্যে আপনার নাম রেজিস্ট্রী করাইবার প্রার্থনা না করিলেও,

কিন্তু ৪২ ধারায় যে সময় নির্দ্ধারিত হইল ঐ ব্যক্তি সেই সময়ের মধ্যে নাম রেজিস্ট্রী করাইবার প্রার্থনা করিতে ক্ষতি করিলেও,

সেই নিকষিত কি নির্দ্ধারিত সময় গত হইলে পব সেই ব্যক্তি ভবিষ্যে কালেক্টর সাহেবের আদেশপত্র প্রচারকরণান্তর ভিন্ন কোন সময়ে আপন ইচ্ছাতেই আপনার নাম ও আপন স্বার্থের ভাষ ও পরিমাণ রেজিস্ট্রী করাইবার জন্যে এই আইনের আদেশ মত প্রার্থনাপত্র দিয়া থাকিলে ৬১ ধারায় ভাণ্ডারের কথা থাকিলেও কালেক্টর সাহেব ঐ ধারামতে তাঁহাব কোন অর্থদণ্ড দাখ্য করিবেন না ইতি ।

ভূম্যধিকারিদের ও কার্য্যধ্যক্ষদের দায়ের কথা ।

৬৮ ধারা । ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের ৯০ ধারার নিদিষ্ট স্থল-ভিন্ন যৎকালে যে আইন প্রণয় থাকে তদনুসারে কোন মহালের কি নিষ্কর সম্পত্তির ভূম্যধিকারিদের বর্তব্য ও অবশ্য কর্তব্য বলিয়া যে সকল কর্ম্ম অধীকৃত আছে, সেই সকল কর্ম্ম নিষ্পাদন বিষয়ে ঐ মহালের কি নিষ্কর সম্পত্তির গণিবদ্ধ সকল ভূম্যধিকারিকে ও কার্য্যধ্যক্ষকে একত্র ও স্বতন্ত্র দায়ী বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

এবং এই আইন দ্বারা যে সকল ব্যক্তির প্রতি রেজিস্ট্রী করাইবার জন্যে প্রার্থনা করিতে আদেশ হইল, এই আইন দ্বারা তাঁহাদের প্রতি ও হুজুর রেজিস্ট্রী করণ কার্য্য অবশ্য কর্তব্য বলিয়া যে তারিখে অর্পণ করা যায়, যে মহালের কি সম্পত্তির উপলক্ষে তাঁহাদের নাম রেজিস্ট্রী করাইবার প্রার্থনা করিতে আদেশ হইল, ঐ মহালের কি সম্পত্তির ভূম্যধিকারিদের প্রতি পূর্ব্বোক্ত আইনক্রমে কর্তব্য ও অবশ্য কর্তব্য বলিয়া যে সকল কার্য্য অর্পিত হয়, উক্ত তারিখ অবধি তাঁহাদিগকে সেই সকল কর্ম্ম নিষ্পাদন করিবার দায়ী বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি ।

পঞ্চম খণ্ড ।

অংশসম্পর্কীয় স্বতন্ত্র হিসাব করিবার বিধি ।

য়েন্ট্রিক্টরী করা স্বার্থানুসারে না হইলে স্বতন্ত্র হিসাব করিতে না হইবার কথা ।

৬৯ ধারা । ভূমির নীশাম প্ৰসূতি বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ আইন নামক ১৮৫৯ সালের ১১ আইনে ভাবাস্ত্রের বিধান থাকিলেও, কোন প্রার্থককে এই আইনমতে যে মহালের ভূমাদিকারী কি কার্যাব্যাহক বলিয়া লিপিবদ্ধ করা যায়, সেই মহালে তাঁহার স্বার্থের ভাণ্ড ও পরিমাণ অনুসারে তাঁহার অংশের স্বতন্ত্র হিসাব করা যাউতে পারিবে, নতুবা এই আইন প্রচলিত হওয়ার সময়াবধি এই আইনের ১০-কি ১১ ধারামতে প্রাপ্তির অংশের উপলক্ষে এই ধারার বিধানমতে স্বতন্ত্র হিসাব করা যাইবে না ইতি ।

বিশেষ ভূমিতে ভূম্যধিকারির অবিভক্ত স্বার্থ থাকিলে তাঁহার স্বতন্ত্র হিসাব প্রার্থনা করিতে পারিবার কথা ।

৭০ ধারা । সম্পূর্ণমহালের না হইয়া মহালের ভূমির কোন বিশেষ অংশের সাধারণ ভোগাদিকাবগত অবিভক্ত স্বার্থের অধিকারী বলিয়া যাঁহার নাম লিপিবদ্ধ হইল, এজন্য মহালের এমত ভূমাদিকারী এই স্বার্থের নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের রাজস্বের অংশ স্বতন্ত্র দিতে চাহিলে, তিনি কালেক্টর সাহেবের নামে সেই মতের প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দিতে পারিবেন । যে ভূমিতে তাঁহার এই অবিভক্ত স্বার্থ থাকে প্রার্থনাপত্রে তাহা বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিবেন ও এই ভূমির চতুঃসীমা ও তাহার পরিমাণ ও এই অবিভক্ত স্বার্থের জন্য গবর্ণমেন্টের যত টাকা রাজস্ব দিয়া আসিতেছেন এই সকল বর্ণনা লিখিবেন । ১৮৫৯ সালের ১১ আইনে ১০ ধারায় নোটিশ প্রচার করিবার যে বিধান আছে কালেক্টর সাহেব সেই প্রার্থনাপত্র পাইলে সেই বিধানমতে নোটিশ প্রচার করাইবেন ।

তাহা প্রকাশ করিবার সময়াবধি যদি লিপিবদ্ধ কোন সহ অংশী ছয় সপ্তাহের মধ্যে আপত্তি না করিয়া থাকেন, তবে কালেক্টর সাহেব প্রার্থকের সঙ্গে স্বতন্ত্র হিসাব করিবেন ও তিনি আপন অংশের জন্য যত টাকা দেন, তাহা তাহার অংশের হিসাবে স্বতন্ত্র জমা করিয়া লইবেন ।

কালেক্টর সাহেব যে তারিখে এই স্বতন্ত্র হিসাব করিবার অনুমতি লিখিয়া দেন, সেই তারিখ অবধি প্রার্থকের এই অংশের স্বতন্ত্র দায় চলিবে এমত জ্ঞান করিতে হইবে ইতি ।

১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১২, ১৩, ১৪, ধারা খাটিবার কথা ।

৭১ ধারা । ইহার পূর্ক ধারায়কে যে প্রার্থনা করা যায়, ১৮৫২ সালের উক্ত ১১ আইনের ১২ ধারা সেই প্রত্যেক প্রার্থনাপত্রের উপর থাকে । ও ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১৩ ও ১৪ ধারায় যে ফলের কথা আছে, ইহার পূর্ক ধারামতে স্বতন্ত্র হিসাব করিবার সেই ফল হইবে ইতি ।

স্বতন্ত্র হিসাব বন্ধ করিবার প্রার্থনার কথা ।

৭২ ধারা । ১৮৫২ সালের উক্ত ১১ আইনের ১০ কি ১১ ধারামতে কিম্বা এই আইনের ৭০ ধারামতে কালেক্টর সাহেব যে অংশের উপলক্ষে স্বতন্ত্র হিসাব করিলেন, মহালেক কোন এক ভূমিধিকারি কি কার্যাদ্যক্ষের, কিম্বা সাধারণভাবে দুই কি তদধিক জন ভূমিধিকারির কি কার্যাদ্যক্ষের স্বার্থের ভাব ও পরিমাণ সহিত যদি সেই অংশ আর না মিলে, তবে যে অংশের উপলক্ষে ঐ স্বতন্ত্র হিসাব করা গেল, সেই অংশগত কোন স্বার্থের অধিকারী কি কার্যাদ্যক্ষ বলিয়া যে ভূমিধিকারির কি কার্যাদ্যক্ষের নাম এত আইনমতে সাধারণ রেজিস্ট্রারে লেখা যায়, তিনি কালেক্টর সাহেবের নামে প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দিয়া ঐ মহালে কোন লিপিবদ্ধ ভূমিধিকারির কি কার্যাদ্যক্ষের কিম্বা সাধারণ দুই কি তদধিক জন লিপিবদ্ধ ভূমিধিকারির কি কার্যাদ্যক্ষের স্বার্থের পরিমাণের সঙ্গে ঐ অংশ যে ভাবগতিক অনুসারে আর না মিলে সেই ভাবগতিক জানাইবেন, ও মহালের ভূমিধিকারিদের মধ্যে ঐ অংশ যে প্রকারে ভঙ্গ হইয়া বিলি বা গিয়াছে, তাহা নির্দেশ করিয়া ঐ অংশ বিধায় যে স্বতন্ত্র হিসাব করা গিয়াছে তাহা বন্ধ হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন, এবং উক্ত যে অংশের বিষয় ঐ স্বতন্ত্র হিসাব করা গিয়াছিল সেই অংশের মধ্যে অন্য যে বা যে অংশের সমুদয় কি একাংশ দখল গিয়াছিল, তিনি ইচ্ছা করিলে সেই বা সেই অংশের স্বতন্ত্র হিসাব করা যাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন ইতি ।

উদাহরণ ।

কোন মহালে ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে আনন্দের ১০ চারি আনা অংশের ও বলরামের ১/১০ পাঁচ আনা অংশের স্বতন্ত্র হিসাব করা গেল । আর ১/১০ সাত আনা অংশের হিসাব চক্র ও দীননাথ ও দৈনান নামক অবশিষ্ট ভূমিধিকারিদের নামে যৌক্তার রাখা গিয়া থাকে ।

সমযক্রমে কৃষ্ণ উত্তরাধিকারিক্রমে আনন্দের ঐ ১০ চারি আনা অংশ ও ১/১০ সাত আনা অংশের মধ্যে ১/১০ আনা অংশ চক্রের যে স্বার্থ ছিল তাহাও পাইলেন, আর বলরামের ১/১০ পাঁচ আনা অংশের মধ্যে ১/১০ দুই আনা অংশ ক্রয় করিয়া প্রাপ্ত হইলেন, ইহাতে সেই মহালে নানা ব্যক্তিদের স্বার্থ এইক্ষণে এই প্রকারে বিলি করা গেল ।

কৃষক	...	...	৥/০ নং আনা।
বন্দারমের	...	...	৬০ তিন আনা।
দীনমাতের ও ঈশানের			১০ চারি আনা।

কৃষক মহালের লিপিবদ্ধ ভূম্যবিকারী হইলে কালেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়া, আনন্দেব যে ১০ চারি আনা অংশ ও বন্দারমের যে ১/০ পঁচ আনা অংশ ছিল, তাহা মহালের কোন এক ভূম্যবিকারীর কিস্তি হইতে তদনুযায়ী জনসংগ্রহ ভূম্যবিকারীর স্বার্থের পরিমাণের সঙ্গে মিলাইয়া আনন্দের চারি আনা অংশের স্বতন্ত্র হিসাব ও বন্দারমের পঁচ আনা অংশের স্বতন্ত্র হিসাব বন্ধ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

ও আপনার যে নং আনা অংশ আছে তাহার স্বতন্ত্র হিসাব করা যায় কৃষক ঐ দরখাস্তে এই প্রার্থনাও করিতে পারিবেন। অধিকারীদের মধ্যে অন্য কোন ব্যক্তি ও সেইরূপ প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

স্বতন্ত্র হিসাব বন্ধ করিয়া নূতন হিসাব করিতে পারিবার কথা।

৭০ ধারা। কালেক্টর সাহেব সেই প্রার্থনাপত্র পাইলে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারার বিধানমতে তাহার নকল প্রকাশ করাইবেন। তাহা প্রকাশ করিবার তারিখ অবধি মহালের লিপিবদ্ধ অন্য ভূম্যবিকারী ছয় সপ্তাহের মধ্যে আপত্তি না করিলে, তৎকালে যে হিসাব খোলা থাকে কালেক্টর সাহেব তাহা বন্ধ করিয়া প্রার্থকের প্রার্থনানুসারে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারা কিম্বা ১১ ধারামতে কিস্তি বিষয়বিশেষে এই আইনের ৭০ ধারামতে তাহার স্বতন্ত্র হিসাব করিবেন ইতি।

আপত্তি হইলে কার্যপ্রণালীর কথা।

৭১ ধারা। মহালের সাধারণ ভোগদখল হইলে বা নাও হইলে, পূর্বেকৃতমতে যে অংশের স্বতন্ত্র হিসাব করা গিয়াছিল সেই অংশটি ভঙ্গ হইবে না ও কোন এক ভূম্যবিকারীর কি কার্যাব্যক্তের কিস্তি সাধারণ হইবে কি তদনুযায়ী ভূম্যবিকারীর কি কার্যাব্যক্তের স্বার্থের ভাব ও পরিমাণের সঙ্গে এখনও মিলে বলিয়া মহালের লিপিবদ্ধ কোন ভূম্যবিকারী আপত্তি করিলে,

কিস্তি প্রার্থক যে অংশের দাওয়া করেন তাহাতে তাহার স্বত্ব নাই কিম্বা মহালের যে পরিমাণের স্বার্থের দাওয়া করেন তাহার স্বার্থের তত পরিমাণ নাই বলিয়া আপত্তি করিলে,

কিস্তি মহালের ভূমির কোন বিশেষ অংশের বিষয়ে কিম্বা মহালের ভূমির কোন বিশেষ অংশ সাধারণ ভোগাবিকারের অবিভক্ত স্বার্থ বিষয়ে ঐ প্রার্থনা হইলে, ঐ প্রার্থকের কথানুসারে ভূমির ঐ অংশের নিমিত্তে কিস্তি ভূমিতে প্রার্থকের

অবিভক্ত স্বার্থের নিমিত্তে পূর্বাধি গবর্ণমেন্টের যত টাকা রাজস্ব দেওয়া গিয়া থাকে অন্য অংশিরা ঐ অংশের তত রাজস্ব স্বীকার করেন না বলিয়া আপত্তি করিলে,

কালেক্টর সাহেবে উভয় পক্ষকে দেওয়ানীআদালতে যাইতে বলিবেন, ও সেই বিষয়াদির বিষয় যতদিন আদালতে নির্ণয় না হয় তত দিন আপনার আয়ুর্ভানিক কার্য সম্বলিত রাখিবেন ইতি ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

বিবিধ বিধি ।

রেজিষ্ট্রারের উক্ত কথার কালেক্টর সাহেবের সিতে হইবার কথা ।

৭৫ ধারা । কোন ব্যক্তি এই আইনের উল্লিখিত কোন রেজেষ্ট্রারের উক্ত কোন কথার প্রার্থনা করিলে, ও বোর্ডের সাহেবেরা তালাশ ও নকল করিবার যে ক্ষী ধাৰ্য্য করেন তাহা দিলে, কালেক্টর সাহেব তাঁহাকে ঐ কথার নকল দিবেন ইতি ।

উক্ত কথার অনুবাদও কালেক্টর সাহেবের সিতে হইবার কথা ।

৭৬ ধারা । কোন জিলার মধ্যে এই আইনের নির্দিষ্ট রেজেষ্ট্রার ঐ জিলার প্রচলিত ভাষায় ও অক্ষরে প্রস্তুত করিয়া লেখা না থাকিলেও কোন ব্যক্তি তাহার অনুবাদ প্রার্থনা করিলে, ইহার পূর্ক ধারামতে ইংরেজী ভাষায় যে উক্ত কথার দেওয়া যায়, তদ্বিধ কালেক্টর সাহেবের ঐ জিলার চলিত ভাষায় ও চালত অক্ষরে তাহার অনুবাদ লিখাইয়া দিতে হইবে, ও উক্ত ধারামতে ইংরেজী ভাষায় ঐ উক্ত কথার যে খরচ লওয়া যাইতে পারে ঐ অনুবাদ দেওয়ার নিমিত্ত তাহার আর খরচ লওয়া যাইতে পারিবেনা ইতি ।

ভূম্যধিকারি প্রভৃতির নাম ও স্বার্থের পরিমাণ পরিবর্তন হইলে মহালে নোটিস দিবার কথা ।

৭৭ ধারা । কোন মহালের কি নিজের সম্পত্তির লিপিবদ্ধ ভূম্যধিকারিদের কি কার্য্য। থাকিলে যে নাম, কিবা এই আইনের উল্লিখিত কোন রেজেষ্ট্রারে উক্ত কোন ভূম্যধিকারির কি কার্য্যাদ্যক্ষের স্বার্থের যে ভাব কি পরিমাণ লেখা থাকে, উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত কার্য্য কারকের আজ্ঞাক্রমে তাহা কোন প্রকারে পরিবর্তন করা গেলে, রেজেষ্ট্রারী বহীতে ঐ পরিবর্তনের কথা লিখিবার আজ্ঞা আপীলযুখে দৃঢ় করা গেলেই, কিবা সেই আজ্ঞার উপর আপীল উপস্থিত না হইয়া আপীল করিবার মিস্ত্রাৎপক হইলেই, কালেক্টর সাহেব আপন কাছারীঘরে, ও উক্ত ব্যাপার সম্পর্কীয় মহাদলর কি নিজের সম্পত্তির কোন ভূমি যে মহকুমার কর্তৃপক্ষের এলাকার মধ্যে থাকে, সেই মহকুমার কাছারীঘরে, এবং মহালের কি সম্পত্তির অন্য যে স্থানে উচিত যোগ্য

করেন সেইরূপে ঐ পরিবর্তন হওয়ার নোটিশ গটকাইয়া দিবেন। সেই নোটিশ প্রচার হওয়ার তারিখে সাধারণ রেজেষ্ট্রারে ঐ ব্যাপারসম্পর্কীয় মহালের কি নিষ্কর সম্পত্তির যে ভূম্যধিকারির ও কার্যাব্যাহকের নাম ও প্রত্যেক জন ভূম্যধিকারীর ও কার্যাব্যাহকের স্বার্থের যে ভাব ও পরিমাণ লেখা থাকে তাহাও ঐ নোটিশে লেখা যাইবে ইতি।

দাওয়াদারের যে স্বার্থ লিপিবদ্ধ থাকে তাহার অধিকের খাজানা কোন ব্যক্তির দিতে না হইবার কথা।

৭৮ ধারা। এই আইনমতে যে মহালের কি নিষ্কর সম্পত্তির উপলক্ষে কোন ব্যক্তির নাম রেজেষ্ট্রারী করিবার আজ্ঞা হইল, সেই ব্যক্তি ঐ মহালের কি নিষ্কর সম্পত্তির ভূম্যধিকারী কি কার্যাব্যাহক কিছা বন্ধক গৃহীতা বলিয়া খাজানার দাওয়া করিলেও যদি সেই দাওয়াদারের নাম এই আইনমতে রেজেষ্ট্রারী না হইয়া থাকে, তবে কোন ব্যক্তি ঐ দাওয়াদারকে স্বাক্ষর দিতে আবদ্ধ নহেন।

আর কোন ব্যক্তি সাধারণাধিকার ভোগী ছই কি তদধিক জন ভূম্যধিকারির কি কার্যাব্যাহকের কি বন্ধকগৃহীতার নিকট খাজানার দায়ী হইলে, কোন এক জন অধিকারির কি কার্যাব্যাহকের কি বন্ধকগৃহীতার স্বার্থের যে পরিমাণ রেজেষ্ট্রারী করা গেল, তাহা সম্পূর্ণ মহালের কি নিষ্কর সম্পত্তির যে অংশ হয়, তিনি ঐ ভূম্যধিকারিদের কি কার্যাব্যাহকদের কি বন্ধক গৃহীতাদের মধ্যে কোন এক জনকে সেই অংশের উপযুক্ত খাজানার অধিক দিবার দায়ী নহেন ইতি।

রেজেষ্ট্রারী ভূম্যধিকারিকে কি কার্যাব্যাহক কি বন্ধকগৃহীতাকে খাজানা দিলে নিষ্কতির কথা।

৭৯ ধারা। যে ভূম্যধিকারির কি কার্যাব্যাহকের কি বন্ধকগৃহীতার নাম ও যাহার স্বার্থের পরিমাণ এই আইনমতে রেজেষ্ট্রারী করা গেল, কোন ব্যক্তি তাহাকে খাজানা দিয়া তাঁহার রসীদ পাঠিলে সেই রসীদ তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ নিষ্কতিপত্র হইবে ইতি।

লিপিবদ্ধ ভূম্যধিকারিদের নিকট কালেক্টর সাহেবের টাকা দেনা হইলে প্রত্যেক জনের রেজেষ্ট্রারী করা স্বার্থানুসারে তাহার ঐ টাকা দিবার কথা।

৮০ ধারা। কোন মহালের কি নিষ্কর সম্পত্তির সাধারণ ভূম্যধিকারিদিগকে (জুঁষি গ্রহণ বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনমতে না হইয়া প্রকরান্তরে) কালেক্টর সাহেবের টাকা দিতে হইলে, ঐ ঐ ভূম্যধিকারিদের কি কার্যাব্যাহকদের স্বার্থের যে পরিমাণ রেজেষ্ট্রারী করা গেল, কালেক্টর সাহেব সেই পরিমাণানুসারে এক কি তদধিক জন ভূম্যধিকারিকে কি কার্যাব্যাহকে অংশমতে ঐ টাকা দিতে পারিবেন, ও কালেক্টর সাহেবের পক্ষে সেই ভূম্যধিকারিদের কি কার্যাব্যাহকদের রসীদ ঐ টাকার সম্পূর্ণ নিষ্কতিপত্র হইবে ইতি।

চুক্তিপত্রের নিয়ম ও যে ব্যক্তি টাকা আদায় করেন তাঁহার নামে টাকা লইবার অধিকার

প্রদত্ত রাখার কথা ।

৮১ ধারা । ইহার পূর্বে তিনটি ধারার কোন কথা দ্বারা কোন চুক্তিপত্রের নিয়মের ব্যাঘাত হইবে না, ও যে ব্যক্তি আপনাকে টাকা পাইবার স্বত্ত্বান বলিয়া জ্ঞান করেন, অন্য যে ব্যক্তি ঐ টাকা পাইবেন উপযুক্তমতে নালিশ করিয়া তাঁহার নামে ঐ ব্যক্তির সেই টাকা ফিরিয়া পাইবার বাণী নাই ইতি ।

দেখা টাকা ১৮৩৮ সালের বঙ্গীয় আইনমতে দাওয়া বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা ।

৮২ ধারা । এই আইনের বিধান অনুসারে যে খরচা লাগে কিম্বা যে কী দিতে হয় কি যে নোটিস প্রচার করা যায় কিম্বা কোন পক্ষের যে খরচা দিতে হয় কি যে অর্থদণ্ড ধার্য হয় তদ্বৎক কালেক্টর সাহেবের যে টাকা পাওনা থাকে, তাহা দাওয়া বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

ভূমিধিকারির প্রতি মহালের নাম দিতে কালেক্টর সাহেব আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা ।

৮৩ ধারা । কালেক্টর সাহেব নোটিস প্রচার করিয়া কোন মহালের কি নিষ্কর সম্পত্তির ভূমিধিকারিকে কি কার্যার্থকে ঐ মহালের কি সম্পত্তির বিশেষ কোন নাম দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন । ঐ ভূমিধিকারী কি অধ্যক্ষ কালেক্টর সাহেবের নিকট সময়ে মধ্য সেই আদেশমতে কর্ম না করিলে কালেক্টর সাহেব ঐ মহালের কি সম্পত্তির নাম রাখিতে পারিবেন ইতি ।

কালেক্টর সাহেবের কর্ম অন্যের প্রতি অর্পণ করিতে পারিবার কথা ।

৮৪ ধারা । এই আইনমতে কালেক্টর সাহেবের যে কর্ম সম্পাদন করিবার আজ্ঞা হয়, কিম্বা তাঁহার প্রতি যে ক্ষমতা প্রদান করা যায়, তিনি বিশেষ কি সাধারণ আজ্ঞা করিয়া কোন আসিষ্ট্যান্ট কালেক্টরের কি ডেপুটি কালেক্টরের কি সব-ডেপুটি কালেক্টরের প্রতি আপনার উক্ত কোন কর্ম সম্পাদন করণার্থে অর্পণ করিতে পারিবেন ।

আর উক্ত কোন কর্ম কি ক্ষমতা যে আসিষ্ট্যান্ট কি ডেপুটি কি সব-ডেপুটি কালেক্টরের প্রতি অর্পণ করা যায়, তাহাও আপীল বিষয়ক ক্ষমতা ভিন্ন এই আইনমতে কালেক্টর সাহেবের সকল ক্ষমতাসমূহে কার্য করিতে পারিবেন ইতি ।

আপীলের কথা ।

৮৫ ধারা । জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রণীত যে কার্যাবলীর প্রতি নিম্নলিখিত বিধানমতে আপীল শুনিবার বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা যায়, তিনি তিন্ন রাজস্বের কোন কার্যকারী এই আইনমতে যে কোন আজ্ঞা করেন তাহার উপর জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকট, কিম্বা গবর্নমেন্ট বিশেষমতে অন্য যে কার্যকারকের প্রতি যেতদপক্ষে আপীল শুনিবার বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করেন তাহার নিকট আপীল হইতে পারিবে ।

আর যে আজ্ঞার উপর আপীল করা যায় সেই আজ্ঞা দৃষ্টিকরণার্থ আজ্ঞা হইলে তাহার উপর আর কোন আপীল নাই,

কিন্তু যে আজ্ঞার উপর আপীল করা যায়, তাহা মহাস্তর কি অসিদ্ধ করণার্থ আজ্ঞা হইলে তাহার উপর দেশপণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের নিকট আপীল হইতে পারিবে।

জিলার কালেক্টর সাহেব কিম্বা অন্য যে কার্য্যাকা কের প্রতি পূর্ব্বোক্তমতে বিশেষ আপীলী ক্ষমতা প্রদান করা যায়, তিনি অন্য কার্য্যাকারকের আজ্ঞার উপর আপীল শুনিয়া যে আজ্ঞা করেন, তন্মিত্ত তীহার অন্য আজ্ঞার উপর দেশপণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের নিকট আপীল হইতে পারিবে।

কালেক্টর সাহেবের নিকট আপীল হইলে যে আজ্ঞার উপর আপীল করা যায়, তাহার তারিখাবধি পনের দিনের মধ্যে আপীল উপস্থিত করিতে হইবে।

কমিশ্যনর সাহেবের নিকট আপীল হইলে, যে আজ্ঞার উপর আপীল করা যায়, তাহার তারিখাবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে ঐ আপীল কমিশ্যনর সাহেবের নিকট কিম্বা তীহার কাছে পাঠাইবার জন্য কালেক্টর সাহেবের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে,

এই ধারার নির্দিষ্ট সময় গত হইলে পর আপীল শুনিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের জ্ঞাপনমতে ঐ সময় গত হইলেও আপীল গ্রাহ্য করিবার বিশিষ্ট কারণ প্রকাশ করা যাইতে না পারিলে, সেই আপীলসরাংশীমতে অগ্রাহ্য হইবে।

কমিশ্যনর সাহেবের অধীন কোন কর্ম্মকারক যে আজ্ঞা করেন, কমিশ্যনর সাহেব দ্বারা কোন সময়েই তাহা অন্যথা ও পরিবর্তন করা যাঠিতে পারিবে।

ওক্তক্রম কার্য্যকারক কিম্বা উক্ত কমিশ্যনর সাহেব যে আজ্ঞা করেন, কোন সময়েই বোর্ডের সাহেবেরা তাহা অন্যথা ও মহাস্তর করিতে পারিবেন ইতি।

আপীল হইলে যে সময় ধরিতে না হইবে তাহার কথা।

৮৬ ধারা আপীল উপস্থিত করিবার মিয়াদের হিসাব করিতে গেলে, যে আজ্ঞার উপর আপীল হয়, সেই আজ্ঞার তারিখ ও সেই আজ্ঞার নকল পাইতে যত দিন যায় তত দিন ঐ মিয়াদের মধ্যে ধরিতে হইবে না ইতি।

কার্য্যকারকের প্রতি পেন্ডেন্ট গবর্নর সাহেবের বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিবার কথা।

৮৭ ধারা। খ্রীষ্ট পেন্ডেন্ট গবর্নর সাহেব সময়ে সময়ে জিলার কালেক্টর ভিন্ন কোন কার্য্যকারকের প্রতি এই আইনমতে আপীল শুনিবার বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন। তাহা করিলে জিলার কালেক্টর সাহেব এই আইনমতে যে যে আপীল শুনিয়া নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, তক্রম ক্ষমতা প্রাপ্ত কার্য্যকারকও সেই সেই আপীল শুনিয়া নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন ইতি।

বোর্ডের কোন কোন বিধি করিতে পারিবার কৰ্ম্ম।

৮৮ ধারা। এই আইন যে তারিখে প্রচলিত করা যায়, বোর্ডের সাহেবেবরা সেই তারিখাগদি চারি মাসের মধ্যে এষ্ট আইনের সঙ্গতভাবের নিয়মিত বিষয়ের সাধারণ বিধি করিতে পারিবেন।

এই আইনমত রেজেষ্ট্রারী যে পাঠানুসারে লিখিতে হইবে।

৪ অধ্যায়মতে রেজেষ্ট্রারী করাইবার নিমিত্ত প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করার ও গ্রাহ্য হওয়ার ও সত্যাকরণের কার্যপ্রণালী এবং ৫২ ধারামতে অনুসন্ধান বিষয়ক কার্য-প্রণালী।

৬ এই আইনের কার্যপক্ষে নানা বিষয়ের বিধান করিতে পারিবেন।

৩ বোর্ডের সাহেবেবরা সময়ে সময়ে হজুপ কোন বিধি রহিত কি পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

কোন কোন স্বত্ব রক্ষা করণার্থ ধারা ।

৮৯ ধারা। (ক) কোন ব্যক্তি আপনাকেই কোন স্থাবর সম্পত্তির অধিকারি বলিয়া জ্ঞান করিলে, তাহার অধিকার পাইবার জন্যে কিম্বা তাহার স্বত্ব নির্দেশ অন্যে যে তাহার জাবেতামত মোকদমা করিবাব বাধা হইল, কিম্বা

(খ) এই আইনমতে কোন ভূমি নিষ্কর বলিয়া কোন ব্যক্তির নামে রেজেষ্ট্রারী বহীতে লেখা যাক্তিতে গবর্ণমেন্ট যে তাহার স্বত্ব স্বীকার করিয়াছেন, কিম্বা যে অধিকারপত্রক্রমে ঐ ভূমি নিষ্কররূপে ভোগ হইয়া থাকে, সেই পত্র যে লিঙ্গ বলিয়া স্বীকার হইল, কিম্বা

(গ) এই আইনে ভাবান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে কোন স্থাবর সম্পত্তি কি কোন স্বার্থ সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের কি কোন ব্যক্তির স্বত্বের যে স্থানি হইল,

এই আইনের কোন কৰ্ম্মার ও এই আইনমতে করা কোন বর্ষের এমত ভাব কার্ণিতে হইবে না ইতি।

সম্পূর্ণ ।

যে যে আইন রহিত করা গেল তাহার তফসীল।

[২য় খণ্ড দেখ]।

সাল ও নম্বর।	বিষয় কি সংক্ষেপে নাম।	যতদূর রহিত করা গেল।
১৭৯৩ সা. ১৯ জা. ...	বারমারী ভিন্ন লাম্বোয়াজকপে দত্ত ভূমি বিষয়ক ...	২১, ২২, ২৯ অবধি ৩৪ পর্যন্ত, ধারা, ৩৬ অবধি ৪১ পর্যন্ত ধারা। ৪২ ও ৪৩ ধারার যে অংশ পূর্বে রহিত করা যায় নাই তাহা ও ৪৪ অবধি ৪৬ পর্যন্ত সকল ধারা।
১৭৯৩ সা. ৩৭ জা. ...	লাম্বোয়াজকপে দত্ত বাদশাহী জমী বিষয়ক	১৬, ১৭, ১৮, ২৪, ২৬ অবধি ২৯ পর্যন্ত ধারা, ৩১ অবধি ৩৩ পর্যন্ত ধারা ৩৫, ৩৬ ধারা, ৩৭ ধারার যে অংশটি পূর্বে রহিত করা যায় নাই তাহা ও ৪০ ও ৪১ ধারা।
১৭৯৩ সা. ৪৮ জা. ...	পাঁচসনৌ রেজিষ্ট্রারকরণ বিষয়ক আইন	যে অংশটি পূর্বে রহিত করা যায় নাই তাহা।
১৭৯৫ সা. ৫৮ জা. ...	কোন কোন জমীর জমার উপর কালেক্টর সাহেবকে কমিশান দেওন বিষয়ক	যে অংশটি পূর্বে রহিত করা যায় নাই তাহা।
১৭৯৭ সা. ১৫ জা. ...	কী প্রভৃতি আদায়করণ বিষয়ক	সম্পূর্ণ আইন।
১৮০০ সা. ৮ জা. ...	পরগণা রেজিষ্ট্রার বিষয়ক	১৯ ধারা ভিন্ন আইনের অন্য যে অংশ পূর্বে রহিত করা যায় নাই তাহা।

১৮৭৬ সালের ৮ আইন ।

ব্যবস্থাপন কৰ্মবিভাগ ।

বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভাবিধি ত শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭৬ সালের আগস্ট মাসের ২৬ তারিখে ও শ্রীযুত গবর্নর জেনারেল সাহেব ১৮৭৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৮ তারিখে উক্ত মন্ত্রীর সাহেবের প্রণীত এই আইন অনুমোদন করিলে, তাহা সন্মতিরূপে জ্ঞানার্থে প্রকাশ করা যাইতেছে ।

১৮৭৬ সালের ৮ অষ্টম আইন ।

মহাল বন্টন করিবার সুবিধান করণার্থ আইন ।

হেতুবাদ ।

মহালের বন্টন বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করা বিহিত, এই কারণে এই আইন বিধান করা যাইতেছে ।

প্রথম ভাগ ।

পরিভাষা ।

সংক্ষেপনামের কথা ।

১ ধারা । এই আইন “মহালের বন্টন বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইন” নামে খ্যাত হইতে পারিবে ।

ব্যাপকতার কথা ।

যে দেশ যৎকালে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন থাকে এই আইন তৎকালে সেই দেশে প্রচলিত হইবে ।

যে অবধি প্রচলিত হইবে তাহার কথা ।

এই আইন যে তারিখে শ্রীযুত গবর্নর জেনারেল সাহেবের অনুমোদনক্রমে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যায় সেই তারিখ অবধি প্রচলিত হইবে । “এই আইন

(২য় খণ্ড)

১৮৭৬ সালেব ৮ আইন।

৬৫

প্রচলিত হওনের সময়” এই আইনের অন্তর্গত এই কথায় সেই তা রিখ জানিতে হইবে ইতি।

যে যে আইন রহিত হইল তাহার কথা।

২ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইলেই, বঙ্গদেশেব শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে এই আইনের তফসীলের উল্লিখিত আইন ও আক্ট, তৃতীয় ধরে যতদূর নির্দিষ্ট হইয়াছে ততদূর রহিত হইবে। কিন্তু সেট সেট আইনের কি আক্টের যে যে কথা ক্রম অন্য অন্য আইন কি আক্ট রহিত করা যায়, সেট সেই কথা প্রাণ থাকিবে, এবং এই আইন প্রচলিত হওনের সময়ে কোন মহালের যে বটন কার্য চলিতেছে তৎসম্পর্কে ঐ ঐ আইন প্রাণ থাকিবে।

এই আইন প্রচলিত হওন সময়ে কোন মহালের বটন কার্য উপস্থিত থাকিলে, ইতার পশ্চাৎ ধারার লিখিত ত্রণ ভিন্ন, সেট কার্য এই আইন প্রচলিত না হওয়ার মা্য চলিবে ও সমাপ্ত করা যাইবে ইতি।

এই আইন প্রচলিত হওনের সময় যে বটনের কার্য চলিতেছে তৎপ্রতি এই আইনের কোন কোন বিধান খাটিবার কথা।

৩ ধারা। এই আইন প্রচলিত হওনের সময়ে মহালের বটন বিষয়ক যে সকল কার্য উপস্থিত থাকে, ঐ বটন কার্য যতদূর চলিয়াছে তদনুযায়ী তাহার চলন বিষয় নিম্না কোন মহালের বটন কার্য স্তগিত করণ বিষয়ে কি বটনের মোকদ্দমা নথী হইতে উঠাইয়া দেওন বিষয়ে এই আইনেব যে যে বিধানের যতদূর সম্পর্ক থাকে, কালেক্টর সাহেবের বিবেচনামতে ঐ ঐ বিধান ততদূর বর্তান যাইতে পারিবে। কিন্তু উপস্থিত কোন বটনের কার্য চলনের প্রতি ঐ ঐ বিধান বর্তাইবার পূর্বে কালেক্টর সাহেব ঐ বিষয়ের সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদিগকে ঐ ঐ বিধান বর্তিবার উপযুক্ত নোটিস দিযেন ইতি।

অর্থকরণের ধারা।

৪ ধারা। বিষয় বিবেচনায় কি পূর্বাপর কথা দ্বারা ভাবান্তর বোধ না হইলে, এই আইনে,

আমীন।

(১) কালেক্টর সাহেব কি ডেপুটী কালেক্টর মাংপ কি জরীপ করিবার কি স্থান-বিশেষে অঙ্গসন্ধান লইবার জন্য, কি মাংপ কি জরীপ করণের কি স্থানবিশেষে অঙ্গ-সন্ধান লওনের ফণ যে কাগজে দেখা যায়, এমত কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন “আমীন” শব্দে সেই ব্যক্তিকে জানিতে হইবে।

প্রার্থক।

(২) আদিম মহালে কোন ব্যক্তির যে স্বার্থথাকে তাঁহার সেই স্বার্থানুযায়ী

ভূমি ঐ আদিম মহাল হইতে পৃথক করা যায়, ও আদিম মহাল যে রাজস্বের দায়ী হয়, তাহা চইতে পৃথক রাজস্বের দায়ী স্বতন্ত্র মহাল স্বরূপ ঐ ভূমি তাঁহার প্রতি নিরূপণ করা যায়, কোন ব্যক্তি ঐ আইনের বিধানমতে কালেক্টর সাহেবের নিকট এই মর্শ্বের প্রার্থনা করিলে " পার্থক্য " শব্দে সেই ব্যক্তিকে জানিতে হইবে।

ভূমির উপস্বত্ব।

(৩) "ভূমির উপস্বত্ব" ঐ শব্দ যে ভূমি সম্পর্কে প্রয়োগ হয়, সেই ভূমির খাজানা এবং চবাণি ভূমির স্বত্ব ও বন স্বত্ব ও মৎস্য ধরিবার স্বত্ব এবং আইনমতে অন্য যে উপায় দ্বারা ঐ ভূমি হইতে ভূমাদিকারিদের যে সকল লাভ উপস্বত্ব হয়, ঐ শব্দের মধ্যে সেই সকল লাভ ধরিতে হইবে।

মহালের উপস্বত্ব।

(৪) "মহালের উপস্বত্ব" শব্দে মহালের অন্তর্গত সকল ভূমির উপস্বত্ব জানিতে হইবে।

বোর্ড।

(৫) যৎকালে যে যে দেশ খ্রীস্ট লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন থাকে " বোর্ড " শব্দে সেই দেশের রেবেনিউ বোর্ড জানিতে হইবে।

অধ্যায়।

(৬) "অধ্যায়" শব্দে ঐ আইনের কোন অধ্যায় জানিতে হইবে।

ডেপুটি কালেক্টর।

(৭) এই আইনমতে মহাল বন্টন করিবার ও রাজস্ব ধার্য্য করিয়া নিরূপণ করিবার জন্য, কি ঐ বন্টন ও রাজস্ব নিরূপণ সম্পর্কীয় কোন কার্য্য চালাইবার জন্য এতৎক্রমে কালেক্টর সাহেবের প্রতি কোন অসিষ্টাণ্ট কালেক্টর কি ডেপুটি কালেক্টর কি সবডেপুটি কালেক্টরকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা প্রদান করা গেল, ও তিনি উক্ত যে ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করেন "ডেপুটি কালেক্টর" শব্দে তাঁহারাও গণ্য।

মহাল।

(৮) কালেক্টর সাহেবের তৌজিতে ভূমির রাজস্বের একি ও অনন্য দাওয়ামতে দায়ী বলিয়া যে যে ভূমি লেখা থাকে "মহাল" শব্দে ঐ সকল ভূমি জানিতে হইবে।

সাধারণ অবিভক্ত মহাল।

(৯) কালেক্টর সাহেবের তৌজিতে ভূমির রাজস্বের একি ও অনন্য দাওয়ামতে দায়ী বলিয়া যে যে বহি লেখা থাকে ও যাহার দ্বি কি ভাদিক জন অধিকারী থাকেন "সাধারণ অবিভক্ত মহাল" শব্দে সেই সেই ভূমি জানিতে হইবে।

ভূমি।

(১০) ভূমিতে যে যে বব ও চোঠা পাচে “ভূমি” শব্দের মধ্যে তাগা গণ্য নয়।

লেপ্টেনেন্ট গবর্নর।

[১১] যিনি যৎকালে বঙ্গদেশের লেপ্টেনেন্ট গবর্নর হন কিম্বা ঐ পদের কর্ত্ত্ব নির্বাহ করেন ‘লেপ্টেনেন্ট গবর্নর’ শব্দে তাঁহাকে জানিতে হইবে।

আদিম মহাল।

[১২] এই আইনমতে যে মহালের বন্টনকার্য চলিতেছে কিম্বা এই আইনমতে যে মহালের বন্টন হইতে পাবে “আদিম মহাল,” শব্দে সেই মহাল জানিতে হইবে।

ভূম্যধিকারী।

[১৩] যে মহালে বন্টনকার্য চলিতেছে সেই মহালের কিম্বা তাহার কোন অংশের কিম্বা সেই মহালগত কিম্বা মহালের কোন অংশগত স্বার্থের স্বামী বলিয়া যে প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকারে ঐ মহাল কি তাহার কোন অংশ কি স্বার্থ থাকে, ঐ মহালে ব লিপিবদ্ধ ভূম্যধিকারী হউন বা না হউন “ভূম্যধিকারী,” শব্দে সেই ব্যক্তিকে জানিতে হইবে।

লিপিবদ্ধ ভূম্যধিকারী।

[১৪] কালেক্টর সাহেবের রাজস্বদায়ী ভূমির সাধারণ রেজিষ্টরের মধ্যে মহালের কি উদ্গত কোন অংশের কি স্বার্থের অধিকারী বলিয়া যে প্রত্যেক ব্যক্তির নাম বেজেউঠেই করা যায়, সেট ব্যক্তিকে “লিপিবদ্ধ ভূম্যধিকারী” বলিয়া জানিতে হইবে।

•

ধারা।

[১৫] “ধারা,” শব্দে এই আইনের কোন ধারা জানিতে হইবে।

স্বতন্ত্র মহাল।

[১৬] এই আইনমতে আদিম মহাল বন্টন করণ দ্বারা যে পৃথক মহাল কবা যায় কিম্বা এই আইনমতে যে মহাল পৃথক করিবার কার্য চলিতেছে “স্বতন্ত্র মহাল” শব্দে সট পৃথক মহাল জানিতে হইবে।

কালেক্টর।

[১৭] যে মহাল বন্টন করা যাইতেছে কিম্বা বন্টন করিবার প্রস্তাব হয়, তাহা যে জিলার জোজিতে লেখা থাকে “কালেক্টর,” শব্দে সেই জিলাব কালেক্টর সাহেবকে জানিতে হইবে। এবং এই আইনমতে কালেক্টর সাহেবের যে যে ক্ষমতা থাকে, এতৎক্রমে বোর্ডের সাহেবদের প্রতি সাধারণমতে কোন কার্যকারকে সেই সেই

ক্ষমতা প্রদান করিবার শক্তি দেওয়া গেল ; ও যে কার্য্যকারককে সেই ক্ষমতা প্রদান করা যায় “কালেক্টর,, শব্দেব মধ্যে তিনিও গণ্য । এবং কোন মহালের বণ্টন কার্য্যসম্পর্কে জিলার কালেক্টর সাহেবের যে কর্তব্য কর্ত্ত্ব ও যে অধিকার থাকে, তাঁহার প্রতি কমিশনের সাহেবের অনুমতি লইয়া একত্রেমে অন্য কার্য্যকারকের হস্তে সেই কর্ত্তব্যকর্ত্ত্ব ও অধিকার অর্পণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল, ও তিনি যে কার্য্যকারকের প্রতি ঐ কর্ত্ত্ব ও অধিকার অর্পণ করেন, “কালেক্টর শব্দেব মধ্যে তিনিও গণ্য । এবং এই আইনমতে বণ্টনের কোন কার্য্যের নিমিত্ত বোর্ডের সাহেবদের প্রতি একত্রেমে কোন কার্য্যকারককে বাণেশ্বরের ক্ষমতা বিশেষমতে প্রদান করিবার শক্তি দেওয়া গেল, ও যে কার্য্যকারককে সেই বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া যায় “কালেক্টর,, শব্দেব মধ্যে তিনিও গণ্য ।

কমিশনের।

[১৮] বণ্টনের কার্য্যে যে কালেক্টর সাহেব নিযুক্ত থাকেন তিনি রাজস্বসংক্রান্ত যে কমিশনের সাহেবের অধীন হন “কমিশনর” শব্দে সেই কমিশনের সাহেবকে জানিতে হইবে ইতি ।

ইহার পর বণ্টনের কার্য্য হইলে এই আইনমতে করিতে হইবার কথা :

৫ ধারা । এই আইন প্রচলিত হওয়ার সময়ের পর মহাল বণ্টন করিবার আজ্ঞা হইলে, এই আইনের বিধানমতে বণ্টন করা যাইবে । এত আইনের বিধানমতে না হইয়া প্রকাস্তের বণ্টন করা গেলে, ভূমি যে মহালের একাংশ হয়, সেই মহালের উপর মোটে ভূমির যত রাজস্বের দায়ী থাকে, গবর্ণমেন্টের নিকট ঐ মহালের কোন ভূমি সেই রাজস্বের দায়ী হইতে মুক্ত হইবে না ইতি ।

স্বতন্ত্র প্রত্যেক মহালের রাজস্ব দায়ী কবিবার কথা ।

৬ ধারা । প্রত্যেক স্বতন্ত্র মহালের উপস্থিতের সঙ্গে আদিম মহালের উপস্থিতের যে অনুপাত থাকে, আদিম মহাল মোটে ভূমির যত রাজস্বের দায়ী, তাঁহার সঙ্গে সেই অনুপাত ঐ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মহালের ভূমির রাজস্ব দায়ী হইবে ইতি ।

খাজানা শব্দেব অর্থ নির্ণয় ।

৭ ধারা । এত আইনমতে যে বৎসরে মহাল বণ্টন করিবার বাগ্যান্বেষণ হয়, তাঁহার পূর্বে তিন বৎসর অবধি কোন ভূমির নিমিত্ত কৃষিকারি প্রজাদের গড়ে যত টাকা খাজানা দেয় হয়, এই আইনের মধ্যে প্রকাস্তের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, এত আইনের কার্য্যক্ষে ঐ ভূমির ততই খাজানা দিতে হইবে ।

কোন ভূমি খাজানা কবিতা না দেওয়া গেলে, কিন্তু ভূমিকারীরা কি তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি নিজে তাঁহা ভোগ ও দখল করিলে, সম্ভবমতে ঐ ভূমির বৎসর যত টাকা খাজানা পাওয়া যাইতে পারে, তত টাকা ঐ ভূমির খাজানা বলিয়া ধরা যাইবে ।

প্রথম বর্জিত কথা ।—কোন ভূমির নিমিত্ত কৃষিকারী প্রজাদের যতটাকা খাজানা দেয় হয়, উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতে ইহা নির্ণয় হইয়া থাকিলে, কিম্বা উক্ত চিনৎসময়ের মধ্যে কোন সময়ে উক্ত প্রজাদের সম্মতিক্রমে ঐ খাজানার পরিবর্তন হইয়া থাকিলে, তদ্রূপে যত টাকা নির্ণয় হয়, কিম্বা উক্ত প্রকারে পরিবর্তন হইয়া যত টাকা ধার্য্য হয়, কালেক্টর সাহেব উচিত বোধ করিলে, ভূমির তত টাকা খাজানা ধরা যাউতে পারিবে ।

দ্বিতীয় বর্জিত কথা ।—মহালের সকল ভূম্যধিকারী চিরকালের নিমিত্ত যে পাট করিয়া দিলেন, যদি এমন পাটক্রমে ভূমি ভোগ হইয়া থাকে, এবং যৎকালে যে আইন প্রচলিত হয়, তদনুসাবে বাকী রজস্বের নিমিত্ত নীলাম হইলেও যদি ক্রেতা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে না পারেন, তবে ঐ পাটাদার সেই ভূমির নিমিত্ত যত খাজানা দিয়া থাকেন, তাহাই সেই ভূমির খাজানা বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

তৃতীয় বর্জিত কথা ।—ভূমি যে পাটক্রমে ভোগ হইয়া থাকে, ক্রেতা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিলেও, যদি মহালের সকল ভূম্যধিকারী সেই পাট মহালের সকল ভূম্যধিকারীর কণা চিরকালীন পাট ও কেবল চিরকালের নিমিত্ত অবধারিত খাজানার দায়ী ও উক্ত মহালেব ভূম্যধিকারী কিম্বা ঐ ভূম্যধিকারীদের স্থান অন্য যে ব্যক্তি হস্ত প্রাপ্ত হন, তিনিও কোন গতিকে ঐ ভূমির খাজানা বৃদ্ধি করিতে না পারেন যদি ভূম্যধিকারী ঐ পাটের এমন ভাব স্বীকার করিয়া থাকেন, তবে ঐ পাটাদারকে তালুকদার কি গভর্নদার কি মোকররীদার কি অন্য যে নামে বলা যাউক তাঁহার যত খাজানা দেয় হয়, তাহাই ঐ ভূমির খাজানা বলিয়া ধরা যাউবে ।

চতুর্থ বর্জিত কথা ।—কোন ভূমির প্রজা না থাকিলে, কালেক্টর সাহেব বিষয়ের নানা ভাবগতিক বিবেচনায় যে খাজানা নির্ণয় করেন তাহাই ঐ [ভূমির] খাজানা বলিয়া ধরা যাইবে ইতি ।

দ্বিতীয় ভাগ ।

বটন করাইয়া লইবার অধিকারের কথা ।

বটন করাইয়া লইবার অধিকার স্বাহাদের থাকে তাঁহাদের কথা ।

৮ ধারা । এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, সাধারণ অবিভক্ত মহালের লিপিবদ্ধ যে ভূম্যধিকারী যে স্বার্থের সম্বন্ধে তদ্রূপে লিপিবদ্ধ হন, ঐ স্বার্থ তাঁহার নিজ অধিকারে থাকিলে, ঐ মহাল বটন করা যায় এবং তাঁহার অধিকারে যে স্বার্থ আছে সেই স্বার্থের অনুযায়ী ভূমি পৃথক করা গিয়া তাঁহার প্রতি স্বতন্ত্র মহাল-

স্বরূপ নিরূপণ করা যায়, তাহার ঐক্য দাওয়া করিবার স্বত্ত্ব থাকিবে, কিন্তু এই আইনের বিধানমতে করা যাইতে পারিলেও যত দূর করা যাইতে পারে, কেবল ততদূর ঐ ভূমি বন্টন ও পৃথক ও নিরূপণ করা যাইবে।

উক্ত লিপিবদ্ধ হইল যে তদধিক জন ভূম্যধিকারীও এই দাওয়া করিতে পারিবেন যে, যত ভূমি আমাদের সকলের স্বার্থের অনুযায়ী হয় সেই সকল ভূমি লইয়া স্বতন্ত্র একটি মহাল করা যায় ও আমরা সাধারণ অতিষ্ঠ মহালস্বরূপ তাহা ভোগ করি। তাহা হইলে বন্টন করিবার প্রার্থকের প্রতি এই আইনের যেরূপ নিধান থাকে, ঐ সাধারণ দাওয়াদার হইল যে তদধিক ব্যক্তির প্রতিও সেই বিধান থাকিবে ইতি।

বার্ধানুসারে বন্টনের কথা।

২ ধারা। (ক) পূর্বোক্তমতে বন্টন করিবার দাওয়া করিতে যে লিপিবদ্ধ ভূম্যধিকারির স্বত্ত্ব আছে, তাহার সেই স্বার্থ সাধারণ ভোগ করা মহালের অবিভক্ত অংশ হইলে, তবে আদিম সম্পূর্ণ মহালস্ব সহিত তাহার সেই অবিভক্ত অংশে যে অনুপাত হয়, ঐ আদিম মহালের উপস্থিত পরিমাণে ভূমির উপস্থিত সেই অনুপাত থাকে তাহার প্রতি আপনার স্বতন্ত্র মহাল বলিয়া সেই ভূমি নিরূপণ হওয়ার স্বত্ত্ব থাকিবে।

(খ) আদিম মহালের অংশত কোন বিশেষ মৌজার কি ভূমির অধিকারিত্ব স্বত্ত্ব লইয়া ঐ লিপিবদ্ধ ভূম্যধিকারির স্বার্থ থাকিলে, ও তিনি তাহা পৃথকরূপে ভোগ করিয়া থাকিলে, তাঁহার প্রতি আপন স্বতন্ত্র মহালস্বরূপ সেই মৌজা কি ভূমি নিরূপণ হওয়ার স্বত্ত্ব থাকিবে।

(গ) বিশেষত যে মৌজা কি ভূমিও আদিম মহালে সম্পূর্ণ আয়তনে ব্যাপ্ত না হইয়া ঐ আদিম মহালের একাংশ হয়, সেই মৌজার কি ভূমিওও সাধারণরূপে ভোগ করা অবিভক্ত অংশ লইয়া যদি সেই লিপিবদ্ধ ভূম্যধিকারির স্বার্থ থাকে, তবে সেই বিশেষত মৌজার কি ভূমিওও তাহার যে অবিভক্ত অংশ থাকে তাহার সঙ্গে সম্পূর্ণ মৌজার কি ভূমিওও যে অনুপাত হয়, ঐ বিশেষত মৌজার কি ভূমিওওর উপস্থিত পরিমাণে ভূমির উপস্থিত সেই অনুপাত থাকে তাহার প্রতি আপন স্বতন্ত্র মহালস্বরূপ ঐ বিশেষত মৌজার কি ভূমিওওর অন্তর্গত সেই ভূমি নিরূপণ হওয়ার স্বত্ত্ব থাকিবে।

কিন্তু যদি হইল যে তদধিক মৌজার কি ভূমিওওর ঐ অবিভক্ত অংশ লইয়া যদি ঐ লিপিবদ্ধ ভূম্যধিকারির স্বার্থ থাকে, তবে উক্ত প্রত্যেক মৌজার কি ভূমিওওর প্রতি ভূমি নিরূপণ হওয়ার স্বত্ত্ব থাকিবে না, কিন্তু কাশেক্টর সাহেব তাঁহার প্রতি উক্ত কোন এক কি কয়েক মৌজার কি ভূমিওওর অন্তর্গত ভূমি

আপনার স্বতন্ত্র মহাল বলিয়া নিরূপণ করিতে পারিলেন, নেকল তিনি উক্ত সকল মৌজার কি ভূমিখণ্ডের যে স্বার্থ ভোগ করেন, ঐ ভূমির উপর যত বেন গেই স্বার্থ সমগ্রণ সমান হয় ।

(ব) এট ধারায যে যে প্রকারেব স্বার্থ নির্দিষ্ট হটল আদিম মহালে লিপিবদ্ধ ভূম্যধিকারির তন্মধ্য হট কি তদধিক প্রকারের স্বার্থ থাকিলে, সাপামতে পূর্কোক্ত বিধানানুসারে তাঁহার প্রতি ভূমি নিরূপণ করিয়া দেওয়া বাইবে ইতি ।

যাবজ্জীবন স্বামিভ্বের কথা ।

১০ ধারা । পূর্কোক্ত বিধানের ভাবান্তর থাকিলেও, কোন মহালে কোন ব্যক্তির যাবজ্জীবন মাত্র অধিকারিত্ব স্বার্থ থাকিলে তাঁহার এট আটনমতে বটনের দাওয়া করিবার স্বত্ব আছে, এমত জ্ঞান করিতে হটবে না ইতি ।

স্বতন্ত্র মহালের ভূমির বার্ষিক রাজস্ব ১৮ টাকার কম হইলে ভূম্যধিকারী তাহা পরিত্যক্ত করিবার নিয়ম না করিলে চিরকালীন বন্দোবস্তের মহালের বটন না হইবার কথা ।

১১ ধারা । চিরকালীন বন্দোবস্তের মহাল বটন করিতে গেলে যদি কোন ভূম্যধিকারির স্বতন্ত্র মহালের ভূমি বৎসর ১৮ এক টাকার অধিক রাজস্বের দায়ী হইয়া উঠে, তবে সেই স্বতন্ত্র মহালের উপর যে রাজস্বের দায় থাকে, শ্রীযুত লেন্ডেনেন্ট গবর্নর সাহেব ঐ মহালের ভাবগতিক লক্ষ করিয়া যত টাকা নিরূপণ করেন, ঐ স্বতন্ত্র মহালের ভূম্যধিকারী তত টাকা দিয়া সেই রাজস্ব হটে ঐ মহাল মুক্ত করিতে সম্মত না হটিলে, ঐ মহাল বটন করিবার প্রার্থনা গ্রাহ্য হটবে না, গ্রাহ্য হইলেও ঐ প্রার্থনানুসারে মহালের বটন হটবে না ইতি ।

আপোমে কোন মহাল বিভক্ত হইলে পর ভূম্যধিকারিদের সাধারণ প্রার্থনা কিয়া দেওয়ানী আদালতের আজ্ঞা না হইলে ঐ মহালের বটন হইতে না পারিবার কথা ।

১২ ধারা । কোন মহালের ভূম্যধিকারিবা আপোমে বন্দোবস্ত বি । ঐ মহালের ভূমি ভাগ করিয়া লইলে, ও সেই বন্দোবস্ত অনুসারে সেই মহালের একোক্ত জন ভূম্যধিকারির স্বার্থের অনুযায়ী স্বতন্ত্র ভূমি পৃথকরূপে ভোগ হটয়া তাঁহার অধিকাবে থাকিলে, ঐ মহালের সকল ভূম্যধিকারী মিলিয়া ১০১ কিছা ১০৫ ধারামতে প্রার্থনা না করিলে, এই আটনমতে ঐ মহালের বটনকার্য্য হটবে না ও ঐ মহাল বটন করা যটবে না । কিন্তু দেওয়ানী আদালত আজ্ঞা কবিলে বটন হটে পারিবে টতি ।

ভূমি পৃথকরূপে ভোগ হইলেও কোন কোন গতিকে কালেক্টর সাহেবের সেই ভূমি

স্বতন্ত্র ভূমি মহাল বলিয়া স্বীকার না করিবার কথা ।

১৩ ধারা । যে যে ভূমি পৃথকরূপে ভোগ হটয়া থাকে তাহা লটয়া স্বতন্ত্র মহাল করিবার প্রার্থনা হইলে, যদি ঐ ভূমি অন্য ভূম্যধিকারিদেও ভোগা ভূমির সঙ্গে

এমত মিশ্রিত থাকে যে, বন্টন করা গেলে এক অবিচ্ছিন্ন মহাল হইতে স্থানে স্থানে পৃথক পৃথক ভূমিখণ্ডের এক কি কয়েক মহাল হয়, ও তৎপ্রযুক্ত কালেক্টর সাহেবের বিবেচনায় ভূমির রাজস্বের হানি হইবার সম্ভাবনা জন্মে, তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। ও যে বন্টনের কার্যের তদ্রূপ ফল হইতে পারে কালেক্টর সাহেব কোন সময়েই সেট কার্য চালাইতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

কিন্তু বন্টনদ্বারা যে যে মহাল করা যায়, তাহা যাগাতে সম্ভবমতে অবিচ্ছিন্ন থাকে, লিপিবদ্ধ ভূম্যধিকারিরা ভূমি এমত বিলি হওন বিষয়ে সম্মত হইলে, পূর্বোক্ত স্থলে বন্টন হইতে পারিবে।

বন্টন হইবার পূর্বে আদিম মহাল অবিচ্ছিন্ন না হইয়া কেবল পৃথক পৃথক খণ্ড পণ্ড ভূমি লইয়া চইলে তাহা বন্টন করিয়া স্বতন্ত্র মহাল করিবার বে নিষেধ হইল, এষ্ট ধারাব কোন কথা এমত ভাব জানিতে চইবে না ইতি।

রাজস্বের দায়সম্পর্কে বিশেষ নিয়ম করিয়া স্বার্থ হস্তান্তর করিবার কথা।

১৩ ধারা। কোন মহালে কি মহালের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ ভূমিতে যে ভূম্যধিকারির স্বার্থ থাকে, তিনি যদি আপোস চুক্তি করিয়া সেই স্বার্থের কোন অংশ এই নিয়মে হস্তান্তর করিয়া দেন যে, হস্তান্তরকরণ ক্রমে যে ব্যক্তি ঐ স্বার্থ প্রাপ্ত হন, তিনি ঐ স্বার্থের উপলক্ষে মহালের ভূমির রাজস্বের নির্দিষ্ট কতক টাকা কিম্বা ঐ রাজস্বের নির্দিষ্ট অংশ দিবেন, (এবং ঐ হস্তান্তরকৃত স্বার্থ লইয়া স্বতন্ত্র মহাল করা গেলে, ৬ ধারার বিধানমতে অংশাংশ করিয়া যত টাকার কি অংশের দায়ী হইতেন, উক্ত নিয়মমতে নির্ধারিত টাকা কি অংশ যদি তাহার সমান না হইয়া থাকে তবে সেই হস্তান্তরকারী,)

এবং যে ভূম্যধিকারী পূর্বোক্তমতে কোন স্বার্থ হস্তান্তর করেন, তাহাহটকে অন্য যে ভূম্যধিকারী স্বত্ব প্রাপ্ত হন তিনি,

ঐ মহালে যে স্বার্থ ভোগ করিতে থাকেন এই আইনমতে তাহার সেট স্বার্থ স্বতন্ত্র করিতে দাওয়া করিবার অধিকার থাকিবে না।

ও পূর্বোক্তমতে যে ব্যক্তি হস্তান্তরকরণক্রমে স্বার্থ প্রাপ্ত হন তিনি কিম্বা তাহাহটকে অন্য যে ব্যক্তি স্বত্ব প্রাপ্ত হন তিনিও তদ্রূপে যে স্বার্থ প্রাপ্ত হইবেন তাহা তাহার স্বতন্ত্র করিতে দাওয়া করিবার অধিকার থাকিবে না।

কিন্তু হস্তান্তরকারি ব্যক্তি ও হস্তান্তরকরণক্রমে স্বার্থ প্রাপ্ত ব্যক্তি কিম্বা তাহাদের স্থলাভিষিক্তগণ রাজস্বের যে অংশ দেওন বিষয়ে দায়ী হন, এই বিষয়ে ঐ কার্য-সংক্রান্ত ব্যক্তিরা ঐ চুক্তির নিয়ম ভাঙ্গা বরিতে সম্মত হইবে, এবং বন্টন দ্বারা তাহাদের প্রতি যে যে মহাল নিরূপণ করা যায়, রাজস্বসংক্রান্ত কার্যকারকেরা

এই আইন অনুসারে ঐ ঐ মহালের ভূমির যে রাজস্ব ধার্য করেন তাহাই দিয়া ঐ ঐ মহাল ভোগ করিতে সম্মত হইলে, ঐ স্বার্থ বন্টন করা বাইতে পারিবে ইতি।

আদিম মহাল বিক্রয় করিয়া বাকী রাজস্ব আদায় করিতে পারিবার কথা।

১৫ ধারা। আদিম মহালের বন্টন কার্য চলিতেছে ৩১ ধারার বিধানমতে ইহা প্রকাশ করা গেলেও, ১২৩ ধারামতে যে নোটিস প্রচার করা যায়, সেই নোটিসের নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে ঐ মহালের রাজস্ব বাকী পড়িলে, ঐ আদিম মহালের বন্টনকার্য চলিতেছে এই কথা প্রকাশ না হওয়ার ন্যায় সেই মহাল নীলাম করিয়া ঐ বাকী আদায় হইতে পারিবে। নীলাম হইলে, সেই নীলামের তারিখ অবধি বন্টনের কার্য স্থগিত থাকিবে ইতি।

প্রচলিত আইন অনুসারে বাকীর দায় হইতে অংশ রক্ষা পাইতে পারিবার কথা।

১৬ ধারা। ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের (অর্থাৎ বাকী রাজস্বের নিমিত্ত ভূমির নীলামকরণ বিষয়ক আইন আবণ্ড উত্তম করণার্থ আইনের) ১০, ১১, ১২, ১৩, কি ১৪ ধারায়, কিম্বা যৎকালে তদনুকূপ যে কোন আইন প্রচলিত থাকে সেই আইনে কোন মহালে ভিন্ন ভিন্ন অংশের স্বতন্ত্র হিসাব রাখিবার ও তদ্বারা ঐ ঐ অংশ রক্ষা করিবার যে যে বিধান আছে, ইহার পূর্ষ ধারার কোন কথাক্রমে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

কিন্তু এই আইনের বিধানানুসারে কোন মহালের বন্টন চইতেছে এমত সময়ে ঐ মহালেব অন্তর্গত কোন অংশ নিজ বাকী রাজস্বের নিমিত্ত বিক্রয় করা গেলে, বন্টনের আনুষ্ঠানিক কার্য প্রবল মানিয়া ঐ অংশ বিক্রয় করা যাইবে, ও নীলাম না হওয়ার ন্যায় বন্টনকার্য চলিবে। নীলাম করা সেই অংশের ক্রেতা যে ভূম্যধিকারির অংশ ক্রয় করেন, তিনি ঐ নীলামের তারিখ অবধি তাহার সকল স্বত্বানুসারে কার্য করিতে পারিবেন, এবং বন্টনের আনুষ্ঠানিক কার্যসম্পর্কে ঐ ঐ ভূম্যধিকারির উপর যে সকল দায় বর্তিত ঐ ক্রেতারও উপর সেই সকল দায় বর্তিবে ইতি।

তৃতীয় ভাগ।

বন্টন হইবার প্রার্থনা, ও বন্টন করিবার জন্য মহাল গ্রাহ হওয়ার, ও গ্রাহ হওয়ার পর বন্টনের কার্য স্থগিত থাকার বিধি।

জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকট বন্টন হইবার প্রার্থনা করিবার কথা।

১৭ ধারা। মহাল যে জিলার ভৌগোলে লেগা থাকে, বন্টন হইবার প্রার্থনা সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকট করিতে হইবে। ও যৎকালে যে আইন

প্রচলিত থাকে তদনুসারে যে মূল্যের ইষ্টাঙ্গ দেওয়া প্রয়োজন, ভূম্যধিকারী সেই মূল্যের ইষ্টাঙ্গ কাগজে প্রার্থনা লিখিয়া গিজে কি নিয়মমতে কমতা প্রাপ্ত মোক্তারের দ্বারা দিবেন ইতি ।

প্রার্থনাপত্রে স্বাক্ষর করিতে ও বিশেষতঃ বৃত্তান্ত লিখিতে হইবার কথা

১৮ ধারা। প্রার্থক আঁনি ঐ প্রার্থনাপত্র স্বাক্ষর করিবেন, ও তিনি যতদূর জানেন বা জানিয়া গইতে পারবেন, ততদূর ঐ প্রার্থনাপত্রেব মধ্যে আদিম মহালের বিষয়ে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত জ্ঞানাইবেন ।

(ক) মহালের নাম ।

(খ) ভোজিতে মহালের যে নম্বর থাকে ও যত টাকা রাজস্বের দায়ী হয় ।

(গ) কাশেক্টের সাহেবের খেবরাজি মহালের সাধারণ রেজেক্টের মণালের যে নম্বর আছে ।

(ঘ) লিপিবদ্ধ হইলে বা না হইলেও প্রত্যেক ভূম্যধিকারির নাম ও ঠিকানা ।

(ঙ) প্রত্যেক জন ভূম্যধিকারির অধিকারে যে স্বার্থ থাকে তাহার ভাব ও পরিমাণ ।

(চ) আদিম মহালের সকল কি কোন কোন ভূম্যধিকারিরা অন্য মহালের সকল কি কোন২ ভূম্যধিকারিদের সঙ্গে সাধারণে যে যে ভূমি ভোগ করেন তাহার ও ঐ২ ভূমিতে ঐ২ ভূম্যধিকারিদের স্বত্বের বিশেষ বর্ণনা ইতি ।

প্রার্থনাপত্রের সঙ্গে মফঃসল জমার নকল ও খাজানার ফর্দ দিতে হইবার কথা ।

১৯ ধারা। ৩১ ধারার বিধান প্রবল মানিয়া প্রত্যেক প্রার্থনাপত্রের সঙ্গে সাধ্যমতে এই২ পত্র দিতে হইবে, মহালের মফঃসল জমার ফর্দের নকল, এবং ঐ প্রার্থনা করিবার অব্যবহিত পূর্ব তিন বৎসরে প্রার্থকের নিমিত্ত ঐ মহাল হইতে বৎসর২ যত খাজানা আদায় হইল তাহার বর্ণনাপত্র, ও মহালের মাপ করণ সম্পর্কীয় কোন কাগজপত্র প্রার্থকের অধিকারে থাকিলে সেট কাগজ পত্রের নকল ।

নানা গ্রামের পাটওয়ারি থাকিলে তাহার ঐ মফঃসল জমার ফর্দ ও বর্ণনাপত্রে ও মাপকরণ বিষয়ক কাগজ পত্রে স্বাক্ষর করিবেন, ও উক্ত প্রত্যেক প্রার্থনাপত্র ও মফঃসল জমার ফর্দ ও বর্ণনাপত্র ৫২ ধারার বিধানমতে উপস্থিত ও স্বাক্ষর ও সত্যাকৃত করা যাইবে ।

প্রার্থক পূর্বোক্ত আজ্ঞামতে মফঃসল জমার ফর্দ কি বর্ণনাপত্র দেখাইতে না পারিলে, তাহা না পারিবার কারণ, ও সেই মফঃসল জমার ফর্দ ও বর্ণনাপত্র প্রাপ্ত করিবার প্রয়োজনীয় সকল সন্ধান যে ব্যক্তির নিকট থাকে, তাহার নাম ও ঠিকানা

জানাইবেন, ও কালেক্টর সাহেব উচিত বোধ করিলে সেই ব্যক্তিকে ঐ মফঃসল জমার ফর্দ ও বর্ণনা পত্র দেখাইতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

কালেক্টর সাহেবের প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করিতে পারিবার কথা।

২০ ধারা। ইহার পূর্বে তিন ধারার যে বিষয়ের আজ্ঞা হইয়াছে, প্রার্থনাপত্রে সেই আজ্ঞাভ্রুসার কার্য না হইলে, কালেক্টর সাহেব সেই প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করিতে কি সংশোধন করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

প্রার্থনাপত্র পাইলে কালেক্টর সাহেবের কার্যপ্রণালীর কথা।

২১ ধারা। প্রার্থনাপত্রে উক্ত সকল আজ্ঞাভ্রুযায়ী নর্থ হইয়াছে কালেক্টর সাহেবের প্রথম বিবেচনা থাকিলে, ও বণ্টন হইবার কোন আপত্তি দৃষ্ট না হইলে, তিনি ১০৪ ধারার বিধানমতে ঐ প্রার্থনাপত্রের জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিবেন, এবং জিলার মজদার সাহেবের আদালতে, ও সেই মহাল সংক্রান্ত কোন ভূমি যে মাস্তফের ও মহকুমার যে কার্যকারকব এলাকার মধ্যে আঁঠে বলিয়া জানা থাকে, তাঁহাদের কাছারী ঘরে, ও যে পোলিস থানার এলাকার মধ্যে আছে বলিয়া জানা থাকে সেই থানার ঐ জ্ঞাপনপত্রের নকল লাগাইয়া দিবেন, ও সেই মহালের অধিকারিত্ব স্বত্বের কোন দাওয়াদারের আপত্তি থাকিলে, মহালে ঐ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ হইবার তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের অন্তর ও ষাট দিনের অনধিক যে দিন ঐ জ্ঞাপনপত্রে নির্দীক্ষিত হয়, তাঁহাকে সেই দিনে আপনি কি নিয়ম মতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তারের দ্বারা আপনার আপত্তি জানাইতে আজ্ঞা করিবেন ইতি।

যে ভূম্যধিকারিরা প্রার্থনাপত্রের ভাগী নহেন তাঁহাদিগকে নোটিস দিবার কথা।

২২ ধারা। মহালেব লিপিবদ্ধ যে ভূম্যধিকারিরা ঐ প্রার্থনাপত্রের ভাগী নহেন ও প্রার্থনাপত্রে অন্তর্গত ভূম্যধিকারিব নাম উল্লেখ হইয়া থাকে, তাঁহাদিগকেও ১০৫ ধারার বিধানমতে ঐ প্রার্থনাপত্রের নোটিস দেওয়া যাইবে ইতি।

নিরূপিত সময়ের মধ্যে প্রামানিক আপত্তি করা গেলে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিবার কথা।

২৩ ধারা। ২১ ধারামতে যে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা যায়, তাহার নির্দিষ্ট দিনে কি তৎপূর্বে পূর্বোক্তমতে অধিকারিত্ব স্বত্ব কোন দাওয়ার বণ্টন হইবার আশঙ্কি করিলে কি তৎপশ্চাৎ কোন সময়েও করিলে ও কালেক্টর সাহেব সেই আপত্তি গ্রাহ্য করা উচিত বোধ করিলে, তিনি সেই আপত্তি বিবেচনায় ঐ প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করিবার উত্তম ও বিশিষ্ট কারণ আছে জ্ঞান করিলে, তিনি ঐ প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। সেই স্থলে ঐ অগ্রাহ্য করার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন ইতি।

ঐ আপত্তি দ্বারা অধিকার কি স্বত্ব বিষয়ক বিবাদ উত্থিত হইলে কার্য্যপ্রণালী কথা ।

২৪ ধারা । সেই আপত্তি যদি প্রার্থকের এবং আদিম মহালের ভূম্যধিকারকারী বলিয়া অন্য দাওয়াদারের মধ্যে স্বার্থের পরিমাণ কি স্বত্ব কি অধিকার বিষয়ে কোন বিবাদ উত্থিত হইলে ও তৎপূর্বে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতে ঐ বিবাদ নির্ণয় করা যায় নাই, স্বার্থেক্তর সাহেব ইহা দেখিতে পাইলে, ঐ আপত্তি বিষয়ে যত্নপূর্ণ অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন, লইতে পারিবেন । তাহাতে প্রার্থক স্বার্থের যে পরিমাণ স্বত্ব হইবাব প্রার্থনা করেন সেই পরিমাণের স্বার্থ তাঁহার অধিকারেই আছে কালেক্টর সাহেব ইহা জ্ঞাপন মতে জানিতে পাইলে, ইহার পূর্ক ধারার বিধানমতে প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য না করিবা,

(ক) প্রার্থক আদিম মহালে যে পরিমাণ স্বার্থের দাওয়া করেন তদনুযায়ী এক স্বত্ব মহাল করা যাইবার ও তাঁহার প্রতি নিরূপণ করিবার জন্যে বন্টনের কার্য্য চলনের, কিস্তা

(খ) চারি মাস পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য স্থগিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি ।

কালেক্টর সাহেব যে সময়ে ঐ কার্য্য পুনঃ প্রচলিত করিতে পারিবেন তাহার কথা ।

২৫ ধারা । যে ব্যক্তি আপত্তি করিলেন তিনি কি অন্য ব্যক্তি ইতিমধ্যে সেই বন্টনের কার্য্য স্থগিত করণার্থে দেওয়ানী আদালতের আজ্ঞা না পাইবা থাকিলে, কি উক্ত আদালতের বিচারার্থে এমন ভাবের একটি মোকদ্দমা উপস্থিত করা নিষিদ্ধ । যে তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত কি আদালতের তৎসম্পর্কীয় কার্য্যানুষ্ঠানের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কালেক্টর সাহেবের সেই বন্টনের কার্য্য স্থগিত রাখা উচিত ইহা দেখাইতে না পারিলে কালেক্টর সাহেব উক্ত চারি মাস গত হইলে পর, ঐ কার্য্য পুনরায় প্রচলন করিবেন ইতি ।

দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা হইলেও যে ক্ষেত্রে এই আইনমত কার্য্যের ব্যাঘাত

না হইবে তাহার কথা ।

২৬ ধারা । ২৪ ধারার (ক ও খ) প্রকরণ মতে কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞা প্রচার হইলে পর চারি মাস, কি মহালের বন্টন হইতেছে বলিয়া ৩১ ধারামতে তাঁহার আজ্ঞা প্রচার হইলে পর চারি মাস গত হইলে, আদিম মহালে কোন স্বত্বের কি অধিকারের কোন দাওয়াদার দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেও, তাহা এই আইনমতে মহালের বন্টনসম্পর্কীয় আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্য স্থগিত বা ব্যাঘাত করণার্থে ফলজনক হইবে না । এবং ঐ মোকদ্দমার শেষ ডিক্রীতেও কোন ব্যক্তির প্রতি যে সকল স্বত্ব প্রদান বা বা যাব তাহার উপর নিয়ন্ত্রিত বিধানমতে ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্য প্রবল থাকিবে ইতি ।

বন্টনের কার্য চলন সময়ে যে ডিক্রী করা যায় তাহার কথা।

২৭ ধারা। আদিম মহাল বন্টন হইতেছে ৩১ ধারার বিধানমতে এই কথা প্রকাশ করা গেলে পর, কিন্তু ১২৩ ধারামত নোটিসে যে তারিখ নির্দিষ্ট হইল তৎপূর্বে, উক্ত প্রকার মোকদ্দমার যে ডিক্রী করা যায়, এই আইনমতে ঐ আদিম মহালের প্রচলিত বন্টনকার্য প্রথল মানিয়া ঐ ডিক্রী করা যাইবে। এবং কালেক্টর সাহেব ৩১ ধারামতের রোবকারী করিয়া আদিম মহাল হইতে স্বতন্ত্র যে যে মহাল করিবার আজ্ঞা করিয়া থাকেন, তাহার প্রতি ঐ ডিক্রীর বিধান বাহাতে বর্তিতে পারে ও ঐ সকল স্বতন্ত্র মহাল লক্ষ করিয়া বাহাতে সফল হইতে পারে ঐ ডিক্রী এমতে লেখা যাইবে।

এবং কালেক্টর সাহেব ঐ রোবকারীতে কোন ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিদিগকে স্বার্থের যে যে পরিমাণের ভোগী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, উক্ত কোন ডিক্রীর ফলে ঐ ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিদিগকে আদিম মহালে তদধিক পরিমাণের স্বার্থের স্বত্বান বলিয়া প্রকাশ করা গেলে, উক্ত রোবকারীতে কালেক্টর সাহেব যে ভূম্যধিকারির কি ভূম্যধিকারীগণের স্বতন্ত্র স্বার্থের পরিমাণ বিশেষ করিয়া নির্দিষ্ট করিলেন ঐ ডিক্রীতে ও উক্ত শ্রেণ্যের ভূম্যধিকারির কি ভূম্যধিকারীগণের স্থানে ঐ ব্যক্তির কি ব্যক্তিদের যে অংশানুসারে ঐ অধিক স্বার্থ পাইবার অধিকার থাকে, তাহাও বিশেষ করিয়া লেখা যাইবে।

এবং ৩১ ধারামত মহালের বন্টনকার্য অবস্তু হইবার পরে ও ডিক্রী যে তারিখে করা গেল সেই তারিখে কোন ব্যক্তি ঐ ভূম্যধিকারির কি ভূম্যধিকারীগণের স্থানে আপোনে কোন পরিমাণের স্বার্থক্রয় করিলে, তাঁহার যে যে স্বত্ব থাকিত ও তাঁহার প্রতি যে যে দাবী বর্তিত, ঐ ভূম্যধিকারির কি ভূম্যধিকারীগণের স্থানে যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ সেই পরিমাণের স্বার্থ পাইবার স্বত্বান বলিয়া প্রকাশ হন, তিনি কি তাঁহারা বন্টনের কার্যাপক্ষে সেই স্বত্ব প্রাপ্ত হইবেন, ও তাঁহাব কি তাঁহাদের প্রতি সেই দাবী বর্তিবে এমত জ্ঞান হইবে।

ও ঐ ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ তদ্রূপে যে পরিমাণের স্বার্থ প্রাপ্ত হইলেন, এই আইনের বিধানমতে সেই স্বার্থানুযায়ী ভূমি তাঁহাব কি তাঁহাদের পক্ষে স্বতন্ত্র করিয়া নিরূপণ করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

ও সেই প্রার্থনাপূত্র লইয়া ৩২ ধারার বিধানমতে কার্য করা যাইবে ইতি।

বন্টনের কার্য সমাপ্ত হইলে পর যে ডিক্রী করা যায় তাহার কথা।

২৮ ধারা। ১২৩ ধারামত নোটিসে যে তারিখ নির্দিষ্ট হইল, সেই তারিখের পরে ২৬ ধারার উল্লিখিতমতে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া যে ডিক্রী করা যায় তাহা

ঐ বন্টনের কার্য্য প্রবল মানিয়া করা যাইবে এবং কা'লেটর সাহেব আদিম মহাল ভাগ করিয়া যে যে স্বতন্ত্র মহাল করিয়াছেন তাহা বাহাতে প্রবণ থাকে ও সেই বিভাগের ব্যতিক্রম না হয় ঐ ডিক্রী এমতে লেখা যাইবে, ও কালেটর সাহেব বন্টনের কার্য্য করণে কোন ব্যক্তির কি ব্যক্তিগণের প্রতি যে পরিমাণের স্বার্থাভ্যাসী স্বতন্ত্র মহাল নিরূপণ করিবেন, আদিম মহালে তাঁহার তাঁহাদের তদধিক পরিমাণের স্বার্থের অধিকার আছে ডিক্রীর ফলে যদি ইহা প্রকাশ হইয়া থাকে, তবে ঐ বন্টন দ্বারা যে যে স্বতন্ত্র মহাল করা গেল, তাহার যে যে ভূম্যধিকারির কি সাধারণ ভূম্যধিকারিদের স্থানে ঐ ব্যক্তির কি ব্যক্তিগণের যে অংশাভ্যাসে অধিক পরিমাণের স্বার্থ পাইবার স্বত্ব থাকে, ঐ ডিক্রীতে ঐ প্রত্যেক ভূম্যধিকারির কি সাধারণ ভূম্যধিকারিদের উপলক্ষে এই কথা বিশেষ করিয়া লেখা যাইবে ও স্বতন্ত্র মহালের ভূম্যধিকারি কি সাধারণ ভূম্যধিকারিদের স্থানে যে ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিগণকে তদ্রূপ স্বার্থের কোন পরিমাণ পাইবার স্বত্ববান বলিয়া প্রকাশ করা গেল, ঐ ভূম্যধিকারির কি সাধারণ ভূম্যধিকারিদের প্রতি স্বতন্ত্র যে মহাল নিরূপণ হইল ঐ ব্যক্তিকে ব্যক্তিগণ কেবল সেই স্বতন্ত্র মহাল হইতে সেই পরিমাণের স্বার্থ পাইবার স্বত্ববান হইবেন ।

ও যে ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিগণকে ঐ স্বার্থ পাইবার স্বত্ববান বলিয়া প্রকাশ করা গেল, তাঁহাকে কি তাঁহাদিগকে ঐ স্বতন্ত্র মহালের লিপিবদ্ধ সাধারণ ভূম্যধিকারি কি লিপিবদ্ধ সাধারণ ভূম্যধিকারিদের অবস্থাপন্ন করিয়া ঐ ডিক্রী কার্য্য করা যাইবে । তাহাতে কালেটর সাহেব বন্টনকার্য্য করণে যে ভূম্যধিকারিদের প্রতি ঐ স্বতন্ত্র মহাল নিরূপণ করিলেন, ঐ ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সঙ্গে সাধারণ অবিভক্ত মহালস্বরূপ ঐ মহাল ভাগ করিবেন এবং পূর্বোক্ত ডিক্রীতে ঐ মহালে ঐ সাধারণ ভূম্যধিকারিদের যে যে পরিমাণের স্বার্থ প্রকাশ করা গেল, তাঁহাদের সেই সেই পরিমাণের স্বার্থ থাকিবে চিতি ।

বন্টন করিবার আজ্ঞা করিতে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতার কথা ।

২৯ ধারা । দেওয়ানী আদালত ১১ ধারার বিধান প্রবল মানিয়া কোন সময়েই কালেটর সাহেবের প্রতি এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, কোন ব্যক্তির স্বতন্ত্র মহাল স্বরূপ ভাগ করিবার জন্য কোন মহালের কিম্বা মহালগত কোন নির্দিষ্ট গ্রামের কি ভূমিখণ্ডের নির্দিষ্ট স্বার্থাভ্যাসী ভূমি নিরূপণ করেন, অথবা কোন মহাল হইতে নির্দিষ্ট কোন কোন গ্রাম কি ভূমি পৃথক করিয়া কোন ব্যক্তির প্রতি স্বতন্ত্র মহালস্বরূপ ভাগ করিবার নিমিত্ত নিরূপণ করেন । পরন্তু এমত স্থলে প্রয়োজন যে ঐ ব্যক্তি ১৭ ও ১৮ ও ১৯ ধারার বিধানমতে ঐ বন্টন ও পৃথক করণার্থ প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করেন । কিন্তু এই ধারার বিধানমতে দেওয়ানী

আদালত যে স্বতন্ত্র মহাল করিবার আজ্ঞা করেন সেই মহাল যত টাকা ১৮৬২ের দায়ী হইবে তাহা কোন স্থলেই নির্দেশ করিবেন না ইতি।

এই আইন অনুসারে কালেক্টর সাহেবের রাজস্ব ধার্য করিবার কথা।

৩০ ধারা। কালেক্টর সাহেব এই আইনের বিধানানুসারে উক্ত প্রত্যেক স্বতন্ত্র মহালের ভূমির রাজস্ব ধার্য করিবেন, এবং দেওয়ানী আদালত কালেক্টর সাহেবের প্রতি এই আইনের বিধানভিন্ন অন্য কোন প্রকারে বণ্টন কার্য নির্বাহ করিতে আদেশ করিবেন না ইতি।

মহালের বণ্টনকার্য চলিতেছে এই কথা কালেক্টর সাহেবের প্রকাশ করিবার কথা।

৩১ ধারা। ২১ ধারামতে যে সময়ের অনুমতি হইল সেট সময় মধ্যে বণ্টন হইবার প্রার্থনার আপত্তি না হইলে কি হইলেও সকলই নিষ্পত্তি করা গেলে, এবং প্রার্থনামতে বণ্টন করিবার কোন বাধা নাই কালেক্টর সাহেবের এমত জানিবার কারণ থাকিলে তিনি সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবার আজ্ঞা করিয়া স্বতন্ত্র মহাল করিয়া প্রার্থকের প্রতি নিরূপণ করিবার জন্যে মহালের বণ্টন হইতেছে এই মর্মে রোবকারী লিপিবদ্ধ করিবেন।

আদিম মহালে প্রার্থকের কি সাধারণ প্রার্থকদের যে পরিমাণের স্বার্থ নির্ণয় করিলেন এই কথা,

৩ স্বতন্ত্র করিবার জন্যে ছই কি তদধিক স্বতন্ত্র প্রার্থনা করা গেলে ৩ গ্রাহ্য হইলে স্বতন্ত্র প্রত্যেক প্রার্থকের কিম্বা সাধারণ প্রার্থকগণের যে যে পরিমাণের স্বার্থ নির্ণয় করিলেন এই কথা,

৩ লিপিবদ্ধ যে ভূম্যধিকারী কিম্বা লিপিবদ্ধ যতজন ভূম্যধিকারী প্রার্থক নহেন তাঁহারা কি তাঁহাদের যে পরিমাণের স্বার্থ থাকিবে এই কথা কালেক্টর সাহেব ঐ রোবকারীতে প্রকাশ করিবেন,

এবং প্রত্যেক জন প্রার্থকের কিম্বা সাধারণ প্রার্থকের যে যে স্বার্থ উদ্ভূত প্রকাশ করা গেল তাঁহারা কি তাঁহাদের সেই সেই স্বার্থানুযায়ী ভূমি স্বতন্ত্র মহাল করা যাইবার ৩ সেই প্রার্থকের কিম্বা সাধারণ প্রার্থকগণের প্রতি নিরূপণ হইবার,

৩ লিপিবদ্ধ যে ভূম্যধিকারী কিম্বা লিপিবদ্ধ যতজন ভূম্যধিকারী প্রার্থক নহেন তাঁহারা কি তাঁহাদের পক্ষে থাকিল বলিয়া যে স্বার্থ পূর্বোক্তমতে নির্দিষ্ট হইল, সেই স্বার্থানুযায়ী ভূমি স্বতন্ত্র মহাল স্বরূপ থাকিবার আজ্ঞা করিবেন ইতি।

অন্য অংশ স্বতন্ত্র করিবার প্রার্থনা পশ্চাৎ করা গেলে জরিবন্দের কথা

৩২ ধারা। কালেক্টর সাহেব ইহার পূর্ব ধারামতে বণ্টন হইবার আজ্ঞা করিলে পর কোন সময়ে যদি প্রথম প্রার্থকভিন্ন ঐ মহালের লিপিবদ্ধ কোন

ভূম্যধিকারী আপন অংশ স্বতন্ত্র করিবার প্রার্থনা করিয়া থাকেন, তবে প্রথম প্রার্থকের অংশ স্বতন্ত্র করিবার কার্য যে সময়ে চলিতেছে কালেক্টর সাহেব সেই সময়েই উক্ত অংশও স্বতন্ত্র করিবার কার্য চলনের আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা উক্তপে কার্য করিলে প্রথম কার্য সমাপ্ত হইবার বিলম্ব হইতে পারিবে এমত বিবেচনা করিলে, প্রথম প্রার্থকের অংশ স্বতন্ত্র করিবার কার্য সমাপ্ত না হওনপর্যন্ত পশ্চাৎ সেই প্রার্থনার উপলক্ষে কোন কার্য না হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ।

শেষোক্ত স্থলে, প্রথম প্রার্থকের অংশ স্বতন্ত্র করণে মফঃসল জমার যে ফর্দ ও চিঠা ও অন্য যে সকল কাগজপত্রের ব্যবহার হইরাছিল তাহা, কিম্বা তদ্বোধে কোনও কাগজপত্র যত দূর খাটিতে পাবে, পশ্চাৎ প্রার্থনামতে ঐ বন্টন কার্যে তত দূর ব্যবহার হইতে পারিবে ইতি ।

বন্টন হইবার প্রার্থনাপত্র ডেপুটী কালেক্টরের প্রতি অপর্ণ করিতে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার কথা ।

৩৩ ধারা । এই ভাগানুসারে যে২ অনুসন্ধান লওয়া ও অন্য যে২ কার্য করা প্রয়োজন, তাহা বিবির জন্মে কালেক্টর সাহেব বন্টন করিবার কোন প্রার্থনাপত্র ডেপুটী কালেক্টরের প্রতি অপর্ণ করিবেন,—পরন্তু এষ্ট আজ্ঞা, অর্থীৎ—

(ক) ২৩ ধারামতে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা,

(খ) ২৩ ধারামতে বন্টনের কার্য চলিবার কি অন্য দিন পর্যন্ত স্থগিত থাকিবার আজ্ঞা,

(গ) ৩১ ধারামতে বন্টন বিবির প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবার, ও মহালের বন্টন হইতেছে ইহা প্রকাশ করিবার আজ্ঞা,

(ঘ) ইহার পূর্ক ধারার প্রথম প্রকরণমত আজ্ঞা,

(ঙ) ইহার পশ্চাৎ ধারামতে বন্টনের কার্য চালাইবার জন্য ডেপুটী কালেক্টরকে নিযুক্ত করিবার আজ্ঞা,

কালেক্টর সাহেবের করিতে হইবে, ডেপুটী কালেক্টরের নয় ইতি ।

মহালের বন্টনকার্য চলিতেছে এই কথা প্রকাশ হইলেই ডেপুটী কালেক্টরকে কালেক্টর সাহেবের নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা ।

৩৪ ধারা । কোন মহালের বন্টনকার্য চলিতেছে কালেক্টর সাহেব ৩১ ধারার বিধানমতে এই কথা প্রকাশ করিলেই, তিনি সেই বন্টনকার্য ও তদ্ব্যন্য প্রয়োজনীয় সকল কি কোন কর্ম নির্বাহ করিবার জন্য ডেপুটী কালেক্টরকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন ইতি ।

বন্টনসংক্রান্ত ব্যক্তিদের ইচ্ছা হইলে এই কার্য স্থগিত হইবার ও খরচ আদায় করিবার কথা।

৩৫ ধারা। বন্টন করিবার আজ্ঞা করা গেলে পর কোন সময়ে, সেই বন্টনের কার্য যে চলে আমাদের এমন ইচ্ছা নাই বলিয়া মহালয়ের লিপিবদ্ধ সকল ভূম্যধিকারী পরবাস্ত উপস্থিত করিলে, ও সেই বন্টনের কার্যে ও তৎসম্পর্কে যত খরচখরচা হইয়া থাকে, ভূম্যধিকারিণী তাহা দিলে, কালেক্টর সাহেব ডেপুটি কালেক্টরের রিপোর্টমতে কিম্বা প্রকারান্তরে, ঐ বন্টনের মোকদমা নথী হইতে উঠাইয়া দিতে পারিবেন। ও ৩৯ কি ৪০ ধারার বিধানমতে উক্ত যে খরচখরচা পূর্বে আদায় না হইয়া থাকে তাণ্ডা একই জন ভূম্যধিকারির অংশাংশসারে আদায় করা যাইবে ইতি।

বন্টন স্থগিত করিতে ও তৎসংক্রান্ত কার্য ব্যর্থ করিতে কমিশ্যনের সাহেবের ক্ষমতার কথা।

৩৬ ধারা। কালেক্টর সাহেব যৎকালে বন্টন করিবার আজ্ঞা করিলেন, তৎকালে তাঁহার নিরুপদে যে সন্ধান জানা ছিল না এমন কোন সন্ধান হেতুক কিম্বা অন্য কারণে সেই বন্টনের কার্য না চলিবার বিশিষ্ট কারণ আছে, বন্টন করিবার আজ্ঞা করা গেলে পব কোন সময়ে ইচ্ছা দৃষ্ট হইলে, কমিশ্যনের সাহেব কালেক্টর সাহেবের রিপোর্টমতে কিম্বা অন্য কারণে ঐ বিষয় সংক্রান্ত সকল ব্যক্তির নামে নোটিস দিয়া সেই বন্টনের মোকদমা নথী হইতে উঠাইয়া না দিবার কারণ দেখাইতে আজ্ঞা করিলে, ও যেই আপত্তি করা যাব তাহা বিবেচনা করিলে পর, তিনি নথী হইতে ঐ বন্টনের মোকদমা উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। উক্তপক্ষে হলে বন্টন কার্যের যত খরচখরচা ৩৯ বা ৪০ ধারার বিধানমতে পূর্বে আদায় না হইয়া থাকে পৃথক ভূম্যধিকারীদের অংশাংশসারে তাণ্ডা আদায় করা যাইবে ইতি।

চতুর্থ ভাগ।

বন্টনের কার্য নির্বাহ করিবার আমলাগণের ও তাঁহাদের
খরচ বিষয়ক বিধি।

স্থানি বাপকরণ প্রভৃতি কার্যের নিমিত্ত আমলাগণকে ডেপুটি কালেক্টরের নিযুক্ত করিবার কথা।

৩৭ ধারা। এই আইনের কার্যপক্ষে প্রত্যেক স্থলে ভূমি মাপ ও জরিপ করিবার ও খাঁজনার হার নিশ্চয়মতে জানিয়া লিপিবদ্ধ করিবার ও স্থানীয় অন্য অঙ্গসন্ধান লভ্যের ও কণজপত্র প্রস্তুত করিবার ও অন্যত্র কার্যের জন্য যত জন আমলা প্রভৃতির প্রয়োজন থাকে, ডেপুটি কালেক্টর, কালেক্টর সাহেবের অনুমোদন

ক্রমে ৬ বোর্ডের সাহেবেরা তৎপক্ষে যে কোন বিধি করেন তাহা মানিয়া, তত জনকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন । এবং আমীনদের বর্ষ পরীক্ষা করিবার, ও সেই প্রকারে অন্য কার্য্য করিবার জন্য যত জন পেশবার কি উচ্চ শ্রেণীর অন্য কার্য্য করার প্রয়োজন থাকে, কান্টেন্টের সাহেব তাঁহাদিগকেও নিযুক্ত করিতে পারিবেন । কিন্তু ঐ কার্য্যাদ্যেরা যে হাবে পাঞ্জামিক পাটরেক ৬ যত দিন নিযুক্ত থাকিবেন, বমিশানর সাহেব তাহার অনুমোদন করিবেন ইতি ।

বিশেষ আমলাগণ নিযুক্ত হইতে পারিবার কথা ।

৩৮ ধারা । কোন জিলার কি দেশের কোন খণ্ড মধ্যে বটেনের কার্য্য অতি অধিক কি অতি বিস্তারিত হওয়া পযুক্ত কান্টেন্ট সাহেবের কি কমিশানর সাহেবের কাছারীতে বিশেষ আমলাগণের দিষ্টতা নিযুক্ত করা আবশ্যিক হইলে, কান্টেন্টের সাহেব এবং কমিশানর সাহেব বোর্ডের সাহেবদের অনুমোদনক্রমে সেই আমলাগণকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন ইতি ।

বোর্ডের সাহেবেরা যে বিধি করেন তদনুসারে বটেন করিবার খরচ ভূম্যধিকারিদের হানে লইবার কথা ।

৩৯ ধারা । কোন মহালের বটেনবার্ষ্য চণ্ডিতে ৩১ ধারার বিধানমতে ওই কথা প্রকাশ করা গেলে পর, ঐ বটেন করিবার খরচের অন্ত্যমাপত্র সাপ্যমতে ত্রায় প্রস্তুত করা যাইবে । এবং বোর্ডের সাহেবেরা তৎপক্ষে যে বিধি করেন, তদনুসারে বটেনের কার্য্য চলনসময়ে যে২ কাজ করিয়া ও যে২ সময়ে ঐ খরচ আদায় করিতে স্মরণ করা যায়, সেই২ ক্রিতমতে সেই২ সময়ে ভূম্যধিকারিদের হানে ঐ খরচ আদায় করা যাইবে ।

প্রথমে যে খরচের অনুমান করা গিয়া, তাহাত অনুমান হইল জানা গেলে, সময়ে পবিশিষ্ট অনুমানপত্র দ্বারা বাটতে পারিবেও প্রয়োজনীয় টাকা পুরোক্ত বিধান মতে আদায় করা যাইবে ইতি ।

অংশাংশমতে খরচ লইবার কথা ।

৪০ ধারা । ভূম্যধিকারিদের যে অংশ থাকে সেই অংশানুসারে ঐ খরচ ভাগ করিয়া তাহাদের হানে লওয়া যাইবে । কিন্তু এক কি কয়েক জন ভূম্যধিকারি ঐ কার্য্য সম্পাদন হওয়ার ক্লেশজনক বাধা দেওয়াতে, কিবা এক কি কয়েক জন ভূম্যধিকারির প্রতি যে কর্তৃ করিবার আদেশ হইল, উণয়ুক্ত বতপূর্বক সেই আদেশানুসারে বর্ষ না করাত বটেনের কার্য্যের অনাবশ্যক বিলম্ব হইয়াছে, ও বটেন করিবার খরচ বৃদ্ধি হইয়াছে কমিশানর সাহেব ইহা দেখিতে পাইলে, ঐ ভূম্যধিকারির কি ভূম্যধিকারিদের অংশানুসারে তাহার কি তাহাদের যত খরচ বিহিত

হইত, কিন্তু তাঁহার কি তাঁহাদের স্থানে তদ্বিধা যত খরচ লভ্য উচিত বোধ হইল, তাহা আদায় করিবার আশা করিতে পারিবেন ইতি।

স্থানবিশেষে অনুসন্ধান লভ্যের খরচ ডেপুটী কালেক্টরের নির্দেশ করিতে পারিবার কথা।

৪১ ধারা। ডেপুটী কালেক্টরের সম্মুখে যাপের যে কাগজপত্র কি মফঃসল জমা কি অন্য সন্ধান অর্পণ করা যায়, তদ্বিষয়ে কোন ব্যক্তির আপত্তি তোলায় প্রযুক্ত ডেপুটী কালেক্টরের কি অন্য কার্যকাববেব দ্বারা কোন স্থানীয় অনুসন্ধান লভ্য গেল, সেই অনুসন্ধান লভ্যের কার্যে যত খরচ লাগিয়াছে ডেপুটী কালেক্টর তাহা নির্দেশ করিয়া জানাইতে পারিবেন, ও যে ব্যক্তি আপত্তি করিলেন তাঁহার কিম্বা ভূম্যধিকারিদের কোন এক জনের উক্ত নির্দিষ্ট সমুদয় খরচ দিতে হইবে, অথবা ডেপুটী কালেক্টর যেই অংশ উচিত বোধ করেন, ঐ ব্যক্তির ও ভূম্যধিকারিদের কিম্বা তাঁহাদের কোন জনের সেই অংশানুসারে খরচ দিতে হইবে, কিম্বা ঐ খরচ ৩৯ ধারার নির্দিষ্টমতে বন্টনকার্যের সাধারণ খরচের একাংশ বলিয়া জ্ঞান হইবে, ডেপুটী কালেক্টর এমত আশা করিতে পারিবেন ইতি।

বন্টন করা সমাপ্ত হইলে পর কালেক্টর সাহেবের মোট খরচ প্রকাশ করিবার কথা।

৪২ ধারা। বন্টন সমাপ্ত হইলে পর তাঁহাতে সর্বমুখ্য যত খরচ হইয়াছে কালেক্টর সাহেব ইহা নির্দেশ করণস্থল আশা করিবেন। তবে ভূম্যধিকারিরা সেই সমুদয় খরচের অতিরিক্ত দিয়া থাকিলে সেই অধিকংশ কিবিয়া দিয়া, কিম্বা তাঁহাদের যে টাকা দিতে বাকী থাকে আবশ্যক হইল ১৩৮ ধারার বিধানানুসারে তাহা আদায় করিয়া, ঐ হিমা নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন ইতি।

ডেপুটী কালেক্টরদের বেতন যে স্থলে বন্টন কার্যের একাংশ দিয়া আন হইবে তাহার কথা।

৪৩ ধারা। বেতন জিলার মধ্যে এই আটনয়ত বন্টনকার্য সম্পর্কে ডেপুটী কালেক্টরদের দ্বারা যে কর্ম্ম করা প্রয়োজন, এক কি কয়েক জন ডেপুটী কালেক্টরের হস্তে অর্পণ করা গেলে সেই কার্যে বাহ্য প্রযুক্ত ঐ এক কি কয়েক জন ডেপুটী কালেক্টরের সম্পূর্ণ সময় হরণ হইবে, প্রযুক্ত লেস্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব এমত বোধ করিলে, ঐ জিলার অন্তর্গত বন্টনী মহালের ভূম্যধিকারিদের স্থানে ঐ এক কিম্বা বিষয়বিশেষে কয়েক জন ডেপুটী কালেক্টরের বেতন ঐ বন্টনকার্যের একাংশ বলিয়া লভ্য যাহা এমত আশা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব ঐ বেতনের উপলক্ষে যত টাকা খরচ করা উচিত বোধ করেন, ইহার পূর্বে দ্বারায় উল্লিখিত নানা দফার অতিরিক্ত তাহাও প্রত্যেক বন্টনকার্যের খরচের একাংশ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

নিম্নতর শ্রেণীর ডেপুটী কালেক্টর যত টাকা বেতন পাটরা পাকেন তাহার

এই ধারার কার্যপক্ষে প্রত্যেক জন ডেপুটি কালেক্টরের যেতন বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

ভূম্যধিকারিদের স্থানে খরচ বলিয়া রাখা আদায় হইতে পারে তাহার কথা।

৪৪। ধারা। ৩৯ ও ৪০ ও ৪২ ধারার কার্যপক্ষে বণ্টনের খরচের মধ্যে এই এই খরচ ধরিতে হইবে।

(ক) বণ্টন করিবার জন্যে ৩৭ ধারামতে যে আমলাগণ রাখা যায় তাঁহাদের খরচ, কিম্বা জিলার মধ্যে বণ্টন করিবার জন্যে যে যে আমলাগণকে রাখা যায় তাঁহাদের কর্মোপলক্ষে কালেক্টর সাহেব যত টাকা উচিত বোধ করেন তত টাকা।

(খ) বণ্টন করণে ও তৎসম্পর্কে নৈমিত্তিক যে সকল খরচ হয় তাহা।

(গ) ৩৮ ধারামতে যে আমলাগণকে রাখা যায় কালেক্টর সাহেব তাঁহাদের খরচের যে অংশের আঞ্জা করেন সেই অংশ ইতি।

মহালের বণ্টন সম্পর্কীয় তহবীল করিতে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আজ্ঞা করিবার কথা।

৪৫ ধারা। ইহার পূর্ব আটটি ধারায় ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও, শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব কোন জিলার মধ্যে মহালের বণ্টন সম্পর্কীয় তহবীল বলিয়া একটি তহবীল করিবার আদেশ দিতে পারিবেন। নানা মহালের বণ্টন কার্যের উপলক্ষে ঐ মহালের ভূম্যধিকারিদের স্থানে যত টাকা আদায় হয় তৎসমুদয় ঐ তহবীলে দেওয়া যাইবে।

কোন জিলার মধ্যে সেই প্রকারের তহবীল করা গেলে, ইহার নিম্নভাগে ভাবান্তরের বিধান না থাকিলে সেই জিলার অন্তর্গত মহালের বণ্টন কার্যের সমুদয় খরচ ঐ তহবীলহইতে দেওয়া যাইবে ইতি।

কোন জিলায় মহালের বণ্টন সম্পর্কীয় তহবীল করা গেলে কার্যপ্রণালীর কথা।

৪৬। ধারা। শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব কোন জিলার মধ্যে “মহালের বণ্টন সম্পর্কীয় তহবীল” ক’ববার আজ্ঞা করিলে পর, যে মহালের বণ্টন কার্য চলিতেছে তাহাব ভূম্যধিকারিদের স্থানে যত খরচ আদায় হইতে পারে, প্রত্যেক স্থলে ৩৯ ও ৪০ ধারার বিধানমতে যে অনুমানপত্র করা যায়, তদনুসারে ঐ খরচের অনুমান করা যাইতে ও তাহা আদায় হইতে পারিবে, ও ৪২ ধারার বিধানমতে তাহা চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করা যাইবে, অথবা বোর্ডের লাহেবেয়া ফীর সাধারণ যে বর্দ্ধ করেন তদনুসারে খরচ আদায় হইবে ইতি।

ফীর বর্দ্ধের কথা।

৪৭ ধারা। ঐ ফী শইবার নিয়ম সাধ্যমতে এমন স্থির করা যাইবে, যেন

ঐ তহবীলের আর ও ব্যয় পরস্পর সমান থাকে, তদৰ্থে বোর্ডের সাহেবেরা সময়ে সময়ে ঐ কর্তৃক পুনরালোচনা করিবেন।

ঐ কী আদায়ের বিষয়ে বোর্ডের সাহেবেরা যে যে বিধি প্রণয়ন করেন তদনুসারে যে যে কিস্তি বণ্টনের কার্য চলিতে চলিতে যে যে সময় নির্দ্ধারিত হয়, সেই সেই কিস্তিমতে ও সেই সেই সময়ে ভূগাণিকারিদের স্থানে ঐ কী আদায় হইবে, ও তৎপ্রতি ৪০ ধারার বিধান বর্তিবে ইতি।

মহালের বটনসম্পত্তীর তহবীলের হিসাবের চূষক প্রকাশ করিবার কথা।

৪৮ ধারা। প্রত্যেক জিলার মহালে বটনসম্পত্তীর তহবীলের হিসাবের চূষক প্রতিবৎসরের অবসান পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিয়া, কলিকাতা গেজেটে, এবং জিলার কলেক্টরী কাছারীতে লাগাইয়া প্রকাশ করা যাইবে ইতি।

মহালের বটনসম্পত্তীর তহবীল হইতে বণ্টনের যে যে খরচ লওয়া যাইবে তাহার কথা।

৪৯ ধারা। ৪৫ ও ৪৬ ও ৪৭ ধারার কার্যপক্ষে কোন জিলার বটন করিবার খরচের মত্যা এই এই খরচ ধরিতে হইবে।

(ক) ৩৭ ধারামতে জিলায় আমলাগণের যে যে সিরিশ্তা রাখা যায় তাহাও খরচ।

(খ) জিলার মত্যা বণ্টনের সকল কার্যে যে নৈমিত্তিক খরচ হয় তাহা।

(গ) ৩৮ ধারামতে কালেক্টর সাহেবের আফসে যে বিশেষ সিরিশ্তা নিযুক্ত করা যায় তাহার খরচ।

(ঘ) ৩৮ ধারামতে কমিশানর সাহেবের আফসে যে বিশেষ সিরিশ্তা নিযুক্ত করা যায়, তিনি তাহার খরচের যে অংশের আজ্ঞা করেন সেই অংশ।

(ঙ) ৪৩ ধারামতে যে মহালের বণ্টন হইতেছে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহার ভূম্য বকারদের স্থানে এক কি করেক জন ডেপুটী কালেক্টরের যে বেতন আদায় করিবার আজ্ঞা করেন সেই বেতন ইতি।

মহাল বিভাগ করবার যে খরচ হয় স্থল বিশেষে উক্ত পক্ষের

সেই খরচ দিতে দেওয়ানী আদালতের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৪০ ধারা। কোন দেওয়ানী আদালত মহালে কোন অধিকারিত পক্ষ দেওয়ান কি নির্দেশ করণের ডিক্রী করিয়া কালেক্টর সাহেবের প্রতি ঐ মহাল বণ্টন করিবার আজ্ঞা করলে, ঐ আদালত সেই সময়ে এই এই আজ্ঞাও করিতে পারিবেন,—

যে পক্ষের ডিক্রী হইল, যে ব্যক্তি কি ব্যক্তির তাহা অবরোধ করিলেন, ঐ কন্টেন কার্যে ও তৎসম্পর্কে যত টাকা খরচ হয়, তিনি কি তাঁহারাই সেই সমুদয় খরচ, কিম্বা ৪৬ ধারামতে ঐ বণ্টনের উপলক্ষে যত ফী দিতে হয় সেই সমুদয় ফী দেন,

অথবা যে মোকদ্দমার ডিক্রী করা গেল, আদালত সেই মোকদ্দমার বিশেষ ভাবগতিক বিবেচনার উভয় পক্ষের অন্তর্গত সকল কি গোঁস কোন ব্যক্তির ঐ খরচের কি ফীর যে যে অংশ দেওয়া তাহা জ্ঞান করেন, তাহারা সেই সেই অংশ দেন ।

আদালত কালেক্টর সাহেবের নামে মহাল বিভাগ করিবীর আজ্ঞাসূচক যে পরওয়ানা দেয়, তাহার সঙ্গে এই ধার্মতে যে সকল আজ্ঞা করেন তাহারও নকল কালেক্টর সাহেবের বার্ষিকপত্রি দেখাটবার জন্যে তাঁহার নিকট পাঠান যাইবে, এবং কালেক্টর সাহেব ঐ ঐ খরচের ও ফীর আজ্ঞা করিলে যে প্রকারে ও যে যে উপায় দ্বারা তাহা আদায় করিতেন, আদালত যে যে অংশানুসারে তাহা আদায় করিতে আজ্ঞা করেন, কালেক্টর সাহেব সেই প্রকারে ও সেই সেই উপায় দ্বারা ঐ ঐ ব্যক্তিদের স্থানে সেই অংশানুসারে ঐ ঐ খরচ ও ফী আদায় করিবেন ইত্যাদি ।

পঞ্চম ভাগ ।

মফঃসল জমাব ফর্দ ও মাপের কাগজপত্র স্থির না

করণ পর্য্যন্ত বন্টনের কার্য বিষয়ক বিধি ।

মহালের বন্টন কার্য চলিতেছে এই কথা প্রকাশ হইলেই ডেপুটী কালেক্টরের

জাপন পত্র প্রকাশ করা হইবার কথা ।

৫১ ধারা । কোন মহালের বন্টন কার্য চলিতেছে কালেক্টর সাহেব ৩১ ধার্মতে এই কথা প্রকাশ করিলেই, ডেপুটী কালেক্টর ১০৪ ধারার বিধানমতে জাপনপত্র প্রকাশ করা হইয়া মফঃসল মহালের অন্তর্গত কোম ভূমি যে জিলার মধ্যে আছে বলিয়া জানা থাকে, সেই জিলার জজ সাহেবের আদালতে, ও উক্ত কোন ভূমি যে যে মুনসেফের ও মহকুমার যে যে কর্তৃপক্ষের এলাকার মধ্যে আছে জানা থাকে, সেই সেই মুনসেফের ও কর্তৃপক্ষের আদালতে, ও যে যে পোলিশ থানার এলাকার মধ্যে আছে বলিয়া জানা থাকে সেই সেই থানা ঐ জাপনপত্রের নকল লটকাইয়া, তন্মধ্যে এত কথা আনাইবেন যে, ঐ বন্টন কার্যে তাহার প্রবৃত্ত হইবার মানস আছে, এবং ঐ জাপনপত্রের তারিখ অবধি চল্লিশ দিনের অন্তর কোন নির্দিষ্ট তারিখে ঐ মহালের সকল ভূম্যধিকারী সাধারণ্যে কি স্বতন্ত্র রূপে আশান্বিতের মফঃসল জমাব ফর্দের নকল ও তৎপূর্ব তিন বৎসরাধি বৎসর বৎসর যত খাজানা আদায় করিলেন তাহার বর্ণনাপত্র, ও মহালের যে চিঠা তাহাদের নিকট থাকে, তাহাবও নকল আনিয়া দেখাটবার আজ্ঞা করিবেন ।

১৩৫ ধারার বিধানমতে আদিম মহালের প্রত্যেক জন ভূস্বামিকারিকেও সেই মর্মেয় নোটিস দিতে হইবে ।

পূর্বোক্ত কোল কাগজপত্র দ্বারা যে মিহাদ নিরূপণ হইল, ডেপুটী কালেক্টরের জ্ঞোদ্যবশত তাহা বাড়াইবা দিবার বিশিষ্ট কারণ দেখান গেলে, তিনি সময়ে সময়ে তাহা বাড়াইবা দিতে পারিবেন ইতি ।

ভূস্বামিকারী মফঃসল জমার যে ফর্দে দেন তাহাতে তাঁহার স্বাক্ষর করিবার ও

সত্যাকরণের কথা লিখিবার কথা ।

৫২ ধারা । এই আইনমতে কালেক্টর সাহেবকে মফঃসল জমার যে ফর্দে, ও আদার করা খাজনার যে বর্ণনাপত্র, ও যে চিঠা দিতে হইবে, যে ব্যক্তির প্রতি তাহা দেখাইবার আদেশ থাকে তিনি আপনি তাহা আনিবেন, কিন্তু তাঁহার উপযুক্তমতে কমতা প্রাপ্ত যে মোক্তার নিজে সেই সেই পত্র লিখিত সকল বৃত্তান্ত স্বরূপত আছেন, তাঁহা দ্বারা উপস্থিত করিবেন, সেই ব্যক্তি কিম্বা ঐ মোক্তার তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ও সত্যাকরণেব এই কথা কিম্বা ইহার মর্মানুযায়ী কথা লিখিবেন,—

“মফঃসল জমার এই ফর্দে (কিম্বা বর্ণনাপত্রে কি চিঠায়) যে সকল কথা লেখা আছে তাহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য, আমি শ্রী অমুক ইহা নির্দেশ করিয়া লিখিলাম ।”

যে ব্যক্তি সত্যাকরণের কথা লেখেন তিনি যাহা মিথ্যা বলিয়া জানেন কি বিশ্বাস করেন কিম্বা যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করেন মফঃসল জমার ঐ ফর্দে কি বর্ণনাপত্রে কি চিঠায় এমন কোন কথা থাকিলে, মিথ্যা প্রমাণ দেওনের কি প্রস্তুত করণের দণ্ড করণার্থে যে আইন সংকলনে প্রবল থাকে সেই আইন অনুযায়ী তাহার দণ্ড হইতে পারিবে ইতি ।

তাঁহার প্রতি আদেশ থাকে তিনি মফঃসল জমার ফর্দে কি বর্ণনাপত্র দেখাইতে না

পারিলে কার্য প্রণালীর কথা ।

৫৩ ধারা । পূর্বোক্ত নোটিস দ্বারা যে ভূস্বামিকারির প্রতি মফঃসল জমার ফর্দে কি বর্ণনাপত্রে দেখাইবার আদেশ থাকে, তিনি তাহা দেখাইতে না পারিলে, ডেপুটী কালেক্টরকে তাহার কারণ জানাইবেন, ও মফঃসল জমার সেই ফর্দে ও বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনীয় সকল যে ব্যক্তির নিকট থাকে তাঁহার নাম ও ঠিকানা জানাইবেন, ও ডেপুটী কালেক্টর উচিত চেষ্টা করিলে ঐ ব্যক্তিকে মফঃসল জমার সেই ফর্দে ও বর্ণনাপত্র দেখাইতে আদেশ করিবেন ইতি ।

ভূমি মাপ করিবার আজ্ঞা করিতে ও মফঃসল জমার ফর্দ পরীক্ষা করিতে ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতার কথা ।

৫৪ ধারা। আবশ্যক হইলে, ডেপুটি কালেক্টর মহালের অন্তর্গত সকল কি কোন ভূমি মাপ করিতে কি করাইতে ও মফঃসল জমার ফর্দ প্রস্তুত করিতে কি করাইতে পারিবে, ও পূর্বোক্তমতে মফঃসল জমার যে ফর্দ উপস্থিত করা গিয়াছে তাহা সরেজমীনের পরীক্ষা করিয়া বা বরাইয়া লইতে ও স্থান বিশেষে যে অমুসন্ধান লওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহা লইতে বা লওয়াইতে পারিবেন ইতি ।

কার্যানুষ্ঠান হইলে ঘোষণাপত্রদ্বারা ভূম্যধিকারিদিগকে উপস্থিত হইবার সনদ দিতে ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতার কথা ।

৫৫ ধারা। সবেজমীনে যাইবার কিম্বা আমীনকে পাঠাইবার পূর্বে ডেপুটি কালেক্টরের ১০৩ দ্বারার বিধানমতে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া সীমা দেখাইয়া দিবার ও এই আটনের কার্য পক্ষে যত্নপূর্ণ উপকার করা ও সন্ধান দেওয়া প্রয়োজন তাহা করিবার ও জানাইবার জন্য ঐ মহালের প্রত্যেক ভূম্যধিকারির ও তাঁহাদের কার্যাদিক্ষেপ প্রতি ও ভূমির অধিক্যতা কার্যে অন্য যে ব্যক্তির নিযুক্ত থাকেন কি প্রকারান্তরে সম্পর্ক প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের প্রতি নিক্ত কি মোক্তার দ্বারা আপনায় সম্মুখে, কিম্বা মাপ করিতে কি অমুসন্ধান লইতে যে আমীনকে পাঠান যাব তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার আদেশ করিবেন ইতি ।

ভূম্যধিকারির কি অন্য ব্যক্তির উপস্থিত হইবার আদেশ করিতে ডেপুটি কালেক্টরের ও আমীনের ক্ষমতার কথা ।

৫৬ ধারা। ডেপুটি কালেক্টর ও কোন আমীন, কিম্বা এই কার্যপক্ষে অন্য যে ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের স্থানে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন তিনি ১০৫ দ্বারার বিধানমতে দেখাইয়া কোন ভূম্যধিকারিকে কিম্বা অন্য যে ব্যক্তির উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন তাঁহাকে, পূর্বোক্ত কোন কার্যের নিমিত্ত নিকপিত সময়ে ও স্থানে ঐ ডেপুটি কালেক্টরের সম্মুখে, কিম্বা যে আমীন উক্ত প্রকারে মাপ কি অমুসন্ধান করিতেছেন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার আদেশ করিবেন ইতি ।

আমীনের কর্ম ডেপুটি কালেক্টরের পরীক্ষা করিবার কথা ।

৫৭ ধারা। আমীন যে মাপ করিলেন কিম্বা যে নকশা কি মফঃসল জমার যে ফর্দ প্রস্তুত করিলেন তাহাব্যয়ে কোন আপত্তি করা গেলে কিম্বা কারণান্তরে উচিত বোধ হইলে, আমীনের সেই কর্ম সমাপ্ত হইলে পর ডেপুটি কালেক্টর সাধারণত দ্বারাব আপনি সরেজমীনে ঐ চিটা ও নকশা ও মফঃসল জমার ফর্দ পরীক্ষা করিয়া কি করাইয়া ঐ পত্র দিয়া তদ্বাধ্যে কোন পত্র গ্রাহ্য কি সংশোধন

কি প্রমাণ করিতে পারিবেন। ডেপুটী কালেক্টর আবশ্যিক বোধ করিলে ঐ কর্ম কিম্বা তাহার কোন অংশ পুনশ্চ করা হইতে পারিবেন ইতি।

ব্যক্তিদের ও তাহাদের কাগজপত্রের পরীক্ষার কথা।

৫৮ ধারা। ডেপুটী কালেক্টরের সম্মুখে ভূম্যধিকারিদের কিম্বা আমীন দ্বারা কি প্রকারান্তরে যে কাগজপত্র উপস্থিত করা যায়, তাহা দ্বিধা তিন দ্বন্দ্বিতা: প্রতীক্ষা করিয়া কোন ব্যক্তির পরীক্ষা লইতে পারিবেন, ও তাহা দ্বিধা তিন দ্বন্দ্বিতা: যে ব্যক্তিদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকেও ঐ ব্যক্তির নিকট আবশ্যিকমতে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার অধুমতি দিতে পারিবেন।

ও তদ্রূপে যে কাগজপত্র উপস্থিত করা যায় ডেপুটী কালেক্টর কোন ভূম্যধিকারিকে কি স্বার্থযুক্ত অন্য ব্যক্তিকে সেই কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ও তাহার নকল করিবার লইবার অধুমতি দিতে পারিবেন, ও দেখিয়া লইবার পরে স্বার্থযুক্ত কোন ব্যক্তির ঐ কাগজপত্রের বিষয়ে কোন আপত্তি করিলে, তিনি তাহা শুনিবেন, ও উক্ত কাগজপত্রের মধ্যে কোন কাগজপত্র যেমন লেখা আছে, বটনের কার্যপক্ষে তেমনি ঠিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে কি না, কিম্বা যে প্রকারে মতান্তর করা আবশ্যিক জ্ঞান করেন, সেই প্রকারে মতান্তর করিয়া তাহা গ্রহণ হইবে, ও যে কাগজপত্র তদ্রূপে গ্রহণ হইবে, ইহা নির্ণয় করিবেন ইতি।

ভূম্যধিকারী মফঃসল জমার ফর্দ না দিলে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতার কথা।

৫৯ ধারা। কোন ভূম্যধিকারি প্রাপ্তি ৫৯ ধারামতে মফঃসল জমার ফর্দ কি বর্ণনাপত্র দেখাইতে আদেশ করা গেলে, ১০৭ ধারামতে তাঁহার অর্থদণ্ড দণ্ড হইলেও তিনি ত্রিশ দিন পর্যন্ত ঐ মফঃসল জমার ফর্দ ও বর্ণনাপত্র উপস্থিত না করিলে, কিম্বা ৫৯ ধারামতে ডেপুটী কালেক্টরকে কোন ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা না জানাইলে, পশ্চাৎস্থিত বিধানমতে ডেপুটী কালেক্টর বটন কার্যেয় মূলধরূপ মফঃসল জমার যে ফর্দ গ্রহণ করেন, বটনের কার্যপক্ষে উক্ত ভূম্যধিকারী সেই ফর্দে বদ্ধ থাকিবেন, ডেপুটী কালেক্টর এই কথা নির্দেশ করিয়া জানাইতে পারিবেন। ও সেই নির্দেশবাক্য প্রকাশ হইলে পর ঐ ভূম্যধিকারী মফঃসল জমার ঐ ফর্দ বিষয়ে আপত্তি করিলেও এই আইনমত ক্ষমতাস্বারা কার্যকর কোন কর্তৃপক্ষ তাহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন ইতি।

কোন ব্যক্তি মফঃসল জমার ফর্দ না দেখাইলে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতার কথা।

৬০ ধারা। কোন ব্যক্তির প্রাপ্তি ৫৯ ধারামতে মফঃসল জমার ফর্দ কি বর্ণনাপত্র উপস্থিত করিবার আদেশ থাকিলে, ও ১০৭ ধারামতে তাঁহার অর্থদণ্ড দণ্ড হইলেও তিনি ত্রিশ দিন পর্যন্ত ঐ পত্র উপস্থিত না করিলে পশ্চাৎস্থিত বিধান

মতে ডেপুটী কালেক্টর বন্টনকার্যের মূলস্বরূপ মফঃসল জমাব যে ফর্দ গ্রাহ্য করেন, যে ভূম্যধিকারী ৫০ ধারামতে ঐ ব্যক্তির নাম জানাইলেন, বন্টনের কার্যাপক্ষে মফঃসল জমার সেই ফর্দে তাঁহার বন্ধ হইতে হইবে, ডেপুটী কালেক্টর এই কথা নির্দেশ করিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন। ৩ সেই নির্দেশ বাক্য প্রকাশ হইলে পর ঐ ভূম্যধিকারী মফঃসল জমার ঐ ফর্দ বিষয়ে আপত্তি করিলেও এই আইনমত ক্ষমতানুসারে কার্যকারী কোন কর্তৃপক্ষ তাহা গ্রাহ্য করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন ইতি।

মফঃসল জমার ফর্দ ও নকশা প্রভৃতি কাগজপত্র ছাড়িয়া কালেক্টরের কার্য করিতে পারিবার কথা।

৩১ ধারা। বন্টনের নিমিত্ত কিম্বা এই আইনের কার্যাব নিমিত্ত ছাড়া কোন কারণে কোন চিঠা ও নকশা ও মফঃসল জমাব ফর্দ প্রভৃতি মহাল সম্পর্কীয় যে যে কাগজপত্র প্রস্তুত করা গিয়াছে, তন্মধ্যে যে সন্ধান থাকে, বন্টনের কার্য চালাইবার জন্যে তাহা উপযুক্তরূপে বিশ্বাসযোগ্য ডেপুটী কালেক্টর সম্মত বোধ করিলে, এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও, তিনি বন্টনকার্যের নিমিত্ত সেই সন্ধান ও সেই কাগজপত্র কিম্বা তাহাব কোন অংশ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন। ৩ মফঃসল জমার যে ফর্দ কি নকশা কি অন্য কাগজপত্র তাঁহার আনাইবার ক্ষমতা থাকে কিম্বা এই আইনমতে প্রার্থক্যেব উপস্থিত করিবার আদেশ থাকে, তিনি তাহা ছাড়াও কার্য চালাইতে পারিবেন ইতি।

ভূম্যধিকারী উপস্থিত না হইলে পশ্চাৎ তাঁহার আপত্তি করিবার অধিকার না থাকার কথা।

৩২ ধারা। ৫৫ ধারামতে যে বিজ্ঞাপনপত্র প্রচার করা যায়, কোন ভূম্যধিকারী কি অন্য ব্যক্তি মাপ করণ সময়ে সেই জ্ঞাপনপত্রের আদেশানুসারে নিজের কি মোক্তার দ্বারা উপস্থিত না হইলে, পশ্চাৎ তাঁহার সেই মাপের বিষয়ে কোন আপত্তি করিবার অধিকার নাই। কিন্তু যদি ঐ ভূম্যধিকারী কি ঐ ব্যক্তি আপত্তি করেন, তবে পশ্চাৎ করা সেই আপত্তি প্রযুক্ত স্থানীয় অফিসদান লইতে হইলে সেই অফিসদান লওয়ার সমুদয় খরচ ঐ ভূম্যধিকারীর কি ঐ ব্যক্তির হানে আদায় হইবে, এই নিয়মে কালেক্টর সাহেব উচিত নোদ করিলে ঐ আপত্তি গ্রাহ্য করিতে পারিবেন ইতি।

বন্টন যে প্রকারে করা যাইবে ইহা স্থির করিবার তারিখের জ্ঞাপনপত্রের কথা।

৩৩ ধারা। ডেপুটী কালেক্টর সম্মুখে মফঃসল জমার ফর্দ ও চিঠা ও নকশা প্রভৃতি যে কাগজপত্র থাকে, তাহা সকলই উপযুক্ত ও উপযুক্তমতে ঠিক হওয়াতে বন্টনের কার্যাপক্ষে গ্রাহ্য হইতে পারে, তিনি শেষে ইহা হুবোধমতে জানিলে সেই মর্মেণ্ডর আজ্ঞা করিয়া বন্টনের সাধারণ নিয়ম নিরূপণ করিবার দিন স্থির করিয়া

১৩৪ ধারার বিধানমতে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া আপন কাছারীতে ঐ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ হইবার পর ত্রিশ দিনের অন্তর ও বাইট দিনের অনধিক সেই নিরূপিত দিনে সকল ভূম্যধিকারির উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করিবেন ও প্রত্যেক জন ভূম্য-ধিকারির কিম্বা তাঁহার মোক্তারের নামে সেই মর্শ্বের নোটিস দেওয়াইবেন ইতি।

ষষ্ঠ ভাগ।

আপোসে বন্দোবস্ত করণদ্বারা কি সালীস দ্বারা বন্টন
বিষয়ক বিধি।

আপোসে বন্টন করিবার অনুমতি দিতে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতার কথা।

৩৪ ধারা। ইহার পূর্বে ধারামতে যে দিন নিরূপণ করা যায়, সেই দিনে লিপ্ত-বদ্ধ সকল ভূম্যধিকারী আপোসে বন্টন করিবার দরখাস্ত স্বাক্ষর করিয়া উপস্থিত করিলে, ডেপুটী কালেক্টর বন্টন কার্যের নিমিত্ত যে কাগজপত্র গ্রাহ্য করিলেন, তাঁহাদিগকে সেই কাগজপত্র মৃৎস্বকপ ধরিয়া তদনুসারে আপোসে ঐ মহাল বন্টন করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন, অথবা সালীসের কি সালীসদের প্রতি সেই মূল ধরিয়া বন্টন করিবার কার্য অর্পণ করিতে পারিবেন।

যে ভূম্যধিকারী আপোসে ঐ বন্টন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাঁহারা ডেপুটী কালেক্টরের নিরূপিত সময় মধ্যে তাহা না করিলে তিনি সালীসের কি সালীসদের প্রতি সেই বন্টনকার্য অর্পণ করিতে, কিম্বা আপনি বন্টন করিতে পারিবেন ইতি।

সালীসের প্রতি অর্পণ হইলে কার্যপ্রণালীর কথা।

৩৫ ধারা। বন্টনের কার্য সালীসীতে অর্পণ করা গেলে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের (অর্থাৎ দেওয়ানী যে যে আদালত রাজকীয় চার্টার দ্বারা স্থাপিত হয় নাই সেই সেই আদালতের কার্যপ্রণালী আরও সহজ করণার্থ আইনের) ৩১৩ অবধি ৩২৫ পর্যন্ত ধারার বিধান যত দূর খাটিতে পারে, নিয়মভাণ্ডারের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, সেই সেই বিধানানুসারে ঐ বন্টনের কার্যানুষ্ঠান হইবে ইতি।

সালীসদের বন্টনপত্র দিতে হইবার কথা।

৩৬ ধারা। বোর্ডের সাহেবেরা কালেক্টর সাহেবের কিম্বা ডেপুটী কালেক্টরের বন্টনপত্র লিখিবার যে পাঠ নির্দ্ধার্য করেন, সালীসেরা ডেপুটী কালেক্টরের নিরূপিত সময় মধ্যে সেই পাঠানুসারে সম্পূর্ণ ও সর্কাস্ত্রপূক্ত বন্টনপত্র আনিয়া দিবেন। ডেপুটী কালেক্টর ঐ সময় বাড়াইয়া দিতে পারিবেন ইতি।

সালীসদের পারিষদিকের কথা ।

৬৭ ধারা। সালীসেরা পুরোক্রমতে বন্টনপত্র আনিয়া দিলে, ঐ কর্মের নিমিত্ত তাঁহাদের সমস্ত কৌ পাটবার অধিকার থাকিবে। তাঁহারা যত টাকা পাইবেন, যে কর্তৃপক্ষ সালীসীতে অর্পণ করিলেন, তিনি কমিশ্যনের সাহেবের অনুমোদনক্রমে তাহা স্থির করিবেন। ঐ টাকা বন্টন করিবার খরচের একাংশ বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে ইতি।

এই ভাবানুসারে যে বন্টন করা যায় তাহাতে কালেক্টর সাহেবের ও রাজস্ব সংক্রান্ত

উপরিষদ কর্তৃপক্ষদের অনুমোদনের অপেক্ষা থাকিবে না।

৬৮ ধারা। ভূমি সম্পর্কীয় ব্যক্তির কিম্বা তাঁহাদের নিযুক্ত সালীসেরা এই অধ্যায়ের বিধানমতে যে বন্টন করেন, তাহাতে ডেপুটী কালেক্টরের অনুমোদনের ও কালেক্টর সাহেবের স্থিরীকরণের ও রাজস্ব সংক্রান্ত উপরিষদ কর্তৃপক্ষদের আজ্ঞার অপেক্ষা থাকিবে, কিন্তু প্রত্যেক কার্য হইয়াছে, কিম্বা সেই বন্টন স্থির করা গেলে ডেপুটী কালেক্টরের কি উক্ত অন্য কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় ভূমির রাজস্বের হানি হইবার সম্ভাবনা, এত এই কারণ ছাড়া ডেপুটী কালেক্টর কি উক্ত অন্য কর্তৃপক্ষ ঐ প্রকারে করা বন্টন অগ্রাণ্য করিতে পারিবেন না ইতি।

ভূমির রাজস্ব কালেক্টর সাহেবের ধার্য্য করিবার কথা।

৬৯ ধারা। এই ভাগের বিধানমতে বন্টন করা গেলে, তদ্বারা আদিম মহাল পৃথক পৃথক যত মহালে বিভক্ত করা যায়, কালেক্টর সাহেব ৬ মাসের বিধানমতে সেই সেই মহালের ভূমির রাজস্ব ধার্য্য করিবেন ইতি।

বন্টনপত্র না দেওয়া গেলে সালীসদের হইতে কালেক্টর সাহেবের যোকদ্দমা উঠাইয়া

লইবার ক্ষমতার কথা।

৭০ ধারা। ডেপুটী কালেক্টর যে সমধনিকরণ করেন, কিম্বা অন্য যে দিন পর্য্যন্ত ঐ সময় বাড়িয়া দেওয়া যায়, বন্টনপত্র সেই সময় মধ্যে না দেওয়া গেলে, ডেপুটী কালেক্টর সালিসী হইতে সেই সেই কার্য উঠাইয়া লইয়া আপনি বন্টন করিতে পারিবেন ইতি।

মপ্তম ভাগ ।

ডেপুটী কালেক্টরের দ্বারা বণ্টনের সাধারণ নিয়ম স্থির
হওনের সময়াবধি কালেক্টর সাহেবের দ্বারা ঐ
বণ্টনের অনুমোদন না হওন পর্য্যন্ত
কার্য্যপ্রণালীর বিধি ।

৬৪ ধারামতে দরখাস্ত না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ।

৭১ ধারা । ৬৪ ধারামতে দরখাস্ত উপস্থিত না করা গেলে, ৬৩ ধারামতে যে
দিন স্থির হয় করা যায়, সেই দিনে কিম্বা ডেপুটী কালেক্টরের কাছারী ঘরে নোটিস
লট্ কাইবা ঐ মোকদ্দমা স্থগিত্যর অন্য যে দিন পিকাপ করা যায়, সেই দিনে যত জন
ভূম্যধিকারী উপস্থিত থাকেন, ডেপুটী কালেক্টরের তাঁহাদের প্রত্যেক জনের সঙ্গে
বাসনিক পরামর্শ করিবা যতদূর পারেন, তত দূর তাঁহাদের সম্মতি সহিত এই আই-
নের বিধানানুসারে বণ্টনের সাধারণ নিয়ম স্থির করিতে চেষ্টা করিবেন ।

এতদর্থে ডেপুটী কালেক্টর বণ্টনের কার্য্যেব নিমিত্ত মফঃসল জমার যে কর্দ ও
নকশা প্রভৃতি যে কাগজপত্র গ্রাহ্য করিলেন, সেই কাগজপত্রের গ্রাহ্য করণ পক্ষে
প্রত্যেক জন ভূম্যধিকারীর স্বীকার পাইতে চেষ্টা করিবেন, ও কোন ভূম্যধিকারী
মফঃসল জমার সেই কর্দ কি নকশা কি অন্য কাগজপত্র গ্রাহ্য করিবার আপত্তি
করিতে থাকিলে তিনি সেই আপত্তি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিবেন ইতি ।

বণ্টনের সাধারণ নিয়ম ডেপুটী কালেক্টরের গৌণ নিরূপণ করিবার কথা ।

৭২ ধারা । ইহার পূর্ব্ব ধারার বিধানমতে ডেপুটী কালেক্টরের দ্বারা বণ্টনের
সাধারণ নিয়ম স্থির হইবার পূর্ব্ব কোন আপত্তি প্রযুক্ত ডেপুটী কালেক্টর আরং
সন্ধান লওয়া আবশ্যক বোধ করিলে, তিনি লিপিবদ্ধ ভূম্যধিকারিদিগকে নোটিস
দিয়া কোন ভূম্যধিকারিকে ঐ নোটিস দেওয়া যাউবার পর পঞ্চদশ দিনের অন্তর
কোন দিন পর্য্যন্ত বণ্টনের সাধারণ নিয়ম স্থির করা অগিত রাখিবেন ইতি ।

ভূম্যধিকারী উপস্থিত হইলে তাহার হানিপূরণের আঙ্গা করিতে ডেপুটী
কালেক্টরে ক্ষমতার কথা ।

৭৩ ধারা । যে যে আপত্তিহেতুক উক্ত নিয়ম করা অগিত হইল, আপত্তিকারক
যদি অগ্রে কোন দিনে সেই আপত্তি করিতে পারিতেন, তবে উক্ত নোটিস অনুসারে
যে ভূম্যধিকারী স্বয়ং কি মোকদ্দমার দ্বারা উপস্থিত হন, তাহার উপস্থিত হওয়াতে
যে হারি হয়, ডেপুটী কালেক্টর সেই হানিপূরণরূপ ষোল টাকার অনধিক যত টাকা
ঈচ্ছিত বোধ করেন তাঁহার তত টাকা পাইবার আঙ্গা করিবেন ।

যে ব্যক্তি পূর্বোক্ত আপত্তি করিলেন তাঁহার সেই আজ্ঞামত টাকা দিতে হইবে, ও তাঁহার স্থানে ১৩৮ ধারার বিধানমতে ঐ টাকা আদায় হইতে পারিবে ইতি ।

স্থগিত করা না গেলে বন্টনের সাধারণ নিয়ম ডেপুটী কালেক্টরের স্থির করিবার কথা ।

৭৪ ধারা । সেই আপত্তির অনুসন্ধান পূর্বে লওয়া গিয়া নিষ্পত্ত হইয়া থাকিলে, কিম্বা আপত্তিব্যতীত বিবেচনায় আর অনুসন্ধান লওয়া ও কার্য্য স্থগিত রাখা আবশ্যক না হইলে, অথবা কোন আপত্তিহেতুক আর অনুসন্ধান লওয়ার প্রয়োজন হইলেও তাহা নিষ্পত্তি হইলে পর, ডেপুটী কালেক্টর সেই মর্মেই আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন । ও উপস্থিত প্রত্যেক জন ভূমাধিকারী যাহা কহিতে চাহেন ইহা শুনিলে পর, তিনি বন্টনের সাধারণ নিয়ম, ও আদিম মহাল যে প্রকারে বিভক্ত করা যাইবে ইহা, ও পৃথক পৃথক যে মর্গে যে যে ভূমি নিরূপণ হইবে সাধারণমতে তাহার স্থান স্থির করিবার যোগ্য করিবেন ।

বন্টনের সাধারণ নিয়ম স্থির করিতে গেলে, অষ্টম ভাগে যে যে বিধি আছে, ডেপুটী কালেক্টর সেই সেই বিধিমতে কার্য্য করিবেন, এবং তাঁহার বিবেচনামতে যে নিয়ম সাধাবণ্যে ঐ বিধি অনুযায়ী ও সেই কার্য্য সংক্রান্ত সকল ব্যক্তির পক্ষে ন্যায্য ও সুবিধাজনক হয়, সেট নিয়মমতে বন্টন করিবার আজ্ঞা কবিবেন ইতি ।

বন্টনের সাধারণ নিয়ম কালেক্টর সাহেবের অনুমোদনার্থে অর্পণ করিবার কথা ।

৭৫ ধারা । ইহার পূর্বে ধার্যমতে বন্টনের সাধারণ নিয়ম স্থির করা গেলে তাহা কালেক্টর সাহেবের অনুমোদন নিমিত্ত অর্পণ করা যাইবে । তিনি নোটিস প্রচার করিয়া, আপন কাছারীতে ঐ নোটিস প্রচার করিবার পর পঞ্চদশ দিনের অন্তর ঐ নিয়ম বিবেচনা করিবার দিন নিরূপণ করিবেন, ও কোন আপত্তি উপস্থিত করা গেলে, তাহা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিলে পর, ডেপুটী কালেক্টরের নির্দিষ্ট ঐ সাধাবণ নিয়ম অগিদ্ধ কি সংশোধন কি অনুমোদন করণহুকুম যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন, করিবেন ইতি ।

ডেপুটী কালেক্টরের সীমা স্থির করিবার কথা ।

৭৬ ধারা । কালেক্টর সাহেব ঐ সাধারণ নিয়ম অনুমোদন করিলে, ঐ কার্য্য-সংক্রান্ত ব্যক্তির স্বতন্ত্র প্রত্যেক মহালের সীমার বিষয় আপনঃ যে অভিমত প্রকাশ করেন, ডেপুটী কালেক্টর তাহা বিবেচনা করিয়া ঐ প্রত্যেক মহালের সীমা নিশ্চিতমতে স্থির করিতে আবৃত্ত হইবেন ইতি ।

ডেপুটী কালেক্টরের বন্টনপত্র ও নকশা প্রস্তুত করিবার কথা ।

৭৭ ধারা । ডেপুটী কালেক্টর তদ্রূপে সীমা নির্ণয় কবিলে পর বন্টনপত্র প্রস্তুত করাইবেন । স্বতন্ত্র প্রত্যেক মহালের মধ্যে যে যে গ্রাম ও ভূমি ধরিলেন, ও স্বতন্ত্র

প্রত্যেক মহালের মফঃসল জমা ও অন্য যে যে উপস্থিত ধরিলেন, ও স্বতন্ত্র প্রত্যেক মহালের লিপিবদ্ধ ভূম্যধিকারির কি ভূম্যধিকারিদের নাম, ও অষ্টম ভাগের লিখনমতে পরমেশ্বরের ভজনার্থ স্থানের কিম্বা পুষ্কিনির কি অন্য বিষয়ের কোন নিষম করা গেলে তাহা, ও স্বতন্ত্র প্রত্যেক মহালের ভূমির বত টাকা রাজস্ব ধার্য্য হইবে এই এই কথা ঐ বন্টনপত্রে বিশেষ করিয়া লেখাইবেন। আরও প্রত্যেক স্বতন্ত্র মহালের মধ্যে যে যে ভূমিখণ্ড পড়ে, তাহার ও সেই সেই ভূমিখণ্ডের সীমানার নক্সা প্রস্তুত করিবেন, কিন্তু সেই নক্সা প্রস্তুত না করণ বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের বিশেষ অনুমতি থাকিলে তাহা প্রস্তুত করিবেন না ইতি।

কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে ডেপুটী কালেক্টরের কাগজপত্র অর্পণ করিবার কথা।

৭৮ ধারা। ডেপুটী কালেক্টর যে যে কার্য্যভূতান করিলেন ও স্বতন্ত্র প্রত্যেক মহালের মধ্যে যে যে ভূমি ধরিলেন তাহা ধরিবার কারণ, এবং ঐ মহালের উপর যে অংশাংশমতে ভূমির রাজস্ব ধার্য্য হইল, তাহা যে হিসাব দেখিয়া ধার্য্য করিলেন সেই হিসাবের ভাব এই এই কথার ও মোবদ্দনাসংক্রান্ত গুরুতর অন্য বিশেষ বিশেষ কথার সম্পূর্ণ রিপোর্ট লিখিয়া, তাহার সংজ্ঞ পূর্কোক্ত বন্টনপত্র ও নক্সা ও বন্টনের সকল কাগজপত্র কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করিবেন ইতি।

এক এক জন ভূম্যধিকারির জন্যে ডেপুটী কালেক্টরের বন্টনপত্রের চূষক প্রস্তুত করিবার কথা।

৭৯ ধারা। স্বতন্ত্র প্রত্যেক মহালের মধ্যে বন্টনপত্রের যে অংশের সম্পর্ক থাকে, ডেপুটী কালেক্টর সেই সময়ে সেই অংশের স্বতন্ত্র চূষক প্রস্তুত করাইবেন,

ও স্বতন্ত্র মহালের যে লিপিবদ্ধ ভূম্যধিকারী কিম্বা তাহার কমান্ডাণ্ড য মোক্তার ডেপুটী কালেক্টরের কাছারীতে উপস্থিত থাকেন, তাহাকে ঐ স্বতন্ত্র মহাল সম্পর্কীয় ঐ চূষক দিতে প্রস্তাব করাইবেন।

ও যে ভূম্যধিকারীকে কিম্বা যাহার মোক্তারকে পূর্কোক্তমতে বন্টনপত্রের চূষক দিবার প্রস্তাব হয় নাই, তাহার আপন স্বতন্ত্র মহাল সম্পর্কীয় ঐ বন্টনপত্রের চূষক ডেপুটী কালেক্টরের কাছারী হইতে লইয়া যান, এই মর্মে নোটিস আপনাব কাছারীতে প্রকাশ করিবেন।

বন্টনের ভাব গতক বিবেচনায় প্রযোজন হইলে ডেপুটী কালেক্টরের প্রস্তুত করা নক্সার চূষক কিম্বা ঐ নক্সার নকল এই দ্বারা লিপিত বন্টনপত্রের প্রত্যেক স্বতন্ত্র চূষকে সংযোগ করিয়া দেওয়া যাইবে ইতি।

কাগজপত্র ও রিপোর্ট পাইলে কালেক্টর সাহেবের আপনপত্র প্রকাশ করিবার কথা।

৮০ ধারা। কালেক্টর সাহেব ৭৮ ধারার উল্লিখিত কাগজপত্র ও রিপোর্ট পাইলে, ১৩৪ ধারার বিধানমতে আপনপত্র প্রকাশ করাইয়া, যে দিনে সেই বিষয়ের বিচার করিতে প্রস্তুত হইবেন, ও ডেপুটী কালেক্টর যে বন্টন করিয়াছেন তাবিষয়ে

কোন আবেদনপত্র ও আপত্তি উপস্থিত করা গেলে, তাহা যে দিনে বিবেচনা করিবেন, আদিম মহালে ঐ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ হইবার তারিখাবধি ছয় সপ্তাহের অন্তর ঐমত দিন স্থির করিয়া, ঐ বিষয় সম্পর্কীয় সকল ব্যক্তিকে আদেশ করিবেন যে, তাহার ইচ্ছা থাকে তিনি সেই দিনের পূর্বে কালেক্টরী কাছারীতে আসিয়া ঐ কাগজপত্র দৃষ্টি করেন ও কোন কাগজপত্রের নকল পাইবার প্রয়োজন থাকিলে তাহা নকল করিয়া লন ।

আর কালেক্টর সাহেব লিপিবদ্ধ প্রত্যেক জন ভূম্যধিকারীর নামে সেই মর্মে এক এক খান নোটস দেওয়াইবেন ইতি ।

তৎপরে কালেক্টর সাহেবের কার্যপ্রণালীর কথা ।

৮১ ধারা । সেই নিরূপিত দিনে কিম্বা তৎপশ্চাৎ প্রবণের অন্য দিন নিরূপণ করা গেলে সেই দিনে কালেক্টর সাহেব আপনার সম্মুখে অর্পিত সকল কাগজপত্র বিবেচনা করিবেন, এবং আর কোন সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক জ্ঞান করিলে তাহা জানাইবার আজ্ঞা করিয়া যেকূপে বণ্টন করিবার ও ভূমির রাজস্ব বাধ্য করিবার প্রস্তাব হইল, তদ্বিষয়ের কোন আপত্তি করা গেলে তাহা নিষ্পত্তি করিলে পর, ডেপুটী কালেক্টর যে বণ্টন করিলেন, আপনার বিবেচনামতে তাহা সংশোধন করিয়া, কিম্বা যে ডেপুটী কালেক্টর তাহা করিলেন, তাহার নিকট কিম্বা অন্য ডেপুটী কালেক্টরের নিকট সংশোধন করিবার নিমিত্ত পাঠাইয়া তাহা অমুমোদন করিতে পারিবেন কিম্বা আপনি নূতন বণ্টনপত্র করিতে পারিবেন ।

কালেক্টর সাহেব যত বার উচিত বোধ করেন, ঐ কাগজপত্র সংশোধন করিবার নিমিত্ত কিম্বা অমুমোদন লভ্যর নিমিত্ত কিম্বা পাঠাইতে পারিবেন ইতি ।

যেহলে ভূম্যধিকারীর পশ্চাৎ আপত্তি করিবার অধিকার নাই সেই কালের কথা ।

৮২ ধারা । বণ্টনের নিয়ম করিবার জন্যে ৬৩ ধারার কিম্বা ৭২ ধারার বিধানমতে যে দিন স্থির করা যায়, সেই দিনে কোন ভূম্যধিকারী আপনি কি মোক্তার দ্বারা উপস্থিত না হইলে এবং ইহার পূর্বে ছয় ধারার কোন ধারায় যে দিন নিরূপণ হয় কোন ভূম্যধিকারী সেই দিনে সেই প্রকারে কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত না হইলে, সেই সেই দিনে যে আজ্ঞা করা যায়, তৎপশ্চাৎ কোন সময়ে তাহার সেই আজ্ঞার বিষয়ে কোন আপত্তি করিবার অধিকার নাই ইতি ।

কালেক্টর সাহেবের নূতন বণ্টনপত্র ও নক্সা প্রস্তুত করাইতে পারিবার কথা ।

৮৩ ধারা । ডেপুটী কালেক্টর যে বণ্টনপত্র করিলেন, কালেক্টর সাহেব তাহা সংশোধনক্রমে অমুমোদন করিলে, নূতন বণ্টনপত্র ও নক্সা প্রস্তুত করাইতে

পারিবেশ, কিম্বা ডেপুটী কালেক্টর যে পত্র ও নক্সা অর্পণ করিলেন, তন্মধ্যে আপনার সংশোধন চূচক কথা লেখাইতে পারি বন।

কালেক্টর সাহেব আপনি নূতন বটন করিলে, তাঁহার নূতন বটনপত্র ও নক্সা প্রস্তুত করাইতে হইবে ইতি।

কালেক্টর সাহেব সংশোধন না করিয়া বটন অনুমোদন করিলে কার্যপ্রণালীর কথা

৮৩ ধারা। কালেক্টর সাহেব সংশোধন করিয়া বা না করিয়া, বটনপত্র অনুমোদন করিলে তিনি লিপিবদ্ধ প্রত্যেক জন ভূমাদিকারির নীচে এই মর্মে নোটিস দেওয়াইবেন যে, কমিশ্যনার সাহেব দ্বারা ঐ বটনপত্র অনুমোদন হইবার জন্যে কাগজপত্র অগোচরেই তাঁহার নিকট পাঠান যাইবে, ও আপীল কি আণ্ড্রি করিবার মনস্থ থাকিলে ঐ নোটিস পাইবার তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে কিম্বা যদি কালেক্টর সাহেব সংশোধন পূর্বক ঐ বটন অনুমোদন করিয়া থাকেন, তবে ঐ বটনের চূচকপত্রের সংশোধনীয় কথা সংশোধন করিবার জন্যে ঐ নোটিসে ভূমাদিকারির প্রতি বটনের ঐ চূচকপত্র আনিয়া দেখাইবার আদেশ থাকিলে কিম্বা পশ্চাৎ লিখিত বিধানমতে বটনপত্রের নূতন চূচক লটবাব আদেশ থাকিলে, ঐ তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে, কমিশ্যনার সাহেবের নিকট কিম্বা তাঁহার কাছ পাঠানবার জন্যে কালেক্টর সাহেবের নিকট আপীল কি আপত্তি উপস্থিত করিতে হইবে ইতি।

কালেক্টর সাহেব বটনপত্র সংশোধন পূর্বক অনুমোদন করিলে তদ্বিষয়ের কথা।

৮৫ ধারা। কালেক্টর সাহেব বটনপত্র সংশোধন পূর্বক অনুমোদন করিলে ও ৮৩ ধারামতে ডেপুটী কালেক্টরের অর্পিত ঐ বটনপত্রে ও নক্সা ঐ সংশোধিত কথা লেখাইলে সেই সংশোধন দ্বারা যে ভূমাদিকারির স্বত্ত্ব মণ্ডলের কোন ক্ষতি কি লাভ হয়, তাঁহাও প্রতি ইহার পূর্বধারামতে যে নোটিস দেওয়া যার তন্মধ্যে উক্ত ধারার উল্লিখিত কথা ভিন্ন ঐ ভূমাদিকারির প্রতি এই আদেশও থাকিবে যে, কালেক্টর সাহেব ঐ বটনের দ্বারা সংশোধন করিলেন, তাহা লিখিবার জন্যে ৭৯ ধারামতে তাঁহার স্বতন্ত্র মহাল সম্পর্কীয় যে বটনপত্র প্রস্তুত করা গেল, তাহার চূচক ও যে কোন নক্সা প্রস্তুত করা গিয়া থাকিবে তাহা ঐ নোটিস পাইবার তারিখ অবধি পঞ্চদশ দিনের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকট উপস্থিত করেন। তাহা করিলে কালেক্টর সাহেব তাহাতে সংশোধিত কথা লিখিয়া ঐ চূচকপত্র ও নক্সা যে ভূমাদিকারী উপস্থিত করিলেন, তাঁহার নিকট কিরিয়া পাঠাইবেন।

কালেক্টর সাহেব ৮৩ ধারামতে নূতন বটনপত্র ও নক্সা প্রস্তুত করাইলে ঐ বটনপত্রের যে অংশ স্বতন্ত্র যে মহাল সম্পর্কীয় হয়, ৭৯ ধারার বিধানমতে সেই

অংশের স্বতন্ত্র চূষক ও প্রযোজন হইলে তাহার নকশা প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিবেন। তজ্জন স্থলে ইহার পূর্ব ধারার বিধানমতে যে নোটিশ দেওয়া যায়, তদ্ব্যতীত ঐ ধারার উল্লিখিত বিবরণ ভিন্ন এই কথাও নির্দিষ্ট থাকিবে যে, ৭৯ ধারা মতে ভূম্যধিকারিদ্বিগকে যে চূষকপত্র এ নক্সা দেওয়া গেল, কি দ্বিগ প্রস্তাব হইল, তাহা রহিত করা যায়, ও লিপিবদ্ধ ঐ ভূম্যধিকারিদ্বা কালেক্টর সাহেবের কাছারী হইতে আপন আপন স্বতন্ত্র মহালবিষয়ক ঐ চূষকপত্র ও নক্সা লইয়া যান ইতি।

কমিশ্যনর সাহেবের নিকট কাগজপত্র পাঠাইবার কথা।

৮৬ ধারা। ৮৪ ধারামতে নোটিশ প্রচার করা গেলে পব যত শীঘ্র হইতে পারে কালেক্টর সাহেব বণ্টন সম্পর্কীয় আপনার অনুমোদিত কি প্রস্তুত করা সকল কাগজপত্র কমিশ্যনর সাহেবের নিকট পাঠাইবেন ইতি।

অষ্টম ভাগ।

যে সাধারণ নিয়মামুসারে বণ্টন করা যাইবে তদ্বিষয়ক বিধি।

ভূম্যধিকারিদ্বা সাধারণে যে ভূমি ভোগ করেন তাহার বণ্টন বিষয়ে যে যেবিধি খাটে তাহার কথা।

বণ্টনক্রমে যে যে মহাল করা করা যায় তাহা সাধ্যমতে অবিচ্ছিন্ন হইবার কথা।

৮৭ ধারা। ভূম্যধিকারিদেব মনো নায্যমতে ভূমি বিভাগ করিবার প্রধান উদ্দেশ্য লক্ষ করিয়া এই অধ্যায়ের অন্য অন্য বিধানের সম্বন্ধভাবে যতদূর হইতে পারে ততদূর প্রত্যেক স্বতন্ত্র মহাল অবিচ্ছিন্ন থাকিবে। কিন্তু ঐ স্বতন্ত্র মহাল সকল অবিচ্ছিন্ন নহে কেবল এই কারণে কালেক্টর সাহেবের প্রস্তুত কি অনুমোদিত বণ্টনপত্র অশিদ্ধ হইবে না ইতি।

বণ্টন করণে যে যে বিষয় বিবেচ্য তাহার কথা।

৮৮ ধারা। আদিম যে মহাল সাধারণে ভোগ হইয়া আসিতেছে তাহা হইতে পৃথক যে যে মহাল করা যায়, সেই সেই মহালে যে যে গ্রাম ও যে যে ভূমি নিরূপণ করিতে হইবে ইহা বাছিয়া লইতে গেলে কালেক্টর সাহেবের এই এই বিধি বিবেচনা করিতে হইবে,—

স্থান বিশেষে থাকিতে যে উপকার কি অঙ্গপকার হইতে পারে তাহা।

রাস্তা কি তেলপথ কি নৌকাদির গমনীয় নদী কি খাল সন্নিবৃত্ত থাকা।

মৃত্তিকার ও উৎপন্ন ফসলের ভাব ও গুণ।

পতিত যত ভূমির আবাদ হইতে বা না হইতে পারে তাহা।

জল সৈঁচবার সুযোগ।

বাধের ও জলপ্রপালীর অবস্থা।

শিকতি কি পৈবস্তী হইবার সম্ভাবনা।

ও অন্য যে যে বিষয় দ্বারা ভূমির মূল্য হ্রাস কি বৃদ্ধি হইতে পারে তাহাও বিবেচ্য ইতি।

কোন ভূম্যধিকারির প্রতি যে ভূমি নিরূপণ করা যাইবে তন্মধ্যে অন্য ভূম্যধিকারির ঘর থাকিলে তদ্বিষয়ের বিধি।

৮৯ ধারা। কোন ভূম্যধিকারির স্বতন্ত্র মহালের মধ্যে যে ভূমি ধরা আবশ্যক হইতে পারে, সেই ভূমিতে অন্য ভূম্যধিকারির বসতবাটী থাকিলে সেই বসতবাটী ও তৎসংক্রান্ত বাহির ঘর ও অন্য অন্য গৃহাদি ও ভূমি যে ভূম্যধিকারি স্বতন্ত্র মহালের অন্তর্গত থাকে ঐ ঘরের স্বামী তাঁহাকে ঐ ভূমি খাজানা দিতে সম্মত হইলে ঐ বসতবাটী ও বাহির ঘর ও অন্য অন্য গৃহাদি ও ভূমি দখল করিয়া থাকিতে পারিবেন।

তদ্রূপে যে ভূমি দখল করা যায় ডেপুটী কালেক্টর তাহার সীমা স্থির করিয়া তদ্রূপে চিরকালের নিমিত্ত যে খাজানা দিতে হইবে তাহাও নির্দ্ধার্য করিবেন ও বন্টনপত্রের মধ্যে তাহা লেখা থাকিবে।

উক্ত প্রত্যেক স্থলে ঐ গৃহস্থানির প্রতি স্বতন্ত্র যে মহাল নিরূপণ করিয়া দেওয়া যায়, আপনান্ন সেই বাটী হইতে ঐ মহালের কোন অংশ পর্য্যন্ত তাঁহার স্বাভাৱ্যতের পথ সাধ্যমতে নিরূপণ করিয়া দেওয়া যাইবে ইতি।

ইহার পূর্ক্ণ ধারার বিধি বাগানের ও বৃক্ষাদির প্রতি খাটিতে পারিবার কথা।

৯০ ধারা। উদ্যান কি বৃক্ষবাগান কি বাঁশের ঝাড় যে ভূমিতে থাকে, তাহা ও অন্য কোন ভূমি যে ভূম্যধিকারির দখলে আছে দৃষ্ট হয়, তিনি সেই ভূমি উৎকৃষ্ট করিবার যত্ন করিতে কিবা সেইভূমি বিশেষ কোন কার্য্যে প্রয়োগ করাতে ঐ ভূম্যধিকারীর জ্ঞানে ঐ ভূমির বিশেষ মূল্য হইয়াছে, ডেপুটী কালেক্টরের এমত বিবেচনা থাকিলে তিনি বিহিত বোধ কবিলে সেই উদ্যান প্রভৃতিরও প্রতি ইহার পূর্ক্ণ ধারার বিধি খাটাইতে পারিবেন ইতি।

খাজানার হিসাব করিবার কথা।

৯১ ধারা। ডেপুটী কালেক্টর ইহাব পূর্ক্ণ হই ধারার কোন ধারারবিধান মতে চিরকালের নিমিত্ত কোন ভূমির যে খাজানা ধার্য্য করেন তাহাও বন্টনের কার্য্যপক্ষে সেই ভূমির মফঃসল জমা বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে ইতি।

খাজানা পরিকল্পন করিতে পারিবার কথা ।

৯২ ধারা । কোন এক ভূমিধিকারির বসত বাটী ও তৎসংযুক্ত বাহির ঘর ও অন্য গৃহাদিও ভূমি যদি অন্য ভূমিধিকারির স্বতন্ত্র মহালের মধ্যে ধরা গিয়া থাকে, ও তদ্বারা যে ভূমি দখল করা যায়, যদি ডেপুটী কালেক্টরের চিরকালের নিমিত্ত ঐ ভূমির বার্ষিক খাজানা ধার্য্য করিয়া বন্টন পত্রের মধ্যে লিখিয়া থাকেন, তবে যে ভূমিধিকারির বসতবাটী ও বাহির ঘর ও অন্য গৃহাদি ও ভূমি তজ্জনে অন্যের মহালে ধরাগল, তিনি ডেপুটী কালেক্টরের নিকটে নির্দ্ধারিত বার্ষিক খাজানা হইতে সেট ভূমি মুক্ত করিবার অহুমতি প্রার্থনা করিতে পারিবেন, এবং খাজানা হইতে ঐ ভূমি মুক্ত করা গেলে, ঐ বসত বাটী ও বাহির ঘর ও অন্যান্য গৃহাদি ও ভূমি স্বতন্ত্র যে মহালের মধ্যে ধরাগিয়াছে তাগ ভূমির যে রাজস্বের নিমিত্ত দায়ী হয় সেই রাজস্ব নির্ধিষ্ট প্রাপনের সঙ্কট জন্মিলে, তাঁহার এমনত বোধ না হইলে তিনি ঐ অহুমতি দিবেন ইতি ।

খাজানা হইতে মুক্ত করণার্থে যত টাকা দিতে হইবে ডেপুটী কালেক্টরের ইচ্ছা

শাসিতমতে জ'নাইতে পারিবার কথা ।

৯৩ । ডেপুটী কালেক্টর রাজস্ব হইতে মুক্ত করিবার অহুমতি দিতে অসম্মত হওয়ার তজ্জনে কোন কার্য্য দেখিতে না পাইলে, ঐ বার্ষিক খাজানা হইতে ভূমি মুক্ত করিবার জন্য যত টাকা দিতে হইবে, তিনি এই কথার সার্টিফিকেট লিখিয়া দিবে। গবর্ণমেণ্ট শাসন পত্র প্রাপ্ত হইলে প্রাপ্ত করিবেন, তাৎকালিক রাজস্ব দবে যত টাকা ঐ পত্রক্রমে করবে ডেপুটী কালেক্টরের ৮৯ ধারামতে নির্দ্ধারিত ঐ ভূমির বার্ষিক খাজানার তুল্য বার্ষিক মুদ পাওয়া যাউতে পারে ডেপুটী কালেক্টর তত টাকা টাকার অবশ্যকতা দখল টাকা দিয়া ঐ ভূমি মুক্ত করিবার মুদা ধার্য্য করিবেন ইতি ।

কিন্তু স্বতন্ত্র মহালের অধিক'ব দেওয়া গেলে পর ভূমি মুক্ত হইতে না পারিবার কথা ।

৯৪ ধারা । ভূমিধিকারী পূর্কোক্তমতে খাজানা হইতে ভূমি মুক্ত করিতে চাহিলে প্রাথমিক ভূমিধিকারির পক্ষ স্বতন্ত্র মহাল নিকপিত হইয়া ১২০ ধারার বিধান মতে দখল দেওয়ার পূর্ক তিনি ডেপুটী কালেক্টরের পূর্কোক্তমতে শাসিত টাকা দিতে পারিবেন । কিন্তু দখল দেওয়া যাউবার পর দিতে পারিবেন না ।

টাকা দেওয়ার নোটিস দিতে হইবার কথা ও ভূমি নিষ্করকপে ভোগ করিবার কথা ।

৯৫ ধারা । ডেপুটী কালেক্টর ঐ টাকা পাঠিলে, যে ভূমিধিকারির স্বতন্ত্র মহালের মধ্যে ঐ ভূমি প'ল তাহাকে ঐ টাকা দেওয়া'ব নোটিস দিয়া জানাইবেন যে, তাঁহার প্রার্থনামতে তাহাকে কিম্বা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তারকে ঐ টাকা দেওয়া যাইবে, ও যে তারিখে পূর্কোক্তমতে দখল দেওয়া যায়, সেই তারিখ

অবধি যে ভূম্যধিকারী ঐ ভূমি খাজনা হইতে মুক্ত করিলেন, তাঁহার সেই ভূমি নিম্নরূপে ভোগ করিবার স্বত্ত্ব থাকিবে । মহালের ভূম্যধিকারী, ও বাকী রাজ-স্বের নিমিত্ত মহাল বিক্রয় হইলে গবর্ণমেন্ট বা অন্য কেহ ক্রয় করিলে ঐ মহালের ক্ষেত্রা তাঁহার স্থানে খাজনা লইতে পারিবেন না ; ও সেই তারিখ অবধি ঐ ভূমি সেই প্রকারে নিম্নরূপে ভোগ হইবে ইতি ।

নিম্নর ভূমি কালেক্টরের রেজিষ্টরী করিবার কথা ।

১৬ ধারা । ঐ তালুক যে করা গেল ডেপুটি কালেক্টর ও সেই সময়ে জিলার কালেক্টর সাহেবকে এই নোটিশ দিবেন । তাণা হইলে জিলার কালেক্টর সাহেব ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৪২ ধারার বিধানমতে, কিম্বা যৎকালে তদনুরূপ যে আইন প্রবল থাকে তদনুসারে, ঐ তালুক বিশেষ মতে বেক্সিষ্টরী করাইবেন ইতি ।

সমান সমান অংশের নিমিত্ত গুলিবাঁট করিবার কথা ।

১৭ ধারা । হুই কি তদধিক স্বতন্ত্র মহাল আদিম মহালের সমান সমান অংশ হইলে, ঐ সমান অংশের লিপিবদ্ধ ভূম্যধিকারি যদি আপনাদের মধ্যে ঐ সমান সমান স্বতন্ত্র মহাল নিকপণেব বিষয়ে এক বাক্য না হন, ও সেট মর্মে প্রার্থনা-পত্র না দেন, কিম্বা অন্য কোন কারণে যদি ডেপুটি কালেক্টর, কালেক্টর সাহেবের সম্মতিক্রমে গুলিবাঁট না করিয়া সমান অংশের ভূম্যধিকারিদের প্রতি স্বতন্ত্র সমান মহাল নিকপণ করা উচিত বোধ না করেন, তবে ভূমি নিকপণ দ্বারা সমান সমান যে স্বতন্ত্র মহাল করা গিয়াছে ডেপুটি কালেক্টর উচিত বোধ করিলে, তাণা পাইবার স্বত্বান ব্যক্তিদিগকে আপনাব সাংক্ৰান্তে তন্নিমিত্ত গুলিবাঁট করিতে আশ্রয় দিতে পারিবেন ইতি ।

হুই কি তদধিক অংশ মোটে এক অংশের তুল্য হইলে গুলিবাঁট করণের নিয়মের ও বিধির কথা ।

১৮ ধারা । হুই কি তদধিক অংশ মোটে অন্য এক অংশের কিম্বা অন্য হুই কি তদধিক অংশের সমান হইলে, আদিম মহালের যে অংশ যে ভূম্যধিকারির স্বতন্ত্র মহালস্বরূপ নিকপণ করিয়া দেওয়া যাউবে, ইহা পূর্কোক্তমতে গুলিবাঁট করণদ্বারা নির্ণয় করিবার জন্য, ডেপুটি কালেক্টর, কালেক্টর সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক সেই অংশসমূহ এক অংশেব মত ধরিয়া কার্য করিবেন ।

এবং সেই গুলিবাঁট করাইবার জন্যে যে যে অংশ এক সমগ্র অংশ স্বরূপ স্বত্ত্ব হইবে তাহা নির্ণয় করিতে পারিবেন ।

ও তৎপক্ষে যতবার উচিত বোধ করেন, ততবার সেই প্রকারে গুলিবাঁট করাইবেন ।

পূর্কোক্তমতে একবার (কিম্বা আবশ্যক হইলে কয়েক বার) গুলিবাঁট করা গেলে,

পর আদিম মহালের যে অংশ গুলিবাঁট করণ দ্বারা এক এক পুরা অংশের মধ্যে পড়িয়াছে, ঐ গুলিবাঁট করণের নিমিত্ত যে ভিন্ন ভিন্ন অংশ লইয়া ঐ অংশসমগ্র করা গিয়াছিল ডেপুটি কালেক্টর সেই ভিন্ন ভিন্ন অংশের ভূম্যধিকারীদের মধ্যে সেই অংশটি ভাগ করিয়া দিতে প্রবর্ত হইয়া সেই অংশের মধ্যে ডেপুটি কালেক্টর যে স্থান উচিত বোধ করেন, সেই স্থানে প্রত্যেক ভূম্যধিকারির স্বতন্ত্র মহাল নিরূপণ করিয়া দিবেন ।

পরন্তু বন্টনের মূলস্বরূপ যে সকল কাগজপত্র গ্রাহ্য হইল তদ্বিষয়ে, এবং ঐ কাগজপত্রের লিখনমতে ভিন্ন ভিন্ন ভূমির উপস্থিত বিবরণ ভূম্যধিকারীরা আপন আপন আপত্তি জানাইবার সম্পূর্ণ সুযোগ না পাইলে, ও যে যে আপত্তি করা যায় তাহা নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত গুলিবাঁট কখনই করা যাইবে না ইতি ।

উদাহরণ ।

১।—আদিম মহাল বন্টন হইয়া এই এই অংশ করা যাইতেছে,—

আট আনা ।

চারি আনা ।

তিন আনা ।

এক আনা ।

গুলিবাঁট করিবার জন্যে চারি ও তিন ও এক আনা অংশ একত্র ধরিয়া অন্য পুরা আট আনা অংশের তুল্য জ্ঞান করা যাইতে পারিবে ।

ডেপুটি কালেক্টর আদিম মহাল সমান মূল্যের দুইভাগ কবিবেন । পরে পুরা আট আনা অংশ যে ভূম্যধিকারীর প্রতি নিরূপণ হইবে, এবং অন্য আট আনা অংশ চারি আনার ও তিন আনার ও এক আনা যে ঐ ভূম্যধিকারীদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে হইবে, ইহা নির্ণয় করিবার নিমিত্তে গুলিবাঁট করাইবেন ।

পরে আবশ্যক হইলে ডেপুটি কালেক্টর পুরা চারি আনার অংশের ভূম্যধিকারীদের ও অন্য চারি আনার অর্থাৎ তিন আনার ও এক আনার অংশের ভূম্যধিকারীদের মধ্যে গুলিবাঁট করাইবেন ।

২।—আদিম মহাল এই এই অংশমতে বিভাগ করা যাইতেছে,—

ছয় আনা ।

চারি আনা ।

তিন আনা ।

দুই আনা ।

এক আনা ।

মহালের ছয় ছয় আনা অংশের সমান মূল্যেই দুই খণ্ড প্রথমে ধরা যাইবে পরে ঐ দুই খণ্ড কাছাদের প্রতি নিরূপণ করা যাইবে এতদ্ব্যন্থে গুলিবীট করিবার নিমিত্তে চারি আনার এবং দুই আনার অংশ মোটে ধরিয়া ছয় আনা অংশের একখণ্ড বলিয়া ধরা যাইবে। ও সেই প্রকারের মোট ধরা ছয় আনা অংশের অধিকারি ও পুরা ছয় আনা অংশের অন্য অধিকারি মধ্যে গুলিবীট করা যাইবে।

এই প্রকারে ছয় ছয় আনার দুই খণ্ডের মধ্যে পুরা ছয় আনা অংশের এক খণ্ড ভূম্যধিকারির প্রতি স্থিররূপে নিরূপণ করা গেলে পর, ডেপুটী কালেক্টর অন্য অংশদ্বয়ের মধ্যে মহালের অবশিষ্টাংশ নিরূপণ করিতে প্রবর্ত হইয়া পুনশ্চ গুলিবীট করিবার জন্য, আদিম মহালের পাঁচ আনার সমান মূল্যের আর দুই খণ্ড করিয়া, চারি আনার ও এক আনার মোটে পাঁচ আনার দুই অংশ একত্র ধরিয়া ও তিন আনার ও দুই আনার মোটে পাঁচ আনার অন্য এক খণ্ড একত্র ধরিয়া ভূম্যধিকারিদের মধ্যে গুলিবীট করাইবেন।

শেষে চারি আনার ও এক আনার অংশ গুলিবীট করণ সময়ে একত্র যে ভূম্যধিকারিদের নামে পড়িল তাঁহাদের প্রতি ঐ ঐ স্বতন্ত্র মহাল নিরূপণ করিবেন। এবং তিন আনার ও দুই আনার অংশ গুলিবীট করণ সময়ে একত্র যে অধিকারিদের নামে পড়িল, তাঁহাদের প্রতি ঐ স্বতন্ত্র মহাল নিরূপণ করিবেন।

গুলিবীট করিবার জন্য ভূম্যধিকারিদিগকে উপস্থিত হইবার কিম্বা আপনাদের সপক্ষ কর্মকারক নিযুক্ত করিবার আজ্ঞা করিতে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতার কথা।

৯৯ ধারা। ইহার পূর্বে দুই ধারার কোন এক ধারার বিধানমতে যে ভূম্যধিকারির অংশ সম্পর্কে গুলিবীট করা যাইবে, ডেপুটী কালেক্টর ১৩৫ ধারার বিধানমতে নোটিস দেওয়াইয়া তাঁহাকে গুলিবীট করণের কার্যপক্ষে স্বাক্ষর কিম্বা ক্ষমতা প্রাপ্ত মোক্তারের দ্বারা ডেপুটী কালেক্টরের নিরূপিত সময়ে তাঁহার কাছারিতে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এবং গুলিবীট করিবার জন্য যে অংশ একত্র একি অংশস্বরূপ ধরিবার আজ্ঞা করেন, সেই সেই অংশের ভূম্যধিকারিদিগকেও সেই প্রকারে আপনাদের, উভয়ের পক্ষে গুলিবীট করিবার জন্য একত্র হইয়া এক জন মোক্তারকে নিযুক্ত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন। আর ঐ গুলিবীট করণের নিরূপিত সময়ে যদি ঐ ভূম্যধিকারিগণ আপনাদের উভয়ের পক্ষে এক জন মোক্তারকে নিযুক্ত করণ বিষয়ে এক বাক্য না হন, কি ঐ সকল ভূম্যধিকারির পক্ষে সাধারণো কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন মোক্তারকে উপস্থিত করাইতে ফ্রী করেন, তবে সেই সকল ভূম্যধিকারী ডেপুটী কালেক্টরের আদেশানুসারে কার্য্য করিতে ফ্রী করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

ক্রটি হইলে গুলিবাট করিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে ডেপুটি কালেক্টরের নিযুক্ত
কলতার কথা ।

১০০ ধারা । ডেপুটী কালেক্টর ইহার পূর্ক ধারামতে আদেশ করিলেও কোন
ভূমাদিকারী কি ভূমাদিকারিগণ সেই আদেশমতে কার্য্য করিতে ক্রটি করিলে,
ডেপুটী কালেক্টর তাহার কি তাগাদের পক্ষে গুলিবাট করিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে
নিযুক্ত করিতে পারিবেন ইতি ।

ভূমাদিকারিগণ পৃথকপে যে ভূমি ভাগ করিয়া থাকেন তাহা স্বতন্ত্র
মহাল করিয়া বিভাগ করণ বিষয়ক বিধি ।

আপোনে বেরুপে ভাগ করা গেল তদনুসারে বণ্টন করিবার সাধারণ প্রার্থনাপত্রের কথা ।

১০১ ধারা । যদি আদিম মহালের ভূমাদিকারিগণ আপোনে বন্দোবস্ত করিয়া
ঐ মহালের অন্তর্গত ভূমি ভাগ করিয়া থাকেন, ও সেই বন্দোবস্ত অনুসারে যদি
প্রত্যেক ভূমাদিকারী ঐ আদিম মহালে আপন স্বার্থানুযায়ী স্বতন্ত্র ভূমি পৃথক
রূপে ভোগাবিকার করিয়া থাকেন, তবে ১২ ধারামতে কালেক্টর সাহেবের নিকটে
ঐ মহালের সকল লিপিবদ্ধ ভূমাদিকারীর যে সাধারণ প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিতে
হইবে, তাহা এই মর্মে লেখা যাইতে পারিবে যে, ঐ বন্দোবস্ত অনুসারে প্রত্যেক
জন ভূমাদিকারী কি তাগাদের দুই কি তদধিক জন সাধারণে যেত ভূমি পৃথক
রূপে ভোগ করিয়া থাকেন, তাগার কি তাগাদের স্বতন্ত্র মহাল স্বরূপে সেই ভূমি
নিকপণ করিয়া ঐ মহালের বণ্টন করা যায়, এবং পূর্কক্রমে আপোনে বন্দোবস্ত
করিয়া ভূমাদিকারী কি ভূমাদিকারিগণ আদিম মহালের ভূমির সম্পূর্ণ রাজস্বের যে
যে অংশ দিতেন, উক্ত পৃথক মহাল রাজস্বের সেই সেই অংশের দায়ী করিয়া
ধরা যায় ইতি ।

আপোনে বিভাগ হইয়া যে বণ্টন হয় তাহা কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ করিবার কথা ।

১০২ ধারা । ভূমির বার্ষিক ৫৩ টাকা রাজস্বের নিমিত্ত ঐ পৃথক মহাল
দায়ী করিবার প্রস্তাব হয়, পৃথক ২ যত মহাল করিবার প্রস্তাব হইল তাহার উপ-
স্থিত হইতে ঐ সম্পূর্ণ রাজস্ব আদায় করিতে পারা যাইবে, উক্ত প্রার্থনাপত্রানুসারে
বণ্টন করিবার নিমিত্ত যে ডেপুটী কালেক্টরকে নিযুক্ত করা যায় তিনি এই কথা
জ্ঞদ্বাধমতে জানিলে, ও উক্ত বিষয় এবং ঐ ব্যাপারের সকল ভাবগতিক লক্ষ্য
করিয়া প্রস্তাবিত মতে ভূমি বণ্টন ও রাজস্ব ধার্য্য করিলেও রাজকীয় মালগুজারী
নির্কিস্ত্রে আদায় না হইবার কোন আশঙ্কা নাই ইহাও হৃদ্বোধনমতে জানিলে,
তিনি আপনার অভিমত ও সেই অভিমত যেত তেজুমূলক হয় তাহাও লিখিয়া
কালেক্টর সাহেবের নিকটে ঐ বিষয় অর্পণ করিবেন । কালেক্টর সাহেব ঐ প্রার্থনা-
পত্র গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন ইতি ।

কালেক্টর সাহেব অনুমোদন করিলে তাহার কলের কথা ।

১০৩ ধারা। কালেক্টর সাহেব সেই প্রার্থনাপত্র গ্রাহ্য করিলে তাহা গ্রাহ্য করাই ৭৫ ধারার বিধানমতে তাঁহার বটনের সাধারণ নিয়ম অনুমোদন স্বরূপ জ্ঞান হইবে, এবং ডেপুটী কালেক্টর তদনুসারে বটন কার্য সমাধা করিতে প্রবর্ত হইবেন ইতি ।

এরূপে বটন করিতে অসম্মত হইতে পারিবার কথা ।

১০৪ ধারা। ১০১ ধারামতে সাধারণ প্রার্থনাপত্র দেওয়া গেল যে ডেপুটী কালেক্টর তদনুসারে বটনের কার্য নির্বাহ করণার্থ নিযুক্ত হন, প্রস্তাবিতমতে ভূমি বটন ও রাজস্ব ধার্য করিলে রাজস্ব মালগুজারির বিষয়ে শঙ্কট নাই তিনি ইহা জ্ঞেয়মতে না জানিলে কি কালেক্টর সাহেব ঐ বটনের প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করিলে ডেপুটী কালেক্টর স্বরূপে বটন করিতে সম্মত হইতেন না ইতি ।

আপোনে ভাগ করানুসারে ভূমি বটন হইবার ও অংশাংশমতে রাজস্ব পুনঃ

ধার্য করণের সাধারণ প্রার্থনাপত্র কবা বাটতে পারিবার কথা ।

১০৫ ধারা। আপোনে পূর্বোক্তরূপ বন্দোবস্ত অনুসারে মহালের নানা ভূম্যধিকারিদের স্বার্থানুযায়ী পৃথক ২ ভূমি তাঁহাদের ভোগাধিকারে থাকিলে ১২ ধারামতে কালেক্টর সাহেবের নিকট ঐ মহালের নিম্নলিখিত সকল ভূম্যধিকারির যে সাধারণ প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিতে হইবে, তাহা এই মর্মে লেখা বাটতে পারিবে যে, ঐ বন্দোবস্ত অনুসারে যে যে ভূমি এক এক জন ভূম্যধিকারীর কি হই কি তদধিক জন ভূম্যধিকারির সাধারণ ভোগাধিকারে থাকে তাঁহারই বা, সেই সেই ভূম্যধিকারির স্বত্ব মহাল স্বরূপে নিরূপণ করিয়া ঐ মহাল বটন করা যায়, ও আদিম মহাল ভূমির বস রাজস্বের নিমিত্ত দাবী ছিল, ৬ ধারার বিধানমতে তাহা উক্ত পৃথক করা নানী মহাল হইতে অংশাংশমতে আদায় করিয়া লওয়া যায় ।

কোন মহালের বিষয়ে ১০১ ধারামতে সাধারণ প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলেও, ঐ ধারামতে সাধারণ প্রার্থনা কবা বাটতে পারিবে ইতি ।

যে ভূম্যধিকারির অধিকারে যে ভূমি থাকে তাহার প্রতি সেই ভূমি মিকপনের কথা ।

১০৬ ধারা। কোন মহালের ভূম্যধিকারিগণ আপোনে যে বন্দোবস্ত করিলেন তদনুসারে, আদিম মহালে তাঁহাদের স্বার্থের অংশমাত্রানুযায়ী পৃথক পৃথক ভূমি ঐ ভূম্যধিকারির কি তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিরে স্বত্ব ভোগাধিকারে আছে ও আদিম মহালের অন্য অন্য ভূমি ঐ ভূম্যধিকারি সাধারণ মতে ভোগাধিকার করিয়া থাকেন, বটন কার্য নির্বাহ করিবার জন্য যে ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত করা যায় তিনি ইহা দেখিতে পাইলে, কালেক্টর সাহেবের প্রতি মহাল বটন করিবার ক্ষমতা প্রদানার্থে ১২ ধারার উল্লিখিত সাধারণ প্রার্থনাপত্র দেওয়ার

প্রয়োজন নাহি, কিন্তু আপোনে বনোবস্ত অমুসারে যে ভূমি পৃথক রূপে যে ভূম্য-
ধিকারির অধিকারে পাওয়া গেল, ডেপুটী কালেক্টর তাঁচাব স্বতন্ত্র মহালের মধ্যে সেই
ভূমি নিরূপণ করিবেন।

সের, খামার, নিকজোত, বা তজ্জপ অন্য নামে খ্যাত যে ভূমি কোন মহালের
নানা ভূম্যধিকারিদের ভোগাধিকারে থাকে, তাহা এই ধারার তাৎপর্যানুসারে
আদিম মহালে তাঁগাদেব একত জনের স্বার্থের অংশ স্বরূপ স্বতন্ত্র ভোগ করা ভূমি
বলিয়া জ্ঞান হইবে না। ভূম্যধিকারিগণ আপোনে নিয়ম করিয়া প্রকাদের ভোগ
করা ভূমি সরল ভাবে ভাগ করিয়া দিলে এই ধারা কেবল সেই স্থলে বর্জ্যে ইতি।

এ বিষয় সংক্রান্ত ব্যক্তির। সম্মত হইলে কালেক্টর সাহেবের ভূমি হস্তান্তর
করাইতে পাড়িবার কথা।

১০৭ ধারা। ইহার পূর্ব ধারার ভাবান্তরের কথা থাকিলেও, কোন ভূম্যধি-
কারিগণ কোন ভূমি হস্তান্তর কবণ বিষয়ে সম্মত হইলে, কালেক্টর সাহেব এক
ভূম্যধিকারির অধিকার হইতে ভূমি হস্তান্তর করাইয়া অন্যের অধিকারে দিতে
পারিবেন ইতি।

সাধারণ মতে এবং পৃথক রূপে যে ভূমির ভোগাধিকার হয় তদ্বিবক বিধি।

ঈশ্বরের ভজনার্থে স্থানবিষয়ক বিধি।

১০৮ ধারা। ঈশ্বরের ভজনার্থে যে স্থান, ও শবদাহ করিবর ও কবর দিবার
যে স্থান মহালের বন্টন হইবার পূর্বকালে সাধারণ ভোগ হইত, ও ভূম্যধিকারি
গণ সাধারণে ধর্ম্মার্থে কি দানার্থে কি সরসাদারগণের উপকারার্থে যে ভূমির
উপস্থিত প্রয়োগ করেন, তাহাব সাধারণ ভোগ হইতে থাকিবে। কিন্তু ভূম্যধি-
কারিগণ আপনাদের মধ্যে অন্য প্রকারের নিয়ম করিলে, তাঁহারা তদ্বিবয়ের যে নিয়ম
করেন তাহা লিখিয়া জানাইবেন, ও ডেপুটী কালেক্টর বন্টনপত্রের মধ্যে, সেই নিয়মের
সংক্ষেপ লিখিবেন ইতি।

পুকুরিণী ও কূপ ও জল প্রণালী ও বাঁধ বিময়ক বিধি।

১০৯ ধারা। পুকুরিণী ও কূপ ও জলপ্রণালী ও বাঁধ প্রথম যে ভূমির হিতার্থে
করা যায়, তাহা সেই ভূমিসংযুক্ত বলিয়া জ্ঞান হইবে।

এ পুকুরিণী প্রভৃতির পরিমাণ কি স্থান কি প্রস্তুত বরণের নিয়মাদি বিবেচনায়
তাঁচা হই কি তদধিক স্বতন্ত্র মহালের ভূম্যধিকারিদের সাধারণ সম্পত্তি স্বরূপ থাকা
আবশ্যক জানা গেলে, ঐ মহালের ভূম্যধিকারিরা যত দূর তাঁহাদের ব্যবহার করিতে
পারিবেন, ও সারাইয়া রাখিবার খরচের যে অংশ তাঁহাদের দিতে হইবে, ভাবমতিক
বিবেচনায় যত দূর হইতে পারে বন্টনপত্রে ঐরূপ কথা তত দূর বিশেষ করিয়া লেখা
যাইবে ইতি।

নিষ্কররূপে যে ভূমি ভোগ হয় তাহা ভাগ না করিবার কথা।

১১০ ধারা। যে ভূমি অথবা এই নিষ্কররূপে ভোগ হইয়া থাকে, মহালের ভূম্যধিকারিণী সেই ভূমি খাজানা লইবার স্বত্বের দাওয়া রাখিলে বা না রাখিলেও, ডেপুটী কালেক্টর আদিম মহালের মধ্যে সেইরূপ ভূমি দেখিতে পাইলে, স্বতন্ত্র ২ মহালের মধ্যে ঐ ভূমি ভাগ কি নিরূপণ করিবেন না, কিন্তু আদিম মহাল হইতে যে পৃথক ২ মহাল করা যায়, তাহা ঐ আদিম মহালের যে যে অংশ হয় ঐ ২ ভূমি সাধারণরূপে সেই অংশানুসারে সেই সেই মহাল সম্পূর্ণ থাকিল এই কথা বন্টনপত্রে ও আনুষ্ঠানিক কার্যের পত্রে বিশেষ করিয়া লিখিবেন।

কিন্তু আদিম মহালের গিপিবদ্ধ সকল ভূম্যধিকারী সম্মত হইলে, ঐ ২ ভূমি কিম্বা তদ্ব্যতীত কোন ভূমি পৃথক পৃথক না না মহালের মধ্যে নিকপন করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে, তাঁহারা সম্মত না হইলে দেওয়া যাইবে না ইতি।

চিরকালীন দরমীয়ানীতালুকের বিধি।

১১১ ধারা। পতনী কিম্বা চিরকালের বন্দোবস্তমতে অন্য যে দরমীয়ানী তালুক ৭ ধারার বর্ণিত দ্বিতীয় বা তৃতীয় কথার মধ্যে আইনে ঐ আদিম মহালের অন্তর্গত এমন কোন ভূমি সেই পাটাক্রমে অবধারিত খাজানার ভোগ হইতেছে, ডেপুটী কালেক্টর ইহা দেখিলে,

(১) সেই পাটাক্রমে যে ভূমি ভোগ হয় তাহা ও তাহার উপস্থিত সম্পূর্ণরূপে কোন এক কি কয়েক স্বতন্ত্র মহালে নিরূপণ করিয়া ৭ ধারার উল্লিখিত দ্বিতীয় বা বিষয় বিশেষে তৃতীয় বর্ণিত কথার বিধানমতে তাহাব খাজানা দিবে, কিম্বা

(২) সেই ভূমি স্বতন্ত্র কোন মহালে নিকপন না করিয়া রাখিবেন ও আদিম মহাল হইতে যত স্বতন্ত্র মহাল করা যায় তাহা আদিম মহালের যে যে অংশ হয় সেই সেই অংশানুসারে ঐ ভূমি সাধাবণে সেই সকল স্বতন্ত্র মহালের ভূমি বলিয়া রাখা গেল বন্টনপত্রে ও আনুষ্ঠানিক কার্যপত্রে এই কথা বিশেষ করিয়া লিখিবেন। ঐ ভূমি তক্রূপে অবিস্তৃত থাকিলে আদিম মহালের সঙ্গে ঐ স্বতন্ত্র প্রত্যেক মহালের যে অনুপাত হয়, সম্পূর্ণ তালুকের খাজানার সঙ্গে ঐ তালুকের খাজানার যে অংশের সেই অনুপাত থাকে ডেপুটী কালেক্টর প্রত্যেক স্বতন্ত্র মহালের প্রতি সেই অংশ নিরূপণ করিবেন।

এই ধারামতে তালুক লইয়া কার্য করিতে হইলে, ডেপুটী কালেক্টর ঐ তালুকের অন্তর্গত ভূমির পরিমাণ ও অন্য অন্য সকল ভাবগতিক ও বিবেচনা করিবেন ইতি।

তই কি ক্ষমতায় মহালের অধিকারিণী যে ভূমি সাধারণ ভোগ করেন তাহা লইয়া বাধ্য করিবার বিধি।

১১২ ধারা। জুই কি ততোধিক মহালের ভূম্যধিকারীদের মধ্যে কোন ভূমির

সাধারণ ভোগ হইলে, যদি এই আইনের বিধানমতে তদ্ব্যবস্থা এক মহালের বন্টন কার্যা চলিতে থাকে, তবে যে মহালের বন্টন হইতেছে, ঐ মহালের ভূম্যধিকারিরা ঐ সাধারণ ভূমিতে যে স্বার্থভোগ করেন তাহার সঙ্গে ঐ সাধারণ ভূমিতে যে অংশের উপস্থানের অনুপাত থাকে ডেপুটি কালেক্টর প্রথমে সেই মহালের প্রতি সেট অংশ নিরূপণ করিবেন এবং এক মহালের অন্তরী সাধারণের সেই ভূমি ভোগ করেন, তাঁহাদের মধ্যে সেই ভূমি বাটিয়া দেওন বিষয়ে এই আইনের যে যে বিধান আছে, তাহা যত দূর হইতে পারে তত দূর, ঐ বন্টনীয় মহালের ঐ সাধারণ অমীর অংশাংশ বাটিয়া দেওনের প্রতি খাটিব ।

ও তজ্জপ বাটিয়া দেওনের উপলক্ষে নোটস জারী করণ ও আপত্তি শ্রবণ ও অন্য সকল কার্যা প্রণালী বিষয়ে, যে মহালের বন্টন হইতেছে সেই মহালের ভূম্যধিকারিদিগকে ও সেই সাধারণ ভূমিতে অন্য সকল মহালের যে ভূম্যধিকারিদের স্বার্থ থাকে তাহাদিগকে চেষ্টা সেই সাধারণ ভোগ করা ভূমির আদম মহালের সাধারণ ভূম্যধিকারী বখিয়া জ্ঞান হইবে ।

কিন্তু চুট কি এদিক মহালের ভূম্যধিকারিরা যে ভূমি ভোগ করেন এমত ভূমি বিভাগ কবিবার যত খরচ হয় তাহা যে মহালের বন্টন হইতেছে সেই মহাল বন্টন করিবার খরচ বলিয়া জ্ঞান হইবে, ও এই আচনের বিধানমতে সেই মহালের ভূম্যধিকারিদের স্থানে আদায় হইতে পারিবে । ও সেই ভূমিতে অন্য কোন মহালের যে ভূম্যধিকারিদের স্বার্থ থাকে তাহাদের সেই খরচ কোন অংশ দিবার আদেশ থাকিবে না ইতি ।

বন্টনের খরচের একংশ অন্য অন্য মহালের অধিকারিদের

দিতে হইবার কথা ।

১১৩ ধারা । যে মহালের বন্টন হইতেছে তদন্ত কোন মহালের ভূম্যধিকারির ক্রেতাজনকরণ ঐ ভাগকরণ কার্যের বাধা দেওয়াতে, কিম্বা উক্ত কোন ভূম্যধিকারির প্রতি যে কার্যা করিবার আদেশ থাকিল তাহার সেট কার্যা করণে বৈপ্লবিক বন্ধন থাকিতে ঐ ভাগকরণ কার্যের অবশ্যকমতে বিলম্ব হইয়াছে ও সেট ভাগ করণের খরচ বৃদ্ধি হইল, কমিশনার সাহেব কালেক্টর সাহেবের রিপোর্ট দ্বারা কিম্বা অন্য কোন প্রকারে ইহা জানিতে পাঠিলে, ইহার পূর্ক দারায় ডাবাস্তরের কথা থাকিলেও যে ভূম্যধিকারী ঐ বিলম্বের কি খরচ বৃদ্ধির নিমিত্ত দায়ী হন, কমিশনার সাহেব তাঁহার পানে যত টাকা আদায় করা উচিত গোধ করন তত টাকা আদায় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ও তজ্জপ যত টাকা আদায় করা যায়, যে মহালের বন্টন হইতেছে ঐ বন্টনের খরচ বরিষা ঐ মহালের ভূম্যধিকারিদের দেনা তত টাকা পর্যন্ত কমিয়া যাইবে ইতি ।

সাধারণে যে ভূমি ভোগ হয় তাহার নিরূপণে কালেক্টর সাহেবের অনুমোদনের অপেক্ষা প্রকার কথা।

১১৪ ধারা। যে মহালের বটন হইতেছে তাহার প্রতি পূর্বোক্তরূপে যোতায় ভোগ করা ভূমির উপযুক্ত অংশ নিরূপণ করিতে গেলে ঐ নিরূপণ পত্র কালেক্টর সাহেবের অনুমোদনার্থে অর্পণ করা যাইবে। কালেক্টর সাহেব তাহা স্থির রাখিতে বা সন্শোধন করিতে বা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। অগ্রাহ্য করিলে ঐ ভূমি পুনরায় নিরূপণ করিবার আজ্ঞাদিতে পারিবেন ইতি।

যে মহালের বিভাগ হইতেছে তাহার প্রতি ঐ সাধারণ ভূমির যে অংশ নিরূপণ হয় তাহা লইয়া যেরূপ কার্য্য করিতে হইবে তাহার কথা।

১১৫ ধারা। যে মহালের বটন হইতেছে কালেক্টর সাহেব সেই মহালের প্রতি উক্ত ভূমির উপযুক্ত অংশাংশ নিরূপণ অনুমোদন করিলেই, যে মহালের বটন হইতেছে ঐ সাধারণ ভূমিতে সেই মহালের যে ভূম্যধিকারিদের স্বার্থ আছে বলিয়া দুই হয় তাহারা যেন টি নিরূপিত ভূমি সাধারণে ভোগ করিতেন, এমত জ্ঞান করিয়া ঐ ভূমি লইয়া কার্য্য হইবে ইতি।

কোন ভূমি আদিম মহালের একাংশ কি না এই বিষয়ের বিবাদ থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১১৬ ধারা। কোন ভূমি আদিম মহালের একাংশ কি না এই বিষয় লইয়া বিবাদ কি সংশয় আছে জানা গেলে ডেপুটী কালেক্টর সেই ভূমির অধিকার বিষয়ক অনুসন্ধান লইয়া আপনাদের সিদ্ধান্ত ও তাহার কারণ কালেক্টর সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিবেন তাহা হইলে,

(বিবাদীয় ভূমি আদিম মহালের ভূম্যধিকারিদের অধিকারে থাকিলে বা না থাকিলেও) কালেক্টর সাহেব নগী হইতে ঐ বটনের মোকদ্দমা উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। তাহা করিলে উক্ত বিবাদ কি সন্দেহ উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতে নিষ্পত্তি হইয়াছে কিম্বা আপোসে মিটাইয়া দেওয়া গিয়াছে প্রার্থক ষত দিন ইহা দেখাইতে না পারেন তত দিন ঐ মহাল বটন করিবার কোন প্রার্থনাপত্র গ্রাহ্য হইবে না।

ভূমি আদিম মহালের অন্তর্গত আছে কালেক্টর সাহেব এমত বোধ করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

কিন্তু বিবাদীয় ভূমি আদিম মহালের ভূম্যধিকারিদের অধিকারে আছে, কালেক্টর সাহেব ইহা জানিতে পাইলে, ও ঐ ভূমির স্বত্বের উপর অন্য ব্যক্তিদের যে দাওয়া আছে তাহা সাব্যস্ত হইতে পারে না তিনি এমত জ্ঞান করিলে, সেই বটনের কার্য্য চলিবার ও যে মহালের বটন হইতেছে, বিবাদীয় ভূমি সেই মহালের একাংশ-অরূপ ধরিয়া তৎসংক্রান্ত কার্য্য করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে বণ্টন করিতে গেলে, ঐ মহাল হইতে বিধাতীয়া যত ভূমি পৃথক করিয়া স্বতন্ত্র কোন মহালে নিরূপণ করা যাইবে তাহার পরমাণ হেতুক, বণ্টনের পর ভূমির যে রাজস্বের নিমিত্ত কোন স্বতন্ত্র মহাল দায়ী হইত যদি কালেক্টর সাহেবের বিবেচনায় সেই রাজস্বের নিয়ম ষটিবার সঙ্কট হয়, তবে এই ধারামতে বণ্টন করা যাইবে না ইতি ।

বণ্টনের কার্য সমাপ্ত হইলে পর উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের

আজ্ঞা দ্বারা মহালের অধিকারিকে বেদখল করা

গেলে কার্য প্রণালীর কথা ।

১১৭ ধারা । কালেক্টর সাহেব ইহার পূর্ক ধারার তৃতীয় প্রকরণমতে যে আজ্ঞা করেন, তদনুসারে বণ্টনের কার্য সমাপ্ত হইলে পব, ঐ বণ্টন দ্বারা কোন ভূম্যধিকারির স্বতন্ত্র মহালের প্রতি যে ভূমি নিরূপণ করা গেল উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের ডিক্রীদ্বারা যদি তন্মধ্যে কোন ভূমি হইতে সেই মহালের ভূম্যধিকারিকে বেদখল করা গিয়া থাকে, তবে সেই বণ্টনটি প্রবল থাকিবে, ও তাহার কোন রূপ পরিবর্তন হওয়ার দাওয়া করিতে ঐ ভূম্যধিকারির স্বত্ব থাকিবে না, কিন্তু উক্ত প্রকারে বেদখল হওয়ার তাহার স্বতন্ত্র মহালের মূল্য যত দূর কমিয়া গেল তদ্বিবেচনায় তাহার যে হানি পূরণ উপযুক্ত ও ন্যায্যগত হয়, ঐ বণ্টন দ্বারা অন্য যে যে স্বতন্ত্র মহাল করা গেল তাহার ভূম্যধিকারিদের স্থানে তাহার সেই হানি পূরণ পাইবার স্বত্ব থাকিবে, ও ঐ বেদখলের আক্সাক্রমে স্বতন্ত্র যে যে মহালেব উপর আংশাংশমতে ক্ষতির প্রকাশ না পড়ে, ঐ হানি পূরণের টাকা উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতে সেই সেই মহালের ভূম্যধিকারিদের স্থানে আদায় হইতে পারিবে ইতি ।

নবম ভাগ ।

বণ্টন কার্যের সমাপ্তি পর্যন্ত কমিশ্যনর সাহেবেব

সম্মুখে কার্যপ্রণালী বিয়য়ক বিধি ।

আপীল উপস্থিত করা না গেলে কমিশ্যনর সাহেবের নোটিস না দিয়া

বিষয় বিবেচনা করিবার কথা ।

১১৮ ধারা । ৮৪ ধারায় যে সময়ের অল্পমতি হইল সেই সময়ের মধ্যে কমিশ্যনর সাহেবের নিকট আপীল কি আপত্তি উপস্থিত করা গেল, তিনি কোন নোটিস প্রচার না করিয়া ঐ বিষয় বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, ও কালেক্টর সাহেবকে বণ্টনকার্য স্থির রাখিতে পারিবেন ইতি ।

মোকদ্দমা শুনিবার দিন কমিশ্যনর সাহেবের নিরূপণ করিবার কথা।

১১৯ ধারা। কালেক্টর সাহেবের আনুষ্ঠানিক কার্য সংশোধন করা উচিত, কমিশ্যনর সাহেব এমনতর জ্ঞান করিলে, কিম্বা ৮৪ ধারার যে সময়ের অনুমতি হইয়াছে সেই সময়ের মধ্যে আপীলের কি আপত্তির দরখাস্ত উপস্থিত করা গেলে, কমিশ্যনর সাহেব ঐ মোকদ্দমা শুনিবার ও নিষ্পত্তি করিবার দিন নিরূপণ করিয়া তাহার জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করাইবেন, ও আপনার কাছারী ঘরে তাহার নোটিস লাগাইয়া দিবেন ইতি।

ঐ দরখাস্ত কমিশ্যনর সাহেব অনুমোদন কি যতীকর করিবার
কি ফিরিয়া দিবার কথা।

১২০ ধারা। কালেক্টর সাহেবের কাছারীঘরে ঐ জ্ঞাপনপত্র ত্রিশ দিনের অন্তর যে দিন উক্ত প্রকারে নির্দ্ধারিত হয় সেই দিনে, কিম্বা মোকদ্দমা শুনিবার নিমিত্ত তৎপশ্চাৎ কোন দিন স্থির করা গেলে সেই দিনে, কিম্বা কমিশ্যনর সাহেবের নিজ কাছারীতে নোটিস প্রচার হইয়া তৎপশ্চাৎ অন্য যে দিন পর্যন্ত ঐ মোকদ্দমা শ্রবণের কার্য স্থগিত থাকে সেই দিনে, কমিশ্যনর সাহেব সকল আপত্তি শুনিয়া নিষ্পত্তি করিলে পর, ও আর যে সকল পাওয়া আবশ্যক তাহা লওয়াইয়া, কালেক্টর সাহেবের বটনকার্য অনুমোদন করিবেন কিম্বা তাহা সংশোধন করিবেন অথবা তাঁহার বিবেচনায় যে যে প্রকারে পরিবর্তন হওয়া উচিত তাহা করিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের নিকট ঐ বটনের পত্রাদি ফিরিয়া দিতে পারিবেন।

বটনপত্র সংশোধন করিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবকে ফিরিয়া দেও। গেলে, ডেপুটী কালেক্টর তাঁহার অনুমোদন জন্য বটনপত্র অর্পণ করিয়া তাহার পূর্কোক্তরূপ আজ্ঞা হইয়া থাকিলে যে প্রকারে কার্য কবিতেন, সেই প্রকারে আপনি ঐ পত্র পূর্কোক্তরূপে সংশোধন করিবেন কিম্বা কবাইয়া লইবেন ইতি।

সংশোধন করিবার কি অনুমোদন লইবার নিমিত্ত কমিশ্যনর সাহেবের পত্রাদি
ফিরিয়াদিবার কথা।

১২১ ধারা। বটনপত্র অনুমোদন করিবার পূর্বে কমিশ্যনর সাহেব যতবার উচিত বোধ করেন ততবার সংশোধন করিবার বা অনুমোদন লইবার জন্য পত্রাদি ফিরিয়া দিতে পারিলেন ও যতবার ফিরিয়া দেন ততবার ইহাব পূর্ক তিনটী ধারার বিধানের নির্দিষ্ট প্রণালীমতে কার্য করা যাইবে ইতি।

আপীল হইয়া কালেক্টর সাহেব কমিশ্যনর সাহেবের কি রেবিনিউ বোর্ডের
আজ্ঞা পাইলে তাঁহার কার্য প্রণালী করিয়া।

১২২ ধারা। কমিশ্যনর সাহেব যে তারিখে বটনপত্রের অনুমোদন স্বীকৃত আজ্ঞা করেন সেই তারিখ অবধি অন্তর ষাইট দিন গত হইলে পর, কিম্বা বোর্ডের মিকট

আপীল উপস্থিত করা গেলে নিম্ন বোর্ডে সম্মুখে বন্টন বিষয়ক কোম্পানি আনুষ্ঠানিক কার্য উপস্থিত থাকিলে, কমিশনার সাহেব যে বন্টনপত্র অনুমোদন করিলেন তাহাই প্রবল থাকিবে কালেক্টর সাহেব বোর্ডের এই নির্বাহক চূড়ান্ত আজ্ঞা পাঠিলে পর, কমিশনার সাহেব যে বন্টনপত্র অনুমোদন করিলেন তাহাই ক্রিয়া বিষয়বিশেষে সংশোধন কি পরিবর্তন করিয়া তাহা চূড়ান্তরূপে অনুমোদন করা গেলে, কালেক্টর সাহেব এই মর্মে নোটিস আপন কাছারীঘরে ও সেই আজ্ঞাক্রমে যে যে স্বতন্ত্র মহাল করা গেল, সেট প্রত্যেক মহালের কোন প্রকাশ্যস্থানে প্রকাশ করাইবেন ।

চূড়ান্তরূপে যে বন্টনপত্রের অনুমোদন হইল, তাহার কোন কথা সংশোধন করিতে হইলে এবং ৭৯ কিস্তি ৮৫ ধারামতে ঐ বন্টনপত্রের যে চূষক ও যে কোন নকশা প্রস্তুত হইয়া লিপিবদ্ধ ভূম্যধিকারিদিগকে দেওয়া যায় কিস্তি নোটিসক্রমে দিবার প্রস্তাব হয় সেট পত্রে কি নকশায় সুবিধামতে উক্ত সংশোধন করা বাইতে পারিলে, সংশোধনীয় সেই কথা দ্বারা লিপিবদ্ধ যে প্রত্যেক ভূম্যধিকারির মহালের ক্ষতি বা বৃদ্ধি হয়, কালেক্টর সাহেব তাঁহার নামে নোটিস দিয়া, সংশোধনীয় কথা লিপিবদ্ধ নিম্ন ঐ চূষকপত্র ও নকশা আনিয়া দিতে আদেশ করিবেন ।

এবং চূড়ান্তরূপে যে বন্টনপত্রের অনুমোদন হইল তাহার মধ্যে যে যে কথার পরিবর্তন হইয়াছে তৎসমূহ পূর্বে উক্ত প্রকারের নূতন চূষকপত্র ও নকশা প্রস্তুত করা বিধিত হইলে, কালেক্টর সাহেব সেই নূতন চূষকপত্র ও নকশা প্রস্তুত করাইবেন ও প্রত্যেক জন ভূম্যধিকারির নামে নোটিস দিয়া, ৭৯ ধারামতে কিস্তি বিষয় বিশেষে ৮৫ ধারামতে তাহাকে যে চূষকপত্র ও নকশা দেওয়া গেল বা দিবার প্রস্তাব হইল তাহা অন্যথা হইয়াছে বলিয়া, নূতন চূষকপত্র ও নকশা প্রস্তুত করা গেল তাহা কালেক্টর সাহেবের কাছারী হইতে তাহাকে লইয়া বাইবার আদেশ করিবেন উক্তি ।

পূরক করা মহালের দখল দেওয়াইবার কার্যপ্রণালীর কথা ।

১২৩ ধারা । পটে যে ভূম্যধিকারির প্রতি স্বতন্ত্র যে মহাল নিক্রমণ করা যায় কালেক্টর সাহেব তাহাকে সেই মহালের দখল দেওয়াইতে প্রবৃত্ত হইবেন ও আবশ্যক হইলে দখল বেওয়াইবার জন্যে মাজিস্ট্রেট সাহেবের সাহায্য লইবেন ।

ও স্বতন্ত্র মহালের লিপিবদ্ধ প্রত্যেক ভূম্যধিকারির নামে এই মর্মে নোটিস দেওয়াইবেন যে ৭৯ ধারা কিস্তি বিষয় বিশেষে ৮২ ধারা কিস্তি ইহার পূর্ক ধারামতে বন্টনপত্রের যে চূষকপত্র প্রস্তুত হইয়া তাহাকে দেওয়া গেল বা দিবার প্রস্তাব হইল, তন্মধ্যে তাঁহার প্রতি অর্পিত যে স্বতন্ত্র মহালের নির্দেশ আছে, ঐ নোটিসের নির্দ্ধারিত তারিখ অবধি সেই মহাল আদিম মহাল হইতে বতর বলিয়া জান

হইবে ও সেই নোটিসে ভূমির যত টাকা রাজস্ব নির্দিষ্ট হইল, তাহার জন্যে ঐ মণলস্বতন্ত্ররূপে দায়ী হইবে, ও তাঁহার প্রতি ঐ রাজস্ব দিবার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিবার আদেশ থাকিবে ইতি।

ইহার পূর্বে ধারামত নোটিসের নির্দিষ্ট তারিখের কথা।

১২৪ ধারা। ঐ নোটিসে যে দিন নির্দিষ্ট থাকে, সেই দিন এই আইনের বিধান মতে ভূম্যধিকারিদিগকে আপন ২ স্বতন্ত্র মহালের মণল দেওয়াইবার পর তিন মাসের অধিক হইবেনা ইতি।

স্বতন্ত্র প্রত্যেক মহালের যত রাজস্ব ধার্য হয় তত রাজস্বের দায়ী বলিয়া ঐ মহাল ভৌমীতে লিখিবার কথা।

১২৫ ধারা। স্বতন্ত্র প্রত্যেক মহালের উপর এই আইনমতে ভূমির যত রাজস্ব ধার্য হয়, ঐ নোটিসের নির্দিষ্ট তারিখ অবধি কালেক্টর সাহেবের তৌজিতে ও সাধারণ রেজিষ্টারী বহীতে ঐ ঐ মহাল ততটাকা রাজস্বের দায়ী বলিয়া স্বতন্ত্র মহাল-স্বরূপ লেখা যাইবে। এবং উক্ত মহালের উপর ভূমি যত টাকা রাজস্ব ধার্য হইল ভূম্যধিকারী তত টাকা দিবার বন্দোবস্ত করিলেও কিস্তি হক্রপ বন্দোবস্তপত্র করিতে ত্রুটি করিলেও ঐ মহাল তত টাকা রাজস্বের দায়ী হইবে ইতি।

সীমার চিহ্ন স্থাপন করিবার আজ্ঞা কালেক্টর সাহেবের করিতে পারিবার কথা।

১২৬ ধারা। কালেক্টর সাহেব স্বতন্ত্র প্রত্যেক মহালের ভূমি চিনিবার জন্যে সীমার যজ্ঞ চিহ্ন দেওয়া উচিত বোধ করেন, তজ্জপ চিহ্ন স্থাপন করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ও সীমার সেই ২ চিহ্নের খরচ বণ্টনের খরচ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

এই আইনমতে সীমার যে চিহ্ন স্থাপন করা যায়, তাণ রক্ষা করিবার জন্যে বঙ্গ-দেশীয় জমীপ করণ বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইনের ২৯ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণের বিধানমতে জমিদারদের প্রতি কিস্তি তালুকদারদের সহিত জমিদারদের প্রতি অর্পণ করা যাইবে ও তজ্জপে অর্পণ করা গেলে পর ঐ সীমা চিহ্নের প্রতি ঐ আইনের ১৯ ও ২০ ও ৫২ অবধি ৫৭ পর্যন্ত সকল ধারার বিধান থাকিবে ইতি।

দশম ভাগ।

বিবিধ বিধি।

কোন বিষয় সালীসীতে অর্পণ করিতে পারা যাইবার কথা।

১২৭ ধারা। বণ্টন কবণ সময়ে কোন কথা উত্থাপন হইলে, ডেপুটি কালেক্টর ঐ ব্যাপার সংক্রান্ত সবল ব্যক্তির সম্মতিক্রমে তাহা সালীসীতে অর্পণ করিতে পারিবেন। অর্পণ হইলে তৎ প্রতি ৬৫ ও ৬৭ ধারার বিধান যত দূর থাকিতে পারে থাকিবে ইতি।

ভূম্যধিকারী তালুক করিয়া দিলে তদ্বিষয়ের কথা ।

১২৮ ধারা । যে মহালের সাধারণ ভোগ হইতেছে ও এই আইনের বিধানমতে বন্টন করণার্থে উপস্থিত করা যায়, সেই মহালেব কোন ভূম্যধিকারী যদি আপনার অংশ কি তাহার কোন ভাগ পত্তনী কি অন্য প্রকারের পাট্টা করিয়া দিয়া থাকেন, তবে ঐ পাট্টাদানী ব্যক্তির অংশ যে ভূমি শেষে নিরূপণ করিয়া দেওয়া যায়, সেই ও কেবল সেই ভূমির পক্ষে ঐ পাট্টা প্রবল থাকিবে ইতি ।

উদাহরণ ।

১।—সাধারণ অবিভক্ত যে মহাল যৌগায় ভোগ হইতেছে তাহার চতুর্থাংশের ভূম্যধিকারী আনন্দ ঐ মহালে আপনার সমুদয় স্বার্থ পত্তনী তালুক করিয়া বল-রামকে দিলেন, তৎপ্রযুক্ত যত দিন ঐ মহালের সাধারণ ভোগ হইয়া থাকে তত দিন বলরাম মহালেব প্রত্যেক জন রাইয়তের খাজানার চতুর্থাংশ আদায় করিতে সক্ষম হইলেন ।

এই আইনমতে ঐ মহালের বন্টন করা গেলে, বিশেষ বিশেষ কয়েক খণ্ড ভূমি আনন্দের স্বতন্ত্র মহাল বলিয়া তাঁহার প্রতি নিরূপণ করা যায় ।

যে স্বতন্ত্র মহাল আনন্দের প্রতি নিরূপণ করা গেলে বলরাম সেই সম্পূর্ণ মহালের পত্তনদার হইয়া ঐ মহালের প্রজাদের সমস্ত খাজানা আদায় করিতে সক্ষম হইবেন ।

২।—সাধারণ অবিভক্ত যে মহাল যৌগায় ভোগ হইতেছে তাহার চতুর্থাংশের ভূম্যধিকারী আনন্দ ঐ মহালে আপন অংশের অর্দ্ধাংশ পত্তনী তালুক করিয়া বল-রামকে দিলেন, তৎপ্রযুক্ত যত দিন ঐ মহালের সাধারণ ভোগ হইয়া থাকে তত দিন বলরাম মহালের প্রত্যেক জন রাইয়তের খাজানার অষ্টমাংশ আদায় করিতে সক্ষম হইবেন ।

এই আইনমতে ঐ মহালের বন্টন করা গেলে, বিশেষ ২ কয়েক খণ্ড ভূমি আনন্দের স্বতন্ত্র মহাল বলিয়া তাঁহার প্রতি নিরূপণ করা যায় ।

এমত স্থলে বলরাম আনন্দের স্বতন্ত্র মহালের অর্দ্ধেকের পত্তনীদার হইয়া আনন্দের স্বার্থের যে অর্দ্ধাংশ পত্তনীরূপে দেওয়া যায় নাই তাহার সহিত আপন পত্তনীর সাধারণ ভোগ করিয়া আনন্দের মহালের প্রত্যেক জন রাইয়তের খাজানার অর্দ্ধেক ও আনন্দ অন্য অর্দ্ধেক আদায় করিবার সক্ষম হইবেন ।

দুই মহাল সংযুক্ত হইতে পারিবার কথা ।

১২৯ ধারা । দুই কি তদধিক মহাল একি ভূম্যধিকারির কিম্বা ভূম্যধিকারিগণের অধিক রে আইলে সেই ভূম্যধিকারীকে কি ভূম্যধিকারিদিগকে ভূম্যধিকারী বলিয়া

লিখিত করা গেলে পর, ঐ ভূমিকাদাী কি ভূমিকারিগণ সেই সেই মহাল সংযুক্ত প্রান্তর একি মহাল স্বরূপ ভোগ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতে পারিবেন ইতি।

অন্যোণ করিবার প্রার্থনা যেকপে করিতে হইবে ও তাহা লইয়া যজ্ঞপ কার্য হইবে তাহার কথা।

১৩০ ধারা। কালেক্টর সাহেবের নামে পত্র লিখিয়া ঐ প্রার্থনা করিতে হইবে, ও কালেক্টর সাহেব ঐ প্রার্থনা হস্তগত করিয়া প্রকাশ করিলে পর অম্মান ত্রিশ দিন থাকিয়া কোন আপত্তি না জানিলে সেই প্রার্থনামুসারে কার্য করিয়া, আপন বার্ষিক-লয়ের কাগজপত্রের মধ্যে প্রবেশনমতে কথা লেখাইয়া কমিশ্যনর সাহেবের নিকট নোট কথার বিপোর্ট করিবেন ইতি।

স্বতন্ত্র মহাল বাকীর নিমিত্ত নীলাম হইলে তাহার কারণ নিশ্চয়মতে জানিতে হইবার কথা।

১৩১ ধারা। এত অটনমতে যে স্বতন্ত্র মহাল কবা যায় তাহার বাকী পড়াতে বটন অনুমোদন হইবার অবধি দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে বাকীশোধের নিমিত্তে নীলাম করিবার প্রয়োজন হটলে, কালেক্টর সাহেব ঐ মহালের রাজস্ব বাকী পরিবার কারণ সাধ্যমতে জানিতে চেষ্টা করিয়া, বটনকরণ সময়ে রাজস্বের অংশ নিষ্কাশণে কি ভূমি নিকপণে প্রস্তাবনা কি ভ্রম হেতুক ঐ বাকী পবিশাছে কিনা ইহার অনুসন্ধান লইয়া তৎসম্পর্কে কমিশ্যনর সাহেবের যে কার্য করা উচিত সেই হয় তাহা কবিবার নিমিত্ত তাঁহাব নিকট ঐ ব্যাপারের রিপোর্ট করিবেন ইতি।

অন্তর্বিশেষে ভূমির রাজস্ব নূতন নিকপণ করিতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

১৩২ ধারা। বটন কবিবার সময়ে প্রাপ্যনা কি ভ্রম হওয়াতে, স্বতন্ত্র বোন মহালের পক্ষে ভূমির যে উপস্থিত দার্যা হইয়াছিল, ঐ মহাল যত টাকা রাজস্বের দায়ী করা গেল তত টাকা অনুযায়ী ঐ উপস্থিত দার্যা হয় নাই কিনা বোন স্বতন্ত্র মহালের ভূমির যত টাকা রাজস্ব দার্যা হইল, তাহা ঐ মহালের প্রতি অর্পিত ভূমির উপস্থিতের অনুযায়ী হয় নাকি, কমিশ্যনর সাহেবের কিম্বা বিষয়বিশেষে বোর্ডের সাহেবদের দ্বারা বটন যেকপে অনুমোদন হইবার তারিখাবধি দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের ছাড়াধমতে এই কথার প্রমাণ করা গেলে, তিনি এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, বটন বরণ সময়ে উক্ত প্রত্যেক মহালের যে উপস্থিত ছিল, তৎসময়ের যে প্রমাণ ও সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে তদমুসারে ঐ উপস্থিতের হিসাব দিয়া এই আইনের নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে উক্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মহালের ভূমির রাজস্ব নূতন কবিয়া দার্যা হয় ইতি।

যে মহালের কম রাজস্ব দার্যা হইয়াছে অতিরিক্ত রাজস্বের মহালের প্রতি তাহার টাকা ফিরিয়া দিবার কথা।

১৩৩ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ইহার পূর্ব ধারামতে স্বতন্ত্র কোন মহালের ভূমির রাজস্ব পুনরায় দার্যা করিবার আজ্ঞা করিলে, তিনি এই

আজ্ঞাও করিতে পারিবেন যে, কোন কোন মহালের কম ও কোন কোন মহালের অতিরিক্ত রাজস্ব ধাৰ্য্য হইয়া থাকিলে, যে যে মহালের কম রাজস্ব ধাৰ্য্য হইল দৃষ্ট হয়, তাহার ভূমাদিকারিরা যত বৎসর ঐ স্বতন্ত্র মহাল অধিকার করিলেন, তাহার প্রত্যেক বৎসরের নিমিত্ত, অতিরিক্ত রাজস্বের মহালের বৎসর বৎসর যত টাকা অতিরিক্ত ধাৰ্য্য হইল, সেই মহালের বিধিবদ্ধ ভূমাদিকারিদিগকে তত টাকা দিতে আদেশ পান। না দিলে ১৩৮ ধারার বিধানমতে ঐ টাকা আদায় হইতে পারিবে।

ঐযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব এই ধারামতে যে আজ্ঞা করেন, কোন আদালতে তাহার প্রতিবাদ হইতে পারিবে না চিহ্নিত।

এই আইনমতে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিবার কথা।

১৩৪ ধারা। এই আইনে ও এই আইন দ্বারা যে যে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিবার আদেশ থাকে, প্রকারান্তরেও স্পষ্টে আজ্ঞা না থাকিলে, কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে ও সে ডেপুটী কালেক্টর বন্টন করিতেছেন কি করিয়াছেন তাঁহার কাছারী ঘরে ও আদিম মহালের ভূমাদিকারিদেব মালকাছারী থাকিলে তথায় ও উক্ত মহালের অন্তর্গত এক কি কবেক প্রধান প্রধান গ্রামে ঐ জ্ঞাপনপত্রের নকল লাগাইয়া তাহা প্রচার করা যাইবে চিহ্নিত।

নোটিস জারী করিবার কথা।

১৩৫ ধারা। এই আইনে ও এই আইন দ্বারা কোন ব্যক্তিকে নোটিস দিবার আজ্ঞা থাকিলে তাহা এই এই প্রকারে দেওয়া যাইতে পারিবে,—

(১) যে ব্যক্তির নামে দেওয়া যায় তাঁহাকেই দেওয়া যাইতে পারিবে, তাঁহাকে দেওয়া যাইতে না পারিলে তিনি নিয়ত বাস করিয়া থাকেন তাঁহার কোন প্রকাশ্য স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে

কিন্তু যাহার নামে দেওয়া গেল, তাঁহার কোন আম মোক্তারকে কিনা ঐ কার্য্যপক্ষে অনা যে ব্যক্তি নিযুক্ত হইলেন তাঁহাকে, কিনা যে ব্যক্তির নামে নোটিস দেওয়া যায় তিনি এই আইনমতে বন্টনের সাধারণ কার্য্যপক্ষে যাহাকে মোক্তাররূপে নিযুক্ত করিলেন তাঁহাকে দেওয়া যাইবে, অথবা

(২) ঐ নোটিস বেজিষ্টরীপত্রে দিয়া তাঁহার শিরোনামা লিখিয়া তিনি যে স্থানে নিয়ত বাস করেন কিনা তাহাও সে নিবাস জানা আছে তথায় পাঠান যাইবে, কিনা

(৩) যাহার নামে নোটিস দেওয়া যায় তাঁহার কোন কাছারী ঘরে ঐ নোটিসের নকল লাগাইয়া দেওয়া যাইবে,

ও মালকাছারী পাওয়া না গেলে ও এই ধারায় উল্লিখিত অন্য কোন উপায়ে নোটিস দেওয়া যাইতে না পারিলে, যে মহালের বিষয়ে নোটিস হইল সেই মহালের কোন প্রকাশ্য স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

হুই কি তদধিক ব্যক্তি মহান বিভাগ করিয়া স্বতন্ত্র মহানস্বরূপ সাধারণে ভোগ করিবার জন্যে একত্র প্রার্থনা করিলে, এই ধারামতে ঐ নোটিস একত্র প্রার্থকদের কোন একজনকে দেওয়া গেলে ঐ সাধারণ প্রত্যেক জন প্রার্থককে ও সকল প্রার্থককে উপযুক্তমতে দেওয়া গেল এমত জ্ঞান করিতে হইবে ইতি।

কোন ভুল কি বর্ণনার ভ্রমশ্রুত এই আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্যের ব্যাঘাত না হওয়ার কথা।

১৩৬ ধারা। এই আইনের বিধানের ভাব ও মর্ম্মানুসারে কার্য করা গেলে, কোন ভুল হইলেও কিম্বা দাঁড়ার কোন ব্যতিক্রম হইলেও যদি তদ্বারা কোন ব্যক্তিব পক্ষের হানি না হইয়া থাকে কি হানির সম্ভব না হয়, তবে সেই ভ্রম কি দাঁড়ার ব্যতিক্রমহেতুক এই আইনমত আনুষ্ঠানিক কোন কার্যের ব্যাঘাত হইবে না।

এবং এই আইনমতে কোন জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিবার আদেশ থাকিলেও যদি তাহা প্রচার করিবার ক্ষতি হয়, কিম্বা যে মহালেব বিষয়ে নোটিস দিবার আদেশ হইল, কালেক্টর সাহেবের রেজিষ্টারী বহীতে সেই মহালের ভূমাদিকারী বলিয়া যাহার নাম লিপিবদ্ধ না থাকে তাহাকে যদিও নোটিস দেওয়া না যায়, তথাপি এই আইনমত আনুষ্ঠানিক কোন কার্যের ব্যাঘাত হইবে না ইতি।

নোটিস কি আদেশানুসারে কার্য না হইলে অর্থদণ্ডের কথা।

১৩৭ ধারা। কালেক্টর সাহেব কি ডেপুটী কালেক্টর এই আইনমতে কোন ভূমাদিকারী কি অন্য ব্যক্তিকে কোন কর্ম্ম করিবার আদেশ করিলে, ও এই আইনের বিধানমতে তাঁহাকে নোটিস দেওয়া গেলেও তিনি সেই নোটিসের নিরূপিত সময়ের মধ্যে ঐ আদেশানুসারে কার্য না করিলে, কালেক্টর সাহেব কিম্বা ডেপুটী কালেক্টর পক্ষাণ টাকার অনধিক যত টাকা উচিত বোধ করেন, তাঁহার তত টাকা দৈনিক অর্থদণ্ড ধার্য্য করিতে পারিবেন।

ও সেই আদেশমতে কার্য না হওন পর্য্যন্ত ঐ অর্থদণ্ড দিন দিন দিতে হইবে, ও ঐ অর্থদণ্ড হেতুক যে টাকা দেনা হয়, সেই অর্থদণ্ড ধার্য্য করার আজ্ঞার উপর আপীল উপস্থিত করা গেলেও, কালেক্টর সাহেব কি ডেপুটী কালেক্টর সময়ে সময়ে তাহা আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন।

পরন্তু উক্ত প্রকারের কোন আজ্ঞাক্রমে পাঁচ শত টাকার অধিক আদায় করা গেলে পর, কালেক্টর সাহেব কমিস্যনর সাহেবের নিকট সেই বিষয়ের বিশেষ রিপোর্ট করিবেন এবং কমিস্যনর সাহেবের আজ্ঞা না হইলে সেই অর্থদণ্ড হেতুক আর টাকা আদায় হইবে না ইতি।

কী প্রভৃতি বস্তুদেশীয় ১৮৬৮ সালের ৭ আইনমত দ'ওয়া বলিয়া জ্ঞান করিবার কথা।

১৩৮ ধারা। এই আইনে প্রচারাস্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, এই আইন

মতে কোন ব্যক্তির প্রতি যে সকল কী ও অর্থদণ্ড ও ধ্বংস ও অন্য টাকাদিবার আজ্ঞা হয়, তাহা পক্ষদেশীয় দাওয়া বলিয়। জ্ঞান হইবে ।

সাক্ষিদ্বিগকে কালেক্টর সাহেবের উপস্থিতি করাইবার ক্ষমতার কথা ।

১৩৯ ধারা । এই আইনমতে কোন অনুমোদন লাইবার জন্য কা'লেক্টর সাহেবের ও ডেপুটী কা'লেক্টরের প্রতি এই আইন দ্বারা যেহ ক্ষমতা বিশেষভাবে প্রদান করা গেল, তদ্বিম বেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যাবিধানের আইনমতে আদালত যেহ উপায় দ্বারা ও যেহ প্রকারে সাক্ষিদ্বিগকে উপস্থিত করাইতে ও দণ্ডীল আনাইতে পারেন, বহু দূর হইতে পাবে তত দূর ঐ কা'লেক্টর সাহেব ও ডেপুটী কা'লেক্টরও সেই উপায় দ্বারা ও সেই প্রকারে সাক্ষিদের নামে সমন দিয়া তাঁহাদিগকে বল পূর্বক উপস্থিত করাইতেও তাঁহাদের সাফ্য লটতে ও দণ্ডীল বলপূর্বক আনাইতে পারিবেন ইতি ।

ডেপুটী কালেক্টরের প্রতি যেহ ক্ষমতা ও কার্য অর্পিত হয় কালেক্টর

সাহেবের তদনুসারে কার্য করিতে পারিব'র কথা ।

১৪০ ধারা । এই আইনক্রমে ডেপুটী কা'লেক্টরের প্রতি যে সকল ক্ষমতা ও যেহ কার্য অর্পণ করা যায়, কালেক্টর সাহেব সেই ক্ষমতামত সেই কার্য নির্বাহ করিতে পারিবেন । তা'ও ডেপুটী কালেক্টর যে কার্য বা যে আজ্ঞা করেন তদ্বিম কালেক্টর সাহেবেব অনুমোদন করিবার অপেক্ষা থাকিবে, কিম্বা কালেক্টর সাহেবের নিকট তদ্বিম ধর আশীল হইতে পারিবে, এট আইনে যেহ স্থলে এট মাস্টার বিধান থাকে সেই সেই স্থলে যদি কালেক্টর সাহেব সেই কার্য কিম্বা সেই আজ্ঞা কবিয়া থাকেন তবে সেই কার্যটা তাঁহার অনুমোদিত বলিয়া নিম্ন বিষয় বিশেষে সেই আজ্ঞা আশীলক্রমে তাঁহার দৃঢ়ীকৃত বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি ।

কালেক্টরের ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতি গবর্ণমেন্টের কোনহ ক্ষমতা প্রদান করিবার কথা ।

১৪১ ধারা । কা'লেক্টর সাহেব কি ডেপুটী কা'লেক্টর আদমু মহালের বন্দোবস্ত করিলে, যৎকালের প্রচলিত যে আইনের বিধানমতে যে যে ক্ষমতাক্রমে কার্য কবিতে পারিতেন কি তাঁহাদের প্রতি যে যে ক্ষমতা প্রদান করা যাইতে পারিত, শ্রীযুত লেপটনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাঁহাদের প্রতি সেই সেই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন ।

কালেক্টর সাহেব কি ডেপুটী কা'লেক্টর কোন সময়ে ও কোন জিলায় যেহ মতালের বর্টন কার্যে নিযুক্ত থাকেন, উক্ত ক্ষমতা সাধাবন মতে সেই সকল মহালের উপলক্ষে কি বিশেষ মতে কোন বিশেষ মতালের উপলক্ষে প্রদান করা যাইতে পারিবে ইতি ।

কালেক্টর সাহেবের নিকট আশীলের কথা ।

১৪২ ধারা । ডেপুটী কা'লেক্টর নিয়লিপিত বোর্ড আজ্ঞা করিলে সেই আজ্ঞার

তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকট সেই আজ্ঞার উপর আপীল হইতে পারিবে,

(ক) আপত্তি উপস্থিত হওয়া প্রযুক্ত যে অহুসন্ধান পাওয়া যায় তাহার খরচ তাহার দিতে হইবে ৪১ ধারামতে ইহাব আজ্ঞা।

(খ) রপ্টনের কার্যাপক্ষে ৬৩ ধারামতে কোন কাগজ পত্র গ্রাহ্য কি স্বীকার করিবার আজ্ঞা।

(গ) ৬৮ ধারামতে উভয় পক্ষে কি মালিকদের বণ্টন স্থির রাখিতে সম্মত না হওয়ার আজ্ঞা।

(ঘ) ৮৯ ধারামতে ভূমির সীমা ও ভজ্জনা চিরকালের নিমিত্ত যে থাজানা দিতে হইবে ইহার নিরূপণার্থ আজ্ঞা।

(ঙ) ১৪ ধারামতে সাধারণ প্রার্থনাদেব প্রার্থনারূপে বণ্টন কবিত্তে সম্মত না হওয়ার আজ্ঞা।

(চ) নিষ্কর ভূমি বিষয়ে ১১০ ধারামত আজ্ঞা কি তালুকের অন্তর্গত ভূমি বিষয়ে ১১১ ধারামত আজ্ঞা।

(ছ) ১৩৭ ধারামতে অর্থদণ্ড ধার্য করিবার আজ্ঞা ইতি।

কমিশনের সাহেবের নিকট আপীলের কথা।

১৪৩ ধারা। কালেক্টর সাহেব নিম্নলিখিত যে আজ্ঞা করেন তাহা প্রথম স্থলেই কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞা হইলে কি ডেপুটী কালেক্টরের আজ্ঞার উপর আপীল হইয়া সেই আজ্ঞা হইলেও তাহাব তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে কমিশনের সাহেবের নিকটে সেই আজ্ঞার উপর আপীল উপস্থিত করা যাইতে পারিবে, কি কমিশনের সাহেবের নিকট অর্পণ করিবার জন্য কালেক্টর সাহেবের নিকট উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

(ক) যে আজ্ঞাব ফলে মহাল বণ্টন করিবার কি তাহার এক অংশ স্বতন্ত্র করিবার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয়, কি প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে পর বণ্টন কি স্বতন্ত্র কবণার্থ কার্য রহিত করিবার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয় সেই আজ্ঞা।

(খ) ৩১ ধারামতে বণ্টন কি স্বতন্ত্র করিবার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা।

[খ] ৬৩ ধারামতে বণ্টনের কার্যাপক্ষে কোন কাগজ পত্র গ্রাহ্য কি স্বীকার করিবার আজ্ঞা।

(ঘ) উভয় পক্ষ কি মালিকেরা যে বণ্টন করেন ৬৮ ধারামতে তাহা স্থির করিতে সম্মত না হওয়ার আজ্ঞা।

(ঙ) ৭৫ ধারামতে বণ্টন করিবার সাধারণ নিয়ম অগ্রাহ্য কি সংশোধন কি অহুমোদন করিবার আজ্ঞা।

(চ) ডেপুটি কমিশনার যে বন্টন পত্র করেন, ৮১ ধারামতে তাহা সংশোধন করিয়া কি সংশোধন বিনা অনুমোদন করণের কি সেই বন্টনপত্র সংশোধন করিবার কি নূতন বন্টনপত্র প্রস্তুত করিবার আদেশ দেওনের কি নূতন বন্টনপত্র করণের আজ্ঞা ।

(ছ) ৮২ ধারামতে ভূমির সীমা ও তজ্জন্যে চিরকাপের নিমিত্ত যে খাজানা দিতে হইবে ইহা নিরূপণার্থ আজ্ঞা ।

(জ) আণোসে যে বিভাগ হইয়া আছে, তদনুসারে বন্টন হইবার অনুমতি দিতে ১০২ ধারামতে সম্মত না হওয়ার আজ্ঞা ।

(ঝ) (১১০) ধারামতে নিক্ষেপ ভূমি বিষয়ক কি ১১১ ধারামতে তালুকের অন্তর্গত ভূমি বিষয়ক আজ্ঞা ।

(ঞ) যে মহালের বন্টন হইতেছে তাহার ভূমিদারিদের ও অন্য এক কি কয়েক মহালের ভূমিদারিদের মধ্যে যে ভূমির সাধারণ ভোগ হইতেছে ১১৪ ধারামতে সেই ভূমির এতদংশ ঐ বন্টনীয় মহালে নিরূপণ হওয়া অনুমোদন করণের কি না করণের আজ্ঞা ।

(ট) ভূমি সম্পর্কীয় বিবাদ বি সম্বন্ধ বিষয়ক ১১৬ ধারামতে আজ্ঞা ।

(ঠ) ১৩৭ ধারামতে অর্থদণ্ড ধার্য্য করণের কি যে অর্থদণ্ড ধার্য্য হইল তাহা স্থির করণের আজ্ঞা ।

(ড) পঞ্চাশ টাকার অধিক অর্থদণ্ড ধার্য্য করণের কি পঞ্চাশ টাকার অধিক খরচ দিবার আদেশ বরণের আজ্ঞা ।

রেবেনিউ বোর্ডে আপীলের কথা ।

১৪৪ ধারা । কমিশনার সাহেবের যে আজ্ঞা ক্রমে কালেক্টর সাহেবের নিয়ম লিখিত কোন আজ্ঞা স্থির কি মতান্তর কি অসিদ্ধ করা যায় সেই আজ্ঞার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে সেই আজ্ঞার উপরে বোর্ডে আপীল উপস্থিত করা যাইতে কি বোর্ডে পাঠাইবার জন্য কমিশনার সাহেবের নিকট উপস্থিত করা যাইতে পারিবে । বিশেষতঃ ।

(ক) যে আজ্ঞার ফলে, মহাল বন্টন করিবার কি একাংশ স্বতন্ত্র করিবার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয়, কি প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে পর বন্টন কি স্বতন্ত্র করণার্থ কার্য্য রহিত করা যায় সেই আজ্ঞা ।

(খ) ৩১ ধারামতে বন্টন কি স্বতন্ত্র করিবার প্রার্থনা গ্রাহ্য করণের আজ্ঞা ।

(গ) ৬৩ ধারামতে বন্টনের কার্য্যের নিমিত্ত কোন কাগজপত্র গ্রাহ্য কি স্বীকার করণের আজ্ঞা ।

(ঘ) যে মহাল বণ্টন হইতেছে তাহার ভূম্যধিকারিদের ও অন্য এক কি আরেক মহালের ভূম্যধিকারিদের মধ্যে যে ভূমির সাধারণ ভোগ হইতেছে, ১১৪ ধারামতে সেই ভূমির একাংশ ঐ বণ্টনীয় মহালে নিকপণ হওয়া অসম্মোদন করণের বা না করণের আজ্ঞা।

এবং কমিশনের সাহেবের এই এই আজ্ঞার উপর,—

(ঙ) অংশাংশমতে কোন ভূম্যধিকারি বণ্টনের পরে যে অংশ দেওয়া উচিত তদপেক্ষা তাঁহার পাঁচ শত টাকার অধিক দিবার আজ্ঞা হইলেও ৪০ ধারামতে তাহার সেই অধিকাংশ দিবার আজ্ঞা।

(চ) যে মহালের বণ্টন হইতেছে তন্নিম্ন কোম মহালের ভূম্যধিকারি ১১৩ ধারামতে পাঁচ শত টাকার অধিক দিবার যে আজ্ঞা হয় সেই আজ্ঞা।

(ছ) কালেক্টর সাহেব যে বণ্টনপত্র করিলেন ১১৮ কি ১২০ ধারামতে তাহার দ্বারা রাখিবার কি ১২০ ধারামতে তাহা মস্তুত কি অসিদ্ধ করিবার আজ্ঞা।

(জ) পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড ধার্য্য করণের আজ্ঞা, কি যে আজ্ঞা মতে ঐ দণ্ড ধার্য্য হইল তাহা দূতীকরণের আজ্ঞা, কি পাঁচ শত টাকার অধিক ধরচ দিবার আজ্ঞা করণের কি দূতীকরণের আজ্ঞা ইতি।

এই আইনমতে যে আজ্ঞা করা যায় তাহার উপর আপীল হইতে না পারিবার কথা।

১৪৫ ধারা। এই আইন মতে কোন কর্তৃপক্ষ যে আজ্ঞা করেন, তাহার উপর টহার পূর্বে তিন ধারার নির্দিষ্ট স্থল ভিন্ন আপীল করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া আপীল হইতে পারিবে না। কিন্তু এই আইনমতে প্রত্যেক ডেপুটী কালেক্টর যে কার্য্য-আমুষ্ঠান ও যে আজ্ঞা করেন, তাহা কালেক্টর সাহেবের তত্ত্বাবধীন ও কর্তৃত্বাধীন থাকিবে। প্রত্যেক ডেপুটী কালেক্টর ও কালেক্টর সাহেবের আনুষ্ঠানিক কার্য্য ও আজ্ঞা কমিশন সাহেবের তত্ত্বাবধীন ও কর্তৃত্বাধীন থাকিবে, ও রাজস্ব সংক্রান্ত সকল কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক কার্য্য ও আজ্ঞা বোর্ডের তত্ত্বাবধীন ও কর্তৃত্বাধীন থাকিবে।

এবং আইনমতে যে কোন আজ্ঞা ও যে কোন কার্য্য করা যায়, ১২৩ ধারার বিধানমতে নানা ভূম্যধিকারিদিগকে আপনং স্বতন্ত্র মহালের দখল দেওয়ার পূর্বে কোন সময়ে তত্ত্বাবধারী ও কর্তৃত্বকাবী কর্তৃপক্ষ দ্বারা সেই আজ্ঞা কি কার্য্য মতান্তর কি সংশোধন কি অসিদ্ধ করা যাইতে পারিবে। কিন্তু ইং ১৮৭৬ ধারার নির্দিষ্ট স্থলভিন্ন, দখল দেওয়ার পর হইতে পারিবে না ইতি।

দখল দণ্ডন সম্পর্কে যে কার্য্য করা যায় দখল দিবার তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে তাহা অসিদ্ধ হইতে পারিবার কথা।

“১৪৬ ধারা। ১২৩ ধারার বিধানমতে ভূম্যধিকারিদিগকে আপনং স্বতন্ত্র

মহালের মণল দেওনার্থে রাণবের কোন কার্যকারকের যে কার্য্যাহুষ্ঠান হয়, সেই দখল দেওয়ার তারিখাবধি তিন মাসের মধ্যে রাজস্বসংক্রান্ত ও স্বাব্যবহারী ও কর্তৃত্বকারী কার্য্যকারক সেই আনুষ্ঠানিক কার্য্য আপনায় বিবেচনার্থে আহুে বলিয়া আজ্ঞা প্রকাশ করিলে, তিনি পূর্ণাঙ্গ বিধানমতে সেই আনুষ্ঠানিক কার্য্য কিম্বা সংশোধন করিতে পারিবেন ।

ঐ আজ্ঞা জিলার কাশেক্টর সাহেবের নিকট জ্ঞাত করা যাইবে, ও তিনি জাপন-পত্র দ্বারা ১০৫ ধারাব বিধানমতে ঐ আজ্ঞা প্রকাশ করাইবেন ইতি ।

আপীল হইলে খবচার আজ্ঞার কথা ।

১৪৭ ধারা । এই আইনমতে কমিস্যনর সাহেবের নিকটে আপীল হইলে তিনি, ও বোর্ডের নিকটে আপীল হইলে সেই বোর্ডের সাহেবেরা ঐ আপীলের খরচ দেও-নের বিষয়ে যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন ইতি ।

এই আইনমতে যে কার্য্যকারকদের বিচারাপিত্য থাকে মিথ্যা সাক্ষ্য বিষয়ে তাহাদের ক্ষমতার কথা ।

১৪৮ ধারা । এষ্ট আইনমতে কাশেক্টর সাহেব কিম্বা অন্য কর্তৃত্বক্ষ যে মোকদ্দমার বিচারাপিত্য করেন, সেই মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় দণ্ড-বিধির আইনের নির্ণীত অর্থানুসারে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনের কি প্রাপ্ত করণের কিম্বা কালকরণের কিম্বা ঐ অপরাধের সত্যতা করণের অপরাধ হইলে, দেওয়ানী আদালতের সম্মুখে কি তাহার বিপক্ষে তজ্জগ কোন অপরাধ করা গেলে কিম্বা ঐ আদালতের কোন কার্য্যাহুষ্ঠান সময়ে বাহা জাল করা গেণি হয়, এমন দলীল প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করা গেলে যৌদ্ধদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনমতে ঐ আদালতের প্রতি যে২ ক্ষমতা প্রদান করা গেল, উক্ত অপরাধবিষয়ে ও যে ব্যক্তির নামে ঐ অপরাধের অভিযোগ হয়, সেই ব্যক্তির বিষয়ে ঐ কাশেক্টর সাহেবের কি অন্য কর্তৃত্বক্ষের সেই২ ক্ষমতা থাকিবে ইতি ।

রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যকারকদের যে২ আজ্ঞা দেওয়ানী মোকদ্দমা করিয়া অসিদ্ধ করা যাইতে না পারে তাহার কথা ।

১৪৯ ধারা । রাজস্ব সংক্রান্ত কোন কার্য্যকারকের এই২ আজ্ঞা,—

(ক) ১১ ধারার উল্লিখিত কারণে বন্টন হইবার অনুমতি দিতে সম্মত না হওয়ার আজ্ঞা ।

(খ) ২০ ধারামত প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য কি সংশোধন করণের আদেশরূপ আজ্ঞা ।

(গ) ৩২ ধারার প্রথম প্রকরণমতে আজ্ঞা ।

(ঘ) চতুর্থ কি পঞ্চম কি ষষ্ঠ কি সপ্তম কিম্বা ইহার পশ্চাৎ ধারার নির্দিষ্ট স্থল ভিন্ন অষ্টম কি নবম ভাগানুযায়ী আজ্ঞা

(ঙ) অর্থদণ্ড শাস্য করণের আজ্ঞা

(ছ) ১৪৭ ধারামতে কোন আপীলের খরচ দেওন বিষয়ক আজ্ঞা

কোন আদালতে মোকদ্দমা করিয়া কিম্বা এই আইনের স্পষ্ট বিধানমতে না হইলে কোন প্রকারে প্রতিবাদ কি অসিদ্ধ করা যাইতে পারিবে না ইতি।

রাজস্ব সংক্রান্ত কার্যকারকের আজ্ঞা অসিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা যেমলে উপস্থিত করা যাইতে পারে তাহার কথা।

১৫০ ধারা। ইহার পূর্বে ধারার (ঘ) প্রকরণে ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও, হুই কি অধিক মহালের মতো যে ভূমির সাধারণ ভোগ হইত, রাজস্বের কোন কর্তৃপক্ষের ১১২ কি ১১৪ ধারামত আজ্ঞাক্রমে সেই ভূমিতে কোন ব্যক্তির প্রতি যে পরিমাণের স্বার্থ নিকুণ্য করা যায় তিনি তদধিক স্বার্থের দাওয়া করিলে,

এবং কোন ব্যক্তি ১১৬ ধারামতে রাজস্বের কোন কর্তৃপক্ষের আজ্ঞাক্রমে ক্ষতি-গ্রস্ত হইলে,

তিনি উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতে ঐ কর্তৃপক্ষের সেই আজ্ঞা মতান্তর কি অসিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন ইতি।

স্পেকটেনেট গবর্নর সাহেবের উপদেশানুসারে রেভিনিউ বোর্ডের কার্য করিতে হইবার কথা।

১৫১ ধারা। এই আইনে বোর্ডের সাহেবদের প্রতি যে২ কার্যার্পণ করা গেল তাঁহারা সময়ে সময়ে শ্রীমত স্পেকটেনেট গবর্নর সাহেবের স্থানে যে২ আজ্ঞা ও উপদেশ পান তাহানুসারে সেই সেই কার্য সম্পাদন করিবেন ইতি।

বোর্ডের বিধি করিতে পারিবার কথা।

১৫২ ধারা। বোর্ডের সাহেবেবা সমস্ত সমাধ এই২ বিষয়ের বিধি করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা এই আইনের অঙ্গভূত না হয়।

(ক) বন্টন কারিবার খবরচব ও বন্টনকার্য সম্পর্কে যত ফী লইতে হইবে তাহার বিধান, ও ভূমিধিকারিদের স্থান অংশাংশমতে তাহা লওয়ার বিধান, এবং চতুর্থ অধ্যায়মতে তাহা যত টাকা কিস্তি করিয়া যে যে সময়ে আদায় করা যাইবে তাহার বিধান।

(খ) ৪৫ ধারামতে মহালের বন্টন সংক্রান্ত যে তহবিল করা যায় তাহার আয়ের ব্যয়ের ও অধ্যাক্ষতা করার বিধান।

(গ) চতুর্থ অধ্যায়মতে যে আধীনেরা ও অন্য অধীন যে আমলাগণ নিযুক্ত হন তাঁহাদের কর্ম ও পারিশ্রমিক দেওনের বিধান, ও যে কর্তৃপক্ষ বন্টন করেন তিনি যাহাতে ঐ২ আমলাদের কার্যের সন্ধান জানিয়া থাকিতে ও তাঁহাদের উপর উপযুক্তমতে কর্তৃত্ব রাপিতে পারেন এমত বিধান।

(ব) ৬৬৪৭৭ ধারামতে বন্টনপত্র যে পাঠানুসারে লেখা যাইবে তাহার বিধান ।

(ড) এবং এই আইনমতে বন্টনের কার্য্যকরণ পক্ষে কর্তৃপক্ষদের কার্য্যপদ্ধতি দর্শাণমার্থ অন্যান্য বিধান ইতি ।

তফসীল ।

[২ ধারা দেখ ।]

সাল ও নম্বর ।	বিষয় কি সংক্ষেপ নাম ।	যত দূর রহিত করা গেল ।
১৮১১ সা ১১ আ..	কোন জমীর জমা পুনরায় বন্দো- বস্ত কারিব্যয় মিষাদ বৃদ্ধি করি- বার আইন ।	যে অংশ পূর্বে রহিত হয় নাই ।
১৮১৪ সা ১৯ আ ..	মহালের বন্টন বিষয়ক আইন সংগ্রহ করণার্থ আইন ।	ঐ
১৮৩৩ সা ২০ আ...	বাঁটিওয়ারী অসিদ্ধ করণার্থ আইন ।	ঐ
১৮৩৮ সা ১১ আ..	বাঁহাবা বন্টনকার্য্য করেন তাঁহা- দের মেহনতানাবিষয়ক আইন ।	ঐ

সম্পূর্ণ ।

হজুর কৌন্সিলে বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত পেন্সিওনেট গবর্ণর সাহেবের পক্ষাৎ লিখিত
আইনে শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর ১৮৬২ সালের ৮ মে
তারিখে স্বীয় সন্মতি প্রকাশ করেন। তাহা সৰ্বসাধারণের জ্ঞাপনার্থে
এইক্ষণে প্রকাশ করা যাইতেছে।

১৮৬২ সালের ৮ আইন।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অধীন দেশে জমিদারী ডাকের স্থানিয়ম
করিবার আইন।

হেতুবাদ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অধীন জিলার পোলিসের কার্যকারকদের ও পো-
লিস থানার ও মাজিষ্ট্রেট কার্যকারকদের মধ্যে সরকারী কর্মের পত্রাদি চালান
করিবার নিয়মের দোষ আছে ও তাহা বেদোড়া ও অনিশ্চিত। ও সেই নিয়ম
সংশোধন করা ও পূর্ণীকরণ উত্তম করা বিহিত। এই কারণে পক্ষাৎ লিখিত
বিধান হইল।

[১৮১৭ সালের ২০ আইনের ১০ ধারা রহিত হইবার কথা।]

১ ধারা। ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ১০ ধারা বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অ-
ধীন জিলা ও প্রদেশসম্পর্কে রহিত হইল ইতি।

[ডাক দৌড়িয়ার নিয়ম ও অপদস্থ করণ ও তাহাদের বেতন নির্ধারণ করণের
ভার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত অন্য ব্যক্তির
প্রতি অর্পিত হওয়ার কথা।]

২ ধারা। পোলিসের কার্যকারকদের ও পোলিস থানার এবং জিলার
মাজিষ্ট্রেট সাহেবদের কি মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকদের মধ্যে কাগজ ও
পত্র ও পুলিশ ও লেখাপড়া লইয়া গমনাগমনার্থে যে ডাক দৌড়িয়াগণের ও
অন্য ব্যক্তিদের আবশ্যক হয়, তাহাদিগকে নিযুক্ত ও স্থানান্তর করণের ও
তাহাদের বেতন দেওনের ভার প্রত্যেক জিলার কেবল মাজিষ্ট্রেট সাহেবের,
কিম্বা অন্য যে কার্যকারকে গবর্ণমেন্ট সময়ে নিযুক্ত করেন তাহার প্রতি অ-
র্পিত হইবে ইতি।

[জমিদারী ডাকের খরচ পোষাইবার তহবীল করিবার কথা।]

৩ ধারা। প্রত্যেক জিলার মধ্যে জমিদারী ডাকদ্বারা কার্য সফলরূপে চা-

লাইবার নিমিত্তে যে আমলাদিগকে রাখিতে হয়, তাহাদের বেতন দিবার প্রয়োজনীয় টাকা জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব, কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারককে গ-বর্ণমেন্ট সময়ে নিযুক্ত করিয়া থাকিবেন তিনি, ঐ জিলার অন্তর্গত ভূমির সদর মালওয়ার সকল জমিদারের ও সদর ইজারদারের ও অন্য ব্যক্তিদের স্থানে প-শাং লিখিত মতে আদায় করিতে পারিবেন ইতি ।

[গবর্ণমেন্টের ডাক যে স্থানে থাকে সেই স্থানে জমিদারী ডাক না হইবার কথা ।]

৪ ধারা । কিন্তু কোন দুই স্থানের মধ্যে যে সময়ে গবর্ণমেন্টের ডাক চলিতেছে সেই সময়ে এই আইনমতে ঐ দুই স্থানের মধ্যে জমিদারী ডাক স্থাপন হইবে না ইতি ।

[সর্বস্বক যত টাকা আবশ্যক তাহা নির্দ্ধারিত হইয়া ঐ টাকা দিবার যোগ্য ব্যক্তিদের সদর জমার উপর হারহারীমতে ধার্য্য হইবার কথা ।]

৫ ধারা । কোন জিলার জমিদারী ডাকদার কার্য্য সফলকপে হইবার জন্য প্রতি বৎসরে সর্বস্বক যত টাকা আবশ্যক, তাহা মাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা পু-রক্সোক্ত অন্য কার্য্যকারক তৎপূর্ব বৎসরের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিনে কি তাহার পূর্ব নির্দ্ধার্য্য করিয়া এলাকার কমিস্যনর সাহেবের গ্রাহ্য কি সং-শোধন করিবার জন্য অর্পণ করিবেন । পরে যে ব্যক্তিরা সেই টাকা পূর্বক্সো-মতে দিবার যোগ্য হন, তাহাদের সদর জমা বুঝিয়া প্রত্যেক জনের যত দিতে হইবে তাহা ধার্য্য করিবেন ও সেই টাকা দিবার তাবিখ নিরূপণ করিবেন ইতি ।

[যত টাকা আদায় করিতে হইবে ও প্রত্যেক জনের যত টাকা ধার্য্য হয় ও যে দিনে দিতে হইবে, তাহার সম্বাদ দিবার কথা ।]

৬ ধারা । আগামী বৎসরে যত টাকা আদায় করিতে হইবে, ও সেই টাকা দিবার যোগ্য প্রত্যেক ব্যক্তির যত দিতে হইবে, ও তাহা দিবার যে২ দিন নিরূপণ হয়, এই সকল কথায় জ্ঞাপকপত্র, প্রথম ছয় মাসের টাকা দিবার নিরূপিত দিনের অন্তান পঞ্চদশ দিন থাকিলে, জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের কিম্বা পূর্বক্সোক্ত অন্য কার্য্যকারকের কাছারীতে ও কালেক্টরী কাছারীতে লটকাইয়া দেওয়া যাইবে ইতি ।

কোন এক ব্যক্তির উপর বৎসরে ৪০ টাকার অধিক ধার্য্য হইলে কমিস্যনর সাহেবের নিকটে আপীলের কথা ও বর্জিত কথা ।

৭ ধারা । যদি কোন মাজিস্ট্রেট সাহেব কি পূর্বক্সোক্ত অন্য কার্য্যকারক এই আইনের ৫ ধারামতে কোন এক ব্যক্তির উপর বৎসরে চল্লিশ টাকার অধিক ধার্য্য হইবার আজ্ঞা করেন, তবে সেই আজ্ঞার উপর এলাকার কমিস্যনর সাহেবের

নিকট আপীল হইতে পারিবে। কিন্তু টাকা ধার্য হইবার যে আপনপত্রের উপর আপীল হয়, তাহা মাজিস্ট্রেট সাহেবের কি উক্ত অন্য কার্যকারকের কাছারীতে লটকান যাইবার তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে কমিশ্যনর সাহেবের নিকট আপীল হইতে পারিবে ইতি।

[টাকা হইতে মুক্ত হওনের কথা।]

৮ ধারা। যে কোন ব্যক্তির কোন এক জিয়ার অন্তর্গত মহালের মদর জমা বৎসরে পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয়, তাহার এই আইনমতের নির্ধারিত টাকা দিতে না হইবার আজ্ঞা করিবা ঐ মাজিস্ট্রেট সাহেব কি পূর্বোক্ত অন্য কার্যকারক তাহাকে মুক্ত করিতে পারিবেন ইতি।

ছয় মাসের ঐ টাকা আগাম দিতে হইবা, ও না দিলে দ্বিগুণ আদায় হইবার কথা ও বর্ণিত কথা।

৯ ধারা। এই আইনমতে যে সকল টাকা আদায় হইতে পারে সেই টাকা যে ব্যক্তিদেব দিতে হয়, তাহার চব্বিশ মাসে জিয়ার খাজানাখানায় আগাম দিবেন। ও এই আইনমত ধার্যকর কোন টাকা যে কোন ব্যক্তির কিস্তি তাহার জ্ঞানবিশেষের যে গোমস্তার দিতে হয়, তিনি যদি সেই টাকা দিতে স্বীকার না করেন, কিম্বা সেই টাকা দিবার নিরূপিত দিনের পর ত্রিশ দিন পর্যন্ত দিতে শৈথিল্য করেন, তবে তাহার সেইরূপ নির্ধারিত টাকার দ্বিগুণ দিবা অজ্ঞা হইতে পারিবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের ৭ ধারাক্রমে কোন আপীল উপস্থিত করেন, তবে সেই আপীলী মোকদ্দমা যত কাল নিষ্পত্তি না হয়, তত কাল পর্যন্ত প্রথমে তাহার যত টাকা নির্ধার্য হইয়াছিল তাহার দ্বিগুণ দিবার যোগ্য হইবে ইতি।

উদ্ধৃত টাকা আগামী বৎসরের হিসাবে জমা করিবার কথা।

১০ ধারা। কোন বৎসরের কর্ণের নিমিত্তে যত টাকা আদায় হয়, তাহা সমুদয় যদি সেই বৎসরের কর্ণে বায় না হয়, তবে সেই উদ্ধৃত টাকা তাহার পর বৎসরের জমিদারী ডাকের হিসাবে জমা হইবে, ও সেই বৎসরের কর্ণের নিমিত্তে এই আইনমতে যত টাকা আদায় করিতে হইবে তাহার মধ্যে ঐ উদ্ধৃত টাকা ধরিতে হইবে। ও যখন তাহার পূর্বের ধারামতে দ্বিগুণ টাকা আদায় হয়, তখন তাহার স্থানে আদায় হইয়াছিল তাহার আদৌ নির্ধারিত টাকার অতিরিক্ত টাকাও তৎপর বৎসরের হিসাবে জমা হইবে ও সেই টাকা অমুসারে ঐ বৎসরের আদায় টাকা ন্যূন করিয়া ধরিতে হইবে ইতি।

[সাধারণ বিধি গবর্ণমেন্টের করিবার কথা।]

১১ ধারা। এই আইনমতে যে ডাক স্থাপন হয়, তাহার কার্যকারকদের কার্যের ও সেই ডাক দ্বারা পত্রাদি চালান করিবার সাধারণ বিধি গবর্ণমেন্ট সময়ে কবিত্তে পারিবেন। কিন্তু সেই বিধি এট আইনের বিধানের, কিংবা (ডাক ঘরের কক্ষ নির্বাহার্থ) ডাকের মাসুলের বিধান করণার্থ ডাক ঘরের বিক্রে অপবাদের দণ্ড করণার্থ ১৮৫৪ সালের ১৭ আইনের বিধানের, কিংবা হজুর কোর্সেসে ভারতবর্ষে প্রযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর ঐ আইনক্রমে যে কোন বিধান করেন তাহার অসম্মত না হয় ইতি।

জমিদারদের ও পেটাত প্রজাদের মধ্যে যে করার হয় তাহার সঙ্গে এই আইনের কোন সংশ্রব না থাকার কথা।

১২ ধারা। কোন জমিদার আপনাব অধীন কোন দখলকারের সঙ্গে যে কোন চুক্তি কি করার কবিসাছেন কি করিবেন, তাহার সঙ্গে এই আইনের কোন প্রকারে সংশ্রব নাই ও তাহা এই আইনদ্বারা পরিবর্তন হইবে না ইতি।

এই আইন আগামী ডিসেম্বর মাসের প্রথমাবধি প্রচলিত হইবার কথা।

১৩ ধারা। এই আইন আগামী ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিবসাবধি প্রচলিত হইবে ইতি।

সম্পূর্ণ।

সাধারণ খেয়া সম্বন্ধীয় ।

১৮১২ সালের ৬ আইন ।

হেতুবাদ ।

১৮১৬ সালের ১২ আইন দ্বারা সম্পূর্ণ ফল লাভ না হওয়ায় পুলিশের সুব্যবস্থায় নিমিত্ত পথিকদিগের গমনাগমনেব সুবিধা ও বানিজ্য কার্যের দৌর্য্যার্থে নিয়মিত নিয়মাবলী প্রস্তুত হইল ।

খেয়ার তত্ত্বাবধান কার্য এখন হইতে জয়েন্টমাজিস্ট্রেট ও মাজিস্ট্রেটের হস্তে রহিল ।

২য় ধারা । এখন হইতে কালেক্টরেবা সাধারণ খেয়া বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না । উহার তত্ত্বাবধান কার্য অতঃপর জয়েন্ট মাজিস্ট্রেটের হস্তে থাকিবে ।

সাধারণ খেয়ার বিবরণ ।

৩য় ধারা । প্রথমঃ যে ঘাট জয়েন্ট মাজিস্ট্রেট বা মাজিস্ট্রেটের অধীনস্থ সদর ষ্টেশনের ধারে বা নিকটে অথবা যে ঘাট সামগ্রিক পথ বা যে পথে অধিক লোক গমনাগমন করে তাহার মধ্যে পড়ে, সেই ঘাটকেই খেয়া ঘাট বলে । ইহা বাতীক ও যে ঘাট কোন বিশেষ কারণে জয়েন্ট মাজিস্ট্রেট বা মাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে থাকা আবশ্যক বলিয়া চিহ্নিত হয় তাহাকেই সাধারণ খেয়া ঘাট বলে ।

গবর্ণমেন্টের অনুমতি ব্যতীত কোন মাজিস্ট্রেট বা জয়েন্টমাজিস্ট্রেট খেয়ার ভার

লইবেন না ।

দ্বিতীয়ঃ সময়ে সময়ে কোন কোন ঘাট খেয়াঘাট বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহার নির্ধারণের ক্ষমতা গবর্ণমেন্ট নিজের হস্তেই রাখিলেন । যে সকল ঘাট গবর্ণমেন্ট কর্তৃক খেয়া ঘাট বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহা মাজিস্ট্রেট বা জয়েন্টমাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে থাকিবে । যে খেয়াঘাট কালেক্টর সাহেবের খাসে নাই বা কালেক্টর সাহেব কর্তৃক বাহার জমা বন্দোবস্ত হয় নাই বা অন্য কোন রূপে বাহার উপর কর দায়ী হয় নাই এক্ষণ কোন খেয়া তত্ত্বাবধানের ভার কোন মাজিস্ট্রেট বা জয়েন্ট মাজিস্ট্রেট গবর্ণমেন্টের আদেশ বিনা গ্রহণ করিবেন না ।

পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট দ্বারা খেয়াঘাটের তালিকা গবর্ণমেন্টের নিকট পাঠাইতে

হইবে ।

তৃতীয়ঃ । মাজিস্ট্রেট ও জয়েন্ট মাজিস্ট্রেটের কর্তব্য যে পূর্ণোক্ত নিয়মা মুসারে যে সকল খেয়াঘাট তাহাদিগের বিবেচনার সাধারণ খেয়াঘাট বলিয়া বিবে-

চিত্র হইবে, তাহার তালিকা করিয়া পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট যোগে গবর্ণমেন্টের
বিদিতার্থ ও আদেশার্থ পাঠাইয়া দেন।

মাজিষ্ট্রেট বা জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ইজারাদার নিম্ন প্যারাণি পয়সার হারের নির্ধারণ
ও পারের নৌকার সংখ্যা স্থির করিয়া দিবেন।

৪র্থ ধারা। প্রথমতঃ প্যারাণি পয়সার জিষ্ঠা লইবার উপযুক্ত লোক নির্ধারণের
ভার মাজিষ্ট্রেট ও জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেটের হস্তে রহিল। প্রত্যেক প্যারাণি পয়সার
প্যারাণি পয়সার হার হওয়া উচিত তাঁহা। তাহা স্থির করিয়া দিবেন। প্রত্যেক
প্যারাণি পয়সার কত সংখ্যক এবং কিরূপ প্রকারের নৌকা রাখা উচিত এবং যাহাতে
লোকের উপর জুলুম না হয় ও পুলিশের কার্যকারিতা বাড়ে এবং সাধারণের
সুবিধা বাড়ে অথচ বিপদ না ঘটে এসকলের সুব্যবস্থা মাজিষ্ট্রেট ও জয়েন্ট মাজি
ষ্ট্রেটই করিবেন।

যে যে কারণে মাকি বা ইজারাদার পদচ্যুত হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ। কোন মাকি বা খেয়ার অধ্যক্ষ ইচ্ছাপূর্বক পূর্বোক্ত কোন নিয়ম
ভঙ্গ করিলে মাজিষ্ট্রেট ও জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট তাহার প্রমাণ লইয়া তাহাদিগকে বন্ধ্যস্ত
করিতে পারিবেন। এই সকল কার্য যদি অন্য কোন আদিনি অপরাধ বলিয়া গণ্য
হয়, এই পদচ্যুতি মে অপরাধজনিত দণ্ডের বাধক নহে।

কাছাদিগের প্যারাণি লাগিবে না।

তৃতীয়তঃ। মাকি বা অন্য কোন লোক বাহার চাঁতে খেয়াঘাটের প্যারাণি
অদ্যের ভার থাকে তাহাদিগকে সামরিক ড্রাসামজী ও লটবহর সমেত গবর্ণ
মেন্টের সৈন্য পুলিশ কর্মচারী এ অন্যান্য দেশীয় রাজকর্মচারী বাহারা রাজকীয়
কার্যে নিযুক্ত আছে ইহাদিগকে বিনা পাবানীতে পার করিয়া দিতে হইবে।

সাধারণের খেয়াঘানের সহিকরা তালিকা মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কাছাতিতে ও থানা
টাকাইয়া দিতে হইবে।

৫ম ধারা। যাবতীয় সাধারণ প্যারাণি পয়সার তালিকা মাজিষ্ট্রেট বা জয়েন্ট মাজি
ষ্ট্রেট কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইলে তাহাদিগের ও কালেক্টরের কাছাতিতে ও জেলা
থানা সকল প্রকাশ্যস্থলে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে।

সাধারণ খেয়াঘাটের পূর্ব স্বত্বাধিকার গবর্ণমেন্টের হস্তে রহিল। সাধারণের খেয়াঘাটের
সিকট অন্য খেয়া রাখা নিষিদ্ধ হইল। যদি কেহ ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়,

তাহার ক্ষতি পুরণের ব্যবস্থা।

* ৬ষ্ঠ ধারা। প্রথমতঃ সাধারণ খেয়াঘাটের স্বত্বাধিকার গবর্ণমেন্টের হস্তে রহিল

* ১৮৩৬ সালের (বে. কা.) ১ আইন দ্বারা পরিবর্তিত হইয়াছে।

মাজিস্ট্রেটের অল্পমতি ব্যতীত কেহই সাধারণ খেয়াঘাটের নিকটে খেয়া রাখিতে পারিবে না। যে খেয়াঘাট পূর্বে কোন ব্যক্তিবিশেষের হস্তে ছিল অথবা যে খেয়া ঘাটের উপর এতদিন অম্মা ধার্মা হয় নাই বা গবর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানে ছিল না গবর্ণমেন্ট সে খেয়াঘাট নিজের হস্তে লওয়ার যদি তাহার কোন ক্ষতি হয় তাহার ক্ষতি পূরণ গবর্ণমেন্ট করিবেন।

এরূপ ক্ষতি তদন্ত করিয়া গবর্ণমেন্টের নিকট জানাইতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ। একপ দাবীর তদন্ত মাজিস্ট্রেট বা জয়েন্ট মাজিস্ট্রেট করিবেন। তাঁহারা প্রত্যেক দাবীর বিষয়ে তাহাদিগের মতামত গিবিয়া গবর্ণমেন্টের বিবেচনা ও আদেশার্থ গবর্ণমেন্টের নিকট পাঠাইবেন।

খেয়াঘাটের ভারপ্রাপ্ত হইবা মাজিস্ট্রেট বা জয়েন্ট মাজিস্ট্রেটকে যে যে উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১ম ধারা। প্রথমতঃ—সাধারণ খেয়াঘাটের ভার প্রাপ্ত হইরা মাজিস্ট্রেট বা জয়েন্ট মাজিস্ট্রেটকে (১) পুলিশেব কার্যকারিতা ব্যবস্থাপন (২) প্রমাণকারিগণের সুবিধা ও নিরাপদতা বিধান (৩) বণিজ্যবিষয়ক গতিবিধির সৌকর্য্যস্থাপন এবং (৪) রাজকীয় সৈন্যের দ্রুত পার করণ এই কয়েকটি বিষয়ে সনিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই সকল উদ্দেশ্য সাধন জন্য তাহাদিগকে নিরাপদ ও সুখপ্রদ নৌকা সকলের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, পাণানীর হার অল্প পরিমাণে নির্দ্ধারিত করিতে হইবে যেন কোন স্থলেই ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ আইনের পূর্বে যে হার নির্দ্ধিষ্ট ছিল তাহা অপেক্ষা অধিক না হয়। তাহাদিগকে পাণানীর হার একপ পরিমাণে ধার্য্য করিতে হইবে, যেন গরিব লোকেরা কিছুতেই বষ্ট বোধ না করে, অথচ যাহারা ফেরীর ইজারা লয় তাহাদিগের যেন উপযুক্ত লাভ থাকে। যতদূর সম্ভব তাহাদিগকে সম্ভ্রান্ত ও যোগ্য লোকের মধ্য হইতে ফেরীর তত্ত্বাবধায়ক নির্দ্ধাচন করিতে হইবে।

পূর্বেকৃত ধারার উল্লিখিত উদ্দেশ্যসাধন না হওয়া পর্য্যন্ত গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে ফেরী সংক্রান্ত কোন কর গৃহীত হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ। পারঘাটের আশেপাশে কোন অংশ উপরি উক্ত উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সাধিত না হওয়া পর্য্যন্ত গবর্ণমেন্ট লইবেন না। যদি উপরি উক্ত সমস্ত বিষয় সুসম্পন্ন হওয়ার পর স্পষ্ট উদ্ভূত লাভ থাকে, সেই উদ্ভূত লাভে নূতন পথ নির্দ্ধাণ বা পুরাতন পথের জীর্ণ সংস্কার সেতু নির্দ্ধাণ ও পথপ্রণালী খনন পাহা নিবাস নির্দ্ধাণ বা তদনুরূপ কোন কার্য্যকর প্রভৃতি পূর্বেকৃত উদ্দেশ্য সকলের সমজাতীয় উদ্দেশ্য সাধনে ব্যয়িত হইবে।

উদ্ধৃত লাতের ব্যয় প্রকরণ। যেখানে ফেরী হইতে অর্থ উদ্ধৃত হয়, সেখানে সেই উদ্ধৃত কর বিষয়ে যে প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। এরূপ স্থলে ফেরীর তত্তাবধায়কে কিস্তীতে কিস্তীতে টাকা দিবার জন্য কবুলিয়াৎ লিখিয়া দিতে হইবে। যদি সে ইহাতে অধীকৃত হয় তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট বা জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেটকে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ—ফেরীর আর যদি ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে গবর্ণমেন্টের অনুমতি লইয়া মাজিষ্ট্রেট বা জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ফেরীর তত্তাবধায়কের নিকট মাসিক বা ত্রৈমাসিক করদানের জন্য কবুলিয়াৎ লইবেন, কিন্তু এরূপ হারে কর গ্রহণ করিবেন যাহাতে প্রথমোক্ত লক্ষ্য সকল সুসম্পন্ন হইবার কোন ব্যাধাত না হয়। যদি ফেরীর তত্তাবধায়কে যেরূপ কবুলিয়াৎ দিতে অস্বীকৃত হয়, অথবা অস্বীকার করিবার উপযুক্ত কারণ না দর্শায়, তাহা হইলে তাহার হস্ত হইতে লইয়া সে কার্যের ভার মাজিষ্ট্রেট বা জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট অপর কোন সঙ্গতিপন্ন সজ্ঞান্ত ব্যক্তির হস্তে দিতে পারেন। তবে যদি সে ব্যক্তি আর সকল বিষয়ে মাজিষ্ট্রেটের সমস্তোষ উৎপাদন করিতে পারে, তাহা হইলে বৎসরের মধ্যে তাহার হস্ত হইতে ফেরীর ভার কাড়িয়া লওয়া হইবে না।

যে প্রণালীতে এই খাজানা সরকারে দাখিল করিতে হইবে তাহার নিয়ম গবর্ণমেন্ট নির্ধারন করিয়া দিবেন।

চতুর্থ—ফেরীর খাজানা কি প্রণালীতে দিতে হইবে—অর্থাৎ মাজিষ্ট্রেট বা কালেক্টর বা অন্য কোন কমচারীর টেক্সারেতে জমা দিতে হইবে তাহা গবর্ণমেন্টের আদেশ দ্বারা নির্দিষ্ট হইবে—এবং এ বিষয় ফেরী ইজারা দিবার সময় ইজারাদারের সহিত তাহাব নিয়ম স্থির করিয়া লইতে হইবে। যাহার উপর ফেরীর ভার থাকিবে সে যখন যে কিস্তি জমা দিবে, সেই সেই সময় তাহাকে একখানি করিয়া রসদ দিতে হইবে এবং তাহাকে বলিয়া দেওয়া হইবে যে সে যেন বিনা রাসদে টাকা জমা না দেয়। এই রসদ সাধারণতঃ এক জন ইংরাজ কমচারীর সঙ্গে থাকিবে।

ফেরীর ইজারাদারকে সম্ব্যবহারের জন্য ও কিস্তিতে কিস্তিতে কর আদায় করিবার জন্য জামিন দিতে হইবে।

১ম ধারা। মাজিষ্ট্রেট বা জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ফেরীর ইজারাদারের নিকট হইতে সম্ব্যবহারের জন্য জামিন লইতে পারিবেন। এবং পূর্বোক্ত প্রকারে যে ইজারাদার কিস্তিতে কিস্তিতে খাজানা দিবে বলিয়া লিখিত নিয়মপত্র স্বাক্ষর করিয়াছে, সেই নিয়ম পাণনের জন্য তাহার নিকট হইতে পর্যাপ্ত জামিন লইতে পারিবেন।

দশ দিনের নোটিস দিয়া ও বাকী কিস্তী শোধ দিয়া ইজারাদার রোকশোধ পাইতে পারে। সেইরূপ স্থলে পারের নৌকা বিষয়ে বিধান।

৯ম ধারা। যাহার হস্তে কোন সাধারণ খেরাঘাটের ভার অর্পিত আছে, সে খাজনা দিউক বা না দিউক, মাজিষ্ট্রেট বা জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট দশ দিনের সংবাদ দিয়া, এবং যদি কোন খাজনা পাওনা থাকে, তাহা শোধ করিয়া বার্ষিক হইতে অবসৃত হইতে পারে, কিন্তু একপ স্থলে মাজিষ্ট্রেট বা জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট উক্ত পদচ্যুত বা অবসৃত ইজারাদারের পাওনী নৌকা উপযুক্ত মূল্যে নূতন ইজারাদারকে দিতে পারেন—অথবা যতক্ষণ অন্য নৌকা না পাওয়া যায় ততক্ষণ নূতন ইজারাদারকে ব্যবহার করিতে দিতে পারেন, কিন্তু তজ্জন্য পুরাতন ইজারাদারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইতে হইবে।

কেরীর ইজারার টাকা দিতে অক্ষম হইলে ইজারাদারের নিকট হইতে মাজিষ্ট্রেট বা জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট কিরূপে সেই টাকা আদায় করিবেন।

১০ম ধারা। যদি কোন ব্যক্তি কেহ ইজারা লইয়া বাৎসরিক কিস্তি দিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট বা জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট তাহার হস্ত হইতে তৎক্ষণাৎ ইজারা কাড়িয়া লইতে পারিবেন, এবং তাঁহার পাওনা নির্ণয় করিয়া এবং স্থিরীকৃত পাওনা সার্টিফাই করিয়া তাহার ও তদীয় জামিনদারের নিকট হইতে (১৮১৭ সালের ১৮ আইনের ৭ ধারার দাওয়ায়ী বা ফৌজদারী আদালতের কর্মচারীগণ কর্তৃক গার্বমেন্টের টাকা আত্মসাৎকৃত হইলে সেই টাকা আদায়ের যে প্রণালী নির্দিষ্ট আছে সেই প্রণালীমতে টাকা আদায় করিয়া লইবেন। কিন্তু বিষয় হওয়ার বিষয়ে আদালতী যে কোন হেতু প্রদর্শন করে মাজিষ্ট্রেট বা জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট তদ্বিষয়ে সুবিবেচনা করিবেন)।*

কেরীর ভার দিবার সময় ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে হার কমান বা ছাড় দেওয়ার ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেটের হস্তেই রহিল।

যদি কোন ব্যক্তি কেরীর ভার পরিভ্যাগ করিতে চাহে তাহা হইলে যাহা করিতে হইবে।

১১ ধারা। যাহার খেরার ভার গ্রহণ করিবে—তাহার গবর্ণমেন্টকে খাজনা দিউক বা না দিউক তাঁহাদিগকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিতে হইবে যে পারানীর হার বাড়াইবার ও পারের পষণা হইতে মুক্তি দিবার অধিকার মাজিষ্ট্রেট ও জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেটের হস্তেই রহিল। তাঁহার সাধারণের উপকার লক্ষ্য স্থলে রাখিয়া যে সময়ে ও যেক্রমে সম্ভব বোধ করেন উক্ত হার কমাতে বা ব্যক্তি-বিশেষকে পারানী পরমা দেওয়া হইতে মুক্তি দিতে পারিবেন। কিন্তু একপ

* [] রেখাযন্ত্রাঙ্কিত অংশটুকু ১৮৮০ সালের ৭ ধারার ৫ প্রকরণ দ্বারা রদ হইয়াছে। এই আইন দ্বারা সার্টিফিকেট জারী করিয়া আদায় করিতে হইবে।

মূলে ফেরীর ভার প্রাপ্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে ফেরীর ভার পরিভাগ করিতে পারিবে, এবং একপক্ষের মাজিষ্ট্রেট উচিত মূল্য উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে তাহার নৌকা সকল ও তাহার আনুসঙ্গিক যাবতীয় লওয়াজীমা দ্রব্য সামগ্রী সহ দ্রব্য বন্দি করিয়া লইবেন, অথবা তাহার উত্তরবর্তী ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা বন্দি করাইবেন।

এরূপ ক্ষেত্রে আরও বাহা বাহ্যকর্তব্য তাহার বিবরণ।

১২ ধারা। প্রথমতঃ—যখনই কোন মাজিষ্ট্রেট বা জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট কোন সাধারণ খেয়াবাট সম্বন্ধে এরূপ বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছা করিবেন—তাহা হইলে যদি সেই খেয়াবাটের ভার প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হইতে খাজানা লওয়া হয়—তবে মাজিষ্ট্রেট বা জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট তাঁহার হুকুম প্রকাশ করিবার সময় জানাইবেন যে তিনি জমা কমাইতে প্রস্তুত আছেন কিনা, যদি প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে জানাইবেন কি পরিমাণ কমাইতে প্রস্তুত আছেন।

যদি ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেট বা জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট নির্দিষ্ট জমা দিতে অনিচ্ছুক বা অক্ষম হয়, তাহা হইলে তাহাকে মাজিষ্ট্রেট বা জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেটের হুকুম তামিল করিয়া তাহার উত্তরে সে যে জমা দিতে ইচ্ছুক তাহা নির্দেশ করবে।

সে যে জমা দিতে ইচ্ছুক মাজিষ্ট্রেট বা জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট যদি সে জমা পর্যাপ্ত বোধ না করেন, তাহা হইলে তাহার হস্ত হইতে খেয়ার ভার পুনঃগ্রহণ করিবেন এবং তাহার নিকটে যাহা বাকী পড়িয়াছে তাহাকে তাহা পরিশোধ করিতে বলিবেন।

দ্বিতীয়তঃ—যাহার হস্তে সাধারণ খেয়াবাটের ভার অর্পিত আছে, সে যদি মাজিষ্ট্রেট বা জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক নির্দিষ্ট জমা দিতে অনিচ্ছুক বা অক্ষম হয়, তথাপি সে মাজিষ্ট্রেট বা জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেটের আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালন করিবে, এবং সেই আদেশের উত্তরে কি পরিমাণ জমায় সে ইচ্ছার ভার বহন করিতে প্রস্তুত আছে তাঁহার নিকট তাহা জানাইবে। যদি তাহার স্বীকৃত জমা মাজিষ্ট্রেট বা জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট পর্যাপ্ত বোধ না করেন, তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট বা জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট তাহাকে খেয়ার ভার হইতে মুক্ত করিয়া তৎক্ষণে অন্য কোন লোক নিযুক্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহাকে পূর্বেই প্রকারে তাহার নৌকা ও তদানুসঙ্গিক সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী জব্দ করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু তার মুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের আদেশের উত্তর দেওয়ার দিন হইতে যে কয়দিন তাহার হাতে ভার থাকে সেই উত্তরে লিখিত জমার হারে শাজনা দিতে বাধ্য।

পুলিশের সুবিধা বা সাধারণ ব্যক্তিগণের নিরাপত্তা বিধান ব্যতীত অন্য কোন কারণে মাজিষ্ট্রেট বা জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট সাধারণ খেয়া ভিন্ন অন্য খেয়া বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

১৩ ধারা। প্রথমতঃ—যে সকল খেয়া সাধারণ খেয়া বলিয়া নির্দিষ্ট হইবে—

পূৰ্বোক্ত নিয়মাবলী সেই সকল সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইবে। এতদ্বিধা অন্য কোন
 থেরা সম্বন্ধে মাজিস্ট্রেট বা জয়েন্ট মাজিস্ট্রেট হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। তবে
 যাক্রিগণের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তাবিধান ও পুলিশের সাধারণ সুব্যবস্থা
 স্থাপনের জন্য যাহা একান্ত আবশ্যিক ভাবিয়া হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন।

যেখানে নৌকা পর্যাপ্ত মাখি না থাকায় অধিক বোঝাই হওয়ায় লোকের দেহ ও

সম্পত্তির বিপদ ঘটে বা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে সে সে স্থলে

যাহা যাহা কর্তব্য। নৌকা ডুবিয়া যাওয়ার বা অতি বোঝাই

হওয়ায় যদি মাখি বা অন্য লোক অপরাধী সাব্যস্ত

হয়, তাহাকে দণ্ড দিবার কথা।

দ্বিতীয়তঃ—নৌকা ডুবিয়া যাওয়ার বা অতি বোঝাই হওয়ার যদি কোন ব্যক্তি
 জল মগ্ন হয় বা আসন্ন বিপদে পতিত হয়, অথবা যদি তাগাতে কোন সম্পত্তি
 বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এবং মাজিস্ট্রেট বা জয়েন্ট মাজিস্ট্রেটের তদারকে প্রমাণ
 হয় যে নৌকার অধিক লোক বা অনেক মাল বোঝাই দেওয়া হইয়াছিল অথবা
 নৌকার উপযুক্ত সংখ্যক মাখি ছিলনা। অথবা সেই দুর্ঘটনার সময় ইহার
 ভাল মেরামত করা ছিলনা, তাহা হইলে, যে মাজির ঐ ঘাট বা নৌকা, যদি
 সে নৌকা থিনা মেরামতে রাখা বা ইহাতে উপযুক্ত সংখ্যক মাল না দেওয়া, বা
 অতি বোঝাই করার অপরাধে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে মা-
 জিস্ট্রেট বা জয়েন্ট মাজিস্ট্রেট তাহাকে যে শাস্তি দেওয়া উচিত বোধ করিবেন
 সেই শাস্তি দিতে পারিবেন, তবে তিনি ছয় মাস কারাবন্দ বা দুইশত টাকা অর্থ
 দণ্ডের অতিরিক্ত দণ্ড দিতে পারিবেন না।

(যেখানে দুর্ঘটনা ঘটে, সেইখানেই ১৮১৯ সালের ৬ আইনের ১৩ ধারার ২য়
 প্রকরণ ঘটিবে। যদি কোন মাজিস্ট্রেট ফেরীর নৌকার উপযুক্ত সংখ্যক মাখি
 না দেখেন বা তাহার যে মেরামতি অবস্থা দেখেন, তাহা হইলে তিনি ৪ ধারামতে
 কার্য্য করিবেন। রাজ্জী বনাম দেয়ানতুল্লা উঃ বি। কোজদারী বিধি ৭.৩২।

দণ্ডবিধির ২৮০ ও ২৮২ ধারার সহিত উহার দ্বিতীয় ধারার মিলন করিয়া দেখ)।

সম্পূর্ণ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট ।

ব্যবস্থাপক ডিপার্টমেন্ট ।

মন্ত্রি সভাপতিত্বিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের পক্ষাৎ
লিখিত আইনে উক্ত মানাবর ১৮৬৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে
স্বীয় সম্মতি প্রকাশ করিলেন । এবং মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর
জেনারেল সাহেবও গত মাসের ২৬শে তারিখে তদ্বিধায়ে
সম্মতি প্রকাশ করিতে তাহা সর্বসাধারণের
জ্ঞানার্থে প্রকাশ করা যাউতেছে ।

১৮৬৬ সালের ১ আইন ।

১৮১৬ সালের ১৯ আইন রহিত করিয়া তৎপরিবর্তে অন্যন্য বিধান প্রচলিত
করবার্থ ১৮১৯ সালের ৬ আইনের কয়েক বিধান সংশোধন করিবার আইন ।

[ছেতুবাচ] ।

রাজকীয় খেয়াবাটের উভয়দিকে বন্দুর পর্যন্ত অন্য ব্যক্তিদের খেয়ার নৌকা
ভারার নিমিত্তে চালাইতে নিষেধ হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত সম্যকরূপে অবধারণ
করা, ও সেই নিষেধ ঠিকক্রমে উপেক্ষা হইলে কোন দণ্ডের বিধান করা বিহিত,
এই হেতুক পক্ষাৎ লিখিত বিধান করা গেল ।

[১৮১৯ সালের ৬ আইনের ৬ ধারা রহিত হইবার কথা ।]

১ ধারা । বঙ্গদেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৬ আইনের ৬ ধারা বঙ্গদেশের
শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের কর্তৃত্বাধীন দেশে যে পর্য্যন্ত বর্তে, সেই পর্য্যন্ত
এই ধারাক্রমে রহিত করা গেল ইতি ।

] রাজকীয় খেয়াতে কেবল গবর্ণমেন্টের স্বত্ব থাকার এবং দুই মাইলের মধ্যে সাধারণ
ব্যক্তিদের খেয়া স্থাপনের নিষেধের কথা ।]

২ ধারা । যে সকল খেয়া ১৮১৯ সালের উক্ত ৬ আইনের বিধানমতে রাজকীয়
বলিয়া প্রকাশ হইল কি হইবে তাহা কেবল গবর্ণমেন্টরই হইবে । এবং সেই
রাজকীয় খেয়া যে স্থানে স্থাপিত হইয়াছে, তথা হইতে উভয় দিগে দুই মাইলের
মধ্যে জিলায় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি বিনা, কোন ব্যক্তি ভাড়ার নিমিত্তে
খেয়ার নৌকা চালাইবার জন্যে রাখিতে পারিবে না ইতি ।

[অন্য খেয়া স্থাপনের বিধান।]

৩ ধারা। উক্ত রাজকীয় খেয়া যে স্থানে স্থাপিত হইল, জিলায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব আদেশ করিলে, ঐ রাজকীয় খেয়ার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি তদ্বিত্ত ও তথাহইতে দুই মাইলের মধ্যে কোন এক কি অধিক স্থানে, উক্ত মাজিষ্ট্রেটের বিশেষনায় সাধারণ লোকদের সুবিধার্থে অন্য যত খেয়ার আবশ্যিক, তত স্থাপন করিবেন। এ২৭ ১৮১৯ সালের উক্ত ৬ আইনে রাজকীয় খেয়ার কার্য সম্পাদন সম্পর্কীয় যে সকল বিধান চাইয়াছে তাহা পূর্নোক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবেবের আজ্ঞাক্রমে স্থাপিত অন্য খেয়ার প্রতি বর্তিতে পারে জ্ঞান হইবে ইতি।

[ক্ষতিপূরণের দাওয়া হইলে ইতিকর্তব্যতার কথা।]

৪ ধারা। কোন খেয়া পূর্নোক্তমতে রাজকীয় খেয়া প্রকাশ হওয়াতে কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তির। কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ক্ষতিপূরণের যে দাওয়া করেন, উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার অনুসন্ধান করিয়া যে ব্যক্তি কি ব্যক্তির। ন্যায্যমতে ক্ষতিপূরণ পাইবার স্বত্বান্ বোধ হয়, তাঁহাদের ক্ষতিপূরণ করিবার আজ্ঞা করিবেন। ঐ খেয়া রাজকীয় খেয়া প্রকাশ করিবার পূর্বে পাঁচ বৎসর ঐ ব্যক্তির কি ব্যক্তিদের বৎসরে ২ বায় বাদে প্রকৃতমতে যত লাভ হইতামছিল তাহার গড় ধরিয়া ক্ষতিপূরণের হিসাব করিতে চাইবে, এ২৭ বায় বাদে সেই বার্ষিক প্রাপ্তি উপর পঞ্চদশ গুণের অধিক টাকা কোন স্থলে দেওয়া যাইবেনা ইতি।

[২ ধারার বিধানের বিপক্ষ কার্য করিবার দণ্ডের কথা।]

৫ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি চেষ্টাপূর্বক এই আইনের ২ ধারার বিধানের বিপক্ষে কার্য করে, তবে সে ব্যক্তি দণ্ডবিধির আইনের ৪৩৭ ধারার নির্দিষ্ট দণ্ডের যোগ্য হইবে ইতি।

সম্পূর্ণ।

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট ।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ ।

মন্ত্রিপরিষদী বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রণীত
নিম্নলিখিত আইন উক্ত মান্যবর সাহেব ১৮৮০ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি
তারিখে অমুমোদন করিলে তাহা ১৮৮০ সালের ১৩ই মার্চ
তারিখে মহিমবর শ্রীযুত গবর্নর জেনারেল সাহেবের
অমুমোদিত হইয়া এতদ্বারা সাধারণের অবগতি
নিমিত্ত প্রকাশিত হইল ।

১৮৮০ সালের ২ আইন ।

ব্যবসায়ের ও কাব্বারের ও শিল্পকর্মের লাইসেন্স দিবার
আইন সংশোধনার্থ আইন ।

হেতুবাদ ।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসিত দেশ ব্যবসায়ের ও
কাব্বারের ও শিল্পকর্মের লাইসেন্স দিবার আইন সংশোধন করা বিহিত ; অতএব
নিম্নলিখিত বিধান করা গেল ।

সংক্ষেপ নাম ।

১ ধারা । এই আইন “ ১৮৮০ সালের বঙ্গদেশীয় লাইসেন্স আইন ” নামে
খ্যাত হইতে পারিবে ।

ব্যাপ্তি ও আরম্ভ ।

বৎসালে যে সকল দেশ বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাস-
নাধীন থাকে, এই আইন তৎসমুদয়ের প্রতি বর্জিবে, ও শ্রীযুত গবর্নর জেনারেল
সাহেবের অমুমোদন সহ যে তারিখে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয় সেই
তারিখ অবধি প্রচলিত হইবে ।

১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ১ আইন রহিত হইবার কথা ।

২ ধারা । ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ১ আইন এতদ্বারা রহিত করা গেল ; কিন্তু এই
আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে যে কোন টাকা পাওনা হয়, যে দণ্ড করা যায় বা যে

আন্তর্জাতিক কার্য উপস্থিত করা যার এই রাষ্ট্রত্ব দ্বারা তাহার কোন ব্যাঘাত হইবে না ।

অর্থকরণের ধারা ।

৩ ধারা । এই আইনে বিষয় বিবেচনায় কি পূর্ণাঙ্গের কথা দ্বারা ভাবান্তর বোধ না হইলে,

কালেক্টর ।

জিলার রাজস্ব সংক্রান্ত কার্যনিরূপণের ভাব প্রদান যে কর্তৃপক্ষের প্রতি অর্পিত থাকে “কালেক্টর” শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে ;

এবং বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অন্তর্গত হাইকোর্টের আদৌ নিয়মিত বিচারাদিপত্যের সীমান্তবর্ত্তি স্থানের মধ্যে বঙ্গদেশের ত্রিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব এতদর্থে সময়ে সময়ে যে কার্যকারককে নিযুক্ত করেন, তাঁহাকেও বুঝাইবে ।

এই আইনের কার্যপক্ষে বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অন্তর্গত হাইকোর্টের আদৌ নিয়মিত বিচারাদিপত্যের সীমান্তবর্ত্তি স্থান একটি জিলা বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

ধারা ।

“ধারা” শব্দে এই আইনের ধারা বুঝিতে হইবে ।

বৎসর ।

অগ্রিমা মাসের ১ তারিখ অবধি যে বার মাস কালের আরম্ভ হইয়া পরবর্ত্তী মার্চ মাসের ৩১ তারিখে শেষ হয়, “বৎসর” শব্দে সেই বারমাস কাল বুঝাইবে ।

১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন প্রবল রাখিবার কথা ।

৪ ধারা । ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনমতে মুনিসিপাল কার্যের নিমিত্ত ক্রান্তির ও ব্যবসায়ের ও কর্ণেব উপর যে টাক্স ধার্য হইয়াছিল, এই আইনের কোন কথায় তাহার ব্যতিক্রম হইল বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না ।

ব্যবসায় ও কারবার ও শিল্পকর্ম শব্দে কৃষিকর্মাদি না বুঝাইবার কথা ।

৫ ধারা । এই আইনে “ব্যবসায়” বা “কারবার” বা “শিল্পকর্ম” শব্দে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি গণ্য হইবে না অর্থাৎ,

(ক) কৃষিকর্ম,

(খ) কোন ক্রমক যে শস্য উৎপাদন করেন বা বাজানি স্বরূপ শস্য গ্রাহক যে শস্য গ্রাহক হন, সেই শস্য হাটে লইয়া যাইবার বোণা করিবার নিমিত্ত লচরচর জাহার যে কার্য করিতে হয় তাহা ;

(গ) কোন কৃষক যে শস্য উৎপাদন করেন বা খাজানা স্বরূপ শস্য প্রাপ্ত যে শস্য প্রাপ্ত হন, তাহা বিক্রয় কবিস্থান দোচান কি স্থান না রাখিয়া তৎকর্তৃক সেই শস্য বিক্রয় ।

বৎসর ২ লাইসেন্স লইতে হইবার কথা ।

৬ ধারা । কোন ব্যক্তি ১৮৮০ সালের আশাল মাসের ১ তারিখে কি তৎপরে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর মাসের শাসনাধীন দেশের অন্তর্গত কোন জেলায় আপনাব নিমিত্ত কি অন্য ব্যক্তির পক্ষ হইয়া ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্প কর্ম চালাইয়া গেই জগান তাঁহার এই আইনমতে লাইসেন্স লইতে হইবে, ও তিনি যে শ্রেণীর লোক হন এই আইনের তফসীলমতে সেই শ্রেণীর যত ফী ধার্য আছে তাঁহার বৎসর বৎসর তত ফী দিতে হইবে ।

কিন্তু কোন ব্যক্তি উক্ত দেশে যে ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্প কর্ম চালাইতে উদ্ভূত বৎসর পাঁচ শত টাকার কম উপার্জন হইলে তাহার এই আইনমতে লাইসেন্স লইতে হইবে না ।

পত্রক উক্ত ব্যক্তি একাধিক জেলায় তদ্রূপ ব্যবসায় বা কারবার চালাইলে, উক্ত দেশের অন্তর্গত যে জেলায় তাঁহার কয়েক সদর স্থান থাকে তিনি সেই জেলায় ঐ লাইসেন্স লইবেন ।

এই আইনের কার্যপক্ষে কোন স্থান কোন কর্মের সদর স্থান বলিয়া গণ্য হইবে এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব কিম্বা এতদর্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব সময়ে সময়ে যে কর্তৃপক্ষকে নিযুক্ত করেন তিনি উক্ত প্রশ্নের নিষ্পত্তি করিবেন ও তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে ।

যে কার্যকারকের স্থানে লাইসেন্স পাওয়া যাইবে তাহার কথা ।

৭ ধারা । সেই জেলার কালেক্টর সাহেব কিম্বা তিনি এত কার্যপক্ষে যে কর্ম কার্যকর নিযুক্ত করেন তিনি, এত আইনমত লাইসেন্স দিবেন ।

লাইসেন্সের মধ্যে বিশেষ যে ২ কথা লিখিতে হইবে তাহার কথা ।

৮ ধারা । উক্ত প্রত্যেক লাইসেন্সের মধ্যে এই এই কথা বিশেষ করিয়া লেখা যাইবে,

(ক) লাইসেন্স যে তারিখে দেওয়া যায় ।

(খ) লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পিতার নাম ও নিবাস ও জাতি থাকিলে তাহা ও তাঁহার ব্যবসায় বা কারবার বা শিল্পকর্ম ।

(গ) লাইসেন্সের নিমিত্ত যত ফী দেওয়া গেল ।

(ঘ) ঐ লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ দেশের অন্তর্গত যে বা যেসব স্থানে স্বীয় ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্পকর্ম চালাইতে চাহেন।

(ঙ) ঐ লাইসেন্স যে বৎসরের নিমিত্ত প্রবল থাকিবে।

ও সেই লাইসেন্সখান আগাততঃ ঐ লাইসেন্সের লিখিত সকল কথাই প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবে।

লাইসেন্স যে অবধি চলিবে ও যে সময়ে রহিত হইবে তাহার কথা।

৯ ধারা। উক্ত প্রত্যেক লাইসেন্স উক্ত দেশের সর্বত্র প্রচলিত হইয়া ঐ লাইসেন্স যে বৎসরের নিমিত্ত দেওয়া যায় সেই বৎসর কাল প্রবল থাকিবে।

লাইসেন্স নুতন করিয়া লইবার কথা।

১০ ধারা। যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে উদ্ভূত কোন লাইসেন্স দেওয়া যায়, তিনি ঐ লাইসেন্সের মিয়াদ ফুরাইলে পবিত্র ঐ দেশের মধ্যে স্বীয় ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্পকর্ম চালাইতে চাহিলে আগামী বৎসরের নিমিত্ত তদ্বৈত নুতন লাইসেন্স লইবেন। এই প্রকারে যতদিন ঐ ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্প কর্ম চালাইতে চাহেন ততদিন ঐ লাইসেন্স বৎসর নুতন করিয়া লইবেন।

লাইসেন্স পাইবার যোগ্য ব্যক্তিদের ফর্দ কালেক্টর সাহেবের বৎসর বৎসর

প্রস্তুত করিতে হইবার কথা।

১১ ধারা। স্বীয় জিলায় যে ব্যক্তিদের লাইসেন্স লইতে হইবে কালেক্টর সাহেব এই আইন প্রচলিত হইবার পাঁচ পঞ্চাৎ প্রতিবৎসর জাহুয়ারি মাসের প্রথম দিনের পর যত শীঘ্র হইতে পারে ঐ সকল ব্যক্তির নামের ফর্দ প্রস্তুত করিবেন, ঐ ফর্দে এইরূপ লেখা যাইবে।

(ক) ঐ ফর্দ লিখিত প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যবসায় বা কারবার বা শিল্পকর্ম।

(খ) তাঁহাকে যে শ্রেণীর মধ্যে ধরা গেল। ও

(গ) তাঁহান্ন লাইসেন্সের নিমিত্ত যত ফী দিতে হইবে।

স্বানীর গবর্ণমেন্ট যে ভাষায় ঐ ফর্দ লিখিতে যেন সেই ভাষায় লেখা যাইবে, কিন্তু তাহার নকল জিলায় চলিত ভাষায় কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে রাখা যাইবে ও সাধারণ লোকেরা সুক্লিসঙ্গত যে সময়ে দেখিতে চাহেন বিনা খরচে দেখিতে পাইবেন।

এই আইনের কাৰ্য্যক্ষে যে ভাষা জিলায় চলিত ভাষা বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব ইহা নির্দেশ করিতে সক্ষম হইবেন।

কোন গৃহে বাঁহারা থাকেন তাঁহাদের নামের কর্দ কালেক্টর সাহেবের

চাছিয়া লইতে পারিবার কথা ।

১২ ধারা । কালেক্টর সাহেব কোন গৃহের দখলকারের নামে এই মর্শের নোটিশলিখিয়া দিতে পারিবেন যে ঐ গৃহে বাঁহারা বাস করেন ঐ দখলকার তাঁহাদের সকলের নাম ও প্রত্যেক জন যে ব্যবসার বা কারবার বা শিল্পকর্ম করেন তাহার এক বর্ণনাপত্র লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া তাহার নিকটে পাঠান ।

লাইসেন্স লইবার যোগ্য ব্যক্তিকে যে শ্রেণীর মধ্যে ধরিতে হইবে কালেক্টর সাহেবের ইহা নির্ণয় করিবার কথা ।

১৩ ধারা । এই আইনমতে যে প্রত্যেক ব্যক্তির লাইসেন্স লইবার বিধান আছে তাঁহাকে এই আটনের তফসীলের লিখিত যে শ্রেণীর মধ্যে ধরিতে হইবে, কালেক্টর সাহেব ইহা সময়ে সময়ে স্থির করি । তদনুসারে উক্ত কর্দ প্রস্তুত কি সংশোধন করিবেন ।

কোন ব্যক্তির নানা ব্যবসায় থাকিলে উদ্ভিষয়ের কথা ।

১৪ ধারা । কোন ব্যক্তি বা কুঠি নানা প্রকারের ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্পকর্ম চালাইলে উক্ত সমুদয় ব্যবসায় বা কারবার বা শিল্পকর্ম হইতে বৎসরে তাঁহাদের মোট বত উপার্জন হয় তদুপলক্ষে উক্ত তফসীলের এক শ্রেণীমতে তাহার ফী ধার্য হইবে । কুঠী হইলে অংশীদের মধ্যে কোন এক জন ফী দিলে এই আইনের কার্যপক্ষে ঐ কুঠীরই সেই ফী দেওয়া হইল বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

ফী জমা করিবার ক্ষমতার কথা ।

১৫ ধারা । কোন ব্যক্তি বৎসরের একাংশমাত্র ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্পকর্ম করিয়া থাকিলে, এই আইনমতে তাঁহার বত ফী দেওয়া উচিত, কালেক্টর সাহেব, বঙ্গদেশের ত্রীমুখ লেফটেনেন্ট গৱর্ণর সাহেবের নির্দ্ধারিত বিধি শ্রবণ মানিয়া, ঐ ফীর একাংশ কি সমুদয় কমা করিতে পারিবেন ।

কালেক্টর সাহেবের আপনপত্র প্রকাশ করিবার কথা ।

১৬ ধারা । কালেক্টর সাহেব ৬ ধারার বিধান ও এই আইনের তফসীল সম্বলিত জ্ঞাপনপত্র আপন কাছারীতে ও সকল ম্যুন্সিফের ও মহকুমার কাছারীতে ও পোলিস থানায় প্রকাশ করিবেন ও তাহাতে এই আদেশ থাকিবে যে, কোন ব্যক্তি এই আইনমতে লাইসেন্স লইবার যোগ্য হইলে, তাঁহার নাম ১১ ধারায় উল্লিখিত কর্দ লেখা থাকুক বা না থাকুক উক্ত জিলায় আপনায় ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্পকর্ম চালাইলে, ঐ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ হইবার তারিখাবধি ৬০ বাইট দিনের মধ্যে, ও ৩৭পরে প্রতি বৎসর আগ্রিল মাসের প্রথম দিবসাবধি ৬০ বাইট দিনের মধ্যে, তাঁহার ঐ লাইসেন্সের ফী দিতে হইবে ।

কালেক্টর সাহেবের লাইসেন্স গ্রহীতার্থকে নোটিস দিবার কথা।

১৭ ধারা। ১১ ধারার উল্লিখিত ফর্দে যে ব্যক্তির নাম লেখা থাকে ঐ ফর্দ প্রস্তুত করিবার পর ৭২ শীঘ্র হইতে পারে তাঁহাকে নোটিস দেওয়া যাইবে। উক্ত ডকুমেন্টের যে শ্রেণীতে তাঁহার টাক্স ধরা গেল ঐ নোটিসে লেখা থাকিবে, ও ঐ শ্রেণীর ব্যক্তিদের যত ফী দিতে হয়, তাঁহার প্রতি তত ফী দিবার আদেশ থাকিবে।

উক্ত নোটিস ডাকযোগে অথবা কালেক্টর সাহেব যে প্রকারের আদেশ করেন সেই প্রকারে পাঠান যাইতে পারিবে।

আপত্তিকারকের দরখাস্তের কথা।

১৮ ধারা। কোন ব্যক্তিকে যে শ্রেণীভুক্ত করিয়া ফী ধরা গেল তদ্বিষয়ে তাঁহার আপত্তি থাকিলে, তিনি আপনার নাম অন্য শ্রেণীতে লেখাইবার কিম্বা একেবারে ১১ ধারাব উল্লিখিত ফর্দ হইতে উঠাইয়া দিবার অধিকার স্থাপন করিবার জন্য, ঐ নোটিস পাইবার পর ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে কিম্বা কালেক্টর সাহেব কোন স্থলে আর যত সময় দেখিয়া উচিত বোধ করেন সেই সময়ের মধ্যে, কালেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

দরখাস্ত শুনিবার কথা।

১৯ ধারা। কালেক্টর সাহেব দরখাস্ত শুনিবার দিন ধার্য্য করিয়া, সেই দিনে কিম্বা তাহারপর সময়েই অন্য যে দিন ধার্য্য করেন সেই দিনে, ঐ দরখাস্ত শুনিয়া তদ্বিষয়ের যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিবেন।

পরন্তু দরখাস্তকারী ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্পকর্ম করিয়া বৎসর ২ যাহা উপার্জন করেন তাহার উপর শতকরা ২ টাকার অধিক ফী ধার্য্য হইয়াছে, কালেক্টর সাহেবের বিচারমতে ইহা দেখাইতে পারিলে, ১৮ ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ অতিরিক্ত ধার্য্য আপত্তির উপযুক্ত কারণ বলিয়া জ্ঞান হইবে। তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব দরখাস্তকারির নাম এক শ্রেণী হইতে উঠাইয়া অন্য শ্রেণীভুক্ত করিতে, কিম্বা একেবারে ফর্দ হইতে উঠাইয়া দিতে আজ্ঞা করিবেন।

আপীল বিষয়ক কথা।

২০ ধারা। কালেক্টর সাহেব ১৯ ধারামতে যে আজ্ঞা করেন তাঁহার উপর আপীল নাই। কিন্তু কালেক্টর সাহেবের অধীন কোন কর্মকারক সেই আজ্ঞা করিলে কালেক্টর সাহেবের নিকট, কিম্বা বঙ্গদেশের ত্রীযুত গেণ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব এতৎকার্য্যপক্ষে অন্য যে কর্মকারককে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করেন তাঁহার নিকট, আপীল হইতে পারিবে। যে আজ্ঞার বিষয়ে নাগিল হয়, এই ধারামতে আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে সেই আজ্ঞার নকল দিতে হইবে, ও সেই আজ্ঞার তারিখাবধি ১৫

পনর দিনের মধ্যে ঐ দরখাস্ত উপস্থিত করিতে হইবে। উক্ত পনর দিন মিয়াদেব হিসাব করিতে গেলে, ঐ আজ্ঞা যে তারিখে করা যায়, ও আজ্ঞার নকল পাইবার যত সময় আবশ্যিক তাচা ধরিতে হইবে না।

সংশোধনের ক্ষমতার কথা।

২১ ধারা। ১৯ কি ২০ ধারামত কাণেক্টর সাহেবের আজ্ঞাক্রমে আপনাকে অন্যান্যপ্রস্ত জ্ঞান কবিয়া কোন ব্যক্তি দরখাস্ত করিলে, বঙ্গদেশের গ্রীষ্ম লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে থেওব রেবিনিউ কমিশনার সাহেব ও পুর্কোক্ত আদৌ নিয়মিত বিচারাপিতোর সীমান্তরুত্তী স্থানের মধ্যে গ্রীষ্ম লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব সময়ে যে কার্যকারককে নিযুক্ত করেন তিনি, স্বীয় বিবেচনামতে মোকদ্দমার নথী চলব করিয়া যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

সাক্ষীপ্রভৃতিকে তলব করিবার ক্ষমতার কথা।

২২ ধারা। দরখাস্তকারিকে যে প্রণীর মধ্যে ধরিতে হইবে ইহা স্থির করিবার জন্যে কাণেক্টর সাহেব সাক্ষিদিগকে সমন করিয়া, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-প্রণালীবিষয়ক আইনে দেওয়ানী আদালতে যে উপায়ে ও যে প্রকারে করিবার বিধান আছে, সাধ্যমতে সেট উপায়ে ও সেই প্রকারে বলপূর্বক সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করাইতে ও তাঁহাদের সাক্ষ্য লইতে ও দলীল উপস্থিত করাইতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামত কোন কার্য করণ সময়ে, দরখাস্তকারী প্রার্থনা না করিলে, কিম্বা তিনি যে বৃত্তান্ত জানাইয়াছেন তাহার সত্যতা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত না হইলে, কাণেক্টর সাহেব কোন সাক্ষ্যতলব করিবেন না।

লাইসেন্স না পাইয়া কর্তৃ চলাইবার দণ্ডের কথা।

২৩ ধারা। ১৬ ধারামতে প্রকাশিত জ্ঞাপনপত্রে ঐ পত্রের নির্দিষ্ট ফী দিবার যে মিয়াদ ধার্য হইল, কোন ব্যক্তি সেই মিয়াদগত হইলেও, ঐ আইনমতে লাইসেন্স না লইয়া আপনার ব্যবসায় কি বারবার কি শিল্পকর্মে চলাইলে, ঐ লাইসেন্স সম্পর্কে তাঁহার যত টাকা দিতে হইল, কাণেক্টর সাহেবের আজ্ঞামতে তাঁহার ঐ টাকা ও তাঁহার তিন গুণের অনধিক জরীমানাও দিতে হইবে। সেই সকল টাকা পাইলে কাণেক্টর সাহেব তাঁহাকে লাইসেন্স দিবেন।

কিন্তু কোন ব্যক্তিকে ১৭ ধারামত নোটিস দেওয়া গেলে, উক্ত নোটিস দিবার তারিখাবধি ৩০ দিন গত না হইলে তিনি এই ধারামত দণ্ড যোগা হইবেন না।

ফী ও দণ্ডের টাকা আদায় করণ বিষয়ক কথা।

২৪ ধারা। কোন ব্যক্তির স্থানে ২৩ ধারামতে পাওনা ও ঐ আইনমতে তাঁহার দেনা সকল ফী ৫০০ টাকার অধিক হইলে, কাণেক্টর সাহেবের বিবেচনামতে

যাঁকী মাজবের ন্যায়, কিম্বা দাবী ব্যক্তির অহাবর জব্বা ক্রোক ও নীলাম করিয়া, আদায় হইতে পারিবে। অন্য সকল স্থলে, দাবী ব্যক্তির অহাবর জব্বা ক্রোক ও নীলাম করিয়া আদায় করা যাইবে।

কালেক্টর সাহেব এই ধারামতে ক্রোক ও নীলাম করণের যে পরওয়ানা দেন, তৎপ্রতি যত দূর সম্ভব ১৮৭৬ সালের বঙ্গাব্দ ৫ আশ্বিনের ১১৩, ১১৪, ১১৫, ও ১১৬ খারিজ বিধান বর্ত্তিবে। ও তজ্জন কোন পরওয়ানাক্রমে ব্যবসায়ের কি কৃষিকার্যের কোন ধর্ম্ম কির্গতিয়ার ক্রোক বা নীলাম হইতে পারিবে না।

মিয়াদের কথা।

২৫ ধারা। এষ্ট আইনমতে যে ফী কি অন্য টাকার যে বৎসরে দেয় হয়, সেই বৎসরের শেষ দিনের পর ছয় মাস গত হইলে, ঐ টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যারম্ভ করা যাইবে না।

চাহিবামাত্র লাইসেন্স দেখাইতে হইবার কথা।

২৬ ধারা। এই আইনমতে কোন ব্যক্তি লাইসেন্স পাইলে, কোন কণ্ঠকারক কালেক্টর সাহেবের লিখনক্রমে সাধারণমতে কিম্বা বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবে তাঁহাকে ঐ লাইসেন্স দেখাইতে বলিলে তাহার সেই লাইসেন্স বাহির করিয়া দেখাইতে হইবে।

কালেক্টর সাহেবের উদ্যোগে নাগিশ হইবার কথা।

কিন্তু ঐ লাইসেন্স দেখাইবার তাচ্ছূয়া বা ত্রুটি প্রযুক্ত কেবল কালেক্টর সাহেবের প্রযুক্তিতে কোন ব্যক্তির নামে নাগিশ হইতে পারিবে, নতুবা নয়।

কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ও সম্পত্তি গ্রাহকদের ও কার্য্যাব্যক্ষদের ফী দিতে হইবার কথা।

২৭ ধারা। কোর্ট অব ওয়ার্ডসের, ও ত্রিটিষভারতাবর্ষের অন্তর্গত কোন আদালত কর্তৃক নিযুক্ত গ্রাহকদের ও কার্য্যাব্যক্ষদের পদসম্পর্কে কোন ব্যবসায়ের কি কারিবারের কি শিল্পকর্ম্মের আয় তাঁহাদের অধিকারে কি তত্ত্বাবধানে থাকিলে, তৎসম্পর্কে তাঁহাদের এই আইনমতে ফী ধার্য্য হইবে।

টুকী প্রভৃতির হস্তগত টাকা হইতে ফী বাদ দিয়া দিতে পারিবার কথা।

২৮ ধারা। কোন টুকী কি অভ্যভাবকের কি সম্পত্তিরক্ষকের কি কমিটির কি এজেন্টের পদোপলক্ষে তাঁহার এই আইনমতে ফী ধার্য্য হইলে, কিম্বা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের বা কোন আদালত কর্তৃক নিযুক্ত গ্রাহকের কি কার্য্যাব্যক্ষের এই আইনমতে ফী ধার্য্য হইলে, ঐ টুকী কি অভ্যভাবক কি সম্পত্তিরক্ষক কি কমিটি কি এজেন্ট কি কোর্ট অব ওয়ার্ডস কি গ্রাহক কি কার্য্যাব্যক্ষরূপে তাঁহার অধিকারে যে টাকা আইনে তাহা হইতে তিনি সমবেত ঐ নির্দ্ধারিত ফীর উপযুক্ত টাকা বাদ দিয়া রাখিতে পারিবে।

এই আইন অঙ্কণে উক্ত টাকা বাদ দিয়া রাখা বা দেওয়া প্রযুক্ত উক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে কি কোর্টের এডভোকেটের ক্ষতি হইতে মুক্ত করা গেল ।

এই আইনমতে কালেক্টর সাহেবের যে ক্ষমতা আছে অন্য কার্যকারকের

সেই ক্ষমতামতে কার্য করিতে পারিবার কথা ।

২৯ ধারা । এই আইনমতে কালেক্টর সাহেবের প্রতি যে ক্ষমতাপূর্ণ করা গেল ও তাঁহার যে কর্ম নির্ধারিত হইল, জিলার কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞাধীনে কোন আসিষ্টাণ্ট বা ডেপুটি কালেক্টর কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে এই কার্যপক্ষে অন্য যে কার্যকারককে নিযুক্ত করেন তিনিও সেই সকল বা তমম্বা কোন ক্ষমতামতে সেই কর্ম করিতে পারিবেন ।

কী ও দণ্ডের টাকা প্রয়োগ করণ বিষয়ক কথা ।

৩০ ধারা । এই আইনক্রমে যত ফী ও দণ্ডের টাকা দেওয়া যায় বা আদায় করা যায়, তাহা আদায় করিবার ধরত বাদে অবশিষ্ট টাকার মধ্যে, মজিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে যত নিরূপণ করেন, তত টাকা মজিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের আজ্ঞা অনুসারে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশে, কিম্বা মজিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব আজ্ঞা করিলে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত অন্য কোন দেশে, হুর্ভিক্ষপ্রণীড়িত ব্যক্তিদের উপকারার্থে ও হুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে যে ব্যয় হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা তৎপোষনার্থ রাজস্ব ব্যয় করণে প্রয়োগ করা যাইবে ।

ঐ নিট টাকার অবশিষ্ট থাকিলে বঙ্গদেশের স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নামে জমা করিয়া লওয়া যাইবে ।

সন্ধান জানাইতে পারিবার কথা ।

৩১ ধারা । এই আইনমতে যে কোন কার্যকারক বা যে ব্যক্তি 'কালেক্টরের' কোম ক্ষমতাক্রমে কার্য করেন, তিনি কোন ব্যক্তির স্থানে এই আইনের কার্যপক্ষে কোন সন্ধান জানিতে চাহিলে, সেই ব্যক্তি আইনমতে সেই সন্ধান জানাইতে বদ্ধ হইবেন ।

মুক্ত করিবার ও বিধি করিবার ক্ষমতার কথা ।

৩২ ধারা । বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে (ক) তাঁহার শাসনাধীন দেশের কোন অংশ, কিম্বা উক্ত দেশবাসী কোন লোকদিগকে বা কোন শ্রেণীর লোককে এই আইনের বিধান হইতে মুক্ত করিতে ও (খ) এই আইনের লক্ষ্যনিম্নলিখিত বিষয়ের বিধি করিতে পারিবেন ।

(১) এই আইন মাতৃবাছারা কী দিবার যোগ্য হন তাঁহাদিগকে বেকরপে শ্রেণীবদ্ধ করিতে হইবে ইহা আরো নিশ্চিত মতে নিরূপণ করিবার বিধি ।

(২) এই আইন মতে যে কী খার্বা হয় তাহা যে সময়ে যে প্রকারে আদায় হইবে ইহার বিধি । ও

(৩) সাধারণতঃ এই আইন প্রবল করণ সম্পর্কীয় সকল বিষয়ে কার্য্যকারকদের কার্য্যপদ্ধতি দেখাইবার বিধি ।

—•—

তপসীল ।

১ প্রথম শ্রেণী ।—ব্যবসায় বা কারবার বা শিল্প

কর্ম্মকারী যে প্রত্যেক ব্য-

ক্তিকে কালেক্টর সাহেব

এই শ্রেণীর লাইসেন্সের

যোগ্য বলিয়া বিচার

করেন ৫০০,

২ দ্বিতীয় শ্রেণী ।—ব্যবসায় বা কারবার বা

শিল্পকর্ম্মকারী যে প্র-

ত্যেক ব্যক্তিকে কা-

লেক্টর সাহেব এট শ্রে-

ণীর লাইসেন্সের যোগ্য

বলিয়া বিচার করেন ২০০,

৩ তৃতীয় শ্রেণী ।—ব্যবসায় বা কারবার বা

শিল্পকর্ম্মকারী যে প্র-

ত্যেক ব্যক্তিকে কালেক-

টর সাহেব এই শ্রেণীর

লাইসেন্সের যোগ্য ব-

লিয়া বিচার করেন ১০০,

৪ চতুর্থ শ্রেণী ।—ব্যবসায় বা কারবার বা

শিল্পকর্ম্মকারী যে প্র-

ত্যেক ব্যক্তিকে কালেক-

টর সাহেব এই শ্রেণীর

লাইসেন্সের যোগ্য ব-

লিয়া বিচার করেন ৫০,

৫ পঞ্চম শ্রেণী।—ব্যবসায় বা কারবার

বা শিল্পকর্মকারী যে

প্রত্যেক ব্যক্তিকে

কালেক্টর সাহেব এই

শ্রেণীর লাইসেন্সের

যোগ্য বলিয়া বিচার

করেন ... ২০১

ষষ্ঠ শ্রেণী।—ব্যবসায় কি কারবার

কি শিল্পকর্মকারী যে

প্রত্যেক ব্যক্তিকে

কালেক্টর সাহেব এই

শ্রেণীর লাইসেন্সের

যোগ্য বলিয়া বিচার

করেন ... ১০১

ডাব্লিউ, ই, এচ, ফার সাইথ ।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের একটাং আর্সিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী ।

সম্পূর্ণ ।

১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ৩২ ধারায়তে

বঙ্গদেশীয় লাইসেন্স আইনের কার্য সম্পাদনার্থ বিধি।

যে ব্যক্তির টাক্স দিবার যোগ্য মহ তাঁহারের কথা।

১। কোন ব্যক্তি কোন ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্পকর্ম চালাইয়া সেই ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্পকর্ম দ্বারা বৎসর ৫০০ টাকা কি তদধিক উপার্জন করিলে তাঁহার এই আইন মত লাইসেন্স লইয়া তাহার কি দিতে হইবে।

সমগ্র নিট লভ্যের উপর টাক্স ধার্য্য করিবার কথা।

২। কোন ব্যক্তি একের অধিক ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্পকর্ম চালাইলে তাঁহার প্রত্যেক ব্যবসায়ের কি কারবারের কি শিল্প কর্মের উপর স্বতন্ত্ররূপে টাক্স লইয়া উক্ত ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্পকর্মের সমগ্র নিট লভ্যের উপর টাক্স ধার্য্য করিতে হইবে।

লাইসেন্সের আখ্যার কথা।

৩। কোন ব্যক্তি কি কুঠি দুই বা তদধিক ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্পকর্ম চালাইয়া একের অধিক নামের মধ্যে আনিলে, সেই সমুদায় ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্পকর্ম লক্ষ্য করিয়া টাক্স ধার্য্য করা যাইবে, কিন্তু বিশেষ কোন নামে যে লাইসেন্স দেওয়া যাইবে তাহা কালেক্টর সাহেবের স্বৈচ্ছামতে নিরূপণ করিবেন।

যে জিলায় কর্মের সদর স্থান থাকে, সেই জিলায় লাইসেন্স লইতে হইবার কথা।

৪। যে ব্যক্তি একাধিক জিলায় আপন ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্পকর্ম চালাইয়া, যে জিলায় তাঁহার কর্মের সদর স্থান থাকে, কেবল সেই স্থানেই তাঁহার লাইসেন্স ~~লাইসেন্স~~ চালাইবে। টাক্স দিবার যোগ্য কোন ব্যক্তি অন্য জিলায় কর্ম চালাইয়া থাকেন বলিয়া জানা গেলে, উক্ত ব্যক্তির বার্ষিক লভ্যের অনুমান করণার্থ ও তাঁহার কর্মের সদর স্থান নিরূপণার্থ কালেক্টর সাহেবের ঐ অন্য জিলায় কালেক্টর সাহেবকে পত্র লিখিবেন। কোন জিলায় কর্মের সদর স্থান আছে এই বিষয়ে বিবাদ উদ্ভূত হইলে যদি কালেক্টর সাহেবের জিলা একই খণ্ডের অন্তর্গত হয়, তবে তাঁহার কমিশনার সাহেবের নিষ্পত্তি নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে পারিবেন; নতুবা তাঁহার সাক্ষাৎ সমক্ষে ষেওঁর আজ্ঞা প্রার্থনা করিবেন। কমিশনারের ও ষেওঁর নিকটে নিয়মিতরূপে প্রদত্ত অর্পিত হইলে আইনের ৬ ধারায়তে তাহা নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা একতরফা তাঁহারিগণকে দেওয়া গেল। কিন্তু প্রযুক্ত হোষ্টেনেস্ট গণের সাহেব কৈহাই সামান্য বিধি বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন যে টাক্সদায়ী ব্যক্তির বিষয়িত নাসহান্স এবং কুঠি হইলে প্রদত্ত কার্য সম্পাদক অংশির বিষয়িত

বাসস্থান উক্ত ব্যক্তির বা কুটীর কর্তৃক সদর স্থান বলিয়া গণ্য হইবে। যদি কলিকাতার কর্ম চালান যায়, তবে কলিকাতার শাখা নগরে বা নিকটে বাস করা গেলে তাহা কলিকাতার বাস বলিয়া গৃহীত হইবে।

লভ্য যেক্রমে ধরিতে হইবে তাহার কথা।

৫। ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্পকর্ম্য হইতে কত লভ্য হয় ইহা ধরিতে গেলে সেই ব্যবসায়ের কি কারবারে কি শিল্পকর্ম্যের খরচ বাদ দিতে হইবে; কিন্তু সেই খরচের সঙ্গে ঘাটার শাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাট তাহা অর্থাৎ লাইসেন্স গ্রহীতার নিজ বা তাহার পরিবারের খরচ বাদ দিতে হইবে না, কেন না সেই টাকা লাইসেন্স গ্রহীতার টাক্স যোগ্য লভ্যের অংশস্বরূপ হয়।

যে কর্ম্ম এই আইনের বিধান হইতে মুক্ত তাহার কথা।

৬। আইনের ৫ ধারামতে নিম্নলিখিত কর্ম্মের টাক্স ধরা যাইবে না, (১) কৃষি কর্ম্ম

(২) কোন কৃষক যে শস্য উৎপাদন করেন, বা খাজানাস্বরূপ শস্য গ্রাহক যে শস্যপ্রাপ্ত হন সেই শস্য হাটে লইয়া যাইবার যোগ্য করিবার নিমিত্ত সচরাচর তাহার যে কার্য্য করিতে হয়, তাহা,

(৩) কোন কৃষক যে শস্য উৎপাদন করেন বা খাজানাস্বরূপ শস্যগ্রাহক যে শস্য প্রাপ্ত হন, তাহা বিক্রয় করিবার দোকান কি স্থান না রাখিয়া, তৎকর্ত্ত্বক সেই শস্য বিক্রয়।

যে চাকরেরা নির্দিষ্ট বেতন পায় বা কমিশ্যন পায় বা অংশতঃ বেতন অংশতঃ কমিশ্যন পায় তাহাদের কর্ম্ম সামান্যতঃ আইনমতে টাক্সের যোগ্য হউক বা নাই হউক এই আইনের কার্য্য্যহইতে তাহাদিগকে মুক্ত করা গেল; বেতনভোগী শিল্পকর্ম্ম ও কবিপরেরাও ইহাদের মধ্যে গণ্য।

আইনমতে যে শ্রমীর লোকদের টাক্স দিতে হইবে তাহাদের বিষয়ে সাধারণ উপদেশ।

৭। কোন কৃষিকারী ভূমির চাষ করণ ছাড়া যদি কোন ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্পকর্ম্ম চালান, ও তাহাই তাহার একমাত্র কর্ম্ম হইলে যদি তজ্জন্যে তাহার টাক্স লাগিত তাহা হইলে ঐ স্বতন্ত্র ব্যবসায় কারবার বা শিল্পকর্ম্ম দ্বারা তাহার যত টাকা উপার্জন হয় তাহা লক্ষ্য করিয়া তাহার লাইসেন্স লইতে হইবে। এমন ব্যক্তির ক্ষীর্ণার্থ্য্য করিতে হইলে তাহার ব্যবসায় বা শিল্পকর্ম্ম দ্বারা যাহা উপার্জন হয় ও কৃষিকর্ম্ম দ্বারা যাহা উপার্জন হয় তাহা সচর্ক হইয়া পৃথক ধরিতে হইবে। কৃষিকর্ম্ম দ্বারা যে লভ্য হয় তাহার উপর কোন মতই টাক্স ধরিতে হইবে না। কোন জমিদার বা যিনি খাজানা পাইয়া থাকেন, খাজানার উপলক্ষে তাহার টাক্স

ধরিতে হইবে না, কিন্তু যদি মহাজনী করিয়া টাকা কর্ত্ত দিয়া থাকেন তবে সেই কর্ত্তের লভ্য হেতু তাঁহার প্রতি লাইসেন্স লইবার আজ্ঞা দিতে হইবে। যে অধিদায় প্রজাদের সাহায্য করিবার জন্য কখন কখন তাহাদিগকে টাকা আগাম দিয়া থাকেন ও যে অধিদায় আপন লাভের মিমিত্ত নিয়মিত মহাজনী করিয়া থাকেন ইহাদের বিশেষ জানা সামান্যতঃ কঠিন হইবে না। পূর্বেক্ত প্রকারের অধিদায়ের উপর কখন টাক্স ধাৰ্য্য কবিতো চইবে না। পেশোক্ত প্রকারের অধিদায়ের লাইসেন্স লইতে হইবে।

কোন ব্যক্তি যে কর্ত্ত চালান তাগ বাবসাব বা কারবার বা শিল্পকর্ম বণিয়া ধরিতে হইবে কি না ইহা স্থির করিতে কালেক্টর সাহেবদের পক্ষে সাধারণতঃ কঠিন হইবে না। এই এই শব্দে ছোট বড় সকল প্রকারের ব্যবসায় ধরিবার অভিপ্রায়।

বাহ্যের উপর যে টাক্স ধরা যাইবে তাহা স্থির করণের নিয়মের কথা।

৮। আইন সংযুক্ত তফসীলের যে শ্রেণীমতে কোন ব্যক্তি টাক্স দিবার যোগ্য হয় ইহা নির্ণয় করিতে গেলে কালেক্টর সাহেব এমত বিধান করিতে চেষ্টা করিবেন যেন বৎসর বাহার যত উপার্জন হয় তাহার উপর শতকরা ২১ টাকার অধিক কী তাঁহার দিতে না হয়। লাইসেন্স পাইবার যোগ্য প্রত্যেক ব্যক্তির আয়ের সম্বন্ধ লইবার সময়ে কাগজেব সাহেব ঐ ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক যে সংবাদ দেয় তদনুসারে অথবা অন্য যেপরোক্ষ প্রমাণ পান তদনুসারে আয়ের অনুমান করিতে পারিবেন। আইন অনুসারে যত ধাৰ্য্য হইতে পারে তদধিক ধরা গেলে, ঐ ব্যক্তির নিক্তে ইহার প্রমাণ করিতে হইবে।

কীর কর্ত্তের কথা।

৯। নিম্নলিখিত কর্ত্তে প্রত্যেক শ্রেণীতে অতি নূন টাক্স যোগ্য আয় প্রদত্ত হইল।

শ্রেণী	অতি নূন যে আয়ের উপর টাক্স লগুয়া যাইবে।	যে হারে টাক্স লগুয়া যাইবে।
১ প্রথম	২৫,০০০ টাকা	৫০০ টাকা
২ দ্বিতীয়	১০,০০০ টাকা	২০০ "
৩ তৃতীয়	৫,০০০ "	১০০ "
৪ চতুর্থ	২,৫০০ "	৫০ "
৫ পঞ্চম	১,০০০ "	২০ "
৬ ষষ্ঠ	৫০০	১০ "

কালেক্টর সাহেবদের কর্ত্তব্যের কথা।

১০। টাক্স ধাৰ্য্য ও আদায় করণপক্ষে জিলার কালেক্টর সাহেব কমিশ্যনার লাইসেন্স ও রেবেনিউ বোর্ডের কর্ত্তব্যধীন।

আইনমত কার্য সাহায্যের দ্বারা করা যাইবে জাহাজের কল।

১১। কালেক্টর সাহেব আইনমত কার্যের সাধারণ তত্ত্বাবধানের ভার স্বহস্তে রাখিবেন কিন্তু কমিশ্যনর সাহেবের অনুমতি পাইলে তিনি অহুজাপত্র লিখিয়া সদর শ্বানের উপযুক্ত কর্মতাপত্র কোন কোন অফিসটো-কি ডেপুটি কালেক্টরের প্রতি কার্যের অব্যবহিত তত্ত্বাবধান ও কর্তৃত্বভার অর্পণ করিতে পারিবেন।

এই আইনমতে কালেক্টর সাহেবের প্রতি যে কোন বা যে সকল কার্যভার ও ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞাক্রমে কোন অফিসটো-কি ডেপুটি কালেক্টরের সেই সেই কাগজ নির্বাহ ও সেই সেই ক্ষমতাক্রমে কার্য করিতে হইলে তাহাতে গবর্ণমেন্টের অনুমোদনের আবশ্যকতা নাই। উপরোক্ত কার্যকারক ভিন্ন অন্য কোন কার্যকারক তদর্থে নিযুক্ত হইলে কেবল সেই অনুমোদনের আবশ্যকতা হইবে। আপীল ও নিবারণ ক্ষমতা নিয়ে প্রদত্ত হইল।

আমলা নিযুক্ত করিবার কথা।

১২। আইনমত কার্য চালাইবার নিমিত্ত আবশ্যক হইলে গবর্ণমেন্ট প্রত্যেক জিলায় এক বা একাধিক আসেগব নিযুক্ত করিবেন। গোডের দ্বারা গবর্ণমেন্টের অনুমতি অগ্রে না পাইয়া গেলে কালেক্টর অফিসের নিয়মিত সিরিশতায় যে কর্মচারি আপন পদে থাকিয়া কর্ম করিতেছেন তিনি এই আইনমতে টাক্স বার্ষ্য করিবার তাহা পুনরাবলোচনা করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।

১৩। ১৬ ধারামতে (B চিহ্নিত পাঠের) জ্ঞানপত্র প্রকাশ করিতে কালেক্টর না চেষ্টা।

ফর্দ ও রেজিস্টার প্রস্তুত করিবার কথা।

১৪। ১১ ধারামতে প্রণীত প্রথম ফর্দে লিখিবার ও ১৭ ধারামতে নোটস জারী করিবার পূর্বে অতি সাবধানে পুরাতন টাক্স ধার্যকরণ গুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। ফর্দ প্রস্তুত করা গেলে পর প্রত্যেক কালেক্টর সাহেব লাইসেন্স টাক্স দাতাদের রেজিস্টার নামে ইংরাজী ভাষায় নিম্নলিখিত পাঠের এক খান রেজিস্টার খুলিবেন। ঐ রেজিস্টার ভিন্নতর খণ্ডে বিভক্ত হইবে। প্রত্যেক মহকুমায় এক ২ খণ্ড থাকিবে, এবং ঐ রেজিস্টারের সূচীপত্র থাকিবে। যে খণ্ড যে মহকুমা সম্পর্কীয় হয়, সেই খণ্ডের প্রতিলিপি সেই মহকুমার কর্তৃপক্ষকে দেওয়া যাইবে। কালেক্টর সাহেবেরা ও মহকুমার কর্তৃপক্ষেরা স্বয়ং তদন্ত করিয়া আপন ২ রেজিস্টার সুযোগ মতে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। সমস্ত হইলে টাক্স ধার্যকরণ সম্বন্ধীয় ভ্রম অবিলম্বে সংশোধন করিতে হইবে, ও তদনুসারে জিলায় ও মহকুমায় রেজিস্টারি করিতে হইবে।

আইনের ১৭ ধারার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে। D চিহ্নিত পাঠে নোটিস দিতে হইবে।

লাইসেন্স ফীর অর্ধেক ক্ষমতা করিবার কথা।

১৫। যদি কোন ব্যক্তি বৎসরের একাংশ মাত্র অর্থাৎ ছয় মাসের নূনকাল আপন ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্পকর্ম চালাইয়া থাকেন, তবে সেই বিষয়ে জিলায় কালেক্টর সাহেবের হস্তোদ্বোধ জন্মাইতে পারিলে তাঁহার লাইসেন্সফীর অর্ধেক ক্ষমতা হইতে পারিবে।

যাঁহার লাইসেন্স দেখাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাঁহাদের কথা।

১৬। কোন ব্যক্তি লাইসেন্স পাইলে, পোলীসেব সব ইন্স্পেক্টরকে ও তদুর্দ্ধ শ্রেণীর সকল কর্মকারককে তাঁহার লাইসেন্স বাহির করিয়া দেখাইতে আদেশ করিবার ক্ষমতাপন্ন বলিয়া জ্ঞান হইবে। কিন্তু কালেক্টর সাহেব উচিত বোধ করিলে অন্য কোন ব্যক্তিকে পরওয়ানা দিয়া লাঞ্চারণ মতে বা বিশেষ মতে ঐ কর্ম করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

ফী একবারে দিতে হইবার কথা।

১৭। এই আইনমত সকল ফী একবারে দিতে হইবে, কিস্তি করিয়া নয়।

যে স্থানে দেওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

১৮। আইন মত সমুদয় ফী ও অন্য প্রাপ্য জিলায় বা মহকুমার বাজানাতাখানায় দেওয়া যাইবে।

লাইসেন্স পাইবার কথা।

১৯। নির্দিষ্ট ফী দেওয়া গেলে লাইসেন্স পাইবার যোগ্য ব্যক্তির আইনমতে লাইসেন্স পাইবার অধিকার থাকিবে। ঐ লাইসেন্স থানি উক্ত প্রকারে দেওয়া ফীর মসিদ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

লাইসেন্স লিখিবার পাঠের কথা।

২০। লাইসেন্স O চিহ্নিত পাঠে লেখা যাইবে। বোর্ডের সাহেবেরা যে জিলায় যে প্রকারের কাগজে ও ক্রমিক যে নম্বর দিয়া ছাপাইতে আজ্ঞা করেন, সেই কাগজে সেই নম্বর শ্রেণী দিয়া ঐ লাইসেন্স ছাপা হইবে। বিশেষ কোন বৎসরের লাইসেন্সের পাঠ পূর্ক বৎসরে লাইসেন্স পাঠ হইতে স্বতন্ত্র রাখিতে হইবে, ও এক বৎসরে লাইসেন্স কোন মতেই অন্য বৎসরের লাইসেন্স পাঠে দিতে হইবে না।

টাক্স ক্ষমতা বা কম করিবার ও লাইসেন্স অকর্মণ্য করিবার কথা।

২১। টাক্সের টাকা আদায় করা গেলে পর, আপীলক্রমে যদি তাহা ক্ষমতা বা কম করা যায়, তবে প্রথমে যে লাইসেন্স পত্র দেওয়া গিয়াছে, টাকা ফেরৎ পাইবার সময় কালেক্টর সাহেবের নিকট তাহা ফিরাইয়া দিতে হইবে। সেই লাইসেন্সপত্র অক্ষ

ক্ষণ্য করিতে হইবে, ও অক্ষণ্য করণের কথা পৃষ্ঠার অপর ভাগে লিখিতে হইবে।
টাক্স কমাইয়া দেওয়া গেলে সেই কম টাকার নূতন লাইসেন্স দেওয়া যাইবে ও বাকী
যে টাকা টাক্সদাতার পাওনা হয় তাহা তাঁহাকে ফেরত দিতে হইবে। কিন্তু অক-
ক্ষণ্য করা লাইসেন্সের নিমিত্ত সম্পূর্ণ যত টাকা দেওয়া গেল, হিসাবে তাহা ফিবাটয়া
দেওয়া টাকা বশিরা ও নূতন লাইসেন্সের টাকা আদায় হওয়া বলিয়া লেখা যাইবে।

আপত্তির দরখাস্তের কথা।

২২। ১৭ ধারামতে নোটিস জারী হইবার তারিখ অবধি ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে
আইনের ১৮ ধারামতে আপত্তির দরখাস্ত করা যাইতে পারিবে। কা কালেক্টর সাহেব ই
ত্রিশ দিনের মিয়াদ বাড়ান দিতে পারিবেন কিন্তু অতি বিশেষ কোন স্থল ছাড়া ৬০
দিনের অধিক মিয়াদ দিবেন না।

মিয়াদের পর আপত্তির দরখাস্ত পাঁছছিলে তদ্বশ্যের কথা।

২৩। নোটিস জারী হইবার তারিখের পর ত্রিশ দিন গত হইলেও আপত্তির
দরখাস্ত দেওয়া গেল কালেক্টর সাহেবের ক্ষম্ভে যত লাইসেন্স ফী ধরা যার তাহা
অগ্রিম না দিলে, তা দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবে না।

টাকা ফেরত যখন দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

২৪। আপত্তির দরখাস্তের উপর টাকা ফেরৎ দিবার আজ্ঞা হইবা মাত্র টাকা
দিতে হইবে।

আসেসরদের আপত্তি নিষ্পত্তি করিতে পারিবার কথা।

২৫। ৫ কিপা ৬ শ্রেণীমত না হইলে, আসেসরদের আপত্তি ২ টাক্স দার্ষ্য করণের
বিকল্পে আপত্তির নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন না। উক্ত শ্রেণীমত হইলে, মহকুমার
কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল হইতে পারিবে। যে জিলায় মহকুমা নাই অথবা যেখানে
জিলায় ~~কোর্ট~~ ~~কোর্ট~~ মধ্যে আপত্তিকারির উপর টাক্স ধরা যায়, সদর মোকামে লাই-
সেন্স টাক্সের কার্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত আসিষ্টাণ্ট কি ডেপুটী কালেক্টরের নিকট
আপীল হইতে পারিবে।

প্রথম চারি শ্রেণী সংক্রান্ত আপত্তি আসিষ্টাণ্ট বা ডেপুটী কালেক্টরের স্থানিবার কথা।

২৬। প্রথম চারি শ্রেণীমত টাক্স দার্ষ্য করণের বিকল্পে আপত্তি করিয়া যে দর-
খাস্ত করা যায়, তাহা সদর মোকামে লাইসেন্স টাক্সের কার্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত
আসিষ্টাণ্ট বা ডেপুটী কালেক্টরের নিকট করা যাইবে। তাহার নিষ্পত্তির উপর
আপীল জিলায় কালেক্টর সাহেবের নিকট হইতে পারিবে।

বাকীদারের নামের ক্ষম্ভের কথা।

২৭। "ঘে-লোকেঁরা ১৭ ধারামতে নোটিস জারী হইবার তারিখ অবধি ৬০ দিনের

যশো ফী দেন নাই, মহকুমার কর্তৃপক্ষ কিম্বা সদর মোকামের কাছের অধ্যক্ষতার ভার প্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টর, তাহাদের নামের ফর্দ লিখিয়া কালেক্টর সাহেবের নিকট পাঠাইবেন। তাহাতে কালেক্টর সাহেব ঐ লাইসেন্স ফী এবং তদতিরিক্ত সম্পূর্ণ জরিমানা আদায় করিবার জরুম জারী করিবেন। কিন্তু উক্তম ও বিশিষ্ট কারণে কালেক্টর সাহেব উচিত বোধ করিলে, কোন বিশেষ বাকীদারের পক্ষে বিলম্বে ঐ জরুম জারী করিতে পারিবেন।

কর্দে যাঁহার নাম লেখা নাই তাঁহার লাইসেন্স পাইবার প্রার্থনাপত্রের কথা।

২৮। আইনের ১১ ধারামতে প্রকাশিত কোন কর্দে যাঁহার নাম লেখে নাই, এমনত কোন ব্যক্তি লাইসেন্স প্রার্থনা করিলে, তাঁহার প্রতি আপনার নাম, ও যে ব্যবসায় বা কারবার বা শিল্পকর্ম অনুসারে ফী লাগিতে পারে তাহা, ও আইনমতে আরনা কে উদ্ধৃত ফী দিবার যোগ্য বণিয়া জ্ঞান করেন তাহা লিখিয়া জানাইতে কিম্বা E চিহ্নিত পাঠে রীতিমতে লিখিত প্রশ্নের উত্তর করিয়া জানাইতে আদেশ হইবে। কোন ব্যক্তি এই এই বিষয়ে মিথ্যা সন্ধান জানাইলে, দণ্ড বিধির আইনে ঐ অপরাধের যে দণ্ড ধার্য হইয়াছে তাহার সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

ইন্সাম্প ফীর কথা।

২৯। আইনের ১৮ ও ২০ ধারাব বিধানমতে কালেক্টর সাহেবের নিকট যে প্রত্যেক দরখাস্ত দেওয়া যায়, তাহার উপর ১০ এক আনা ইন্সাম্প ফী দিতে হইবে। ২১ ধারামতে কমিশানর সাহেবের নিকট যে দরখাস্ত করা যায় তাহার ১১ টাকা ফী।

প্রত্যেক জিলায় যে২ রেজিষ্টর রাখিতে হইবে।

৩০। প্রত্যেক জিলায় পোর্টের নির্দিষ্ট নিম্নলিখিত রেজিষ্টরী বহী রাখিতে হইবে পোর্টের সাহেবেরা যজ্ঞপ উচিত বোধ করেন তজ্জপে ঐ রেজিষ্টর ভিন্ন স্মারক রেজিষ্টরের আজ্ঞা দিতে কিম্বা ঐ রেজিষ্টর পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

১ রেজিষ্টর।—লাইসেন্স আইনের ১৮ ধারামতে প্রত্যেক জিলায় আপত্তির যে দরখাস্ত দেওয়া যায় তাহার রেজিষ্টর।

২ „ উক্ত আইনের ২০ ধারামতে আপীলের যে দরখাস্ত দেওয়া যায় তাহার রেজিষ্টর।

৩ „ ।—আসেসরদিগকে যে লাইসেন্স পাঠ দেওয়া যায় তাহার সংখ্যা প্রকাশক রেজিষ্টর।

৪ „ ।—জিলার কর্তৃপক্ষের নিকট যত লাইসেন্স পাঠ আছে ও যত দেওয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা প্রকাশক রেজিষ্টর।

৫ „ ।—লাইসেন্স আইনের ৭ ধারামতে দত্ত লাইসেন্সের রেজিষ্টর।

(২য় খণ্ড)

২. আইনের ৩২ ধারা মতে ।

১৫৭

- ৬ „ ।—আইনের তফসীলকর্তে খাঁজনাখানার টোরে যত লাইসেন্স আছে
- তৎসংখ্যার রেজিষ্টার ।
- ৭ „ ।—সার্খাচলনের রেজিষ্টার ।
- ৮ „ ।—নোটিশের রেজিষ্টার ।
- ৯ „ ।—আইনের ২৩ ধারামতে অভিযোগের রেজিষ্টার ।
- ১০ „ ।—লাইসেন্স টাক্স ফেরৎ দিবার রেজিষ্টার ।
- ১১ „ ।—আইনে ২৪ ধারামতে সম্পত্তি জ্রোক ও বিক্রয় করিবার রেজিষ্টার ।
- ১২ „ ।—টাক্স দাতাদের রেজিষ্টার ।

A পাঠ ।

(নিম্ন ১৪ ধারা দেখ)

অমুক থানার অন্তর্গত অমুক গ্রামগাঁসি যে ব্যক্তির অমুক তারিখ অবধি এক
বৎসরের নিমিত্ত ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ২ আইনমতে লাইসেন্স লইবার যোগ্য তা-
হাদের নামের ফর্দ ।

জিলা ।

গ্রামের নম্বর ও নাম ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
নম্বর	ব্যক্তির ও তারিখ ব- পের নাম ।	ব্যবসায় বা কার- বার ব- শ্রমকর্ম	বৎসব অমু মান য ৩ উ- পার্জন হয় ।	সে শ্রেণীমতে কি লাগিবে	যত টাকা লা- ইসেন্স ফী দিতে হইবে ।	মন্তব্য ।

স্বাক্ষর (প্র)

B পাঠ।

(বিধির ১৩ দ্বারা দেখ।)

১৮৮০ সালের ২ আইনের ১৬ দ্বারা আদেশমত বিজ্ঞাপন।

১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ৬ দ্বারা বিধান আছে যে, কোন ব্যক্তি ১৮৮০ সালের অপ্রিল মাসের ১ তারিখে কি তৎপরে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লে-প্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবেব শাসনাবলী দ্বারা অন্তর্গত কোন জিলায় আপনাব নিমিত্ত কি অন্য ব্যক্তির পক্ষ হইয়া ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্পকর্ম চালাইলে, সেই জিলায় তাঁহার এই আইনমতে লাইসেন্স লইতে হইবে, ও তিনি যে শ্রেণীর লোক হন এই আইনের তফসীলমতে সেই শ্রেণীর যত ফী ধায়া আছে তাঁহার বৎসর ২ তত ফী দিতে হইবে।

কোন ব্যক্তি যদি কোন ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্পকর্ম করিয়া বা চালাইয়া বৎসর মোটে ৫০০ টাকা বা তাহার অধিক উপার্জন করেন, তবে তাঁহার প্রতি আদেশ হইল যে, কালেক্টরের বা মহকুমার কাছারীতে লাইসেন্স পাইবার দরখাস্ত করিবেন ও তিনি যে শ্রেণীর লোক হন নিম্নলিখিত তফসীলমতে সেই শ্রেণীর যত ফী ধায়া আছে, তাহা এত বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইবার তারিখ অবধি ৬০ দিনের মধ্যে ও তাহার পর পতি বৎসর অপ্রিল মাসের ১ তারিখ অবধি ৬০ দিনের মধ্যে দিবেন।

নিম্নলিখিত ফর্দে প্রত্যেক শ্রেণীমত অতিনূন টাক্স যোগ্য আয় প্রদত্ত হইল।

শ্রেণী, অতিনূন টাক্স যোগ্য আয় যাহার টাক্স লগ্গা হইবে।

	টাকা	টাকা
১ প্রথম	২৫,০০০	৫০০
২ দ্বিতীয়	১০,০০০	২০০
৩ তৃতীয়	৫,০০০	১০০
৪ চতুর্থ	২,৫০০	৫০
৫ পঞ্চম	১,০০০	২০
৬ ষষ্ঠ	৫০০	১০

১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ২ আইনমতে যে ব্যক্তি প্রতি লাইসেন্স লইবার আদেশ থাকিল, সেই ব্যক্তি তাহা না লইয়া এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইবার তারিখ অবধি ৬০ দিনের পর আপন ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্প কর্ম চালাইতে থাকিলে, তাঁহার ঐ লাইসেন্সের নিমিত্ত যত টাকা দিতে হয় তাহাও দিবেন, ও তাহা ছাড়া কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞামতে তাহার চিন ওণের অনধিক জরিমানা ও লাগিবে।

(কালেক্টর সাহেবের স্বাক্ষর)

১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের তফসীল ।

- ১ প্রথম শ্রেণী।—ব্যবসায় বা কারবার বা শিল্পকর্ম-
কারি যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে কা-
লেষ্টর সাহেব এই শ্রেণীর লাইসেন্সে-
ন্সের যোগ্য বলিয়া বিচার করেন ... ৫০০ টাকা ।
- ২ দ্বিতীয় শ্রেণী।—ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্পকর্ম
কারি যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে কাল-
লেষ্টর সাহেব এই শ্রেণীর লাইসেন্সে-
ন্সের যোগ্য বলিয়া বিচার করেন ... ২০০ টাকা ।
- তৃতীয় শ্রেণী।—ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্পকর্ম-
কারি যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে কাল-
লেষ্টর সাহেব এই শ্রেণীর লাইসেন্সে-
ন্সের যোগ্য বলিয়া বিচার করেন ... ১০০ টাকা ।
- ৪ চতুর্থ শ্রেণী—ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্পকর্ম
কারি যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে কাল-
লেষ্টর সাহেব এই শ্রেণীর লাইসেন্সে-
ন্সের যোগ্য বলিয়া বিচার করেন . ৫০ টাকা ।
- পঞ্চম শ্রেণী —ব্যবসায় বা কারবার বা শিল্পকর্মকারি
যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে কাললেষ্টর সাহেব
এই শ্রেণীর লাইসেন্সে-ন্সের যোগ্য
বলিয়া বিচার করেন । ... ২০ টাকা ।
- ষষ্ঠ শ্রেণী।—ব্যবসায় কি কারবার কি শিল্পকর্মকারি
যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে কাললেষ্টর সাহেব
এই শ্রেণীর লাইসেন্সে-ন্সের যোগ্য
বলিয়া বিচার করেন ... ১০ টাকা ।

C পাঠ।

(বিধির ২০ ধারা দেখ)।

১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের D তফসীলমত লাইসেন্সের পাঠ।

নম্বর	পৃষ্ঠা	নম্বর	পৃষ্ঠা
১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ২ আই- নের D তফসীলের শ্রেণীমত শ্রী অমুককে এই লাইসেন্স দেওয়া গেল। নাম পিতার নাম। বাসস্থান। জাতি ব্যবসায় বা কারবার বা শিল্প- কর্ম। যে জিলার যে থানার যে বা যে যে স্থানে চালাইতে পারিবেন। শ্রেণী যত টাকা দেওয়া গেল। যে কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স দিলেন তার নামের আদ্যক্ষর। সন মাস তাং		১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের D তফসীলের শ্রেণীমতে লাইসেন্স দেওয়া গেল। অমুক শ্রেণীমত লাইসেন্সেব নিমিত্ত উক্ত তফসীল অনুসারে যত টাকা দেওয়া উচিত অমুক স্থানবাসি অমুক জাতীয় অমুকের পুত্র শ্রী অমুক অন্য আমাকে সেই টাকা দিয়া ১৮৮০ সালের ২ আইনে D তফসীলমতে অমুক জিলার অমুক থানার অমুক গ্রামাদিতে অমুক ব্যবসায় বা কারবার বা শিল্পকর্ম চালাইবার এই লাইসেন্স পাইলেন। এই লাইসেন্স আগামী মার্চ মাসের ৩১শে তারিখ পর্যন্ত প্রবল থাকিবে। অমুক শ্রেণী। এত টাকা দেওয়া গেল। (যে কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স দিলেন উক্তর. "ক্ষর") যে স্থানে দেওয়া গেল সন ১৮ মাস তাং	

D পাঠ।

(বিধির ১৪ ধারা দেখ)।

বঙ্গদেশীয় লাইসেন্স বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইনমত নোটস।

শ্রী অমুক তুমি অমুক জিলার অন্তর্গত অমুক স্থানে, অমুক (ব্যবসায়াদি) চালা-
ইয়া ও ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের তফসীলমতে অমুক শ্রেণীভুক্ত হইয়া
আইনের ৬ ধারামতে উক্ত ব্যবসায়াদির লাইসেন্স লইবার যোগ্য ও উক্ত শ্রেণীর

(২য় খণ্ড)

২ আইনের ৩২ ধারা মতে ।

১৬১

(ব্যক্তি কুটি প্রভৃতি) উক্ত তফসীল অনুসারে যত ফী দেওয়া উচিত ঐ লাইসেন্সের নিমিত্ত তোমার তত ফী দিতে হইবে । অতএব শ্রীঅমুক তোমার প্রতি এই আদেশ থাকিল উক্ত স্থানে উক্ত ব্যবসাদি চালাইতে থাকিলে এই নোটিস পাইবার পর ষাইট দিনের মধ্যে ও তাহার পর প্রতি বৎসর আগ্রিগ মাসের ১ তারিখ অবদি ষাইট দিনের মধ্যে আপনি কি আপনার ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্বপক্ষ কর্তৃককারকদ্বারা অমুক স্থানের কালেক্টর সাহেবের নিকট লাইসেন্স পাইবার দরখাস্ত করিয়া এত টাকা ফীও দিবে । উক্ত আইনের তফসীলের অমুক শ্রেণীর মধ্যে (যে ব্যক্তি কুটি প্রভৃতি) আইসেন তাহার লাইসেন্সের তত ফী নির্দিষ্ট আছে ।

অমুকস্থান

১৮ সাল

২০০

গট্টর ।

E পাঠ ।

(বিধি ২৮ ধারা দেখ ।)

অমুক জিলার অন্তর্গত অমুক থানার অমুক গ্রামে শ্রীঅমুক অমুক যে কস্তু চালাইতেছেন তৎসম্পকে অমুক জিলার কালেক্টর কিম্বা আসেসর শ্রীঅমুক যে যে প্রশ্ন করিবেন তাহার লিপি ।

প্রশ্ন

উত্তর ।

১।—তোমার ও তোমার পিতার নাম কি, তোমাদের ১।

নিবাস স্থান কোথায় ও কি (যদি কোন) জাতি ?

২।—তোমার কোন্ ব্যবসায় বা কারবার বা শিল্পকর্ম ? ২।

৩।—১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ৩।

তফসীলমতে তুমি উক্ত কত ফী দিবার যোগ্য ?

৪।— ৪।

৫।— ৫।

৬।— ৬।

আমি উক্ত প্রশ্নোত্তরপত্র পাঠ করিয়াছি (বা তাহা আমার নিকট পাঠ করা গিয়াছে) ও আমার নিকট যে যে প্রশ্ন করা গেল এষ্ট পত্রে আমার সেই সেই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর আছে ইহা নির্দেশ করিয়া জানাইলাম ।

স্বাক্ষর শ্রী—

অমুক স্থান

১৮ সাল ৩২

১৮৮০ সাল ২২ মার্চ ।

অমুক জিলার কালেক্টর

অমুক জিলার আসেসর

সম্পূর্ণ

নির্ঘণ্ট পত্র ।

পথকর ও পূর্তকার্যকারকর সংক্রান্ত ১৮৮০ সালের ৯ আইন ।

ধারার নির্ঘণ্ট ।

ধারা

হেতুবাদ

- ১। সংক্ষেপ নাম ও আরম্ভ ।
- ২। ব্যাপ্তি এবং আইনের বিধান হইতে কোন্ কোন্ জিলা মুক্ত করিতে পারা যায় ।
- ৩। প্রদেশীয় পথকর বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইন ও সাধারণের উপকারার্থ কার্য বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইন রহিত হইবার কথা ।
- ৪। অর্থ করণের ধারা ।—ভূমির বার্ষিক মূল্য প্রভৃতি । কমিসন কৃষিকারী রাইরত । জিলা মহাল । মহালের কি তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারী । জোত । স্থাবর সম্পত্তি । ভূমি । খণ্ড, অধ্যায় ও পারা । তফশীল । তালুক প্রভৃতি । কালেক্টর । কমিটি । বৎসর ।

প্রথম খণ্ড ।

১ অধ্যায় ।

কর সংস্থাপনের ও প্রয়োগের বিধি ।

- ৫। সমুদয় স্থাবর সম্পত্তির উপর পথকর ও পূর্ত কার্যকর ধার্য হইতে পারিবার কথা ।
- ৬। কর যে রূপে ধরা যাইবে তাহার কথা ।
- ৭। করণীয় ব্যক্তির কালেক্টর সাহেবকে যত পথকর দেন, সরকারী রাজস্ব হইতে ততোহধিক না দিতে হইবার কথা ।
- ৮। মন্ত্রিসভাভিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারল সাহেবের সম্মতি না হইলে, গবর্ণমেন্ট ও গরাণ্টি করা রেলওয়ের উপর কর না ধরিবার কথা ।
- ৯। পথকরের উৎপন্ন টাকা প্রয়োগের কথা ।
- ১০। পূর্তকার্যকারকের উৎপন্ন টাকা প্রয়োগের কথা ।
- ১১। কর সংক্রান্ত বৎসর নিরূপণ করিবার ক্ষমতার কথা ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

কর ধার্য্য করিবার প্রণালী ।

- ১২। ক্রীষুত লেন্ডেনেট গবর্ণর সাহেবের মূল্য নিরূপণ ও পুনর্মূল্য নিরূপণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা ।
- ১৩। পাঁচ বৎসরের পর মহালের বা তালুকাদির ভোগাধিকারীর পুনর্মূল্য নিরূপণ নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিবার কথা ।
- ১৪। ভূমির রিটর্ণ দিবার ঘোষণাপত্র হইবার কথা ।
- ১৫। বিশেষ বিশেষ মহালের বা তালুকাদির পুনর্মূল্য নিরূপণ হইবার কথা ।
- ১৬। ভূমির রিটর্ণ দিবার নোটিসের কথা ।
- ১৭। নোটিসের পাঠের ও রিটর্ণ দাখিল করিবার সময়ের কথা ।
- ১৮। রিটর্ণ না দিলে দণ্ডের কথা ।
- ১৯। রিটর্ণ না দেওয়া পর্যন্ত খাজানা আদায় না হইবার কথা ।
- ২০। যে ভূমি প্রভৃতি রিটর্ণের মধ্যে না ধরা যায় তাহার খাজানা আদায় না হইতে পারিবার কথা ।
- ২১। রিটর্ণ না দেওয়া গেলে কালেক্টর সাহেব কর্তৃক মূল্য নিরূপণ হইবার কথা ।
- ২২। মিথ্যা রিটর্ণ দিবার দোষ প্রমাণ হইলে কালেক্টর সাহেবের মূল্য নিরূপণ করিতে পারিবার কথা ।
- ২৩। কোন কোন ভূমি বিষয়ক রিটর্ণ অসংগত হইলে অভিযোগ করা যাউক বা না যাউক কালেক্টর সাহেবের মূল্য নিরূপণ করিবার কথা ।
- ২৪। কালেক্টর সাহেবের কাছকারী রায়ত বলিষা কোন ব্যক্তির নাম লেখা গেলে তাহার নামে নোটিস লিখিবার কথা ।
- ২৫। রিটর্ণ না দেওয়া গেলে কালেক্টর সাহেবের ভূমির বার্ষিক মূল্য নিরূপণ করিতে পারিবার কথা ।
- ২৬। রিটর্ণে যে ভ্রমী বন্ধন থাকে, কালেক্টর সাহেবের তাহা সংশোধন করিতে পারিবার কথা ।
- ২৭। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজস্বদায়ী মহালের ও তালুক প্রভৃতির মূল্য নিরূপণের কথা ।
- ২৮। বাৎসর পরিমাণ নির্ণীত হইয়াছে এক্ষণ ক্ষুদ্র ২ লাখেরাজ মহালের ও নিজস্ব তালুক প্রভৃতি সংক্ষেপে মূল্য নিরূপণের কথা ।
- ২৯। যে মহাল তালুক প্রভৃতির সংক্ষেপে মূল্য নিরূপণ করা যায় তাহার পেটাও তালুকের অন্তর্গত ভূমির বার্ষিক মূল্য ধরিবার কথা ।

- ৩০। একর প্রতি হার ধরিয়া যে স্থলে উক্ত ভূমির মূল্য নিরূপণ হইতে পারিবার কথা।
- ৩১। যে মহালেব বা তালুকাদির মূল্য সংক্ষেপে নিকূপণ করা যায় তাহার ভোগ-দিকারীর বিটর্ন দিতে পারিবার কথা।
- ৩২। নিয়মিত প্রণালীমতে কাণেক্টর সাহেবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহালের বা তালুকাদির মূল্য নিরূপণ করিতে পারিবার কথা।
- ৩৩। বাগান বাড়ী প্রভৃতির রিটর্নের কথা।
- ৩৪। নিকূপিত মূল্যের বর্দ্ধ প্রস্তুত করিবার কথা।
- ৩৫। উক্ত বর্দ্ধ প্রকাশ করিবার কথা এবং দুই জন সাক্ষী থাকিবার কথা।
- ৩৬। মূল্য নিকূপণ ও পুনর্মূল্য নিকূপণ পাঁচবৎসর অবল থাকিবার কথা।
- ৩৭। নিকূপিত মূল্য কাণেক্টর সাহেবের কমান্ডেতে পারিবার কথা এবং যে মহাল ও তালুকাদি পূর্বে দ্বারা যায় নাই ও যাহা নূতন প্রকাশ হইয়াছে কাণেক্টর সাহেবের তাহা মূল্য নিকূপণ ও কর নির্দ্ধারণ কারতে পারিবার কথা।
- ৩৮। যে হারে পথকব লওয়া যাইবে তাহা কি কপ ধায়া হইবে ইহার কথা।
- ৩৯। যে হারে পূর্জকার্য কর লওয়া যাইবে তাহা কিরূপে ধায়া হইবে ইহার কথা।
- ৪০। যত কর দিতে হইবে জমিদারকে তাহার নোটিস দিবার কথা।
- ৪১। মহালের অবিকারীরা যেকূপে পথকব ও পূর্জকার্যকব দিবেন তাহার কথা এবং তালুকদার প্রভৃতি যেকূপ দিবেন তাহার কথা এবং কৃষিকারী রায়ত যেকূপ দিবেন তাহার কথা।
- ৪২। মহালের ভোগাধিকারীর যখন টাকা দিতে হইবে তাহার কথা এবং তালুকদার ও রায়তের কর দিবার সময়ের কথা।
- ৪৩। বাটওয়াবা হইলে নিকূপিত মূল্য বিল করিয়া দিবার কথা এবং ওয়ারা হইলে যে কাগ্য প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে তাহার কথা।
- ৪৪। ১৮৮০ সালের ১১ আইন কিম্বা ১৮৭৬ সালের ৭ আইন মতে স্বতন্ত্র হিসাব খুলিবার কথা।
- ৪৫। কিস্তির টাকা না দিলে দণ্ডের কথা।
- ৪৬। লাখেরাজ মহালের রেজিস্ট্রি করা ভোগাধিকারীদের দেয়ালের স্বতন্ত্র হিসাব ত্রিমুখ লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অনুমতিক্রমে কাণেক্টর সাহেবের রাখিতে পারিবার কথা।
- ৪৭। মহালের কি তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারীদের দ্বারা আদায় হইবার কথা।
- ৪৮। সহ অংশীদের স্থানে আদায় হইবার কথা।

- ৪৯। লিখিত অংশিদের সহ অংশিদের দ্বাৰা সার্টিফিকেট প্রণয়নমতে টাকা আদায় করিবার কথা।
- ৫০। যে ভূমির খাজানা নাই তাহা এই আইনের কার্য্য পক্ষে কোন মহালের বা তালুকাদির অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইবে ইহার কথা।
- ৫১। মহালাদির ভোগাধিকারিদের মহালের বা তালুক প্রভৃতির অন্তর্গত নিষ্কর ভূমির রিটর্ন ও তাহার নিমিত্ত অর্ক্টে হার কর দিতে হইবার কথা।
- ৫২। বিনা খাজানায় ভোগকৃত ভূমি সম্বন্ধ কালেক্টর সাহেবের নোটিস ও মূল্য নিরূপণ পত্রের উক্ত অংশ প্রচার করিবার কথা।
- ৫৩। বিনা খাজানায় ভোগকৃত ভূমির ভোগাধিকারি মূল্য নিরূপণ সম্বন্ধে আপত্তি করিতে পারিবার কথা।
- ৫৪। কোন কোন স্থলে মহালের ভোগাধিকারিদের নোটিস দিতে হইবার কথা।
- ৫৫। যে প্রকারে প্রচার করিতে হইবে তাহার কথা।
- ৫৬। বিনা খাজানায় ভোগকৃত ভূমির স্থানীর পূর্ণহারে কর দিতে হইবার কথা।
- ৫৭। কিস্তি গ্রহীত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবেব ধার্য্য করিবার কথা।
- ৫৮। কিস্তি টাকা একমাস মধ্যে না দেওয়া গেলে দ্বিগুণ টাকা আদায় হইতে পারিবার কথা।
- ৫৯। নিষ্কর ভূমি সম্বন্ধে মহাল প্রভৃতির ভোগাধিকারিদের পরিশিষ্ট রিটর্ন পাঠাইতে পারিবার কথা।
- ৬০। পরিশিষ্ট রিটর্নের ফলের কথা।
- ৬১। নিষ্কর ভূমির স্বামী প্রভৃতির দেয় টাকার প্রতি শতাংশ ধারার বিধান বর্ত্তিবার কথা।
- ৬২। ১৮৮০ ৫৪ ধারার আদেশ পালন না হইলে উক্ত টাকার প্রতি শতাংশ বিধান না বর্ত্তিবার কথা।
- ৬৩। নিষ্কর ভূমির স্থানীর ভবিষ্যতে কর দিতে হইবার কথা।
- ৬৪। ১৮৭১ সালের ১০ আইন মতের রিটর্ন লিখিত নিষ্কর ভূমির অতিরিক্ত রিটর্ন দিতে পারিবার এবং অতিরিক্ত রিটর্ন পরিশিষ্ট রিটর্ন বলিয়া গণ্য হইবার কথা।
- ৬৫। দখিলকার যে কর দেন তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।
- ৬৬। রিটর্ন দিবার আদেশ হইতে নোটিস নিষ্কর ভূমির ভোগাধিকারীকে দিবার কথা।
- ৬৭। নোটিস না দেওয়া গেলে উক্ত ভোগাধিকারীর কালেক্টর সাহেবকে ক্রটি হইবার সম্বাদ দিবার কথা।

- ৬৮। তাহা হইলে কালেক্টর সাহেবের ঐ ভোগাধিকারীকে রিটার্ন দিবার আদেশের কথা ।
- ৬৯। নোটিসের ন্যায় আজ্ঞার ফল হইবার কথা ।
- ৭০। ঐ ভোগাধিকারির বাকী কর দিবার দায়ের কথা ।
- ৭১। ঐ ভোগাধিকারির কালেক্টর সাহেব বা তাহার প্রতিনিধি ভিন্ন অন্য কাহাকে ও কর না দিতে চেষ্টার কথা ।
- ৭২। লভ্যের রিটার্ন দিবার নোটিসের কথা ।
- ৭৩। সম্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন জিলায় থাকিলে তদ্বিষয়ের কথা ।
- ৭৪। সম্পত্তির এবাংশ বঙ্গদেশের সীমার মধ্যে ও একাংশ ঐ সীমার বাহিরে থাকিলে তাহার কথা ।
- ৭৫। রিটার্ন দেওয়া গেলে বা অন্তর্ভুক্ত হইলে কালেক্টর সাহেবের মূল্য নিরূপণের কথা ।
- ৭৬। সম্পত্তির মূল্য ধরিয়া বার্ষিক মূল্য নিরূপণের কথা ।
- ৭৭। মূল্য নিরূপণের খরচ কাহার স্থানে আদায় করিয়া লইতে হইবে ইহার কথা ।
- ৭৮। মূল্য নিরূপণ করিবার নোটিসের কথা ।
- ৭৯। এই অধ্যায়মতে বৎসর ২ মূল্য নিরূপণ হইবার কথা এবং পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত। স্বামী প্রভৃতির বার্ষিক নিট লভ্য নির্দেশ করিবার কথা ও কালেক্টর সাহেব নির্দেশ বাক্য গ্রহণ করিলে তাহার ফলের কথা ।
- ৮০। করের হারের নোটিস দিবার ও আদায়ের তারিখের কথা ।
- ৮১। দখিলকার কি স্বামী অধিক দিয়া থাকিলে তাহা আদায় করিয়া লইবার কথা ।
- ৮২। সম্পত্তি ভিন্ন জিলায় থাকিলে কর বিলি করিবার কথা ।
- ৮৩। সম্পত্তি ভিন্ন জিলায় থাকিলে যে জিলায় পক্ষে যত লাভ নিরূপণ হইবে তাহার কথা ।
- ৮৪। এই অধ্যায়মত নোটিস জারী করিবার কথা ।

৬ অধ্যায়—উড়িষ্যা ও মেদিনীপুরের নিমিত্ত বিশেষ বিধান ।

- ৮৫। কর দিবার কার্যপক্ষে কোন ২ লাখেরাজ মহাল অন্য মহাল সংযুক্ত করণার্থ উড়িষ্যায় ও মেদিনীপুরে কালেক্টরদের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা ।
- ৮৬। ঐ লাখেরাজ মহাল যে মহাল সংযুক্ত করা যায় সেই মহালের ভোগাধিকারিকে নোটিস দিবার কথা ।
- ৮৭। লাখেরাজ মহালের ভোগাধিকারিকে নোটিস দিবার কথা ।

- ৮৮। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব যে কিস্তির আদেশ করেন সেই কিস্তি ক্রমে লাথেরাজ মহালের ভোগাধিকারির কর দিতে হইবার কথা।
- ৮৯। নোটিস জারী করিবার কথা।
- ৯০। ৮৫ ধারামতে যে আজ্ঞা করা যায় কালেক্টর সাহেবের তাহা রহিত করিতে পারিবার কথা।

৭ অধ্যায়—বিবিধ বিধি।

- ৯১। কালেক্টর সাহেবের কোন কোন সেরেস্তা নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।
- ৯২। মূল্য নিরূপণ কার্যে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার কথা।
- ৯৩। কমিশ্যনর সাহেবের বা বোর্ডের মূল্য নিরূপণ প্রত্য সংশোধন করিবার কথা।
- ৯৪। মিথ্যা রিটার্নের কথা।
- ৯৫। রিটার্ন কেবল লেখকের বিরুদ্ধে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবার কথা।
- ৯৬। এই খণ্ডমতে নোটিস দিবার কথা।
- ৯৭। নোটিস দিবার খরচের কথা এবং কোন কোন নোটিসের খরচ আদায় না করা যাইবার কথা।
- ৯৮। আইনমতে দেনা থাকা রাজকীয় প্রাপ্য স্বরূপ আদায় করিবার কথা।
- ৯৯। দেনা থাকা খাজানা হইতে কালেক্টর সাহেবের আদায় করিতে পারিবার কথা।
- ১০০। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের কোন ব্যক্তিকে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা দিবার কথা।
- ১০১। কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবার কথা।
- ১০২। নিরুপিত মূল্যের উপর আপীল হইবার কথা।
- ১০৩। অর্থদণ্ড আদায় করিবার আজ্ঞার উপর আপীল হইবার কথা।
- ১০৪। এই আপীল কমিশ্যনর সাহেবের নিকট হইবার কথা।
- ১০৫। কালেক্টরের কার্য কমিশ্যনর ও বোর্ডের তত্ত্বাবধানাধীনে থাকিবার কথা।
- ১০৬। বোর্ডের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।
- ১০৭। এই আইনের সংশ্লষ না থাকিলে স্থাবর সম্পত্তির স্বত্ত্ব সংরক্ষণের কথা।
- ১০৮। প্রদেশীয় পথের তহবীল সংস্থাপনের কথা।
- ১০৯। উক্ত তহবীলের টাকা প্রয়োগের কথা।
- ১১০। উক্ত তহবীলের মূল ধনের টাকা দিতে কমিটির অঙ্গীকার বদ্ধতা।
- ১১১। ভিন্ন জিলার পূর্তকার্য থাকিলে লেপ্টেনেন্ট গবর্নরের খরচ বিলি করিবার কথা।

- ১১২। প্রদেশীয় পথের কমিটির সংস্থিতি ।
- ১১৩। মেম্বরের পদ ত্যাগের কথা ।
- ১১৪। কোন কোন মেম্বরকে অবসর দিবার কথা ।
- ১১৫। কোন মেম্বর উপস্থিত হইতে উপেক্ষা করিলে বা কয়েক হইলে আর পদ না পাইবার কথা ।
- ১১৬। যাহারা কমিটির পদে থাকিবেন তাঁহাদের নিয়োগের কথা ।
- ১১৭। রাজকর্মচারী অধিক হইলে আনুষ্ঠানিক কার্য অসিদ্ধ হইবার কথা ।
- ১১৮। কমিটির সভাপতি ও প্রতিনিধি সভাপতি ।
- ১১৯। কমিটির কার্যালয়ে থাকিবার কথা ।
- ১২০। দুই প্রকার অধিবেশনের কথা ।
- ১২১। বিশেষ অধিবেশনের কথা ।
- ১২২। অধিবেশনের স্মৃতি সভাপতির কথা ।
- ১২৩। প্রার্থনামতে অধিবেশনের কথা ।
- ১২৪। অধিবেশনের নোটিসের কথা ।
- ১২৫। যত ব্যক্তি থাকিলে দ্বারা চলিতে পারে তাহার কথা ।
- ১২৬। সমসাময়িক অধিবেশনের কথা ।
- ১২৭। বৃত্তান্ত লিখিবার কথা ।
- ১২৮। কমিটি ও লোর্ডেনেন্ট গবর্নরের মধ্যে লেখা লেখি ।
- ১২৯। প্রতিনিধি সভাপতিকে মনোনীত করিবার কথা ।
- ১৩০। ইহাকে অবসর কবিবার কথা ।
- ১৩১। ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের বেতনের কথা ।
- ১৩২। ইহাকে নিযুক্ত করিবার কথা ।
- ১৩৩। সেবেস্তা ও বেতন ধার্য্য ।
- ১৩৪। কার্য্যকারকদিগকে ছুটি দিবার কথা ।
- ১৩৫। বেতন আয়ের চতুর্থাংশের অধিক না হয় ।
- ১৩৬। খণ্ডস্থ কার্য্যের সুপারিটেণ্ডেন্ট ।
- ১৩৭। কয়েক জিলায় ঐ ।
- ১৩৮। পেনশন ও পারিতোষিক ।
- ১৩৯। প্রধান চুক্তি সম্পাদন ।
- ১৪০। কমিটির লোক ও কন্সটারী চুক্তির অংশী হইলে দণ্ড ।
- ১৪১। পথের বর্ণনা ।
- ১৪২। কমিশ্যনরের নিকট বর্ণনাপত্র পাঠান ।

- ১৪৩। পরিশিষ্ট বর্ণনাপত্র।
- ১৪৪। লেপ্টেনেন্ট গবর্নরের কার্য বর্ণনাপত্রে ধরা ও বাদ দেওয়া।
- ১৪৫। কালেক্টরের নিম্নে প্রতি বৎসরের আনুমানিক আয় ও ব্যয় বর্ণনা দিবার কথা।
- ১৪৬। বৎসর বৎসর আনুমানপত্র প্রস্তুত করিবার কথা।
- ১৪৭। আনুমানপত্র গ্রহণ ও কার্য করিবার অমুমতি না হয় একপ সম্মতন না করা।
- ১৪৮। কমিটির পক্ষেরের ধার নিরূপণ।
- ১৪৯। আনুমান পত্রেব পরিসীমা।
- ১৫০। কমিশানর দ্বারা আনুমানপত্র সংশোধন।
- ১৫১। স্থলবিশেষে পরিবর্তন করা।
- ১৫২। কমিটির তিনভাগের দুইভাগ আনুমান পত্র অমুমোদন করিলে কার্য প্রণালী
- ১৫৩। কমিশানর আনুমানপত্র পাঠাইলে লেপ্টেনেন্ট গবর্নরের আজ্ঞা।
- ১৫৪। নিরূপিত হার সম্বন্ধে রিপোর্ট।
- ১৫৫। ঐ হার গেজেটে প্রকাশ করিবার কথা।
- ১৫৬। প্রকাশিত হার ঐ বৎসর প্রবল থাকিবে।
- ১৫৭। আনুমান পত্র সংশোধন করিতে পারা যাইবার কথা।
- ১৫৮। শাখা কমিটির কথা।
- ১৫৯। তাঁহাদের প্রতি যে যে ধারা বর্ত্তে তাহার কথা।
- ১৬০। এই কমিটির সভাপতি ও প্রতিনিধি সভাপতিকে অবসর দিবার কথা।
- ১৬১। এই কমিটির মেম্বর প্রদেশীয় কমিটির অধিক হওয়ার কথা।
- ১৬২। শাখা কমিটির বর্ণনা পত্র।
- ১৬৩। শাখা কমিটির অনুরোধ করিতে পারিবার কথা।
- ১৬৪। শাখা কমিটির তত্ত্বাবধির কথা।
- ১৬৫। এই কমিটির বিশেষ ক্ষমতা পাইবার কথা।
- ১৬৬। আনুমান পত্রের কথা।
- ১৬৭। ইহার পরিসীমার কথা।
- ১৬৮। ১১ অধ্যায়ের লিখিত কার্য ভার এই কমিটির প্রতি অর্পণ করিবার কথা।
- ১৬৯। শাখা কমিটির সংস্থাপন রহিত হইতে পারিবার কথা।
- ১৭০। প্রদেশীয় পথের তত্ত্বাবধির বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করিবার কথা।
- ১৭১। এই তত্ত্বাবধি হইতে টাকা দিবার কথা।
- ১৭২। কালেক্টর সাহেবের মাসিক হিসাব দিবার কথা।
- ১৭৩। কমিটির হিসাব দিবার কথা।
- ১৭৪। হিসাব পরীক্ষার্থ সবকমিটি নিযুক্ত হইবার কথা।

- ১৭৫। এই কমিটি বৌচর ও কগঙ্গ পত্র চাহিবার কথা ।
- ১৭৬। ও হিসাবের শুদ্ধতার সাটিকিফিকেট দিতে পারিবার কথা ।
- ১৭৭। লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের আদেশমত কার্যকারকের নিকট হিসাব পাঠাইয়া দিবার কথা ।
- ১৭৮। প্রতিনিধি সভাপতির আয় ব্যয়ের হিসাব ও রিপোর্ট প্রস্তুত করিবার কথা ।
- ১৭৯। সবকমিটি হিসাবে সাটিকিফিকেট দিলে তাহা লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের নিকট পাঠাইবার কথা ।
- ১৮০। লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর কর্তৃক অনুমোদিত হইলে কমিটি উপবিধি প্রণয়ন করিজে পারিবার কথা ।
- ১৮১। সেরেস্তা ও বায়াদি বিষয়ে লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের আদেশের কথা ।
- ১৮২। লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের পাঠ ও বিধি নির্দিষ্ট করিবার কথা ।
- তৎক্ষণ

নির্ঘণ্টপত্র সমাপ্ত ।

পথকর ও পূর্তকার্যকর সম্বন্ধীয় ।

১৮৮০ সালের ২ আইন ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট ।

ব্যবস্থাপন কার্য-বিভাগ ।

মজিদভাষিষ্টিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত নিম্ন লিখিত আইন ১৮৮০ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে উক্ত মান্যর সাহেব অমুমোদন করাতে তাহা ১৮৮০ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে মহিমবর শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের অমুমোদিত হইয়া সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এতদ্বারা প্রচারিত হইল ।

কর সম্বন্ধীয় ১৮৮০ সালের ২ আইন ।

জিলার বখারদি ও সাধারণের হিতকর অন্যান্য কার্য ও প্রদেশীয় পূর্তকার্য প্রস্তুত করিবার ও তাহার ব্যয় নির্বাহ ও তৎসমুদয় রক্ষা করিবার স্থানীয় কর সংক্রান্ত ব্যবস্থা সংশোধন ও সংগ্রহ করণার্থ আইন ।

(হেতুবাদ)

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশের মধ্যে জিলায় পথ ও গমনাগমনের অন্যান্য উপায় ও প্রদেশীয় পূর্তকার্য প্রস্তুত করিবার ও তাহার ব্যয় নির্বাহ ও তৎসমুদয় রক্ষা করিবার স্থানীয় কর সংক্রান্ত ও উক্ত দেশ-অর্গত স্থাবর সম্পত্তির উপর পথকর ও পূর্তকার্যকর আদায় সংক্রান্ত এবং উক্ত পথকরের প্রাপ্ত টাকার অধ্যাক্ষতা করণার্থ স্থানীয় কমিটী সংস্থাপন সংক্রান্ত ব্যবস্থা সংশোধন ও সংগ্রহ করণ এবং উক্ত পথকরের উৎপন্ন টাকা তাইতে সাধারণের নিকট হিতকর অন্যান্য কার্য প্রস্তুত ও রক্ষা করিবার বিধান করা বিহিত, এই হেতু নিম্নলিখিত বিধান করা গেল ।

উপক্রমণিকা ।

(সংক্ষেপ নাম ও আরম্ভ ।)

১ ধারা।—এই আইন “কর বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

এই আইন যে তারিখে ত্রিযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের অনুমোদন সহ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যায়, সেই তারিখ অবধি প্রচলিত হইবে।

(ব্যাখ্যা ,

২ ধারা।—যে জিলা বা জিলার অংশে পথ ও গমনাগমনের অন্যান্য উপায় প্রস্তুত ও রক্ষা করিবার জন্য স্থানীয় করের বিধান করণার্থ ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ১০ আইন ও সাধারণের উপকারার্থ বিষয় নির্মাণ ও তাহার ব্যয় শোষণ ও রক্ষা করণার্থ কর আদায় করিবার বিধান করণার্থ ১৮৭৭ সালের বঙ্গীয় ২ আইন, এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে বলবৎ থাকে, তথায় এই আইন অবিলম্বে ফলবৎ হইবে।

বঙ্গদেশের ত্রিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশের কোন জিলা বা জিলার অংশে উক্ত সাহেব, কলিকাতা গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া এই আইন প্রচলিত করিতে পারিবেন, তাহা বা গেজেলে সেই জ্ঞাপনপত্র যে তারিখ নির্দিষ্ট থাকে সেই তারিখ অবধি এই আইন ফলবৎ হইবে।

(উপবিধান)

কিন্তু বঙ্গদেশের ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অন্তর্গত হাটবোর্ডের আদৌ নিরূপিত বাচাবাদিগতোর সীমান্তগত স্থানের মধ্যে অথবা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় মুনিসিপাল বিষয়ক আইনমত প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণী মুনিসিপালিটির মধ্যে, যে কোন স্থানের সম্পত্তি থাকে তাৎপ্রতি এই আইনের কোন কথা বর্ত্তিবে না।

(আইনের বিধান হইতে কোন কোন জিলা মুক্ত করিতে পারিবার কথা।

ত্রিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া এই আইনের বিধান হইতে অথবা এই আইনের যে অংশ পথকর সম্পর্কীয় অথবা যে অংশ পূর্ত্তকার্য্য কব সম্পর্কীয় সেই অংশের বিধান হইতে কোন জিলা বা কোন জিলার অংশ কিম্বা কোন মহাল কি হালুকাদি মুক্ত করিতে পারিবেন ও কোন সময় তদ্রূপ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া ঐ মুক্ত করণের আঁজা রহিত করিতে ও পারিবেন।

(একেশ্বরী পদ্ধতির বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইন ও সাধারণের উপকারার্থ কার্যবিষয়ক

১৮৭৭ সালের আইন রহিত হইবার কথা ।

৩ ধারা ।—উক্ত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ১ আইন ও উক্ত ১৮৭৭ সালের বঙ্গীয় ২ আইন প্রচলিত রাখা হইবে ; কিন্তু এই রাহিত্য দ্বারা ঐ আইন পূর্বে প্রচলিত থাকিবার অথবা তৎকালে নিষ্পত্তিরূপে যাগ কিছু করা যায় বা করিতে দেওয়া যায় বা যে কোন স্বত্ব বা অধিকার লব্ধ বা কর্তব্য উৎপন্ন বা দায় উপস্থিত হয় তাহার কোন প্রভাব হইবে না ।

আর পূর্বেকৃত আইনদ্বয়মতে কৃত যে সকল বিধি ও আজ্ঞা ও নিয়োগ ও মূল্য নিরূপণ এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে অবলম্বিত থাকে, তৎসমুদয় যতদূর এই আইনসম্মত হয় এই আইনমতে কৃত বলিয়া গণ্য হইবে ।

আর পূর্বেকৃত আইনদ্বয়মতে যে সকল কর সংস্থাপিত তৎসমুদয় এই আইনমতে সংস্থাপিত বলিয়া গণ্য হইবে ও উক্ত কোন আইনমতে যে কর বাকী পড়ে বা ব্যয় করা যায় বা যে ফী বা খরচা দেয় হয় বা যে নোটিস জারী বা যে অর্থদণ্ড করা যায় তৎসম্পর্কে কাগজের সাহেবের নিকট যে টাকা দেয় হয়, তাহা ঐ ঐ হিসাবে এই আইনমতে দেয় বলিয়া গণ্য হইবে ।

এবং উক্তরূপে সংস্থাপিত সমুদয় কর ও হুকুমে দেয় টাকা এই আইনমতে আদায় হইতে পারবে ।

অর্থকরনের ধারা ।

ভূমির বায়িক মূল্য প্রকৃতি ।

৪ ধারা ।—বিষয় বা পূর্বাঙ্গের কথা দ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে এই আইনে কোন ভূমির বাহালের বা তালুকার সকল কৃষিকারী রায়ত কিসা অন্য যে ব্যক্তির নিজ ভূমি ব্যবহার ও দখল করে তাহার বৎসর যত রাজস্ব বা খাজানা না দিলেও মুক্তিমতে ঐ ভূমির যত রাজস্ব বা খাজানা হইতে পারে, “ভূমি বা মহালের বা তালুক দির বায়িক মূল্য” শব্দ সেই রাজস্ব বা খাজানা সমষ্টি বুঝাইবে ।

(কমিশনার ।)

কমিশনার শব্দে ষণ্ডের কমিশনার সাহেবকে বুঝাইবে ।

(কৃষিকারী রায়ত ।)

যে ব্যক্তি ভূমি চাষ করিয়া বৎসর একশত টাকার অনধিক খাজানা দিয়া থাকে “কৃষিকারী” শব্দে তাহাকে বুঝাইবে ।

ব্যাখ্যা ।—শস্যকারী খাজানা দেওয়া গেলে, ভূম্যধিকারী শস্যের যে ভাগ পান এই আইনমতে মূল্য নিরূপণ বা পুনর্মূল্য নিরূপণ হইবার পূর্বে তিন বৎসরে গড়ে

তাহার যত টাকা মূল্য হয় সেই মূল্যই এই আইনের কার্যপক্ষে বার্ষিক মূল্য বলিয়া গণ্য হইবে ।

(জিলা ।)

যে স্থানের নিমিত্ত একজন কালেক্টর সাহেব নিযুক্ত হন “জিলা” শব্দে সেই স্থান বুঝাইবে এবং যে ভূমি ঐ স্থানের বাহিরে থাকে তাহা ঐ কালেক্টর সাহেবের নিকট রাজস্বদায়ী মহালের অংশ হইলেও জিলার অংশ বলিয়া গণ্য হইবে না ।

(মহাল ।)

“মহাল” শব্দে—১।—ভূমি রেজিষ্টরী করণ বিধাৎক ১৮৭৬ সালের আইনক্রমে অথবা তৎপরে যে আটন বৎকালে প্রচলিত থাকে তৎকালে জিলার কালেক্টর সাহেব মালগুজারী ভূমি ও লাখেরাজ ভূমি যে যে সাধারণ রেজিষ্টর প্রস্তুত করিয়া রাখেন তাহাতে একই দফার মধ্যে যে ভূমি লেখা যায় সেই ভূমি,

২।—কৃষিকারী রাজত্বের জোত ভিন্ন যে ভূমির রাজস্ব কি খাজানা নিজ কালেক্টর সাহেবকে কিম্বা তাহা আদায় করণার্থ তাঁহার বিশেষমতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় সেই ভূমি,

৩।—পতিত ভূমি ক্ষেত্র কি দান কি পাট্টা বিলি কি পরিষ্কার করণার্থে গবর্ণমেণ্ট বর্ত্ত্ত কি গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে যে বিলি করা যায় সেই বিধিতে প্রাপ্ত ভূমি বুঝাইবে ।

(মহালের কি তাবুক প্রভৃতির ভোগাধিকারী ।)

“মহালের কি তাবুক প্রভৃতির ভোগাধিকারী” শব্দে ঐ ভূমির সকল কি অন্যতর ভোগাধিকারী বুঝাইবে । দুই কি ততোহদিক ব্যক্তি সাধারণ অধিকারী হইলে তাঁহারা এই আইনমতে একত্র ও স্বতন্ত্র দায়ী হইবেন ।

“জোত” শব্দে কৃষিকারী রাজত্বের ভোগকৃত ভূমি বুঝাইবে ।

(স্বাবর সম্পত্তি ।)

ভূমি এবং ভূমি হইতে ও ভূমিতে সং-গ্রহ দ্রব্য হইতেও যে দ্রব্য ভূমিতে সংলগ্ন কোন দ্রব্যে চিববদ্ধ থাকে সেই দ্রব্য হইতে উৎপন্ন কোন লাভও “স্বাবর সম্পত্তি” শব্দে গণ্য, কিন্তু ঐ শব্দে কোন প্রকারের ফসল কি বাটী বা দোকান বা অন্য দ্রব্য প্রভৃতি গণ্য নয় ।

(ভূমি ।)

“ভূমি” শব্দে আবাদী বা গরাআবাদী বা জলমগ্ন ভূমি বুঝাইবে এবং বাটী বা দর প্রভৃতি বুঝাইবে না ।

(৪র্থ, অধ্যায় ও ধারা।)

‘খণ্ড’ ও ‘অধ্যায়’ ও ‘ধারা’ শব্দে যথাক্রমে এই আইনের খণ্ড ও অধ্যায় ও ধারা বুঝাইবে।

[তফসীল।

“তফসীল” শব্দে এই আইন সংযুক্ত তফসীল বুঝাইবে এবং তদ্রূপ প্রত্যেক তফসীল এই আইনের অংশ বলিয়া গঠিত হইবে।

(ভালুক প্রভৃতি।)

“ভালুক প্রভৃতি” শব্দে পূর্ব নির্দিষ্ট মহাল ভিন্ন এবং কৃষিকারী রায়তের দ্বার্ষিক ভিন্ন ধাজানাদারী বা অন্যান্য ভূমিগত সকল স্বার্থ গণ্য।

(কালেক্টর)

এই আইনের কার্যপক্ষে যে কোন ব্যক্তিকে বিশেষ করিয়া কালেক্টরের ক্ষমতা দেওয়া যায় তিনি “কালেক্টর” শব্দে গণ্য, এবং

১—মালিকদারী মহাল ও তদন্তর্গত ভূমি ও তৎসংক্রান্ত সমুদায় আনুষ্ঠানিক কার্য ও তৎসম্পর্কীয় কর ধার্যা ও আদায় করণ সম্বন্ধে “কালেক্টর” শব্দে ব্যবহার হইলে,

উক্ত মহাল যে কালেক্টর সাহেবের বা তদ্রূপ অন্য যে কার্যকারকের তৌজি ভুক্ত হয় তাহাকে বুঝাইবে।

২।—লাথেরাজ মহাল ও তদন্তর্গত ভূমি ও তৎসংক্রান্ত সমুদায় আনুষ্ঠানিক কার্য ও তৎসম্পর্কীয় কর ধার্যা ও আদায় করণ সম্বন্ধে “কালেক্টর” শব্দের ব্যবহার হইলে,

উক্ত ভূমি যে কালেক্টর সাহেবের বা তদ্রূপ অন্য যে কার্যকারকের লাথেরাজ ভূমির সাধারণ রেজিষ্টার ভুক্ত হয় তাহাকে বুঝাইবে।

“জিলার কালেক্টর সাহেব” শব্দে কোন জিলার রাজস্ব বিষয়ক কার্য সম্পাদনের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক বুঝাইবে এবং এই আইনের কার্যপক্ষে যে কোন ব্যক্তিকে বিশেষ করিয়া কালেক্টরের ক্ষমতা দেওয়া যায় তাহাকেও বুঝাইবে।

(কমিটি।)

“কমিটি” শব্দে কোন জিলার প্রাদেশীয় পণের কমিটি বুঝাইবে।

(বৎসর।)

১১ ধারামতে ত্রিযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব কর সংক্রান্ত যে বৎসর নিরূপণ করেন “বৎসর” শব্দে সেই বৎসর বুঝাইবে।

—•—

প্রথম খণ্ড ।

প্রথম অধ্যায় ।

কর সংস্থাপনের ৩ প্রায়োগের বিধি ।

(সমুদায় স্থাবর সম্পত্তির উপর পঞ্চকর ও পূর্তকার্য্য কর ধার্য্য হইতে পারিবার কথা।।)

৫ ধারা।—এই আইন সে সময়ে কোন জিলায় বা জিলার অংশে প্রচলিত হয়, সেই সময়াবধি ২ ও ৮ ধারার প্রকারান্তরের বিধানমতে বজ্জিত না হইলে উক্ত জিলায় বা জিলার অংশের অন্তর্গত সমুদায় স্থাবর সম্পত্তির উপর পঞ্চকর ও পূর্তকার্য্য কর ধার্য্য হইতে পারিবে ।

(কর যেভাবে ধরা যাইবে তাহার কথা।।)

৬ ধারা।—এই আইনের নির্দিষ্টমতে যথাক্রমে ভূমির যৎ বার্ষিক মূল্য ও ধাতুর ও পাথরের খনির ও টামণ্ডের ও রেলওয়ের ও অন্য স্থাবর সম্পত্তির যে বার্ষিক নিট লভ্য নির্ণীত হয়, তাহার উপর পঞ্চকর ও পূর্তকার্য্য কর ধরা যাইবে ।

এবং যে যে হারে শোন বৎসর ঐ ঐ কর আদায় করা যাইবে, সেই সেই হার উক্ত বৎসরের নিমিত্ত এই আইনের নির্দিষ্টমতে নিরূপণ করা যাইবে ।

কিন্তু তন্মধ্যে কোন কর কোন বৎসর যে হারে লওয়া যায়, সেই হার যথাক্রমে উক্ত বার্ষিক মূল্যের ও বার্ষিক নিট লভ্যের টাকা প্রতি দুই পরসার অধিক হইবে না ।

করদায়ী ব্যক্তির। কালেক্টর সাহেবকে যত পঞ্চকর দেন সরকারী রাজস্ব হইতে

তদ্ব্যতিক না দিতে হইবার কথা ।

৭ ধারা।—যে সকল ব্যক্তি পঞ্চকর দিতে দায়ী, তাহার। জিলার কালেক্টর সাহেব-বদিগকে ঐ কর বলিয়া যত টাকা দেন তদতিরিক্ত কোন টাকা পঞ্চকর বলিয়া সরকারী রাজস্ব হইতে বঙ্গদেশের ত্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব দিবেন, এই আইনের কোন কথা দ্বারা একপ জ্ঞান হইবে না ।

(মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ত্রীযুত গবর্নর জেনেরল সাহেবের সম্মতি না হইলে গবর্নমেন্টের ও

গ্রাফিট করা রেলওয়ের উপর কর না ধরিবার কথা।।)

৮ ধারা।—যে রেলওয়ে কি টামণ্ডের ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের সম্পত্তি ও যে রেলওয়ের কি টামণ্ডের ডিবিডেন্ট দেওন বিষয়ে ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ত্রীযুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব বা ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ত্রীযুত গবর্নর জেনেরল সাহেব বা বঙ্গদেশের ত্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব প্রতিকূল হন ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ত্রীযুত গবর্নর জেনেরল সাহেবের সম্মতি না হইলে এই আই-

নের বিধানমতে সেই রেগুয়ের বা টার্মিওয়ের উপর পথকর বা পূর্তকার্যকর ধরা যাইবে না।

(পথকরের উৎপন্ন টাকা প্রয়োগের কথা।)

৯ ধারা। প্রত্যেক জিলায় পথকরের উৎপন্ন টাকা ঐ জিলার প্রদেশীয় পথের তহবিলে দেওয়া যাইবে এবং ঐ তহবিলের অন্যান্য টাকা সহ ১১ ধারার লিখিত কার্যে প্রয়োগ করা যাইবে।

(পূর্তকার্যকরের উৎপন্ন টাকা প্রয়োগের কথা।)

১০ ধারা। পূর্তকার্যের নিমিত্ত করের যে টাকা উৎপন্ন হয় তাহা রাজকীয় খাজানা খানায় দেওয়া যাইবে ও নিম্নলিখিত মতে তাহা প্রয়োগ করা যাইবে, অর্থাৎ,—(১) পথকর তহবিল হইতে বেতনপাপ্ত সেবেস্তা দ্বারা পথকরের সহিত একত্র পূর্তকার্য-কর ধার্য্য করা ও আদায় করা হইবে বলিয়া প্রদেশীয় পথের তহবিলে যত টাকা অংশস্বরূপ দেওয়া হইবে ত্রীমুখ লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব উচিত মনে করেন, তত টাকা দেওয়া যাইবে ও (২) ত্রীমুখ লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব যত্নপে আজ্ঞা করেন তত্নপে প্রদেশীয় পূর্তকার্য নিয়ন্ত্রণ ও তাহার ব্যয় পোষণ ও রক্ষা করণার্থ ও উক্ত কার্যে যত মনোযোগ ব্যয়িত হইয়াছে বা পরে হইবে তাহার সুদ দিবার নিমিত্ত প্রয়োগ করা যাইবে।

(কর সংক্রান্ত বংশের নিরূপণ কবিরান ক্ষমতাব কথা।)

১১ ধারা। এই আইনমতে যে কব আদায় হইতে পারে তাহা যে তারিখ অবধি যে জিলায় বা জিলার অংশে প্রাপ্ত হইবে ত্রীমুখ লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব কলিকাতা গেজেটে অনুজ্ঞাপত্র প্রকাশ করিয়া তাহা নির্দ্ধার্য্য করিবেন ও কোন জিলায় বা জিলায় অংশে যে তারিখ অবধি কর সংক্রান্ত বংশের চালবে তাহা অব-
ধারিত করিতে ও সময়ে সময়ে পাববত্তন করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কর ধার্য্য করবার প্রণালী।

২য় অধ্যায়।—ভূমির মূল্য নিরূপণের কথা।

(ত্রীমুখ লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের মূল্য নিরূপণ।)

১২ ধারা।—কোন জিলায় বা জিলায় অংশে এই আইন প্রচলিত হইলে, ত্রীমুখ লেপ্টেনেন্ট গবর্নর ঐ জিলায় বা জিলায় অংশে ভূমির মূল্য নিরূপণ ক-
রিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন,

(৩ পুনর্মূল্য নিরূপণ করিবার আক্ষা দ্বিতে পারিবার কথা।)

এবং তদ্রূপ কোন মূল্য নিরূপণমতে অথবা এই ধারার পশ্চাৎ নির্দিষ্ট পুনর্মূল্য নিরূপণমতে যে বৎসর কর আদায় ফলবৎ হয় সেই বৎসরের প্রারম্ভাবধি পাঁচ বৎসর গত হইলে পর সময়ে সময়ে কিম্বা উক্ত কাল গত হইবার পূর্বে বার মাস মধ্যে কোন সময়ে,

ত্রিযুত ম্যেজিস্ট্রেট গবর্ণর সাহেব উচিত বোধ করিলে তদ্রূপ কোন জিলায় বা জিলায় অংশ ভূমির পুনর্মূল্য নিরূপণ করিবার ও তিনি যে কর সংক্রান্ত বৎসর নির্দেশ করেন তাহার প্রারম্ভাবধি ঐ পুনর্মূল্য নিরূপণ ফলবৎ হইবার আক্ষা করিতে পারিবেন ।

(পাঁচ বৎসরের পর মহালের বা তালুকাদির ভোগাধিকারীর পুনর্মূল্য নিরূপণ নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবার কথা ।)

১৩ ধারা।—এই আইনমত কিম্বা ১৮৭১ সালের ১০ আইন মত কোন মূল্য নিরূপণক্রমে কোন মহাল বা তালুকাদিতে যে বৎসর কর আদায় ফলবৎ হয়, সেই কর সংক্রান্ত বৎসরের প্রারম্ভাবধি পাঁচ বৎসর গত হইলে পর, উক্ত মহালের বা তালুকাদির ভোগাধিকারী তাহার মহালের বা তালুকাদির পুনর্মূল্য নিরূপণ নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন ; এবং সেই আর্ড্র-প্রায়ে কালেক্টর সাহেবের আফিসে A তফশীলব পাঠে রিটার্ন দিতে পারিবে । তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব উক্ত মহালের বা তালুকাদির পুনর্মূল্য নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ; এবং তিনি তদ্রূপ কোন তাপুকাদির নিরূপিত মূল্যের কোন পরিবর্তন করিলে ঐ তাপুকাদি যে মহালের অথবা উক্তন ভূমিপালকের অ-জগত হয় তাহার ভোগাধিকারীকে নোটিশ দিয়া তদনুসারে ঐ মহাল প্রভৃতির নিরূপিত মূল্য পরিবর্তন করিবেন ।

কিন্তু যে কোন পুনর্মূল্য নিরূপণ হয় তাহা কিম্বা এষ্ট ধারা মতে পুনর্মূল্য নিরূপণ হওয়াতে কোন মহালের বা তালুকের পূর্বে দেব করের টাকা কম হইলে পুনর্মূল্য নিরূপণ হইবার পর করসংক্রান্ত যে বৎসর আরম্ভ হয়, সেই বৎসরের পূর্বে ফলবৎ হইবে না । পরন্তু কর সংক্রান্ত কোন বৎসর আরম্ভ হইবার পর তিন মাস মধ্যে পুনর্মূল্য নিরূপণ প্রার্থনাপত্র ও আবশ্যিক রিটার্ন কালেক্টর সাহেবের আফিসে দেওয়া গেলে, উক্ত বৎসরের প্রারম্ভাবধি ঐ পুনর্মূল্য নিরূপণ ও যদি টাকা কম করা গিয়া থাকে তাহা ফলবৎ হইবে ।

(ভূমির রিটার্ন দিবার ঘোষণাপত্র হইবার কথা)

১৪ ধারা।—এই আইনের কার্য্যপক্ষে কোন জিলায় বা জিলায় অংশের ভূমির মূল্য নিরূপণ কিম্বা পুনর্মূল্য নিরূপণ করিতে হইলে, ত্রিযুত ম্যেজিস্ট্রেট

গবর্ণর সাহেব এইরূপ আজ্ঞা করিলেন, যে যে মহালের কি তালাক প্রভৃতির বার্ষিক মেরকানি রাজস্ব বা বার্ষিক খাজানা এক শত টাকার অধিক হয়, এবং যে যে লাখেরাজ মহালের বা নিকর তালাক প্রভৃতির মোট খাজানা এক শত টাকার অধিক হয়, তাহার প্রত্যেক ভোগাধিকারী এক মাসের মধ্যে কালেক্টরি কাছারিতে এই আইনের A চিহ্নিত তফসীলের পাঠে ঐ পাঠের নির্দিষ্ট বৃত্তান্ত সম্বলিত আপন মহালের ও তালাক প্রভৃতির অন্তর্গত সমস্ত ভূমির রিটার্ন দেন, কালেক্টর সাহেব এই মণ্ডেব ঘোষণাপত্র প্রচার করিবেন ।

(ঘোষণাপত্র প্রকাশ হইবার কথা ।)

কালেক্টর সাহেব আপনাব কাছারি দপ্তরে ও জিলার অন্তর্গত প্রত্যেক দেওয়ানী আদালতের ও প্রত্যেক পোলিস থানার ও প্রত্যেক মহকুমার কর্তৃপক্ষের কাছারি ঘরের কোন প্রকাশ স্থানে ঐ ঘোষণাপত্র লটকাইয়া এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে সময়ে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে তাহা করিবেন ।

(বিশেষ বিশেষ মহালের বা তালাকাদির পুনর্মূল্য নিরূপণ হইবার কথা ।)

১৫ ধারা ।—য সময়ে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ১২ ধারার বিধান মতে কোন জিলার বা জিলার অংশের ভূমির পুনর্মূল্য নিরূপণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারেন, সেট সময়ে তিন উচ্চ বোর্ড করিলে তাহা না করিয়া উক্ত জিলার বা জিলার অংশের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ মহালের বা তালাকাদির পুনর্মূল্য নিরূপণ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ।

(ভূমির রিটার্ন দিবার নোটিসের কথা ।)

১৬ ধারা ।—কোন জিলায় ১১ ধারায় লিখিত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা গেলে পর এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব পূর্বে ধারারমতে বিশেষ বিশেষ মহালের ও তালাকাদির পুনর্মূল্য নিরূপণ হইবার আজ্ঞা করিলে পর, কালেক্টর সাহেব যে প্রত্যেক মহালের ও তালাকাদির মূল্য নিরূপণ বা পুনর্মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে এবং যৎসমক্ষে উক্ত ঘোষণাপত্র মত রিটার্ন দেওয়া যাব না, তাহার পক্ষে নোটিস দেওয়া উক্ত মহালের বা তালাকাদির প্রত্যেক ভোগাধিকারীকে ১৪ ধারার লিখিত রিটার্ন কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে দাখল করিবার আদেশ করিবেন । এবং তৎকালে কল্পিত মূল্য নিরূপণ বা পুনর্মূল্য নিরূপণ কার্যোপলক্ষে এই আইনের বা ১৮৭১-সালের বঙ্গীয় ১০ আইনের বিধানানুসারে রিটার্ন দেওয়া গেলে তাহা তালাক প্রভৃতির নাম লেখা থাকে বা প্রকারান্তরে যাহার কথা তিনি জানিতে পারি তাহার পক্ষেও নোটিস দেওয়া হইবে ।

(নোটিশের পাঠের ও রিটর্ন দাখিল করিবার সময়ের কথা।

১৭ ধারা।—পূর্নধারার উল্লিখিত নোটিস B চিহ্নিত তফশীলের ১নং পাঠে অথবা স্থল বিশেষে B তফশীলের ২ নম্বর পাঠে হইবে, এবং তাহাতে প্রত্যেক মহালের বা তালুকাদির ভোগাধিকারীকে প্রতি নিম্ন নির্দিষ্ট সময় মধ্যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রিটর্ন দাখিল করিবার আজ্ঞা থাকিবে। অর্থাৎ

(যে মহালের বা তালুকাদির ৫০০ শত টাকার অনধিক বার্ষিক রাজস্ব বা খাজানা দিতে হয়, তৎসম্পর্কীয় বিজ্ঞা তাহাব কোন অংশ বা স্বার্থসম্পর্কীয় রিটর্ন হইলে)

রাজস্ব দায়ী মহাল বা খাজানা দায়ী তালুকাদি হইলে নোটিস জারী হইবার সপ্তাহের মধ্যে।

(অন্য কোন মহাল বা তালুকাদি সম্পর্কীয় বা তাহাব কোন অংশ বা স্বার্থ সম্পর্কীয় রিটর্ন হইলে)

নোটিস জারী হইবার তিন মাস মধ্যে।

(পাঁচশো মহাল বা নিম্ন তালুকাদি হইলে)

যে মহালের বা তালুকাদির বার্ষিক নোট খাজানা ৫০০ পাঁচ শত টাকার অনধিক তৎসম্পর্কীয় বা তাহাব কোন অংশ বা স্বার্থসম্পর্কীয় রিটর্ন হইলে,

নোটিস জারী হইবার ছয় সপ্তাহ মধ্যে।

অন্য কোন মহাল বা তালুকাদি সম্পর্কীয় বা তাহাব কোন অংশ বা স্বার্থ সম্পর্কীয় রিটর্ন হইলে,

নোটিস জারী হইবার তিন মাস মধ্যে।

কালেক্টর সাহেব স্বীয় বিবেচনায় যে কোন উক্তরূপ কোন রিটর্ন দাখিল করিবার সময় বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

(রিটর্ন না দিলে দণ্ডের কথা।

১৮ ধারা।—যে মহালের ও তালুক প্রভৃতির সহকে ঐ নোটিসজারী করা যায়, সেই মহালের ও তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারীরা কালেক্টর সাহেবের স্বল্পবোধ মতে উপযুক্ত কারণ না দর্শাইয়া ও যদি তাহাদেব ভোগকৃত মহাল বা তালুক প্রভৃতি সম্পর্কীয় নোটিসে যে সময় দেওয়া যায় সেই সময় মধ্যে কিম্বা কালেক্টর সাহেব রিটর্ন দাখিল করিবার সময় বাড়াইয়া দিলে সেই বর্জিত সময় মধ্যে উক্ত কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে পূর্নোক্ত রিটর্ন দিতে অস্বীকার করিলে কিম্বা না দেন, তবে ঐ সময় বা বর্জিত সময় গত হইলে পর যত দিন সেই রিটর্ন না দেওয়া যায় কিম্বা কালেক্টর সাহেব নিয়ন্ত্রিত বিধানমতে যত দিন প্রকারান্তরে সেই মহালের ও তালুক প্রভৃতির ভূমির মূল্য নিরূপণ ও নির্ধারণ না করেন

তাহার দিন প্রতি প্রত্যেক ভোগাদিকারীর পক্ষাংশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড হইতে পারিবে।

সময়ে সময়ে উক্ত অর্থদণ্ডের বড় টাকা পাওনা হয়, তাহা কালেক্টর সাহেব ৯৮ বা ৯৯ ধারার বিধানমতে আদায় করিতে পারিবেন, এবং কমিশ্যনর সাহেব প্রকাস্তরের আদেশ না দিলে উক্ত অর্থদণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল হইলেও আপীলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ অর্থদণ্ড আদায় নিবারণ হইবে না।

উক্তরূপ কোন অর্থদণ্ড উপলক্ষে যে টাকা আদায় করা যায়, তাহা পাঁচ পত টাকা অধিক হইলে কালেক্টর সাহেব উক্ত মোকদ্দমা সম্বন্ধে কমিশ্যনর সাহেবের নিকট বিশেষ রিপোর্ট করিবেন এবং কমিশ্যনর সাহেবের অনুমতি বিনা উক্ত ক্রটি নিমিত্ত আর টাকা আদায় করা যাইবে না।

(রিটার্ন না দেওয়া পর্য্যন্ত বাজানা আদায় না হইবার কথা।)

১৯ ধারা।—নোটিসে যে সময় দেওয়া যায় তাহা কিম্বা ১৬ ধারার বিধানমতে বর্ণিত সময় অতীত হইলে পর, যে মহালের কিম্বা তালুক প্রভৃতির বিষয়ে সেই প্রকারের নোটিস দেওয়া যায়, তাহার ভোগাদিকারী কোন মহালের কি তালুক প্রভৃতির পক্ষে উক্ত রিটার্ন না দিলে তিনি উক্ত মহালের কি তালুক প্রভৃতির অন্তর্গত কোন ভূমির বা তালুকের বাজানার নিমিত্ত নালিশ করিয়া তাহা আদায় করিতে পারিবেন না।

পূর্বেকৃত বিটর্ন দাখিল করিতে যে ভোগাদিকারীদের উক্তরূপ ক্রটি হয় কালেক্টর সাহেব তাগানের নামের ফর্দ দেওয়ানী আদালতে পাঠাইতে পারিবেন এবং ঐ আদালত বিচার তাগে ঐ ফর্দের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

কোন মহাল বা তালুকাদি সম্পত্তী আংশিক রিটার্ন দাখিল করা গেলে, অথবা উক্ত কোন মহালের বা তালুকাদির ভূমির মূল্য নিরূপণ কাব্য প্রকাস্তরে সম্পন্ন হইলে এই ধারাক্রমে ভোগাদিকারীর প্রতি যে অক্ষমতা বর্ণিতাছিল, তাহার নিবৃত্তি এবং ঐ মহাল বা তালুকাদি পূর্বেকৃত কোন ফর্দে ধরা গিয়া থাকিলে কালেক্টর সাহেব উক্ত অক্ষমতা নিবৃত্তি হইবার সংবাদ তৎক্ষণাৎ ঐ দেওয়ানী আদালতে দিবেন।

(যে ভূমি প্রভৃতি রিটার্নের মধ্যে না ধরা যায় তাহার বাজানা আদায় না হইতে পারিবার কথা।)

২০ ধারা।—এই অধ্যায়ের আদেশ মতে কোন মহালের বা তালুকাদি সম্পত্তি রিটার্ন দেওয়া গেলে, ঐ মহালের বা তালুকাদির ভোগাদিকারী—

(ক) উক্ত রিটার্নে যে মহাল বা তালুকাদি সম্পর্কীয় হয় তদন্তর্গত কোন ভূমি বা ভোক্ত বা তালুকাদি ঐ রিটার্নে উল্লিখিত না হইয়া থাকে, তবে যে জোতের বা

তালুকের খাজানার দাওয়া হয়, তাহা ঐ রিটার্ন দাখিল করিবার পর ষ্ট্রট্ট হইয়াছে ইহার প্রমাণ দিতে না পারিলে ঐ ভূমি ও জোত প্রভৃতির খাজানার নিমিত্ত নালিশ করিয়া তাহা আদায় করিতে পারিবেন না।

(খ) উক্ত রিটার্নে যে কোন ভূমি বা জোত বা তালুকাদি ধরা যায় ঐ রিটার্ন দাখিল করিবার পর সেই ভূমির বা তালুকাদির খাজানা আইন অনুসারে বৃদ্ধি করা গিয়াছে ইহার প্রমাণ দিতে না পারিলে, ঐ রিটার্নে ঐ ভূমিাদির খাজানার যে হারের উল্লেখ থাকে তদধিক হারে খাজানার নিমিত্ত নালিশ করিয়া আদায় করিতে পারিবেন না।

(উপবিধান ১)

কিন্তু কালেক্টর সাহেব এই ৩৬মতে কোন রিটার্ন দেওয়া যদি হয় যাসের মধ্যে যে কোন সময়ে দ্বায় বিবেচনামতে তদ্রূপ কোন রিটার্ন সংশোধন করিবার দরখাস্ত লইতে পারিবেন।

ঐ দরখাস্ত লওয়া গেলে কালেক্টর সাহেব উক্ত মহালের বা তালুক প্রভৃতির মূল্য নিরূপণ পত্রের আবশ্যক মত সংশোধন করিতে পারিবেন।

আর যে ব্যক্তির মহাল বা তালুক প্রভৃতি সম্পর্কীয় রিটার্ন ও মূল্য নিরূপণ পত্র উক্তরূপে সংশোধন করা যায়, সেই ব্যক্তি ঐ সংশোধিত মূল্য নিরূপণ পত্র অনুসারে পথকরের ও পূর্তকার্যকরের আপনায় সমুদয় টাকা দিলে, (অন্যথা নহে) উক্ত মহালের বা তালুক প্রভৃতির রিটার্নের অন্তর্গত কোন তালুক বা ভূমির যে খাজানা তাঁহার পাওনা হয়, ঐ তালুক বা ভূমি সম্বন্ধে দেয় বলিয়া যে হার সংশোধিত রিটার্নে লিপিত থাকে, সেই হারের অনধিক হারে সেই খাজানা আদায় করিতে পারিবেন।

পূর্বেকৃত রিটার্ন যে ব্যক্তি দাখিল করেন তাঁহার খবচে কালেক্টর সাহেব যে নোটিস দিবার আদেশ করেন ঐ দরখাস্তে যাহাদের স্বার্থ থাকে তাহাদের উপর সেই নোটিস জারী করা যাইবে।

(রিটার্ন না দেওয়া গেলে কালেক্টর সাহেব কর্তৃক মূল্য নিরূপণ হইবার কথা।)

২১ ধারা — ৬ ধারামতে যে ভূমির নিমিত্ত নোটিস দেওয়া যায় সেই ভূমি সম্পর্কীয় কোন রিটার্ন দেওয়া না গেলে কালেক্টর সাহেব ঐ নোটিসে যে সময় দেওয়া যায়, তাহা বা ১৭ ধারার উল্লিখিত বর্জিত সময় গত হইলে পর যদ্রূপ ও যে উপায় বিহিত ঘোষ করেন তদ্রূপে ও সেই উপায়ে সেই নোটিসের উল্লিখিত মহালের বা তালুকাদির বা ভূমির বার্ষিক মূল্য নিরূপণ ও নির্ধারণ করিবেন ও ঐ মূল্য নিরূপণের কার্য ঘটন সমস্ত খরচ ও ঐ টাকা আদায় করিবার সমুদায় খরচ ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ বিধান মতে আদায় করা যাইতে পারিবে।

১৮৮০ সালের ৯ আইন ।

২২ ধারা।—কোন ব্যক্তি এই আইন মতে কোন রিটর্গ মিথ্যা করিয়া দিলে, কোন ভূমি মূল্যকরী মিথ্যা রিটর্গ দিগাহে বলিয়া ২৪ ধারামতে তাহার দ্বারা প্রদত্ত জরিফ হুটয়া তাহার দোষ নির্ণয় হইলে, কালেক্টর সাহেব যে রূপে ও যে উপায়ে বিহিত যৌথ করেন, তদনুসারে উক্ত ভূমির বার্ষিক মূল্য নিরূপণ ও নির্দ্ধাৰ্য্য করিতে পারিবেন।

(কোন কোন ডুমি বিষয়ক রিটের অবদান হইলে অভিযোগ করা হউক বা না হউক কালেক্টর সাহেবের মূল্য নিকশণ করিবার কথা।)

ব্রিটিশে কৃষিকারী রাষ্ট্রগুলি বালিয়া কোন ব্যক্তির নাম লেখা গেলে ডাঃ হার নামে নোটিশ
দিবার কথা।

(রিটার্ন না দেওয়া গেলে কালেক্টর সাহেবের ডুমির বার্ষিক মূল্য নিরূপণ করিতে
পারিবাবর কথা।)

৭৫ ধারা।—পূর্বধারার বিধানমতে যে ব্যক্তিকে নোটিস দেওয়া যায়, সে ব্যক্তি
 নির্দিষ্ট না হিলে কালেকটর সাহেব যতদূর ও যে উপায় বিহিত বোধ করেন ততদূর ও

সেই উপায়ে ঐ ব্যক্তির ভোগকৃত ভূমির বার্ষিক মূল্য নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন । ৩ সেই ব্যক্তি যত খাজানা দিগা পাকেন ঐ ভূমির বার্ষিক মূল্য তদধিক দৃষ্ট হইলে ঐ মূল্য নিরূপণ বার্ষিক খরচ সেই ব্যক্তির দিতে হইবে । ঐ টাকা এবং তাহা আদায় করিবার সকল খরচ ৯৮ ও ৯৯ ধারার বিধানমতে আদায় হইতে পারিবে । অন্য সকল স্থলে প্রদেশীয় পথের তহবিল হইতে ঐ খরচ দেওয়া যাইবে ।

(রিটর্নে যে জেলাবন্দন থাকে, কালেক্টর সাহেবের তাহার সংশোধন করিতে পারিবার কথা ।)

২৬ ধারা।—যে ব্যক্তিকে ২৪ ধারামতে নোটিস দেওয়া যায়, অন্যায় পূর্বক তাহাকে কৃষিকারী রাখিত বনিয়া রিটর্নে ধরা গিয়াছে কালেক্টর সাহেবের এইরূপ প্রতীতি হইলে, তিনি ঐ কথা সংশোধন করিবার ও ঐ ব্যক্তিকে তালুকদার জেলা মধ্যে ধবিয়া লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ।

তাহা হইলে তাহার ভোগকৃত ভূমি সম্পর্কীয় কব ধারা ও আদায় করণ কার্য পক্ষে ঐ ব্যক্তিকে তালুকদার বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে ।

(ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজস্ব দখলি মহালের ও তালুক প্রভৃতির মূল্য নিরূপণের কথা ।)

২৭ ধারা।—কোন মহালের নিমিত্ত যে বাৎসরিক রাজস্ব দেওয়া যায় কিম্বা তালুক প্রভৃতির নিমিত্ত যে বার্ষিক খাজানা দেওয়া যায় তাহা ১০০ টাকার অধিক না হইলে কালেক্টর সাহেব সেই মহালের কি তালুক প্রভৃতির পক্ষে নোটিস না দিয়া,

(ক) মহালের বা তালুক প্রভৃতি চিরকালীন বন্দোবস্ত থাকিলে ঐ ভূমির বার্ষিক বাজস্বের বা খাজানার তিন গুণের অনধিক কিম্বা মিয়াদী বন্দোবস্ত থাকিলে ঐ ভূমির রাজস্বের বা খাজানার দ্বিগুণের অনধিক ঐ ভূমির বার্ষিক মূল্য বলি ম নির্ণয় করিতে পারিবেন, অথবা,

(খ) উক্ত মহালের বা তালুক প্রভৃতির পরিমাণ নির্ণয় করা গিয়া থাকিলে, একরূপে প্রতি যে হার ধরা বিহিত বোধ করেন সেই হারানুসারে তাহার বার্ষিক মূল্য ধরিতে পারিবেন ।

(যাহার পরিমাণ নির্ণীত হইয়াছে এরূপ ক্ষুদ্র লাখেরাজ মহালের ও নিকর তালুক

প্রভৃতির সংক্ষেপ মূল্য নিরূপণের কথা ।)

২৮ ধারা। যে লাখেরাজ মহালের বা নিকর তালুক প্রভৃতির মোট খাজানা এক শত টাকার অনধিক না হয় বা তদধিক বলিয়া কালেক্টর সাহেবের অনুমান না হয়, সেই মহালের বা তালুক প্রভৃতির পরিমাণ নির্ণয় করা গিয়া থাকিলে কালেক্টর সাহেব সেই মহালের বা তালুক প্রভৃতির পক্ষে নোটিস না দিয়া একরূপে যে হার ধরা বিহিত বোধ করেন সেই হারানুসারে তাহার বার্ষিক মূল্য ধরিতে পারিবেন ।

(যে মহাল বা তালুক প্রভৃতির সংক্ষেপে মূল্য নিরূপণ করা যায় তাহার পেটাও তালুকের অন্তর্গত ভূমির বার্ষিক মূল্য বহিষ্যত করা ।)

২৯ ধারা। কালেক্টর সাহেব সংক্ষেপে ২৭ ধারার (ক) প্রকরণমতে কোন মহালের কি তালুক প্রভৃতির অন্তর্গত ভূমির মূল্য নির্ণয় করিলে, ঐ ভূমির যে অংশ উক্ত মহালের বা তালুকাদির অধীন পেটাও তালুকের অন্তর্গত থাকে তাহার বার্ষিক মূল্য নিম্নলিখিত বিধিগত নির্ণয় করিবেন ;—

(১) সমস্ত মহাল বা উর্দ্ধতন তালুক লইয়া পেটাও তালুক হইলে ঐ মহালের বা উর্দ্ধতন তালুকের যে বার্ষিক মূল্য হয়, তাহাই পেটাও তালুকের বার্ষিক মূল্য বলিয়া ধরা যাইবে ।

উদাহরণ ।

৮০ টাকা রাজস্ব দ্বারা কোন মহালের মূল্য কালেক্টর সাহেব ২৭ ধারার (ক) প্রকরণমতে সংক্ষেপে ২০০ টাকা বলিয়া ধরিলেন । ১২০ টাকা খাজানায় সমস্ত মহাল পত্তনী দেওয়া গেলে পত্তনী তালুকের বার্ষিক মূল্য ২০০ টাকা হইবে ।

(২) মহালের বা উর্দ্ধতন তালুকের কিয়দংশ ভূমি লইয়া, পেটাও তালুক হইলে,

(ক) প্রথমতঃ ঐ মহালের বা উর্দ্ধতন তালুকের বার্ষিক মূল্য হইতে ঐ মহালের বা উর্দ্ধতন তালুকের নিমিত্ত যে রাজস্ব বা খাজানা দেওয়া যায়, তাহা বাদ দিলে যত টাকা থাকে ইহা নির্ণয় করিতে হইবে ।

(খ) পরে ঐ টাকা উক্ত রাজস্বের বা খাজানার যে অংশ হয়, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে ।

(গ) তদনন্তর পেটাও তালুকের নিমিত্ত যে খাজানা দিতে হয়, তাহার সেই অংশ হইলে যত টাকা হয় তাহা নির্ণয় করিতে হইবে ।

(ঘ) পেটাও তালুকের নিমিত্ত যে খাজানা দিতে হয় তাহাতে ঐ নির্ণীত টাকার আর্জেক যোগ করিতে হইবে, এবং ফল যাওয়া হইবে তাহাট পেটাও তালুকের বার্ষিক মূল্য বলিয়া ধরা যাইবে ।

উদাহরণ ।

ক।—৮০ টাকা রাজস্বদ্বারা কোন মহালের মূল্য কালেক্টর সাহেব ২৭ ধারার (ক) প্রকরণমতে সংক্ষেপে ১০০ টাকা বলিয়া ধরিলেন । ৩৭০ টাকা খাজানায় মহালের কিয়দংশ পত্তনী দেওয়া গেল ।

মহালের বার্ষিক মূল্য ১০০ টাকা হইতে উক্তর পর রাজস্ব ৬০ টাকা বাদ দিলে ৪০ টাকা থাকে । ঐ ৪০ টাকা রাজস্ব ৬০ টাকার দুই তৃতীয়াংশ ।

পত্তনী তালুকের নিমিত্ত যে ৩৭০ টাকা খাজানা দিতে হয় তাহার দুই তৃতীয়াংশ ২৪ টাকা ।

ঐ পত্তনী তালুকের নিমিত্ত যে খাজানা দিতে হয় তাহাতে ২৫ টীকার অর্ধেক যোগ কর, এবং ফল (৩৭৥০ + ১২৥০) ৫০ টাকা পত্তনী তালুকের বার্ষিক মূল্য হইবে ।

৭। ৩৭৥০ টাকা খাজানা দায়ী পত্তনী তালুকের মধ্যে ক উদাহরণের অনুরূপ, ২৭ টাকা খাজানাদায়ী দরপত্তনী তালুক আছে ।

উপর লিখিতমতে নির্ণীত পত্তনী তালুকের বার্ষিক মূল্য ৫০ টাকা হইতে ঐ পত্তনী তালুকের দেয় খাজানা ৩৭৥০ টাকা বাদ দিলে ১২৥০ টাকা থাকিবে ঐ ১২৥০ টাকা উক্ত খাজানার এক তৃতীয়াংশ ।

দরপত্তনীর নিমিত্ত যে ২৭ টাকা খাজানা দিতে হয় তাহার এক তৃতীয়াংশ ৯ টাকা ।

দরপত্তনীর নিমিত্ত যে খাজানা দিতে হয় তাহাতে ৯ টীকার অর্ধেক যোগ কর, এবং ফল (২৭ + ৪৥০) ৩১৥০ টাকা ঐ দরপত্তনী তালুকের বার্ষিক মূল্য হইবে ।

একর প্রতি হার ধরিয়া যে স্থলে উক্ত ভূমির মূল্য নিরূপণ হইতে পারিবে তাহার কথা ।

৩০ ধারা ।—২৭ ধারার (খ) প্রকরণ বা ২৮ ধারামতে একর প্রতি কোন চারামু-সারে কোন মহালের বা তালুকাদির অন্তর্গত জমির মূল্য সংক্ষেপে নিরূপণ করা গেলে, উক্ত মহালের বা উক্তজন তালুকের বার্ষিক মূল্য একর প্রতি যে হারে ধরা যায়, কোন পেটাও তালুকের অন্তর্গত ভূমির বার্ষিক মূল্যও সেই হারে ধরা যাইবে ।

যে মহালের বা তালুকাদির মূল্য সংক্ষেপে নিরূপণ করা যায় তাহার ভোগাদিকারীর রিটার্ন দিতে পারিবার কথা ।

৩১ ধারা ।—১৭ ও ১৮ ধারামতে যে মহালের বা তালুকাদির বা পেটাও তালু-কের মূল্য সংক্ষেপে নিরূপণ করা যায় তাহার ভোগাদিকারী ৩০ ধারামতে ঐ নিরূ-পিত মূল্যের ফর্দ লটকাইয়া দেওয়া গেলে পর এক সাতসের মধ্যে ঐ মহালের কি তালুক প্রভৃতির বিষয়ে (A) তফসীলের পাঠে রিটার্ন দিতে পারিবে ।

তাহা হইলে, ঐ রিটার্ন ১৬ ধারার আদেশমতে প্রাপ্ত রিটার্ন বলিয়া গণ্য হইবে ও তদনুসারে তাহা লইয়া কার্য হইবে ।

নিয়মিত প্রবালীমানে কালেক্টর সাহেবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহালের বা তালুকাদি মূল্য নিরূপণ করিতে পারিবার কথা ।

৩২ ধারা । ২৭ বা ২৮ ধারার বিধানমতে কোন মহালের বা তালুকাদির মূল্য সংক্ষেপে নিরূপণ না করিয়া কালেক্টর সাহেব উচিত বোধ করিলে উক্ত কোন মহালের কিবা তালুকাদির বিষয়ে (B) তফসীলের ১৫নং বা স্থলবিশেষে ২নং পাঠে নোটিস জারী করাইতে পারিবে । তাহা করিলে সেই ভূমি হইতে গবর্ণমেন্টের

বার্ষিক রাজস্ব কি খাজানা এক মত টাকার অধিক হইলে এই খণ্ডের বিধান
বেকাবে খাটিত, ঐ ভূমির প্রতি তাহা সেইরূপে খাটিবে।

চা বা কাকো বা সিনকনার নিমিত্ত ব্যবহৃত ভূমির কথা।

বার্খান বাকী প্রকৃতির রিটর্নের কথা।

৩৩ ধারা। পতিত ভূমি বিক্রয় কি পাট্টা বিলি কি দান কিম্বা পরিষ্কার কর-
ণার্থে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক কিস্তি গবর্ণমেন্টের অনুমতিক্রমে যে বিধি হইয়াছে, কোন ভূমি
সেই বিধিক্রমে প্রাপ্ত হওয়া গেলে, কিম্বা নিজ গবর্ণমেন্টের স্বাধীন লগুয়া গেলে ও
অর্থাৎ চা কি কাকো কি সিনকনার চাষ হইলে, কালেক্টর সাহেব ১৬ ধারামতে
নোটিস না দিয়া ঐ ভূমির ভোগাধিকারির নামে এইরূপ নোটিস দেওয়াইবেন যে
নোটিস পাইবার পর দুই মাস মধ্যে (C) তফসীলের পার্টে রিটর্ন দিবেন, ঐ পার্টের
নির্দিষ্ট সকল বৃত্তান্ত ঐ রিটর্নে লিপিতে হইবে; এবং রেভিনিউ বোর্ড কোন বিশেষ
স্থলে নিয়ম হার নির্দেশ না করিলে, কর্ষিত হইয়াছে বলিয়া যত ভূমি ঐ রিটর্নে
লেখা থাকে, তাহার বার্ষিক মূল্য একরূপে দশ টাকা নির্দ্ধারিত হইবে। এই
ধারামতে যে ভূমি সম্পর্কে নোটিস দেওয়া যায় তৎপ্রতি ১৮ ও ২১ ধারার বিধান
বর্ত্তিবে।

নিরূপিত মূল্যের ফর্দ প্রাপ্ত করিবার ও যত কাল

প্রবল থাকিবে তাহার কথা।

নিরূপিত মূল্যের ফর্দ প্রাপ্ত করিবার কাল।

৩৪ ধারা। এই খণ্ড মতে কোন ভূমির মূল্য নিরূপণ বা পুনর্মূল্য নিরূপণ
করা গেলে কালেক্টর সাহেব এই আইনমতে যে রিটর্ন পান ও যে নিরূপণ করেন
তাহা দেখিয়া আপন জিলার অন্তর্গত প্রত্যেক মহালের ও তদন্তর্গত তালুক
প্রভৃতি নিরূপিত মূল্যের ফর্দ প্রাপ্ত করিবেন এবং এই আইনের ৩১ ধারায় বাদ
দিবার যে টাকা নির্দিষ্ট হইল, গবর্ণমেন্টের প্রাপ্য বার্ষিক যত রাজস্বের উপর ঐ বাদ
দিবার হিসাব প্রত্যেক মহাল সম্বন্ধে করিতে হইবে তাহা ঐ ফর্দে লিখিবেন।

আপন জিলার অন্তর্গত কোন মহালের কিস্তি তালুক প্রভৃতির বা যোক্তের
ভোগাধিকারী প্রার্থনা করিলে উক্ত মহালের বা, তালুক প্রভৃতির কিস্তি যোক্তের
ভূমির সহিত উক্ত ফর্দের ও রিটর্নের যে অংশেব সম্পর্ক থাকে রেভিনিউ বোর্ড
সময়ে সময়ে তাহার নকল লইবার কীর যে হার নিরূপণ করেন কালেক্টর সাহেব
সেই হারানুসারে মূল্য লইবা তাহাকে ঐ ফর্দের ও রিটর্নের সেই অংশের নকল
বা সম্পর্কিত নকল দেওয়াইবেন।

উক্ত ফর্দ প্রকাশ করিবার কথা।

৩৫ ধারা। এই খণ্ডের নির্দিষ্ট এক এক ফর্দ সমাপ্ত হইলে তাহা যে মহাল সম্পর্কীয় হয়, কালেক্টর সাহেব সেই মহালের মালকাছারীতে ঐ ফর্দের এককোষে নকল লাগাইয়া দিবেন এবং উক্ত ফর্দের যে অংশ কোন তালুক প্রভৃতির সম্পর্কীয় হয়, সেই অংশের নকল উক্ত তালুক প্রভৃতির মালকাছারীতে লাগাইয়া দিবেন।

কিন্তু মালকাছারির সন্ধান না পাওয়া গেলে ঐ মহালের ও তালুক প্রভৃতির কোন প্রকাশ স্থানে ঐ ফর্দের বা অংশের নকল লাগাইয়া দিতে হইবে এবং ঐ মহাল বা তালুক প্রভৃতি পাওয়া না গেলে, উক্ত মহাল বা তালুক প্রভৃতি যে কোন গ্রামে আছে বলিয়া বিখ্যাস হয়, সেই গ্রামের কোন প্রকাশ স্থানে ঐ ফর্দ ও উক্ত অংশ লাগাইয়া দিতে হইবে।

দুইজন সাক্ষী থাকিবার কথা।

যে ব্যক্তিকে উক্তরূপ কোন ফর্দাদি প্রকাশ করিবার ভার দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি নিকট বাসী ভদ্রলোক বা চৌকিদার বা গবর্ণমেণ্টের কর্মচারী একরূপ দুইজন লোকের স্বাক্ষরিত এই মর্শ্বের স্বীকারপত্র আনিবেন যে, ঐ ফর্দাদি নিয়মিতরূপে ঐ স্থানে প্রকাশ করা গিয়াছে ও ঐ পত্র আনিয়া কালেক্টর সাহেবকে দিবেন।

মূল্য নিরূপণ ও পুনর্মূল্য নিরূপণ পাঁচ বৎসর প্রবল থাকিবার কথা।

৩৬ ধারা। এই খণ্ডে প্রকাস্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে এই অধ্যায়মতে যে মূল্য নিরূপণ বা পুনর্মূল্য নিরূপণ করা যায়, তাহা তদমুযায়ী কর প্রচলিত হইবার যে তারিখ শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ১২ ধারামতে নির্ধারিত করেন সেই তারিখ অবধি পাঁচ বৎসর এবং তাহার পর মূল্য নিরূপণের ও নির্ধারিত করের নূতন পত্র করিবার আজ্ঞা হইয়া যত কাল ঐ পত্র সম্পূর্ণরূপে প্রস্তর না হয় তত কাল প্রবল থাকিবে।

নিরূপিত মূল্য কালেক্টর সাহেবের কমান্ডে পারিবার কথা।

৩৭ ধারা। কোন মহালের বা তালুক প্রভৃতির যে মূল্য নিরূপিত হয়, কালেক্টর সাহেব উচিত বোধ করিলে রেভিনিউ বোর্ডের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক তাহা যে কমান্ডে পারিবেন না,

যে মহাল ও তালুকাদি পূর্বে ধরা যার নাই ও বাহা নূতন প্রকাশ হইয়াছে, কালেক্টর

সাহেবের তাহার মূল্য নিরূপণ ও কর নির্ধারণ করিতে পারিবার কথা।

অথবা যে মূল্য নিরূপণের ও কর নির্ধারণের পত্র যৎকালে প্রবল থাকে,

তাৎপাতে কোন কারণে কোন মহাল বা তালুকাদি না উঠিয়া থাকিলে কিনা ঐ

মহাপ্রতী উক্ত মূল্যনিরূপণ বা কর নির্ধারণ হইবার সময়ে বর্তমান না থাকিলে কালেক্টর সাহেব যে এই বণ্ডের বিষয়ে তাহার মূল্য নিরূপণ ও কর নির্ধারণ ও আদায় করিতে পারিবেন না, ৩৩ ধারায় কোন কথাই এরূপ বুলিতে হইবে না।

৩ অধ্যায়।—কর ধার্য ও আদায় করিবার বিধি।

যে হারে পঞ্চকর লগুয়া যাইবে, তাহা কিরূপে ধার্য হইবে, ইহার কথা।

৩৮ ধারা। প্রত্যেক বৎসরের পঞ্চকর ৬ ধারার বিধানমতে প্রত্যেক জিলায় ধার্য ও আদায় করা যাইবে এবং উক্ত ধারার লিখিত অতীত হারের নিম্নমাধীনে ১৫০ বা ১৫১ ধারামতে কমিশ্যনর সাহেবের অথবা জুগবিশেষ ১৫৩ ধারামতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অনুমোদনক্রমে উক্ত জিলায় কমিটী এই বৎসরের যে হার নিরূপণ করেন সেই হারে কিম্বা ১৫৩ ধারামতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব যে হারে আজ্ঞা করেন সেই হারে এই কর ধার্য ও আদায় করা যাইবে।

যে হারে পূর্তকার্যকর লগুয়া যাইবে, তাহা কিরূপে ধার্য হইবে ইহার কথা।

৩৯ ধারা। প্রত্যেক বৎসরের পূর্তকার্যকর ৬ ধারার বিধানমতে প্রত্যেক জিলায় ধার্য ও আদায় করা যাইবে এবং উক্ত ধারার লিখিত অতীত হারের নিম্নমাধীনে উক্ত বৎসরের নিমিত্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব যে হার নিরূপণ করেন সেই হারে এই কর ধার্য ও আদায় করা যাইবে।

যত কর দিতে হইবে জমিদারদিগকে তাহার নোটিস দিবার কথা।

৪০ ধারা। কোন জিলায় মধ্যে কোন বৎসরের পঞ্চকর ও পূর্তকার্যকর যে হারে লগুয়া যাইবে তাহা নির্ণীত হইবা ১৫৫ ধারার বিধানমতে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা গেলে পর কালেক্টর সাহেব—

আপনার আফিসের ও আপন জিলায় অন্তর্গত প্রত্যেক দেওয়ানী আদালতের ও পৌলীস থানার ও মহকুমার কাচারী ঘরের কোন প্রকাশ স্থানে বিজ্ঞাপন লাগাইয়া দিয়া এই নিরূপিত হার প্রকাশ করাষ্টবেন,

ও সমস্ত জিলায় টেডিয়া দিয়া এই হার ঘোষণা করাষ্টবেন;

ও আপন জিলায় অন্তর্গত প্রত্যেক মহালের ভোগাদিকারীকে নোটিস দেওয়াইয়া তাঁহার যত টাকা পঞ্চকর ও পূর্তকার্যকর দিতে হইবে ও যে তারিখ অবধি এই পঞ্চকর ও পূর্তকার্যকর প্রচলিত হইবে এই এই কথা জানাইবেন।

কিন্তু এই ধারামতে শেষ নোটিস দিবার পর মহালের নিরূপিত মূল্যের বা পঞ্চকরের বা পূর্তকার্যকরের হারের পরিবর্তন না হইলে 'উক্তরূপ নোটিস দেওয়া আবশ্যক হইবে না'।

মহালের ভোগাধিকারী যেরূপ পথকর ও পূর্তকার্য কর দিবেন তাহার কথা ।

৪১ ধারা । (১) এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে কোন মহালের মূল্য নিরূপণ কর্দি যত টাকা রাজস্ব লেখা থাকে তাহার প্রত্যেক ইঞ্চির উপর এই আইনের বিধানমতে যে বৎসর যে যে হারে পথকর ও পূর্তকার্যকর ধার্য করা যায়, ঐ মহালের প্রত্যেক অধিকারী সেই সেই হারে অর্জেক বাদ দিয়া ঐ মহালের অন্তর্গত ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর যত টাকা বার্ষিক পথকর ও পূর্তকার্যকর নিম্ন পথ হয় বৎসর বৎসর সেই সমুদয় টাকা দিবেন ।

ভালুকদার প্রভৃতি যেরূপে বিবেচন তাহার কথা ।

(২) ভালুক প্রভৃতি ভূমির প্রত্যেক ভোগাধিকারী ঐ ভূমির নিমিত্ত যত টাকা খাজানা দিয়া থাকেন তাহার প্রত্যেক টাকার উপর এই আইনের বিধানমতে যে বৎসর যে যে হারে পথকর ও পূর্তকার্যকর ধরা যায়, তিনি সেই সেই হারের অর্জেক বাদ দিয়া আপনার সেই ভূমি যে মহালের কি ভালুক প্রভৃতির অন্তর্গত থাকে, সেই মহালের কি ভালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারীকে বৎসর বৎসর আপনার ভালুক প্রভৃতির অন্তর্গত ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর সেই সেই হারে যত টাকা পথকর ও পূর্তকার্যকর দিতে হয় বৎসর বৎসর সেই সমুদয় টাকা দিবেন ।

কৃষিকারি রাইয়ত যেরূপে বিবেচন তাহার কথা ।

(৩) কৃষিকারি রাইয়ত যত টাকা খাজানা দিয়া থাকেন কিম্বা ২৪ বা ২৫ ধারার বিধান মতে তাহার ভোগ করা ভূমির যত টাকা বার্ষিক মূল্য নিরূপণ করা যায়, তাহার উপর যে যে হারে পথকর ও পূর্তকার্যকর ধার্য হয় তিনি ঐটাকে খাজানা দিয়া থাকেন তাহাকে সেই সেই হারামুসারে ঐ ঐ করের অর্জেক দিবেন ।

মহালের ভোগাধিকারীর যখন টাকা দিতে হইবে তাহার কথা ।

৪২ ধারা । (১) মালগুজারী মহালের ভোগাধিকারী ঐ মহালের উপর গৃহ-মেটে রাজস্বের কিস্তি দিবার যে যে দিন নিরূপণ থাকে সেই সেই দিনে সমান কিস্তি করিয়া কিম্বা রাজস্বের টাকা বার্ষিক একবার দেওয়া গেলে উক্ত টাকা দিবার যে দিন নিরূপণ থাকে, সেই দিন পথকর ও পূর্তকার্যকরের টাকা দিবেন ।

(২) লাখেরাজ মহালের ভোগাধিকারী আপনার দেয় পথকর ও পূর্তকার্যকর সমান হই কিস্তি করিয়া কিম্বা বৎসরে একবার শ্রীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব আজ্ঞা করিয়া যে যে বা যে তারিখ নিরূপণ করেন, সেই সেই বা সেই তারিখে দিবেন ।

ভালুকদার ও রাইয়তের কর দিবার সময়ের কথা ।

(৩) খাজানা দারী ভালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারীর বা কৃষিকারি রাইয়তের দেয় পথকর ও পূর্তকার্যকর দিতে হয়, ঐ ভালুক প্রভৃতির কিম্বা যেরূপে খাজানার

কিতি যে হারিজুগীয়ে দেওয়া যায় পঞ্চকর ও পূর্তকার্যকর সেই হারিজুগীয়ে দেওয়া যাইবে।

কিন্তু স্থানীয় রীতি বা কোন নিয়মপত্রের নিয়ম অনুসারে বৎসর শেষ না হইলে যে যে স্থানে ঐ বৎসরের খাজানা দিতে হয় না সেই সেই স্থানে তালুক প্রভৃতির ভোগাবিকাচী বা রাইয়ত দুই সমান কিস্তি করিয়া কর দিবে। ঐ প্রথম লেন্ডে-নেট সর্ব্বদা সাইদে আজ্ঞা করিয়া ঐ কিস্তির যে যে দিন নিরূপণ করেন তাহা সেই সেই দিনে দেওয়া যাইবে।

বাটওয়ারা হইলে নিরূপিত মূল্য বিলি করিয়া দিবার কথা।

৪০ ধারা। মূল্য নিরূপণ করিবার পর উক্ত মূল্য নিরূপণ পত্র বলবৎ থাকিলে ১৮১৪ সালের ১৯ আইনমতে কিম্বা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনমতে বা তৎকাল কোন আইনমতে কোল মহালের বাটওয়ারা হইলে পুরাতন মহালের মোট নিরূপিত কর কাশেক্টর সাহেবের আজ্ঞামতে নূতন মহালগুলির উপর অংশক্রমে বিলি করিয়া দেওয়া যাইবে। তাহা হইলে নূতন মহালগুলি এই আইনের কার্য লক্ষ্যে পুরাতন মহালের স্থান গ্রহণ করিবে। ঐতোক নূতন মহালে কর দিবার দায় তৎকাল অন্য নূতন মহালের কর দিবার দায় হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র হইবে।

কুমারস্ব সন্থকে উক্ত নূতন মহালগুলির স্বতন্ত্র দায় যে তারিখে বর্ত্তে সেই তারিখ অবধি ঐ করদায়কীয় স্বতন্ত্র দায় বর্ত্তিবে।

বাটওয়ারা হইলে যে কর্ত্তব্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার কথা।

পূর্বে ধারার উল্লিখিত বাটওয়ারা নিবন্ধন নিরূপিত মূল্য নূতন করিয়া বিলি করিতে হইলে ৩৩ ও ৩৫ ধারার নির্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে।

৪১ সালের ১১ আইনমতে কিম্বা ১৮৭০ সালের ৭ আইনমতে স্বতন্ত্র হিসাব খুলিবার ফলের কথা।

৪১ ধারা। এজমালী মালগুদারি মহালের কোন লিখিত আংশিদার ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে কিম্বা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৭০ ধারামতে অথবা স্বতন্ত্র হিসাব খুলিবার ও তাহা রক্ষা করিবার বিধানার্থ যৎকালে তৎকাল যে আইন ঐকমিত্তি থাকে সেই আইনমতে স্বতন্ত্র হিসাব খুলিল তিনি রাজস্ব দিবার ও আদায় করিবার সম্বন্ধে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে ও ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনমতে স্বতন্ত্র আদায়ের যে সমস্ত ফল ভোগ করেন, এই আইনমতে পঞ্চকর ও পূর্তকার্যকর দিবার ও আদায় করিবার সম্বন্ধে সেই সমস্ত ফল ভোগ করিতে অধিকারী হইবেন; এবং গণমেণ্টের রাজস্বের দাওয়া সম্বন্ধে যে তারিখ অবধি উক্ত ফল ভোগ

আরম্ভ হয় সেই তারিখ অবধি এই আইনমতে তাহার উপর প্রযুক্তরূপে করণ্য হইবে ও স্বতন্ত্র নোটিস দেওয়া যাউবে এই অধিকারও প্রাপ্ত হইবেন।

(২) কোন মহালয় মূল্যনিরূপণ করিবার পর উক্ত মূল্য নিরূপণ পত্র বলবৎ থাকিতে থাকিতে উক্তরূপ স্বতন্ত্র হিসাব খোলা গেলে, যে যে অংশ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র হিসাব রাখিতে হইবে কালেক্টর সাহেব সেই সেই অংশের ভোগাধিকারিগকে স্বতন্ত্র নোটিস দিয়া জানাইবেন যে, ঐ নোটিস জারী হইলে একমাস মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকট আপত্তি উত্থাপন করা না গেলে বর্তমান মূল্য নিরূপণ পত্রক্রমে সমুদয় মহালের যত টাকা কর দিতে হয়, তাহা উক্ত স্বতন্ত্র হিসাব খুলিবার তারিখ অবধি স্বতন্ত্র হিসাবে যে অংশের যে পরিমাণে গবর্ণমেন্টের রাজস্ব দিতে হইবে বলিয়া নিশ্চিত থাকে, সেই অংশের উপর সেই পরিমাণ অঙ্গুসারে বিলি করিয়া দেওয়া যাইবে। উক্ত নোটিসে সেই পরিমাণমত টাকা নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্তরূপ আপত্তি উত্থাপন করা না গেলে ১৮৫৯ সালের ১১ আর্টনের ১০ ধারায় উল্লিখিত স্বতন্ত্র অংশের কিম্বা ভিন্ন ভিন্ন ভোগাধিকারী যত করের টাকার জন্য মুখ্যতঃ দায়ী হইবেন, তাহা উক্ত পরিমাণমত টাকা হইবে কিন্তু যদি উক্ত রূপ কোন অংশের দেনাকরের টাকা এই আইনের ৯৮ ও ৯৯ ধারায় নির্দিষ্ট প্রকারে উক্ত অংশের ভোগাধিকারীদের দ্বারা আদায় করিতে না পারে, তবে পূর্বোক্ত আইনের ১৪ ধারায় উল্লিখিত সমুদয় মহালের ভোগাধিকারীদের সাধারণ দায়ের নিয়ম থাকিবে।

(৪) পূর্বোক্তরূপ আপত্তি উত্থাপন করা গেলে বর্তমান মূল্য নিরূপণ পত্র ক্রমে সমুদয় মহালে যত টাকা কর দিতে হয়, তাহা যে যে অংশ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র হিসাব খোলা যায় সেই সেই অংশের উপর এই আইনের সহিত অসঙ্গত না হয়, রেবিনিউ বোর্ডের প্রচারিত এরূপ বিধি বা বিশেষ আদেশমত প্রত্যেক অংশের বার্ষিক মূল্য-অঙ্গুসারে বিলি করিয়া দেওয়া যাইবে; এবং প্রত্যেক অংশের উপর উক্তরূপে যে কর বিলি করিয়া দেওয়া যায়, উক্ত অংশের ভোগাধিকারীরা পূর্বোক্তমতে সেই কর দিতে মুখ্যতঃ দায়ী হইবেন।

কিন্তু টাকা না দিলে দণ্ডের কথা।

৪৫ ধারা। পঞ্চকরের বা পূর্তকার্যকরের কোন কিস্তি বা তাহার কোন অংশ কালেক্টর সাহেবের নিকট দেয় হইবার তারিখ অবধি ১৫ দিন মধ্যে না দেওয়া গেলে, ঐ কিস্তি বা অংশের টাকা দেয় হইয়া, দেয় হইবার পর তিন বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে উক্ত কিস্তির টাকা দেয় হইবার তারিখ অবধি হিসাব করিয়া বৎসর শতকরা ১২ টাকা হারে সুদও আদায় করিবার খরচ সমেত আদায় করা যাইতে পারিবে।

লাথেরাজ মহালের রেজিস্ট্রী করা ভোগাধিকারীদের দ্বারা করে স্বতন্ত্র হিসাব প্রস্তুত

লেন্ডেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অনুমতিক্রমে কালেক্টর সাহেবের রাখিতে পারিবার কথা।

৪৬ ধারা। (১)—যে জিলায় প্রস্তুত লেন্ডেনেন্ট গবর্নর সাহেব এই ধারার বিধান বর্তাইবার বিশেষ আজ্ঞা করেন, সেই জিলায় কোন লাথেরাজ সম্পত্তির কোন নির্দিষ্ট অংশের বা স্বার্থের অধিকারী বা কার্যাব্যক্ষ বলিয়া লাথেরাজ জুমি সম্পর্কীয় কালেক্টরের সাধারণ রেজিস্ট্রীর প্রথম খণ্ডে যাহার নাম লেখা থাকে, এরূপ লাথেরাজ মহালের কোন ভোগাধিকারীর দ্বারা ও দত্ত করে টাকা সম্বন্ধে কালেক্টর সাহেব স্বতন্ত্র হিসাব খুলিয়া রাখিতে পারিবেন।

(২)—রেভিনিউ বোর্ড সময়ে সময়ে কি আদায় ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কীয় যে বিধিমাতে ও যে নিয়মাদীনে ও যে প্রকারে ঐ স্বতন্ত্র হিসাব খুলিয়া রাখিবার আদেশ করেন,

সেই বিধিমাতে ও সেই নিয়মাদীনে ও সেই প্রকারে উক্ত হিসাব খুলিয়া রাখা যাইবে, এবং রেভিনিউ বোর্ড যে কোন সময়ে আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, যে স্বতন্ত্র হিসাব খোলা গিয়াছে তাহা জাহারা যে সময়ে আদেশ করবেন, সেই সময়াবধি বন্ধ করা যার ও তাহা আর স্বতন্ত্র হিসাব করিয়া না রাখা হয়।

(৩)—পূর্ব প্রকরণের বিধানমতে যত দিন স্বতন্ত্র হিসাব খোলা থাকে, কেবল তত দিন পর্যন্ত উক্ত লাথেরাজ মহাল সম্পর্কে মোট যত টাকা দিতে হয় তজ্জন্য ঐ মহালের ভোগাধিকারীরা একত্র দায়ী থাকিবেন না, এবং যে অংশ বা স্বার্থ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র হিসাব রাখা গিয়াছে তৎসম্পর্কীয় করে বা অন্য দায়ার টাকা পাওনা হইলে, কালেক্টর সাহেব কেবল ঐ অংশের বা স্বার্থের ভোগাধিকারীর বা ভোগাধিকারীদের স্থানে ঐ টাকা আদায় করিবেন, এবং কালেক্টর সাহেব ৯৯ দাবীমতে কার্যাব্যক্ষ করিয়া উচিত বোধ করিলে, যে টাকার দায়ী হয় তাহা যে অংশ বা স্বার্থ সম্বন্ধে পাওনা হয়, কেবল সেই অংশের বা স্বার্থের বিরুদ্ধে কার্যাব্যক্ষান করিবেন।

মহালের কিতালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারীদের দ্বারা আদায় হইবার কথা।

৪৭ ধারা। এই আইনের বিধানমতে কোন মহালের কিতা তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারীকে টাকা দিবার বিধান হইলে ঐ টাকা সে ভূমির নিমিত্ত পাওনা হয়, সেই ভূমির খাজনা বাকী পড়িলে তিনি যেরূপ ও সে দণ্ডবিধানমতে তাহা আদায় করিতেন সেই রূপে ও সেই দণ্ডবিধানানুসারে ঐ টাকা বৎসর শতকরা ১২½ টাকা সুদ সহিত আদায় করিতে পারিবেন।

সহ অংশীদের স্থানে আদায় হইবার কথা।

৪৮ ধারা। কোন মহালের কিতা তালুক প্রভৃতির অংশী সেই মহালের কিতা তালুক প্রভৃতির লবণ ও পূর্বকার্যকর শোধ করিলে, অথবা উক্ত মণল বা তালুক

প্রস্তুতিগত স্বীয় স্বার্থানুসারে তাঁহার যত টাকা দিতে হয় তদতিরিক্ত ঐ ঐ করের কিয়দংশ দিলে, তিনি যে যে সহ-অংশীদার অংশ ও স্বার্থের নিমিত্ত যত টাকা দিয়া-ছেন সেই সেই সহ-অংশীর স্থানে পূর্বেক্রমতে ও পূর্বেকৃতকণ দণ্ডবিধানানুসারে তাঁহাদের দেয় সেই টাকা আদায় করিতে পারিবেন অথবা আপনায় ও সহ-অংশীদের মধ্যে হিসাব নিষ্পত্তির কালে ঐ টাকা জমা করাইয়া লইতে পারিবেন ।

লিখিত অংশীদের সহ-অংশীদের স্থানে সাটিফিকেট প্রণালীমতে টাকা আদায় করিবার কথা ।।

৪৯ ধারা। কালেক্টর সাধারণ মালগজারী ও লিপেবাক্স ভূমির যে সাধারণ রেজি-ষ্ট্রার বাথেন জাহাজে কোন মহালের অংশী বলিয়া যাহার নাম লেখা থাকে তিনি, অথবা নিজ বাথেকের সাহেবকে যে-নিব বাতাস বা বাজানী দেওয়া যায়, কালেক্টর সাহেব সেই ভূমির অন্য কোন বেজিষ্ট্রার রাখিলে তাহাতে কোন মহালের যে অংশীর অংশের বা স্বার্থের পবিমান লেখা থাকে, তিনি উক্ত মহালের দেয় পথকর ও পূর্তকার্যকর দিলে, অথবা ঐ মহালগত স্মার স্বার্থানুসারে তাহার যত টাকা দিতে হয়, তদতিরিক্ত ঐ ঐ করের কিয়দংশ দিলে, উক্ত টাকা দিবার পর পনের দিনের মধ্যে রাজকীয় প্রাপ্য আদায় করণার্থ সংকালে ব আটন প্রবল থাকে সেই আইনের বিধানমত সাটিফিকেট লিখিয়া দিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন । উক্ত অংশী ঐ মহালের অন্য অংশীদার লিখিত অংশ বা স্বার্থ সম্বন্ধে কর স্বরূপ যত টাকা দিয়াছেন, ঐ সাটিফিকেটে তাহা লিখিত হইবে ।

তাহা হইলে উক্ত কালেক্টর সাহেব উচিত বিবেচনা করিলে ঐ সাটিফিকেট লিখিয়া দিতে পারিবেন, এবং উক্ত সাটিফিকেট রাজকীয় প্রাপ্য আদায় করণার্থে লিখিত সাটিফিকেটের ন্যায় ফলবৎ হইবে, এবং শেষোক্ত প্রকারের সাটিফিকেট হইলে, কালেক্টর সাহেব যে নোটিস দিতেন ও যে যে কার্য্যান্তরীকরণ করিতে পারিতেন, সেই সেই নোটিস দিবেন ও সেই সেই কার্য্যান্তরীকরণ করিতে পারিবেন ।

কিন্তু যে ব্যক্তির পক্ষে সাটিফিকেট লিখিয়া দেওয়া যায়, তিনি সাটিফিকেটের লিখিত টাকার ডিক্রীদাব বলিয়া গণ্য হইবেন, এবং সাটিফিকেটের লিখিত টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেব যে সকল কার্য্যান্তরীকরণ করেন, তাহার পক্ষে সাটিফিকেট লিখিয়া দেওয়া যায়, তাহারই আবেদনমতে ও তাহারই ব্যয়ে ও তাঁহারই মাতব্বরিতে সেই সকল কার্য্যান্তরীকরণ করা যাইবে, প্রকারান্তরে নয় ।

পক্ষ যে ব্যক্তির বিক্ষে সাটিফিকেট লিখিয়া দেওয়া যায়, তিনি যদি এইরূপ আপত্তি করেন যে উক্ত মহালে বা তাবুত প্রস্তুতিতে তাঁহার যে অংশ বা স্বার্থ আছে তৎসম্বন্ধে ন্যায়ানুসারে তাঁহার যত টাকা দেয় বলিয়া সাটিফিকেটের প্রার্থনাকারী দেওয়ানী আদালত দ্বারা তাঁহার স্থানে আদায় করিতে পারিতেন, তদধিক টাকা

আদায় করিবার নিমিত্ত সার্টিফিকেট লিখিয়া দেওয়া গিয়াছে এবং যদি কালেক্টর সাহেবের মতে উক্তরূপ আপত্তি বস্তুবিত্ত হেতু আছে বোধ হয়, তবে কালেক্টর সাহেব উচিত বোধ করিলে ঐ সার্টিফিকেট রহিত করিয়া প্রার্থনাকারীকে দেওয়ানী আদালতে প্রতিকার প্রার্থী হইতে দিবেন ।

৪ চতুর্থ অধ্যায় ।

বিনা খাজানায় ভোগকৃত ভূমির মূল্য নিরূপণ ও
তৎসম্পূর্ণকীয় করের টাকা দিবার ও
আদায় করিবার বিধি ।

যে ভূমির খাজানা নাই তাহা এই আইনের কার্য পক্ষে কোন মহালের বা তাগুকাদির
অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইবে, ইহার কথা ।

৫০ ধারা । ৩৩ ধারার লিপিত ভূমি ভিন্ন এবং জিলার লাক্ষ্যেরাজ ভূমির সাধারণ রেজিষ্টারে যে মহাল লেখা থাকে তদ্বিন্ন যে ভূমি বিনা খাজানার ভোগ হইয়া থাকে তাহা যে তালাক প্রভৃতির স্থানীয় সীমার মধ্যে থাকে এই আইনের কার্যপক্ষে সেই তালাক প্রভৃতির একাংশ বলিয়া গণ্য হইবে । যদি কোন তালাক প্রভৃতির স্থানীয় সীমার মধ্যে না থাকে, তবে যে মহালের সামান্য মধ্যে থাকে সেই মহালের একাংশ বলিয়া গণ্য হইবে । যদি কোন মহালের স্থানীয় সীমার মধ্যে না থাকে, তবে মহালের প্রথম বন্দোবস্ত সময়ে যে মহালের মধ্যে দবা গিয়াছিল, সেই মহালের একাংশ বলিয়া গণ্য হইবে । আর যে মহালের মধ্যে তজ্রপে দবা গিয়াছিল তাহার সম্বন্ধ যদি কোন মালেক থাকে, তবে তাহার সন্নিহিত মহাল যে কালেক্টর সাহেবের জিলাব মধ্যে থাকে তিনি আপন মোহরাক্ষিত আফসানমে ঐ ভূমি সন্নিহিত যে মহালের একাংশ বলিয়া গণ্য হইবার আদেশ করেন, তাহা সেই মহালের একাংশ বলিয়া গণ্য হইবে ।

মহালাদির ভোগাধিকারীদের মহালের বা তালাক প্রভৃতিব অন্তর্গত নিজের ভূমির রিটন
ও তাহার নিমিত্ত অর্ধেক হাযে কর দিতে হইবার কথা ।

৫১ ধারা । কোন মহালের বা তাগুকাদির যে ভোগাধিকারীর প্রতি এই আইনমতে A তফসালের পাঠে রিটন দিবার আদেশ হইবে, তিনি ৫০ ধারার মর্ম্মানু-
সারে ঐ ভোগার নির্দিষ্ট প্রণালীর সমুদয় ভূমি ঐ রিটনে লিপিতে বাধ্য থাকিবেন,
এবং সাধারণতঃ যে জিলায় যে বৎসর পঞ্চম ও পুণ্ডার্য্য্যকর আদায় করিবার হয়

যে ধার্যধার্য হয়, সেই সেই হারের অর্ধেক হিসাবে উক্ত ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর ঐ ঐ কর দিতে বাধ্য থাকিবেন।

বিনা খাজানায় ভোগকৃত ভূমি সম্বন্ধে কালেক্টর সাহেবের নোটিস ও মূল্য নিরূপণ পত্রের উদ্ধৃতিশ প্রচার করিবার কথা।

৫২ ধারা। বিনা খাজানায় ভোগকৃত কোন ভূমি পূর্বে ধার্য বিধানমতে কোন মহালের বা তালুকাদির রিটার্নমধ্যে ধরা গেলে, কালেক্টর সাহেব ৩৫ ধারার বিধানমতে উক্ত মহালের বা তালুকাদির মূল্য নিরূপণের ফর্দ প্রকাশ হইলে পর, B তফসীলের পাঠে নোটিস প্রচার করাইবেন, ঐ নোটিসে উক্ত মহালের বা তালুকাদির মূল্য নিরূপণের ফর্দ হইতে উক্ত ভূমি সম্পর্কীয় অংশগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইবে।

উক্ত নোটিসের ও উদ্ধৃত অংশের এক কেরা নকল ঐ ভূমি যে গ্রামে থাকে সেই গ্রামের কোন স্প্রকাশ স্থানে লাগাইয়া,

এবং তাব এক কেরা নকল নিকটবর্তী পোলীস থানার বা রেজিষ্টারী আফিসে বা অন্য গবর্নমেন্ট আফিসে সন্নিবেশ সাহাদের স্বার্থ থাকে, তাহাদের সকলের দেখিবার নিমিত্ত রাখিরা,

এবং পশ্চাৎলিখিত বিধানমতে ঘোষণাপত্র দিয়া, ঐ নোটিস প্রভৃতি আইনমতে প্রচার করা যাইতে পারিবে।

ঐ গ্রামের সর্বত্র টেডরা দিয়া ঘোষণাপত্র প্রচার করা যাইবে, ও তাহাতে নিয়নিলিখিত মর্মে কথ্য থাকিবে, অর্থাৎ উক্ত উদ্ধৃত অংশগুলি পূর্কোক্তরূপে লাগাইয়া ও রাখিরা দেওয়া হইয়াছে এবং উক্ত ভূমির স্বামী বা ভোগাধিকারী উক্ত উদ্ধৃত অংশগুলি দেখিরা তাঁহাব ভূমি যে মূল্য নিরূপণ হইয়াছে তাহা জ্ঞানিয়া লইবেন এবং ঐ ভূমি যে মহালের বা তালুকাদির একাংশ বলিয়া গণ্য হইয়াছে সেই মহাল বা তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারীকে এই আইনের বিধানমতে ঐ ভূমিসম্বন্ধে করেব যে অংশ দিতে হয় বৎসর বৎসর সেই অংশ দিবেন, তাঁহার প্রতি এই আদেশ হইল।

বিনা খাজানায় ভোগকৃত ভূমির ভোগাধিকারীর মূল্য নিরূপণ সম্বন্ধে আপত্তি করিতে পারিবার কথা।

৫৩ ধারা। এট অধ্যায়মতে কর বলিয়া পাওনা কোন টাকা আদায় করিবার কোন পরওয়ানা দিগাব পর ত্রিশ দিনের অধিক না হয় এমন মুক্তিদস্তত সময়ের মধ্যে উক্তরূপ কোন ভূমির স্বামী বা ভোগাধিকারী বা দখিলকার উক্তরূপ প্রচারিত মূল্য নিরূপণের ফর্দে তাঁহার ভূমির যে মূল্য লেখা থাকে তৎসম্বন্ধে কালেক্টর

সাহেবের নিকট আপত্তি করিতে পারিবেন এবং ঐ আপত্তি করা গেলে কালেক্টর সাহেব যে উপায়ে ও যে প্রকারে বিহিত বোধ করেন সেই উপায়ে ও সেই প্রকারে উক্ত স্বামির বা ভোগাধিকারির বা দখিলকারের অধিকারগত ভূমির বার্ষিক মূল্য নির্ণয় ও পার্শ্ব করিয়া তদনুসারে ঐ ফর্দ পরিবর্তন করিতে পারিবেন এবং ঐ ফর্দ যে মহাল বা ভালুকারি সম্পর্কীয় হয় তাহার ভোগাধিকারীকে ঐ পরিবর্তনের সংবাদ দিবেন।

কিন্তু রিটর্নদাতা যে ভূমি রিটর্নে খাজানাদারী বলিয়া ধরিয়াছেন দেখাইতে পারেন কালেক্টর সাহেব বিটর্ন পরিবর্তন করিয়া তাহা বিনা খাজানায় ভোগকৃত ভূমি বলিয়া যে দেখাইতে পারেন তাহার প্রতি এই ধারাব কোন কথায় তদ্রূপ ক্ষমতা অর্পিত হইল একপ জ্ঞান হইবে না।

কোন কোন স্থানে মহালের ভোগাধিকারীদের নোটিস দিতে হইবাব কথা।

৫৪ ধারা। নিম্নলিখিত স্থলে, অর্থাৎ

(১) যখন কোন জিলায় বা জিলায় অংশে নূতন মূল্য নিরূপণপত্র বা পুনর্মূল্য নিরূপণপত্র ফলবৎ হয়,

(২) পূর্ববৎসর যে হাটে পথকর বা পূর্তকার্যকর আবার হইত সেই হাব পরিবর্তন করিয়া কোন বৎসর যখন ঐ কর আদায়ের নূতন হার ধরা যায়, ও

(৩) বিনা খাজানায় ভোগকৃত ভূমির ভোগাধিকারীদের করের যে যে কিস্তির টাকা দিতে হয়, ৫৭ ধারামতে ত্রিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব কর্তৃক অবধারিত সেই সেই কিস্তির তারিখ যখন পরিবর্তিত হয়,

বিনা খাজানায় ভোগকৃত ভূমি সম্বন্ধে কোন মর্চালের বা ভালুক প্রভৃতির যে ভোগাধিকারীকে নোঁন কর দেয় হয়, তিনি উক্ত ভূমি যে গ্রামে থাকে তথায় নোটিস দেওয়াইয়া সম্পর্কযুক্ত সকল লোককে ঐ কর আদায়ের যে তার পার্শ্ব হই-
গাছে তাহা জানাইবেন এবং নোটিসদাতা ব্যক্তির নিকট যে যে ভূমির কর দিতে হয়, সেই সেই ভূমির প্রত্যেক স্বামী ও ভোগাধিকারীকে এই আদেশ করিবেন যে, যাবৎ টাকা পরিবর্তনের তদ্রূপ নোটিস না দেওয়া যায়, নোটিসের নির্দিষ্ট করের টাকা দিবার সময় হইলে তাহা দিতে হইবে।

কালেক্টর সাহেবের মূল্য নিরূপণপত্রে স্বতন্ত্র করিয়া বিনা খাজানায় ভোগকৃত ভূমি লেখা থাকে তাহার প্রত্যেক ভালুক ও যোঁত সম্বন্ধে নোটিসে নিম্নলিখিত বিবরণ থাকিবে।—

(১) যে ভূমি সম্বন্ধে কর দিতে হইবে তাহার বিশেষ বিবরণ।

(২) ঐ ভূমির স্বামির বা ভোগাধিকারির বা দখিলকারের নাম জানা থাকিলে তাহা।

(৩) বালেশ্টার সাহেবের মূল্যানুকরণপত্রের লিখনমতে উক্ত ভূমির বার্ষিক মূল্য।

(৪) ঐ বৎসর পথকর ও পূর্তকার্যকর আদায়ের নিমিত্ত আইনমতে নিরূপিত মূল্যের টাকা প্রতি যে যে হার ধার্য করা গিয়াছে।

(৫) ঐ ঐ হারে হিসাব করিয়া প্রত্যেক তালুক বা বোক্তের সম্বন্ধে যত টাকা বর দিতে হইবে।

(৬) শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ৫৭ ধারামতে প্রত্যেক কিস্তির টাকা দিবার যে তারিখ ধার্য করেন ও প্রত্যেক কিস্তিতে যত টাকা হয় তাহা।

যে প্রকারে প্রচার করিতে হইবে তাহার কথা।

৫৫ ধারা। উক্ত নোটিসের এক কত্যা নকল ঐ ভূমি যে গ্রামে থাকে সেই গ্রামের কোন সুপ্রকাশ স্থানে লাগাইয়া,

এবং ঐ ভূমি যে মহালের বা তালুক প্রভৃতির মধ্যে ধরা যায় তাহার কোন মাল কাছারীতে বা নিকটবর্তী অন্য কোন সুবিধামত স্থানে সর্বসাধারণের দেখিতে রাখিবার নিমিত্ত আর এক কত্যা নকল রাখিয়া,

এবং পঞ্চাঙ্গিখিত বিধানমত বোঝাপত্র দিয়া, ঐ নোটিস আইনমতে প্রচার করা যাইতে পারিবে।

ঐ গ্রামের সর্বত্র চেষ্টা দিয়া ঘোষণার প্রচার করা যাইবে ও তাহাতে নিম্ন-লিখিত মর্শ্বের কথা থাকিবে অর্থাৎ উক্ত নোটিস পূর্বোক্তরূপ লাগাইয়া রাখিয়া দেওয়া গিয়াছে, উহা পূর্বোক্ত মালকাছারীতে বা অন্য সুবিধামত স্থানে দেখা যাইতে পারিবে, এবং বিনা খাজানায় ভোগকৃত ভূমির প্রত্যেক স্বামী ও ভোগাদিকারী ঐ নোটিসে বাণ লেখা আছে তাহা জানিয়া লইবেন ও তদনুসারে আপনার দেখ কবাব টাকা দিবেন তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ হইল।

বিনা খাজানায় ভোগকৃত ভূমির স্বামীর পূর্ণ চারে কব দিতে হইবার কথা।

৫৬। ৫২ ধারাবিধানমতে ফর্দের উক্ত অংশ প্রকাশ হইলে পর এবং সেস্থল ৫৪ ধারার উল্লিখিত নোটিস প্রচার করা আবশ্যিক সেই স্থলে উক্ত নোটিস প্রচার করা গেলে পর (অন্যথা নহে),—ঐ উক্ত অংশের মধ্যে বিনা খাজানায় ভোগকৃত যে ভূমি ধরা যায় তাহার প্রত্যেক স্বামী ও ভোগাদিকারী এবং উক্ত ভূমির খাজানা ও লাভ পান অথবা তাহার ভোগদখল করেন একরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি, তাঁহাদের ভোগকৃত ভূমি যে মগগণের বা তালুক প্রভৃতির বিটর্ন মধ্যে ধরা যায়, সেই মহালের বা তালুক প্রভৃতি ভোগাদিকারীকে তদবধি উক্ত উক্ত অংশের লিখনমতে ঐ ভূমির বার্ষিক মূল্য অথবা ৫০ ধারামতে কালেক্টর সাহেব কর্তৃক নিরূপিত অন্য কোন

বার্ষিক মূল্য ধরিয়া যে বৎসর সাধারণতঃ জিলার পঞ্চকর ও পূর্তকার্য্যকর আদায়ের যে বা.যে যে হার এই আইনমতে ধার্য্য করা যায়, সেই বা সেই সেই পূর্ণাহারে হিসাব করিলে যত টাকা দেব তত, বৎসব বৎসর তত টাকা দিবে।

কিন্তু শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের খাফা করিবার কথা।

৫৭ ধারা।—বিনা খাজানায় ভোগকৃত ভূমির ভোগাধিকারী প্রতীবৎসর যে কর দেন তাহা দুই সমান কিস্তি করিয়া, অথবা একেবারে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তদপক্ষে যে যে বা যে দিন নিকপণ করবেন, সেই সেই বা সেই দিনে দেওয়া যাইবে।

কিন্তু টাকা এক মাস মধ্যে না দেওয়া গেলে, দ্বিগুণ টাকা আদায় হইতে পারিবার কথা।

৫৮ ধারা।—বিনা খাজানায় ভোগকৃত ভূমির কোন কোন কিস্তির টাকা যে মহালের বা তালুক প্রভৃতি ভোগাধিকারিকে যে তারিখ দেয় তত, সেই তারিখ অবধি এক মাস মধ্যে না দেওয়া গেলে, ৫৬ ও ৫৭ ধারামতে ঐ কিস্তির বাবদ তাঁহাব যত টাকা পাওনা হয়, তিনি কিস্তির টাকা দিবার তারিখাবধি বৎসর শতকরা ১২½ টাকা হিসাবে সুদ সমেত ও মোকদ্দমার খরচা সহিত তাহার দ্বিগুণ টাকা আদায় করিয়া লইবার অধিকারী হইবেন।

কিন্তু ঐ তারিখ পর্য্যন্ত পঞ্চকর ও পূর্তকার্য্যকর বাবদ কালেক্টর সাহেবকে যত টাকা দেয় হয়, উক্ত ভোগাধিকারির তত টাকা দেওয়া চাই, নতুবা ঐ অধিকার বর্ত্তিবে না।

কিন্তু ভূমি সম্বন্ধে মহাল প্রভৃতির ভোগাধিকারীদের পরিশিষ্ট রিটার পাঠাইতে পারিবার কথা।

৫৯ ধারা।—কোন মহালের বা তালুকার ভোগাধিকারী প্রাদেশীয় পঞ্চকর বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইনের বিধানমত কিস্তি। এই আইনমত আপন রিটারে বিনা খাজানায় ভোগকৃত যে ভূমি লিখিত বাধ্য ছিলেন, তাহা লিখিতে ত্রুটি করিয়া থাকিলে, এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর কোন সময়ে কালেক্টর সাহেবকে পরিশিষ্ট রিটার দিতে পারিবেন। উক্তরূপে যে ভূমি লিখিত ত্রুটি তত সেই ভূমি সম্বন্ধীয় আবেদনাক বিশেষ বিবরণ A তফসীলের ৪ খণ্ডের পাঠে ঐ বিবরণে দিবে। পূর্বে তিন বৎসর নিমিত্ত অথবা মহালের বা তালুকার শেষ মূল্য নিকপণাবধি তদপেক্ষা অল্পকাল গত হইবা থাকিলে ঐ কালের নিমিত্ত ঐ ভূমি সম্বন্ধে উক্ত ভোগাধিকারির যত টাকা কর দিতে হইত, ঐ রিটার দিয়া তিনি কালেক্টর সাহেবকে তত টাকা দিবে।

পরিশিষ্ট রিটর্নের ফলের কথা ।

৬০ ধারা । উক্ত পরিশিষ্ট রিটার্ন সর্ব্ব প্রকারে ৫১ ধারার বিধানমতে নিয়মিত-
রূপে প্রদত্ত রিটর্নের তুল্য ফলবৎ হইবে, এবং ঐ পরিশিষ্ট রিটর্নে বিনা খাজানায়
ভোগকৃত যে ভূমি ধরা যায়, তৎপ্রতি ৩৩ তৎ সম্বন্ধে ৫১ অবধি ৫৬ পর্য্যন্ত ধারার
বিধান বর্ত্তিবে ।

(নিষ্কর ভূমির স্বামী প্রভৃতির দেয় টাকার প্রতি কোন কোন ধারার বিধান বর্ত্তিব্যবস্থা করা)

৬১ ধারা । ৫২, ৫৩ ও ৫৪ ধারার লিখিত আদেশ পালন হইলে পর উক্ত রূপ
কোন মহালের বা তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারীকে বিনা খাজানার ভোগকৃত
উক্তরূপ কোন ভূমির স্বামী ও ভোগাধিকারি ৫৬ ধারার বিধানমতে যে টাকা
দিতে হয়, তৎপ্রতি ৫৭ ও ৫৮ ধারার বিধান বর্ত্তিবে ।

(৫২, ৫৩ ও ৫৪ ধারার আদেশ পালন না হইলে উক্ত টাকার প্রতি ৫৮ ধারার বিধান
না বর্ত্তিব্যবস্থা করা ।)

৬২ ধারা । উক্ত ৫২, ৫৩ ও ৫৪ ধারার লিখিত আদেশ পালন না হইলে, ১৮৭১
সালের ১০ আইনের কি ঐ আইনের বিধানমতে উক্তরূপ যে কোন টাকা ঐরূপে
দিতে হয়, তৎপ্রতি ৫৮ ধারার বিধান বর্ত্তিবে না । কিন্তু উক্ত আদেশ পালন হই-
বার পূর্বে করের কোন কিছির টাকা দেয় হইয়াছে কিছির তারিখে উক্ত মহালের
বা তালুকদার ভোগাধিকারিকে দেওয়া না গেলে, ঐ মহালের বা তালুক প্রভৃতির
ভোগাধিকারী ঐ কিছির টাকা বৎসর শতকরা ১২½ টাকা হিচাবে অদ ও মোক-
দ্দমার খরচা সহিত আদায় করিয়া লইতে পারিবেন ।

কিন্তু যে টাকা আদায় করিতে চেষ্টা হয় সেট টাকা মহালের বা তালুক প্রভৃ-
তির ভোগাধিকারিকে যে বৎসর দেয় হয়, সেই বৎসর কোন তারিখে কালেক্টর
সাহেবকে পথকর ও পূর্তকার্য্য করের বাবদ যে সমুদায় টাকা দিতে হয় উক্ত ভোগা-
ধিকারি কালেক্টর সাহেবকে সেই সমুদায় টাকা না দিয়া থাকিলে এই ধারার বিধান
মতে কোন টাকা আদায় কবিয়া লইতে পারিবেন না ।

(নিষ্কর ভূমির স্বামীর অব্যবহৃত কর দিতে হইবার কথা ।)

৬৩ ধারা । উক্তরূপ পরিশিষ্ট রিটর্নে হুত হজরপ কোন ভূমি সম্বন্ধে উক্ত
আদেশ পালন হইলেই, উক্ত ভূমির স্বামী ও ভোগাধিকারী এবং যিনি উহার খাজানা
ও লাভ পান তিনি বা যিনি উহা দখল ও ভোগ করেন তিনি, যে মহালের বা
তালুক প্রভৃতির পরিশিষ্ট রিটর্নে ঐ ভূমি ধরা যায় সেই মহালের বা তালুক প্রভৃতির
ভোগাধিকারিকে তদবধি পথকরের ও পূর্তকার্য্যকরের যে টাকা দেয় হয় তাহা দিতে
বাধ্য থাকিবেন উক্তরূপ যে করের টাকা দেয় হয়, তৎপ্রতি ৫৬ ও ৫৭ ও ৫৮ ধারার
বিধান বর্ত্তিবে ।

১৮৭১ সালের ১০ আইনমত রিটর্নে লিখিত নিম্নরূপ ভূমির অতিরিক্ত রিটর্ন দিতে পারিবার কথা ।

৬৪ ধারা । (১)—কোন মহালের বা তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারী প্রদেশীয় পঞ্চকর বিষয়ক ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ১০ আইনের বিধানমতে আপনার মহাল বা তালুক প্রভৃতির সম্বন্ধে কালেক্টর সাহেবকে যে কোন রিটর্ন দেন, তদ্বোধো বিনা খাজানায় ভোগকৃত ক্ষুদ্র কোন ভূমি ধরিয়া থাকিলে ঐ ভূমি সম্বন্ধে উক্ত আইন মতে অথবা সাধারণের উপকারার্থ প্রদেশীয় কার্য বিষয়ক ১৮৭৭ সালের বঙ্গীয় ২ আইনমতে দেয় কোন কর কালেক্টর সাহেবকে দিয়া থাকিলে এই আইন প্রচলিত হইবার পর উক্ত কালেক্টর সাহেবের নিকট A তফসীলের চতুর্থ খণ্ডের পাঠে অন্তর্ভুক্ত রিটর্ন দাখিল করিতে পারিবেন ।

অতিরিক্ত রিটর্ন পরিশিষ্ট রিটর্ন বলিয়া গণ্য হইবার কথা ।

(২)—অতিরিক্ত রিটর্ন ৫৯ ধারার অর্থমত পরিশিষ্ট রিটর্ন বলিয়া গণ্য হইবে, এবং ৫৯ ধারামতে প্রদত্ত পরিশিষ্ট রিটর্নে ঐ ভূমি ধরা গেলে যেকোন ফল হইত, এবং কালেক্টর সাহেবের ও উক্ত মহালের বা তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারি যেরূপ স্বত্ব ও কর্তব্য উৎপন্ন হইত এবং উক্ত ভূমির স্বামী, ভোগাধিকারী ও দখলকারের প্রতি যে সকল দায় বর্তিত, উক্ত অতিরিক্ত রিটর্ন ঐ ভূমি ধরিবার তারিখ অবধি যেকোন ফল হইবে এবং কালেক্টর সাহেবের ও উক্ত মহালের বা তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারি যেরূপ স্বত্ব ও কর্তব্য উৎপন্ন হইবে এবং উক্ত ভূমির স্বামী, ভোগাধিকারী ও দখলকারের প্রতি সেই সকল দায় বর্তিবে ।

(দখলকার যে কর দেন তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা ।)

৬৫ ধারা । যে ভূমির স্বামী তাহা বিনা খাজানায় ভোগ করেন, সেই ভূমির কোন দখলকার সেট ভূমি সম্বন্ধে দেয় কোন কর কোন মহালের বা তালুক প্রভৃতির যে ভোগাধিকারিকে দিতে হয় তাঁতাকে কর স্বরূপ কোন টাকা দিয়া থাকিলে, যাবৎ ঐ টাকা শোধ না হয়, তাবৎ ঐ ভূমির স্বামীকে তাঁতার যে খাজানা দিতে হয় তাহা হইতে ঐ টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন ।

(রিটর্ন দিবার আদেশমুচক নোটিস নিম্নরূপ ভূমির ভোগাধিকারিকে দিতে হইবার কথা ।)

৬৬ ধারা । বিনা খাজানায় ভোগকৃত যে ভূমি ৫১ ধারার বিধানমতে যে মহাল, লেন বা তালুকাদির রিটর্নে ধরা উচিত ছিল সেট ভূমি সেট রিটর্নে লেখা হয় নাই, কালেক্টর সাহেব একরূপ বিবেচনা করিলে, এই অধ্যায়ে প্রকরাস্তরের কথা থাকিলেও ঐ ভূমির ভোগাধিকারীকে যে কোন সময়ে ১৬ ধারার উল্লিখিত নোটিস দেওয়া হইতে পারিবেন । ঐ নোটিসে ঐ ভূমির ভোগাধিকারির প্রতি আদেশ থাকিবে যে তিনি কালেক্টর সাহেবের অফিসে A তফসীলের পাঠে উক্ত ভূমি সম্পর্কীয় রিটর্ন দিবেন ।

ঐ নোটিস আরি হইলে ঐ ভূমি সম্বন্ধে এই অধ্যায়ের বিধান আর খাটিবে না। কিন্তু উক্ত ভূমি লাখেরাজ মহাল হইলে যেকণ ফল হইত ও উক্ত ভূমির ভোগাধিকারিগণ প্রতি যে দায় বর্তিত, সেই কণ ফল হইবে ও সেই দায় বর্তিবে।

কালেক্টর সাহেব যে ভূমি সম্বন্ধে ঐকণ নোটিস দিবার সঙ্কল্প করেন, তাহা কোন মহালের বা তালুকাদির রিটার্ণের দ্বারা গিয়াছে, এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে তিনি উক্ত মহালের বা তালুকাদির ভোগাধিকারিকে আপন অভিপ্রায়ের নোটিস দিবেন, এবং রিটার্ণের প্রয়োজন যত পবিতর্জন করিবেন, এবং উক্ত মহালের বা তালুকাদির মূল্য নিকপণ ও কবনির্দারণ পত্রের যেকণ সংশোধন আবশ্যক হয়, হয়, সেইকণ সংশোধন করিবেন।

নোটিস না দেওয়া গেলে উক্ত ভোগাধিকারীর কালেক্টর সাহেবকে ক্রটি হইবার
সংবাদ দিবার কথা।

৬৭ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইলে তাৎক্ষণিক সময়ে কালেক্টর সাহেবের আফিসে বিটন লিখিত বর্ণিত আদেশনামা দ্বারা উক্ত নোটিস বিনা বা-নায ভোগকৃত ভূমির ভোগাধিকারকে না দেওয়া গেলে এবং তাৎক্ষণিক সময়ে তাৎক্ষণিক অন্য দাবী করা সাংবাদ সংবাদ ও নোটিস প্রদত্ত হইতে যে কোন উক্ত সংবাদ প্রদান করণ ন্যূনতম ভূমি দান না গেলে ঐ ভূমির ভোগাধিকারী উক্ত সংবাদ প্রদান করিতে পারেন এবং তাৎক্ষণিক ক্রটি হইবার সংবাদ কালেক্টর সাহেবকে দিবেন ও তাৎক্ষণিক উক্ত ভূমির বর্ণনা ও ঐ ভূমি দে বা দেয় গ্রামে থাকে সেই বা সেই সেট গ্রামের বিশেষ বিবরণ, ও প্রত্যেক গ্রাম যত ভূমি আছে, ও তিনি তজ্জনা যত টাকা খাজানা পান তাহা লিখিয়া দিতে হইবে।

কিন্তু বিনা খাজানার ভোগকৃত কোন ভূমির ভোগাধিকারী নির্দিষ্ট সময় গত হইলে পর কোন সময়ে আপন প্রতিক্রমে ও সেই ভূমি সম্বন্ধে কালেক্টর সাহেব কোন নোটিস দিবার পর না হইবা প্রকারান্তরে কালেক্টর সাহেবকে ঐ সংবাদ দিলে নির্দিষ্ট সময় মধ্যে উক্ত সংবাদ দিতে ক্রটি হেতুক তাঁহার নামে অভিযোগ হইতে পারিবে না।

তাহা হইলে কালেক্টর সাহেবের ঐ ভোগাধিকারিকে রিটার্ণ দিবার আদেশ করিবার কথা।

৬৮ ধারা। উক্ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই হউক অথবা তাগা অতীত হইলেই উক্ত কালেক্টর সাহেব ঐ সংবাদ পাইলে লিখিত আজ্ঞা দিয়া উক্ত স্বামীর বা ভোগাধিকারীর প্রতি ঐ ক্রকনীর পাঠে রিটার্ণ দিবার আদেশ করিতে পারিবেন অথবা ঐ ভূমি যেটুকি খাজানা ১০০ এক শত টাকার অধিক না হইলে ২৭ বা ২৮ ধারামতে এবং ঐ ভূমির মূল্য নিকপণ হইবার আজ্ঞা করিয়া সেই মূল্য নিকপণ করিতে পারিবেন।

নোটিসের ন্যায় আজার ফল হইবার কথা।

৬৯ ধারা। ৬৬ ধারামতে কালেক্টর সাহেব নোটিশ দিলে তাহা* যেরূপ কার্য্যকর ও তৎক্রমে যেরূপ ফল হয় পূর্বধারামত কালেক্টর সাহেবের প্রত্যেক আজ্ঞা, তজ্জন্য কার্য্যকর ও তৎক্রমে তজ্জন্য ফল হইবে।

ঐ ভোগাধিকারির বাকী কর দিবার দায়ের কথা।

৭০ ধারা। ৬৬ ধারার বিধানমত নোটিশ দিবার পর অথবা ৬৮ ধারামতে আজ্ঞা করিবার পর কালেক্টর সাহেব বিনা খাজানায় ভোগকৃত যে ভূমি কোন মহালের বা তালুকের মূল্য নিকপণপত্র মধ্যে পূর্ণের দ্বারা বাস নাট, সেট ভূমির মূল্য নিকপণ করিলেই উক্ত ভূমির ভোগাধিকারী উক্ত মূল্য নিকপণানুসারে মূল্য নিকপণের পূর্ণ তিন বৎসরের পথক্রম পূর্তকার্য্যকর কালেক্টর সাহেবের দিতে দায়ী হইবেন। যে জিলাগ ঐ ভূমি থাকে, সেই জেলায় সাধারণতঃ তজ্জন্য প্রত্যেক বৎসর ঐ ঐ কর যে যে চাবে আদায় করা যায় সেই হারে পূর্ণীকৃত। ঐ কর দিতে হইবে। উক্ত মূল্য নিকপণপত্র প্রাপ্ত থাকিলে যে তারিখে কোন কিস্তি টাকা দিতে হইত সেই তারিখ অবধি ঐ টাকার উপর বৎসর শতকরা ১২½ টাকা হিসাবে সুদও দিতে হইবে।

কালেক্টর সাহেব বা তাহার প্রতিনিধি ভিন্ন অন্য কাহাকেও ঐ ভোগাধিকারী কর না দিতে হইবার কথা।

৭১ ধারা। বিনা খাজানায় ভোগকৃত ভূমির যে স্বামীকে বা ভোগাধিকারীকে কালেক্টর সাহেব ৬৬ ধারামতে নোটিশ দিয়াছেন, অথবা বাণীর ভূমি সম্পর্কে কালেক্টর সাহেব ৬৮ ধারামত আজ্ঞা করিয়াছেন, ঐ নোটিশ বা আজ্ঞা যে ভূমি সম্পর্কীয় হয় তাহার সেই ভূমি কোন মহালের বা তালুক প্রভৃতির বিরুদ্ধে দয়া নাটবে না এবং তজ্জন্য পথক্রম বা পূর্তকার্য্যকর নহা। কোন টাকা কালেক্টর সাহেব বিদ্যাভদর্থে কালেক্টর সাহেবের নিয়ুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহাকেও দিয়া নাটবে না। কিন্তু কোন মহাল বা তালুক প্রভৃতির পুনঃস্থাপনা নিকপণ করা গেলে, কালেক্টর সাহেব আজ্ঞা করিয়া এই আদেশ দিতে পারিবেন যে, ভবিষ্যতে এষ্ট আইনের কার্য্য পক্ষে ঐ ভূমি উক্ত মহালের বা তালুক প্রভৃতির মধ্যে ধরা যাইবে।

* উক্ত আজ্ঞা করা গেলে উক্ত ভূমি সম্পর্কীয় পথক্রম ও পূর্তকার্য্যকর কার্য্য করণ ও দেওন সম্বন্ধে এই অধ্যায়ের বিধান বহুদূর পাটিতে পাবে ততদূর থাকিবে।

৫ পঞ্চম অধ্যায় ।

খনি ও রেলওয়ে ও অন্য স্থাবর সম্পত্তির মূল্য নিরূপণের ও
তাহার উপর কর ধার্য্য ও আদায় করণের বিধি ।

লন্ডনের রিটার্ন দিবার নোটিশের কথা ।

৭২ ধারা । এই আইন কোন জিলায় প্রচলিত হইলে, ও তদনুসার কর সংক্রান্ত
প্রত্যেক বৎসর শেষ হইবার পূর্বে কালেক্টর সাহেব যাহা২ অধ্যায়ের বিধানমতে
ধরা যায় নাট ৩ যাহা ৮ ধারার উল্লিখিত কোন ট্রান্সমিটে বা রেলওয়ে নহে, একশ
ধাতুর ও প্রস্তরের খনি ও ট্রান্সমিটে ও রেলওয়ে ও অন্য স্থাবর সম্পত্তির স্বামীর কিম্বা
প্রধান কর্তৃকারকে বা কার্য্যাদায়কের বা দখলদারের নামে এই আইনে E তফসী-
লের পাঠে নোটিস দেওয়াইয়া ভূতপূর্বে যে তিন বৎসরের হিসাব নিষ্পত্তি করা
গিয়াছে তদনুসারে বার্ষিক নিট লন্ডনের গর ধরিয়া ঐ সম্পত্তির উপর খরচ বাদে
বৎসর বৎসর বৃত্ত টাকা লাভ হইয়াছে কালেক্টর সাহেবের কাছাকাঁতে তাহার রিটার্ন
দুই মাস মধ্যে পাঠাইতে আজ্ঞা করিবেন ।

কালেক্টর সাহেবের স্বীয় বিবেচনামতে সেই রিটার্ন দিবার সময় বৃদ্ধি করিতে
পারিবেন ।

সম্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন জিলায় থাকিলে উদ্ভিষয়ের কথা ।

৭৩ ধারা । এই অধ্যায়মতে যে সম্পত্তির কর ধার্য্য হইতে পারে তাহা দুই কি
তদধিক জিলায় থাকিলে ঐ সম্পত্তির স্বামী কিম্বা প্রধান কর্তৃকারক কি কার্য্যাদায়ক
কিম্বা দখলদার যে জেলায় বাস করেন কিম্বা তাহার কর্মের প্রধান স্থান যে
জেলায় থাকে সেই জেলার কালেক্টর সাহেব কর্তৃক কিম্বা তাহা দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে
এই আইনের ৭২ ধারা মত রিটার্ন দিবার নোটিস দেওয়া যাইবে । ঐ সমুদয় সম্প-
ত্তির একই রিটার্ন হইলে চলিতে পারিবে ।

সম্পত্তির একাংশ বঙ্গদেশের সীমার মধ্যে ও একাংশ ঐ সীমার বাহিরে থাকিলে তাহার কথা ।

৭৪ ধারা । এই অধ্যায়মতে যে সম্পত্তির কর ধার্য্য হইতে পারে তাহার একাংশ
বঙ্গদেশের ত্রিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসিত দেশের মধ্যে ও একাংশ
বাহিরে থাকিলেও পূর্বেোক্তমতে হিসাব করিয়া ঐ সমুদয় সম্পত্তি হইতে বৎসর বৎ-
সর সর্বমুদ্র নিট মত টাকা লাভ হয় এবং ঐ লাভেব যে অংশ বৃদ্ধিমতে বঙ্গদেশের
ত্রিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসিত দেশের উৎপন্ন বলিয়া ধরা যাইতে পারে
এই আইনের ৭২ ধারা মতে ইহা ঐ রিটার্নে বাক্ত হইবে ।

রিটার্ন না দেওয়া গেলে বা অশুদ্ধ হইলে কালেক্টর সাহেবের মূল্য নিরূপণ করিবার কথা ।

৭৫ ধারা । উক্ত নোটিস যে তারিখে দেওয়া যায় তদবধি ছই মাসের মধ্যে কিম্বা সময় সুষ্টি হইলে সেই সময় মধ্যে যদি সেই রিটার্ন না দেওয়া যায় কিম্বা সেই নোটিস মতে রিটার্ন দেওয়া গেলেও যদি কালেক্টর সাহেব তাহা যথার্থ কিম্বা অশুদ্ধ জ্ঞান করেন তবে যে নিয়ম ও উপায় বিহিত বোধ করেন তদনুসারে পূর্বোক্তমতে হিসাব করিয়া তিনি ঐ সম্পত্তির বার্ষিক নিট লভ্য নিশ্চয় মতে জানিয়া নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ।

সম্পত্তির মূল্য ধরিয়া বার্ষিক মূল্য নিরূপণের কথা ।

৭৬ ধারা । এই আইনমতে যে সম্পত্তির কর ধার্য্য হইতে পারে কালেক্টর সাহেব পূর্বোক্ত মতে সেই সম্পত্তির বার্ষিক নিট লভ্য নির্ণয় করিতে না পারিলে তিনি যে নিয়ম ও উপায় বিহিত বোধ করেন তদনুসারে ঐ সম্পত্তির মূল্য নিশ্চয়মতে জানিয়া নিরূপণ করিতে পারিবেন এবং তাহা হইলে উক্ত মূল্যের শতকরা ছয় টাকা বার্ষিক নিট লভ্য বলিয়া নিরূপণ করিবেন ।

মূল্য নিরূপণের খরচ কাহার স্থানে আদায় করিয়া লইতে হইবে ইহার কথা ।

৭৭ ধারা । ৭৫ বা ৭৬ ধারা মত মূল্য নিরূপণের খরচ ও ৯৮ ধারার বিধানমতে তাহা আদায় করিবার খরচ যে ব্যক্তি রিটার্ন দিতে বাধ্য ছিলেন তাঁহার স্থানে অথবা যিনি অশুদ্ধ রিটার্ন দেন তাঁহার স্থানে আদায় করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে ।

মূল্য নিরূপণ করিবার নোটিসের কথা ।

৭৮ ধারা । কালেক্টর সাহেব পূর্বোক্তমতে উল্লিখিত সম্পত্তির বার্ষিক নিট লভ্য নিশ্চয় মতে জানিয়া নিরূপণ করিলে তিনি সেই প্রকারে বৎসরের নিট কত টাকা লাভ নিশ্চয় ও নিরূপণ করিলেন, ঐ সম্পত্তির স্বামীকে কিম্বা প্রধান কর্মকারককে কিম্বা কার্যাব্যক্ষকে কিম্বা দাবিলকারকে সেই কথার নোটিস দেওয়াইবেন ।

এই অধ্যায়মতে বৎসর বৎসর মূল্য নিরূপণ হইবার কথা ।

৭৯ ধারা । কালেক্টর সাহেব প্রতি বৎসর এই অধ্যায়মতে মূল্য নিরূপণসূচক নূতন পত্র করিবেন, এই খণ্ডে যে যে নোটিস দিবার ও জারী করিবার ও যে যে রিটার্ন দিবার কথা আছে ও যে যে শক্তি ও ক্ষমতা প্রদত্ত হইল কালেক্টর সাহেব উক্ত কার্য্যার্থে সেই নোটিস দেওয়াইবেন ও জারী করাইবেন ও সেই সেই রিটার্ন আনাটবেন ও সেই সকল শক্তি ও ক্ষমতাতে কার্য্য করিবেন ।

পাঁচ বৎসরের বিস্তৃত স্বামী প্রভৃতির বার্ষিক নিট লভ্য নির্দেশ করিবার কথা ।

পরন্তু কালেক্টর সাহেব কোন বৎসরের বিস্তৃত এই আইনে ৭২ ধারামতে কোন রিটার্ন গ্রাহ্য করিলে উক্ত রিটার্ণে বার্ষিক যে নিট লভ্য প্রকাশ হইল এই আইনের কার্য্য পক্ষে আগামী পাঁচ বৎসর সেই বার্ষিক নিট লভ্য ধরিতে হইবে উক্ত সম্পত্তির

স্বামী কিম্বা প্রধান কর্মকারক বা কার্যাব্যাহক বা দখিলকার উচিত বোধ করিলে সেই রিটগ গ্রাহ্য হইবার সময়ে এই মর্মেব নির্দেশ বাক্য লিখিয়া দিতে পারিবেন ।

কালেক্টর সাহেব নির্দেশ বাক্য গ্রাহ্য করিলে তাহার ফলের কথা ।

কালেক্টর সাহেব সেই নির্দেশবাচ্য গ্রাহ্য করিলে যাবৎ সেই পাঁচ বৎসর গত না হয় তাবৎ ঐ সম্পত্তির নূতন মূল্য নিকপণ পত্র করা যাইবে না ।

করবার হারের নোটিস দিবার ও আদায়ের তারিখের কথা ।

৮০ ধারা । এই অধ্যায়মতে যে সম্পত্তির উপর কর ধার্যা হইতে পারে কোন বৎসরে কোন জিলাব অন্তর্গত সেই সম্পত্তির উপর যে ধারে পথকর ও পূর্তকার্যকর আদায় করা যাইবে ঐ আটনের বিধানমতে তাহা নিকপণ করা গেলে ঐ সম্পত্তির উপর কত টাকা পথকর ও পূর্তকার্যকর দিতে হইবে ও সেই সেই কর কেন্ তাবধি অবধি প্রচলিত হইবে কালেক্টর সাহেব উক্ত প্রত্যেক সম্পত্তির স্বামীকে কিম্বা প্রধান কর্মকারক কিম্বা কার্যাব্যাহকে কিম্বা দখিলকারকে ইহার নোটিস দেওয়াইবেন । ও সেই স্বামী কি প্রধান কর্মকারক কিম্বা কার্যাব্যাহক কিম্বা দখিলকার কালেক্টর সাহেবকে সমান তুট কিল্লি কর্বে বা ঐ কর দিবেন অর্থাৎ পূর্তলিখিত বিধানমতে ঐ করের বৎসরের প্রাপ্ত হইবে তাবধি নিদিষ্ট হয় সেই তাবধি তাহা ছয়মাস গত হইলে দ্বিতীয় কিস্তি দিবেন ।

দখিলকার কি স্বামী অধিক দিয়া থাকিলে তাহা আদায় করিয়া দিবার কথা ।

৮১ ধারা । যে স্থলে স্বামী ও দখিলকার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সেই স্থলে উক্ত সম্পত্তি কোন দখিলকার পথকর ও পূর্তকার্যকরের কোন কিস্তির অর্দেকের অধিক টাকা দিলে হৎসরে ঐ সম্পত্তির থাকানার মধ্যে কিস্তি দেওয়া হয় তিনি তাহা হইতে ঐ অধিকাংশ কাটিয়া লইতে পারিবেন । স্বামী ঐ টাকার অর্দেকের তুধিক দিলে ঐ সম্পত্তির দখিলকারের স্থানে সেই অধিকাংশ ফিরিয়া পাইতে পারিবেন । কিন্তু তাঁহা প্রতি যে হার পথকর ও পূর্তকার্যকর ধার্যা হয়, কোন দখিলকার আপনাব বার্ষিক খাজানা হইতে সেই হারের অর্দেককব অধিক লইতে পারিবেন না ।

সম্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন জিলায় থাকিলে কর বিলি করিবার কথা ।

৮২ ধারা । এই অধ্যায়মতে যে সম্পত্তির উপর কর ধার্যা হইতে পারে একই ব্যক্তি সেই সম্পত্তি ছই কি তদধিক জিলায় মধ্যে থাকিলে তাহার নিমিত্তে মোট যে পথকর ও পূর্তকার্যকর দিতে হইবে স্বামী কিম্বা কার্যাব্যাহক কিম্বা দখিলকার যে জিলায় বাস করেন কিম্বা যে জিলায় তাহার কর্মের প্রধান স্থান থাকে, সেই জিলায় কালেক্টর সাহেবকে ঐ কর দেওয়া যাইবে । ঐ পথকর ও পূর্তকার্যকর যের জিলায় পক্ষে দেওয়া হয় উক্ত কালেক্টর সাহেব সেই জিলায় কালেক্টর সাহেবদ্বিধকে

পূর্ববর্তী ধারার বিধানমতে প্রত্যেক জিলার কমিটির যত টাকা পাওনা হয় তত টাকা দিবেন।

সম্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন জিলায় থাকিলে যে জিলার পক্ষে যত লাভ নিরূপণ হইবে তাহার কথা।

৮৩ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে সম্পত্তির উপর কব ধার্যা হইতে পারিবে সেই সম্পত্তি শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন হইবে কি তদন্থিক জিলার মধ্যে থাকিলে ঐ রিটার্নে কিম্বা শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসিত দেশের উৎপন্ন লভ্যের নিকৃপণপত্রে বৎসবৎ নিট যত টাকা লাভ পূর্বোক্তমতে নিশ্চিত করিয়া লেখা তাহার মধ্যে উক্ত প্রত্যেক জিলায় ঐ সম্পত্তির উপর যে হারে ঐ কর ধরিতে হইবে এবং পথকরের যে অংশ প্রত্যেক জিলার কমিটিকে দেওয়া যাইবে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব সময়ে২ তাহা নির্ণয় করিবেন।

এই অধ্যায়ভ নোটিস জারী করিবার কথা।

৮৪ ধারা। এই অধ্যায়মত প্রত্যেক নোটিস (ক) উক্ত স্বামীর বা প্রধান তর্জ-কারকের বা কার্যাদ্যক্ষের বা দখিলকারের কোন রেজিষ্টারী করা আফিস থাকিলে তথায় রাখিয়া দিয়া অথবা,

(খ) উক্ত স্বামীর বা প্রধান কর্মকারকের বা কার্যাদ্যক্ষের বা দখিলকারের নামে তাঁহার আফিসের ঠিকানা কিম্বা তাঁহার একাধিক আফিস থাকিলে, প্রধান আফিসের ঠিকানায় ডাকযোগে পত্র দ্বারা পাঠাইয়া অথবা

(গ) উক্ত স্বামিকে বা প্রধান কার্যকারকে বা কার্যাদ্যক্ষকে বা দখিলকারকে দিয়া, ঐ নোটিস জারী করা যাইতে পারিবে।

— ০ —

৬ যষ্ঠ অধ্যায়।

উড়িয়া ও মেদিনীপুরের নিমিত্ত বিশেষ বিধান।

কর দিবার কার্যপক্ষে কোন কোন লাংথোজ মহাল অন্য মহাল সংযুক্ত করণার্থ

উড়িয়ায় ও মেদিনীপুরে কাসেক্টরদের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৮৫ ধারা। উড়িয়া প্রদেশের কোন জিলায় ও মেদিনীপুর জিলায় যালেটের সাহেব যে কোন সময়ে কমিস্যনার সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্বক আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, কষ্টমত ৫০০ বিঘার অনধিক পরিমাণের কোন লাংথোজ মহালের মূল্য নিরূপণ সমাপ্ত হইলে, উক্ত মহাল অন্য যে মহালের সীমার অন্তর্গত বা পার্শ্ববর্তী হয়, কর দিবার ও আদায় করিবার কার্যপক্ষে সেই মহাল সংযুক্ত করা যাইবে।

এ লাখেরাজ মহাল যে মহাল সংযুক্ত করা যায় সেই মহালের ভোগাধিকারিকে
নোটিস দিবার কথা।

৮৬ ধারা। যে মহালে উক্ত লাখেরাজ মহাল সংযুক্ত করিবার আজ্ঞা হয়, সেই মহালের ভোগাধিকারিকে কালেক্টর সাহেব উক্ত আজ্ঞা হইবার নোটিস দিবেন, এবং ঐ নোটিসে উক্ত লাখেরাজ মহালের ভূমির মূল্য নিরূপণপত্রের এক কেরা নকল লাগাইয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে প্রতি বৎসর সাধারণতঃ জিলায় এই আইন-মতে পথকর ও পূর্তকার্যকর আদায় করিবার যে যে হার ধার্য্য হয়, সেই হারের অর্দ্ধেক হারে ঐ ভোগাধিকারী কালেক্টর সাহেবকে উক্ত লাখেরাজ মহালের নিমিত্ত বৎসর বৎসর ঐ ঐ কর দিতে দায়ী হইবেন।

লাখেরাজ মহালের ভোগাধিকারিকে নোটিস দিবার কথা।

৮৭ ধারা। কালেক্টর সাহেব উক্ত লাখেরাজ মহালের ভোগাধিকারিকে ঐ আজ্ঞা হইবার নোটিস দিবেন এবং তাহাতে তাঁহার প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে, প্রতি বৎসর সাধারণতঃ জিলায় এই আইনমতে পথকর ও পূর্তকার্যকর আদায় করিবার যে যে হার ধার্য্য হয় সেই সেই হারে পূর্ণমাত্রায় তিনি উক্ত অন্য মহালে ভোগাধিকারিকে ঐ ঐ কর দিবেন। তাহা হইলে তিনি ঐ ভোগাধিকারীকে উক্তকপে ঐ কর দিতেই বাধ্য হইবেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব যে যে কিস্তির আদেশ করেন সেই সেই কিস্তিই যে

লাখেরাজ মহালের ভোগাধিকারির কর দিতে হইবার কথা।

৮৮ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ৪২ ধারামতে লাখেরাজ মহালের ভোগাধিকারির কব দিবার যে যে তারিখ অবশ্যন্বিত করেন সেই সেই তারিখে সমান হই কিস্তি করিয়া উক্ত লাখেরাজ মহালের ভোগাধিকারির ঐ ঐ কর দিতে হইবে, অথবা শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব অন্য যে কিস্তি ও তারিখের আদেশ করেন সেই সেই কিস্তিমতে সেই সেই তারিখে দিতে হইবে, অথবা শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব আদেশ করিলে, ঐ ঐ করের নিমিত্ত প্রতিবৎসর মোট যত টাকা দিতে হয়, তাহা শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব যে তারিখ নিরূপণ করেন সেই তারিখে একবারে দিতে হইবে।

এই ধারার আদেশমত টাকা দিতে রুটি হইলে ৪৭ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

নোটিস আরো করিবার কথা।

৮৯ ধারা। ৪০ ধারার বিধানমতে কোন লাখেরাজ মহালের ভোগাধিকারীকে নোটিস দিবার আদেশ থাকিলে, পূর্বে লিখিত বিধানমতে ঐ লাখেরাজ মহাল অন্য কোন মহাল সংযুক্ত করা গেলেও, কালেক্টর সাহেব ঐ নোটিস দেওয়াইবেন;

এবং লাখেরাজ মহাল ৮৫ ধারার বিধানমতে অন্য যে মহাল সংযুক্ত করা যায়,

সেই মহালের ভোগাধিকারিকে উক্ত লাখেরাজ মহাল সম্বন্ধে সেইরূপ বৃত্তান্ত সম্বলিত নোটিশ দেওয়াইবেন।

৮৫ ধারামতে যে আজ্ঞা করা যায় কালেক্টর সাহেবের ভাণ্ডার হস্তে পরিবার করা।

৯০ ধারা। কালেক্টর সাহেব কমিশনার সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক যে কোন সময়ে ৮৫ ধারামত কোন আজ্ঞা রহিত কবিত্তে পারিবেন, এবং ঐরূপ রহিত করিবার আজ্ঞা হইবার নোটিস ঐ লাখেরাজ মহালের ভোগাধিকারিকে ও উক্ত লাখেরাজ মহাল অন্য যে মহাল সংযুক্ত করা যায় সেই মহালের ভোগাধিকারিকে দিবেন।

৭ সপ্তম অধ্যায়।

কালেক্টর সাহেবের কোন কোন সেবেস্তা নিযুক্ত কবিত্তে পারিবার করা।

৯১ ধারা। এই আইনমত মূল্য নিরূপণ ও পুনর্মূল্য নিরূপণ করিবার নিমিত্ত ও তৎসংক্রান্ত কব ও বাণী আদায় করিবার ও হিসাব রাখিবার নিমিত্ত ও সাধারণতঃ উক্ত মূল্য নিরূপণ ও পুনর্মূল্য নিরূপণ ও কব আদায় ও বাণী আদায় সংক্রান্ত সমুদয় কার্য নিমিত্ত ও এই আইনমত অন্য কার্য নিমিত্ত বেবিনিউ বোর্ডের অনুমতি লইয়া কালেক্টর সাহেব যেকোন আমলা মোবস্তা আবশ্যক হয় নিযুক্ত কবিত্তে পারিবেন, এবং উক্ত কার্য নিমিত্ত অন্য যে খরচ আবশ্যক হয় তাহাও কবিত্তে পারিবেন, এবং কালেক্টর সাহেব যিনি তাংকব করিয়া দিলে উক্ত সেবেস্তার বেতন ও অন্য খরচ প্রদেশীয় পণের তহবীলের উপর প্রথম দাবী হইবে।

মূল্য নিরূপণ কার্যে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা কবা।

৯২ ধারা। বঙ্গদেশীয় ১৮২২ সালের ১ আইনের ২৩ ধারার ১ প্রকরণে ও ২৪ ধারার ১ প্রকরণে কালেক্টর সাহেবদের প্রতি যে২ ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, এই খণ্ডের নির্দিষ্ট ভূমির মূল্য নিরূপণ করিবার কার্যে কালেক্টর সাহেব সেই সে ক্ষমতামতে কার্য করিবেন। কিন্তু উক্ত কয়েক প্রকরণে ঐ ভূমি সংক্রান্ত সত্ত্বের কি সম্পর্কের অনুসন্ধান লইবার যে ক্ষমতা দেওয়া আছে, তিনি সেই ক্ষমতামতে কার্যই করিবেন না।

কমিশনার সাহেবের বা বোর্ডের মূল্য নিরূপণের সংশোধন কবিত্তে পারিবার করা।

৯৩ ধারা। এই খণ্ডমত প্রত্যেক মূল্যনিরূপণপ্রণ কামিশনার সাহেবের ও বেবিনিউ বোর্ডের দ্বারা সংশোধিত হইতে পারিবে, প্রকারান্তরে নহে।

মিথ্যা রিপোর্টের করা।

৯৪ ধারা। এই খণ্ডমতে যে কোন ব্যক্তি কোন বিবরণ দিতে বাধ্য হন, তিনি

আইনমতে তৎসম্বন্ধে কোন রাজকীয় কার্যকারকে নোটিস ও সংবাদ দিতেও বাধ্য বলিয়া জ্ঞান হইবে। এনিমিত্ত কোন রিটার্ন মিথ্যা বলিয়া কালেক্টর সাহেব বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে রিটার্নদাতার নামে অভিযোগ করিতে পারিবেন ; এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ সম্বন্ধীয় হইলে, কালেক্টর সাহেব যে নিয়ম ও উপায় বিহিত বোধ করেন, সেই নিয়মে ও উপায়ে ঐ রিটার্নের লিখিত ভূমির মূল্য নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন।

রিটার্ন কেবল লেখকের বিরুদ্ধে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

২৫ ধারা। এই খণ্ডের বিধানমতে কোন ব্যক্তি দ্বারা কি তাঁহার পক্ষে যে রিটার্ন দেওয়া যায় তাহাতে তাঁহার কিম্বা তদীয় ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকারকের স্বাক্ষর ও ঠিকানা থাকিবে, তাহা তাহার বিপক্ষ প্রমাণ মধ্যে গ্রাহ্য হইবে সপক্ষ প্রমাণ মধ্যে নয়।

এই খণ্ডমতে নোটিস দিবার কথা।

২৬ ধারা। এই খণ্ডে যে যে নোটিস দিবার আজ্ঞা হইল তাহা প্রকারান্তরে স্পষ্ট বিধান না থাকিলে নিম্নলিখিত অন্যতর প্রকারে দেওয়া যাইতে পারিবে।

১। যাহার নামে হয় তাঁহাকেই দেওয়া যাইবে। তাঁহাকে দেওয়া যাইতে না পারিলে, তিনি যে ঘরে বাস করেন তাহার কোন প্রকাশ্য স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, বিস্তা তাহার যে মোক্তার সাধারণমতে তাঁহার পক্ষে উপস্থিত হইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন তাঁহাকে দেওয়া যাইবে। অথবা

২। ঐ নোটিস বেজিষ্টরীপজে দিয়া শিরোনামায় তাহার নিয়ত বাসস্থান লিখিয়া কিম্বা তাঁহার যে স্থানে নিবাস জানা আছে সেই স্থান লিখিয়া পাঠান যাইবে। অথবা

৩। মহালের কিম্বা তালুকের মাল কাছারিতে ঐ নোটিসের প্রতিলিপি লাগাইয়া দেওয়া যাইবে। মাল কাছারী পাওয়া না গেলে ঐ নোটিস যে মহালের কি তালুকের বিষয়ে হয় তাহার কোন প্রকাশ্য স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে এবং মহালে রাজস্ব বৎসর চারি কিস্তি করিয়া দেওয়া গেলে, ঐ নোটিস প্রস্তুত করিবার অব্যবহিত পরে যে ব্যক্তি তাহার নিমিত্ত কিস্তির টাকা দিয়াছিলেন, ঐ নোটিসের অন্য প্রতিলিপি তাঁহাকে দেওয়া যাইবে। যদি হুই কি তদধিক ব্যক্তি একই মহালের কি তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারী হন, তবে এই প্রকরণমতে নোটিস দেওয়া গেলে উক্ত প্রত্যেক ও সকল ব্যক্তির উপর যথোচিতমতে জারী করা গেল জ্ঞান হইবে।

নোটিস দিবারখরচের কথা।

২৭ ধারা। এই আইনে যে সকল নোটিস দিবার আজ্ঞা হইল তাহা দিবার খরচ প্রথমে প্রদেশীয় পথের তহবীল হইতে দেওয়া যাইবে এবং ১০৬ ধারামতে

রেবিনিউ বোর্ড যে বিধি প্রণয়ন করেন সেই বিধির নিয়মানুসারে ঐ খরচ বাহার নামে নোটিস বা পরওয়ানা দেওয়া যায়, তাহার স্থানে অথবা কালেক্টর সাহেব উচিত বোধ করিলে বাহার ক্রটিবশতঃ ঐ নোটিস বা পরওয়ানা দেওয়া যায়, তাহার স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে, এবং তদ্রূপ প্রত্যেক টাকা কালেক্টর সাহেবের নিকট দেওয়া বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু ঐ টাকা কালেক্টর সাহেব আদায় করিলে তাহা প্রদেশীয় পণের তহবীল জমা দেওয়া যাইবে।

কোন কোন নোটিসে খরচ আদায় না করা যাইবার কথা।

কিন্তু যে করের টাকা দেওয়া হয় সেই টাকার দিবার পাওয়ার নোটিস না হইলে কোন বিটা দিবার আদেশসূচক অথবা এট আইনমতে কোন ব্যক্তি যে টাকা দিতে হয় তাহাব জাপনসূচক ঘোষণাপত্র বা নোটিস প্রচার বা জারী করণ সম্বন্ধে কোন ব্যক্তির স্থানে কোন খরচ বা অন্য খরচ আদায় করা যাইবে না।

আইনমত দেওয়া টাকা রাজকীয় প্রাপ্যস্বত্ব আদায় করিবার কথা।

৯৮ ধারা। যে কর বাকী থাকে যে ব্যয় পড়ে যে ফী বা খরচ পাওনা হয় যে নোটিস জারী করা যায় বা যে অর্থদণ্ড করা যায় তৎসম্পর্কে বা অন্য কোন হিসাবে এই আইনের বিধানমতে কালেক্টর সাহেবের নিকটে যে টাকা দেওয়া হয় বা দেওয়া হইতে পারে তাহার রাজকীয় প্রাপ্য আদায় করিবার যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে তন্নির্দিষ্ট প্রণালীমতে আদায় করা যাইতে পারিবে এবং তাহা উক্ত আইনমত রাজকীয় প্রাপ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

কিন্তু পূর্বেস্বত্ব কোন কোন দেওয়া টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতের মোকদমা সংক্রান্ত অথবা প্রকারান্তরের কোন আছুষ্ঠানিক কার্য উপলক্ষে কালেক্টর সাহেবের যে টাকা ব্যয় হয় ও তিনি যে খরচাব ও কতিপূরণের টাকার দায়ী হন প্রদেশীয় পণের কমিটি তজন্য কালেক্টর সাহেবের কতিপূরণ বিধান করিবেন।

দেওয়া টাকা খাজনা হইতে কালেক্টর সাহেবের আদায় করিতে পারিবার কথা।

৯৯ ধারা। এট আইনমত দেওয়া টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত পূর্ক ধারার বিধানমতে আছুষ্ঠানিক কার্য না করিয়া অথবা তাহা করিয়াও ঐ টাকা যে ব্যক্তির দেওয়া হয় সেই ব্যক্তির এমন কোন সম্পত্তি যদি কালেক্টর সাহেব না পান, যাহা বিক্রয় করিয়া ঐ টাকা সম্পূর্ণরূপে শোধ হয়, যে মহালের কি তাহা প্রভৃতির সম্পর্কে ঐ টাকা বেনা হয় কালেক্টর সাহেবের কি তাহা প্রভৃতির বিষয়ে উ হফনীলের পাঠে নোটিস দেওয়া উচিত বোধ করিলে আপনাদিগের ঐ মত লিপিবদ্ধ করিয়া ঐ নোটিস দেওয়াইবেন। ঐ নোটিস যে ভূমি সম্পর্কীয় হয় সেই ভূমি

কোন গ্রামে থাকে তথায় টেঁড়রা দিয়া ঐ নোটিস জারী করা যাইবে এবং নোটিশের এক কেরা নকল হুজুর প্রত্যেক গ্রামের কোন সুপ্রকাশ্য স্থানে ও ঐ নোটিস যে মহাল বা তালুকাদি সম্পর্কীয় হয় তাহার মাপ কাছারী পাওয়া গেলে সেই কাছারী ঘরে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

দেওয়াটিলে পর যত কাল অনা আঁজানা করেন ততকাল কালেক্টর সাহেব ভিন্ন কিম্বা তিনি যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন সেই ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে আঁজানা দেওয়া নৈলে তাঁহা অসঙ্গ ও বার্য হইবে।

এবং সমস্ত খবর শুদ্ধ উক্ত দেনা ঢাকা যতদূর আদায় করা না যায় ততকাল যে মহালের কি তালুক প্রভৃতির সম্বন্ধে নোটিস দেওয়া গিয়াছে তাহার কোন দখিলকাবেব কি তালুকদারের কি পেটাও প্রজ্ঞা কি রাইয়তের যত আঁজানা সেই সময়ে ফিখা তৎপক্ষতা দেনা হয়, মাঝে মধ্যে সম্বন্ধে যে মহাল কালেক্টর সাহেবের কর্তৃত্ব স্বাধীন থাকে, তাহার প্রজ্ঞা পূর্বে গবর্নমেন্টের প্রাণা আঁজানা আদায় করিবার নিম্ন বৎকালে যে আঁজনের কাঁসা শক্তি প্রাণা থাকে কালেক্টর সাহেব তৎকালে সেই আইন অনুযায়ী ঐ আঁজনা আদায় করিতে পারিবেন। তাহার পর সেই নোটিস রহিত বরিবার আঁজা হইবে।

কালেক্টর সাহেব আঁজানার কথা প্রকৃত বা উক্তরূপে স্থাপু টাটকা যে রমীদ দেন, সেই রমীদ ঐ দখিলকাবের কি তালুকদারের কি পেটাও প্রজ্ঞা কি রাইয়তের দেনা তত টাটা আঁজানার অন্তর্ব্য মুক্তপাত্র হইবে।

কালেক্টর সাহেবের দাওয়া অগ্রগণ্য হইবার কথা।

কালেক্টর সাহেব যদি একপ কায়াপুঠান করা বিহিত বোধ করেন কোন মহাল কিম্বা তালুক প্রভৃতি নব্বা পুণোক্তরূপ নোটিস দেওয়া গেলে সেই মহালদির উপর কালেক্টর সাহেবের বাকী পথকরের ও পূর্তকার্যকরের যে দাওয়া থাকে, তাহা গবর্নমেন্টের রাজস্বের দাওয়া ভিন্ন ঐ মহালের কি তালুক প্রভৃতির উপর অন্য দাবীর কি দাওয়ার কি দারের অগ্রগণ্য হইবে।

শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের কোন ব্যক্তিকে কালেক্টরের ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা।

১০০ ধারা। শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব যে কোন সময়ে কোন ব্যক্তিকে এই আইনমত কালেক্টরের ক্ষমতা দিতে পারিবেন। শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব যেক্রপ আদেশ করেন তদনুসারে ঐ ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধানাধীনে থাকিরা অথবা স্বাধীনভাবে তদ্রূপ কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধানে না থাকিরা উক্ত ক্ষমতামতে কায্য করিবেন।

কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবার কথা।

১০১ ধারা। কামশ্যানর সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক কালেক্টর সাহেব

কোন ডেপুটী কালেক্টরের বা আসিস্ট্যান্ট কালেক্টরের বা সবডেপুটী কালেক্টরের বা তদ্রূপ পদস্থ অন্য কোন কার্যাকারকের প্রতি এই আইনমত আপনায় সমুদয় বা কোন ক্ষমতা ও কর্তব্য অর্পণ করিতে পারিবেন। তাঁহারা কালেক্টর সাহেবের কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধানাবশেষে উক্ত ক্ষমতামতে ঐ কর্তব্য করিবেন।

কিন্তু উক্ত ডেপুটী কালেক্টর বা আসিস্ট্যান্ট কালেক্টর বা সবডেপুটী কালেক্টর বা অন্য কার্যাকারক যে কোন আজ্ঞা করিবার তারিখ অবধি পনের দিনের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকট তাহার আপীল হইতে পারিবে।

নিরূপিত মূল্যের উপর আপীল হইবার কথা।

১২ ধারা। কালেক্টর সাহেব ৭৫ বা ৭৬ ধারার বিধানমতে যে মূল্য নিরূপণ করেন কোন ব্যক্তি তদ্বারা আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত ভ্রমণ করিলে ৭৮ ধারার উল্লিখিত নোটিশ দেওয়া যাইবার পর এক মাসের মধ্যে

এবং কালেক্টর সাহেব এই খণ্ডের অন্য কোন ধারার বিধানমতে যে মূল্য নিরূপণ করেন কোন ব্যক্তি তদ্বারা আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত ভ্রমণ করিলে নিরূপিত মূল্যের ক্ষতি নকল ৩৫ ধারার উল্লিখিত মতে লটকাইয়া দেওয়া যাইবার এক মাসের মধ্যে।

কালেক্টর সাহেবের নিকট আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবেন, এবং তদ্রূপ সমুদয় বা কোন অংশে অগ্রাহ্য হইলে অগ্রাহ্য হইবার পর এক মাসের মধ্যে কমিশ্যনের সাহেবের নিম্নটে সেই নিরূপিত মূল্যের বিকল্পে আপীল করিতে পারিবেন। ঐ কমিশ্যনের সাহেবের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

অর্থদণ্ড আদায় করিবার আজ্ঞার উপর আপীল হইবার কথা।

১০০ ধারা। কাশ্টের সাহেব এই আইনমতে অর্থদণ্ড কিম্বা থরচ আদায় করিবার যে আজ্ঞা করেন, ঐ অর্থদণ্ড কিম্বা থরচ আদায় করিবার প্রথম পর-ওয়ানা জারী হইবার সময়াদি এক মাসের মধ্যে ঐ আজ্ঞার উপর কমিশ্যনের সাহেবের নিকট আপীল হইতে পারিবে। ১৮ ধারার প্রকারান্তরের বিধান স্থল ছাড়া তদ্রূপ আপীল হইলে যত কাল কমিশ্যনের সাহেবের আজ্ঞা না হয়, তত কাল ঐ টিকি আদায় করিবার সকল কার্য স্থগিত থাকিবে। কমিশ্যনের সাহেবের আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে।

আজ্ঞার উপর কমিশ্যনের সাহেবের নিকট আপীল হইতে পারিবার কথা।

১০১ ধারা। কালেক্টর সাহেব নিয়মিত কোন ধারামতে অর্থাৎ ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, বা ২৯ ধারামতে কোন আজ্ঞা করিলে, আজ্ঞা করিবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে কমিশ্যনের সাহেবের নিম্নটে তাহার উপর আপীল হইতে পারিবে।

কালেক্টর সাহেবের আনুষ্ঠানিক কার্য কমিশ্যনর সাহেবের ও বোর্ডের তত্ত্বাবধানাধীন থাকিবার কথা ।

১০৫ ধারা । পূর্ব পূর্ব ধারায় প্রকাস্তের বখা থাকিলেও এই খণ্ডমতে কালেক্টর সাহেবের বা তন্নিয় শ্রেণীর কোন কার্যকারকের সমুদয় আনুষ্ঠানিক কার্য কমিশ্যনর সাহেবের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধানাধীন থাকিবে, এবং কমিশ্যনর সাহেবের এই প্রকার সমুদায় আনুষ্ঠানিক কার্য রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধানাধীন থাকিবে ।

বোর্ডের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা ।

১০৬ ধারা । নিম্নলিখিত কার্যের নিমিত্ত রেভিনিউ বোর্ড সময়ে সময়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন ও প্রণয়ন করা গেলে সময়ে সময়ে তাহা পরিবর্তিত, পরিবদ্ধিত বা রহিত করিতে পারিবেন ;

(ক) এই খণ্ডের আদেশমত নোটিসের ও রিটার্নের মূল্য নিরূপণপত্রের পাঠ নির্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত ।

(খ) এই খণ্ডমতে যে কোন নোটিস বা পরওয়ানা দেওয়া যায় তজ্জন্য যত টাকা লইতে হইবে তাহা নির্দিষ্ট করিবার এবং ৯৭ ধারামতে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ।

(গ) ৩৪ ধারার বিধানমত রিটার্নের ও মূল্য নিরূপণপত্রের উদ্ধৃতাংশ ও নকল দিতে হইলে যত ফী লইতে হইবে তাহা নির্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত ।

(ঘ) কোন মহালের ভিন্ন অংশ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র হিসাব রাখা গেল ঐ ঐ অংশের ভোগাদিকারীদের যাহার যত কর জন্য ৪৪ ধারামতে মুখ্যতঃ দায়ী হইতে হইবে তাহা বিশি করিবার নিমিত্ত ।

(ঙ) ৪৬ ধারার বিধানমতে লাংবেজ মহালের লিখিত অংশীদের যত টাকা কর দিতে হয়, তৎসম্বন্ধে স্বতন্ত্র হিসাব খুলিবার ও রাখিবার ও বন্ধ করিবার বিধান করিবার নিমিত্ত ।

(চ) ৫ অধ্যায়মত কাণেক্টরদের আনুষ্ঠানিক কার্যের বিধান করিবার নিমিত্ত ।

এবং মূল্যনিরূপণ ও করনির্ধারণ ও কর ও এই আইনমত অন্য দেনা টাকা আদায় সম্বন্ধে এই আইন নিয়মিতকণে কার্যে পরিণত করিবার বিধান করিবার নিমিত্ত ।

এই আইনের সহিত সম্পর্ক না থাকিলে স্বাভাবিক সম্পত্তিগত সমুদায় স্বত্ব সংরক্ষণের কথা ।

১০৭ ধারা । এই আইনে প্রকাস্তের স্পষ্টবিধান না থাকিলে, এই খণ্ডের কোন কথা ক্রমে এবং এই আইনমতে সাহা কিছু করা যায় তৎক্রমে স্বাভাবিক সম্পত্তি বা তদন্তর্গত কোন স্বার্থ সম্পর্কে কোন ব্যক্তিবর্গের কোন হানি হইবে এক্ষণে জান করিতে হইবে না ।

তৃতীয় খণ্ড ।

প্রদেশীয় পথের তহবীল সংস্থাপন ও তাহার কার্যের বিধান।

৮ অধ্যায় । প্রদেশীয় পথের তহবীল সংস্থাপনের ও তাহার
টাকা প্রয়োগের বিধি ।

(প্রদেশীয় পথের তহবীল সংস্থাপনের কথা)

১০৮ ধারা : পথকরেব টাকা এবং এই আইনমত করের সম্পর্কে যে অর্থদণ্ড
কিস্তি দণ্ডস্বরূপে কিস্তি প্রকারান্তরে যে সকল টাকা আদায় করা যায় তাহা
এবং পূর্তকার্য্য কর পথকরেব সহিত একত্রে ধার্য্য করিবার ও আদায় করিবার
ব্যয়পোষণার্থে পূর্তকার্য্যকরের উৎপন্ন হইতে সাহায্যস্বরূপ বা প্রকারান্তরে গবর্ণমেন্ট
যে সকল টাকা দেন তাহা,

এবং পশ্চাৎস্থিত নিয়োগক্রমে প্রদেশীয় পথের কমিটির হস্তে যে কোন টাকা
দেওয়া যায় তাহা,

লইয়া এই আইনমতে প্রত্যেক জিলার ডিস্ট্রিক্ট রোড বণ্ড অর্থাৎ প্রদেশীয়
পথের তহবীল হইবে ।

প্রদেশীয় পথের তহবীলের টাকা প্রয়োগের কথা ।

১০৯ ধারা । প্রত্যেক জিলার প্রদেশীয় পথের তহবীলের টাকা নিম্নলিখিত
কার্যের নিমিত্ত নিম্নলিখিতক্রমে প্রয়োগ করা যাইবে ।

(১) ১১ ধারার উল্লিখিত মতে কালেক্টর সাহেব যে সেরেস্তা রাখেন তাহার ধরচ
ও জনা যে খরচা পড়ে তাহা দিবার নিমিত্ত ;

এই আইনমত কর ধার্য্য ও আদায় কবণার্থ আনুষ্ঠানিক কার্য্যকালে কালেক-
টর সাহেবের অন্য যে খরচ দিতে বা ক্ষতিপূরণ করিতে হয় বা যাহার জন্য তিনি
দায়ী হন তৎসম্বন্ধে কমিশ্যনর সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক কালেক্টর সাহেবকে
লিখিত দিবার নিমিত্ত ,

এবং ১৮১ ধারার লিখিত কার্য্যার্থে ঐ ধারার নিয়মাদীনে ত্রীমুখ লেপ্টেনেন্ট
গবর্ণর সাহেব যত টাকা নিরূপণ করেন তাহা দিবার নিমিত্ত ।

(২) এই আইনের কার্য্যপক্ষে প্রদেশীয় পথের কমিটি যে সেরেস্তা রাখেন ও
যে ধরচ করেন তাহার ও এই আইনমতে দেয় ছুটীকালীন ব্যুত্তির বা পারি-
তোষিকের বা পেনশ্যনের টাকা দিবার নিমিত্ত ।

(৩) যে কার্য্যধারা কোন জিলার অন্তর্গত বস্ত্রাদির অথবা ঐ জেলা হইতে

অন্য জেলায় ঘাটবার বজ্রাদির উৎকর্ষ সাধন চষ তাহার উপর ব্যয়িত মূলধনের হ্রাস স্বরূপ যে টাকা দিতে উক্ত কমিটী এই আইনমতে সময়ে সময়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন সেই টাকা দিবার নিমিত্ত ।

(৩) যে সকল পথ ও সেতু ও পয়ঃপ্রণালী ও গমনাগমনের সুবিধাজনক যে সকল উপায়াদি কমিটী এই আইনমতে আপন হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন অথবা যন্নিমিত্ত তাঁহারা অর্থ সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন তৎসমুদয় মেরামত ও রক্ষা করিবার নিমিত্ত ।

(৫) নূতন পথ, ও সেতু ও পয়ঃপ্রণালী ও গমনাগমনের অন্যান্য উপায় প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ;

জিলার অন্তর্গত অথবা ঐ জিলা ও পার্শ্ববর্তী জিলার মধ্যগত গমনাগমনের সুবিধা করণার্থে যে উপায়াদি কমিটী প্রস্তুত করিতে বা অচেষ্টে গ্রহণ করিলে সংকল্প করেন বা যন্নিমিত্ত অর্থ সাহায্য করিতে সংকল্প করেন, তাহার নির্মাণ ও বিধান ও সংস্কার ও রক্ষা করিবার নিমিত্ত ।

পথের ধারে বৃক্ষ বসাইবার নিমিত্ত এবং পানীয় জল যোগানের উৎকর্ষ সাধনার্থ এবং জল নিঃসরণের ব্যবস্থা করণার্থ বা উৎকর্ষ করণার্থ কোন উপায়াদি প্রস্তুত ও রক্ষা করিবার নিমিত্ত ।

(৬) জিলার অন্তর্গত অথবা ঐ জিলা ও পার্শ্ববর্তী জিলার মধ্যগত গমনাগমনের উপায়ের উৎকর্ষ সাধনার্থ লাভজনক পূর্তকার্য নির্মাণোদ্দেশ্যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বা ক্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবেব স্থানীয় স্বায়ত্ত্ব জুগু কবিয়া রাখিবার নিমিত্ত ।

বিশেষ—

উপবিধান ।

(১) জলসেচন কার্যের কোন ন'লা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত,

অথবা রাজস্বীয় কার্যকারকের অধ্যক্ষতাবীন জলসেচন কার্য সংক্রান্ত জলনিঃসরণের ব্যয় নিমিত্ত,

অথবা যে পম্পোনালায় টোল লওয়া যায় ও টোলের উৎপন্ন টাকা প্রাদেশীয় পথের তহবীলে দেওয়া যায় না, সেই পম্পোনালায় উৎকর্ষদান ও রক্ষা করিবার নিমিত্ত,

প্রাদেশীয় পথের তহবীল হইতে কোন টাকা ব্যয় করা যাইবে না ।

(২) বঙ্গদেশীয় মুনিসিপালবিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনমত প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মুনিসিপালিটীর অন্তর্গত কোন পথ উক্ত আইনের ৩২ ধারামতে ঐ আই-

নের কার্য্য বহিষ্ঠৃত বলিয়া স্পষ্ট নির্দেশ করা না গেলে, ঐ পথ প্রস্তুত বা রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাদেশীয় পথের তহবীলের কোন অংশ ব্যয় করা যাইবে না ; এবং

(৩) যে জিলা হইতে টাকা লওয়া যায় সেই জিলার উপকারার্থ বলিয়া শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট ব্যয় করিবার বিষয় অনুমতি পাওযা না গেলে ঐ জিলায় বহিষ্ঠৃত স্থানের কোন কার্য্য বা কোন উদ্দেশ্যে ঐ জিলায় প্রাদেশীয় পথের তহবীলের কোন অংশ ব্যয় করা যাইবে না ।

প্রাদেশীয় পথের তহবীল হইতে মূলধনের সুদের টাকা দিতে কমিটির অঙ্গীকারবদ্ধ হইতে পারিবার কথা ।

১১০ ধারা । জিলার অন্তর্গত অথবা ঐ জিলায় ও অন্য জিলায় মধ্যগত গমনাগমনের উপায়ের উৎকর্ষ সাধনার্থ কোন কার্য্যে ব্যয়িত মূলধনের সুদ স্বরূপ যত টাকা দেওয়া কমিটি উচিত বোধ করেন, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রাদেশীয় পথের তহবীল হইতে বৎসর বৎসর তহট টাকা দিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে অঙ্গীকাৰবদ্ধ হইতে পারিবেন ।

একাধিক জিলা ব্যাপিয়া কোন পূর্ত্তকার্য্য থাকিলে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের তাহার খরচ বিসি করিয়া দিতে পারিবার কথা ।

১১১ ধারা । পূর্ব্ব ধারারতে যে পূর্ত্তকার্য্য কোন জিলায় প্রাদেশীয় পথের তহবীলের কোন অংশ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, সেই পূর্ত্তকার্য্য একাধিক জিলা ব্যাপিয়া থাকিলে ঐ কার্য্য যে টাকা খরচ হয় ও ঐ টাকার যে সুদ হয়, তাহার পোষণার্থ কোন জিলায় প্রাদেশীয় পথের তহবীল হইতে কি পরিমাণে টাকা দেওয়া যাইবে তাহা শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব স্থির করিবেন ।

৯ নবম অধ্যায় ।

প্রাদেশীয় পথের কমিটির কথা ।

প্রাদেশীয় পথের কমিটির সংস্থিতির কথা ।

১১২ ধারা । প্রাদেশীয় পথের তহবীলের কার্য্য নির্বাহার্থে এবং এই আইনমত পুরোক্ত জিলায় পথ ও সেতু ও পয়ঃপ্রণালী ও অন্যান্য কাণ্ড প্রস্তুত ও মেরামত ও রক্ষা করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব সম্মুখে সময়ে সেই জিলায় পথকরদাতা করেকজনকে কিম্বা তাঁহাদের কার্য্যাপ্যক্ষদিগকে কি গোমস্তাদিগকে প্রাদেশীয় কমিটির মেম্বরস্বরূপ নিযুক্ত করিবেন, কিম্বা আপনি তাঁহাদের যোগ্যতা ও মনোনীত ও অবসর করণ বিষয়ক বিসি করিয়া তাঁহাদিগকে সেই বিধিভূক্ত মনোনীত করাইবেন ।

মেম্বরের পাঁচ বৎসর পদস্থ থাকিতে পারিবার কথা।

মেম্বরের পদ ত্যাগের কথা।

১১৩ ধারা। উক্ত কমিটির প্রত্যেক মেম্বর নিযুক্ত বা মনোনীত হইবার তারিখ অবধি পাঁচ বৎসর স্বপক্ষে থাকিতে পারিবেন, এবং শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ঐ পাঁচ বৎসর গত হইবার পূর্বে যে কোন সময়ে উক্ত মেম্বরের পদ ত্যাগপত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন।

কোন মেম্বকে অবসর করিবার কথা।

১১৪ ধারা। এই আইন মতে নিযুক্ত বা মনোনীত কোন ব্যক্তিবর্গ সাধন-কালে অসদাচরণ করিলে অথবা কোন কলঙ্কজনক কার্য করিলে, শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাঁহাকে কর্তৃক হইতে অবসর করিতে পারিবেন।

কোন মেম্বর অধিবেশন কালে উপস্থিত হইতে উপেক্ষা করিলে অথবা কারাদণ্ডাজ্ঞা

প্রাপ্ত হইলে তাহার মেম্বরের পদে না থাকিতে পারিবার কথা।

১১৫ ধারা। কোন মেম্বর কমিটির অস্থিতি না লইয়া কমিটির ক্রমিক ছয় অধিবেশনে উপস্থিত না হইলে, এবং কোন মেম্বরের জাতি, কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে তিনি আর কমিটির মেম্বর থাকিতে পারিবেন না।

সাঁহারা স্ব স্ব পদোপলক্ষে কমিটিতে থাকিবেন তাঁহাদের নিয়োগের কথা।

১১৬ ধারা। কমিটির যে ব্যক্তিবা পূর্বেকৃতমতে নিযুক্ত কি মনোনীত হন, সেই সেই ব্যক্তি ভিন্ন শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব গবর্ণমেন্টের কোন কর্তৃপক্ষিক কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত করিয়া আপনার স্বাক্ষরিত লিপি দ্বারা এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন। এই আইন যে যে জিলায় প্রচলিত করা যার সেই সেই জিলায় তাহার ঐ লিপির নির্দিষ্ট পদধারী হইবা উক্ত জিলায় আপন আপন পদের কর্তৃক নির্বাহ করেন তাঁহারাও আপন আপন পদোপলক্ষে ঐ কমিটির মেম্বর হইবেন।

গবর্ণমেন্টের অধীনে বেতন বিশিষ্ট পদধারী মেম্বরের সংখ্যা তৃতীয়াংশের অধিক না হইবার কথা।

কিন্তু যে ব্যক্তিরা গবর্ণমেন্টের অধীন বেতনবিশিষ্ট পদ দায়ব করিয়া উক্ত প্রদেশীয় কমিটি ভুক্ত হন তাঁহাদের সংখ্যা ঐ কমিটির মোট সংখ্যার তৃতীয়াংশের অধিক হইবে না।

রাজকর্তৃপক্ষদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক হইলে আনুষ্ঠানিক কার্য অসিদ্ধ না হইবার কথা।

১১৭ ধারা। কোন কর্তৃক বা আনুষ্ঠানিক কার্য করিবার সময়ে বহু জন মেম্বর কমিটি ভুক্ত থাকেন তাঁহাদের মধ্যে গবর্ণমেন্টের বেতনভোগী পদধারির সংখ্যা পূর্বেকারার লিখিত তৃতীয়াংশের অধিক হইলে, তন্নিমিত্ত কমিটির ঐ কর্তৃক বা আনুষ্ঠানিক কার্য অসিদ্ধ হইবে না; এবং কমিটির কোন অধিবেশনে পূর্বেকৃতরূপ বেতন বিশিষ্ট পদধারী মেম্বরের সংখ্যা উক্ত ধারার নির্দিষ্ট অংশ অপেক্ষা অধিক হইলে, তন্নিমিত্ত ঐ অধিবেশনের কোন কর্তৃক বা আনুষ্ঠানিক কার্য অসিদ্ধ হইবে না।

উঁহাদের কর্ম্ম নিষ্কাহ করিবার নিয়মের কথা।
কমিটির সভাপতি ও প্রতিনিধি সভাপতির কথা।

১১৮ ধারা। জিলার কালেক্টর সাহেব কমিটির সভাপতি হইবেন। প্রতিনিধি সভাপতি ১২৯ ধারার দিবানমতে নিযুক্ত হইবেন।

কমিটির কার্যালয় থাকার কথা।

১১৯ ধারা। কমিটি যে জিলায় ও যে জিলায় নিমিত্ত নিযুক্ত হন সেই জিলায় উঁহাদের কার্যালয় থাকিবে। সেই কার্যালয়ে উঁহারা বৎসরের তিন তিন মাসে স্থানকলে একবার বর্ষানুক্রমে করিবার জন্যে সমাগত হইবেন।

দুই প্রকার অধিবেশনের কথা।

১২০ ধারা। কর্ম্মনিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত দুই প্রকার অধিবেশন হইবে, অর্থাৎ বিশেষ অধিবেশন ও নিয়মিত অধিবেশন।

বিশেষ অধিবেশনের কথা।

১২১ ধারা। পঞ্চাঙ্গিত প্রকারের অধিবেশনগুলি বিশেষ অধিবেশন হইবে।—

(১) ১২০ ধারামতে সভাপতি কোন সভা আহ্বান করিলে।

(২) ১২৯ ধারামতে প্রতিনিধি সভাপতি মনোনীত করণার্থ।

(৩) ১৩১ ধারামতে ইঞ্জিনিয়ারের বেতন নিরূপণার্থ।

(৪) ১৩২ ধারামতে ইঞ্জিনিয়ার মনোনীত করণার্থ।

(৫) ১৩৩ ধারামতে সেবেস্তার কি প্রকারের কত লোক থাকিবে ও প্রত্যেক পদের কি বেতন হইবে, ইহা নিরূপণ করণার্থ।

(৬) ১৩৪ ধারামতে ছুটির ও ১৩৮ ধারামতে পেনশনের ও পারিতোষিকের বিধি প্রণয়নার্থ।

(৭) ১৩১ ধারামতে সাধারণ বর্ণনাপত্র কিম্বা ১৩৩ ধারামতে কোন সংশোধিত বা পরিশিষ্ট বর্ণনাপত্র বিবেচনা করিয়া অনুমোদন করণার্থ।

(৮) ১৩৬ ও ১৪৮ ধারামতে আয় বায়ের অনুমান পত্র প্রস্তুত করণার্থ ও আ-
সামী বৎসরের পথকরের হার নিরূপণার্থ।

(৯) ১৫৭ ধারামতে উক্তরূপ কোন অনুমানপত্র সংশোধনার্থ।

(১০) ১৭৯ ধারামতে বার্ষিক রিপোর্ট ও হিসাব গ্রহণ ও বিবেচনা করণার্থ।

অন্য সময়ের অধিবেশন নিয়মিত অধিবেশন চইবে।

অধিবেশন কালে সভাপতির কথা।

১২২ ধারা। কমিটির প্রত্যেক অধিবেশন কালে সভাপতি অথবা, সেই সময়ে তিনি উপস্থিত না থাকিলে প্রতিনিধি সভাপতি আদিপত্য করিবেন। সভাপতি

পথকর ও পূর্তকার্যকর সম্বন্ধীয়।

(২য় খণ্ড)

ও প্রতিনিধি সভাপতি এই উভয়ের অনুপস্থানে কমিটির যে ব্যক্তির উপস্থিত থাকেন তাঁহারা সেই অধিবেশন কালীন সভাপতি স্বরূপ আপনাদের একজনকে সনোনীত করিবেন।

প্রাধিকারিত অধিবেশনের কথা।

১২৩ ধারা। সভাপতিত্ব করিয়া তাহার অনুপস্থানে প্রতিনিধি সভাপতি বিধিত বোধ করিলে কমিটির ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিয়া অধিবেশন করিতে পারিবেন এবং কমিটির তত্ত্বাবধানে অন্যান্য সংখ্যক ব্যক্তি বা প্রাক্তরিত লিপি দ্বারা প্রার্থনা করিলে তাহা অবশ্য করিবেন।

অধিবেশনের নোটিশের কথা।

১২৪ ধারা। অধিবেশনের পূর্বে অন্ততঃ দশ দিন ব্যক্তি তাহার নোটিশ দেওয়া যাইবে। প্রস্তাবিত অধিবেশন কালে যে কার্য নিষ্পত্তি করিতে হইবে তাহা নোটিশে ব্যক্ত থাকিবে। নোটিশে ব্যক্ত না থাকিলে অনিবিষ্ট ব্যক্তিগণের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন কার্য অধিবেশন কালে নিষ্পত্তি করা যাইবে না।

যত ব্যক্তির বিদ্যমানে কার্য চলিতে পারে তাহার কথা।

১২৫ ধারা। (১) বিশেষ অধিবেশন কালে যে কার্য হয় তাহার প্রারম্ভ ও সমাপ্তি সময়ে কমিটির অন্তর্গত যে ব্যক্তির উপস্থিত থাকেন তাঁহারা কমিটির অন্তর্গত সমস্ত ব্যক্তির চতুর্থাংশের নূন হইলে কোন কার্য সম্পাদন হইতে পারিবেন না, এবং অন্ততঃ তিনজন মেম্বর উক্ত প্রকারে উপস্থিত না থাকিলে নিষ্পত্তি অধিবেশনে কোন কার্য করা যাইবে না।

সব কমিটির প্রতি সমতা পূর্ণ করিবার কথা।

(২) কমিটি যেকোন উচিত বোধ করেন এক বা একাধিক মেম্বরের সব কমিটি হকপ নিযুক্ত করিয়া সব কমিটির প্রতি আপনাদের কোন ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন উক্তকালে নিযুক্ত কোন সব কমিটি সম্বন্ধে কমিটি যে নিষ্পত্তি করেন ঐ সব কমিটি অর্পিত ক্ষমতানুসারে কার্য করিবার সময়ে সেই নিয়মানুসারে চলিবেন।

কমিটির সময়ের নিরূপণ ও নত আপন প্রভুত্বের কথা।

(৩) কমিটি অধিবেশন করিতে অথবা বিধিত বোধ করিলে অধিবেশনের সমাপ্তির নিরূপণ করিতে পারিবেন। কোন অধিবেশন কালে কমিটি সম্মুখে যে প্রশ্ন উপস্থিত করা যায় উপস্থিত ব্যক্তিদের অধিকাংশের মতানুসারে তাহার নিষ্পত্তি করা যাইবে। যদি সমান সংখ্যার লোক ভিন্ন ভিন্ন দুই মতের সপক্ষে হন, তবে সভাপতি যে মতের সপক্ষে তাই প্রধান হইবে।

সময়ান্তরে অধিবেশনের কথা।

১২৬ ধারা। সভার বিশেষ অধিবেশনের নিকষিত সময়ে কিম্বা ভংপয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে কার্য নিষ্পাদন করিবার উপযুক্ত সংখ্যক লোক উপস্থিত না হইলে কমিটীর সভাপতি কি প্রতিনিধি সভাপতি অধিবেশনের অন্য দিন নিরূপণ করিয়া দশ দিন থাকিতে সেই অন্য দিনের নোটিস দিবেন। সেই দ্বিতীয় অধিবেশনে কমিটীর যত জন উপস্থিত থাকুন তাঁহাদের দ্বারা কার্য নিষ্পাদন হইতে পারিবে।

বৃত্তান্ত লিখিবার কথা।

১২৭ ধারা। প্রত্যেক অধিবেশন কাণে যে সকল কার্য করা যায় ঐ কমিটীর কার্যালয়ে তাহার বৃত্তান্ত লিখিবার বহি থাকিবে। তাহাতে কার্যের বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে। জিগার মধ্যে যে ব্যক্তির নাম করেন কিম্বা যাহার ভূমির স্বামী বা ভোগাধিকারী হন তাঁহারা ফী না দিয়া উপযুক্ত কোন সময়ে ঐ বহী পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব যত টাকা ফী নিরূপণ করেন ততটাকা দিয়া ঐ বহী হইতে গ্রহীত কোন কথা শংসিত প্রতি-লিপি পাঠিতে পারিবেন।

ইংরাজী ভাষায় অনতিজ কমিটির কোন মেম্বর প্রার্থনা করিলে সভাপতি ঐ কমিটার চলিত ভাষায় ঐ মেম্বরকে কোন অধিবেশনের কার্য বিবরণের চূক্ষ দেখাইবেন।

কমিটী ও শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের মধ্যে লিখন পঠনের কথা।

১২৮ ধারা। কমিটী ও শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের মধ্যে যে পত্রাদির লিখন পঠন হয় তাহা কমিশ্যনর সাহেবের আফিস দিয়া যাইবে। এই খণ্ডমত সমস্ত বিষয়ে তিনি শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের বর্ত্তমান ও তদ্বাবধানের অধীন থাকিবেন।

কমিটীর সন্ধান জানাইতে হইবার কথা।

এই আইন দ্বারা কমিটি প্রতি যে কর্মের ভার অর্পিত হইল শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ও কমিশ্যনর সাহেব তদ্বিসয়ের কোন সন্ধান জানিতে চাহিলে তাঁহারা জানাইবেন।

তাঁহাদের প্রতিনিধি সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার ও সেরেস্তার কথা।

প্রতিনিধি সভাপতিকে মনোনিত করিবার কথা।

১২৯ ধারা। সভাপতি যৎকালে বিহিত বোধ করেন তৎকালে আদেশীয় কমিটির ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিয়া প্রথম অধিবেশন করাইবেন ও তাঁহারা আপনাদের মধ্য হইতে প্রতিনিধি সভাপতি মনোনিত করিতে প্ররত হইবেন এবং মনোনীত ব্যক্তির নাম শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট পাঠাইবেন।

তাহা হইলে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব উচিত উচিত বোধ করিলে ঐ ব্যক্তিকে উক্ত কমিটির প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন অথবা কমিটির প্রতি অন্য ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া তাঁহার নাম পাঠাইবার আদেশ করিতে পারিবেন। প্রতিনিধি সভাপতির পদ শূন্য হইলে পূর্বোক্তরূপে একজন প্রতিনিধি সভাপতি মনোনীত ও নিযুক্ত করা যাইবে।

কিম্বাকালের নিমিত্ত প্রতিনিধি সভাপতি নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

কিন্তু প্রতিনিধি সভাপতির পদ শূন্য হইলে, যতকাল পূর্বোক্ত বিধানমতে নিয়োগ দ্বারা শূন্য পদ পূর্ণ করা না যায়, সভাপতি কমিশনার সাহেবের অনুমোদন ক্রমে কমিটির কোন মেম্বরকে তত কালের নিমিত্ত প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

প্রতিনিধি সভাপতির দুই বৎসর স্বপক্ষে থাকিতে পারিবার কথা।

প্রতিনিধি সভাপতি দুই বৎসরের অনধিককাল স্বপক্ষে থাকিতে পারিবেন এবং ঐ কাল গত হইলে কমিটি তাঁহাকে পুনর্বার মনোনীত ও শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ঐ পদে পুনর্বার নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

প্রতিনিধি সভাপতিকে অবসৃত করিতে পারিবার কথা।

১৩০ ধারা। কোন বিশেষ অধিবেশনে যত জন মেম্বর মৃত্যু দেন, তাঁহাদের তিন ভাগের দুই ভাগ লোকের অনুরোধক্রমে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব উচিত বোধ করিলে প্রতিনিধি সভাপতিকে অবসৃত করিতে পারিবেন এবং যে কোন মেম্বরের মত দিবার অধিকার থাকে তিনি উক্ত কার্য নিমিত্ত অন্য কোন মেম্বরকে ক্ষমতা প্রদত্তে পারিবেন।

ক্ষমতাপত্র দিতে পারিবার কথা।

উক্ত ক্ষমতাপত্র মত দিবার সময়ে উপস্থিত করিতে হইবে এবং উহা যে মেম্বরেরকে দেওয়া যায়, তিনি ঐ ক্ষমতাপত্রের মর্ম্মানুসারে মত দিতে পারিবেন।

ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের বেতনের কথা।

১৩১ ধারা। কমিটি বিশেষ অধিবেশন করিয়া ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারকে যত বেতন দিতে প্রস্তুত আছেন ইহা স্থির করত শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবকে জানাইবেন। তিনি ঐ বেতন অনুমোদন করিতে অথবা কমিটিকে উহা বাড়াইবার বা কমাইবার আদেশ দিতে পারিবেন। কোন জিলায় ঐ বেতন স্থির করিবার সময়ে তথ্য যে প্রকারের পূর্তকার্যের প্রয়োজন ও যাদৃশ কর্ম্ম করিতে হইবে তাৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। উক্তরূপে যে বেতন স্থিরীকৃত হইয়া অনুমোদিত হয় তাহা কমিটি শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অনুমোদনক্রমে সময়ে পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করিবার কথা।

১৩২ ধারা। (১)—ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের পদ শূন্য হইলে কমিটি উক্ত ঘটনার কথা শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবকে জানাইবেন। তাগ হইলে তিনি তিন জনের অন্তর যোগ্য কার্যকারীদের নামের ফর্দ কমিটির সম্মুখে স্থাপন করাইবেন এবং ঐ ফর্দে যে সকল ব্যক্তির নাম থাকে তাঁহাদের মধ্য হইতে কমিটি এক জন ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার মনোনীত করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

বর্তমান নিয়োগ কেবল দুই বৎসর সিদ্ধ থাকিবার কথা।

(২)—এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের পদে যে সকল ব্যক্তি নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদের নিয়োগ ঐ সময়াবধি দুই বৎসরের অনধিককাল সিদ্ধ থাকিবে এবং উক্ত কাল গত হইলে যে ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের পদে শেষ নিয়োগ এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে করা গিয়াছে তাহা শূন্য বলিয়া গণ্য এবং পূর্বে নির্দিষ্ট প্রকারে এক জন ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করা যাইবে।

কিন্তু পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন নাট শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের ও কমিটির এইরূপ হ্রস্বোপক্রমণে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে ব্যক্তি ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত থাকেন কমিটি শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্বেক তাঁহাকে ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের পদে পুনর্বার নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের ইঞ্জিনিয়ারকে স্থগিত বা পদচ্যুত করিতে পারিবার কথা।

(৩)—শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারকে স্থগিত বা অবসৃত বা পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

সেৱেস্তা ও বেতন কিরূপে ধার্য্য করিতে হইবে, ইহার কথা।

১৩৩ ধারা। কমিটি বা পঞ্চাঙ্গিখিত মতে নিযুক্ত কোণ শাখা কমিটি ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া যত জন কার্যকারক কর্মচারী ও চাকরের সেৱেস্তা রাখিবেন ও তদ্রূপ প্রত্যেক কার্যকারক কর্মচারী বা চাকরকে যত বেতন দিবেন কমিটি ইহা ১৩২ ধারার নির্দ্ধারিত ধরনের নিয়মাবলীতে কমিশ্যনর সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্বেক নিরূপণ করিতে ও সময়ে সময়ে পরিবর্তন করিতে পারিবেন। কিন্তু শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের স্পষ্ট অনুমতি ব্যতিরেকে কোন পদের মাসে ২০০ টাকার অধিক বেতন ধার্য্য করা যাইবে না।

নিয়োগ কিরূপে করিতে হইবে, তাহার কথা।

উক্তরূপে নিরূপিত সেৱেস্তার ভিন্ন ভিন্ন পদে নিয়োগ নিয়ম লিখিত মতে করা যাইবে।

যে পদের মাসিক বেতন ৫০০ টাকার অধিক নহে তাহাতে কমিটির বা স্থল বিশেষে শাখা কমিটির সভাপতি নিয়োগ করিবেন।

যে পদের বেতন উক্ত টাকার অধিক তাহাতে কমিটি বা স্থল বিশেষে শাখা কমিটি কমিশ্যনর সাহেবের অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়া নিয়োগ করিবেন।

যে কর্তৃপক্ষ পূর্বোক্তরূপ কোন কার্যাকারক করানী বা চাকরকে নিযুক্ত করেন, সেই কর্তৃপক্ষ তাহাতে স্থগিত বা পদচ্যুত করিতে পারিবেন। তাহা করিলে কমিশ্যনর সাহেবের নিকট আপীল হইতে পারিবে। তাহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত চইবে।

কার্যাকারকদিগকে ছুটি দিবার কথা।

১৩৩ ধারা। কমিটি আপনাদের ৩ শাখা কমিটির কার্যাকারক ও চাকরদের ছুটি ও ছুটি কানীন বৃত্তি বিষয়ে সময়ে সময়ে গেলক বিহিত বোপ করেন সেইরূপ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

কিন্তু ২০০ বা তদধিক টাকা মাসিক বেতন ভোগী ডিষ্ট্রিক্ট ইনিয়রের সম্বন্ধে চিফসেক্রেটারীফিক্সেটক্রমে ছুটি মিনিল কার্যাকারকদের ছুটির চিহ্নিত পরিশিষ্ট বিধিমত অথবা অতিক্রিত কার্যাকারকদের নিমিত্ত যৎকালে অন্য বে বিধি প্রচলিত থাকে সেই বিধিমতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব দিতে পারিবেন এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অনুমোদন বিনা কমিটি ডিষ্ট্রিক্ট ইনিয়রকে অন্য কোন প্রকারের ছুটি দিবেন না।

বেতন আয়ের চতুর্থাংশের অধিক না হইবার কথা।

১৩৪ ধারা। কোন প্রদেশীয় পথের কমিটি ও সমুদয় শাখা কমিটি পূর্বোক্ত রূপ গত জন ইঞ্জিনিয়র কার্যাকারক করানী ও চাকর রাখেন তাহাদের মোট বেতন ও ছুটি কানীন বৃত্তি ও ৯১ ধারামতে কাশেক্টর সাহেবের সেরেস্তার খরচ ও ১৮১ ধারামতে প্রদেশীয় পথের কমিটিব যে টাকা দিতে হয় তাহা কোন বৎসর শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের স্পষ্ট অনুমতি ব্যতিরেকে পূর্বে বৎসরের বাকী বাদে উক্ত বৎসর কমিটির যে আয় হয়, তাহার চতুর্থাংশের অধিক হইবে না।

খণ্ডস্থ কার্যের সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত করিবার কথা।

১৩৫ ধারা। কোন খণ্ডের কমিটি সমূহের তিন ভাগের দুই ভাগ প্রার্থনা করিলে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব উক্ত খণ্ডের সমুদয় জিলার কার্য সম্পাদক সেরেস্তার উপর কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত প্রবোজনীয় আমলা সেরেস্তাসহ খণ্ডস্থ কার্যের একজন সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত করিতে এবং তৎসম্পর্কীয় খরচের যে অংশ উক্ত খণ্ডের প্রত্যেক জিলা হইতে দিতে হইবে তাহা নিরূপণ করিতে পারিবেন।

কয়েক জিলার নিমিত্ত কার্যের সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত করিবার কথা।

১৩৭ ধারা। একই খণ্ডের অন্তর্গত হটক, আর না হটক, কয়েক জিলা হইতে প্রার্থনাপত্র পাইশে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ঐ ঐ জিলার নিমিত্ত পূর্বোক্ত সেরেক্তা ও পূর্তকার্যের একজন সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত করিতে ও তৎসম্পর্কীয় খরচের যে অংশ প্রত্যেক জিলা হইতে দিতে হইবে, তাহা নিরূপণ করিতে পারিবেন।

পেনশ্যান ও পারিভোজিকাদির কথা।

১৩৮ ধারা। কমিটী শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অনুমোদনক্রমে আপনাদের ও কোন শাখা কমিটীব কার্যাকারক ও চাকর দিগকে এবং ৯১ ধারামতে জিলার কালেক্টর সাহেবের নিযুক্ত সেবস্তার আমলাদিগকে প্রদেশীয় পথের তহবিল হইতে পেনশ্যান ও পারিভোজিক দিয়ার বিদি প্রাধন করিতে পারিবেন ও উক্তরূপ অনুমোদনক্রমে সময়ে সময়ে ঐ বিদি গ্রহিত বা পরিবর্তিত বা পরিবর্দ্ধিত কবিত্তে পারিবেন।

কিন্তু কোন কার্যাকারক যে সময়ে জিলার কমিটীব অধীনে বা এই আইনের কার্যপক্ষে ৯ ধারামতে নিযুক্ত কোন সেরেক্তা কালেক্টর সাহেবের অধীনে কর্ম না করেন, সেই সময় সম্বন্ধে উক্ত জিলার পথেব তহবীল হটতে এই আইনমতে কোন পেনশ্যান বা পারিভোজিক পাটতে পারিবেন না।

পরন্তু গবর্নমেন্টের প্রদত্ত যে কার্যাকারক আপনার বেতন হটতে কোন পেনশ্যানের তহবীলে চাঁদা দেন, তিনি প্রদেশীয় পথের তহবীল হটতে কোন পেনশ্যানের দাওয়া কবিত্তে পারিবেন না।

উাহাদের কর্মের কথা।

যে একায়ে চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে তাহার কথা।

১৩৯ ধারা। কমিটী আপনাদের সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতি দ্বারা এই আইনের কার্যপক্ষে প্রয়োজনীয় কোন চুক্তি করিতে ও তদনুযায়ী কন্ম করিতে পারিবেন।

কিন্তু পাঁচ শত টাকার অধিক টাকা সম্পর্কীয়, বিয়া পাঁচ শত টাকার অধিক মূল্য ঘটিত যে চুক্তি কমিটীর পক্ষে করা যায়, তাহাব্যয়ে কমিটীর অনুমোদন লইতে হইবে এবং তাহা লিখিত হইবে ও তাহাতে কমিটীর অন্তর এই জন মেম্বরের স্বাক্ষর থাকিবে, তদ্ব্যতীত একজন সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতি হওয়া চাই।

উক্ত কার্যের সম্পাদন করা না গেলে কমিটী তদ্রূপ চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ হইবেন না।

কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তি ও কর্মকারকেরা চুক্তির অংশী হইলে দণ্ডের কথা।

১৪০ ধারা। কমিটীর সঙ্গে যে চুক্তি করা যায় কিম্বা কমিটীর নিমিত্তে যে কন্ম

করা যায় তাহাতে কমিটির অন্তর্গত কোন ব্যক্তির কি কর্তৃকারকের কি চাকরের সংশ্লিষ্ট বা স্বার্থ না থাকে । থাকিলে সেই ব্যক্তি তৎপরে কমিটিতে থাকিতে কিম্বা কমিটির অধীন কোন পদ ধারণ কি কর্তৃ করিতে কিম্বা সেই পদে কি কর্ত্তে থাকিতে পারিবেন না ও সেই অপরাধের প্রমাণ হইলে তাহার ৫০০ টাকা অর্থ দণ্ড হইতে পারিবে ।

বিস্তৃত কথা ।

কিন্তু পাল্লিয়ারমেণ্টের আইন দ্বারা বা রাজকীয় চার্টার দ্বারা কিম্বা প্রকারান্তরে যে কোম্পানি সমাধায়ািত হয়, কিম্বা ইংলণ্ড আয়ারলণ্ড সংযুক্ত রাজ্যের পাল্লিয়ারমেণ্টের কিম্বা ভারতবর্ষের কোন ব্যবস্থাপকগণের দ্বারা জয়েন্টস্টক কোম্পানি রেজিষ্ট্রী করিবার আইন প্রণীত হইয়া তদ্বারা যে কোম্পানি রেজিষ্ট্রী করা যায়, কমিটির সঙ্গে লেই কোম্পানির চুক্তি হইলে কিম্বা কমিটির নিমিত্তে সেই কোম্পানি কর্ত্ত করিলে, ঐ কমিটির অন্তর্গত কোন ব্যক্তি সেই কোম্পানির অংশ হইলেও সেই ব্যক্তি ঐ চুক্তি করিয়া কিম্বা তাহিষের প্রসঙ্গ হইবার সময়ে কিম্বা তৎপূর্বে ঐ কোম্পানিতে আগমনের যত দূর স্বার্থ থাকে, ইহা ব্যক্ত করিলে অথবা কমিটির কর্ত্তকারক কি চাকর হইয়া কমিটির নিকট কর্ম্মকারক কি চাকরের পদে থাকিবার অনুমতি পাইলে ঐ কোম্পানির অংশী হইলেও এই ধারার পূর্ক্কিত কথা তাহার প্রতি বর্ত্তিবে না ।

পণের বর্ণনা প্রস্তুত করিবার কথা ।

১৪১ ধারা । এই আইন কোন জিলায় বা জিলার অংশে প্রচলিত হইলে ঐ জিলার যে যে পথ পোল ও জল প্রণালী ও গমনাগমনের অন্যান্য উপায় আগামী তিন বৎসরের মধ্যে এই আইনের বিধানের অধীনে আনা যাইবে, প্রতিনিধি সভাপতি মনোনীত হইবার পর তিন মাসের মধ্যে তাহার সাধারণ বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করাইবেন ; এবং ঐ বর্ণনাপত্র অর্পণ হইবার পর এক মাসের মধ্যে কবিচী অধিবেশন করিয়া কিম্বা সেই সময় কর্ত্ত স্থগিত রাখিয়া সমবাস্তবের অধিবেশন করিয়া ঐ বর্ণনাপত্র বিবেচনা করণ পূর্ক্ক গ্রাহ্য করিতে পারিবেন অথবা যেরূপ উচিত বোধ করেন, তদ্রূপে তাহা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন । ১০২ ধারার বিধানের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি রাখিয়া ঐ বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করিতে হইবে ।

কমিশ্যনের সাহেবের নিকট বর্ণনাপত্র পাঠাইবার কথা ।

১৪২ ধারা । পূর্ক্ক ধারার বিধানমতে যে বর্ণনাপত্র গ্রাহ্য করা যায় কমিটি তাহা শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের সমীপে প্রেরণ নিমিত্ত কমিশ্যনের সাহেবের নিকট পাইবেন ।

পরিশিষ্ট বর্ণনাপত্রের কথা।

১৪৩ ধারা। ১৮৭৮-৭৯ কোন বৎসর প্রতিনিধি সভাপতি ১৪১ ধারার লিখিত প্রকারের পরিশিষ্ট বর্ণনাপত্র কিম্বা সংশোধিত বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করাইতে পারিবেন। ইহার পূর্বে ছই ধারার বর্ণনাপত্রের যে বিধান হইয়াছে, এই ধারার উল্লিখিত পরিশিষ্ট বা সংশোধিত বর্ণনাপত্রের প্রতি গেই বিধান বর্ত্তিবে।

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের কোন কার্য বর্ণনাপত্র মধ্যে ধরিতে অথবা তাহা হইতে বাদ দিতে পারিবার কথা।

১৪৪ ধারা। ১৪১ বা ১৪৩ ধারার লিখিতমতে যে কোন বর্ণনাপত্র বা পরিশিষ্ট বা সংশোধিত বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করা যায়, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব যে কোন সময়ে কোন পথ বা পোল বা জল প্রণালী বা গমনাগমনের অন্য উপায় সেই বর্ণনাপত্রের মধ্যে ধরিবার কিম্বা তাহাতে যোগ করিবার অথবা তাহা হইতে বাদ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অনুমানপত্র ও বৎসরের নিমিত্ত তাহার হার নিরূপণ ও প্রকাশ করণের কথা।

কমিটির নিকট কালেক্টর সাহেবের বৎসর বৎসর আগামী বৎসরের অনুমানিক আয়ের বর্ণনাপত্র দিবার কথা।

১৪৫ ধারা। পূর্বে পথকরের যে অত্যাচ্ছ হারের বিধান করা গিয়াছে সেই হারানুসারে পথকরের আগামী বৎসরের পথকর দ্বারা কত টাকা উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা, প্রদেশীয় কমিটি যে তারিখ নিরূপণ করেন, কালেক্টর সাহেব সেই তারিখে পৃথক পৃথক দফায় ইহার বর্ণনাপত্র এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব সেই জিলার পক্ষে সেই বৎসরে যত টাকা ও বাজস্বাংপাদক যত বিষয় নিরূপণ করেন, অথবা যাহা প্রকরান্তরে কমিটির হস্তে আইসে তাহার বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করিয়া প্রদেশীক কমিটীকে দিবেন।

বৎসর অনুমানপত্র প্রস্তুত করিবার কথা।

১৪৬ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব যে মাস নিরূপণ করেন, কমিটি সেই মাসে অধিবেশন করিয়া পথকরের আগামী বৎসরে কমিটীর কত টাকা আয় ও ব্যয় হইবার সম্ভাবনা ইহার অনুমানপত্র প্রস্তুত করিবেন।

যাবৎ অনুমানপত্র গ্রাহ্য বা কার্য সম্পাদনের অনুমতি প্রদত্ত না হয়, কার্য

না পালন না করিবার কথা।

১৪৭ ধারা। ঐ অনুমানপত্র মধ্যে কোন কার্য ধরা গেলেও যতকাল তাহার বিস্তারিত বিবরণ ও অনুমানপত্র গ্রাহ্য করা না যায় অথবা পশ্চাৎলিখিত বিধানমতে ভদ্রেশ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রণীত বিধিত্রুমে ঐ কার্য সম্পাদনার

যে কর্তৃপক্ষের অনুমতি আবশ্যক যতকাল সেই কর্তৃপক্ষ প্রকারান্তরে উক্ত কার্য সম্পাদনের অনুমতি না দেন ততকাল কমিটি ঐ কার্য আরম্ভ করিবেন না ।

কমিটির পথকরের হার নিরূপণ করিবার কথা ।

১৪৮ ধারা । পূর্বদ্বারামত আরের অনুমানপত্র করিতে হইলে শ্রীযুত লেপ্টে নেন্ট গবর্নর সাহেব কমিটিব দ্বাৰে যত টাকা ও রাজস্বোৎপাদক যে যে বিষয় অর্পণ করেন অথবা যাহা প্রকারান্তরে তাঁহাদের ব্যবহারে আসিতে পারে এবং পূর্ব বৎসরের প্রদেশীয় পথেব তহবীলের অব্যবহিত যে অংশ অনুমানপত্রঘটিত বৎসরে ব্যয় করিতে পাবা যায় তাহা বিবেচনা করিয়া ঐ বৎসরের অনুমানপত্রমতে অতিরিক্ত যত টাকা আবশ্যক হয় তত টাকা তুলিবার নিমিত্তে এই আইনমতে কি হারে পথকর ধরিতে হইবে, ইহা নিরূপণ করিবেন ।

অনুমানপত্রের পরিসীমার কথা ।

১৪৯ ধারা । ৬ ধারাব উল্লিখিত মতে কর সংক্রান্ত কোন বৎসর কোন জিলায় পথকর অতি উচ্চ যে হারে ধরিবার অনুমতি হইল তদনুসারে অনুমান যত টাকা উৎপন্ন হইয়া সেই বৎসরে কমিটির ব্যয়ার্থে থাকিবে এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ঐ কমিটির নামে যত টাকা নিরূপণ করেন ও রাজস্বোৎপাদক যে যে বিষয় অর্পণ করেন অথবা যাহা প্রকারান্তরে কমিটির ব্যবহারে আসিতে পারে তাহা হইতে বৎসর বৎসর যে টাকা উৎপন্ন হয় ও পূর্ব বৎসরের পথকর তহবীলের খরচ বাদ অনুমান যত টাকা থাকে ১৪৬ ধারামতে প্রস্তত কোন অনুমানপত্রে সেই বৎসরে সর্বশুদ্ধ ইহাব অধিক টাকা খরচ করিবার প্রস্তাব করিতে হইবে না ।

কমিশ্যনর দ্বারা সেই অনুমানপত্র সংশোধন হইবার কথা ।

১৫০ ধারা । ১৪৬ ধারামতে কমিটি যে অনুমানপত্র প্রস্তত করেন কালেক্টর সাহেবেব দ্বারা কমিশ্যনর সাহেবের নিকটে সেই অনুমানপত্র পাঠাইতে হইবে । কমিশ্যনর সাহেব সেই অনুমানপত্র ও কমিটির নিরূপিত হার গ্রাহ্য করিতে পারিবেন ।

কোন কোন ক্ষেত্রে কমিশ্যনর সাহেবের অনুমানপত্র পরিবর্তন করিতে পারিবার কথা ।

১৫১ ধারা । ঐ অনুমানপত্র যে অববেশন কালে গ্রাহ্য করা যায় সেই অববেশন কালে কমিটির যে ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের তিন অংশের দুই অংশের ন্যূন ব্যক্তি ঐ অনুমানপত্র অনুমোদন করিলে কমিশ্যনর সাহেব তাহা অনুমোদন করিবার পূর্বে যেকোন উচিত বোধ করেন সেইকালে তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ বা মোটে যত টাকা খরচ করিবার প্রস্তাব হয় তাহা পরিবর্তিত করিতে পারিবেন কিম্বা ঐ বিশেষ বিশেষ বা মোট টাকার কি পরিবর্তন করিতে হইবে তাহার উপদেশ সহিত ঐ অনুমানপত্র কমিটিকে ফিরাইয়া দিতে পারিবেন ।

কিন্তু ঐ বৎসরের জন্য ১৪৮ ধারায় যে কমিটি যে হার নিরূপণ করেন সেই হারে কর আদায় করা গেলে ঐ বৎসর ব্যাধার্থে কমিটির হাতে যেটি যত টাকা থাকিবার সম্ভাবনা বলিয়া অনুমান হয় সেই টাকা যাচাতে বাড়িয়া যার কমিশ্যনর সাহেব কমিটির সম্মতি না লইয়া ঐ অনুমানপত্রের একটা পরিবর্তন করিবেন না, বা কর্তব্যের নিমিত্ত কমিটির প্রতি আদেশ দিবেন না।

কমিটি উক্তরূপ উপদেশ পাঠিলে তদ্রূপ পরিবর্তন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং অনুমানপত্র পুনর্বার কমিশ্যনর সাহেবের নিকট পাঠাইবেন। তাহা হইলে তিনি উক্ত অনুমানপত্র ও কমিটির নিরূপিত হার অনুমোদন করিবেন।

কমিটির তিন ভাগের অন্তর দুই ভাগ লোকের অনুমানপত্র অনুমোদন করিলে কার্যপ্রণালীর কথা।

১৫২ ধারা। (১)—১৪৮ ধারামতে প্রস্তুত কোন অনুমানপত্র কমিটির যে অধিবেশনে গ্রাহ্য করা যায় সেই অধিবেশনে যত জন মেম্বর উপস্থিত থাকেন তাঁহাদের তিন ভাগের দুই ভাগের অন্তর ব্যক্তিরা ঐ অনুমানপত্র অনুমোদন করিলে কমিশ্যনর সাহেব যদি দেখেন যে ঐ অনুমানপত্রের বিশেষ বিশেষ বা মোট টাকার কোন কোন পরিবর্তন করা বাঞ্ছনীয় তবে তিনি তাহা অনুমোদন করিবার পূর্বে ঐ ঐ পরিবর্তনের কথা জানানাইবার নিমিত্তে কমিটিতে পত্র লিখিতে পারিবেন।

ঐ পত্র পাঠিলে কমিটি ঐ ঐ কথা পুনঃ বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন এবং যব (ক) ঐ মকল বা তদ্ব্যতীত কোন কথা গ্রাহ্য করিয়া তদনুসারে আপনাদের অনুমানপত্র ও আবশ্যক হইলে আগামী বৎসরের কর আদায় কবিবার যে হার নিরূপণ করিবে তাঁহা সংশোধন করিবেন এবং ঐ সংশোধিত অনুমানপত্র ও হার কমিশ্যনর সাহেবের অনুমোদনার্থ পাঠাইবেন, নয়

(খ) আপনাদের মূল অনুমানপত্র বজায় রাখিয়া বজায় রাখিবার হেতুসহ তাহা কমিশ্যনর সাহেবের নিকট পুনর্বার পাঠাইবেন।

(২) উক্তরূপে পুনঃপ্রেরিত অনুমানপত্র প্রাপ্ত হইলে কমিশ্যনর সাহেব কমিটির ধার্যকৃত অনুমানপত্র ও হার অনুমোদন করিতে পারিবেন, কিম্বা ঐ অনুমানপত্র বজায় রাখিবার নিমিত্তে কমিটি যে যে যুক্তি লিপিবদ্ধ করেন সেট সেট যুক্তি সহ ঐ পত্র শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট পাঠাইতে পারিবেন।

কমিশ্যনর সাহেব অনুমানপত্র পাঠাইলে তৎসম্বন্ধে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর

সাহেবের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

১৫৩ ধারা। কমিশ্যনর সাহেব উক্তরূপ কোন অনুমানপত্র ঐরূপে পাঠাইলে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ঐ অনুমানপত্র অনুমোদন করিতে পারিবেন অথবা ঐ অনুমানপত্রের বিশেষ বিশেষ বা মোট টাকার পরিবর্তন সম্বন্ধে প্রেরণ বোধ করেন সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু ঐ বৎসরের জন্য ১৪৮ ধারামতে কমিটী যে হার নিরূপণ করেন সেই হারে কর আদায় করা গেলে ঐ বৎসর বাবার্ষিক কমিটীর হাতে মোট বত টাকা থাকিবার সম্ভাবনা বলিয়া অনুমান হয় সেই টাকা বাহাতে বাড়িয়া যায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব অনুমোদনপত্রের ধরূপ পরিবর্তন করিবেন না বা করিবার নিমিত্ত কমিটীর প্রতি আদেশ দিবেন না । কিন্তু ১৪১ বা ১৪৩ ধারামতে প্রস্তুত বর্ণনাপত্র যে যে কার্য ধরা যায় সেই সেই কার্য যথাবিধি রক্ষা করিবার বিধান নিমিত্ত উক্ত হার তাঁহার সম্মত প্রচুর হইলে এই নিষেধ থাকিবে না ।

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের যদি প্রতীতি জন্মে যে উক্তরূপ নিরূপিত হারে কর লইলে তদুৎপন্ন টাকা উক্ত কার্য সাধনের উপযোগী হইবে না তবে তিনি ৬ ধারার নির্দিষ্ট অভ্যুচ্চ হারের নিয়মাধীনে উক্ত কার্য সাধন নিমিত্ত যে হার উপযুক্ত জ্ঞান করেন সেই হারে ঐ বৎসর উক্ত কর আদায় করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ।

নিরূপিত হার সম্বন্ধে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিবার কথা ।

১৫৪ ধারা । কমিটী যে অনুমানপত্র প্রস্তুত করেন ও যে হার নিরূপণ করেন তাহা ১৫০, ১৫১ বা ১৫২ ধারামতে কমিশ্যনর সাহেব অনুমোদন করিলে তিনি উক্ত নিরূপিত ও অনুমোদিত হার বিষয়ে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট রিপোর্ট পাঠাইবেন । শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অবিলম্বে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করাইবেন ।

ঐ হার গেজেটে প্রকাশ করিবার কথা ।

১৫৫ ধারা । ১৫২ ধারার বিধানমতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট যেকোন অনুমানপত্র পাঠান যায় ও ঐ অনুমানপত্র সম্বন্ধে ১৪৮ ধারামতে কিন্তু ১৫২ ধারার (ক) প্রথমতে কমিটী যে হার নিরূপণ করেন তিনি তাহা ১৫৩ ধারামতে অনুমোদন করিলে, অর্থাৎ শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৫৩ ধারামতে অন্য কোন হারে কর আদায় করিবার আজ্ঞা দিলে, তিনি যে হার চূড়ান্তরূপে ধার্য করেন তাহা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করাইবেন ।

প্রকাশিত হার ঐ বৎসর প্রবল হইবার কথা ।

১৫৬ ধারা । পূর্বে দুই বৎসর কোন ধারার বিধানমতে উক্ত গেজেটে যে হার প্রকাশ করা যায়, তাহা যে বৎসর সম্বন্ধে প্রকাশিত হয়, সেই বৎসর ঐ জিলার উক্ত হারে পথকর আদায় করা যাইবে এবং জিলার কালেক্টর সাহেব ৪০ ধারামতে জিলার সমুদায় স্থানে ঐ হার প্রকাশ করাইবেন ও তাহার নোটিস দেওয়াইবেন ।

অনুমানপত্র সংশোধন করিতে পারিবার কথা ।

১৫৭ ধারা । ১৪৬ ধারামতে প্রস্তুত কোন অনুমানপত্র পূর্বে লিখিত বিধানমতে

অনুমোদিত হইলে তাহা যে কর্তৃপক্ষ প্রথমে অনুমোদন করেন, সেই কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক যে কোন সময়ে ঐ অনুমানপত্র পরিবর্তন বা সংশোধন করা যাইতে পারিবে কিন্তু সংশোধন করিয়া মোট যত বাবের অনুমানপত্র হব, তাহা ঐ বৎসর বাব করা যাইতে পারে বলিয়া মোট যত টাকা ধরা গিয়াছে, তদধিক না হয়।

১০ অধ্যায়।

শাখা কমিটির কথা।

১৫৮ ধারা। এই আইন যে যে জিলায় প্রচলিত করা যায়, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব সেই জিলায় প্রদেশীয় পথের কমিটি ভিন্ন এই আইনের উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য যত শাখা কমিটি থাকা উচিত বোধ করেন, নিযুক্ত করিতে পারিবেন ও সেই কমিটির সভাপতিকে ও প্রতিনিধি সভাপতিকে নিযুক্ত করিবেন এবং শাখা কমিটির প্রতি এই আইনমতে যে ক্ষমতা প্রদান ও যে কাৰ্য্য অর্পণ করা যায়, তাহার উক্ত জিলায় কোন অংশে সেই ক্ষমতামতে সেই কাৰ্য্য নিষ্পাদন করিবেন ইহা নির্ণয় করিবেন।

কিন্তু কোন শাখা কমিটির প্রতিনিধি সভাপতির পদশূন্য হইলে যত বাল শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ঐ শূন্যপদ পূর্ণ না করেন, ঐ শাখা কমিটির সভাপতি কমিশ্যনর সাহেবের অনুমোদনক্রমে ঐ কমিটির কোন মেম্বরকে ততকাল প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

তাঁহাদের প্রতি যে যে ধার। বক্তে তাহার কথা।

১৫৯ ধারা। ১১২ অবধি ১১৭ পর্য্যন্ত ও ১১৯ ধারায় ও ১২২ অবধি ১২৭ পর্য্যন্ত ধারায় ১৩৯ ও ১৪০ ধারায় প্রদেশীয় কমিটি সম্পর্কীয় যে বিধান হইয়াছে, তাহা শাখা কমিটির প্রতি যত দূর খাটিতে পারে খাটিবে।

শাখা কমিটির সভাপতি ও প্রতিনিধি সভাপতিকে অবস্থ করিতে পারিবার কথা।

১৬০ ধারা। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব যখন উচিত বোধ করেন, কোন শাখাকমিটির সভাপতিকে ও প্রতিনিধি সভাপতিকে অবস্থ করিতে পারিবেন।

শাখা কমিটির মেম্বরের প্রদেশীয় কমিটির অতিরিক্ত মেম্বর হইতে পারিবার কথা।

১৬১ ধারা। প্রত্যেক শাখাকমিটি আপনাদের কোন মেম্বরকে প্রদেশীয় পথের কমিটির অতিরিক্ত মেম্বররূপ মনোনীত করিতে পারিবেন। তাহা হইলে ঐ মেম্বর এক বৎসরকাল উক্ত কমিটির মেম্বর থাকিবেন।

শাখা কমিটির বর্ণনাপত্রের কথা।

১৩২ ধারা। নিম্নলিখিত যেস্থানের অন্য বিধান হইয়াছে, সেই স্থল ভিন্ন উক্ত প্রত্যেক শাখাকমিটি প্রদেশীয় কমিটির অধীন থাকিবেন ও যে বর্ণনাপত্র ও প্রসঙ্গপত্র ও অনুমানপত্র উচিত বোধ করেন, তাহা প্রদেশীয় কমিটির নিকট প্রেরণ করিবেন। প্রদেশীয় কমিটি পূর্ববিধানমতে আপনাবের বর্ণনাপত্র ও অনুমানপত্র প্রস্তুত করণ কালে সেই বর্ণনাপত্র ও প্রাসঙ্গিকপত্র ও অনুমানপত্র বিবেচনা করিবেন ও তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

বর্ণনাপত্র শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট পাঠাইবার নিমিত্ত শাখা

কমিটির অনুরোধ করিতে পারিবার কথা।

১৩৩ ধারা। তদ্রূপ কোন বর্ণনাপত্র বা প্রসঙ্গপত্র বা অনুমানপত্র কমিশ্যনর সাহেবের ও শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের বিবেচনার নিমিত্ত কমিশ্যনর সাহেবের নিকট পাঠান যায়, কোন শাখা কমিটি এইরূপ অনুরোধ করিতে পারিবেন।

শাখা কমিটির তহবীলের কথা।

১৩৪ ধারা। উক্ত প্রকারের শাখা কমিটি যে জিলার কোন অংশে নিযুক্ত হন, সেই জিলায় কোন বৎসর পথের তহবীলের যত টাকা আদায় হয় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব সেই বৎসর সেই টাকার যে পরিমাণ উচিত বোধ করেন, সেই শাখা কমিটির প্রতি সেই পরিমাণ নিকপণ করিতে পারিবেন, কিন্তু ঐ জিলার সেই অংশে পথকর দ্বারা অনুমান সত টাকা উৎপন্ন হইবে, তাহার অধিক নিকপণ করিবেন না। অন্যান্য প্রকারে ঐ তহবীলে রক্ষিত আয় হয় তাহার যে অংশ বিহিত বোধ করেন, উক্ত শাখা কমিটির পক্ষে অর্পণ করিতে পারিবেন।

শাখা কমিটির বিশেষ ক্ষমতার কথা।

১৩৫ ধারা। জিলার উক্ত অংশে শাখা কমিটি প্রদেশীয় পথের কমিটির সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব কোন স্থলে এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন; করিলে, প্রদেশীয় পথের কমিটি জিলার সেই অংশে ১৩৩, ১৩৯, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৬ ধারামত ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবেন না; তৎকালে সেই ক্ষমতা শাখাকমিটির প্রতি বর্ত্তিবে এবং উক্ত শাখাকমিটিব আনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রতি ১২০ ধারার ও ২, ৩, ৪ ও ৬ প্রকরণ ছাড়া ১২১ ধারার এবং ১২৮, ১৪২, ১৪৪ ও ১৪৭ ধারার বিধান বর্ত্তিবে। কিন্তু কমিশ্যনর সাহেবের সহিত যে চিঠিপত্র চালাইতে হয়, তাহা জিলার কালেক্টর সাহেবের দ্বারা পাঠাইতে হইবে।

কোন বিশেষ কর্ত্তব্য নিমিত্তে কিম্বা কেবল বিশেষ অভিপ্রায়ে শাখাকমিটি

প্রদেশীয় পথের কমিটির ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন, শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব কোন স্থলে এমত আশঙ্কা করিলে জিলার সেই অংশে কেবল সেই কার্য্যপত্র ও সেই অতিপ্রায় সম্বন্ধে প্রদেশীয় পথের কমিটির ক্ষমতা রহিত হইবে ও শাখাকমিটির প্রতি ঐ ঐ ক্ষমতা বর্ত্তিবে।

অনুমান পত্রের কথা।

১৬৬ ধারা। কোন শাখাকমিটির প্রতি ইহার পূর্বে ধারার বিধান মতে ক্ষমতা প্রদান করা গেলে ১৪৬ ধারায় প্রদেশীয় পথের কমিটির বার্ষিক আয়ের ও ব্যয়ের যে একাত্তরে অনুমানপত্র প্রস্তুত করিবার আদেশ আছে ঐ শাখাকমিটিও সেই প্রকারে অনুমানপত্র প্রস্তুত করিবেন।

অনুমানপত্রের পরিসীমার কথা।

১৬৭ ধারা। উক্ত অনুমানপত্রের প্রতি ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ও ১৫৭ ধারার বিধান যত দূর বর্ত্তিতে পারে বর্ত্তিবে। কিন্তু কোন বৎসর শাখাকমিটির ব্যয়ার্ধে লব্ধ সুদ্ধ যত টাকা নিরূপিত হয় তাঁহাদের সেই বৎসরের ব্যয় সমষ্টি উক্ত টাকার অধিক না হয়।

১১ অধ্যায়ের লিখিত কর্ম্মশাখাকমিটির প্রতি শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের

অর্পণ করিতে পারিবার কথা।

১৬৮ ধারা। জিলার যে অংশের নিমিত্ত কোন শাখাকমিটি নিযুক্ত করা যায়, সেই অংশ সম্বন্ধে প্রদেশীয় পথের কমিটির পরিবর্ত্তে ঐ শাখাকমিটি ১১ অধ্যায়ের লিখিত বা উল্লিখিত কোন কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন, শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব যে কোন সময়ে এষ্ট আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

শাখাকমিটি সংস্থাপন সূচক আজ্ঞা শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের

রহিতকরিতে পারিবার কথা।

১৬৯ ধারা। শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব যে কোন সময়ে কোন শাখাকমিটি সংস্থাপন সূচক আজ্ঞা অথবা শাখাকমিটি প্রতি প্রদেশীয় পথের কমিটির সম্পূর্ণ ক্ষমতা বা বিশেষ কোন ক্ষমতা প্রদানসূচক আজ্ঞা রহিত করিতে পারিবেন।

১১ অধ্যায়।

প্রদেশীয় পথের তহবীলের ব্যয় ও হিসাবের কথা।

প্রদেশীয় পথের তহবীলের বর্ণনাপত্র কালেক্টর সাহেবের বৎসর বৎসর প্রস্তুত করিবার কথা।

১৭০ ধারা। প্রদেশীয় পথের তহবীল কালেক্টর সাহেবের নিকট গচ্ছিত থাকিবে। তিনি তাহার স্বতন্ত্র হিসাব রাখিবেন এবং ঐ হিসাবের বার্ষিক বর্ণনা

পত্র প্রস্তুত করাইবেন। পথকর সংক্রান্ত বৎসরে খাজানা হইতে প্রদেশীয় পথের তহবিলের হিসাবে যত টাকা জমা ও খরচ হয়, সেই পত্রে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা লিখিবেন।

কোন জিলায় শাখাকমিটি নিযুক্ত করা গেলে উক্ত জিলায় কালেক্টর সাহেব সেই প্রকারে ঐ কমিটির ব্যয়ার্ঘ টাকার স্বতন্ত্র হিসাব রাখিবেন।

প্রদেশীয় পথের তহবিল হইতে টাকা দিবার কথা।

১৭১ ধারা। প্রদেশীয় পথের তহবিল হইতে টাকা দিতে হইলে যদি এক শত টাকার কম হয়, তবে প্রতিনিধি সভাপতি চ্যাক স্বাক্ষর করিয়া দিলে কালেক্টর সাহেব ঐ তহবিল হইতে সেই টাকা দিবেন। প্রতিনিধি সভাপতির অনুপস্থানে কিম্বা তিনি কোন কারণে চ্যাক স্বাক্ষর করিয়া দিতে না পারিলে সভাপতি তাঁহার নিমিত্তে চ্যাক স্বাক্ষর করিতে পারিবেন।

একশত টাকার অধিক হইলে সভাপতি ও প্রতিনিধি সভাপতি চ্যাক স্বাক্ষর করিবেন। প্রতিনিধি সভাপতির অনুপস্থানে কিম্বা তিনি কোন কারণে চ্যাক স্বাক্ষর করিয়া দিতে না পারিলে, সভাপতি ছাড়া যে কোন ব্যক্তি কোন পদোপলক্ষে কমিটির মেম্বর হন, তিনি প্রতিনিধি সভাপতির পক্ষে স্বাক্ষর করিবেন।

সভাপতির লিখিত আজ্ঞামত তাঁহার আফিসের ভার যৎকালে যে কার্য্যকারকের প্রতি অর্পিত হয়, এই ধারার “সভাপতি” শব্দে তাঁহাকেও বুঝিবে।

কালেক্টর সাহেবের মাসিক হিসাবের কথা।

১৭২ ধারা। কালেক্টর সাহেব প্রতিমাসে প্রদেশীয় পথের তহবিলে যত টাকা জমা ও খরচ করেন, তাহার পর মাসে যত শীঘ্র পারেন, প্রত্যেক কমিটির প্রতিনিধি সভাপতির নিকটে তাহার হিসাব পাঠাইবেন।

কমিটির হিসাবের কথা।

১৭৩ ধারা। কমিটি এই আইনের বিধান মতে যত টাকা পান ও যত টাকা প্রয়োগ করেন ও সেই টাকা যে২ কর্ষে প্রয়োগ হইল ইহার বিস্তারিত হিসাব নিরমিতকণে রাখিবেন। কমিটির অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি উপযুক্ত কোন সময়ে ঐ হিসাব দেখিতে পাইবেন।

হিসাব পরীক্ষার্থে কমিটির সব কমিটি নিযুক্ত করিবার কথা।

১৭৪ ধারা। প্রত্যেক কমিটি আপনাদের হিসাব পরীক্ষা নিমিত্ত প্রতিনিধি সভাপতি ও অন্যান্য দুইজন মেম্বরকে লইয়া একটি স্থায়ী সব কমিটি নিযুক্ত করিবেন। প্রত্যেক মাসের হিসাব ঐমাস শেষ হইবার পর যতশীঘ্র হইতে পারেন সব কমিটিতে দিতে হইবে। তাহা হইলে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী সাহেব যে

প্রকারের আদেশ করেন সেই প্রকারে উক্ত সব কমিটি ঐ হিসাব পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন এবং ঐ হিসাব গ্রাহ্য করিবেন, নর, প্রয়োজনমতে তাহা সংশোধন করিয়া সংশোধিত ও শুদ্ধ আকারে গ্রাহ্য করিবেন।

সবকমিটির বোচর ও কাগজপত্র চাহিতে পারিবার কথা।

১৭৫ ধারা। এই আইন মত হিসাব পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করিবার অভি-
প্রায়ে ঐ কমিটি আপনাদের প্রয়োজন মত সমুদয় বোচর ও কাগজপত্র চাহিতে
পারিবেন।

ও হিসাবের শুদ্ধতার সার্টিফিকেট দিতে পারিবার কথা।

১৭৬ ধারা। উপরি লিখিত বিধান মতে ঐ সবকমিটি কোন মাসের হিসাব
পরীক্ষা করিয়া গ্রাহ্য করিলে ক্রীযুক্ত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব যে পার্ঠের আদেশ
করেন, সেই পার্ঠে তাহার পরীক্ষার ফলের ও গ্রাহ্য কৃত হিসাবের শুদ্ধতার
সার্টিফিকেট দিবেন।

ক্রীযুক্ত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশমত কার্যকারকের নিকট হিসাব
পাঠাইতে হইবার কথা।

১৭৭ ধারা। প্রত্যেক মাসের হিসাব পরীক্ষিত হইয়া গ্রাহ্য হইলে ও পূর্ব
ধারার বিধানমত তাহার সার্টিফিকেট দেওয়া গেলে ঐ হিসাব ক্রীযুক্ত লেফটেনেন্ট
গবর্নর সাহেব যে কার্যকারকের নিকট পাঠাইবার আদেশ করেন, কমিটি পরবর্ত্তি
মাসের ২৫ তারিখে বা তৎপূর্বে উহা সেই কার্যকারকের নিকট পাঠাইবেন।

প্রতিনিধি সভাপতির আয় ব্যয়ের হিসাব ও রিপোর্ট প্রস্তুত করিবার কথা।

১৭৮ ধারা। করসংক্রান্ত কোন বৎসরে প্রাদেশীয় তহবীলের যত টাকা আয় ও
যত টাকা খরচ হইল, প্রতিনিধি সভাপতি তৎপব বৎসর যত শীঘ্র পারেন,
তাহার বিস্তারিত হিসাব প্রস্তুত করিবেন এবং প্রাদেশীয় পথের কমিটির আজ্ঞাবী
নেই হউক অথবা ১৬৫ ধারামতে প্রাদেশীয় পথের কমিটির সম্পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত
শাখাকমিটি ভিন্ন অন্য কোন শাখাকমিটির আজ্ঞাবীনেই হউক ঐ বৎসর যে কার্য
করা গিয়াছে বা চলিয়াছে, তাহার ও রিপোর্ট দিবেন।

সব কমিটি হিসাব বিষয়ে সার্টিফিকেট দিলে তাহা ক্রীযুক্ত লেফটেনেন্ট গবর্নর
সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবার কথা।

১৭৯ ধারা। প্রতিনিধি সভাপতি উক্তরূপে যে বার্ষিক হিসাব প্রস্তুত করেন,
তাহা হিসাব পরীক্ষক সবকমিটি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া সার্টিফিকেট দিবেন
এবং পূর্বেোক্তমতে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া সার্টিফিকেট দেওয়া গেলে পর ঐ বৎ-
সরের শেষ হইবার সময় অবধি দুই মাস মধ্যে ঐ হিসাব উক্ত বার্ষিক রিপোর্টের

সহিত কমিটির বিশেষ অধিবেশনে দিতে হইবে এবং কমিটি শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের সমীপে প্রেরণ নিমিত্ত কমিশ্যনার সাহেবের নিকট ঐ হিসাবের প্রতিলিপি এবং সেই প্রকারের রিপোর্ট পাঠাইবেন ও তদ্বিষয়ে কমিশ্যনার সাহেবের মন্তব্য কথায় লিপি পাওয়া যায়, তৎসহিত সেই হিসাব ও রিপোর্টের চূড়ক শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করাইবেন ।

শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অনুমোদনক্রমে কমিটির উপবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা ।

১৮০ ধারা । নিম্নলিখিত সমুদয় বা কোন কাষের নিমিত্ত সময়ে সময়ে প্রত্যেক প্রদেশীয় পথের কমিটি এই আইনের বিধানের সহিত অঙ্গত না হয়, এক্ষণ উপবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন ও প্রণীত হইলে তাহা পরিবর্তিত, পরিবর্তিত বা রহিত করিতে পারিবেন, অর্থাৎ ।

(১) কমিটির কর্তৃত্বাধীন যে কোন পথ বা জল প্রণালী বা গমনাগমনের অন্য উপায় থাকে, তাহার বাণিজ্যের বিধান ও যাত্রীদের নিরীক্ষণতাও সুবিধা সম্পাদন নিমিত্ত ।

(২) উক্ত পথ ও জলপ্রণালী গমনাগমনের অন্য উপায় এবং কমিটির দ্বারা বা কর্তৃত্বাধীনে যে সকল রক্ষা রোপণ করা যায়, তাহা রক্ষা করিবার বিধান নিমিত্ত ।

অর্থ দণ্ডের কথা ।

উক্তরূপ কোন উপবিধি লঙ্ঘন নিমিত্ত অর্থদণ্ড করা যাইতে পারিবে । বিষ্ণু কোন অপরাধে ১০ টাকার অধিক অর্থদণ্ড হইবে না এবং ক্রমাগত অপরাধ হইতে থাকিলে যত দিন অপরাধ হইতে থাকে, তাহার দিন প্রতি ২০ টাকার অধিক অর্থদণ্ড হইবে না ।

উপকৃত কোন উপবিধি প্রণয়ন করিতে হইলে অথবা তাহা পরিবর্তিত বা পরিবর্তিত বা রহিত করিতে হইলে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অনুমতির প্রয়োজন হইবে ।

উপবিধি গেজেটে প্রকাশ করিবার কথা ।

উক্ত অনুমতি প্রদত্ত হইলে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব যে প্রকারে আদেশ করেন, সেই প্রকারে ঐ উপবিধি কলিকাতা গেজেটে ও জিলার চলিত ভাষায় প্রকাশ করা যাইবে ।

উক্তরূপে প্রকাশ করা গেলে ঐ উপবিধি আইন তুল্য বৎ হইবে ।

১২ অধ্যায় ।

বিবিধ ।

সেরাজা ও ব্যাঙ্গি বিষয়ে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ দিতে পারিবার কথা ।

১৮১ ধাৰা । শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব সমবে সমবে আজ্ঞা কৰিতে পারিবেন যে, এই আইন মত কৰ্ম্ম সম্পাদন বিষয়ে কালেক্টর সাহেবদের ও প্রদেশীয় পথের কমিটী ও শাখাকমিটীদের কার্যের নিয়মিত তত্ত্ববিধান নিমিত্ত ।

এই আইনমতে যে অনুমানপত্র দেওয়া ও হিসাব রাখা যায়, তাহা নিম্নলিখিতরূপে দেখিয়া মিলাইবার নিমিত্ত ও ঐ হিসাব নিম্নলিখিতরূপে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত,

এবং প্রদেশীয় পথের কমিটির নগদ টাকা সংক্রান্ত কৰ্ম্ম সম্পাদন নিমিত্ত,

যেৰূপ আবশ্যক হয়, রেবিনিউ বোর্ডের ও থেণ্ডর কমিশ্যনর সাহেবদের আফিসে ও তত্ত্ববিধান সম্বন্ধীয় অন্য কোন আফিসে ও হিসাব সংক্রান্ত কোন আফিসে ও কোন ঞাজানাপানার সেইরূপ সেরেস্তা রাখিতে ও সেইরূপ বায় করিতে হইবে ।

এবং সেইরূপ বিশেষ কাৰ্য্যকরক নিযুক্ত করিতেও সেইরূপ বায় করিতে হইবে ।

এইরূপে যে সেরেস্তা রাখা যায়, যে কাৰ্য্যকরকদিগকে নিযুক্ত করা যায়, ও যে বায় করা যায়, তৎসংক্রান্ত খরচ নানা প্রদেশীয় পথের কমিটির স্থানে যেৰূপ হারহারিমতে আদায় করা শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব উচিত বোধ করেন, তাহার বিধান করিয়া বিধি প্রণয়ন কৰিতে পারিবেন । কিন্তু এই ধারামতে কোন বৎসর কোন প্রদেশীয় পথের কমিটির উপর মোট যত টাকা দিবার আদেশ হয়, তাহা কমিটীর ঐ বৎসরের আয়ের শতকরা দুই টাকার অধিক হইবে না ।

—)•(—

৪ খণ্ড ।

১৩ অধ্যায় ।

সাধারণ বিধি ।

শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের পাঠ ও বিধি নিৰ্দ্ধিক্ত করিতে পারিবার কথা ।

১৮২ । নিম্নলিখিত কার্যের নিমিত্ত শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব এই আইনের বিধানের সহিত অঙ্গত না হয় একপা বিধি সময়ে সময়ে প্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং প্রণীত তাহা সময়ে সময়ে পরিবর্তিত পরিবৰ্দ্ধিত বা রহিত কৰিতে পারিবেন ।

(ক) প্রদেশীয় পথের কমিটীর ও শাখাকমিটীর এবং এই আইনমতে নিযুক্ত

সকল ব্যক্তির কর্তব্য সম্পাদনের এবং ঐ ব্যক্তিদের যোগ্যতা নিরূপণ ও নিয়োগ ও মনোনীত করণ ও অবসর করণ বিষয়ের বিধান করিবার নিমিত্ত।

(খ) যে যে কর্তৃপক্ষ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর যে যে কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা ও অধুমতি দিতে পারিবেন তাহা নির্দেশ করিবার নিমিত্ত।

(গ) এই আইনমতে প্রদেশীয় পথের কমিটির যে অধুমানপত্র ও হিসাবপত্র ও বিপোর্ট ও বর্ণনাপত্র রাখিতে বা প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার পাঠ নির্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত।

(ঘ) এই আইনমতে কালেক্টর সাহেবের যে হিসাব রাখিতে হইবে তাহার পাঠ নির্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত।

(ঙ) কোন অধুমানপত্র বা হিসাব পাঠাইবার ও মিলাইয়া দেখিবার ও পূর্বোক্ত রূপ কোন হিসাবে পরীক্ষা করিবার বিধান করিবার নিমিত্ত।

(চ) ৪২ ও ৪৭ ধারামতে করের কিস্তির টাকাদিবার দিন ধাৰ্য্য করিবার নিমিত্ত।

(ছ) ১২৭ ধারার বিধানমতে কোন প্রদেশীয় পথের কমিটির বা শাখাকমিটির কার্যবিবরণের নকল লইতে হইলে যত টাকা ফি দিতে হইবে তাহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত।

(জ) ১৪৬ ধারার লিখিত অধিবেশন যে মাসে হইবে তাহা ধাৰ্য্য করিবার নিমিত্ত।

(ঝ) এবং সাধারণতঃ এই আইনের উদ্দেশ্য সফল করিবার নিমিত্ত।

এই সকল বিধি কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে ও প্রকাশ করা গেলে আইন তুল্য বলবৎ হইবে।

A তফসীল।

১৪ ধারার নির্দিষ্ট রিটার্ন লিখিবার পাঠ।

মহাল হইতে গবর্ণমেন্টের রাজস্ব এত টাকা তালুক প্রভৃতি হইলে বাজানা এত টাকা।

১ম খণ্ড।

জিলা।

মহাল বা তালুক প্রভৃতি যে নামে খ্যাত এবং কালেক্টর সাহেবের সাধারণ রেজিষ্টার বা কালেক্টর সাহেব অন্য কোন রেজিষ্টার রাখিলে তাহাতে ঐ মহাল বা তালুক প্রভৃতির নম্বর।

(২য় খণ্ড)

১৮৮০ সালের ১ আইন।

২৩৯

যে ব্যক্তি রিটার্ন দেন তাঁহার নিজ ভোগদখলের বা
আবাদের ভূমির বর্ণনা।

১	২	৩	৪	৫
পরগণা।	যে গ্রামে ও থানায় ভূমি থাকে তাঁহার নাম।	ভূমির পরিমাণ।	মিউনিসিপাল নগরের সীমার মধ্যে ভূমির একাংশ থাকিলে তাঁহার পরিমাণ বাদে।	অবশিষ্ট ভূমির বার্ষিক মূল্য।

যন্তব্য।—এই খণ্ডে কেবল নিজস্বোক্ত ভূমি ও কৃষিকর্মের অযোগ্য যে ভূমি
পাট্টা বিলি করা যায় নাই তাহা দিতে হইবে।

২য় খণ্ড।

জিলা।

১ম খণ্ডের ন্যায় মহাল বা তালুক প্রভৃতির নাম ও নম্বর।

যে ব্যক্তি রিটার্ন দেন তাঁহাকে কৃষিকারি রায়তদের ভোগকৃত যে
ভূমির খাজানা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেওয়া যায় তাঁহার বর্ণনা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
পরগণা।	যে গ্রামে ও থানায় ভূমি থাকে তাঁহার নাম।	রায়তের নাম ও যে জিলার যে থানায় যে গ্রামে থাকে।	যে পরিমাণ ভূমি বর্ষলে আছে	সালিকানা খাজনা।	মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত ভূ- মির খাজানা বাদে।	অবশিষ্ট যে খাজনার উপর কর খার্য্য হইতে পারে।

৩য় খণ্ড ।

জিলা

১ম খণ্ডের ন্যায় মহালের বা তালুক প্রভৃতির নাম ও নম্বর ।

যে ব্যক্তি রিটার্ন দেন তাঁহাকে যে তালুক প্রভৃতির ও ভোগাধিকা-
রিতা খাজানা দেন তাঁহাদের বর্ণনা ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মহালের বা তালুক প্রভৃতির অধিকাধিক বহীতে যে তালুক- দার প্রভৃতির নাম থাকে ও তাঁহার নিমিত্ত যে ব্যক্তি খাজা- না দিয়া থাকে তাঁহাদের নাম	উক্ত ব্যক্তি যে জিলার যে থা- নার মে গ্রামে বাস করেন ।	তালুক প্রভৃতি যে গ্রামের ও পানার অন্তর্গত তাহার নাম ।	মান কাছারী যে গ্রামের ও পানার অন্তর্গত তাহার নাম ।	পরিমাণ জানা থাকিলে তাহা	তালুকদার প্রভৃতি বৎসর যত খাজানা দিয়া থাকেন ।	মিউনিসিপাল সীমার অন্তর্গত ভূমির খাজানা বাদ ।	অবশিষ্ট যে খাজানার উপর কর ধার্য্য হইতে পারে ।

৪র্থ খণ্ড ।

জিলা

১ম খণ্ডের ন্যায় মহাল তালুক প্রভৃতির নাম ও নম্বর ।

যে ব্যক্তি রিটার্ন দেন তাঁহার মহালের কি তালুক প্রভৃতির অন্তর্গত
যে ভূমি তন্নিম্ন অন্য লোকে ভোগ করে কিন্তু যাহার
খাজানা নাই তাহার বর্ণনা ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যে পরগণার থাকে তাহার নাম ।	যে পানার যে গ্রামে থাকে তাহার নাম ।	ভোগাধিকারি ও স্বামির নাম জানা থাকিলে তাহা ।	যে জিলার যে পানার যে গ্রামে ভোগাধিকারী বাস করেন ।	পরিমাণ জানা থাকিলে তাহা ।	কোন মিউনিসিপালিটির মধ্যে যত ভূমি থাকে তাহা বাদ ।	অবশিষ্ট ভূমির বার্ষিক মূল্য ।

(২য় খণ্ড)

১৮৮০ সালের ৯ আইন।

২৪১

উক্ত রিটর্নে যে বর্ণনা আছে তাহা আমার জ্ঞান ও সম্মান ও বিশ্বাসমতে সত্য
আমি শ্রী অমুক ইচ্ছা স্বাক্ষরত কহিলাম।

স্বাক্ষর।

মন্তব্য।—এই রিটর্নে ভূমির ভোগাদিকারির কিম্বা তৎপক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম-
কারকের স্বাক্ষর করিতে হইবে এবং তাঁহার ঠিকানাও দিতে হইবে।

B তফসীল।

১ নং পাঠ।

রাষ্ট্রপদায়ি মহালের ও খাজানাদায়ি তালুক প্রভৃতির উপর ১৭ ধারামতে যে
নোটিস দেওয়া যায় তাহার পাঠ

অমুক জিলা।

কর বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইনের ১৭ ধারামত নোটিস।

অমুক জিলায় অন্তর্গত অমুক অমুক (এই স্থলে বর্ণনা লিখিতে হইবে) মহালের
কিম্বা তালুক প্রভৃতি ভোগাদিকারিদিগকে ও তাহাতে অন্য যে ব্যক্তিদের স্বার্থ থাকে
তাঁহাদিগকে এই আজ্ঞা করা গেল। সেই মহালে বা তালুক প্রভৃতিতে যত
ভূমি আছে ও তাহার নিমিত্ত যত খাজানা দেওয়া যায় তাঁহারা এতৎ সংযুক্ত
পাঠে ইহার রিটার্ন শিনিয়া উক্ত জিলায় কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে দিবেন।
এই নোটিস পাইবার পর নিম্নলিখিত সময়ের মধ্যে কিম্বা উক্ত সময় অতীত না
হইতে ঐ কালেক্টর সাহেবের স্থানে প্রার্থনা করিয়া অদিক সময় পাইলে সেই
বুদ্ধি সময়ে উক্ত ভোগাদিকারি কিম্বা তাঁহার ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকারকের সেই
রিটর্নে স্বাক্ষর করিয়া দিতে হইবে, না দিলে ঐ সময় কিম্বা বর্জিত সময় গত হইলে
পর যত দিন তাঁহারা রিটার্ন না দেন তত দিন তাঁহাদের দিন প্রতি পঞ্চাশ টাকা
দণ্ড দিতে হইবে। ঐ সময়ের পর সেই রিটার্ন উক্ত প্রকারে যতকাল না দেওয়া
যায় ততকাল তাঁহারা মোকদ্দমা করিয়া উক্ত মহাল (বা তালুক প্রভৃতি) সম্পর্কে
আপনাদের পাওনা খাজানা পাইতে পারিবেন না, এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া
গেল।

যে মহাল বা তালুক প্রভৃতি সম্পর্কে এই নোটিস দেওয়া যায় তাহার বার্ষিক
রাজস্ব বা খাজানা ৫০০ টাকার অধিক না হইলে, এই নোটিস পাইবার তারিখ
অবধি ছয় সপ্তাহ মধ্যে উক্ত ভোগাদিকারি রিটার্ন দিবেন, এই আদেশ হইল।

উহা ৫০০ টাকার অধিক হইলে, তিন মাসের মধ্যে রিটার্ন দিবেন।

যে সময় দেওয়া গেল সেই সময়ের মধ্যে ভোগাধিকারিরা কোন বিশিষ্ট কারণে রিটার্ন দিতে না পারিলে সময় বৃদ্ধি করিয়া লইবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিবেন।

কালেক্টরী কাছারী

(সাক্ষর)

ক, খ,

তাং

বালেক্টরী।

মন্তব্য। A তফসীল লিখিত রিটার্নের ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ খণ্ডের পার্স এই নোটিসের সঙ্গে দিতে হইবে।

B তফসীল।

২ নং পাঠ।

লাঞ্চারাজ মহালের বা নিম্নর তালুক প্রভৃতির উপর ১৭ ধারা মতে যে নোটিস দেওয়া যায় তাহার পাঠ।

অমুক জিলা।

কর বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইনের ১৭ ধারামত নোটিস।

অমুক জিলার অন্তর্গত অমুক (এই স্থলে বর্ণনা লিখিতে হইবে) লাঞ্চারাজ মহালের বা নিম্নর তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারিকে ও তাহাতে অন্য যে ব্যক্তিদের স্বার্থ থাকে তাহাদিগকে এই আজ্ঞা করা গেল। সেই মহালে বা তালুক প্রভৃতিতে যত ভূমি আছে তাহা বা এতৎ সংযুক্ত পাঠে ইহার রিটার্ন লিখিয়া উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে দিবেন। এই নোটিস পাইবার পর নিম্ন লিখিত সময়ের মধ্যে কিম্বা উক্ত সময় অতীত না হইতে ঐ কালেক্টর সাহেবের স্থানে প্রার্থনা করিয়া অধিক সময় পাইলে সেই বর্দ্ধিত সময়ের মধ্যে উক্ত ভোগাধিকারীর কিম্বা তাহার ক্ষমতাশালী কর্মকারকের সেই রিটার্নের স্বাক্ষর করিয়া দিতে হইবে। না দিলে ঐ সময় বা বর্দ্ধিত সময় গত হইলে পর যত দিন তাহার রিটার্ন না দেন তত দিন তাহাদের দিন প্রতি পঞ্চাশ টাকা অর্থ দণ্ড দিতে হইবে।

ঐ সময়ের পর সেই রিটার্ন উক্ত প্রকারে যত কাল না দেওয়া যায় তত কাল উক্ত ভোগাধিকারিরা মোকদ্দমা করিয়া উক্ত মহাল (বা তালুক প্রভৃতি) সম্পর্কে আপনাদের পাওনা খাজানা পাইতে পারিবেন না, এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল।

যে মহাল বা তালুক প্রভৃতি সম্পর্কে এই নোটিস দেওয়া যায়, তাহার বার্ষিক মোট খাজানা ৫০০ টাকার অধিক না হইলে, এই নোটিস পাইবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহ মধ্যে উক্ত ভোগাধিকারিরা রিটার্ন দিবেন, এই আদেশ হইল।

মোট খাজানা ৫০০ টাকার অধিক হইলে, তিন মাস মধ্যে রিটার্ন দিবেন।

যে সময় দেওয়া গেল সেই সময়ের মধ্যে ভোগাধিকারিরা কোন বিশিষ্ট কারণে রিটার্ন দিতে না পারিলে, সময় বৃদ্ধি করিয়া লইবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের নিকট পার্থনা করিবেন।

কালেক্টরী কাছারী।

(স্বাক্ষর)

ক, খ,

তাং

কালেক্টর।

মন্তব্য।—A তপসী'লের শিথিত রিটার্নের ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ খণ্ডের পাঠ এই নোটিসের সঙ্গে দিতে হইবে।

C তফসীল।

৩৩ ধারামত নোটিস লিখিবার কথা।

অমুক জিলা।

কর বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইনের ৩৩ ধারামত নোটিস।

অমুক জিলার অন্তর্গত অমুক সম্পত্তি (বিষয় বা সম্পত্তি যে নামে খ্যাত এইখানে তাহা দিবে) স্বামির বা প্রধান কর্মকারকের বা কার্যাদায়কের বা দখিলকারের প্রতি এই আদেশ হইল। এই রিটার্নের তারিখে সেই সম্পত্তির কত জমী চাষ হইতেছে এতৎসংস্কৃত পাঠে তাহা লিখিয়া অমুক জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে দিতে হইবে। এই নোটিস পাইবার পর দুই মাসের মধ্যে কিম্বা সেই দুই মাসের মধ্যে উক্ত জমী বা প্রধান কর্মকারক বা কার্যাদায়ক বা দখিলকার কালেক্টর সাহেবের স্থানে ঐ দুই মাসের অধিক সময় পাঠগে সেই সময়ে তাঁহার ঐ রিটার্নে স্বাক্ষর করিয়া দিতে হইবে। না দিলে, সেই দুই মাস কিম্বা সেই বর্জিত সময় গত হইলে পর যত দিন ঐ রিটার্ন না দেওয়া যায় তত দিন, দিন প্রতি তাঁহার পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

নোটিস সংস্কৃত রিটার্ন লিখিবার পাঠ এই।

জিলা

পতিত ভূমি বিক্রয় কি পাট্টা বিলি কি দান কি পরিষ্কার করিবার কোন বিধি-মতে কিম্বা নিজ গবর্ণমেন্ট হইতে প্রাপ্ত যে ভূমিতে এই রিটার্ন লেখকদের তত্ত্বাধীনে চা বা কাফীর বা সিক্কোনার চাষ হইয়া থাকে সেই ভূমির বিস্তারিত বর্ণনা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যে জিলায়।	যে পরগণায় ও থানায়।	মহাল, লাট বা দস্ত ভূমি, যে নামে খ্যাত এবং কালেক্টর সাহেবের কোন বৈজ্ঞানিক তালিকা-তে নথি রাখা হইবে।	স্বামির বা কর্মকারকের বা কার্যাদায়কের বা দখিলকারের নাম।	ভূমির সম্পূর্ণ পরিমাণ।	ভূমির যে বা যে যে পরিমাণ চাষ হইতেছে।	৫ বছরে যত ভূমি লেবা আছে, একর প্রতি ১০ টাকা হিসাবে সেই ভূমির মূল্য।
কুমি থাকে।						

উপরি লিখিত রিটার্নে যে বর্ণনা আছে তাহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস-মতে সত্য আমি শ্রী অমুক ইহা ধর্মস্বঃ কহিলাম ।

স্বাক্ষর ।

মন্তব্য ।—এই রিটার্নে স্বামির বা প্রধান কর্ম্মচারকের বা কার্যাবাহকের বা দখিল-কারের স্বাক্ষর করিতে হইবে ।

D তফসীল ।

৫২ ধারামত নোটিসের পাঠ ।

বিনা বাতানার ভোগকৃত ভূমির ভোগাধিকারিদেব প্রতি বর বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইনের ৫২ ধারামত নোটিস ।

বাঁহাদের কোন সম্পর্ক থাক তাঁহাদিগকে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাট-ছে । মহাল ও তালুক প্রভৃতিব মূল্য নিরূপণের ফর্দ হইতে উক্ত অংশে যে ভূমি নির্দিষ্ট হইল, তাহা উক্ত মহালের ও তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারিরা কর বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইনমতে আপনাদের মংশ ও তালুক প্রভৃতির মূল্য নিরূপণের রিটার্ন মধ্যে পরিগ্রহেন, এবং উক্ত অংশে যেকণ প্রদর্শিত হইল ঐ ভূমির মেটরূপ মূল্য নিরূপণ করিয়াছেন ।

এই সকল ওতর্পে যে কোন ভূমি ধরা গিয়াছে তাহার স্বামী ও ভোগাধিকারী এই নোটিস ভারী হইবার তারিখ অবধি এক মাস মধ্যে কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ভূমির যত টাকার মূল্য ধার্য্য হইয়াছে তৎদম্বন্ধে আপত্তি করিতে পারিবেন ।

উক্তরূপ আপত্তি না করা গেলে, যে মহালের বা তালুক প্রভৃতির মধ্যে ঐ ভূমি ধরা গিয়াছে, সেই মহালের বা তালুক প্রভৃতিব ভোগাধিকারিকে উক্ত ভূমির স্বামির ও ভোগাধিকারির বৎসর বৎসর পথকরের ও পূর্তকার্যকরের টাকা দিতে হইবে । এই সকল উক্ত অংশে ঐ ভূমির যে বার্ষিক মূল্য ধরিয়া ঐ টাকার হিসাব করিতে হইবে ।

এই সকল উক্ত অংশের মধ্যে যে কোন ভূমি ধরা গিয়াছে, তাহার কয়ের কোন কিস্তির টাকা দিবার যে দিন শ্রীযুত সেক্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ধার্য্য করেন সেই দিনে বা তৎপূর্বে ঐ কিস্তির টাকা ঐ মহালের বা তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারিকে না দেওয়া গেলে, ঐ মহালের বা তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারী মোকদ্দমার ধরচ সহিত পাওনা টাকার দ্বিগুণ আদায় করিয়া লইতে পারিবেন ।

II তফসীল ।

৭২ ধারামতে যে নোটিস দেওয়া যাইবে তাহা লিখিবার পাঠ ।

অমুক জিলা

কর বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইনের ৭২ ধারামত নোটিস ।

অমুক জিলার অন্তর্গত অমুক সম্পত্তির (নাম দিতে হইবে) স্বামির কি প্রাধান্য কর্মকারকের কি কার্যাব্যাহকের কি দখলকারের প্রতি এই আদেশ হইল । ভূতপূর্ব যে তিন বৎসরের হিসাব প্রস্তুত করা গিয়াছে সেই সেই বৎসরের নিট লাভের গড় ধরিয়া এতৎ সংযুক্ত পাঠে রিটার্ন লিখিয়া অমুক জিলার কালেক্টরী কাছারীতে দিওন । নোটিস পাইবার পর দুই মাস মধ্যে কিম্বা সেই দুই মাসের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের স্থানে অধিক সময় পাইলে সেই সময়ে তিনি নিম্না তীহার ক্ষকতা-প্রাপ্ত কর্মকারক তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া অর্পণ করিবেন ।

কালেক্টরী কাছারী
জিলা

কালেক্টর

তারিখ

এতৎ সংযুক্ত রিটার্নের পাঠ

যিনি রিটার্ন দেন তীহার দখলে বা কর্তৃত্বাধীনে যে ধাতুর ও পাতরের খনি ও রেলওয়ে ও ট্যাক্সে বা অন্য স্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহার বার্ষিক লাভের বিস্তারিত বর্ণনা ।

১	২	৩	৪
যে যে জিলায় ।	যে যে পরগণায় ।	ভৌমিকারির বা কার্যাব্যাহকের নাম ।	ভূতপূর্ব যে তিন বৎসরের হিসাব প্রস্তুত করা গিয়াছে সেই তিন বৎসরের গড় ধরিয়া বার্ষিক নিট লভ্য ।
সম্পত্তি থাকে ।			

উপরি লিখিত রিটার্নে যে বর্ণনা আছে তাহা আমার জ্ঞান ও সন্ধান ও বিশ্বাস-মতে সত্য আমি প্রীতমুখ ইহা গম্ভীরতঃ কহিলাম ।

স্বাক্ষর ।

মন্তব্য।—এই রিটার্নে স্বামির বা প্রাধান্য কর্মকারকের বা কার্যাব্যাহকের বা দখলকারের স্বাক্ষর করিতে হইবে ।

তকসীল ।

৯৯ ধারামত নোটিস লিখিবার এই পাঠ ।

অমুক জিলা । -

কর বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইনের ৯৯ ধারামত নোটিস ।

অমুক (এই স্থানে মহাল, তালুক প্রভৃতি বা ভূমির স্পষ্ট বর্ণনা দিখিতে হইবে)
মহালের বিষয় তালুক প্রভৃতির দখলকারদের ও তালুকদার ও পেটাও প্রজা ও
রাইখতদের প্রতি এই নিষেধ হইল । উক্ত মহালের বা তালুক প্রভৃতির অন্তর্গত
কোন ভূমির নিমিত্ত তাঁহাদের যে খাজানা দেনা আছে বা পরে দেনা হয় তাহা
উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবকে কিম্বা একত্রে নিযুক্ত অমুক (নাম দিতে হইবে)
ব্যক্তিকে দেন ও কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞা না পাইলে অন্য কাহাকে না দেন ।
উক্ত টাকা পাইলে কালেক্টর সাহেব রসীদ দিবেন ; এবং ঐ রসীদ যে ব্যক্তি পান
তাঁহার যে খাজানা দেনা থাকে বা হয় তৎসম্পর্কে উক্ত আইনের বিধানমতে ঐ
রসীদ অমোঘ মুক্তিপত্র হইবে । কালেক্টর সাহেবেব আজ্ঞা না পাইয়া অন্য কোন
ব্যক্তিকে খাজানা দিলে তাহা বার্থ ও অসিদ্ধ হইবে ।

কালেক্টর

সম্পূর্ণ ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট ।

ব্যবস্থাপক কার্যবিভাগ ।

মন্ত্রিপরিষদীভিত্তিক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত নিম্ন
লিখিত আইন উক্ত মান্যবর সাহেব ১৮৮৪ সালের ৪ এপ্রিল তারিখে
অনুমোদন করায়, তাহা ১৮৮৩ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখে
মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের অনুমোদিত হইয়া
সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্বারা প্রচারিত হইল ।

১৮৮৪ সালের ৩ আইন ।

মুনিসিপালিটি বিষয়ক আইন সংশোধন ও সংগ্রহ করণার্থ আইন ।

হেতুবাদ ।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন দেশের মধ্যে মুনিসি-
পালিটি বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করা বিহিত, এই হেতুক নিম্নলিখিত
বিধান করা গেল ।—

—)০(—

উপক্রমণিকা ।

সংক্ষেপ নাম ও আরম্ভ ।

১ ধারা । এই আইন “১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন” নামে
খ্যাত হইতে পারিবে ।

ও ইহা শ্রীযুত গবর্ণর জেনারেল সাহেব দ্বারা অনুমোদিত হইয়া যে তারিখে
কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যায়, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব সেই তারি-
খাবধি তিন মাসের অন্তর্গত কালের মধ্যে যে তারিখ নির্দ্ধার্য করেন তদবধি প্রচ-
লিত হইবে ।

কিন্তু এই আইন শ্রীযুত গবর্ণর জেনারেল সাহেবদ্বারা অনুমোদিত হইবার পর যে
কোন সময়ে এই আইনযতে কোন বিজ্ঞাপন, আজ্ঞা বা বিধি এবং কোন পদে

নিয়োগ কিস্তা মনোনীতকরণ কার্য বরা যাটতে পারিবে, পরন্তু এই আইন প্রচলিত না হইলে ফলবৎ হইবে না ।

যে২ আইন রহিত করা গেল তাহ'র কথা ।

২ ধারা । এই আইনের যত তফসীলে বেং আইনের উল্লেখ হইয়াছে ঐ তফসীলের তৃতীয় ধরে যত দূর নির্দিষ্ট হইল এই আইন প্রচলিত হইবার তারিখাবধি সেই২ আইন তত দূর রহিত হইবে ।

কিন্তু উক্ত কোন আইন দ্বারা যে কোন পদ কি ক্ষমতা কি বিষয় উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে, ঐ২ আইন রহিত হওয়াতে সেই পদ কি ক্ষমতা কি বিষয় পুনশ্চ স্থাপিত হইবে না, এবং এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে যে কোন কার্য করা গিয়াছে কি যে দণ্ডাদি ভোগ হইয়াছে কিম্বা যে স্বত্ব কি অধিকার কি বাধ্যতা কি দায় জন্মিয়াছে তাহার সিদ্ধান্ত কোন ব্যতিক্রম হইবে না ।

আর উক্ত কোন আইনক্রমে যে সকল বিধি ও উপবিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে, ও যে টাক্স ধার্য ও যে মূল্য নিকপা ও যে মাপ ও বিভাগ ও নিয়োগ করা গিয়াছে, ও যে সকল ক্ষমতা প্রদান ও যে সকল জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা গিয়াছে, ও এই আইনে অন্তঃপর যে যে বিষয়ের বিধান হইল সেই২ বিষয় সম্পর্কীয় অন্য যে কোন বিধি এক্ষণে প্রবল আছে, তাহা এই আইনের সঙ্গে যত দূর সম্ভব হয়, তত দূর এই আইনমতেই নির্দিষ্ট হইয়াছে ও করা গিয়াছে ও প্রদান ও প্রকাশ করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

আর ঐ২ আইনের উল্লখ করা গেলে, যত দূর হইতে পারে তত দূর যেন এই আইনের উল্লেখ হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবে ।

আর মোকদ্দমাঘাটত যেসকল কার্য উক্ত কোন আইনমতে আরম্ভ হইয়া এখনও উপস্থিত আছে, তাহা এই আইনমতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে ।

পূর্বেক্ত সকল বিষয়ের উপলক্ষে ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় মিউনিসিপাল আইনমতে মনোনীত বা নিযুক্ত কমিশ্যনবৃন্দের পরিবর্তে এই আইনমত কমিশ্যনর ধরিত লইতে হইবে ।

বর্তমান মিউনিসিপালিটির কথা ।

৩ ধারা । যে২ স্থান ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় মিউনিসিপাল আইনের বিধানমতে মিউনিসিপালিটি হইয়াছে, এবং এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে উক্ত আইনের কার্যচলন হইতে মূল্য হয় নাট, সেই২ স্থান এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি এই আইনের বিধানমতে মিউনিসিপালিটি বলিয়া গণ্য হইবে ।

ভূতপূর্ব কমিশ্যনরদের সকল সম্পত্তি এই আইনমতে কমিশ্যনরদের প্রতি বর্জিত হইবে।

৪ ধারা। বর্জিত ভূমিগণের নির্দিষ্ট কোন আইনমতে কি প্রকারান্তরে প্রাপ্ত যে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ও যে কোন প্রকারের স্বার্থ ১৭৭৬ সালের বঙ্গীয় মিউনিসিপাল আইনমতে ভূতপূর্ব কমিশ্যনরদের প্রতি অর্পিত হইয়াছিল, কি তাঁহাদের নিমিত্ত ন্যাসম্বন্ধপ রীতি গিয়াছিল, তাহা সমস্ত কমিশ্যনরদের ও তাঁহাদের উত্তর-পদধারীদের প্রতি বর্জিত, এবং যে কোন প্রকারের যে সমস্ত স্বত্ব ঐকপ কোন আইনমতে ভূতপূর্ব কমিশ্যনরদের বাবগাবে, ভোগে বা দখলে আসিয়াছিল, তাহা এই আইনের কার্যপক্ষে কমিশ্যনরদের প্রতি বর্জিত।

শ্রীযুত গবর্নর জেনারেল সাহেবের অনুমতি বিনা এই আইন সেনানিবেশ স্থানে প্রচলিত না হইবার কথা।

৫ ধারা। ৩ ধারায় ভাষিত কথার থাকিলেও মন্ত্রদপ্তরভিত্তিক শ্রীযুত গবর্নর জেনারেল সাহেবের অনুমতি পূর্বে লওয়া না হইলে এই আইন কোন সেনানিবেশ স্থানে প্রচলিত হইবে না, ও স্থানীয় গবর্নমেন্ট সেই অনুমতি না পাঠিলে কোন সেনানিবেশ স্থান এই আইন কি তাহার কোন অংশ প্রচলিত করিবে না।

অর্থনির্বাক কথা।

৬ ধারা। এত আইনে বিষয় বিবেচনায় কি পুরাতন কথা দ্বারা বিপরীত ভাব বোধ না হইলে,

“গাড়ী।”

(১) “গাড়ী” শব্দে মানুষের সাইবার জন্য বা জন্ত ও সচরাচর জন্ত দ্বারা আকৃষ্ট ইস্প্রিং যুক্ত চাকাওয়ালা যান বুঝাইবে।

গরুর গাড়ী।

(২) “গরুর গাড়ী” শব্দে গাড়ী কি ছাকড়া গাড়ী কি ইস্প্রিংযুক্ত কি তাহা ছাড়া চাকাওয়ালা যে যান সচরাচর জন্ত দ্বারা টানা গিয়া থাকে ও পূর্বেকৃত “গাড়ী” শব্দের অর্থের মধ্যে না আইসে সেই যান বুঝাইবে।

যোতা।

(৩) একই স্বত্ব বা চুক্তিক্রমে যে ভূমি ভোগ করা হয়, এবং যাহা একই প্রান্ত্র সীমার অন্তর্গত, “যোতা” শব্দে সেট ভূমি বুঝাইবে।

তিস্তা জুট বা তদনিক পাশাপাশি যোতা একটি বাসগৃহের, কাবখানার, গুদামের, ক্রীড়া কারবার বা কর্ম স্থানের বাটীর অংশস্বরূপ হইলে, ৮৫ ধারার (ক) প্রকরণের লিখিত কার্য ভিন্ন এই আইনমত কার্যপক্ষে একটি যোতা বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।—রাস্তা বা যাতায়াতের অন্য কোনরূপ বস্ত্ত বর্ত্তক যোতাগুলি পৃথক

করা গেলেও, এই উপবিধানের অর্থমতে ঐ২ যোত পাশাপাশি যোত বলিয়া জ্ঞান হইবে।

ঘর।

(৪) “ঘর” শব্দে কোন চালা ঘর ও দোকান ও গুদাম ও স্কোটাও গণ্য।

স্বাবর সম্পত্তি ও ভূমি।

(৫) “স্বাবর সম্পত্তি” ও “ভূমি” শব্দে ভূমি ও ভূমি হইতে উৎপন্ন লাভ, ও ঘর, ও মৃত্তিকায় যে যে বস্তু সংলগ্ন থাকে ও মৃত্তিকার সংলগ্ন বস্তুতে বাহা চিরবন্ধ থাকে তাহা বুঝাইবে।

অস্বাবর সম্পত্তি।

(৬) “অস্বাবর সম্পত্তি” শব্দে স্বাবর সম্পত্তি ভিন্ন অন্য জব্বা বুঝাইবে।

জিলার মাজিষ্ট্রেট।

(৭) জিলার মধ্যে যে প্রধান মাজিষ্ট্রেট থাকেন, “জিলার মাজিষ্ট্রেট” শব্দে, তাঁহাকে বুঝাইবে।

মাজিষ্ট্রেট

(৮) “মাজিষ্ট্রেট” শব্দে জিলার মাজিষ্ট্রেট এবং জিলার যে খণ্ডে মিউনিসিপালিটি সংস্থাপিত হয় সেই খণ্ডের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট, এবং জিলার মাজিষ্ট্রেটের অধীন যে মাজিষ্ট্রেটের প্রতি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই আইনমত কর্তব্য কর্ম অর্পণ করিয়া থাকেন তিনিও গণ্য।

মিউনিসিপালিটি।

(৯) এই আইন বা ইহার কোন অংশ যে কোন স্থানে প্রচলিত থাকে, “মিউনিসিপালিটি” শব্দে সেই স্থান বুঝাইবে।

দুর্গন্ধ জব্বা।

(১০) “দুর্গন্ধ জব্বা” এই শব্দে “মল” শব্দে যাঙ্গা বুঝায় না এরূপ ময়লা, গোবর, পচা ও পচন্ত জব্বা ও গনিজ বুঝাইবে।

স্বামী।

(১১) “স্বামী” শব্দে (ক) যে ভূমির সম্বন্ধে স্বামী শব্দ প্রয়োগ হয় দখীলকা-বের অর্থাৎ প্রজার স্থানে কিস্বা অন্য প্রকারে যৎকালে যে ব্যক্তির সেই ভূমির বাজানা পাইবার অধিকার থাকে তিনি গণ্য।

(খ) ঐ ব্যক্তির কার্ধ্যাধ্যক্ষও গণ্য।

(গ) উক্ত ব্যক্তির এজেন্ট অর্থাৎ কর্মকারকও গণ্য।

(ঘ) উক্ত ব্যক্তির স্ট্রটী অর্থাৎ ন্যাসধারীও গণ্য।

কিন্তু এই আইনে যামির প্রতি কোন কার্য করিবার আজ্ঞা হইলে, যদি সেই কার্যার্থক কি এজেন্ট কি ট্রুটীর কাছে সেই কার্য করিবার উপযুক্ত ধন না থাকে, তবে কার্যার্থক কি এজেন্ট কি ট্রুটীরূপ তিনি ঐ কার্য করিতে দায়ী হইবেন না, ও সেই কার্য না করা প্রযুক্ত তাঁহার কোন অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইবে না।

পরিচ্ছেদ।

(১২) “পরিচ্ছেদ” শব্দে এই আইনের পরিচ্ছেদ বুঝাইবে।

পথ।

(১৩) “পথ” শব্দে কোন পথ কি রাস্তা কি চকর কি প্রাঙ্গণ কি গলি পথ, কিন্না দুই দিকে খোলা থাকুক বা না থাকুক দাখা দিয়া সাধারণের যাতায়াতের অধিকার থাকে এমন পথ বুঝাইবে।

জঞ্জাল।

(১৪) “জঞ্জাল” শব্দে ভাঙ্গা ইট, চূণ সুরকী, ভাঙ্গা কাচ, ও রক্তনাগারের ও অন্তর্ভবনের ওঁচলা কি অন্য কোন প্রকারের যে ওঁচলা “ভূর্গক জবা” শব্দে মধ্যে ধরা যায় নাই তাহা বুঝাইবে।

তফসীল।

(১৫) “তফসীল” শব্দে এই আইনের তফসীল বুঝাইবে।

ধারা।

(১৬) “ধারা” শব্দে এই আইনের ধারা বুঝাইবে।

মল।

(১৭) “মল” শব্দে বিষ্ঠা এবং পারখানা, নদীয়া ও গর্শিকুণ্ডের অন্য জ্রা বুঝাইবে।

কমিশ্যনর।

(১৮) এই আইনমত কোন মিউনিসিপালিটির কাজ কর্তৃক চালাইবার নিমিত্ত দ্বাছারা যৎকালে নিযুক্ত কি মনোনীত হন, “কমিশ্যনর” শব্দে সেই ব্যক্তিদিগকে বুঝাইবে।

বৎসর।

(১৯) এপ্রিল মাসের প্রথম তারিখাবধি, কিন্না স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ইছার পরে কলিকাতা গেজেটে জ্ঞাপনপত্র দ্বারা কোন মিউনিসিপালিটির অন্য অন্য যে দিন নিজার্থ্য করেন সেই দিনাবধি যে বৎসরের আরম্ভ হয়, “বৎসর” শব্দে সেই বৎসর বুঝাইবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মিউনিসিপালিটি সংস্থাপনের কথা।

বর্তমান কমিশ্যনরগণ এবং বর্তমান রেট ও টাক্স কিয়ৎকালের নিমিত্তে থাকিবার কথা।

৭ ধারা। ও দাবাব বিধানানুসারে যে স্থান এই আইনমত মুনিসিপালিটি হয়, ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় মুনিসিপল আইনমত যিনি সেই স্থানের কমিশ্যনর নিযুক্ত কি মনোনীত হইয়া এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে তদ্রূপ কমিশ্যনরের পদে থাকেন, তাঁহাকে এই মুনিসিপালিটির নিয়মমতে নিযুক্ত কমিশ্যনর বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। এই আইনের বিধানমতে এই মিউনিসিপালিটির নিমিত্ত যে সকল কমিশ্যনর মনোনীত বা নিযুক্ত করিতে হইবে, যত দিন তাঁহাদের মনোনীত বা নিযুক্ত করণ কণব্য না হয়, তত দিন ঐরূপ জ্ঞান করিতে হইবে। আর পূর্ণীকৃত যে স্থানে মুনিসিপল কমিশ্যনরেরা এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে যোতের বার্ষিক মূল্যের উপর রেট বা বাকিদের তাঁহা টাক্স হিস্বা গাড়া ও বোড়া প্রভৃতির উপর টাক্স, বিস্মা গরুর গাড়ি বেজিষ্টরী করিবার ফী, কিস্মা রাস্তাব কি খোয়াব উপর মাফুল কিস্মা ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনমত ফী আদায় কবিতা থাকেন, সেই স্থানে এই আইনের বিধানক্রমে উক্ত রেট কি টাক্স কি ফী কি মাফুল নিয়মমতে ধার্য হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে, ও কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া স্থানীয় গবর্নমেন্টের অনুমতিক্রমে যত দিন প্রণীত হইবে আত্ম না করেন, তত দিন সেই রেট কি টাক্স কি ফী কি মাফুল বদলতার আদায় হইত থাকিবে।

আইনের ব্যাপকতা বিস্তৃত করিতে স্থানীয় গবর্নমেন্টের ক্ষমতার কথা।

৮ ধারা। এই আইনের মাধ্যম ভাবান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, স্থানীয় গবর্নমেন্ট কলিকাতা গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ কবিতা মোকদ্দমার আদৌ বিচার করণ পক্ষে বঙ্গদেশস্থ কোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাটকোর্টের সাধারণ ক্ষমতা যে সীমার মাধ্যম ব্যাপ্ত হয়, সেই সীমার বহির্ভূত কোন নগরে কি গ্রামে ৩৫৪ ধারার বিধানমতে এই জ্ঞাপনপত্রের নির্দিষ্ট তারিখাবধি এই আইন প্রচলিত করিতে পারিবেন, এবং এই আইনে ভাবান্তরের বিধান না থাকিলে, এই আইন সেই নির্দিষ্ট তারিখাবধি সেই নগর কি গ্রামে প্রচলিত হইবে, ও উক্ত জ্ঞাপনপত্রের নির্দিষ্ট সীমার অন্তর্গত উক্ত নগর কি গ্রাম এই আইনের কার্যপক্ষে মুনিসিপালিটি হইল বলিয়া জ্ঞান হইবে।

কিন্তু পূর্ণীকৃত কোন জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিবার পূর্বে স্থানীয় গবর্নমেন্ট নাল্-কলে ছয় সপ্তাহ থাকিতে ঐ নগরে কি গ্রামে এই মর্শ্বের নোটিশ প্রচার করাষ্টবেন

যে, উক্ত নগর কি গ্রাম মিউনিসিপালিটি বলিয়া প্রকাশ না করিবার কোন বিশিষ্ট কথিণ এক মাসের মধ্যে জ্ঞাত না করা গেলে, উক্ত গবর্ণমেন্ট সেই গ্রাম কি নগর মিউনিসিপালিটি বলিয়া প্রকাশ করিতে কল্পনা করিয়াছেন।

ঐ প্রস্তাবিত কার্যের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি করা গেলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ঐ নগর কি গ্রাম এষ্ট আইনমত মিউনিসিপালিটি বলিয়া প্রকাশ করিবার জ্ঞাপনপত্র প্রচাৰ করাষ্টবার পূর্বে, সেই আপত্তি উপযুক্তমতে বিবেচনা করিবেন।

কোন নগর বা গ্রাম মিউনিসিপালিটি হইবে বলিয়া যে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা যায়, সেই জ্ঞাপনপত্রে ঐ মিউনিসিপালিটির নাম এই আইনের ১ম কি ২য় তফসীলে লিখিতে হইবে কি তটবে না এবং ১৩ ধারাবি বিধানের নিয়মাদীনে ঐ মিউনিসিপালিটির কমিসনরদের সংখ্যা কত হইবে, এই এষ্ট কথা বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিতে তটবে।

সীমা পরিবর্তন করিবার ও আইনের কার্যচলন হইতে মুক্ত করিবার কথা।

৯ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সভাগত কমিসনরদের অনুরোধক্রমে সেই প্রকারের জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ কথিণ যে কোন সময়ে কোন মিউনিসিপালিটির সীমা পরিবর্তন করিতে কিস্তি কোন মিউনিসিপালিটি বিভক্ত করিয়া দুই কি ত্তা তদধিক মিউনিসিপালিটি করিতে কিস্তি কোন নগর কি গ্রাম কি ভূমি এষ্ট আইনের কার্যচলন হইতে মুক্ত করিতে বা উক্তকণ কোন মিউনিসিপালিটির কমিশ্যনরদের সংখ্যা পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

মিউনিসিপালিটি যে যে নিয়মমতে স্থাপিত হইতে পারে তাহার কথা।

১০ ধারা। কোন নগরের কি গ্রামের বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদের চারি আংশের তিন অংশ লোক প্রায় কৃষিকার্য্য চারা অন্য কার্য্য করিয়া থাকেন ও সেই নগর কি গ্রাম বাসী লোকদের সংখ্যা তিন সহস্রের কম নয়, ও সেই নগরের কি গ্রামের আবতনের প্রত্যেক বর্গমাইলের মধ্যে গড়ে এক সহস্র লোক বাস করেন না, স্থানীয় গবর্ণমেন্টের এইরূপ সিদ্ধান্ত না জন্মিলে সেই নগরে কি গ্রামে এষ্ট আইন প্রচলিত করা যাইবে না।

স্থানীয় গবর্ণমেন্টের মিউনিসিপালিটিতে স্থান সংযোগ করিব ব ক্ষমতার কথা।

১১ ধারা। কোন স্থান বাসী বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদের চারি আংশের তিন অংশ লোক প্রায় কৃষিকার্য্য চাড়া অন্য কার্য্য করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ কলিকাতা গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া, সেই স্থান মিউনিসিপালিটি তটবার জন্য পৃথক্ক কোন নগরের কি গ্রামের সঙ্গে সমাহারবদ্ধ হইবে বলিয়া নির্দেশ করিতে পারিবেন।

কিছু উক্ত কোন স্থানের কোন অংশ ঐ নগরের কি গ্রামের অন্তর্গত কোন অংশ হইতে এক মাইলের মধ্যে না থাকিলে, সেই স্থান ঐরূপে সমাহারবদ্ধ হইতে পারিবে না ।

তজ্রপে যে স্থান সমাহারবদ্ধ হইবে, উক্ত প্রত্যেক নির্দেশপত্রে সেই সেই স্থানের সীমা নির্দেশ করা যাইবে ।

পূর্বেক কোন স্থান যে নগরের কি গ্রামের সহিত সমাহারবদ্ধ হয়, এবং উক্ত নগরের কি গ্রামের সহিত যে সকল স্থান সমাহার বদ্ধ বলিয়া তজ্রপে প্রকাশ করা যায়, টাক্স ধার্য্যকরণপলক্ষে ও অন্য সকল কার্য্যপক্ষে তাহা একই মিউনিসিপালিটির অংশ বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

মিউনিসিপালিটি ও সমাহারবদ্ধ স্থানের ব্যবধান যে ভূমি থাকে মিউনিসিপালিটির

মধ্যে তাহাও ধরিবার কথা ।

১২ ধারা । স্থানীয় গবর্ণমেন্ট একই মিউনিসিপালিটি করিবার জন্যে পূর্বেক কোন নগরের কি গ্রামেব সঙ্গে পূর্বেক কোন এক কি কয়েক স্থান সমাহারবদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিলে, ঐ নগরের কি গ্রামের ও তৎসঙ্গে সমাহারবদ্ধ স্থানের ব্যবধানে যে ভূমি থাকে এবং ঐ নগরের কি গ্রামের সহিত ঐক্য অন্য যে স্থান সমাহার বদ্ধ হয় তাহার ও উক্ত কোন স্থানের ব্যবধানে যে ভূমি থাকে, পূর্বে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও সেই ভূমি টাক্স ধার্য্য করণ ভিন্ন অন্য সকল কার্য্যপক্ষে ঐ মিউনিসিপালিটির একাংশ বলিয়া জ্ঞান হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ইহাও নির্দেশ করিতে পারিবে না ।

আর এই ও পূর্ক ধারাক্রমে সম্পূর্ণ যে মিউনিসিপালিটি করা যায়, ঐ নির্দেশপত্রে তাহার বাহিরের সীমা নিকষিত থাকিবে ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

মিউনিসিপালিটির কতৃপক্ষের কথা ।

মিউনিসিপালিটির সংগঠনের কথা ।

কমিশ্যনারদের সংখ্যার কথা ।

১৩ ধারা । এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে যে কোন মিউনিসিপালিটি স্থাপিত হইয়াছে তাহার কমিশ্যনারদের সংখ্যা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আপনপুত্রের নির্দিষ্ট সংখ্যা তটবে । এই আইন প্রচলিত হইবার অব্যবহিত পরে ঐ আপনপুত্র দিতে হইবে, ও তাণ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে । অথবা পরে ৯ ধারামতে আপনপুত্র প্রকাশ করিয়া ঐ সংখ্যা নির্দেশ করা যাইবে ।

এই আইনের ৮ ধারার বিধানমতে স্থাপিত প্রত্যেক মিউনিসিপালিটির কমিশ্যনরদের সংখ্যা ঐ মিউনিসিপালিটি স্থাপনের জ্ঞাপনপত্রের নির্দিষ্ট অথবা ৯ ধারামতে পরে কোন জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা গলে, সেই জ্ঞাপনপত্রের নির্দিষ্ট সংখ্যা হইবে।

কিন্তু কোন স্থলে মিউনিসিপালিটির কমিশ্যনরদের সংখ্যা ত্রিশ জনের অধিক বা নয় জনের কম হইবে না।

আর কোন কর্ম করিবার সময় কমিশ্যনরদের সংখ্যা উক্ত জ্ঞাপনপত্রের নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না বলিয়া কেবল এই কারণে কমিশ্যনরদের বা তাহাদের কোন কর্মচারীদের কোন কর্ম অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

কমিশ্যনরদের সমিতি সংগঠনের কথা।

১৪ ধারা। উক্ত জ্ঞাপনপত্রে প্রত্যেক মিউনিসিপালিটির কমিশ্যনরদের যেসংখ্যা নির্ধারিত হয়, তাহার তিন ভাগের দুই ভাগ উক্ত মিউনিসিপালিটির সীমান্তগত স্থানবাসী একুশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদের দ্বারা পঞ্চাংশলিখিত বিধানমতে মনোনীত হইবে।

পূর্বেলিখিত মনোনীত করনের ফল স্থানীয় গবর্ণমেন্টে জ্ঞাত করিবার অব্যবহিত পরে উক্ত কমিশ্যনরদের অবশিষ্ট তিন ভাগের এক ভাগ স্থানীয় গবর্ণমেন্ট নিযুক্ত করিবেন, এবং যে তারিখে ঐ মনোনীত করণ হয়, সেই তারিখে এইরূপ নিয়োগ করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

কিন্তু এই পরিচ্ছেদের বিধান মতে মোট যত জন কমিশ্যনর মনোনীত ও নিযুক্ত হন, মিউনিসিপাল কমিশ্যনরদের পক্ষে নিযুক্ত গবর্ণমেন্টের অধীনে বেতনযুক্ত পদধারী ব্যক্তিগণ তাহাদের চারিভাগের এক ভাগের অধিক হইবে না।

আর যেহেতু কমিশ্যনরদের পূর্বসংখ্যা তিন বা চারি দ্বিবা ঠিকত ভাগ করা যায় না, উক্ত পূর্বসংখ্যার মূল যে সংখ্যা তিন বা চারি দ্বিবা ঠিকত ভাগ করা যায় সেই সংখ্যাকে বিভাজ্য করিয়া তিন ভাগের বা চারিভাগের একভাগ নির্ণীত হইবে।

মনোনীত করণের বিধি নির্দেশ করিবার কথা।

১৫ ধারা। কমিশ্যনরদের পূর্বেলিখিত মনোনীত করণ কার্যোপলক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রত্যেক মিউনিসিপালিটির বিষয়ে মিউনিসিপালিটি পক্ষোক্তে বিভাগ করা আবশ্যক হইলে সেই বিভাগ সম্বন্ধে, ও তদ্রূপ প্রত্যেক পক্ষীতে যত জন কমিশ্যনর মনোনীত করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে ও কোনব্যক্তি ঐরূপে মনোনীত হইবার প্রার্থী হইলে তদনুকূলে যে ব্যক্তি মত দিতে পারিবেন তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধেও মনোনীত করণের প্রণালী সম্বন্ধে যেরূপ উচিত বোধ করেন, এই আইনের বিধানের সহিত অসঙ্গত না হয়, এরূপ বিধি নির্দেশ করিবেন। আর স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করেন, তাহা যে কোন সময়ে রহিত করিতে পারিবেন।

কিন্তু যে প্রত্যেক পুরুষ, ঐকুণ মনোনীত করণের সময় কোন মিউনিসিপালিটি নীমার মধ্যে বাস করেন ও উক্ত মনোনীত করণের অব্যবহিত পূর্কবর্তী অনানু বাস মাস বাস করিয়াছেন এবং

(১) ঐ মনোনীত করণের অব্যবহিত পূর্কবর্তীসরে এই আইন মতে নির্দী-
রিত কোন রেট উপলক্ষে মোটে অনান তিন টাকা দিয়াছেন, কিন্তু

(২) যে একমালী অবিক্ত হিন্দু পরিবারের কোন ব্যক্তি ঐ মনোনীত করণের
অব্যবহিত পূর্কবর্তীসরে এই আইনমতে নির্দীরিত কোন রেট উপলক্ষে অনান তিন
টাকা দিয়াছেন, সেই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাদি বা
লাইসেন্স, কিসা ও কালতী বা মোজারী মাটিফিকেট প্রাপ্ত হন, কিসা অনান পঞ্চাশ
টাকা মাসিক বেতনের কোন পদে বা কন্মে থাকেন,

তিনি উক্ত মিউনিসিপালিটির কমিশনরদের মনোনীত করণ সময়ে মত জানা-
ইতে পারিবেন ।

যে কোন ব্যক্তি কোন মিউনিসিপালিটির কমিশনরদের মনোনীত করণ সময়ে
মত জানাইতে স্তবদাননা হন, তিনি উক্ত মিউনিসিপালিটির কমিশনররূপ মনো-
নীত হইবার যোগ্য বলিয়া গণ্য হইবেন না ।

কমিশনরদিগকে প্রথম মনোনীত করিবার কথা ।

১৬ ধারা । এই আইন প্রচলিত হইবার পর স্থানীয় গবর্নমেন্টের ছয় মাসের
অনধিক কালের মধ্যে যে সময়ের আদেশ করেন, সেই সময়ে এই আইনমতে
কমিশনরদের প্রথম মনোনীত করণ হইতে পারিবে ।

মনোনীত করিতে ত্রুটি হইলে, গবর্নমেন্ট কর্তৃক কমিশনরগণ নিযুক্ত হইবার কথা ।

যে সকল ব্যক্তি কোন মিউনিসিপালিটির কমিশনর মনোনীত করিবার অধি-
কারী, তাঁহারা উক্ত মিউনিসিপালিটির জন্য যত জন কমিশনর মনোনীত হইবার
আদেশ থাকে, এই আইন মতে প্রথমবার মনোনীত করিবার নিমিত্ত নিরূপিত সময়ের
মধ্যে অথবা পরবর্তী মনোনীত করণ হইলে পূর্ক ধারাব লিখিত বিবিধ নির্দিষ্ট সময়ের
মধ্যে তত জনকে মনোনীত না করিলে স্থানীয় গবর্নমেন্ট পূর্কোক্তরূপে নিরূপিত
সংখ্যা পূর্ণ করণার্থ এক বা অধিকজন কমিশনর নিযুক্ত করিবেন পারিবেন ।

মনোনীত করণ প্রণালী হইতে কোন মিউনিসিপালিটির বর্জিত হইবার কথা ।

১৭ ধারা । এই আইনের প্রথম তফসীলের উল্লিখিত প্রত্যেক মিউনি সিপা-
লিটি পূর্ক তিন ধারার কার্য চলন হইতে বর্জিত হইবে, এবং কোন মিউনিসি-
পালিটি ঐরূপে বর্জিত হইলে তৎকাল সময়ের কমিশনর ১৬ ধারার তৃতীয় প্রকরণের
উপবিধানের নিয়মাবলি স্থানীয় গবর্নমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন ।

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে কোন সময়ে উক্ত তফসীল হইতে কোন মিউনিপালিটির নাম উঠাইয়া দিতে পারিবেন।

কমিশ্যনরের পদ ত্যাগ করিবার কথা।

১৮ ধারা। এই আইনমতে যে কমিশ্যনর নিযুক্ত কি মনোনীত হন তিনি ঐ কর্ম ত্যাগ করিতে চাহিলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে সময়ে তাঁহার ঐ কর্ম ত্যাগ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

কমিশ্যনরকে অবলম্বন করিবার কথা।

১৯ ধারা। কোন কমিশ্যনর এই আইনমতে নিযুক্ত কি মনোনীত হইয়া আপন কর্তব্য কর্ম নিষ্পাদন করণে অসদাচরণ কিম্বা লজ্জাজনক কোন আচরণের অপরাধী হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট উচিত গোপন করিলে সভাগত কমিশ্যনরদের অধু-
রোধ ক্রমে তাঁহাকে ঐ পদ হইতে অবসৃত করিতে পারিবেন।

কমিশ্যনর সভায় আসিতে ত্রুটি করিলে কিম্বা যে অপরাধে হাজির জামিন লওয়া যায় না তাঁহার একপ অপরাধ নির্ণয় হইলে কমিশ্যনরী পদে না থাকিবার কথা।

২০ ধারা। কোন কমিশ্যনর সভাগত কমিশ্যনরদের স্থানে অমুমতি না লইয়া ক্রমাগত ছয়বার কমিশ্যনরদের সভায় উপস্থিত না হইলে এবং যে অপরাধে হাজির জামিন লওয়া যায় না, কোন কমিশ্যনরের একপ কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে কিম্বা কোন উপযুক্ত আধাগত তাহাকে যোত্রহীন বলিয়া নির্দেশ করিলে তিনি কমিশ্যনরের পদে আর থাকিতে পারিবেন না।

কমিশ্যনরেরা যত দিন পদে থাকিবেন তাহার কথা।

২১ ধারা। প্রত্যেক জন কমিশ্যনর যে তারিখে কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত বা মনোনীত হন, সেই তারিখ অবধি চিন বৎসরের অবসানে তাঁহার পদ শূন্য হইবে।

কমিশ্যনরকে যে ক্ষেত্রে পুনরায় নিযুক্ত কি মনোনীত করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।

২২ ধারা। কোন ব্যক্তি ১৮ ধারা মতে কমিশ্যনরের পদ ত্যাগ করিলে কিম্বা সভায় উপস্থিত না হওয়া প্রযুক্ত কিম্বা যোত্রহীন হওয়া প্রযুক্ত ২০ ধারার বিধানমতে কমিশ্যনরের পদে থাকিতে না পারিলে তিনি যে কোন সময়ে কমিশ্যনর স্বরূপ পুনরায় নিযুক্ত বা মনোনীত হইতে পারিবেন। কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ১৯ ধারা মতে যাহাকে পদ হইতে অবসৃত করেন কিম্বা যে অপরাধে হাজির জামিন লওয়া যায় না সেই অপরাধ নির্ণয় হওয়া প্রযুক্ত যে ব্যক্তি কমিশ্যনরের পদে আর থাকিতে পারিলেন না, স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অমুমতি না হইলে তাঁহাকে কমিশ্যনরের পদে মনোনীত বা পুনরায় মনোনীত করা যাইতে পারিবে না।

সভাপতি নিযুক্ত করিবার কথা।

২৩। এই আইনের ২য় তফসীলে যে কোন মিউনিসিপালিটির উল্লেখ থাকে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট তাহার সভাপতি নিযুক্ত করিবেন।

উক্ত তফসীলে যে কোন মিউনিসিপালিটির নাম না থাকে সেই মিউনিসিপালিটি সভাগত হইয়া আপনাদের এক জন কমিশ্যনরকে সভাপতি মনোনীত করিবেন অথবা যে সভায় কমিশ্যনরদের অস্থান তিন ভাগের দুই ভাগ উপস্থিত থাকেন, সেই সভায় সমাগত হইয়া সভাপতি নিযুক্ত করণার্থ স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে সভাপতিকে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে যে কোন সময়ে অবসারিত করিতে পারিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে কোন সময়ে উক্ত তফসীল হইতে কোন মিউনিসিপালিটির নাম উঠাইয়া দিতে পারিবেন।

তাঁহার পদ ও কর্ম কালের কথা।

২৪ ধারা। ১৩ ধারার ভাবান্তরের কথা থাকিলেও পূর্বে ধারামতে নিযুক্ত প্রত্যেক সভাপতি যে মিউনিসিপালিটির সভাপতির পদে নিযুক্ত হন, যদি সেই মিউনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত না হইয়া থাকেন তবে নিযুক্ত হইবার তারিখাবধি যাবৎ ঐ পদে থাকেন, তাবৎ ঐ নিয়োগ যে মিউনিসিপালিটি সম্বন্ধে হয় সেই মিউনিসিপালিটির কমিশ্যনরের সমুদয় সত্ত্ব ও অধিকার ভোগ করিবেন। কিন্তু ১৪ ধারার বিধান মতে তিন ভাগের এক ভাগ ও চারি ভাগের এক ভাগ হিন্দাব করিবার সময়ে তাঁহাকে ধরা যাইবে না।

প্রত্যেক সভাপতি তাঁহার নিয়োগ বা মনোনীত করণের তারিখ অবধি তিন বৎসর ঐ পদে থাকিবেন ও পুনর্বার নিযুক্ত বা মনোনীত হইতে পারিবেন।

এই জন্য বিশেষ নড়া করিবা যে নির্দারণের অল্পকালে কমিশ্যনরদের তিন ভাগের অস্থান দুই ভাগ মত দেন, কমিশ্যনরদের একজন নির্দারণ ক্রমে পূর্বে ধারামতে মনোনীত সভাপতিকে সভাপতির পদ হইতে যে কোন সময়ে অবসৃত করা যাইতে পারিবে।

প্রতিনিধি সভাপতি মনোনীত করিবার কথা।

২৫ ধারা। কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া আপনাদের একজনকে প্রতিনিধি সভাপতি মনোনীত করিবেন। তিনি যে তারিখে মনোনীত হন তদবধি তিনবৎসর ঐ পদে থাকিবেন, তাঁহার পদের কাল অতীত হইলে পর তাঁহাকে পুনরায় মনোনীত করা যাইতে পারিবে।

কমিশানরদের মধ্যে তিন ভাগের দুই ভাগের, অস্থান ব্যক্তি এই কার্যের নিমিত্ত বিশেষ সভা করিয়া প্রতিনিধি সভাপতিকে পদ হইতে অবসর করিবার নির্দ্ধারণের সপক্ষে মত জানাইলে কমিশানরদের সেই নির্দ্ধারণক্রমে প্রতিনিধি সভাপতিকে যে কোন সময়ে ঐ পদ হইতে অবসর করা যাইতে পারিবে।

২১, ২৪ ও ২৫ ধারামতে যত দিন পদে থাকিবে তাহার কথা।

২৬ ধারা। ২১, ২৩ ও ২৫ ধারায় যে তিন বৎসর কালের উল্লেখ আছে তন্মধ্যে উক্ত তিন বৎসরের অবসান অবধি (ইহার পর শার্মত নিয়োগ বা মনোনীত না হইলে) পরবর্তী নিয়োগ বা মনোনীত করণের তারিখ পর্যন্ত সময়ও ধরা যাইবে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

পদের অবশিষ্ট কালের নিমিত্ত কমিশানর সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতি

নিযুক্ত বা মনোনীত করিবার কথা।

২৭ ধারা। কোন কমিশানর সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতি স্বীয় পদের পুরাকাল কার্য করিতে না পারিলে তাঁহার পদত্যাগ বা অবসর বা মৃত্যু হেতুক যে পদ শূন্য হয়, তাহা স্থল বিশেষে অন্য কোন ব্যক্তির নিয়োগ বা মনোনীত করণ দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে, এবং ঐক'প যে ব্যক্তি নিযুক্ত বা মনোনীত হন, তিনি উক্ত কমিশানর সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতি যত কাল পদে থাকিতেন তাহার অবশিষ্ট কাল ঐ শূন্য পদ পূর্ণ করিবেন।

সভাপতির ও প্রতিনিধি সভাপতির বেতনের কথা।

২৮ ধারা। কমিশানরগণ উচিত বোধ করিলে সভাগত হইয়া সময়েসময়ে যেক্রপ বেতন দাওয়া করেন কোন মিউনিসিপালিটির সভাপতি ও প্রতিনিধি সভাপতি মিউনিসিপাল কও হইতে সেইক্রপ বেতন পাঠিতে পারিবেন।

কমিশানরগণ এই ধারামতে যে কোন নির্দ্ধারণ করেন তাহা সদর বোর্ডের অমুমোদনের নিয়মাদীন হইবে।

কমিশানরদের সমদায়িত হওয়ার কথা।

২৯ ধারা। কমিশানরদেরা “অমুক্ত স্থানর মিউনিসিপাল কমিশানরদের সভাপতি” বলিয়া আপনাদের সভাপতির নামে সম্বোধিত সমাজ হইবেন, ও তাঁহাদের নিয়ত পর্যায়ে ও সাধারণ মোহর থাকিবে, ও উক্ত নাম দিয়া তাঁহারা নাগিশ করিতে পারিবেন ও তাঁহাদের নামে নাগিশ হইতে পারিবে।

উক্ত সাধারণ মোহর ইংরেজী ও জিমার প্রচলিত ভাষার অক্ষর মিউনিসিপালিটির নাম সুপাঠ্যরূপে খোদিত থাকিবে।

কমিশানরদের সম্পত্তি বিষয়ক কথা।

রাষ্ট্রপথ প্রভৃতি কমিশানরদের প্রতি বর্জিত কথা।

৩০ ধারা। কোন মিউনিসিপালিটির মধ্যে কোন ব্যক্তির স্বকীয় সম্পত্তি ভিন্ন

যত পথ ও গাঁকো ও পুষ্করিণী ও ঘাট ও হাঁদারা ও জলপথ ও নর্দমা গবর্ণমেন্টের দ্বারা বা রাজকীয় অর্থায়নে রক্ষিত না হইয়া এতকালে আছে বা পরে প্রস্তুত করা যাইবে, তাহা ও তৎসংক্রান্ত শান ও পাঠর ও অন্য সরঞ্জাম এবং ঐ ঐ পথ প্রভৃতির নিমিত্ত দর ও সরঞ্জাম ও হাতিয়ার প্রভৃতি যত দূর না নিকপিত থাকে তাহা ঐ মিউনিসিপালিটির কমিশনরদের প্রতি বর্ত্তিবে ও তাঁহাদেরই হইবে।

কিছু স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে সময়ে জ্ঞাপন পত্র প্রকাশ করিয়া কোন পথ কি গাঁকো কি নর্দমা এই আটনের বিধানের বহির্ভূত করিতে পারিবেন, এবং উক্ত জ্ঞাপনপত্র সম্পূর্ণরূপে বা অংশকঃ রহিতও কবিত্তে পারিবেন।

পরে সেই কার্য 'নর্মাণ করিবাব খরচ যদি মিউনিসিপল কর হইতে দেওয়া গিয়া থাকে তবে সভাগত কমিশনরদের সম্মতি না হইলে তাহা ঐ আটনের বিধানের বহির্ভূত কবা যাইতে পারবে না।

স্বামিদের সম্মতিক্রমে কমিশনরদের পণ প্রভৃতি লইয়া ঘেরামত করিতে পারিবার কথা।

৩১ ধারা। কোন পথের কি সাঁকোর কি পুষ্করিণীর কি ঘাটের কি হাঁদারার কি জলপথের কি নর্দমার স্বামিত্ব যে ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তে সভাগত কমিশনরদের তাঁহার সঙ্গে এক বাক্য হইয়া ঐ পথের স্বামিত্ব বা কর্তৃত্ব গ্রহণ করিবার নিয়ম করিতে পারিবেন, ও তদ্রূপ নিয়ম করিলে তাঁহার নোটিস লেখাটয়া ঐ পথের কি সাঁকোর কি পুষ্করিণীর কি ঘাটের কি হাঁদারার কি জলপথের কি নর্দমার কোন স্থানে কি তাহাব নিকটে লাগাইয়া, তাহা কমিশনরদের প্রতি অর্পণ করা গেল এই কথা প্রকাশ করিতে পারিবেন।

তাহা হইলে স্থলবিশেষে ঐ ঐ বিষয়ে স্বামিত্ব বা কর্তৃত্ব কমিশনরদের প্রতি বর্ত্তিবে, ও তদবধি সেই পণ, গাঁকো, পুষ্করিণী, ঘাট, হাঁদা, জলপথ কি নর্দমা সারাটয়া দিবার ও রক্ষা করিবার খরচ মিউনিসিপল কর হইতে দেওয়া যাইবে।

বর্তমান হাঁসপাতাল ও পাঠশালা ও চৌপ্রভৃতি কমিশনরদের প্রতি বর্ত্তিতে পারিবার কথা।

৩২ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে ও তৎপরে, কোন মিউনিসিপালিটির মধ্যে কোন ব্যক্তির স্বকীয় সম্পত্তি ভিন্ন ও কোন ধর্ম্মালয়ের কি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্পত্তি ভিন্ন যত হাঁস পাঠাল কি ঔষদালয় কি বিদ্যালয় কি চৌ কি ঘাট কি হাট ও তৎসংক্রান্ত উক্ত প্রকারের সম্পত্তি ভিন্ন যত ঔষদ ও লগুয়াজিমা অন্য যত দূর পাওয়া যায়, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট, রাজ্য, তৎস্থানে নিয়মিতরূপে প্রকাশ করা গেলে তাহা ঐ মিউনিসিপালিটির কমিশনরদের প্রতি বর্ত্তিতে পারিবে। তাহা হইলে উক্ত হাঁসপাতাল প্রভৃতি তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করণ সময়ে তাহার বায় পোষ-দার্পে প্রদত্ত সকল বিষয় ও ধন বৈধ মতে যে কর্ষে প্রয়োগ করা যাইতে পারিত সেই

সেই কর্মে প্রয়োগ করণার্থে টুটী করণ ঐ কমিশনারদের হস্তে অর্পিণ হইবে ও তাঁহাদের প্রতি বর্জিত।

কিন্তু ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে ঐ জ্ঞাপনপত্র কলিকাতা গেজেটে এবং জিলার চলিত ভাষার মিউনিসিপালিটির মধ্যে প্রকাশ হইবার পর এক মাস গত না হইলে, পূর্বোক্ত আজ্ঞা প্রচ্যুত হইবে না।

অন্যদিশে হস্তান্তরকার্য নিয়মাবলি হইবার কথা।

৩৩ ধারা। ইহার পূর্ব ধারার উল্লিখিত জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা গেলে পর কমিশনারদের কর্তব্য হইবে ঐ হাল্পাংশের কি ঐ ধর্মালয়ের কি বিদ্যালয়ের কি চর্চার কি ঘাটের কি ভাটের খরচ দিতে গেলে অকুশল হইবে বলিয়া যদি ঐ কমিশনারদের সভাগত হইয়া আপনাদের হস্তে সেই হাল্পাংশের প্রভৃতি অর্পণ বিষয়ে আপত্তি করেন, তবে কমিশনারদের সভাগত হইয়া যে নিয়ম-বীকার করেন কেবল সে নিয়মমতে ঐ হস্তান্তর কার্য ততঃ পাবিবে নতুবা নয়।

ভূমি ক্রয় ও পাট্টা করিয়া লইবার ও বিক্রয় করিবার ক্ষমতার কথা।

৩৪ ধারা। কমিশনারদের সভাগত হইয়া এই আইনের কার্যপক্ষে কোন ভূমি ক্রয় করিতে কিম্বা পাট্টা করিয়া লইতে পারিবেন, এবং উক্ত কার্যের নিমিত্তে যে ভূমির আবশ্যকতা না থাকে তাহা বিক্রয় করিতে কিম্বা পাট্টা কি বিনিময় করিয়া কি প্রকৃত্তরে হস্তান্তর করিয়া দিতে পারিবেন।

ভূমি গ্রহণ বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনমতে ভূমি লইতে পারিবার কথা।

৩৫ ধারা। সভাগত কমিশনারেরা এই আইনের কার্য পক্ষে কোন ভূমি গৃহীত হউক বলিয়া প্রার্থনা করিলে, এবং কমিশনারেরা ঐ ভূমির মূল্য একেবারে দিতে পারিবেন কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে কিস্তি উচিত বোধ করেন এমত কিস্তি ক্রিয়া দিতে সক্ষম আছেন স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ইহা স্বদ্বন্দ্বমতে জানিতে পারিলে ভূমি গ্রহণ বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনমতে কিম্বা সাধারণের উপকারের নিমিত্ত ভূমি গ্রহণার্থে সেই মর্মে অন্য যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে তদনুসারে সাধারণের উপকারার্থে ঐ ভূমির প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়া নোটিস প্রচার করিয়া, সেই আইনের বিধানমতে ঐ ভূমি গ্রহণ করাটতে পাবিবেন, ও ঐ আইনমতে হানিপুরণ বলিয়া যত টাকা পার্গা হয় কমিশনারেরা তত টাকা দিলে ঐ ভূমি এই আইনের কার্য পক্ষে তাঁহাদের প্রতি বর্জিত।

কমিশনারদের ঐ ভূমির খরচ দিতে হইবার কথা।

৩৬ ধারা। ইহার পূর্ব ধারার বিধানমতে কমিশনারদের প্রার্থনা অনুসারে তাঁহাদের নিমিত্ত যে ভূমি লভ্য হয়, গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের সেই ভূমির খরচ দিতেই হইবে।

চুক্তি করিবার নিয়মের কথা।

৩৭ ধারা। এই আইনের কার্য পক্ষে কোন চুক্তি করা আবশ্যিক হইলে, কমিশ্যনরেরা সেই চুক্তি করিতে ও তদনুযায়ী কর্ত্ত্ব করিতে পারিবেন।

মিউনিসিপালিটির কমিশ্যনরদের পক্ষে পঁচাত্তর অধিক টংকার চুক্তি কিম্বা যাহাতে পঁচাত্তর টংকার অধিক মূল্যের বিষয় আইনে, এমত কোন চুক্তি করিতে হইলে, তাহাতে সভাপতি কমিশ্যনরদের অনুমতি থাকা প্রয়োজন। তাহা লিখিয়া করা যাইবে, ও সেই চুক্তিপত্রে নূন কল্পে দুই জন কমিশ্যনরের স্বাক্ষর থাকিবে তাঁহাদের মধ্যে সভাপতি কি প্রাতি নির্দি সভাপতি একজন হইবেন; ও তাহাতে কমিশ্যনরদের সাধারণ মোহর দেওয়া যাইবে।

তজ্ঞাপ স্বাক্ষরাদি করা না গেলে, কমিশ্যনরেরা সেই চুক্তিতে বদ্ধ হইবেন না।

মিউনিসিপালিটির কার্য নিরাস্ত করিবার নিয়মের কথা।

কমিশ্যনরদের সচরাচর মাসে একবার সভা হইবার কথা।

৩৮। কোন কার্য থাকিলে কমিশ্যনরেরা সেই কার্য নিষ্পাদন করিবার জন্যে আপনাদের কার্যালয়ে কি সুবিধা জনক অন্য স্থানে যাসে নূন কল্পে একবার সভা হইবেন, এবং সভাপতি কিম্বা তাঁহার অনুপস্থিতি কালে প্রতিনিধি সভাপতি যত বাব আহ্বান করেন ততবার সভা করিবেন।

মাসে মাসে যে সভা হয় সেই সভার সম্মুখে অর্পণ করিবার কোন কার্য না থাকিলে সভাপতি কমিশ্যনরদিগকে আহ্বান নাকরিয়া, ঐ মাসিক সভার নিমিত্ত যে দিন নির্দ্ধারিত থাকে তাহার পূর্বে তিন দিন থাকিতে প্রত্যেক জন কমিশ্যনরকে কর্ত্ত্ব না থাকার নোটিস দিবেন।

অন্য সময়ে বিশেষ অনুরোধমতে আহ্বান করিবার কথা।

৩৯ ধারা। তিন জনের নূন কমিশ্যনর সভা করিবার অনুরোধ পত্র লিখিয়া স্বাক্ষর করিলে, সভাপতি কিম্বা তাঁহার অনুপস্থিতি কালে প্রতিনিধি সভাপতি কমিশ্যনরদিগকে বিশেষ সভায় আহ্বান করিবেন।

কমিশ্যনরদের সভায় কে সভাপতি হইবেন ইহার কথা।

৪০ ধারা। প্রত্যেক সভায় সভাপতি ও তাঁহার অনুপস্থানে প্রতিনিধি সভাপতি উভয়ে অনুপস্থিত থাকিলে, কমিশ্যনরেরা আধিপত্য করিবার জন্যে আপনাদের এক ব্যক্তিকে মনোনীত করিবেন।

অধিকাংশ ব্যক্তির মতানুসারে বিবাদ নিষ্পত্তি হইবার কথা।

৪১ ধারা। এই আইনের প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, সভাপতি কমিশ্যনরদের সম্মুখে যে সকল বিষয় উপস্থিত হয়, অধিকাংশ ব্যক্তির মতানুসারে তাহা স্থির করা যাইবে।

দুই দিকে সমান সংখ্যা থাকিলে যে দিগের মত প্রবল হইবে তাহার কথা।

যদি দুই দিকে সমান সংখ্যার মত প্রকাশ হইয়া থাকে, তবে সভাপতি দ্বিতীয়বার মত জানাটয়া এক দিগের মত প্রবল করিতে পারিবেন।

যত জন থাকিলে কর্ম চলিতে পারিবে তাহার কথা।

৪২ ধারা সভাপতি কি প্রতিনিধি সভাপতি কমিশ্যনরদিককে আহ্বান না করিলেও যত জন উপস্থিত হইলে কার্য চলিতে পারে ততজন না থাকিলে, সভায় কোন কার্য করা যাইবে না।

কোন মিউনিসিপালিটির পঞ্চদশ জনের অধিক কমিশ্যনর থাকিলে, পঁচাত্তর সভাগত হইলে কার্য চলিতে পারিবে।

অন্য কোন মিউনিসিপালিটির যত জন কমিশ্যনর থাকেন তাঁহাদের নূন কঙ্গে তৃতীয়াংশ ব্যক্তি থাকিলে কর্ম চলিতে পারিবে।

স্থগিত সভার কথা।

সভা হইবার নিরূপিত সময়ে কিম্বা ২২পরে এক ঘণ্টার মধ্যে যত জন উপস্থিত হইলে কার্য চলিতে পারে, তত জন উপস্থিত না থাকিলে, ভবিষ্যৎ কোন দিন পর্যন্ত সভা স্থগিত রাখা যাইবে। ঐ দিন সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতি নিরূপণ করিবেন, এবং তিন দিন থাকিলে ঐ স্থগিত সভা হইবার নোটিস দেওয়া যাটবে ঐ সভায় যত জন উপস্থিত থাকেন তাঁহাদের যত কোন সংখ্যা হউক না, তাঁহাদিগকে লইয়া কার্য চলিবে।

আনুষ্ঠানিক কার্যের দিগের কথা।

৪৩। কমিশ্যনরদের সভায় যে কার্যের অনুষ্ঠান হয়, তাঁহারা একথানা বসী রাখিয়া তন্মধ্যে তাহার মর্ম লেখাইয়া বাখিবেন। সভার যিনি সভাপতি হন তিনি ~~সভা~~হাতে স্বাক্ষর করিবেন, ও যাহারা টাক দিয়া থাকেন তাঁহারা ঐ বসী দেখিতে পাইবেন।

সভাপতির ক্ষমতার কথা।

৪৪ ধারা। এই আইনে কমিশ্যনরদের প্রতি যে সকল ক্ষমতা দেওয়া গেল, সভাপতি এই আইনসংক্রান্ত কোন কার্য নির্বাহ করিবারজন্যে কিম্বা এই আইনমতে যে আজ্ঞা করিবার অনুমতি থাকে সেই আজ্ঞা করিবার জন্যে, সেই সকল ক্ষমতাক্রমে কার্য করিতে পারিবেন।

কিন্তু কমিশ্যনরদের সভাগত হইয়া যে আজ্ঞা করেন সভাপতি তাহার বিপক্ষে কি তাহা লঙ্ঘন করিবা কোন কার্য করিবেন না, এবং কমিশ্যনরদের সভাগত হইয়া যে ক্ষমতা ক্রমে কার্য করিবেন বলিবা আজ্ঞা থাকে তিনি সেই ক্ষমতাক্রমে কার্য করিবেন না।

প্রতিনিধি সভাপতির প্রতি সভাপতির কার্য অর্পণ করিবার কথা।।

৪৫ ধারা। এই আইনে সভাপতির যে কার্য কি যে কার্য নিৰ্ণীত থাকে তিনি আজ্ঞাপত্র লিখিয়া যে সীমা নির্দ্ধার্য করা উচিত বোধ করেন, প্রতিনিধি সভাপতির প্রতি সেই সীমার মধ্যে সেই সকল কি তদ্রূপে কোন কার্য কি কার্য অর্পণ করিতে পারিবেন, ও কোন সময়ে আজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিয়া সেই কার্য প্রভৃতি রহিত কি পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

কিন্তু প্রতিনিধি সভাপতির লিখিত আজ্ঞাব ক্ষমতা ক্রমে যে কার্য করিতে পাবিতেন সেই আজ্ঞা লিখিয়া না দেওয়া গেলো, কি আজ্ঞাপত্রে কোন ত্রুটি থাকিলেও, যদি প্রতিনিধি সভাপতি স্মৃতিঃ কি ভাবতঃ সভাপতির সম্মতি পূর্বে বা পরে লইয়া ঐ কার্য করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার সেই কার্য অসিদ্ধ হইবে না।

অধীন আমলাদের নিয়োগের কথা।।

৪৬ ধারা। মিউনিসিপালিটীর জন্য বেতনভোগী সেক্রেটারী ও ইঞ্জিনিয়ারের ও অফিসারদের প্রয়োজন আছে কি না, অধীন কার্যকারক ও চাকর এবং টাঙ্ক ও মাসুল আদায়কারী ব্যক্তি কত জনকে রাখা আবশ্যিক কমিশ্যনরেরা সময়ে সভাগত হইয়া এই সকল কথা নির্ণয় করিবে ও মিউনিসিপাল ফণ্ড হইতে সেই ব্যক্তির কত করিয়া বেতন দিতে হইবে, ও তাঁহার ছুটী লইলে কত করিয়া পাইবেন, এই কথা সময়ে নিরূপণ করিবেন।

কমিশ্যনরেরা এই ধারা মতে যে বেতন ধার্য করিয়া, যত জন কার্যকারকে রাখিতে স্থির করেন, সভাপতি তদনুসারে বাহাদিরকে উপযুক্ত জ্ঞান করেন, তাঁহা দিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং সময়ে সেই ব্যক্তিদিগকে অবসর করিয়া তাঁহাদের স্থানে অন্য ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

কিন্তু যে পদের বেতন মাসে পঞ্চাশ টাকা বা তদধিক, সভাগত কমিশ্যনরদের অনুমতি না হইলে সেই পদে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যাইবে না, আর সভাগত কমিশ্যনরদের অনুমতি না হইলে যে কমিশ্যনর মাসিক বেতন বিশ টাকার অধিক, তাহাকে কর্মচ্যুত করা যাইবে না।

পেনশ্যন ও পারিতোষিক দিবার কিয়ৎ সংস্থান বা বার্ষিক বৃত্তির কথা করিবার বিধি করিতে কমিশ্যনরদের ক্ষমতার কথা।।

৪৭ ধারা। কমিশ্যনরগণ বিশেষ সভা করিয়া ঐ সভায় উপস্থিত কমিশ্যনরদের মধ্যে অন্তত তিনভাগের দুই ভাগ বাহার অনুকূলে মত দেন, একরূপ নির্দ্ধারণক্রমে সময়ে এই বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

(ক) মিউনিসিপাল ফণ্ড হইতে পেনশ্যন পারিতোষিক দিবার বিধি, কিম্বা

(খ) সংস্থান বা বার্ষিক রুতির ফণ্ড স্থাপন করিবার ও তাহার কার্য্য চালাইবার ও তাহাতে আপনাদের কর্ম্মচারী ও চাকরদিগকে অর্থায়ুত্ব, করিতে বাধা করিবার ও মিউনিসিপাল ফণ্ড হইতে তাহাতে ঐ অর্থানুকূল্যাতিরিক্ত টাকা দিবার বিধি।

উক্ত কমিশ্যনরগণ ঐ বিধি রহিত বা পরিবর্তিত করিতে পারিবেন।

ঐরূপ যে বিধি যৎকালে বলবৎ থাকে, সভাগত কমিশ্যনরগণ তদনুসারে সময়ের যেকোন উচিত বোধ করেন, আপনাদের কোন কর্ম্মচারী বা চাকরকে সেইরূপ পেনশান বা পারিতোষিক দিতে, কিম্বা উক্ত সংস্থান বা বার্ষিক রুতির ফণ্ড হইতে সেইরূপ টাকা বা বার্ষিক রুতি দিতে পারিবেন।

গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারীদিগকে পেনশান প্রভৃতি দিবার কথা।

৪৮ ধারা। কমিশ্যনরগণ গবর্ণমেন্টের কোন কর্ম্মচারীকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিলে,

(১) যদি তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে তাহাদের আজ্ঞাধীনে কর্ম্ম করিতে সংস্থাপন করা যায়, তবে যৎকালে গবর্ণমেন্টের যে সিবিল পেনশান ও ছুটীর বিধি প্রবল থাকে, তদনুসারে তাঁহার পেনশান, পারিতোষিক ও ছুটীকালীন রুতি জনা টাকা দিতে পারিবেন, এবং

(২) যদি তিনি কমিশ্যনরদের কর্ম্ম করণার্থ আপনার সময়ের কিয়দংশমাত্র দেন, তবে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যেকোন অংশ নিরূপণ করেন, পূর্বোক্ত টাকার সেইরূপ অংশ দিতে পারিবেন।

কর্ম্মচারী ও চাকরদের স্থানে প্রতিভাব্যের কথা।

৪৯ ধারা। কমিশ্যনরেরা আপনাদের কার্য্যে নিযুক্ত কোন কর্ম্মচারীর বা চাকরদের স্থানে যেকোন প্রতিভাব্য লগুয়া উচিত বোধ করেন, সেইরূপ প্রতিভাব্য লইতে পারিবেন।

পল্লীর কমিটীর কথা।

পল্লীর কমিটি নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

৫০ ধারা। কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া কোন মিউনিসিপালিটী পল্লী পল্লী করিয়া বিভাগ করিতে পারিবেন। তাহা হইলে ঐ প্রত্যেক পল্লীর কমিটীর অন্তর্গত থাকিবার জন্য অন্তত তিন বা ততোধিক নিযুক্ত করিতে কি মনোনীত করাইতে পারিবেন। ঐ ব্যক্তির তৎকালে কমিশ্যনরী পদে নিযুক্ত থাকুন বা না থাকুন তাঁহারা পল্লীর কমিটীর অন্তর্গত থাকিতে পারিবেন; এবং পল্লীর কমিটি যে পল্লীর নিমিত্ত নিযুক্ত বা মনোনীত হন, কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া সেই পল্লীর নাম নির্ণয় করিতে পারিবেন।

মনোনীত করিবার বিধি কমিশ্যনরদের প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

৫১ ধারা। যিনি কমিশ্যনর নহেন এমন কোন ব্যক্তির যে গুণ থাকিলে তিনি ঐরূপে মনোনীত হইবার আকাঙ্ক্ষারূপ দাঁড়াইতে স্বত্বান হইবেন, ও বাঁহাকে মনোনীত করা যাইবে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যক্তির যে গুণ থাকিলে মত জ্ঞানাইবার অধিকার থাকিবে ও যেরূপে মনোনীত করা হইবে, কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া এইরূপ বিষয়ের বিধি করিতে পারিবেন, কিন্তু সেই বিধি এই আইনের বিধানের সহিত অসঙ্গত না হয়।

কমিশ্যনরেরা এই ধারামতে তদ্রূপ মনোনীত করণ বিষয়ক যে বিধি করেন, তাহা যে কোন সময়ে রহিত করিতে পারিবেন।

পল্লীর কমিটির সভাপতি ও প্রতিনিধি সভাপতি মনোনীত করিবার কথা।

৫২ ধারা। প্রত্যেক পল্লীর কমিটি উচিত বোধ করিলে প্রতি বৎসর আপনাদের মধ্য চইতে সভাপতি ও আবশ্যক হইলে প্রতিনিধি সভাপতি মনোনীত করিতে পারিবেন।

যদি পল্লীর কমিটির মধ্যে এক কি অধিক জন কমিশ্যনর থাকিলে, পল্লীর কমিটির সভাপতির পক্ষে একজন কমিশ্যনরকে নিযুক্ত করিতে হইবে।

পল্লীর কমিটির প্রতি কমিশ্যনরদের ক্ষমতা প্রদান করিবার কথা।

৫৩ ধারা। কমিশ্যনরদের প্রতি এই আইনমতে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল, তাঁহারা সভাগত হইয়া পল্লীর কমিটির প্রতি তন্মধ্যে যে ক্ষমতা অর্পণ করা উচিত বোধ করেন অর্পণ করিতে পারিবেন; এবং কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া তাঁহাদের পল্লীর যে নীমা নির্ণয় করেন ঐ পল্লীর কমিটি আপনাদের পল্লীর সেই নীমার মধ্যে উক্ত সকল কিছা তন্মধ্যে কোন ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন এবং এই আইনক্রমে সেই ক্ষমতা প্রযুক্ত কমিশ্যনরদের অবশ্য কর্তব্য বলিয়া যে সকল কর্ম্ম নির্দ্ধারিত হইল তাঁহাদের প্রতিও সেই সকল কর্ম্ম নিষ্পাদন করিবার দায় বর্ত্তিবে।

পল্লীর নানা কমিটি যে সকল কার্য্য করেন ও যে আত্মা দেন ও যে টাক্স ধার্য্য করেন তাঁরা সভাগত কমিশ্যনরদের তত্ত্বাধীনে থাকিবে, ও তাঁহারা তাহা পুনরাবলোচনা করিতে পারিবেন, এবং যে কোন সময়ে উক্ত সকল কি কোন ক্ষমতা রহিত করিতে পারিবেন।

পল্লীর কমিটির নিষ্পাদনীয় কর্ম্মের প্রতি কোনরূপে বাধা বর্ত্তিবার কথা।

৫৪ ধারা। পল্লীর কমিটির দ্বারা যে কর্ম্ম নিষ্পাদন হয়, তাঁহার প্রতি ৩৮ অর্থ ৪৫ পর্য্যন্ত সকল ধারার বিধান যত দূর থাকিতে পারে থাকিবে, এবং পল্লীর

কমিটী যে আয়লাগণ রাখিবেন কমিশ্যনরেরা ৪৬ ধারার বিধান অনুসারে তাহার অনুমতি দিবেন।

কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে অবসর করিবার ও তাহারদের পদ ত্যাগ করিবার
ও নিযুক্ত হইবার কথা।

৫৫ ধারা। পল্লীর কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তিদের অবসরকরণ কি কর্ম ত্যাগ
কিন্তু নিয়োগ বিষয়ের কোন কথা উপস্থিত হইলে, কমিশ্যনরেরা সভাপত হইয়া
তাহার নিষ্পত্তি করিবেন।

কমিশ্যনরের কি পল্লীর কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তির নিজের দায়ের কথা।

৫৬ ধারা। কমিশ্যনরের দ্বারা কিন্ত তাহাদেব পক্ষে যে চুক্তি করা যায় বা
যে খরচ হয়, কোন একজন কমিশ্যনর কিন্ত পল্লীর কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তি
স্বয়ং তাহার দায়ী হইবেন না।

কমিশ্যনরের হস্তে যে টাকা ন্যস্ত থাকে, ঐচ্ছাপূর্ব্বক তাহা অবিস্তৃতরূপে ব্যয়
করা গেলে, যে কমিশ্যনর কিন্ত পল্লীর কমিটীর অন্তর্গত যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া
ঐ কার্যের অংশী হন তিনি স্বয়ং দায়ী হইবেন, ও তজ্জন্য তাহার নামে দায়িত্ব
হইতে পারিবে।

চুক্তিতে কমিশ্যনরের অংশ বা স্বার্থ থাকিলে অক্ষমতার কথা।

৫৭ ধারা। কমিশ্যনরের সঙ্গে যে চুক্তি করা যায় তাহাতে কোন কমিশ্যনরের
কিন্ত পল্লীর কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ কি পরস্পরাসমক্ষে নিজের
কি অন্যের দ্বারা কোন অংশ বা স্বার্থ থাকিবে না। কোন কমিশ্যনরের উক্ত
অংশ বা স্বার্থ থাকিলে, তিনি তৎপ্রযুক্ত স্বীয় কমিশ্যনরের পক্ষে থাকিতে পাই-
বেন না, ও তাহার পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

নিম্নলিখিত কোন বিষয়ে, অর্থাৎ,

(ক) কমিশ্যনর যে সমবায়িত বা রেজিষ্টারী করা কোম্পানির অংশী বা মেন্বর
সেই কোম্পানির সহিত কমিশ্যনরের চুক্তিতে, কিন্ত

(খ) ভূমির কোন পরীক্ষা বা ক্রয় বিক্রয়ে বা তজ্জন্য কোন নিয়মপত্রে, কিন্ত

(গ) টাকা ধান করিবার কোন নিয়মপত্রে কিন্ত কেবল টাকা শোধ করিবার
একান প্রাতিভাট্যা, কিন্ত

(ঘ) মিউনিসিপালিটীর ব্যাপার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন যে সংবাদপত্রে দেওয়া
যায় তাহাতে, কোন কমিশ্যনরের অংশ বা স্বার্থ আছে বলিয়া কেবল সেই কারণে
তাহার উক্তরূপ অক্ষমতা হইবে না।

তথাপি ঐরূপ কোন কমিশ্যনরের যে বিষয়ে ঐরূপ স্বার্থ থাকে, তিনি কমি-

শানরূপ কিম্বা পল্লীর কমিটির অন্তর্গত ব্যক্তিরূপ সেই বিষয় সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে কার্য্য করিতে পারিবেন না।

কমিশানরেরা যে যে বিষয়ের মত জানাটাইত অক্ষম হওয়ার কথা।

৫৮ ধারা। কোন কমিশানরের কিম্বা পল্লীর কমিটির অন্তর্গত কোন ব্যক্তির নিজের মত টাকা টাক্স ধার্য্য করিতে হইবে এই কথা কি তাঁহার সম্পত্তির মূল্যের কিম্বা তিনি যে সম্পত্তির কার্য্যাদায়ক বা কর্ম্মচারক সেট সম্পত্তির মূল্যের কথা কি তিনি কোন টাক্সের দায়ী হই কি না এই কথা উপস্থিত যাইলে, তিনি সেট বিষয়ে আপনার মত জানাইবেন না।

কর্তৃত্বের কথা।

কোন২ নির্দ্ধারণ গবর্ণমেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষ থাকিবার কথা।

৫৯ ধারা। নিম্নলিখিত ধারামতে, অর্থাৎ,

(ক) সভাপতি মনোনীত করণার্থ ২৩ ধারামতে,

(খ) সভাপতিকে পদচ্যুত করণার্থ ২৪ ধারামতে,

(গ) সভাপতিকে বা প্রতিনিধি সভাপতিকে যেতম দানার্থ ২৮ ধারামতে,

(ঘ) পেনশান বা পারিতোষিক দিবার কিম্বা সংস্থান বা বার্ষিক হস্তির ফণ্ড স্থাপি করিবার ও তাহার কার্য্য চাল ইবার বিধি প্রণয়ন, রহিত কিম্বা পরিবর্তিত করণার্থ ৪৭ ধারামতে,

কমিশানরগণ যে সকল নির্দ্ধারণ করেন, তাহা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদন-সাপেক্ষ থাকিবে।

কার্য্যবিবরণের প্রতিলিপি মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবার কথা।

৬০ ধারা। ৪৩ ধারায় উল্লিখিত কমিশানরদের সমুদয় সভার কার্য্যবিবরণের প্রতিলিপি তাঁহার অবিলম্বে জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইবেন।

অধীন কর্ম্মচারীদের নিয়োগ সম্বন্ধে অনুমতির কথা।

৬১ ধারা। ৪৬ ধারার বিধানমতে কমিশানরদের অধীন কর্ম্মচারীদেরকে নিয়োগ করিতে হইলে, উক্ত নিয়োগ নিম্নলিখিত বিধির নিয়মাবলী থাকিবে।—

(ক) যে পদের বেতন মাসে দুই শত টাকা বা তদধিক, তাহা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমতি বিনা স্থাপি করা বা উঠাইয়া দেওয়া যাইবে না।

(খ) যে পদের বেতন মাসে এক শত টাকা বা তদধিক, থেডের কমিশানর সাহেবের অনুমতি বিনা সেই পদে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যাইবে না অথবা সেই পদ হইতে কোন ব্যক্তিকে ছাড়ান যাইবে না।

মাজিস্ট্রেটের পরিদর্শন করিবার ক্ষমতার কথা।

৬২ ধারা। জিার মাজিস্ট্রেট সাহেব, কিম্বা জিলার যে মহকুমার মধ্যে কোন

মিউনিসিপালিটী থাকে, সেই মহকুমার অধাকতাভারপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট, কমিশ্যনর-দের দখলী কোন স্থানের সম্পত্তিতে কিম্বা তাঁহাদের আদেশমতে যে কোন কার্য চানিতেছে তাহাতে, প্রবেশ করিয়া পরিদর্শন করিতে, কিম্বা

কাগজকণ্ড প্রবেশ করাইয়া তদ্বারা পরিদর্শন করাইতে পারিবেন; এবং এই আইনের কার্য্যপক্ষে যে কোন দলীল কমিশ্যনরদের নিকটে বা কতৃদ্বাধীনে থাকে, তাহা আনাটীয়া দেখিতে পারিবেন।

আইনমত কার্য্য স্থগিত রাখিতে পারিবার কথা।

৬৩ ধারা। খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যদি বিবেচনা করেন যে, কোন মিউনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা যে কোন নির্দ্বারণ বা আজ্ঞা করেন কিম্বা এই আইন অনুসারে কিম্বা এই আইনের আশ্রয়ে যে কার্য্য করিবার উদ্যোগ হইতেছে বা করা যাইতেছে, তাহা আইনের প্রদত্ত ক্ষমতার অতিরিক্ত, অথবা উক্ত নির্দ্বারণ বা আজ্ঞাক্রমে কর্ম্ম করিলে কিম্বা উক্ত কার্য্য করিলে, গুরুতর শাস্তিভঙ্গ ঘটান, অথবা সাধারণের বা কোন শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের ব্যক্তি-গণের গুরুতর হানি বা বিরক্তি হইবার সম্ভাবনা, তবে উক্ত কমিশ্যনর বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব লিখিত আজ্ঞা করিয়া ঐ খণ্ডের বা স্থল বিশেষে ঐ জিলার সিমার মধ্যে উক্ত নির্দ্বারণ বা আজ্ঞামতে কর্ম্মগাধন করা স্থগিত রাখিতে কিম্বা উক্ত কার্য্য করা নিষেধ করিতে পারিবেন।

কোন কমিশ্যনর বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই ধারামতে কোন আজ্ঞা করিলে, তাহা করিবার হেতুব বর্ণনাপত্র সহিত তাহার নকল অবিলম্বে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে পাঠাইবেন, তাহা হইলে উক্ত গবর্ণমেন্ট ঐ আজ্ঞা রহিত করিতে, অথবা পরিবর্তন সহকারে বা পরিবর্তন ব্যতিরেকে চিরকাল কিম্বা যত কাল উচিত বোধ করেন তত দল ঐ আজ্ঞা প্রত্যল থাকিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

ক্রটি হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের ক্ষমতার কথা।

৬৪ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের রিপোর্ট পাইয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের যদি কোন সময় বাধ হয় যে, এই আইন বা অন্য কোন আইনমতে কোন মিউনিসিপালিটীর কমিশ্যনরদের উপর যে কোন কর্ম্ম করিবার ভার অর্পিত হয়, তাহা বা সেই কর্ম্ম করিতে ক্রটি করিয়াছেন, তবে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট লিখিয়া আজ্ঞা করিয়া সেই কর্ম্ম পরিবার সময় নিরূপণ করিয়া দিতে পারিবেন।

“উক্ত নিরূপিত সময়ের মধ্যে ঐ কর্ম্ম করা না গেলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট উক্ত কর্ম্ম করণার্থ জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং এই

আদেশ করিতে পারিবেন যে, গবর্ণমেন্ট যে সময় ধাৰ্য্য করিয়া দেন, সেই সময়ের মধ্যে ঐ কর্ষ করিবার খরচ মিউনিসিপাল কর্তৃক হইতে উক্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকট দেওয়া যাইবে ।

“উক্ত খরচ ঐরূপে দেওয়া না গেলে, উক্ত মাজিষ্ট্রেট দাখিল স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমতি গ্রহণপূর্বক, মিউনিসিপাল কর্তৃক উদ্বৃত্ত টাকা যে ব্যক্তির হস্তে থাকে, তাঁহার প্রতি আজ্ঞা করিয়া এই আদেশ দিতে পারিবেন যে অন্য কোন বা সকল দাবীর অগ্রে ঐ উদ্বৃত্ত টাকা হইতে উক্ত খরচ অথবা সময়ে সময়ে তাহার যে অংশ দেওয়া সম্ভব হয় তাহা দেন ।

অক্ষমতা, ক্রুটি, বা ক্ষমতার অপব্যবহার হইলে কমিশ্যনর দিগকে পদচ্যুত করিতে পারিবার কথা ।

৬৫ ধারা । এই আইনের দ্বারা কিম্বা এই আইনমতে কি অন্য আইন দ্বারা কোন মিউনিসিপালিটির কমিশ্যনরদের প্রতি যে সকল কর্ষের ভার অর্পিত হয় স্থানীয় গবর্ণমেন্টের মতে তাঁহারা সেই সকল কর্ষ করিতে অক্ষম হইলে, কিম্বা তাহা করিতে ক্রমাগত ক্রটি করিলে, কিম্বা আপনাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য করিলে, কিম্বা উক্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আজ্ঞা করিবার কারণ সহিত কলিকাতা গেজেটে আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া উক্ত কমিশ্যনরদের অক্ষম বা ক্রটিকারী কিম্বা আপনাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য করিয়াছেন কিম্বা ঐ ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছেন নির্দেশ করিয়া ঐ আজ্ঞার নির্দিষ্ট সময়ের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন ।

পদচ্যুত করিবার ফলের কথা ।

৬৬ ধারা । পূর্ব ধারামতে পদচ্যুত করিবার আজ্ঞা করা গেলে নিম্নলিখিত ফল হইবে ।—

(ক) উক্ত আজ্ঞার তারিখ অবধি সমুদয় কমিশ্যনরদেরা কমিশ্যনররূপ স্বীয় পদ হইতে ভ্রষ্ট হইবেন ।

(খ) কমিশ্যনরদেরা যত কাল পদচ্যুত থাকেন, স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশমত ব্যক্তি বা ব্যক্তির কমিশ্যনরদের সমুদয় ক্ষমতাহীনারে তাঁহাদের সমুদয় কর্ষ করিবেন ।

(গ) উক্ত কমিশ্যনরদের প্রতি যে সকল সম্পত্তি বর্জিতাছিল, তৎসমুদয় তাঁহাদের পদচ্যুত থাকিবার সময়ে গবর্ণমেন্টে বর্জিতবে ।

উক্ত আজ্ঞার নির্দিষ্ট পদচ্যুত থাকিবার কাল গত হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট উক্ত মিউনিসিপালিটির নাম প্রথম বা দ্বিতীয় তফসীলে কিম্বা প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় তফসীলে লিখিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, তাহা না করিলে, নিয়োগ ও মনোন-

নীত করণ দ্বারা কমিশ্যনরেরা পুনঃ সংস্থাপিত হইবেন, এবং যে ব্যক্তির (ক) প্রকরণমতে পদচ্যুত হন, তাঁহারা নিরোগ বা মনোনীত করণের অব্যোধ্য বলিয়া গণ্য হইবেন না ।

— . —

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

মিউনিসিপাল ফণ্ডের কথা ।

ব'হাং লইয়া মিউনিসিপালফণ্ড হইবে তাহার কথা ।

৬৭ ধারা । এই আইনমত কোন মিউনিসিপালিটিতে কমিশ্যনরেরা যে সকল টাকা পান, এবং অর্থদণ্ডের যে টাকা দেওয়া যায় কি আদায় হয় এবং গবর্ণমেন্টের অনুমতিক্রমে আর যে সকল টাকা কমিশ্যনরের হস্তে অর্পণ করা যাইতে পারিবে, সেই সকল টাকা লইয়া একটি ফণ্ড করা যাইবে । তাহার মিউনিসিপাল ফণ্ড নাম থাকিবে । সেই টাকা, ও অন্য যে প্রকারের যত সম্পত্তি উক্ত কমিশ্যনরের প্রতি বর্ষে, তাহা তাঁহাদের কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে, ও তাঁহারা এই আইনের কার্যপক্ষে ঐ সকল দ্রব্যাদি ন্যস্তস্বরূপ রাখিবেন ।

ধনের সুদ ও আমলাগণের বেতনাদির টাকা দিবার কথা ।

৬৮ ধারা । (ক) প্রথম, কমিশ্যনরেরা কোন ঋণ গ্রহণ করিলে তাহারদের সুদ দিবার জন্য যত টাকা প্রয়োজন হয়,

(খ) দ্বিতীয়, ৪৮ ধারার উদ্ভিখিত অর্থাস্থকূল্য সমেত আপনাদের আমলাগণের বেতনাদি বলিয়া এই আইনমতে যত টাকার বিধান করিবার আদেশ হইল,

(গ) তৃতীয়, আন্ডিটের খরচ ও কোন হিসাব সংক্রান্ত আকিসের বা খাজানার দেবস্তার খরচ দিবার উদ্দেশ্যে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যত টাকার আজ্ঞা করেন,

কমিশ্যনরেরা বৎসর মিউনিসিপাল ফণ্ড হইতে তত টাকা পৃথক রাখিয়া, সেইরূপে প্রয়োগ করিবেন ।

কিন্তু (গ) প্রকরণ মতে কোন মিউনিসিপালিটির উপর মোট যত টাকা দিবার আজ্ঞা হয়, তাহা কোন বৎসরে মিউনিসিপাল ফণ্ডে ঐ বৎসর যত টাকা থাকে, তাহার শতকরা দুই টাকার অধিক চাইবে না ।

ফণ্ডের টাকা বেং কর্ষে খরচ হইতে পারে তাহার কথা ।

৬৯ ধারা । ইহার পূর্ব ধারার বিধান মতে পূর্বেকৃত টাকা পৃথক করিয়া রাখা গেলে পর, কমিশ্যনরেরা মিউনিসিপাল ফণ্ড হইতে যতদূর পারেন ততদূর সময়ে মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত কমিশ্যনরের সম্পত্তি স্বরূপ পথ ও সড়ক ও করিগুণী

ও ঘাট ও টৈদারা ও জলনালা ও নর্দমা ও পাইখানা সারাইরা রাখাইবেন, ও মিউনিসিপালিটি পরিষ্কার করাইবেন;

ও স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে যে বিধি ও নিবেদন করিবে তাহা প্রবল মানিয়া, মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত স্থানে নিম্নলিখিত কোন কার্যে ঐ মিউনিসিপাল ফণ্ড প্রয়োগ করিতে পারিবেন, যথা,—

(১) পথ ও ট্রামওয়ে ও সঁকো ও চত্বর ও বাগান ও পুষ্করিনী ও ঘাট ও টৈদারা ও জলনালা ও নর্দমা ও পাইখানা প্রস্তুত ও উৎকৃষ্ট করণ কার্যে।

(২)—জল যোগাইরা দিবার ও পণে আলো ও জল দিবার কার্যে।

(৩)—মিউনিসিপাল কার্যের নিমিত্তে সেৱা কার্যালয়ের ও অন্য ঘরের প্রয়োজন থাকে তাহা নির্মাণ ও রক্ষা করণ কার্যে।

(৪)—সাধারণের উপকারার্থে অন্য যে কার্য দ্বারা নগরবাসীদের স্বাস্থ্য ও সুখ স্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধন হয় সেই কার্যে।

(৫)—বিদ্যালয় নির্মাণ ও মেরামত করণে, বিদ্যালয় স্থাপনে ও সম্পূর্ণ ব্যয়াদি দিয়া কিম্বা সাহায্য দান পূর্বক তাহা রক্ষণে।

(৬)—হাস্পাতাল ও ঔষধালয় স্থাপনে ও তাহা ব্যয় পোষণে।

(৭)—গোবীজে টিকাদানের বিস্তারে।

(৮)—অগ্নিনির্বাপক দল রক্ষণে।

(৯)—ও সাধারণতঃ এই আইনের অভিপ্রায় সফল করণ কার্যে।

কিন্তু বিদ্যালয়াদির সংস্থাপনাদিতে মিউনিসিপাল ফণ্ডের কোন অংশ প্রয়োগ করা কর্তব্য কি না, এই বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য যে বিশেষ সভা হয়, কিম্বা সভার ঐ বিষয় বিবেচনা করা যাউবে এই মর্মেণ্ডর বিশেষ নোটিস দিয়া যে সভা হয়, সেই সভাগত কমিশ্যনরদের অধিকাংশ বাক্তি সম্মত না হইলে, বিদ্যালয় কি হাস্পাতাল কি ঔষধালয় স্থাপনার্থে কিম্বা তাহার ব্যয়পোষণার্থে কি গোবীজে টিকাদানের বিস্তার করণার্থে মিউনিসিপাল ফণ্ডের কোন অংশ প্রয়োগ হইবে না।

এই ধারার উদ্দেশ্য সফল করণার্থে যে কোন কার্য করা আবশ্যক, কমিশ্যনরেরা এই আইনের অসঙ্গত নয় এমন সকল কার্য করিতে পারিবেন।

অন্য মিউনিসিপালিটিতে টাকা দিবার কথা।

৭০ ধারা। অন্য কোন মিউনিসিপালিটির ম'দা কিম্বা অন্য স্থানে ইহার পূর্ব ধারার নির্দিষ্ট অন্যত্র কার্যে ব্যয় হয় তজ্জন্য কিম্বা অন্যপক্ষের অধীন যে কর্মচারীকে কার্যে লাগান'বার তাহার বেতন দিবার নিমিত্ত কিম্বা নদী কি বন্দর উৎকৃষ্ট করণার্থে যে কোন বাক্তি দ্বারা কোন বিষয় প্রস্তুত ও রক্ষা ও মেরামত করা

বার, তাঁহার খরচ দিবার নিমিত্ত কোন মিউনিসিপালিটির কমিশ্যনরের তিন অংশের দুই অংশ ব্যক্তি লিখিয়া সম্মতি জানাইলে কমিশ্যনরেরা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অল্পমতিক্রমে আপনাদের মিউনিসিপাল ফণ্ড হইতে টাকা দিতে পারিবেন।

কিন্তু যে মিউনিসিপালিটি ঐ টাকা দেন, ঐ কার্যদ্বারা সেই মিউনিসিপালিটি নিবাসী লোকদের উপকার হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে, এই ধারামতে তাঁহাদের পূর্বোক্ত টাকা দিতে হইবে না।

হিসাববহী রাখিবার ও ভিন্ন২ মাসে বর্ণনাপত্র প্রকাশ করিবার কথা।

৭১ ধারা। যে কোন ব্যক্তি টাক্স দিয়া থাকেন তিনি প্রতি মাসের কোন নির্দিষ্ট দিনে কমিশ্যনরের কার্যালয়ে মিউনিসিপালিটির হিসাববহী দেখিতে পারিবেন।

তিন২ মাসের অবসর হইলেই, সেই তিন মাসের জমা ও খরচ উপযুক্ত দফা২ মধ্যে লিখিত হইয়া নিয়মানুসারে বাকী কাটিয়া হিসাব প্রস্তুত করা যাইবে। যে ব্যক্তি টাক্স দিয়া থাকেন তিনি হিসাববহীর সহিত ঐ হিসাবও দেখিতে পাইবেন।

প্রতি বৎসরের অবসানের পচোই বত শীত্ৰ হইতে পারে সেই বৎসরেরও তদ্রূপ হিসাব প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহাও পূর্বোক্তমতে দেখিবার জন্য থোলা থাকিবে।

বার্ষিক অনুমানপত্র প্রস্তুত করিবার কথা।

৭২ ধারা। কোন বৎসরে বত টাকা জমা ও খরচ হইবার সম্ভাবনা ও যে২ কার্যে ঐ টাকা খরচ করিবার করন। থাকে, কমিশ্যনরেরা তৎপূর্ব বৎসরের অবসান হইবার অন্ত্যন দুই মাস থাকিতে সভাগত হইয়া ইহার বিস্তারিত অনুমানপত্র প্রস্তুত করিবেন।

অনুমানপত্র প্রকাশ করিবার কথা।

৭৩ ধারা। ঐ অনুমানপত্রের প্রতিলিপি এবং জিলার দেশীয় ভাষায় ঐ পত্রের অনুবাদ কমিশ্যনরের আফিসে রাখিতে হইবে।

সেই প্রতিলিপি যে ঐ আফিসে রাখা গেল, ঐ স্থানে ইহার উপযুক্ত নোটস প্রকাশ করা যাইবে। উক্ত আফিসে রাখা গেলে পর ঐ মিউনিসিপালিটির টাক্সদাতী কোন ব্যক্তি তাহা দেখিতে চাটিলে চৌদ্দ দিন পর্যন্ত যুক্তিসিদ্ধ সকল সময়ে ঐ অনুমানপত্র ও জিলার চলিত ভাষায় ঐ পত্রের অনুবাদ দেখিতে পাইবেন।

কমিশ্যনরের আফিসে কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ের লিপিত প্রস্তাব রাখিয়া গেলে তাহা লিপিবদ্ধ করা যাইবে; ও তৎপরে তাহাদের অধিবেশন হইলে সেই প্রস্তাব তাহাদের বিবেচনার্থে উপস্থিত করা যাইবে।

মাজিস্ট্রেটের নিকট অনুমানপত্র পাঠাইবার কথা।

৭৪ ধারা। উক্ত চৌদ্দ দিন গত হইলে পর, ও তাহার যক্রমে সংশোধন করা প্রয়োজন বোধ হয় তাহা করিলে পর, ঐ অনুমানপত্র জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবে।

মাজিস্ট্রেট সাহেবের মতব্য লিখিতে পারিবার কথা।

৭৫ ধারা। মাজিস্ট্রেট সাহেব ঐ অনুমানপত্র খণ্ডের কমিশনর সাহেবের নিকট পাঠাইতে পারিবেন, কি যেক্রমে মতব্য ও প্রস্তাব লেখা উচিত বোধ করেন তাহা সহিত উহা কমিশনরদের নিকট ফিরাইয়া দিতে পারিবেন। তাহা হইলে কমিশনরেরা সভাগত হইয়া মাজিস্ট্রেট সাহেবের মতব্য বিবেচনা করিয়া হয় তাহার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিবেন, না হয় অসম্মত হইবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন, তদনন্তর খণ্ডের কমিশনর সাহেবের নিকট প্রেরণ নিমিত্ত ঐ অনুমানপত্র মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট ফেরত পাঠাইবেন।

অনুমানপত্র বিষয়ে কমিশনার সাহেবের ক্ষমতার কথা।

৭৬ ধারা। ঐ অনুমানপত্র যেমন থাকে খণ্ডের কমিশনর সাহেব তেমনি তাহা অনুমোদন করিতে পারিবেন, কি তদ্ব্যতীত তাহা পরিবর্তন করা উচিত বোধ করেন তাহা করিয়া অনুমোদন করিতে পারিবেন, কি তাহার যেক্রমে রূপান্তর করা আবশ্যক বোধ করেন তাহা করিবার জন্য কমিশনরদের নিকট ফিরাইয়া দিতে পারিবেন। তদ্রূপে রূপান্তর করা গেলে পর ঐ অনুমানপত্র দৃঢ় করণার্থে খণ্ডের কমিশনর সাহেবের নিকট পুনশ্চ পাঠান যাইবে।

কিন্তু ঐ অনুমানপত্রে যত টাকা কমিশনরদের হাতে আছে দেখা যায়, খণ্ডের কমিশনর সাহেব প্রস্তাবিত মোট খরচ তদধিক করিয়া তুলিবেন না।

খরচের অনুমানপত্র সংশোধন করিতে পারিবার কথা।

৭৭ ধারা। কমিশনরদের ব্যয়ার্থে যে টাকা নিরূপিত থাকে, তাহা প্রয়োগ করিবার নিয়ম তাহার কোন প্রকারে পরিবর্তন করা বিহিত বোধ করিলে, তাহার বিধান করিবার জন্য সভাগত হইয়া সময়ে সময়ে সেই খরচের অনুমানপত্র সংশোধন করিতে পারিবেন, ও সেই সংশোধিত অনুমানপত্র প্রকাশ করা যাইবে, এবং পূর্বে নির্দিষ্ট মতে পাঠান যাইবে। মাজিস্ট্রেট ও খণ্ডের কমিশনর সাহেব সেই সংশোধিত অনুমানপত্র লইয়া পূর্বে নির্দিষ্ট প্রকারে কার্য্য করিতে পারিবেন।

অনুমানপত্রে যে টাকা খরচ করিবার অনুমতি হয় তাহা খরচ করিবার কথা।

৭৮ ধারা। পূর্বোক্তরূপে মিউনিসিপালিটির ঐ বৎসরের অনুমানপত্র অনুমোদিত হইলে পর, কমিশনরেরা সভাগত হইয়া সময়ে সাধারণ কি বিশেষ নির্দ্ধারণ

করিয়া, ঐ অনুমানপত্রে যে কার্ঘ্যের নিমিত্ত যত টাকা নিরূপিত হইল সেই কার্ঘ্যে তত টাকা কি তাহার কোন অংশ ব্যয় করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

বৎসরের বজেট ইষ্টিমিটে (অর্থাৎ আর ব্যয়ের অনুমানপত্রে) যে কার্ঘ্যের নিমিত্ত যত টাকা নিরূপণ হইল, এই ধারার ভাবান্তরের কথা, থাকিলেও, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সেই কার্ঘ্যে কোন মিউনিসিপালিটির ঐ টাকা ব্যয় করিবার ক্ষমতা স্বেচ্ছা করিবার কি তাহার সুব্যবস্থা করিবার যে বিধি বিহিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

কোন কার্ঘ্যে ৫০০০) টাকার অধিক লাগিবার অনুমান হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের ক্ষমতার কথা।

৭৯ ধারা। কোন কার্ঘ্য পাঁচ সহস্র টাকার অধিক লাগিবার অনুমান হইলে, ঐ কার্ঘ্য আরম্ভ করিবার পূর্বে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আপনার কি গবর্ণমেন্টের কোন কার্যকারকের অনুমোদনের নিমিত্ত সেই কার্ঘ্যের নক্সা ও অনুমানপত্র অর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন,

এবং যে পাঠ নির্দিষ্ট করেন, ঐ কার্ঘ্য ক্রমশঃ চলনের ও তাহার সমাপ্ত হওয়ার বর্ণনা ও তাহাতে যত টাকা ব্যয় হয় তাহার হিসাব সেট পাঠে লিখিয়া, আপনার কি ঐ কার্ঘ্যের কারকের অনুমোদনাপ্রাপ্ত সমস্ত পাঠাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অতিরিক্ত টাকা খরচ হইলে তাহা বন্টন করিবার কথা।

৮০ ধারা। কোন বৎসরের অনুমানপত্রে কিম্বা সংশোধিত অনুমানপত্রে যে কার্ঘ্যের নিমিত্ত যত টাকা খরচ করিবার অনুমতি হইল, কমিশ্যনরেরা সেই বৎসরে সেই কার্ঘ্যে তাহার অধিক টাকা ব্যয় করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন না। কিন্তু বৎসরের মধ্যে তদ্রূপ করা আবশ্যক দেখা গেলে, অনুমানপত্রের অন্তর্গত যেহেতু দক্ষা যত করিয়া টাকা লেখা থাকে, কমিশ্যনরেরা খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবকে তাহার এক দফা হইতে সেই দক্ষার নিরূপিত কতক টাকা উঠাইয়া অন্য জমা দিয়া ঐ অনুমানপত্র পরিবর্তন করিবার পরামর্শ দিতে পারিবেন। খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব সেই নিরূপিত টাকা তদ্রূপে খরিজ দাখিল করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

আমুকানিক কার্ঘ্যাদির বার্ষিক রিপোর্ট অর্পণ করিবার কথা।

৮১ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কমিশ্যনরের আনুষ্ঠানিক কার্ঘ্যের রিপোর্ট, ও তাঁহাদের দ্বারা যে সকল কার্য সম্পাদন হইয়াছে, ও তাঁহাদের যত টাকা আর ও ব্যয় হইয়াছে, তাহার বর্ণনাপত্র যে সময়ে সে পাঠে লিখিয়া দিতে আদেশ করেন, কমিশ্যনরেরা সেই সময়ে সেই পাঠে তাহা বৎসর লিখিয়া অর্পণ করিবেন।

ঐ রিপোর্ট ও তদ্বিষয়ে গবর্ণমেন্ট যে কোন আজ্ঞা করেন তাহা হিসাববহী ও

২৭৬ মিউনিসিপালিটি সংশোধন আইন। (২য় খণ্ড)

ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক হিসাবের সহিত কমিশ্যনরদের কার্যালয়ে টাকাদাতাদের দৃষ্টির জন্য ধোলা থাকিবে।

হিসাবের পাঠ ও ভাষা আডিট করিবার কথা।

৮২ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ঐ সকল মু'নিসিপল হিসাব যেকোন পাঠে রাখিবার ও যেকোন আডিট করিবার আজ্ঞা করেন, বৎসর ২ ঐ হিসাব সেইরূপ রাখিতে ও সেইরূপে আডিট করিতে হইবে।

মিউনিসিপাল ফণ্ড রাখিবার কথা।

৮৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, মুনিসিপল ফণ্ডের নিমিত্ত যে সকল টাকা পাওয়া যায় তাহা গবর্ণমেন্টের খাজানাপানায়, কিম্বা মুনিসিপালিটি মধ্যস্থিত বা নিকটস্থ গবর্ণমেন্টের খাজানাপানাকূপে ব্যবহৃত কোন ব্যাঙ্কে কি শাখা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত করা যাইবে। ঐ টাকা যে মুনিসিপালিটির টাকা হয়, সেই মুনিসিপালিটির হিসাব বহী বলিয়া অভিপ্রেয় এক হিসাব বহীতে তাহা জমা করিয় লওয়া যাইবে।

কিন্তু তন্মধ্যে কোন টাকা তৎকালে ব্যয় করিবার প্রয়োজন না থাকিলে কমিশ্যনরদেরা সেই টাকা দ্বিগু গবর্ণমেন্টের সিক্যুরিটি কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট অন্য যে প্রকারে সিক্যুরিটি অনুমোদন করেন সেই প্রকারের সিক্যুরিটি ক্রয় করিতে পারিবেন।

টাকা দিবার আদেশপত্রের কথা।

৮৪ ধারা। এই বিষয়ে সভাপতির কি প্রতিনিধি সভাপতির ক্ষমতার যে সীমা আছে, এতৎক্রমে যেতর কমিশ্যনর সাহেবের প্রতি সভাগত কমিশ্যনরদের পরামর্শানুগারে তাহা বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল। উক্ত কমিশ্যনর সাহেব সেই ক্ষমতার সীমা স্পষ্টরূপে বৃদ্ধি করিয়া না দিলে মুনিসিপল ফণ্ড হটতে টাকা দিবার যে আদেশপত্র দেওয়া যায়, পাঁচশত টাকার অনধিক টাকা দিবার সেই আবেদনপত্রে সভাপতি কিম্বা প্রতিনিধি সভাপতি স্বাক্ষর করিবেন, তাহার অধিক টাকার আদেশ থাকিলে উক্ত দুই জন কার্যাকারক কিম্বা তাঁহাদের একজন ও অন্য একজন কমিশ্যনর তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

কমিশ্যনরদেরা ৭৮ ধারার বিধানমতে সভাগত হইয়া যে টাকা ব্যয় করিবার অনুমতি দেন, তাহা ছাড়া অন্য টাকা দিবার উক্তরূপ আদেশপত্র দেওয়া যাইবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

মিউনিসিপাল টাক্স ধার্যকরণের কথা ।

ব্যক্তিদের কিবা যোজনাত্তর অমুকল্পে টাক্সের কথা ।

৮৩ ধারা । কমিশ্যনরেরা সময়ে২ উপযুক্ত নোটিশ দিয়া মুস্পষ্টরূপে এই কার্যের নিমিত্তে বিশেষ সভা করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমতিক্রমে ঐ মিউনিসিপালিটির সীমার মধ্যে নিয়মিত এক প্রকারের টাক্স বসাইতে পারিবেন, উক্ত প্রকারের মত ।

(ক) মিউনিসিপালিটির মধ্যে যে ব্যক্তিদের যোত থাকে, তাহাদের সম্বন্ধে অমুদারে ও মিউনিসিপালিটির মধ্যে তাহাদের যে সম্বন্ধে থাকে তদনুসারে সেই ব্যক্তিদের উপর টাক্স ।

কিন্তু কোন ব্যক্তির উপর কোন এক যোতের অধিকার সম্পর্কে বৎসর ৮৩ চৌদশী টাকার অধিক ধার্য করিতে হইবে না । অথবা

(খ) মিউনিসিপালিটির মধ্যে যত যোত থাকে তাহার বার্ষিক মূল্যের উপর রেট ।

কিন্তু চাকার ও দার্জিলিঙের মিউনিসিপালিটির মধ্যে ঐ বার্ষিক মূল্যের উপর শতকরা ১০ টাকার অধিক হারে ঐ রেট ধার্য হইবে না, তদন্তর অন্য সকল যোতের বার্ষিক মূল্যের উপর শতকরা ৭১০ টাকার অধিক হারে রেট বসান যাইবে না, ও যে যোতের বার্ষিক মূল্য ৬ টাকার কম হয়, তাহার উপর কোন রেট বসাইতে হইবে না ।

অন্য২ টাক্সের কথা ।

৮৬ ধারা । কমিশ্যনরেরা সময়ে২ পূর্বোক্তমতে সভা করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমতি লইয়া ঐ মিউনিসিপালিটির সীমার মধ্যে টাকার পূর্ব ধারার লিখিত অন্যতর টাক্সের অতিরিক্ত নিম্নলিখিত সকল কি কোন টাক্স, ফী, দায়ুল কি রেট আদায় হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন —

(ক) গরুর তকনীলে যে গাড়ীর ও ঘোড়া প্রভৃতি জন্তর কথা লেখা আছে তাহার উপর টাক্স ।

(খ) গোড়ার পাড়ী রেজিস্ট্রী করিবার ফী ।

(গ) খেয়ার উপর মাহুল ও ১৫৮ ও ১৫৯ ধারার বিধান প্রবণ মানিয়া সাঁতোর ও পাঁকা সাঁতোর উপর মাহুল ।

(খ) যে যে পথে জলের যোগান আছে সেই পথে বাটী ও অমী থাকিলে যোতের বার্ষিক মূল্যের উপর শতকরা ছয় টাকার অনধিক ঐক্লপ যোগান যে পথে না থাকে সেই পথে বাটী ও অমী থাকিলে শতকরা পাঁচ টাকার অনধিক জলের রেট ।

(ঙ) ঐক্লপ বার্ষিক মূল্যের উপর শতকরা তিন টাকার অনধিক আগের টাক্স রেট ।

(চ) পাইথানা পরিষ্কার করিবার ফী ।

কিন্তু পঞ্চাশিতমতে (য) প্রকরণ সম্বন্ধে ৭ পরিচ্ছেদের বিধান, কিন্তু (ঙ) প্রকরণ সম্বন্ধে ৮ পরিচ্ছেদের বিধান, কিন্তু (চ) প্রকরণ সম্বন্ধে ৯ পরিচ্ছেদের বিধান সমস্ত বা আংশিকভাবে কোন মুনিসিপালিটিতে বর্তান না গেলে, (ঘ), (ঙ) ও (চ) প্রকরণের লিখিত টাক্স সেই মুনিসিপালিটিতে আদায় করা যাইবে না ।

ব্যক্তিদের উপর টাক্সের কথা ।

টাক্সধার্যকরণের ফর্দ প্রস্তুত করিতে হইবার কথা ।

৮৭ ধারা । মুনিসিপালিটির অন্তর্গত যোত যে ব্যক্তিদের দখলে থাকে তাঁহাদের সঙ্গতি ও সম্পত্তি অনুসারে তাঁহাদের উপর টাক্স বসাইতে স্থির হইলে, যে প্রকারের অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যিক হইতে পারে কমিশ্যনরেরা তাহা লইয়া ঐ টাক্স ধার্য করণের ফর্দ প্রস্তুত করিবেন । তন্মধ্যে এই কথ্য ও কমিশ্যনরেরা ঘেৎ কথ্য লেখা উচিত বোধ করেন তাহাও বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে—

(ক) ঐ যোত যে রাস্তার কি পথের ধারে থাকে তাহার নাম ।

(খ) রেজিষ্ট্রী বহীতে ঐ যোতের যে নম্বর থাকে তাহা ।

(গ) যোত যে ব্যক্তির দখলে থাকে, তাঁহার উপর টাক্স ধার্য হইক কিনা তিনি টাক্স হইতে মুক্ত থাকুক তাঁহার নাম ।

(ঘ) ঐ যোতের বর্ণনা ও যে ব্যক্তির টাক্স ধার্য হইল মিউনিসিপালিটির মধ্যে তাঁহার সম্পত্তির বর্ণনা ও তাঁহার বৃত্তি কি ব্যবসায় ।

(ঙ) বৎসর যত টাকা টাক্স ধার্য হইল ।

(চ) তিন তিন মাস অন্তর যত টাকার কিস্তি দিতে হইবে ।

(ছ) যোত যে ব্যক্তির দখলে থাকে তিনি টাক্স হইতে মুক্ত থাকিলে সেই মণ্ডের সংক্ষিপ্ত কথা ।

ব্যক্তিদের উপর যে টাক্স ধার্য হয় যোত যে ব্যক্তিদের দখলে থাকে, তাঁহারা তিন মাসের কিস্তি করিয়া তাহা দিবেন ।

যে ভূমিতে চাষ হইতে পারে তাহা, ও কেবল দ্বিবারের আবাদনা নির্মিত

যে ঘর প্রতিষ্ঠিত হইল এমত করে দখল থাকার যুক্ত কোন ব্যক্তির উপর ঐ টাক্স ধার্য্য কি আদায় করা যাইবে না।

টাক্সনিরূপণপত্র যত দিন প্রবল থাকিবে তাহার কথা।

৮৮ ধারা। এই আইনে ভাবান্তরের বিধান না থাকিলে, ব্যক্তিদের উপর যে টাক্স ধার্য্য হয় ১১২ ধারার বিধানমত নোটিস যে বৎসরে প্রকাশ করা যায় তাহার পর বৎসরের আরম্ভ অবধি ঐ টাক্স প্রবল হইয়া তিন বৎসর পর্য্যন্ত ও নূতন টাক্স ধার্য্যকরণপত্র কি মূল্য নিরূপণ পত্র যে তারিখে প্রকাশ করা যায় তাহার পর বৎসরের প্রথম পর্য্যন্ত, কিম্বা টাক্স ধার্য্য করণ ও মূল্য নিরূপণপত্রের পুনরালোচনা ও সংশোধন না হওয়া পর্য্যন্ত প্রবল থাকিবে।

কিন্তু এই আইন কোন স্থানে প্রচলিত করা গেল, উক্ত নোটিস যে দিন মাসের মধ্যে প্রকাশ করা যায় তাহার পর তিন মাসের প্রথমাবধি ঐ টাক্স ধার্য্য করণের প্রথম পত্র প্রবল হইতে পারিবে।

রাজকীয় গৃহাদির উপর টাক্স বসাইবার কথা।

৮৯ ধারা। কোন মিউনিসিপালিটির মধ্যে ব্যক্তির উপর টাক্স বাসন গলে গবর্ণমেন্টের সম্পত্তি হইয়া রাজকীয় ইমারত বলিয়া যে যোতের ব্যবহার থাকে সেই যোতের অধিকার উপলক্ষে কোন ব্যক্তির উপর টাক্স ধার্য্য হইবে না। কিন্তু ১০১ ধারার বিধানমতে ঐ যোতের বার্ষিক মূল্য নিরূপণ করিয়া সেই মূল্যের উপর শতকরা ৭।০ সাড়ে সাত টাকার অনধিক হারে রেট ধার্য্য হইবে, ঐ রেট গবর্ণমেন্ট হইতে দেওয়াযাইবে।

কোন ব্যক্তির উপর যত রেট ধার্য্য হয় তাহা মোটে ৮৪ টাকার অধিক হইলে কার্য্যপ্রণালী করা।

৯০ ধারা। কোন ব্যক্তির অধিকারে ছই কি তদধিক যোত থাকিতে তাঁহার উপর টাক্স ধার্য্য হইলে, ও সর্বস্বত্ব বৎসর তাহার চৌরাণী টাকার অধিক ধার্য্য হইয়া থাকিলে, ১১২ ধারার বিধানমত নোটিশ প্রকাশ হইবার পর তিনি পঞ্চদশ দিনের মধ্যে কমিশ্যনরদের নিকট সেই নির্ধারিত টাক্স রহিত করিয়া, উক্ত সকল যোতের উপলক্ষে সর্বস্বত্ব মোটে যত টাকা টাক্স ধার্য্য হইল তৎপরিবর্তে ঐ ঐ যোতের বার্ষিক মূল্যের উপর শতকরা ৭।০ সাড়ে সাত টাকার হারে রেট ধার্য্য হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে কমিশ্যনরেরা টাক্সের পরিবর্তে ঐ রেট ধার্য্য করিবেন ও যত টাকা রেট ধরিতে হইবে ইহার হিসাব করিবার জন্যে ১০১ ধারার বিধানমতে ঐ যোতের বার্ষিক মূল্য নির্ণয় করিবেন।

এই ধারামতে যে রেট বসান যায়, যে যোতের রেট ধার্য্য হইল তাহার দখল-কারের সেই রেট দিতে হইবে।

মুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

৯১ ধারা। কোন ব্যক্তির দৈন্যাদেশ প্রযুক্ত কমিশ্যনরেরা তাঁহাকে ঐ টাক্স দিবার অক্ষম বলিয়া জ্ঞান করিলে, টাক্স হটতে মুক্ত করিতে পারিবেন, কিন্তু যোত তাঁহার দখলে থাকে, তাঁহার উপর টাক্স ধার্য হউক কি নাই হউক টাক্স ধার্যকরণ পত্রের মধ্যে তাঁহার নাম লিখিতে হইবে।

অবস্থা পরিবর্তন হওয়াতে টাক্স কমাইয়া দিতে প্রার্থনা করিবার ক্ষমতার কথা।

৯২ ধারা। উক্ত টাক্স ধার্যকরণ পত্রে যে ব্যক্তির নাম লেখা থাকে যে যোতের অধিকার করণ প্রযুক্ত তাঁহার সেট টাক্স ধার্য হইল, ঐ টাক্স ধার্য করণপত্র প্রকাশ হইলে পর কোন সময়ে সেট যোত তাঁহার অধিকারে আর না থাকিলে কিম্বা তাঁহার যে সম্ভবতঃ কি সম্পত্তির উপলক্ষে সেট টাক্স ধার্য হইল তাহা কমিয়া গেলে তাঁহার প্রার্থনামতে কমিশ্যনরেরা তাঁহাকে ঐ টাক্স হটতে মুক্ত করিতে কিম্বা ঐ পত্র সংশোধন করিতে পারিবেন, এবং কমিশ্যনরেরা যে তারিখের আজ্ঞা করেন সেট তারিখ অবধি উক্ত মুক্ত করণ বা সংশোধন ফলবৎ হইবে।

টাক্স ধার্যকরণপত্র পরিবর্তন করিবার ক্ষমতার কথা।

৯৩ ধারা। টাক্স টারগ্যকরণপত্রে কোন ব্যক্তির নাম অমুমতি বিনা ছাড়া হইলে কিম্বা সেই পত্র প্রকাশ করিবার পর কোন ব্যক্তির টাক্স দিবার দায়িত্ব বর্ত্তিলে, কমিশ্যনরেরা ১১২ ধারার বিধানমতে নোটিস প্রকাশ হইবার পর কোন সময়ে ঐ ব্যক্তির টাক্স ধার্য করিতে পারিবেন, ও কোন ব্যক্তির টাক্স কম করিয়া ধরা গিয়াছে ও ভুলক্রমে কি প্রতারণা দ্বারা কম ধরা গিয়াছে, তাঁহাদের এরূপ বোধ হইলে তাহা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে কোন ব্যক্তিঃ টাক্স ধার্য কি বৃদ্ধি করা গেলে, যে তিন মাসের মধ্যে তাহা ধার্য কি বৃদ্ধি করা যায় তাহার পশ্চাত্তিন মাসের আরম্ভ অবধি তাহা প্রবল হইবে।

প্রজার পরিবর্তন হইলে কার্যপ্রণালীর কথা।

৯৪ ধারা। টাক্স ধার্যকরণপত্রে যে ব্যক্তির নাম লেখা থাকে তাঁহার স্থানে অন্য প্রজা আইনে কমিশ্যনরেরা কোন সময়ে পূর্ব ব্যক্তির নাম উঠাইয়া যোতের ঐ নূতন প্রজার নাম লিখিয়া তাহার উপর ঐ টাক্স ধার্য করিতে পারিবেন ও সেই ব্যক্তি কে অগ্রিধ অবধি ঐ যোতের দখল করিলেন সেই তারিখ অবধি সেই নির্ধারিত টাক্সের দায়ী হইবেন।

যোতের প্রজা উঠিয়া গেলে নির্ধারিত টাক্স যে সময়ে বহিত হইবে তাহার কথা।

৯৫ ধারা। বৎসরের মধ্যে কোন যোত খালী হইলে, যে তিন মাসের মধ্যে

(২য় খণ্ড)

১৮৮৪ সালের ৩ আইন।

২৮১

খালী হয় তাহার পশ্চাৎ তিন মাসের প্রথম দিবসাবধি ঐ যোক্তের দখলের উপলক্ষে নির্ধারিত টাক্স প্রবল থাকিবে না।

যোক্তের মূল্যের উপর রেটের কথা।

যোক্তের মূল্য কমিশ্যনরদের নিৰ্ণয় করিবার কথা।

৯৬ ধারা। যোক্তের বার্ষিক মূল্যের উপর স্টেট বসাইতে স্থির করা গেলে যন্ত্রণা অমূল্যদান লওয়া আবশ্যিক কমিশ্যনরেরা তাহা লইয়া নিয়মিতকিছ বিধান মতে মুনি সিপালিটীর অন্তর্গত সকল যোক্তের দখল নিকপণ করিবেন।

ঐ নিকপিত মূল্য যত দিন প্রবল থাকিবে তাহার কথা।

৯৭ ধারা। এই আইনের প্রচারান্তরের বিধান না থাকিলে মিউনিসিপালিটীর মধ্যে উক্ত মূল্যনিকপণপত্র প্রবল হইবার প্রথম দিনাবধি তিন বৎসর প্রবল থাকিবে ও নূতন মূল্যনিকপণপত্র বিবির তারিখের পর বৎসরব্যব প্রথম পর্য্যন্ত কিছা যতদিন তাহার পুনরা লোচনা ও সংশোধন না করা যায় তত দিন তাহা প্রবল থাকিবে।

যে যে গৃহ টাক্স হইতে মুক্ত থাকিবে তাহার কথা।

৯৮ ধারা। কেবল ঈশ্বর আরাধনার নিমিত্ত যে যোক্তের প্রয়োগ হয় কিছা ২৫৪ ধারামতে সাধাব পর কবচস্থান বা শ্মশান বলিয়া যাহা নিয়মিতকপে বেজেউরী করায় তাহার মূল্যের উপর রেট ধাওয়া কি আদায় করা যাইবে না।

বার্ষিক মূল্য নিশ্চয়কপে আনিবার নিয়ম যে২ রিটার্নের প্রয়োজন হইবে তাহার কথা।

৯৯ ধারা। মূল্য নিকপণপত্র প্রস্তুত করিবার জন্যে কমিশ্যনরেরা যখন উচিত বোধ করেন তখনই সকল যোক্তের স্বামিদের কি প্রজাদেব নামে নোটিস দিয়া ঐ যোক্তের খাজানার কি বার্ষিক মূল্যের রিটার্ন দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন এবং কমিশ্যনরেরা কিছা এই কার্যপক্ষে তাহাদের স্থানে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি অতি চল্লিশটা থাকিতে কোন যোক্তের প্রজাকে আপনাদের সেই যোক্তে বসাইবার মনস্থ জানাইয়া, সূর্যের উদয় ও অস্ত হইবার মধ্যে কোন সময়ে সেই যোক্তে গিয়া তাহা দেখিতে ও মাপ করিয়া আসিতে পারিবেন।

রিটার্ন দিতে ক্রটি হইলে দণ্ডের কথা।

১০০ ধারা। কোন ব্যক্তিকে যে তারিখে রিটার্ন দিবার আদেশ করা যায় সেই তারিখ অবধি এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি ঐ রিটার্ন না দিলে বা দিতে অস্বীকার করিলে কিছা জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা বা অনুরূপ রিটার্ন দিলে, তাহার ২০ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড ও যত দিন সত্য ও সঙ্গত রিটার্ন না দেন তাহার দিন প্রতি ৫০ টাকার অনধিক দৈনিক দণ্ড হইতে পারিবে এবং কেহ কোন কমিশ্যনরকে কিছা পূর্বাভাসে কমিশ্যনরদের নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে উক্ত যোক্তে প্রবেশ করিতে কিছা তাহা

লেখিতে বা মাপ করিতে বাধা দিলে বা নিবারণ করিলে, তাহার ২০০ টাকার অনধিক অর্থ দণ্ড হইতে পারিবে।

যোতের বার্ষিক মূল্য যেরূপে নির্ণয় করিতে হইবে তাহার কথা।

১০১ ধারা। কোন যোতে ৩৬ বৎসর ২ মোটে যত টাকা ভাড়া কি খাজানা যুক্তিতে হইতে পারে তাহাই ঐ যোতের বার্ষিক মূল্য বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। কমিশ্যনর বা তদনুসারে যোতের মূল্য নিকপণ করিয়া মূল্য নিকপণপত্রে লিখিবেন।

কিন্তু কোন যোতে এক বা অধিক উন্ন্যাত থাকিলে ও তাহা প্রস্তুত করিতে বাস্তবিক যে খরচ পড়িয়াছে তাহা জ্ঞান বা অনুমান করা যাইতে পারিলে, ঐ যোতের বার্ষিক মূল্য যোতের অন্তর্গত ভূমির যুক্তিমত খাজানার অতিরিক্ত কোন স্থলে ঐ খরচের শতকরা সাড়ে সাত টাকার অধিক বলিয়া গণ্য করা যাইবে না।

পরন্তু ঐরূপে বাস্তবিক যে খরচ হইয়াছে জ্ঞান বা তাহা এক লাখ টাকার অধিক হইলে, এক লাখ টাকার অতিরিক্ত যে খরচ পড়ে, তৎসমস্তকে বার্ষিক মূল্যের উপর শতকরা যত টাকা আদায় করিতে হইবে, তাহা ১০২ ধারামতে কমিশ্যনরদের নির্দ্ধারিত শতকরার চতুর্থাংশের অধিক হইবে না।

আর এই ধারামতে কোন যোতের বার্ষিক মূল্য নিকপণ করিতে হইলে, ঐ যোতের উপর যে কোন কল থাকে, তাহার মূল্য দিতে হইবে না।

যোতের উপর যে হাবে চান্স হইতে হইবে তাহা নিকপণ করিবার কথা।

১০২ ধারা। রেট যে বৎসরে চলিবে কমিশ্যনর বা তাহার পূর্ব বৎসরের অবসানের অগ্রে সভা করিয়া যোতের উপর শতকরা যে হারানুসারে রেট আদায় করিতে হইবে, ১৩ ধারার বিধান প্রবল মানিয়া, তাহা স্থির করিবেন; ও শতকরা হিসাবে কমিশ্যনরদের সেই হার নিকপণ হুচক আদায় যত দিন না বৃদ্ধি করা যায়, ও কমিশ্যনরদের সন্মতিক্রমে হইয়া আগামি বৎসরের আবশ্য অবধি যোতের মূল্যের উপর শতকরা অন্য হারের রেট আদায় হইবে ইহা যত দিন নিকপণ না করেন, তত দিন পূর্বোক্ত হার প্রবল থাকিবে।

কিন্তু এই আইন কোন স্থানে প্রথম প্রচলিত করা গেলে, কমিশ্যনরদের সন্মতিক্রমে হইয়া যে তিন মাসের মধ্যে শতকরা যে হার নির্দ্ধার্য করেন তাহার পশ্চাৎ তিন মাসের আরম্ভ অবধি সেই হারানুসারে বেট প্রথম আদায় হইতে পারিবে।

মূল্য নিকপণের ও রেটের পত্র প্রস্তুত করিবার কথা।

১০৩ ধারা। আগামি বৎসরে শতকরা যে হারানুসারে রেট আদায় করিতে হইবে ইহার পূর্ব ধারামতে এই কথা স্থির করা গেলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে, কমিশ্যনর বা মূল্য নিকপণপত্র ও রেটের নির্ঘণ্টপত্র প্রস্তুত করাষ্টবেন। তদনুসারে

নিম্নলিখিত কথা ও কমিশানরেরবা অন্য যে যে কথা লেখা উচিত জান করেন তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে,

(ক) যোত যে রাস্তার কি পথের ধারে আছে তাহার নাম।

(খ) রেজিষ্টারী বহীতে যোতের যে নম্বর থাকে তাহা।

(গ) যোতের বর্ণনা।

(ঘ) যোতের বার্ষিক মূল্য।

(ঙ) স্বামির নাম।

(চ) বৎসরে যত টাকা রেট দিতে হইবে।

(ছ) তিন তিন মাসে যত টাকার কিস্তি দিতে হইবে।

(জ) যোতের উপর টাক্স দার্য্য না হইলে, সেই মাসের সংক্ষিপ্ত কথা।

যোতের উপর যে রেট দ্রা যাব, যোতের স্বামী তিন তিন মাসের কিস্তি করিয়া তাহা দিবেন।

যদি ভূমিতে থাকে সেই ভূমির টাক্স মুক্ত ঘরের টাক্স ধরবার কথা।

১০৪ ধারা। ঘর এক স্বামির হইলে, ও তাহা যে ভূমিতে থাকে ও পার্শ্বস্থ যে ভূমির সঙ্গিত তাহার ভাড়া নিম্ন দেওয়া গিয়া থাকে সেই ভূমি অন্য ব্যক্তির হইলে, কমিশানরেরবা সেই ঘরের ও ভূমির মূল্য একত্র ধরিয়া তাহার উপর মোট রেট দার্য্য করিতে পারিবেন।

ঐ রেটের সমষ্টি টাকা ঘরের স্বামির দিতে হইবে। তিনি ঐ ভূমির যত থাকানা দিয়া থাকেন তাহা ঐ যোতের বার্ষিক মূল্যের যে অংশ হয়, তিনি উক্ত যে রেট দিলেন তাহার সেই অংশ থাকানা হইতে তাহার কাটিয়া লইবার অধিকার থাকিবে।

১০৫ ধারা। ঘরের স্বামী যে হারানুসারে ঐ রেট কাটিয়া লন তাহাযশে ঐ ভূমির ও ঘরের স্বামির অনৈক্য হইলে, তাহার কত দিতে হইবে কমিশানরেরবা একতর ব্যক্তি প্রার্থনামতে ইহার মীমাংসা করিবেন, ও সেই মীমাংসা চূড়ান্ত হইবে।

স্বামী মিউনিসিপালিটিতে বাস না করিলে প্রজার স্থানে টাক্স লইবার ও ভাড়াহইতে

প্রজার তাহা কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

১০৬ ধারা। যোতের স্বামীর স্থানে টাক্সের টাকা পাওনা থাকিলে, ও দাওয়ার নোটিস উচিতমতে দেওয়া গেলেও টাকা না দেওয়া গেলে, ও সেই স্বামী মিউনিসিপালিটির মধ্য বাস না করিলে কিম্বা সেই স্বামির বাসস্থান জানা না হইলে, ঐ যোত যে সময়ে বাহার দখলে থাকে তাহার স্থানে ঐ টাকা আদায় করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে। প্রজা সেই টাকা দিলে, কিম্বা তাহার স্থানে তাহা আদায়

করা গেলে তৎপশ্চাৎ তাঁহার যে ভাড়া দেনা হয় তাহা হইতে তিনি ঐ টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন।

কিন্তু যোতের স্বামীর স্থানে এক বৎসরের অধিক কালের রেন্ট বাকী থাকিলে, প্রকার স্থানে তাহা আদায় করা যাটবে পারিবে না।

অত্যন্ত কষ্টের স্থলে কমিশ্যনরের ক্ষমতার কথা।

১০৬ ধারা। মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত কোন যোতের উপর রেন্ট আদায় করিতে গেলে, ভাষগতিক বিবেচনায় সেট টাকাদারী ব্যক্তির অত্যন্ত কষ্টের সজ্জাবনা হইলে কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া ঐ যোতের উপর দেনা টাকা কমাইয়া দিতে কিম্বা ক্ষমা ও করিতে পারিবেন।

অবধারিত রেন্ট কমাইয়া দিয়ার প্রার্থনার কথা।

১০৭ ধারা। স্বামী বাহা নিবারণ করিতে অশক্ত এমনত কোন কারণে যোতের মূল্য কমিয়া গেলে তিনি ঐ যোতের নিরূপিত মূল্য কমাইয়া দিয়ার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

মূল্য নিরূপণ ও টাক্সার্থ্যকরণপত্র সংশোধন করিবার ক্ষমতার কথা।

১০৮ ধারা। অনুমতি না থাকিলেও ঐ মূল্য নিরূপণের ও রেন্টের নির্ধার্তপত্রে কোন যোত লিখিবাব ত্রুটি হইলে, কিম্বা ঐ নির্ধার্তপত্র প্রকাশ করা গেলে পর ঐ যোতের মূল্য নিরূপণ ও রেন্ট ধায়া হওয়া উচিত হইলে, কমিশ্যনরেরা ১১২ ধারামত নোটিস প্রকাশ করিবার পর কোন সময়ে সেই যোতের মূল্য নিরূপণ ও রেন্ট ধায়া করিতে পারিবেন, এবং ভুল চুক ক্রমে কি প্রত্যাহার দ্বারা কোন যোতের কম মূল্য ধরা কি রেন্ট ন্যূন করিয়া ধরা হইয়াছে বোধ হইলে তাহার মূল্য ও রেন্ট বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, এবং কোন যোতে যে গৃহাদি থাকে তাহার বৃদ্ধি কি পরিবর্তন হওয়াতে তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইলে, তাহার পুনরায় ঐ যোতের মূল্য নিরূপণ কারতে ও তাহার উপর রেন্ট ধায়া করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে যে তিন মাসের মধ্যে যে রেন্ট ধায়া হয় কি বৃদ্ধি করা যায়, তাহার পশ্চাৎ তিন মাসের আরম্ভ অবধি সেই নির্ধারিত কি বর্দ্ধিত রেন্ট প্রবল হইবে।

টাক্সার্থ্যকরণপত্র সংশোধন করিবার কথা।

১০৯ ধারা। মূল্য ও রেন্ট নিরূপণ পত্রে যে যোত বাহার নামে লেখা থাকে সেই যোত অন্য ব্যক্তির হস্তগত হইলে, কমিশ্যনরেরা কোন সময়েই সেই নির্ধার্ত পত্রে, পূর্ব ব্যক্তির নাম কাটিয়া সেই অন্য ব্যক্তির নাম লিখিতে পারিবেন।

ঐ যোক্ত হস্তাক্ষর করিবার তারিখের পর যে তিন মাস উপস্থিত হয় তাহার প্রথম দিনাবধি ঐ ব্যক্তি ঐ যোক্তের উপর নির্দ্ধারিত ঐ রেটের দায়ী হইবে।

যোক্ত খালী থাকিলে ক্ষমা করিবার কি টাকা ফিরাইয়া দিবার কথা।

১১০ ধারা। কোন বৎসরের কোন যোক্ত বাইট দিন কি তাহার অধিক কাল ক্রমাগত খালি থাকিলে, যত দিন খালি থাকে কমিশ্যনরেরা তত দিনের হিসাব ধরিয়া সেই যোক্তের সেই বৎসরের রেটের অর্দ্ধেক ক্ষমা করিবেন, কিন্তু ঐ রেটের টাকা পূর্বে দেওয়া গিয়া থাকিলে তাহার অর্দ্ধেক ফিরাইয়া দিবেন।

কিন্তু এমন হলে প্রয়োজন যে ঐ যোক্তের স্বামী কিনা তৎপক্ষ কর্মকারক কমিশ্যনরদিগকে ঐ যোক্ত খালি থাকিবার নোটিস লিখিয়া দেন, এবং কমিশ্যনরের আফিসে ঐ নোটিস দিবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে ঐ টাকা ফিরাইয়া দিবার প্রার্থনা করা যায়।

টাক্সের যে টাকা ক্ষমা করা কি ফিরাইয়া দেওয়া যাউবে, সেই নোটিস দিবার তারিখ অবধি তাহার হিসাব ধরিতে হইবে।

দণ্ডের কথা।

১১১ ধারা। ইহার পূর্বে ধারা মতে যে যোক্তের রেট ক্ষমা করা কি ফিরাইয়া দেওয়া হইল সেই যোক্তে পুনরায় প্রজ্ঞা আইলে, তাহার পুনশ্চ দণ্ড হইবার দশ দিনের মধ্যে ঐ যোক্তের স্বামী তাহার পুনশ্চ দণ্ড হওয়ার নোটিস না দিলে ঐ যোক্তের উপর তিন তিন মাসের রেট বলিয়া যত টাকা দেনা হয় ঐ স্বামীর তাহার তিনগুণের অনধিক অর্থ দণ্ড হইতে পারিবে।

ব্যক্তির উপর যে টাক্স ও যোক্তের উপর যে রেট ধার্য হয় উভয়ক ও তাহা আদায় করণ বিষয়ক সাধারণ বিধি।

রেট ধার্য হওয়ার নোটিস প্রচার করিবার কথা।

১১২ ধারা। ব্যক্তির উপর টাক্স ধার্য করণপত্র কিনা যোক্তের মূল্য নিরূপণপত্র ও যোক্তের বার্ষিক মূল্যের উপর রেটের নির্ধারিত প্রাপ্ত কি সংশোধন করা গেলে পর সভাপতিই তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া কমিশ্যনরগণের কার্যালয়ে রাখাইয়া ৩৫৪ ধারার বিধান মতে তৃতীয় তপসীলে A চিহ্নিত পাঠে কিনা হইল বিশেষে B চিহ্নিত পাঠে নোটিস প্রচার করাইবেন।

পুনরালোচনা করিবার প্রার্থনার কথা।

১১৩ ধারা। কোন ব্যক্তির উপর যত টাকা টাক্স ধার্য হইল কিনা কোন যোক্তের যত মূল্য কি যত টাকা রেট ধার্য হইল তিনি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইলে, কিনা কোন যোক্ত তাহার অধিকারে নাই বলিয়া কিনা তিনি টাক্স কি রেট দিবার যোগ্য নহেন বলিয়া প্রতিবাদ করিলে,

তিনি সেই নির্দ্ধারিত টাক্স কি নিকপিত মূল্য কি রেট পুনরালোচনা করিবার জন্যে কিম্বা আপনাকে ঐ টাক্স কি রেট হইতে মুক্ত করিবার অন্য কমিশ্যনরদের নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

পুনরালোচনা হইলে কার্য্য চলার কথা।

১১৩ ধারা। ইহার পূর্বে ধারামতে যে প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করা যায় তিন জনের অন্তর কমিশ্যনর সেই প্রার্থনা শুনিয়া নির্ণয় করিবেন। সভাপতি তাঁহা-
দিগকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। কমিশ্যনরেরা তদ্রূপে নিযুক্ত হইয়া যদ্রূপ অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহা লইয়া ঐ প্রার্থনাপত্র বিষয়ে যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ স্থলে ঐ কমিশ্যনরদের কিম্বা তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তির নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

পুনরালোচনা করণার্থ প্রার্থনা করিবার মিয়াদেয় কথা।

১১৫ ধারা। ঐ কমিশ্যনরদের অধোদমতে প্রার্থনা করিবার মিয়াদ বৃদ্ধি তওয়ার বিশিষ্ট কারণ দেখান না গেলে ও এই আইনে প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, অবশ্যরিত যে টাক্স কিম্বা নিকপিত যে মূল্য কিম্বা নিদ্ধারিত যে রেটের বিষয়ে উক্ত প্রার্থনা করা যায়, ১১২ ধারায় তাহার নির্ধারিত বিষয়ক যে নোটিসের আজ্ঞা হইল, সেই নোটিস প্রচার করিবার আরম্ভ অবধি একমাস কিম্বা যে রেটের বিষয়ে ঐ প্রার্থনা করা যায় সেই রেট অনুসারে টাক্স দাওয়ার প্রথম নোটিস যে তারিখে দেওয়া যায়, সেই তারিখ অবধি পনের দিন, এইহার মধ্যে যে মিমাংসা শেষে অগ্রীকৃত হয় সেই মিমাংসা হইলে পর তদ্রূপ প্রার্থনাপত্র গ্রাহ্য হইবেন।

নিকপিত টাক্স বিষয়ক আপত্তি কেবল আইনমতে হইলে পারিবার কথা।

১১৬ ধারা। নিকপিত টাক্সের কি রেটের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিলে, কিম্বা কোন ব্যক্তির টাক্স কি রেট দিবার যোগ্যতা বিষয়ে কোন প্রতিবাদ থাকিলে, এই আইনে যে বিধান হইয়াছে কেবল সেই বিধানমতে আপত্তি কি প্রতিবাদ হইতে পারিবে, অন্য কোন প্রকারে কিম্বা অন্য কোন শক্তিক্রমে হইতে পারিবে না।

টাকা আদায়ের সময়ের কথা।

১১৭ ধারা। রবিবার ও অবশ্যরিত বন্দের দিন ভিন্ন প্রতিদিন কোন সময়ের টাকা আদায়ের ও কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্ত কাছারী খোলা থাকিবে কমিশ্যনরেরা ইহা নিকপণ করিয়া আপনাদের কাছারী ঘরে তাহার জাপনপত্র লাগাইয়া দিবেন।

টাক্স আগামী দিতে হইবার কথা।

১১৮ ধারা। ১১২ ধারামতে যে নির্ধারিত নোটিস প্রচার করা যায়, তদনুযায়ী ব্যক্তির উপর টাক্সের কিম্বা যোতের উপরে রেটের নিমিত্ত কোন ব্যক্তির দেনা

বলিয়া যত টাকা লেখা থাকে তাহাই তাঁহাদের দেনা বলিয়া জ্ঞান হইবে, কিন্তু যদি কমিশ্যনরেরা তৎপরে এই আইনের বিধানমতে ঐ নির্ঘণ্টপত্রের লিখিত টাকা পরিবর্তন করিয়া থাকেন, তবে পরিবর্তন হইয়া অবধারিত টাক্স কি রেটস্বরূপ যত টাকা ধরা যায় তাহাট তাঁহার দেনা বলিয়া জ্ঞান হইবে।

ঐ টাক্সের কি রেটের যে তিন মাসের যে কিস্তি দেনা হয়, তাহা সেই তিন মাসের প্রথম দিনেই দেনা বলিয়া গণ্য হইবে।

রসীদ দিবার কথা।

১১৯ ধারা। এই আইনমত কোন টাক্সের কি রেটের নিমিত্ত টাকা দেওয়া গেলে টাক্স আদায়কারী কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি কমিশ্যনরদের স্থানের রসীদ দিবার ক্ষমতা পান তিনি যত টাকা পাটলেন, ও যে টাক্সের কি রেটের নিমিত্ত ঐ টাকা দেওয়া গেল তাহা নির্দেশ করিয়া রসীদ লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া দিবেন।

বিল ও দাওয়ার নোটিস দিতে হইবার কথা।

১২০ ধারা। কোন টাক্সের কি রেটের নিমিত্ত টাকা পাওনা হইলে পর, যে ব্যক্তির স্থানে ঐ টাকা পাওনা হয়, কমিশ্যনরেরা ছয় মাসের মধ্যে কোন সময়ে তাহাকে ঐ টাকার বিল দেওয়াইবেন। যে কালের নিমিত্ত এবং যে টাক্সের কি রেটের নিমিত্ত ঐ টাকার দাওয়া হয় ঐ বিল তাহার বর্ণনা লেখা থাকিবে।

ঐ বিল দেখাইবার সময়েই বিলের উল্লিখিত টাকা না দেওয়া গেলে দায়ী ব্যক্তিকে চতুর্থ তফসীলের A চিহ্নিত পাঠে দাওয়ার নোটিসের সঙ্গে বিলের প্রতি-লিপি সংযোগ করিয়া দেওয়া যাইবে, ও তৎপরে কোন সময়েও তাঁহাকে সেই দাওয়ার নোটিস দেওয়া যাইতে পারিবে,

কিন্তু ঐ নোটিস দিবার ক্ষমতা কোন খবর লাগিয়া যাইবে না।

সভাপতি কিম্বা তদর্থ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মী কাকে ঐ দাওয়ার নোটিসে স্বাক্ষর করিবেন, ও টাকা লইবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা ঐ নোটিস দেওয়া যাইবে।

পোনের দিনের মধ্যে না দেওয়া গেলে ফোক করিবার পরওয়ানা জারী হইবার কথা।

১২১ ধারা। কোন ব্যক্তিকে ঐ বিল ও নোটিস দেওয়া গেলে পর পঞ্চদশ দিনের মধ্যে কিম্বা ১১৭ ধারামতে পুনরাগোচনা করিবার পার্থক্যপত্রের উপর কোন আজ্ঞা করা গেলে, সেই আজ্ঞার তারিখ অথবা পঞ্চদশ দিনের মধ্যে, তিনি কমিশ্যনরদের কার্যালয়ে তাহাদিগকেই কিম্বা তাহারা যে ব্যক্তিকে ঐ টাকা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা দেন তাহাকে তাহার দেনা টাকা না দিলে, কিম্বা কমিশ্যনরদের নিকট সেই টাকা না দিবার উপযুক্ত কারণ না দর্শাইলে, ঐ নোটিস জারী হইবার

তারিখাবধি কিম্বা পুনরালোচনা করিবার পূর্বোক্ত শ্রাবনা হইয়া যে আজ্ঞা হইল সেই আজ্ঞার তারিখাবধি তিন মাসের মধ্যে কোন সময়ে এ বাকীদারের লালম ও হালিমা গোকু কিম্বা ব্যবসায়ের কি কুসিদ্ধার্থের হাতিয়ার ও যন্ত্রাদি ছাড়া যে অস্ত্রাবর দ্রব্য যে স্থানেই পাওয়া যাউক তাহা কিম্বা যে যোতের নিমিত্ত ঐ বাকীদার সেই টাক্সের কি রেটের দায়ী হন সেই যোতের মধ্যে পূর্বোক্ত বস্তাদি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির যে অস্ত্রাবর দ্রব্য পাওয়া যায়, সেই দ্রব্য ক্রোক ও নীলাম হইয়া ঐ বাকী পাওনা এবং চতুর্থ তফসীলের ঐ চিহ্নিত কীর টেবিলে যে হার নির্দিষ্ট হইল সেই হারে খরচ আদায় করা যাউতে পারিবে।

সেই দ্রব্য কি তাহার কোন অংশ বাকীদার ভিন্ন অন্য ব্যক্তির দ্রব্য হইলে, তদ্রূপ ক্রোককরণ দ্বারা ঐ দ্রব্যের স্বামীর যে হানি হইয়া থাকে, কিম্বা ঐ দ্রব্য ক্রোক না হয় কি ক্রোক হইয়া বিক্রয় না হয় এই নিমিত্ত স্বামী বে টাকা দিয়া থাকেন, বাকীদার তাহার সেই হানিপূরণের কি সেট টাকার দায়ী হইবেন।

যে প্রকারে ক্রোক করিতে হইবে তাহার কথা।

১২২ ধারা। ইহাব পূর্ব ধারামতে ক্রোক ও নীলাম করিবার যে পরওয়ানা বাহির হয়, কমিশানরেরা তাহা দিবেন ও তাহা চতুর্থ তফসীলের C পাঠে লেখা যাউবে।

অস্ত্রাবর দ্রব্য ধরিয়া লইয়া তাহা ক্রোক করা যাইবে ও জারী করিবার নিমিত্ত পরওয়ানা যে কর্মকারককে দেওয়া যায় তিনি সেই দ্রব্য উপযুক্তমতে রাখিবার দায়ী হইবেন।

পরওয়ানামতে যত দ্রব্য ক্রোক করা যায় উক্ত কর্মকারক তাহার নির্ধারিত করিবেন, এবং ঐ দ্রব্য যে মিউনিসিপালিটির কি পল্লীর মধ্যে থাকে তথায় চেন্ডরা দিয়া, ও বাকীদারকে চতুর্থ তফসীলের D পাঠে নোটিস দিয়া, নীলামের পূর্বে অতি কম দশ দিন থাকিতে ঐ নীলামের নোটিস ও নীলাম যে সময় ও যে স্থানে হইবে তাহার নোটিস দিবেন।

কিন্তু ক্ষয়শীল দ্রব্য হইলে বাকীদারের সম্মতি লইয়া অবিলম্বে কিম্বা তদ্রূপ সম্মতি বিনা তাহা ধরিয়া লইবার পর ছয় ঘণ্টা বাধে কোন সময়ে নীলাম করা যাউতে পারিবে।

দ্বার ভাঙিয়া খুলিতে কর্মকারকের ক্ষমতা কথ্য।

১২৩ ধারা। বাকীদারের অস্ত্রাবর দ্রব্য কোন ঘরের মধ্যে আছে, পরওয়ানা জারী করিতে যে কর্মকারককে দেওয়া যায় তাহার এমন বিশ্বাস করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ থাকিলে, তিনি আপনার ক্ষমতা ও অতি দায় আনাহীয়া ঘরে প্রবেশ করিবার,

অসুস্থতা চাহিগেও যদি অন্য প্রকারে প্রবেশ করিতে না পান, তবে কমিশ্যনরদের বিশেষ আজ্ঞা পাইয়া ঐ দ্রব্য ক্রোক করিবার জন্য সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হইবার সময়ের মধ্যে ঐ ঘরের বহির্দ্বার কি খিরকী দ্বাৰ কি জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবেন।

কিন্তু জানালা অর্থাৎ ক্রীলোকদের অন্তপুর বলিয়া যে ঘর দেশাচারমতে গোপনীয় জ্ঞান হয় তিনি তিন ঘণ্টার নোটিস না দিয়া ও ক্রীলোকদের চলিয়া যাইবার সুযোগ না দিয়া সেই ঘবে প্রবেশ করিতে কিম্বা সেই ঘরের দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবেন না।

নীলাম্বর রূপে হইবে তাহার কথা।

১২৩ ধারা। নীলাম্বর হটবার নিকট সময়েব পূর্ব্বে খরচাসমেত পাওনা টাকা না দেওয়া গেলে, কিম্বা কমিশ্যনরদেরা সেই পরওয়ানা বহিত কি স্তগিত না করিলে, উক্ত যে অস্থানের দ্রব্য ক্রোক করা গেল তাহা নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে যত দূর সাধ্য প্রকাশ্যরূপে নীলাম্বর করা যাইবে। তদ্ভাবা যে টাকা পাওয়া যায় তাহা হইতে বাকী টাকা ও খরচা কাটিয়া বাকী যাইবে।

নীলাম্বরোপন্ন টাকার উদ্বৃত্ত থাকিলে মিউনিসিপল ফণ্ডে জমা করা যাইবে, এবং কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরদের জ্ঞাপনমতে কিম্বা উপযুক্ত সম্মতিপ্রাপ্ত আদালতে আপনার স্বত্ত্ব স্থাপন করিলে, তাঁহাব দাওয়ামতে তাঁহাকে দেওয়া যাইতে পারিবে।

নীলাম্বের রিটার্নের কথা।

টাক্স আদায়কারী কিম্বা অন্য যে কর্ম্মকাবক হৃদয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন তিনি চতুর্থ অক্টোবর (৪) পার্চে কমিশ্যনরদের নিকটে ঐ সকল নীলাম্বের রিটার্ন দিবে।

নীলাম্ব কোন ব্যক্তিদের প্রতি ক্রয় করিতে নিষেধ হওয়ার কথা।

১২৫ ধারা। কমিশ্যনরদের সকল কর্ম্মকারকের ও চাকরের প্রতি ও সকল চৌকিদারের ও কনেষ্টবলের ও পোশিদের অন্য কর্ম্মচারীদের প্রতি এই নিষেধ হইল যে তাঁহারা উক্ত কোন নীলাম্ব কোন দ্রব্য ক্রয় না করেন।

ক্রোক ও নীলাম্বের হিসাব কমিশ্যনরদের রাখিবার কথা।

১২৬ ধারা। এই আইনমতে টাক্স আদায় করিবার নিমিত্ত যে ক্রোক ও নীলাম্বর করা যায়, কমিশ্যনরদেরা তাহার নিযুক্তি হিসাব রাখিবার বিধান করিবেন।

মিউনিসিপালিটির নীমার বহিভূত সক্ষমতা বিজ্ঞেয়র কথা।

১২৭ ধারা। বাণীদারের যত দ্রব্য বিক্রয় হইলে তাঁহাব ঐ দেমা টাকা শোধ হইতে পারে, যদি মিউনিসিপালিটির মধ্যে তাঁহার কিম্বা যে বাড়ীর নিমিত্ত তাঁহার টাক্স কি রেট ধার্য্য হইল সেই বাড়ীরও মধ্যে তত দ্রব্য কি আসবাব পাওয়া না

যায়, তবে কমিশ্যনরদের প্রার্থনা হইলে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনাদেব এলাকার অন্তর্গত অন্য কোন স্থানে ঐ বাকীদারের অস্থাবর কোন সম্পত্তি কি বিষয় ক্রোক ও নীলাম করিবার জন্য, কিম্বা অন্য কোন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে বাকীদারের অস্থাবর কোন সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করিবার জন্য আপন আদালতের কোন আমলাকে পরওয়ানা দিতে পারিবেন। সেই অন্য ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত প্রকারের জাবী কবা পরওয়ানার পৃষ্ঠে স্বাক্ষর করিয়া তদনুসারে কার্য্য করাইবেন, ও টাকা আদায় হইলে, যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পরওয়ানা দিলেন তাহার নিকট পাঠাইবেন, তিনি কমিশ্যনরদিগকে ঐ টাকা দিবেন।

দাঁড়ায়তে কার্য্য না হওয়াতে ক্রোক কি নীলাম অবৈধ না হইবার কথা।

১২৮ ধারা। এত আইনের বলে ক্রোক কি নীলাম হইলে, তৎসম্পর্কীয় বিলের কি নোটিসের কি সমনের কি ক্রোকী পরওয়ানার কি নির্ঘণ্টপত্রের কিম্বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কোন ভ্রম কি দোষ কি দাঁড়ায় ব্যতিক্রম হইলেও, সেই ক্রোক কি নীলাম অবৈধ বলিয়া জ্ঞান হইবে না ও যে ব্যক্তি ঐ কার্য্য করেন তাহাকে তৎক্রোক অনধিকার প্রবেশকাবী বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

ক্রোক না করিয়া কিম্বা ক্রোক নিষ্ফল হইলে কমিশ্যনরদের বোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবার কথা।

১২৯ ধারা। ক্রোক ও নীলামকরণ দ্বারা আদায় না করিয়া বিন্দু তদুপায় সমুদয় টাক্স কি তাহার একাংশ আদায় করিতে না পারিলে কমিশ্যনররা ঐ টাকা, দায়ী ব্যক্তির নামে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতে নালিশ করিতে পারিবেন।

টাক্স আদায় হইতে না পারিলে তাহার কথা।

১৩০ ধারা। কোন টাক্সের কি রেটের টাকা কমিশ্যনরদের বিবেচনামতে আদায় হইতে না পারিলে, তাহারা আপনাদেব খাতাবহী হইতে সেই টাকা উঠাইয়া ফেলিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

গাড়ী ও ঘোড়া প্রভৃতি জন্তর উপর টাক্সের কথা।

১৩১ ধারা। পঞ্চম তফসীলে যে গাড়ী ও ঘোড়া প্রভৃতি জন্তর উল্লেখ হইয়াছে তাহার উপর টাক্স ধার্য্য করিতে হইর করা গেল, উক্ত তফসীলে যে প্রকারের গাড়ী ও ঘোড়া ও অন্য জন্তর কথা বিশেষ করিয়া লেখা গেল, মিউনিসিপালিটীর মধ্যে সেই প্রকারের যে গাড়ী প্রভৃতি রাখা যায় কি নিত্য ব্যবহৃত হয় কিম্বা মিউনিসিপালিটীর মধ্যে নিয়ত ব্যবহৃত হয় তাহার টাক্স দিতে হইবে কমিশ্যনররা সভাগত হইয়া এই আজ্ঞা করিয়া ৩৫৪ ধারার বিধানমতে ঐ আজ্ঞা প্রচার করাইবেন।

ঐ টাক্স প্রথমে যে অর্দ্ধ বৎসরে প্রচলিত হইবে তাহার আরম্ভের পূর্বে নূন কল্পে এক মাস থাকিতে ঐ আজ্ঞা প্রচার করা যাইবে, এবং উক্ত তফসীলের হারের অন-
ন্যিক হারে ঐ টাক্স আদায় করা যাইবে তাহাও ঐ আজ্ঞায় নির্দেশ করা হইবে।

কিন্তু নিম্নলিখিত গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতির উপর ঐ টাক্স বসান যাইবে না।

(ক) যে সৈনিকেরা সৈন্যদলসংক্রান্ত কৰ্ম করিতেছেন তাহাদের একই জনের একই ঘোড়া কি টাটু।

(গ) ভারতবর্ষীয় বলটিয়ার বিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইনের ২৫ ধারামতে যেই
জন্ত মিউনিসিপাল সত্বল টাক্স হইতে মুক্ত থাকে সেহই জন্ত।

(গ) গবর্ণমেন্টের কি কমিসানরের গাড়ী কি ঘোড়া প্রভৃতি কিনা গবর্ণমেন্ট
কি কমিসানরেরা আপনাদের কোন কর্মকারকে কর্ম নিষ্পাদন করিবার জন্যে
যে গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতি যাবিবার খরচ দিয়া থাকেন তাহা।

(ঘ) কোন পল্টনের দ্বারা কিনা কেবল পল্টনের কাঁথোর নিমিত্ত যে জন্তর
ব্যবহার হয় তাহা।

(ঙ) পোলীসের কর্মকারকেরা যে ঘোড়ার কি টাটু ব্যবহার করেন, একই জন
কর্মকারকের পক্ষে এরূপ একটির অনধিক ঘোড়া কি টাটু।

(চ) যে গাড়ীর চাকাব ব্যাগ চক্ৰ ইকির অধিক নয় সেই গাড়ী।

(ছ) যাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতি ক্রয় বিক্রয় করেন তাহাদের
অন্য কাঁথোর নিমিত্ত না হইয়া কেবল বিক্রয় করিবার জন্যে যে গাড়ী কি ঘোড়া
প্রভৃতি থাকে তাহা।

তজুপে যে টাক্স নির্ধারিত হয় তাহা পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত প্রবল থাকার কথা।

১৩২ ধারা। কমিসানরেরা ইহার পূর্বে ধারামতে টাক্স ধাওয় করণার্থ যে আজ্ঞা
করেন, তাহা যত দিন না রহিত করা যায় তত দিন প্রবল থাকিবে, আর কমিসান-
রেরা কোন বৎসরের অগাধের পূর্বে নূন কল্পে পঞ্চদশ দিন থাকিতে সভাগত
হইয়া আগামী বৎসরের টাক্স অন্য হারে আদায় হইবার আজ্ঞা যত দিন না করেন
ও প্রকাশ না করেন, পূর্বোক্তমতে প্রচারিত আজ্ঞার নিদিষ্ট হারে ঐ টাক্স তত দিন
আদায় হইতে থাকিবে।

লাইসেন্স যেরূপে পাওয়া যাইবে তাহার কথা।

১৩৩ ধারা। কোন মিউনিসিপালিটির মধ্যে ১৩১ ধারামতে টাক্স বসান গেলে
পঞ্চম তফসীলে যে গাড়ী ও ঘোড়া ও অন্য জন্তর কথা লেখা আছে, টাক্স দিবার
যোগ্য সেই গাড়ীর কি ঘোড়া প্রভৃতির যে স্বামীর লাইসেন্স লইতে হইবে তিনি
প্রত্যেক অর্দ্ধ বৎসরের প্রথম মাসের মধ্যে, সেই গাড়ীর ও ঘোড়ার ও অন্য জন্তর
বর্ণনাপত্র লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া কমিসানরের নিকট পাঠিবেন।

আরো ইহার পূর্ক দুই ধারামত যৎকালে যে আজ্ঞা প্রবণ থাকে তদ্ব্যতীত যে হার নির্দিষ্ট হইল, তদনুসারে স্বামী ঐ বর্ণনাপত্রের লিখিত গাড়ীর ও ঘোড়ার ও অন্য জন্তুর উপর চলিত অর্দ্ধ বৎসরের টাক্স ও যৎকালে কমিস্যনরদিগকে দিবেন।

অর্দ্ধ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে গাড়ী প্রভৃতি পাওনা গেলে ও হার টাক্সের একাংশ দিবার কথা।

১৩৩ ধারা। কোন অর্দ্ধ বৎসর আরম্ভ হইবার পর কোন সময়ে কোন ব্যক্তি উক্ত তফসীলের উল্লিখিত কোন গাড়ী কি ঘোড়া কি অন্য জন্তু পাইলে, ও তাহার জন্য সেই অর্দ্ধ বৎসরের নিমিত্ত লাইসেন্স দেওয়া না গিয়া থাকিলে, তিনি সেই গাড়ী ও ঘোড়া প্রভৃতি যে তারিখে পাইলেন, সেই তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে পূর্বোক্ত শকারের বর্ণনাপত্র লিখিয়া দিবেন, এবং অর্দ্ধ বৎসরের অবশিষ্ট দিন পুরা অর্দ্ধ বৎসরের যে অংশ হয় তদনুসারে অর্দ্ধ বৎসরের পুরা টাক্সের একাংশ দিবেন। সেই ব্যক্তি যে তারিখে ঐ গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতি পাইলেন সেই তারিখ অবধি ঐ টাক্স হিসাব ধরিতে হইবে।

টাক্স দেওয়া গেলে কমিস্যনরদের লাইসেন্স দিবার কথা।

১৩৪ ধারা। পূর্বোক্তমতে টাক্সের পাওনা টাকা পাইলে, যে ব্যক্তি যে কালের নিমিত্ত ঐ টাকা দিগেন কমিস্যনরদের। কিন্তু যৎকালে তাঁহাদের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি তাঁহাকে সেই কালের নিমিত্ত আপন গাড়ীর ও ঘোড়ার ও অন্য জন্তুর লাইসেন্স দিবেন।

ঐ লাইসেন্স চ'ণ্ড অর্দ্ধ বৎসরের নিমিত্ত প্রবণ থাকিবে, তাহার পর নয়।

স্বামির অনুপস্থানেও গাড়ী প্রভৃতির টাক্স লাগিবার কথা।

১৩৫ ধারা। উক্ত টাক্স দিবার যোগ্য গাড়ীর কি ঘোড়ার কি অন্য জন্তুর টাক্স যে মিউনিসিপালিটির কমিস্যনরদের পাওনা হয়, সেই গাড়ী প্রভৃতির স্বামী সেই মিউনিসিপালিটির মধ্যে বাস না করিলেও, ঐ গাড়ী প্রভৃতি যৎকালে তদ্ব্যতীত যে ব্যক্তির আধিকারে থাকে তাহারই সেই গাড়ী প্রভৃতির লাইসেন্স লইতে হইবে।

দণ্ডের কথা।

১৩৬ ধারা। ইহার পূর্ক তিন ধারাব যে লাইসেন্স লইবার আজ্ঞা হইল, কোন ব্যক্তি সেই লাইসেন্স বিনা কোন গাড়ী কি ঘোড়া কি অন্য জন্তু রাখিলে কিবা ঐ গাড়ী প্রভৃতি তাহার অধিকারে থাকিলে, ঐ লাইসেন্সের নিমিত্ত তাহার যত টাকা দিতে হইত তত টাকা ও তাহার তিন গুণের অনধিক অর্থদণ্ড দিবার আজ্ঞা হইতে পারিবে।

আড়গড়াওয়ালাদের সঙ্গে কমিস্যনরদের চুক্তি করিবার কথা।

১৩৭ ধারা। আড়গড়াওয়ালারা ও অন্য যে ব্যক্তির গাড়ী দিবার জন্য গাড়ী

কি ঘোড়া রাখেন, কমিস্যনরেরা তাঁহাদের সেই গাড়ী ও ঘোড়া প্রভৃতির নিমিত্ত ১৩১ ও ১৩২ ধারামত আজ্ঞার উল্লিখিত হাণ্ডলুসারে টাক্স না লইয়া আপনাদের বিবেচনামতে তাঁহাদের সঙ্গে এক বৎসরের অনধিক কালের নিমিত্ত নিরূপিত কতক টাকা ফুরণ করিয়া লইতে পারিবেন।

যে ব্যক্তিদিগকে লাইসেন্স দেওয়া গেল তাঁহাদের নাম নির্ঘণ্ট করিবার কথা।

১৩৯ ধারা। কমিস্যনরেরা একখানি বহা বাখিখা সময়েই তৎকালের চলিত ছয় মাসের নিমিত্ত যে ব্যক্তিদিগকে লাইসেন্স দেওয়া গেল তাঁহাদের নামেরও তাঁহারা যেহে গাড়ীর ও ঘোড়ার ও অন্য জন্তর টাক্স দিয়াছেন তাহার নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করাইয়া ঐ বহিতে লেখাইবেন। উক্ত বিষয়ে তাঁহাদের স্বার্থ থাকে তাঁহারা ঐ বহি দেখিতে পাইবেন।

আস্তাবল প্রভৃতি দেখিবার ও টাক্সদায়ী ব্যক্তিদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা।

১৪০ ধারা। যে গাড়ী বা কি ঘোড়া প্রভৃতির উপর টাক্স লাগিতে পারে, তাহার নিমিত্ত নিয়ম মতে লাইসেন্স না লইয়া সেই গাড়ী কি ঘোড়া কি অন্য জন্ত কোন আস্তাবলে কি গাড়ীর ঘরে কি অন্য স্থানে রাখা হইয়াছে, কমিস্যনরের বিজ্ঞা সেই কর্ত্তে তাঁহাদের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, তাঁহারা স্থলের উদয় ও অস্ত হইবার সময়ের মধ্যে কোন সময়ে সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পারিবেন,

এবং কমিস্যনরেরা কোন ব্যক্তিকে ঐ টাক্সের দায়ী বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে তিনি যে গাড়ী প্রভৃতির নিমিত্ত টাক্সের দায়ী হইতে পারেন তাঁহার এমত কত ও কি প্রকারেব গাড়ী ঘোড়া ও অন্য জন্ত আছে, তাঁহারা ঐ ব্যক্তিকে কিম্বা তাঁহার কোন চাকরকে সমন করিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন।

কোন স্থলে টাক্স ফিরাইয়া দিবার কথা।

১৪১ ধারা। কোন অর্দ্ধ বৎসরের নিমিত্ত গাড়ীর ও ঘোড়ার কি অন্য জন্তর লাইসেন্স লওয়া গেলে পর, সেই অর্দ্ধ বৎসরের মধ্যে সেই মিউনিসিপালিটিতে ঐ গাড়ী প্রভৃতি আর রাখা যাইতেছে না কি ব্যবহার করা যাইতেছে না, কমিস্যনরের হুদ্বোধমতে ইহার শ্রমাণ দেওয়া গেলে, অর্দ্ধ বৎসরের যত দিন ঐ গাড়ী কি ঘোড়া কি অন্য জন্ত আর রাখা কি ব্যবহার করা হইল না, তত দিন পূরা অর্দ্ধ বৎসরের যে অংশ হয়, কমিস্যনরেরা অর্দ্ধ বৎসরের পূরা টাক্সেরও সেই অংশ ফিরাইয়া দিবার আজ্ঞা করিবেন। কিন্তু সেই গাড়ী কি ঘোড়া কি অন্য জন্তর যে সময়ে তদ্রূপে আর ব্যবহার হইল না, সেই সময়াবধি এক মাসের মধ্যে কমিস্যনরদিগকে সেই কথার নোটিস না দেওয়া গেলে ঐ টাকা ফিরাইয়া দিবার অগ্রমতি হইবে না;

ও বিশেষ কারণ দেখান না গেলে, যে অর্দ্ধ বৎসর সম্পর্কে ঐ টাকা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া হয় সেই অর্দ্ধ বৎসরের অবসান না হটলে, কমিশ্যনরেরা ঐ টাকা ফিরাইয়া দিবার আজ্ঞা করিবেন না।

গরুর গাড়ী প্রভৃতির রেজিষ্ট্রী করণের ও নম্বর দেওয়ার কথা।

১৪২ ধারা। কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া এই আজ্ঞা করিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন যে, উক্ত মিউনিসিপালিটির মধ্যে যত গরুর গাড়ী রাখা যায় ও নিয়ন্ত্রণ, ব্যবহৃত হয় কিম্বা সেই মিউনিসিপালিটির মধ্যে কি বাহিরে ভাড়া খাটিয়া ঐ স্থানের মধ্যে নিযত ব্যবহৃত হয়, সেই গাড়ী ও তৎসমীর নাম ও বাসস্থান কমিশ্যনরদের দ্বারা রেজিষ্ট্রী করা যাবে, এবং উক্ত কমিশ্যনরেরা ঐ গাড়ীতে রেজিষ্ট্রীর নম্বর যেক্রমে দিতে স্থির করেন তাহা সেইক্রমে দেওয়া যাইবে।

কিন্তু এক্ষণে স্থলে আবশ্যক যে রেজিষ্ট্রী করিবার আজ্ঞা যে অর্দ্ধ বৎসরে প্রবল করা যাইবে তাহার প্রারম্ভের অন্তর এক মাস পূর্বে ঐ আজ্ঞা প্রকাশ করা যায়।

(ক) গবর্ণমেন্টের কিম্বা কমিশ্যনরদের যে গরুর গাড়ী থাকে, তৎসম্বন্ধে,

(খ) যে গাড়ী সেই মিউনিসিপালিটির সামার বাহিরে রাখা গিয়া কদাচিত্ অল্প কালের নিমিত্তে ঐ সীমার মধ্যে ব্যবহৃত হয়, তৎসম্বন্ধে, ও

(গ) হাবডাব কি কলিকাতার শাখানগরে, খাটিবে না।

রেজিষ্ট্রী করিবার ফীর কথা।

১৪৩ ধারা। কমিশ্যনরেরা যে দিনের সংবাদ দিবেন সেট দিন ইত্যাদি পূর্ণ দ্বাদশমাসে বৎসরান্তর কি ছয় মাসান্তর গোন্ধুর গাড়ী রেজিষ্ট্রী করা যাইবে ও তাহার নম্বর দেওয়া যাইবে, ও প্রত্যেক বার রেজিষ্ট্রী করিবার নিমিত্ত তাহার সময়ে যত ফী নকশা করিয়া তাহার নোটস দেন, তত ফী দেওয়া যাইবে। রেজিষ্ট্রী একবৎসর পবল থাকিলে ৪ টাকার অধিক ও অর্দ্ধ বৎসর প্রবল থাকিলে ২ টাকার অধিক ফী দিবেন না।

ফীর একাংশ দিবার কথা।

১৪৪ ধারা। রেজিষ্ট্রী করণের যে সময় চলিতেছে, যদি কোন ব্যক্তি সেই সময়ে নিমিত্ত রেজিষ্ট্রী না হওয়া তদ্রূপ কোন গোকর গারী পান, তবে ঐ গাড়ী পাইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে তাহার সেট গাড়ী রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে। এমন স্থলে রেজিষ্ট্রী করণের সময়ের অবশিষ্ট কাল ঐ রেজিষ্ট্রী করণের পূরা সময়ের যে অংশ হয়, সেই রেজিষ্ট্রী করণের সময়ের পূরা ফীর সেট অংশ দিলে কমিশ্যনরেরা রেজিষ্ট্রী করিবার অনুমতি দিবেন, এবং ঐ ব্যক্তির ঐ গাড়ী পাইবার তারিখ অবধি ঐ ফীর হিসাব পরা যাইবে।

অন্য ব্যক্তির হাতে আইলে তাহার কথা।

১৪৫ ধারা। রেজিষ্টরী করণের সময়ের মধ্যে রেজিষ্টরী করা গোন্ধর গাড়ী অন্য ব্যক্তির হস্তগত হইলে, তাহার কালে যাব তাহার হস্তগত হইবার পর এক মাসের মধ্যে তাহার নামে পুনরায় রেজিষ্টরী করা যাইবে। এই প্রকারে পুনশ্চ রেজিষ্টরী করিলে চারি আনার অধিক ফী লাগিবে না।

দণ্ডের কথা।

১৪৬ ধারা। ইহার পূর্বে তিন ধারায় রেজিষ্টরী করিবার যে বিধান আছে, কোন গোন্ধর গাড়ী সেই বিধানানুসারে নিয়মমতে রেজিষ্টরী না হইয়া কোন ব্যক্তির নিকটে কি অধিকারে থাকিলে, রেজিষ্টরী করিবার যত টাকা লাগে ভদতিরিক্ত তাহার ঐ টাকার তিন গুণ অর্থদণ্ড হইতে পারিবে। ১৪২ ধারায় রেজিষ্টরী করণের যে নম্বর দেওয়ার আজ্ঞা হইল, গোন্ধর গাড়ীর স্বামী কি গাড়ীস্থান তাহাতে সেই নম্বর লাগাইয়া না দিলে, তাহার ৫ পাঁচ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

রেজিষ্টরী না হইলে গাড়ী আটক রাখিয়া বিক্রয় করিবার কথা।

১৪৭ ধারা। পূর্বোক্ত বিধান মতে যে গাড়ী রেজিষ্টরী করিতে রাজ্য হইল, কোন ব্যক্তির নিকট কিম্বা তাহার নিজে রেজিষ্টরী না করা এমন গাড়ী থাকিলে, কমিশ্যনরেরা কিম্বা তাহাদের স্থানে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ঐ গাড়ী ও যে গোন্ধ প্রভৃতি তাহা টানে তাহাও ধরিয়া আটক রাখিতে পারিবেন। কিন্তু গাড়িতে যে সময়ে চরনদার কি মাল থাইতেছে সেই সময়ে ধরিয়া লইতে হইবে না। আর পোলিসের কর্মকারকদের প্রতি এই আদেশ থাকিলে যে, কমিশ্যনর কি কমিশ্যনরদের যে কোন চাকর তৎপক্ষে নিয়মিতরূপে ক্ষমতা পান তিনি সাহায্য চাহিলে, ঐ গাড়ী প্রভৃতি ধরিয়া রাখিবার জন্য তাহাদের বা তাহার সাহায্য করেন।

তদ্রূপে ধরা গেলে পর কমিশ্যনরেরা অবিলম্বেই এই মর্মে নোটিস লিখিয়া প্রচার করিবেন যে, দশ দিন গত হইলে পর তাহারা ঐ নোটিসের উল্লিখিত স্থানে নীলাম করিয়া ঐ গাড়ী ও অন্তর্ভুক্ত বস্তু বিক্রয় করিবেন, ও সেই নোটিস প্রচার হইলে পর দশ দিন পর্যন্ত রেজিষ্টরী করণের ফীর কোন টাকা ও উক্ত প্রকারে গাড়ী ধরিয়া রাখিবার খরচ দিতে বাকী থাকিলে, কমিশ্যনরেরা ঐ ফী আদায় করিবার এবং তাহা না দেওয়াতে ও ঐ গাড়ী ধরিয়া রাখাতে ও নীলাম করাতে যে খরচ হয়, সেই সকল খরচ আদায় করিবার জন্য ঐ দখল গাড়ী প্রভৃতি বিক্রয় করিতে পারিবেন।

নীলাম হইয়া যত টাকা পাওয়া যায়, উক্ত খরচ শোধ হইলে পর উদ্বৃত্ত থাকিলে তাহা দুনি সিপল কণ্ডে জমা করিয়া লওয়া যাইবে এবং কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরদের

অধঃসম্মত কিস্তি উপযুক্ত কমতা প্রাপ্ত আদালতে আপনার স্বত্ব স্থাপন করিলে তাঁহার দাওয়ায়তে তাহাকে দেওয়া যাইতে পারিবে ।

কিন্তু যে ব্যক্তিগণ গাড়ী ধরিয়া রাখা গেল নীলাম শেষ হইবার পূর্বে কোন সময়ে তিনি কমিশ্যনরদিককে বিধা যে ব্যক্তি গাড়ী বিক্রয় করিতে অসম্মতি পান তাঁহাকে সকল খরচ খরচা ও আপনার দেনা রেজিষ্টারী ফী দিলে, কমিশ্যনরেরা ক্রোক করা সেই গাড়ী তৎকালেই ছাড়িয়া দিবেন ।

এই ধারায় ভাবান্তর কর কোন কথা থাকিলেও এই ধারায়তে গাড়ী ধৃত হইয়া নীলাম করা গেলে পর উক্ত খরচ শোধ হইয়া যাহা উদ্ধৃত থাকে, ইহার পূর্বে ধারায়তে কোন অর্থদণ্ডের আশঙ্কা হইলে সেই উদ্ধৃত টাকা হইতে ঐ অর্থদণ্ড দেওয়া যাইতে পারিবে, ও এই ধারায়তে যে গাড়ী ধৃত করা যায় উক্ত অর্থদণ্ড আদায় নিমিত্ত তাহা বিক্রয় করা যাইতে পারিবে ।

খেওয়ার মাস্তুলের কথা ।

- রাজকীয় যে খেয়া আছে তাহার কথা ।

১৪৮ ধারা । কোন মুনিসিপালিটির সীমার মধ্যে কি তন্মিকটে যে রাজকীয় খেয়া থাকে কমিশ্যনরেরা সম্মত হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট তাহা কমিশ্যনরের প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন । স্থানীয় গবর্ণমেন্টে যত দিন অনাকপ আশঙ্কা না করেন, ঐ মুনিসিপালিটির দ্বারা তত দিন সেই খেয়ার কার্য নিরূপণ হইবে ।

সেই খেয়ায় কার্য যত দিন বন্ধপে নিরূপণ হইয়া থাকে তত দিন তাহা মিউনিসিপাল খেওয়া বলিয়া জ্ঞান হইবে, ও তাহা হইতে যে লাভ হয় তাহা, কিস্তি স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ও কমিশ্যনরের মধ্য তাহার যে অংশসম্বন্ধে নিয়ম দেয় সেই অংশ মিউনিসিপাল ফণ্ডে জমা করিয়া লওয়া যাইবে ।

অন্য২ খেয়া মিউনিসিপাল খেয়া বলিয়া নির্দেশ করিতে পারিবার কথা ।

১৪৯ ধারা । আরো কোন মিউনিসিপালিটির সীমার মধ্যে কি তন্মিকটে অন্য ২ খেয়া থাকে, কমিশ্যনরেরা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অসম্মতি লইয়া সেই খেয়াও মিউনিসিপাল খেয়া বলিয়া নির্দেশ করিতে পারিবেন । তদবধি ঐ খেয়া হইতে যে লাভ হয় তাহা মিউনিসিপাল ফণ্ডে জমা করিয়া লওয়া যাইবে ।

কিন্তু কোন খেয়া মিউনিসিপাল খেয়া বলিয়া নির্দেশ করা প্রযুক্ত কোন ব্যক্তির হানি হইলে মিউনিসিপালিটি হইতে তাহার সেই হানিপূরণের উপযুক্ত টাকা দেওয়া যাইবে ।

উক্ত স্থলে হানিপূরণস্বরূপ যত টাকা দিতে হইবে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব ১৮৬৬ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের (অর্থাৎ ১৮১৯ সালের ৬ আইনের কোন কোন বিধান সংশোধন করন আর্থাইনের) ৪ ধারা মতে কিস্তি প্রদান অন্য যে আইন হইলে প্রবল থাকে সেই আইনমতে তাহা নির্ণয় করিয়া তদ্বিষয়ে আশঙ্কা দিবেন ।

ঐ খেয়া সম্পর্কে কমিশনারদের কর্তব্যের কথা।

১৫০ ধারা। প্রত্যেক মিউনিসিপাল খেয়া কমিশনারদের দ্বারা রক্ষা করা যাইবে। চরপারদেব নিরাপদেব ও সুবিধাব জন্মে ও খেয়া দ্বারা যে মাল লইয়া যাত্রা যায়, তাহার নিরাপদের জন্যে যে সকল উপায় করা আবশ্যিক তাহা ঐ কমিশনারদের করিয়া দিতে হইবে।

মাঙ্গলের হার দিরা প্রকাশ করিবার কথা।

১৫১ ধারা। মিউনিসিপাল খেয়ার উপর নাস্ত্র বদাইতে স্থির করা গেলে, কমিশনারেরা সভাগত হইয়া ঐ সন্থা খেয়া নির্দিষ্ট করিয়া এবং খেডের কমিশনার সাহেবের সম্মতিক্রমে ঐ মাঙ্গল যে হারে লওয়া যাইবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া আঞ্জা করতঃ প্রকাশ করিবেন।

উক্তরূপ অসুস্থতি লইয়া ঐ মাসুলের তাৎ সময়ে সময় পরিত্রন করা যাইতে পারিবে।

যেৎ স্থলে নদী পার হইলে লোকদের সেই মাসুল দিতে হইবে না তাহার কথা।

১৫২ ধারা। কমিশনারেরা কোন নদী কি খোত পার হইবার যে উপায় করিয়া থাকেন, কোন ব্যক্তি সেই উপায় না ধরিয়া মিউনিসিপাল খেয়ার মাটে কি তাহার নিকটে অন্য উপায়ে সেই নদী কি খোত পার হইলে তাহার পার হইবার সেই মাসুল দিতে হইবে না।

খেয়ার পাট্টা প্রভৃতি রহিত করিবার কথা।

১৫৩ ধারা। তাহার পশ্চাৎ বিধানমতে কমিশনারেরা খেয়া পাট্টা করিয়া দিলে পর পাট্টাদারের নামে নোটিস লিখিয়া দিয়া তাহাঙ্কে সাধারণের স্বাভাবিকতার ও নিরাপদের উপযুক্ত বিধান কারতে আঞ্জা দিগেও তিনি পঞ্চদশ দিনের মধ্যে সেই বিধান করেন নাট কমিশনারেরা সভাগত হইয়া ইহা জানিতে পাট্টা সেই পাট্টা একেবারে রহিত করা যাইতে পারিবে।

পাট্টা রহিত করা গেলে পাট্টাদার খেয়ার কায়া চাপাওনে যে সকল নৌকার ও অন্য অন্য সরঞ্জামের ব্যবহার করিতেন কমিশনারেরা সেই সকল অধিকার করিয়া লইতে পারিবেন, ও স্বামীকে তাহার উপযুক্ত মূল্য দিয়া তাহা চিরকাল রাখিতে পারিবেন কিবা আর আর যে নৌকা ও সরঞ্জাম আবশ্যিক তাহার বিধান না করিতে পারা পর্যন্ত তিন মাসের অনধিক যত দিন আবশ্যিক তত দিন তাহা রাখিতে পারিবেন। এমন স্থলে কমিশনারেরা সেই সেই নৌকার ও সরঞ্জামের ব্যবহারের নিমিত্ত স্বামীদিগকে উপযুক্ত মূল্য দিবেন।

পরন্তু কমিশনারেরা ঐ নৌকা ও সরঞ্জাম চিরকালের নিমিত্ত কিবা স্থলবিশেষে

২৯৮ মিউনিসিপালিটি সংশোধনার্থ আইন। (২য় খণ্ড)

যত দিন রাখিবেন ঐ নোকাদি অধিকার করিয়া লইবার সময়াবধি এক সপ্তাহের মধ্যে পাট্টাদারকে তাহাদের তদ্বিষয়ের কল্পনাব নোটিশ দিতে হইবে।

মাঙ্গল অগ্রসর হইবার কথা।

১৫৪ ধারা। কোন ব্যক্তি পাব হইবার বিজ্ঞা মাল পাব করিবার উপযুক্ত মাঙ্গল অগ্রে না দিগে মাঙ্গল আদায়কারী ব্যক্তি কি পাট্টাদার কি তাহার পক্ষে কর্মকারক তাতাকে কিম্বা তাগাব দণ্ড পায় করিয়া দিগে অসম্মত হইতে পারিবেন এবং কোন ব্যক্তি মাঙ্গল দিতে না চাহিলে তাতাকে নোকা হইতে নামিয়া বাইতে ও আপনার মাল তুণিয়া শইতে আদেশ কিতে পারিবেন।

দণ্ডের কথা।

এই ধারামতে কোন ব্যক্তি প্রাপ্তি মিউনিসিপাল থেয়াব নোকা হইতে উঠিয়া নাটক কি মাঙ্গল তুণিয়া লইতে আজ্ঞা হইলেও সে তাহা করিতে অসম্মত হইলে তাহার দণ্ড টাকার অনধিক অর্থ দণ্ড হইতে পারিবে।

অনুমতি দি না থেয়া বাখিবার দণ্ডের কথা।

১৫৫ ধারা। কোন মিউনিসিপাল থেয়াব পান থেকে তথা হইতে উন্নান কি ভাটো দিকে ছুট নাটক মরো কোন সানে কোন ব্যক্তি পারানী পয়সা লইয়া থেয়াব নোকা রাখিতে চাহিলে

যে স্থানে পারাপার হয় তাহা মিউনিসিপালিটির সীমার মধ্যে থাকিলে কমিশনারদের অনুমতি না পাইলে,

সেই স্থান ঐ সীমার বাহিরে থাকিলে তিনার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি না পাইলে,

কিম্বা এক পাড ঐ সীমার মধ্যে অন্য পাড ঐ সীমার বাহিরে থাকিলে জিলার মাজিষ্ট্রেটের এবং কমিশনারদের অনুমতি না পাইলে ঐরূপ নোকা রাখিতে পারিবেন না।

এই আইন প্রণীত হইবার সময়ে ব্যক্তি বিশেষের যে থেয়া থাকে তাহার সম্বন্ধে এই ধারা খাটিবে না।

দণ্ডের কথা।

১৫৬ ধারা। কোন ব্যক্তি পূর্কধারার বিধান না মানিয়া থেয়ার নোকা রাখিলে তাহার পক্ষাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ও সেই অপরাধ যেন আর না করেন নিখিত নোটিশ দ্বারা এই মখেব আজ্ঞা পাইলে পর যত দিন সেই অপরাধ হইতে থাকে তত দিন ঐ ব্যক্তির দিন প্রতি আর দশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারে।

সাঁকোব ও পথের উপর মাছুলের কথা।

যে টোল বার আছে তাহার কথা।

১২৭ ধারা। মিউনিসিপালিটির সীমা মধ্যে মাছুল আদায়ের যে টোল-বার থাকে সভাগত কমিশ্যনরেরা সম্মত হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের প্রতি তাহা অর্পণ করিতে পারিবেন, ও স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যত দিন অনাকর্ণ আছা না করেন তত দিন মিউনিসিপালিটি দ্বারা ঐ টোল-বারের কার্যা নিকাল হইবে। তদুপে যত দিন টোল-বারের কার্যা নিকাল হয় তত দিন তাহা মিউনিসিপাল টোল-বার বলিয়া জানা যাইবে, ও স্থানীয় গবর্ণমেন্ট তাহা কিস্তি স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ও কমিশ্যনরদের মধ্যে তাহার যে অংশ যত্নকে নিম্ন লেখা অংশ মিউনিসিপাল ফণ্ডে জমা করিয়া লওয়া যাইবে।

কমিশ্যনরদের টোলবার স্থাপন করিবার ক্ষমতার কথা।

১২৮ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব কমিশ্যনরেরা যে সাঁকো কি পাকা রাস্তা নির্মাণ করেন কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক তাহার উপর দিয়া ঐ সাঁকোব ও পাকা রাস্তার সম্মুখ ও মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত যে স্থান যে সাঁকোব কি রাস্তার উপর দিয়া চানিত গাড়ী ও জরুর মাছুল সুবিধা মতে আদায় হইতে পারে সেই স্থান টোল-বার স্থাপন করিয়া মাছুল আদায় করিতে পারিবেন। তাহা হইলে যে লভ্য হয় তাহা মিউনিসিপাল ফণ্ডে জমা করিয়া লওয়া যাইবে।

কিন্তু ঐ সাঁকো কি রাস্তা প্রস্তুত করিতে যত টাকা খরচ হইল তাহা আদায় করিবার ও প্রস্তুত হইলে পর পাচ বৎসর পর্যন্ত মাথাটীয়া বাগিচার ও পশুচাংলিখিত বিধান মতে সেই খরচের উপর সুদ লইবার অতিপ্রায় তাহা উক্ত প্রণালীর কোন টোলবার স্থাপন কি মাছুল আদায় করিতে হইবে না।

টোল-বার স্থাপনাদির খরচ কমিশ্যনরদের প্রকাশ করিবার কথা।

১২৯ ধারা। টোলবার পূর্ব দ্বারা বিধানমতে টোল-বার স্থাপন ও মাছুল আদায় করা গেলে, কমিশ্যনরেরা প্রতিবৎসরের শেষে আপনাদের কার্যালয়ে নিম্নলিখিত খরচ খরচার চূক্ষকপত্র লিখিয়া প্রকাশ করিবেন।—

(১) ঐ সাঁকো কি রাস্তা প্রস্তুত করিতে ও তাহার বক্ষা করণ যত টাকা খরচ হইয়াছে।

(২) বৎসর শতকরা ৬ টাকার হিসাব ঐ টাকার উপর যত সুদ পাওন হইয়াছে।

(৩) ঐ টোল-বার স্থাপন হওয়ার পূর্বে তাহার লাভ হইতে যত টাকা পাওয়া গিয়াছে।

যত টাকা খরচ হইয়াছে ও তাহার উপর যত টাকা সুদ পাওনা হইয়াছে তাহা পূর্বোক্তমতে আদায় হইলে পর ঐ টোল-বার উঠাইয়া দিতে হইবে ও ঐ সাক্ষ্য কি রাস্তার উপর মাসুল আর আদায় হইবে না।

মন্তব্য যে হারে লওয়া যাইবে তাহা নির্ণয় করিয়া প্রকাশ করিবার কথা।

১৬০ ধারা। উক্ত কণ কোন সাক্ষ্য কি রাস্তার উপর মাসুল আদায় করিয়া লইতে স্থির করা গেলে, সেই মাসুল যে হারে লওয়া যাইবে কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া ষতের কমিশ্যনর সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক সেই হার নিরূপণ আজ্ঞা করিয়া প্রচার করিবেন।

উক্ত অনুমতি গ্রহণ পূর্বক ঐ হার সময়ে পৰিবর্তন করা যাউতে পারিবে।

কোন ব্যক্তি মাসুল দিতে না চাহিলে মাসুল আদায়কারির কি পাউদারের ক্ষমতার কথা।

১৬১ ধারা। কোন ব্যক্তি উপযুক্ত মাসুল না দিলে মাসুল আদায়কারী কি পাউদার সেই ব্যক্তিকে মিউনিসিপাল টোলবার দিয়া যাইতে দিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

মাসুল দিতে অস্বীকার করিবার বা তাহা এড়াইবার ক্ষমতার কথা।

১৬২ ধারা। যে গাড়ী কি জন্ত মাসুল হইতে মুক্ত নয় কোন ব্যক্তি এমন গাড়ী কি জন্ত মাসুলের কাটক দিয়া লইয়া গেলেও মাসুল দিতে সম্মত না হইলে, কিম্বা মাসুল এড়াইবার অভিপ্রায়ে প্রতারণাভাবে সেই কাটক দিয়া না গেলে, তাহার কাশ টাকার অনধিক অর্থও হইতে পারিবে।

মাসুল না দেওয়া গেলে গাড়ীশ্রুতি ফ্রোক ও বিক্রয় করা যাইতে পারিবার কথা।

১৬৩ ধারা। কোন গাড়ীর কি জন্তর উপর মাসুলের দাওয়া হইবামাত্র দেওয়া না গেলে, যে গাড়ীর কি জন্তর উপর ঐ মাসুল পাওনা হয়, মাসুল আদায় করিবার ক্ষমতা পাপ্ত ব্যক্তি সেই এক কি জন্ত কিম্বা বোঝাই যত দ্রব্য দ্বারা ঐ মাসুল ফ্রোক হইতে পার তাহা ধরিয়া রাখিতে পারিবেন, ও তৎকালেই কমিশ্যনরদিগকে তাগ ধরিয়া রাখিবার নোটিস দিবেন।

দ্রব্যাদি পূর্বোক্তমতে ধরিয়া রাখা গেলে, কমিশ্যনরেরা তৎক্ষণাৎ এই মর্মে নোটিস লিখিয়া প্রচার করিবেন যে, দশ দিন গেলে পর ঐ নোটিসের লিখিত স্থানে ঐ দ্রব্যের নীলাম হইবে। ঐ নোটিস প্রচার করিবার পর সেই মাসুল ও উক্ত গাড়ী শ্রুতি ধরিয়া রাখিবার খরচ দশ দিনের মধ্যে না দেওয়া গেলে, ঐ মাসুল আদায় করিবার জন্য ও তাহা না দেওয়া প্রযুক্ত ও গাড়ী শ্রুতি ফ্রোক ও বিক্রয় করা যাইতে পারিবার ক্ষমতা পাপ্ত যত টাকা খরচ হয় সেই টাকা আদায় করিবার জন্য কমিশ্যনরেরা ঐ ফ্রোক করা দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবেন।

দ্রব্য বিক্রয় হইয়া যে টাকা পাওয়া যায় তাহার বাহা উত্তর্তু থাকে মিউনিসিপাল কর্ত্তে জমা করিয়া লওয়া যাইবে; এবং যে কোন ব্যক্তি কমিশানরদের সহোধ্যমতে কিস্তি উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতে আপনাব স্বত্ব স্থাপন করেন, তাঁহার দাওয়া মতে তাঁহাকে দেওয়া যাইতে পারিবে।

পরন্তু যে ব্যক্তির দ্রব্য ক্রোক করা গেল ঐ দ্রব্যের মীণাম শেষ হইবার পূর্বে কোন সময়ে তিনি কমিশানরদিগকে কিস্তি ঐ দ্রব্য বিক্রয়ার্থ তাঁহাদের নিযুক্ত কার্য্যকারককে আপনাব দেনা মাহুল ও যত টাকা পরচ হইয়াছে সেই সমুদয় টাকা দিলে, কমিশানরেরা তৎক্ষণাত্ ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি ছাড়িয়া দিবেন।

এই ধারামতে কোন সম্পত্তি ধৃত হইয়া বিক্রয় করা গেলে পর উত্তর্তু থাকিলে এই ধারায় ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও, ইহার পূর্বে ধারামতে যে অর্থদণ্ড ধার্য্য হয় ঐ উত্তর্তু হইতে সেই দণ্ডের টাকা দেওয়া যাইতে পারিবে, ও এই ধারামতে যে সম্পত্তি রক্ত হইয়াছে তাহা ঐ দণ্ডের টাকা আদায়ের জন্যে বিক্রয় করা যাইতে পারিবে।

খেয়ার ও পথেব মাহুল বিষয়ক সাধাবণ বিধান।

খেয়ার কি টোল-বারের পাট্টা দিব'র কথা।

১৬৪ ধারা। কমিশানরেরা তিন বৎসরের অনধিক মাদে কোন মিউনিসিপাল খেয়ার কি টোল-বারের পাট্টা দিতে পারিবেন।

মাহুলের ফর্দ টাঙ্গাইয়া রাখিব'র কথা।

১৬৫ ধারা। প্রত্যেক মিউনিসিপাল খেয়া বাটের দুই পার্শ্বে,

ও প্রত্যেক মিউনিসিপাল টোল বারের নিকটে,

ঐ মাহুলের ফর্দ জিলায় চলিত ভাষায় সুপাঠ্য অক্ষরে লেখা হইয়া কোন সুস্থান স্থানে এমন করিয়া লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, যেন

ঐ মাহুল বাহাদেব দিতে হয় তাঁহারা সকলেই তাহা অনায়াসে পড়িতে পারেন।

দণ্ডের কথা।

১৬৬ ধারা। ইহার পূর্বে ধারায় মাহুলের যে ফর্দ টাঙ্গাইয়া রাখিব'র আজ্ঞা হইল, কোন ব্যক্তি মিউনিসিপাল খেয়ার কি টোল-বারের মাহুল আদায়কারী কি পাট্টাদার হইয়া সেই ফর্দ টাঙ্গাইয়া না রাখিলে, তাঁহার পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে; ও লিখিত নোটিশ দ্বারা তাঁহার সেট অপরাধ আর না করিব'র আজ্ঞা দেওয়া গেলে পর যত দিন ঐ অপরাধ করিতে থাকেন, দিন প্রতি তাঁহার আর দশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

মাসুল ফুরণ করিয়া হইবার কথা।

* ১৬৭ ধারা। কমিশনারেরা কি মিউনিসিপাল থেয়ার কি টোল বাবের পাট্টা-
দার কোন ব্যক্তির স্থানে নিযমিত হাবাসুগারে মাসুল না লইয়া নিজের অন্য কিস্মা
জাহার কোন গাড়ীর কি জন্তর কোনো নির্দিষ্ট কক্ষ টাকা ফুরণ করিয়া লইতে
পারিবেন

কেনই সম্মুক্ত থাকিব কথা।

১৬৮ ধারা। টেননাদের যাত্রাকালে তাঁহাদের কিস্মা তাঁহাদের জগাদি লইয়া
যাইবার গাড়ীর কি জন্তর,

কিস্মা সৈনিক কি গবর্ণমেন্টের জগাদি কি ঐ দগাদি যাত্রাদের কিস্মাথ থাকে
তাঁহাদের,

কিস্মা সৈনিক কি পোলীসের কক্ষদারদের, কিস্মা রাজকীয় কি মিউনিসিপাল
বাস্যকারদের কর্তব্য নব্বা নব্বা কাল তাঁহাদের হেদাজতে থাকা কোন ব্যক্তির
কিস্মা হুৎকাতো তাঁহাদের নিজের কি তাঁহাদের কিস্মাথ যে সম্পত্তি থাকে তাহা ব,
কিস্মা ঐ জগাদি লইয়া যাইবার জন্য তাঁহাদের যে গাড়ী কি জন্তর নিযুক্ত থাকে
জাহার,

এ কমিশনারদের নগর পরিদর্শন রাশিবার কক্ষাবাথ গোকর গাড়ীর কি অন্য
গ ডাব কি জন্তর কিস্মা তাহা। য ব্যক্তির জিগা। পাক তাঁহাদের যাইবার মাসুল
লাগবে না।

কিস্মা গবর্ণমেন্টের কি অন্য যে জন্তর কোন পল্ট নব্ব কি মিলিটারী ডিপার্টমেন্টের
কর্মে নিযুক্ত থাকিগা। টোপাবা দিয়া বাথ শাহাব যাইবার মাসুল লাগবে না কিন্তু
থেয়ার নোকা দাবা ঐহু উক্ত পার কবিাব মাসুল লওয়া যাইতে পারবে।

এ সব ব্যক্তি কি বিষয় পূর্ণসাক্ষ্যে নির্দিষ্ট না থাক কমিশনারেরা ঐহু
তাঁহাদের পাট্টাদাবাব নির্দিষ্ট মাসুল না লইয়া শাহাদিগকে কি তাগা থেয়ার
নোকা দাবা পার হইবার কি মাসুলের দাটক দিয়া যাইবার অনুমতি দিতে বাধ্য
হইবেন না।

কিন্তু কমিশনারেরা সভাগত হইয়া অন্য কোন প্রণীত লোকদিগকে কি জগা
উক্ত মাসুল চাইতে মুক্ত করিতে পারিবেন। এয কোন থেয়ার কি টোলবারের পাট্টা
দেবার সময়ে এই নিয়ম করিতে পারিবেন যে, কোন 'মিউনিসিপাল কার্যকারকেরা এ
বিষয় এ অন্য কোন ব্যক্তির কি জগা কি মাসুল না দিয়া পার হইতে পারিবে।

পোলীসের কর্মকারদের সাহায্য করিবার কথা।

১৬৯ ধারা। মাসুল আদায় করিতে যে ব্যক্তির ক্ষমতা থাকে, কেহ তাহাকে
বাধা দিলে, পোলীসের কর্মকারদের সাহায্য পার্বনা হইলে তাহারা সাহায্য করি-

বেন। পোলীসের নিয়মিত বন্দী নিষ্কাশ করণে তাঁহাদের যে ক্ষমতা থাকে উক্ত বার্ষিকগণকও তাঁহাদের সেই ক্ষমতা থাকিবে।

অননুমোদিত মাসুল লইবার দণ্ডের কথা।

১৭০ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনমতে মাসুল আদায় করিতে ক্ষমতাপন্ন হইয়া, এই আইনমতে যত মাসুল লইবার অনুমতি পান, তাহার অধিক কোন মাসুল দাওয়া কি গ্রহণ করিলে, তাহার গণকাশ টা বাব অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ও সেই টাকা না দিলে, তাহার এক মাস কারাবন্ড হইতে পারিবে।

নৌকাদির পথের মাসুল আদায় করণার্থে কমিশ্যনরদের নিযুক্ত হইতে পারিবার কথা।

১৭১ ধারা। কোন মিউনিসিপালিটির সীমার মধ্যে দিয়া নৌকাদি গমনের যে জলপথ যায়, তাহার প্রতি খালবিশেষক ১৮৬৪ সালের আইনের কিস্তি অক্ষুণ্ণ অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তাহার বিধান থাকে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এমত আজ্ঞা করিলে, কমিশ্যনরদের সম্মতি লইয়া যত দিন অন্যকণ আজ্ঞা না করেন তত দিন ঐ আইনের ৮ ধারার বিধানমতে যে কমিশ্যনরদিগকে মাসুল আদায় করণার্থে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, ও তাহা হইতে যত লভ্য উৎপন্ন হয় তৎসমুদয় কিস্তি স্থানীয় গবর্ণমেন্টে ও কমিশ্যনরদের মধ্যে তাহার সে অংশ সম্বন্ধে নিয়ম ৪য় সেই অংশ মিউনিসিপাল কণ্ডে জমা করিয়া লওয়া যাইবে।

এমত স্থলে ঐ আইনে কালেক্টর সাহেবের থাকি যে সকল ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, কমিশ্যনরদেরা সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য করিবেন।

কমিশ্যনরদিগকে আর মাসুল না লইতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

১৭২ ধারা। কমিশ্যনরদেরা কিস্তি তাঁহাদের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ইহার পূর্ষ দাবামতে আর মাসুল আদায় না করেন, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সে কোন সম্বন্ধে এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও যে কোন সময়ে সেই আজ্ঞা রহিত করিতে পারিবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যে মিউনিসিপাল বিধি সংধারণমতে সকল মিউনিসিপালিটির মধ্যে প্রবল হইবে তদ্বিষয়ক কথা।

সিদ্ধাবণ।

এই পরিচ্ছেদের বিধান প্রচলিত হইবার কথা।

১৭৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্টে অন্য আজ্ঞা না করিলে যত দিন না করেন, এই পরিচ্ছেদের বিধান তত দিন প্রত্যেক মিউনিসিপালিটির মধ্যে প্রচলিত থাকিবে।

কোন মিউনিসিপালিটির মধ্যে এই পরিচ্ছেদের বিধান প্রবল না থাকার বিষয়ে

স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

১৭৪ ধারা। কোন এক মিউনিসিপালিটির মধ্যে কিম্বা তাঁহার কোন অংশে উক্ত সমস্ত বিধান কি তন্মধ্যে কোন বিধান প্রচলিত না থাকে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে কোন সময়ে এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন। তাহা করিলে, ঐ আজ্ঞার মধ্যে যে বিধানের উল্লেখ হয়, তাহা ঐ আজ্ঞার নির্দিষ্ট তারিখাবধি সেই মিউনিসিপালিটিতে বিস্তারিত হইয়া সেট অংশে আর প্রচলিত থাকিবে না।

এই ধারাক্রমে যে আজ্ঞা করা যায়, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে কোন সময়ে তাহা রহিত কি পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

কমিশনারেরা স্বামিদের কি প্রজাদের প্রতি কোন কার্য করিবার আজ্ঞা করিলে

কার্যপ্রণালীর কথা।

১৭৫ ধারা। কমিশনারেরা কিম্বা সভাগত কমিশনারেরা কোন ভূমি স্বামী-দিগকে এবং প্রজাদিগকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন কার্য কি কোন বিষয় সম্পাদন করিবার আদেশ করিতে পারিবেন, এই পরিচ্ছেদে কি যষ্ঠ পরিচ্ছেদে এই মর্মে বিধান থাকিলে, যে স্বামীর কি প্রজার প্রতি ঐ কার্য কি ঐ বিষয় সম্পাদন করিবার আদেশ হয়, যত দূর পারা যায় ৩৫৬ ও ৩৫৭ ধারার নির্দিষ্ট মতে সেট স্বামীকে কি প্রজাকে নোটিস দিয়া সেই আদেশ করা যাইবে। কিন্তু স্বামী কি প্রজাকে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিলে, যে স্থানে সেই কার্য কি বিষয় সম্পাদন করিবার প্রয়োজন থাকে সেট স্থানে কি তাহার নিকটে জাপনপত্র লাগাইয়া, ভূমি স্বামিদের কি প্রজাদের কি স্বামিদের এবং প্রজাদের প্রতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ কার্য কি বিষয় সম্পাদন করিতে আদেশ করা যাইবে। সেই জাপনপত্রে স্বামিদের কি প্রজাদের নাম লেখা আবশ্যক হইবে না।

পূর্বোক্ত আদেশপত্রে যে ব্যক্তিদের প্রতি দেওয়া যায় তাঁহাদিগকে ঐ পত্রে এই নোটিস ও দেওয়া যাইবে যে, তাঁহারা সেই আদেশমতে কৰ্ম না করিলে, কিম্বা তাহার পশ্চাৎ ধারার বিধানমতে সেই আদেশের বিপৰীত আপত্তি না করিলে, কমিশনারেরা ভূমিতে গিয়া প্রয়োজনীয় সেই কার্য কিম্বা প্রয়োজনীয় সেই বিষয় সম্পাদন করাইবেন। তাহা হইলে উহাতে যে খরচ লাগে, তাহাদের প্রতি ঐ কার্য কি বিষয় সম্পাদন করিতে আদেশ হইয়াছিল তাঁহাদের স্থানে সেই খরচ আদায় করিয়া লওয়া যাইবে।

বাহার প্রতি কোন কর্ম সম্পাদন করিবার আদেশ হয় কমিশনারদিগকে তাঁহার
আপত্তি জানাইতে পারিবার কথা।

১৭৬ ধারা। পূর্বোক্ত আদেশ পত্রাভূসারে কোন ব্যক্তির প্রতি কোন কার্য সম্পাদন করিতে কি কোন বিষয় কবিত্তে আদেশ হইলে, তিনি সেই আদেশমতে কর্ম সম্পাদন না করিয়া কি সেই বিষয় না করিয়া ঐ আদেশ যুচক নোটিস দিবার কি ঐ জ্ঞাপনপত্র লাগাইবার দিনাবদি পাঁচ দিনের মধ্যে কি পাঁচ দিনের ন্যূন কোন সময়ে তাঁহার সেই কর্ম করিবার আদেশ থাকিলে সেই ন্যূন কালের মধ্যে কমিশনারদের নিকট পত্র লিখিয়া ঐ আদেশের বিপরীত আপত্তি জানাইতে পারিবেন।

তঁহার পঞ্চাৎ দারাব বিধানের স্থল ছাড়া, সভাপতি কি প্রতিনিধি সভাপতি ঐ আপত্তি শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

ঐ কার্যে ১০০ শতটাকার অধিক লাগিবে বলিয়া আপত্তিকারী প্রকাশ করিলে
কার্যপ্রবাসীর কথা।

১৭৭ ধারা। যে কার্য সম্পাদন করিবার কি যে বিষয় করিবার আদেশ হইল তাহাতে তিন শত টাকার অধিক লাগিবে বলিয়া আপত্তি হইলে, কমিশনারেরা সভাগত হইয়া সেই আপত্তি শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবেন। কিন্তু সভাপতি কি প্রতিনিধি সভাপতি তিন শত টাকার অধিক খরচ লাগিবে না এই মর্মের সার্টিফিকেট দিলে, সেই সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতি ঐ আপত্তি শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

পরন্তু সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতি পূর্বোক্ত প্রকারে আপনার মতের সার্টিফিকেট দেওয়াতে যদি ঐ আপত্তি শুনিয়া নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন, ও যে ব্যক্তি আপত্তি করিলেন তাঁহার আপত্তি শুনা গেলেও যদি তাঁহার উপর সেই আদেশটি রহিত করিয়া না দেওয়া যায়, তবে তিনি ঐ কার্য সম্পাদন করিবার কি ঐ বিষয় করিবার খরচ বলিয়া কমিশনারদিগকে ঐ তিনশতটাকা দিতে পারিবেন; তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সেই আদেশাভূসারে কার্য সম্পাদন করিবার কি সেই বিষয় করিবার ও তৎসংক্রান্ত খরচ দেওয়ার সমস্ত দায় ও নিবন্ধ হইতে একেবারে মুক্ত হইবেন; ও কমিশনারেরা নিজে সেই কার্য সম্পাদন করিবেন কিম্বা সেই বিষয় করিবেন ও তদর্থে যে সকল ক্ষমতা থাকা আবশ্যক সেই সকল ক্ষমতাভূসারে কার্য করিবেন।

আপত্তি শুনিলে পর সভাপতি প্রভৃতির আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

১৭৮ ধারা। সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতি কিম্বা স্থল বিশেষে সভাগত কমিশনারেরা আপত্তি শুনিলে পর ও যদ্রূপ অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন তাঁহা লইলে পর, উক্ত যে আদেশের বিপরীত আপত্তি উপস্থিত করা গেলে, সেই আদেশ রহিত কি পরিবর্তন কিম্বা স্থির করিবার আজ্ঞা করিবেন। যদি সেই

আদেশ রহিত করিবার আজ্ঞা না হইয়া থাকে, তবে যে সময়ের মধ্যে ঐ আদেশ মত কর্তৃপক্ষ করিতে হইবে ঐ আজ্ঞাপত্রে সেই সময় নির্দেশ করিয়া লিখিতে হইবে। কিন্তু প্রথম আদেশপত্রে এই আইনমতে অতি অল্প যে সময় নির্দিষ্ট হইতে পারিত, তাহার কম সময় দিতে হইবে না।

আজ্ঞার বাচনিক অর্থ করিতে হইবার কথা।

১৭৯ ধারা। যে ব্যক্তি আপত্তি করেন তিনি কমিশ্যনরদের কার্যালয়ে উপস্থিত থাকিলে, উক্ত আজ্ঞা তাঁহাকে মুখে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে। তদ্ব্যতীত বুঝাইয়া দেওয়া যাউক না পারিলে, আপত্তিকারকে ৩৫৬ ধারার বিধানমতে ঐ আজ্ঞার নোটিস দেওয়া যাউক, ও সেই আজ্ঞার অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া কিংবা ঐ আজ্ঞার নোটিস দেওয়া, এই আইনমতে লঙ্ঘিত কার্য সম্পাদন করিবার কি বিষয় করিবার নিয়মমত আদেশ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

ঐ ব্যক্তি কার্য সম্পাদন না করিলে, কমিশ্যনরদের ক্ষমতার কথা।

১৮০ ধারা। যে ব্যক্তির বা যে ব্যক্তিদের প্রতি উক্ত কর্তৃপক্ষ সম্পাদন করিতে বা উক্ত বিষয় করিতে আদেশ চটল তিনি বা তাহারা পূর্বোক্ত কোন আদেশপত্রের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ কার্য সম্পাদন করিতে কি ঐ বিষয় করিতে আরম্ভ না করিলে, ও তৎপরে সমাপ্ত না হওন পর্যন্ত কমিশ্যনরদের হস্তক্ষেপমতে তাহা যত্ন-পূর্বক না চালাইলে, কমিশ্যনরদের কিংবা সংকার্যপক্ষে তাহাদের কাছে ক্ষমতা-প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ঐ স্থানে কি তাহার নিকটে আটচল্লিশ ঘণ্টা থাকিতে জ্ঞাপনপত্র লাগাইয়া আপনাদের অতিপ্রায়ের নোটিস দিয়া সেই ভূমিতে গিয়া আদেশমত কার্য নির্বাহ করিবার কি বিষয় সম্পাদন করিবার আবশ্যক সকল কর্তৃপক্ষ করিতে পারিবেন। আর যদি ঐ আদেশপত্র স্বামিদের কিংবা প্রজাদের প্রতি দেওয়া গিয়া থাকে, তবে স্বামিরা কিংবা প্রজারা ঐ কার্য করণের খরচ দিবেন এবং স্বামিদের ক্ষেত্রে প্রজাদের প্রতি দেওয়া গিয়া থাকিলে স্বামিরা ও প্রজারা ঐ খরচ দিবেন।

স্বামিদের স্থানে কমিশ্যনরদের অংশাংশ করিয়া খরচ লইতে পারিবার কথা।

১৮১ ধারা। কমিশ্যনরদের যে খরচ লাগে তাহার পূর্ব ধারামতে কোন ভূমির স্বামিদের সেই খরচ দিতে হইলে যদি একের অধিক জন স্বামী থাকেন তবে যে স্বামিদিগকে জানা থাকে কমিশ্যনরদের যত্নে উচিত বোধ করেন তদ্ব্যতীত তাঁহাদের স্থানে অংশাংশ করিয়া ঐ খরচ লইতে পারিবেন।

ইহার পূর্ব ধারার বিধানমতে কোন ভূমির প্রজাদের সেই খরচ দিতে হইলে একের অধিক জন প্রজা থাকিলে, যে প্রজাদিগকে জানা থাকে কমিশ্যনরদের যত্নে উচিত বোধ করেন তদ্ব্যতীত তাঁহাদের স্থানে ঐ খরচ অংশাংশ করিয়া লইতে পারিবেন।

স্বামির ও প্রজাদের স্থানে থরচ অংশাংশ করিয়া লইবার কথা।

১৮২ ধারা। কমিশ্যনরদের যে থরচ লাগে ১৮০ ধারার বিধানমতে কোন ভূমির স্বামির এবং প্রজাদের ঐ থরচ দিতে হইলে কমিশ্যনরেরা যত্নপে উচিত বোধ করেন তক্রূপে ঐ স্বামির এবং প্রজাদের স্থানে কিম্বা ভ্রমধ্যে বাঁহাদিগকে জানা থাকে তাঁহাদের স্থানে ঐ থরচ অংশাংশ করিয়া লইতে পারিবেন।

প্রজার থরচকার্য্যনির্বাহ করা গেলে স্বামির স্থানে তাহার সেই থরচ করিয়া পাইবার কথা।

১৮৩ ধারা। কমিশ্যনরেরা এই পরিচ্ছেদ বা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদমতে যে কোন কার্য্য নির্বাহ করিবার বা যে বিষয় পরিবর্তন ও উৎকৃষ্ট করিবার আদেশ করিতে পারেন তাহা যদি কমিশ্যনরদের আদেশ অনুসারে প্রজার দ্বারা নির্বাহ হইয়া থাকে, কিম্বা যদি কমিশ্যনরদের দ্বারা নির্বাহ হইয়া প্রজার স্থানে তাহার থরচ আদায় হইয়া থাকে তবে স্বামির সেই থরচ দেওয়া উচিত কমিশ্যনরেরা এই মর্মেণ্ডার্ট-ফিকেট দিলে প্রজার স্থানে স্বামির যে খাজানা তৎকালে পাওনা থাকে তাহা পূর্ণতা হইয়া প্রজা সেই খাজানা দিবার সময়ে তাহা হইতে ঐ থরচ কাটিয়া রাখিতে পারিবেন কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতে উহা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

দেওয়ানী আদালতে থরচ কি ফী দিবার দায়ের প্রতিবাদ হইতে পারিবার কথা।

১৮৪ ধারা। এই পরিচ্ছেদ কিম্বা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদমতে যে থরচ কি ফী দিতে হইবে ভূমির কোন স্বামী কি প্রজা উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন দেওয়ানী আদালতে আপনাদি প্রতিবাদ কিম্বা তাহার যত টাকা দিবার আজ্ঞা হইল তাহার প্রতিবাদ করিতে পারিবেন।

কিন্তু তক্রূপ মোকদমা উপস্থিত করা গেলেও ৩৬০ ধারার বিধানমতে ঐ টাকা আদায় করিবার ব্যয় হইবে না।

কতি ও কতিপূরণ টাকা যেরূপে নির্ণয় করিতে হইবে তাহার কথা।

৩৬৫ ধারা। ৩০ ধারামতে দেয় কতিপূরণ ছাড়া, এই আইনে কোন কতি কি হানিপূরণের টাকা কমিশ্যনরদের দিতে হইবার আজ্ঞা থাকিলে তাঁহাদের যত টাকা দিতে হইবে এবং আবশ্যক হইলে অংশাংশমতে বাঁহাদিগকে যত দিতে হইবে এই বিষয়ে বিবাদ হইলে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন দেওয়ানী আদালতে তাহা নির্দেশ করিয়া নির্ণয় করা যাইবে।

মল ও দুর্গন্ধ দ্রব্য ও জজাল লইয়া কলিবার লোকদিগের কথা।

১৮৬ ধারা। মল ও দুর্গন্ধ দ্রব্য ও জজাল লইয়া বাইবার জন্য যে লোকদের জজাল ও গাড়ীর ও হাতিয়ারের প্রয়োজন, কমিশ্যনরেরা তাহা যোগাইয়া দিবেন।

দুর্গন্ধ দ্রব্য লইয়া যাইবার সময়ের ও নিয়মের কথা ।

১৮৭ ধারা । দুর্গন্ধ দ্রব্য যে যে ঘণ্টার মধ্যে ও যে প্রকারে উঠাইয়া লওয়া যাইবে কমিশ্যনরের সভাগত হইয়া ৩৫৪ ধারার বিধানমতে আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া সময়ে সময়ে সেই কথা নিরূপণ করিতে পারিবেন ও তাগা ফেলিয়া বাধিবার উপ-
যুক্ত স্থান স্থির করিয়া নানা ঘরের প্রজাতিগকে দিন দিন কিম্বা নির্দিষ্ট অন্য সম-
য়ান্তরে সেই স্থানে ঐ দ্রব্য ফেলাইয়া বাধিবার আজ্ঞা করিতে ও কোন ঘরের
প্রমা এই আইনের বিধানমতে তাগা ফেলিয়া না রাখিলে ঐ দ্রব্য হইতে প্রচার
থ চেষ্টা হইয়া উঠিয়া লইতে পারিবেন ।

মেহতরেরা কমিশ্যনরের কর্ম ছাড়িয়া যাইতে চাহিলে এক মাস থাকিতে তাহাদের
নোটিস দিতে হইবার কথা ।

১৮৮ ধারা । তদ্রূপ আজ্ঞা প্রকাশ করা গেলে পর কোন মেহতর কিম্বা মল
কি দুর্গন্ধ দ্রব্য কি জঞ্জাল লইয়া যাইবার জন্য অন্য যে চাকরেরা কমিশ্যনরের
দ্বারা নিযুক্ত হয় তাহার কর্ম ছাড়িয়া যাইতে চাহিলে তখনকালে একমাস থাকিতে
সেই অভিপ্রায়ের নোটিস লিখিয়া না জানাইলে কমিশ্যনরের অনুমতি না পাঠিয়া
কর্ম ছাড়িয়া যাইতে পারিবেন না ।

সেই আজ্ঞা প্রকাশ করা গেলে পর কোন মেহতর কি উক্ত অন্য চাকর পূর্ব-
কৃতমতে নোটিস না দিয়া আপন কর্ম ছাড়িয়া গেলে তাহার একমাসের অতিরিক্তকাল
কঠিন পরিশ্রমসহিত তাবাদন্ত হইতে পারিবে ও তাহার যে মাহিয়ানা পাওনা থাকে
তাছাড়া পাঠিবে না ।

সরকারী রাস্তার জঙ্কল ফেলিবার সময় কমিশ্যনরের নিরূপণ করিতে পারিবার কথা ।

১৮৯ ধারা । কমিশ্যনরের দ্বারা জঙ্কাল উঠাইয়া লওয়া যায় এই নিমিত্ত কোন
ঘরের কি ভূমির প্রজাতি যে যে ঘণ্টা ছাড়া অন্য ঘণ্টার মধ্যে আপন আপন ঘরের
ও জমীর নিকট সরকারী রাস্তার জঙ্কাল ফেলিতে পারিবেন না কমিশ্যনরেরা সময়ে
সময়ে সভাগত হইয়া ৩৫৪ ধারার বিধানমতে আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া সেই সেই ঘণ্টা
নিরূপণ করিতে পারিবেন, এবং কোন ঘরের কি জমীর প্রচার সম্মতিক্রমে ঐ ঘর
কি জমী হইতে ঐ জঙ্কাল উঠাইয়া লওয়া যাইবার জন্য কিম্বা কোন ব্যবসায় কি
কার্য্য চালাওম যে জঙ্কাল জমিয়া থাকে সরকারী রাস্তা হইতে তাহা তুলিয়া
লইয়া যাইবার জন্য কমিশ্যনরেরা যত চাকর দী লওয়া উচিত বোধ করেন তাহা
লইতে পারিবেন ।

নর্দমা ও পাইথানা প্রভৃতি কমিশ্যনরের উত্থানে থাকার কথা ।

১৯০ ধারা । সকল নর্দমা ও পাইথানা ও গলিজনুও কমিশ্যনর দ্বারা তত্ত্ব ও
কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে ।

নর্দমা ও পাইথানা ও গলিজকুণ্ড দেখিবার কথা।

৩৯১ ধারা। যে বাড়ীর মধ্যে পাইথানা কি নর্দমা কি গলিজকুণ্ড খাঁচা কমিশ্যনরেরা ভিঙ্গা-একতালকে তাঁহাদের স্থানে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্মকাবক হয় ষণ্টা ক্ষান্তে সেই বাড়ীর দখলকারকে লিখিতা সংবাদ দিলে হুঁয়ার উদয় ও অন্ত হটবার মধ্যে কোন সময়ে সেই পাইথানা ও নর্দমা ও গলিজকুণ্ড দেখিয়া লইতে পারিবেন এবং সেই পাইথানা কি নর্দমা কি গলিজকুণ্ড দ্বারা যে অনিষ্ট হয় তাহা নিবারণ করিবার কি উঠাটাইয়া দিবার নিমিত্তে আশ্যক হইলে তাঁহা কি তিনি যে স্থানে উচিতবোধ করেন সেট স্থানের মাটি খুঁড়াইয়া ফেলিতে পারিবেন। ইহাতে যে খরচ লাগে তাহা ঐ বাড়ীর স্বামীর কি প্রজার দিতে হইবে।

ঐরূপ নর্দমা পাইথানা প্রভৃতির অনিষ্টজনক অবস্থা হইলে রোগ সঞ্চার বা দুর্গন্ধ নিবারণ দ্রব্য ব্যবহারার্থ কমিশ্যনরের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

১৯২ ধারা। ঐকপ পাইথানা নর্দমা বা গলিজকুণ্ড থাকায় নিকটবর্তী লোকের পীড়া হটবার সম্ভাবনা কমিশ্যনরের এতরূপ ক্ষেপণ জমিলে তাঁহারা যেকপ নির্দেশ করেন সেটেকপ রোগসঞ্চার নিবারণ বা দুর্গন্ধনাশক দ্রব্য যে পরিমাণে যতকাল উচিতবোধ করেন ঐরূপ পাইথানা নর্দমা বা গলিজকুণ্ডে সেই পরিমাণে ততকাল ব্যবহার করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। আশ্যক হইলে কমিশ্যনরেরা ঐরূপ রোগ সঞ্চার নিবারণ বা দুর্গন্ধনাশক দ্রব্য খরচী মূল্যে উক্তকপ ব্যবহারার্থে দিবেন এবং উহাতে যে খরচ হয় তাহা বাকী টাক্স বলিয়া গণ্য হইবে ও ঐ পাইথানা নর্দমা বা গলিজকুণ্ডের স্বামীর স্থানে এবং আদায় করা যাইতে পারিবে কিম্বা কমিশ্যনরেরা উচিত বোধ করিলে মিউনিসিপল ফণ্ড হইতে ঐ খরচ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

সাধারণের পাইথানার কথা।

১৯৩ ধারা। পুরুষ ও স্ত্রীলোক স্বতন্ত্র ব্যবহারের জন্য সাধারণ যত পাইথানা ও মুত্ৰাগার করা আবশ্যিক কমিশ্যনরেরা উপযুক্ত স্থানে স্থানে তাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিতে পারিবেন ও তাহা উপযুক্ত ভাবে বাগিবার ও উপযুক্তমতে পরিষ্কার করিবার নিয়ম করেন।

সাধারণের পাইথানার লাইসেন্স দিবার কথা।

১৯৪ ধারা। কমিশ্যনরেরা সময়ে সাধারণের সুবিধার জন্য যত পাইথানা উচিত বোধ করেন তাহার লাইসেন্স দিতে পারিবেন।

অস্বাস্থ্যজনক জল পরিষ্কার করিবার ও জল নির্গত হইবার সন্ধান করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

১৯৫ ধারা। ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তির কি ব্যক্তিবিশেষের ঘেরা স্থানের অন্তর্গত

কোন ভূমির মধ্যে স্তম্ভাধী কি রোগজনক গাছ গাছড়া কি জঙ্গল কি অসমানভূমি থাকিতে লোকদের মলমূত্র ত্যাগ করিবার সুবিধা হয়, কিম্বা জল বাহির হইবার পথ না থাকিতে ঐ স্থান প্রতিবাসিদের অস্বাস্থ্যকর কিম্বা হর্গন্ধ জনক, কমিশ্যনরদের এরূপ বোধ হইলে, তাঁহারা সেই ভূমির স্বামী কি প্রজাদিগকে কিম্বা স্বামী ও প্রজাদিগকে পঞ্চদশ দিনের মধ্যে ঐ জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ফেলিবার কিম্বা ঐ ভূমি সমান করিবার কি ঐ ভূমির জল নির্গত করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু যে ব্যক্তির প্রতি ঐ ভূমির জল নির্গত করিবার আজ্ঞা হইল, যদি এই ধারা মতে জল নির্গতের কোন পরনালী করিবার জন্য ঐ ব্যক্তির নিজ সম্পত্তি ছাড়া কোন ভূমি লইবার কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তিকে হানিপূরণের টাকা দিবার আবশ্যকতা হয়, তবে কমিশ্যনরেরা ঐ ভূমি দেওয়াটয়া হানিপূরণের ঐ টাকা দিবেন।

যত জমাল জমা হয় তাহা কমিশ্যনরদের সম্পত্তি হইবার কথা।

১৯৬ ধারা। কমিশ্যনরেরা পথ ও পায় বানা ও নর্দমা ও গলিজনক প্রভৃতি স্থাপন হইতে যত মল ও জমাল ও হর্গন্ধ দ্রব্য জমা করিয়া রাখেন তাহা কমিশ্যনরদেরই সম্পত্তি হইবে, ও তাঁহারা তাহা বিক্রয় করিতে কিম্বা তাহা লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবে। তাহা বিক্রয় করিলে যে টাকা লাভ হয় বা যাহা তাহা মিউনিসিপল ফণ্ডে জমা করিয়া লওয়া যাইবে।

মলনাশ নর্দমা প্রভৃতি কমিশ্যনরদের তত্ত্বাধীনে থাকিবার কথা।

১৯৭ ধারা। রাজকীয় যত মলনাশ ও নর্দমা ও নগর পরিপাতি করিবার যত বিষয় থাকে তাহা সকলই কমিশ্যনরদের আজ্ঞার ও তত্ত্বের অধীন থাকিবে। তাঁহারা সেই প্রকারের অন্য যে বিষয় করা আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহাও প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিবেন।

স্নানাদি করিবার স্থানের ও পুকুরের কথা।

সাধারণ স্রোতাদি কমিশ্যনরদের আজ্ঞার ও কর্তৃত্বের অধীনে থাকিবার কথা।

১৯৮ ধারা। ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি ছাড়া যত জল স্রোত ও নালা ও জলপথ ও পুকুর ও জলাশয় ও উম্মই ও কূপ থাকে, তাহা এই আইনের কার্যপক্ষে কমিশ্যনরদের আজ্ঞার ও কর্তৃত্বের অধীনে থাকিবে।

কমিশ্যনরদের পানীয় জলের ও স্নানাদি করিবার স্থানের বিধান করিতে পারিবার কথা।

১৯৯ ধারা। কমিশ্যনরেরা যে যে স্থানে উচিত বোধ করেন, সেই সেই স্থানে আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া লোকদের পান করিবার ও রন্ধনের কার্যের জল যোগাইবার জন্য ব্যক্তি বিশেষের পুকুরিণী প্রভৃতি ছাড়া সুবিধামতে পুকুরিণী কিম্বা নদীর কি স্রোতের কি নালায় এক এক স্থান ভিন্ন করিয়া রাখিতে পারিবেন,

তদ্ব্যতীত লোক দের স্নান করিবার ও কাপড় কাচিবার ও অন্তর গা ধুইবার, ও অন্য যে কার্যাদি পূর্বোক্তমতে নিরূপিত জল হ্রাসিত হইতে পারে, সেই কার্য করিবার নিষেধ করিতে পারিবেন ;

তজ্ঞপেই স্নান করিবার জন্য উপযুক্ত সংখ্যার পুকুরিণী প্রভৃতি ভিন্ন করিয়া রাখিতে পারিবেন ;

ও পশুর গা ধোয়াইবার ও কাপড় কাচিবার নিমিত্তও নগরনিবাসিদের স্বস্থ ও পরিষ্কার সম্বন্ধভাবে থাকিবার সংক্রান্ত অন্য উদ্দেশ্যে যত পুকুরিণী প্রভৃতি আবশ্যক হয়, তাহা ভিন্ন করিয়া রাখিতে পারিবেন ।

যে কোন জলস্রোত বা জল প্রণালী সাধারণের জল যোগাইবার অংশ বলিয়া ব্যবহৃত হয়, তাহার সাধারণের অব্যবহৃত অংশ সম্বন্ধে ঐ প্রকারে কমিশ্যনরেরা যেরূপ উচিত বোধ করেন, তজ্ঞপ বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন ।

কোন ব্যক্তির বাড়ীর মধ্যে অস্বাস্থ্যজনক পুকুর থাকিলে তাহা পরিষ্কার করাইবার

ও জল বাহির করা ইয়া দিবার ক্ষমতার কথা ।

২০০ ধারা । কোন ব্যক্তির ভূমির মধ্যে কোন জল পথের বা তাঁহার নিজ পুকুরের কিম্বা ডোবার দ্বারা ও কোন ময়লা কি মরা জলে প্রজিবাসিদের স্বাস্থ্যের হানি হয় কি অনিষ্ট জন্মে এমন বোধ হইলে, কমিশ্যনরেরা সেই ভূমির স্বামিদিগকে কি প্রজাতিগকে কিম্বা স্বামী ও প্রজাতিগকে আট দিনের মধ্যে কিম্বা কমিশ্যনরেরা যে অধিক সময় দেন সেই সময়ের মধ্যে সেই জল পথ কিম্বা সেই পুকুর কি ডোবা পরিষ্কার করিবার এবং নালা কাটা ইয়া সেই ময়লা কি মরা জল বাহির করিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ।

কিন্তু যে ব্যক্তির প্রতি জল নির্গমন করাইবার আজ্ঞা হয়, এই ধারামতে ঐ জলনির্গমনের নালা কাটিবার জন্য যদি সেই ব্যক্তির নিজ সম্পত্তি ছাড়া অন্য ভূমি লাইবার কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তিকে নিজ হানিপুরণের টাকা দিবার প্রয়োজন হয়, তবে কমিশ্যনরেরা সেই ভূমি দেওয়াইবেন না এবং হানি পূরণের সেই টাকা দিবেন ।

যেরামত প্রভৃতি সাধারণের কার্যের জন্য রাস্তা কি রাস্তার একাংশ বন্ধ করিবার ক্ষমতার কথা ।

২০১ ধারা । কমিশ্যনরেরা কোন রাস্তা সাড়াইবার জন্য কিম্বা মলনালা কি নর্দমা কি কলবট কি সাকো করিবার জন্য কিম্বা সাধারণের ব্যবহার্য অন্য কার্যের জন্য কিয়ৎ কালের নিমিত্ত কোন পথ কিম্বা পথের কোন অংশ বন্ধ রাখিতে পারিবেন ।

কিন্তু কমিশ্যনরেরা ঐরূপে কোন পথ বন্ধ করিলে ঐ পথের ধারের যোত

বার্গদের দখলে থাকে, তাহাদের তথ্যর যাইবার সুক্ৰিয়ত উপায় বিধান করিতে বাধ্য থাকিবেন ।

তদুপ পথ সাবাইয়া দেওন কি মলনালা প্রভৃতি প্রস্তুত করণহেতুক কিম্বা অন্য কারণে পথিকদের পক্ষে কোন পথ কিম্বা পথের কোন অংশ সঙ্কটজনক হইলে, কাহারও প্রাণের ও সম্পত্তির হানি না হয় এই কারণে কমিশ্যনরেরা উপযুক্ত আটক বা বেড়া দিয়া তাহাতে স্থায়ীকালাবধি স্থর্যোদয় পর্যন্ত উপযুক্ত আলো দেওয়াইবেন ।

অবিষ্মতে পথে অবরোধজনক কি স্থানঘোড়াকারি বিষয় থাকিলে তাহা স্থানান্তর করিবার কথা ।

২০২ ধারা । কোন মিউনিসিপালিটিতে মফঃসলের নগরাদির মৌষ্ঠবক্তরণের ১৮৬৪ সালের আইন কিম্বা প্রাদেশীয় নগরাদির ১৮৬৮ সালের আইন কিম্বা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় মিউনিসিপাল আইন যে তারিখে প্রচলিত করা যায় কিম্বা এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে উক্ত কোন আইন ঐ মিউনিসিপালিটির মধ্যে প্রচলিত করা না গেলে এই আইন যে তারিখে ঐ মিউনিসিপালিটিতে প্রচলিত করা যায়, সেই তারিখের পর কোন কোন ব্যক্তি কোন পথে কি খোলা নর্দমায় কি মলনালায় কি পয়নালায় কি তাহার উপরে দেওয়াল গাঁথিলে কিম্বা বেড়া কি গরাদিয়া কি থাম কিম্বা অবরোধ জনক কি স্থানঘোড়াকারী বিষয় স্থাপন করিলে কমিশ্যনরেরা নোটিস দিয়া তাহাতে সেই দেওয়াল প্রভৃতি উঠাইয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন; ও সেই ব্যক্তি ঐ নোটিস পাটলে পর আট দিনের মধ্যে ঐ আদেশানুসারে কার্য না করিলে, কমিশ্যনরেরা প্রার্থনামতে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সেই অবরোধ জনক কি স্থানঘোড়াকারী বিষয় উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন । তাহা হইলে কমিশ্যনরেরা অবরোধ জনক কি স্থানঘোড়াকারী বিষয় উঠাইয়া দিতে পারিবেন ও তাহাতে যে খরচ লাগে যে ব্যক্তি ঐ বিষয় গাঁথিয়া কি করাইয়া দিয়াছেন তাহারই সেই খরচ দিতে হইবে ।

এই ধারামতে কোন দেওয়াল কি বেড়া কি গরাদিয়া কি থাম কি অবরোধজনক অন্য বিষয় উঠাইয়া দেওয়া যাওয়াতে কোন ব্যক্তির হানিপূরণ পাইবার অধিকার থাকিবে না ।

যে ব্যক্তি অবরোধজনক বিষয় স্থাপন করেন তাহার উদ্দেশ্য পাওয়ানা গেলে কার্যপ্রণালী কথ্য ।

২০৩ ধারা । যে ব্যক্তি ঐ দেওয়াল কি বেড়া কি গরাদিয়া কি থাম কি অবরোধজনক কি স্থানঘোড়াকারী ঐ বিষয় গাঁথিয়া কি করাইয়া দেন তাহার পরিচয় জানা না গেলে কিম্বা তাহার উদ্দেশ্য পাওয়া যাইতে না পারিলে কমিশ্যনরেরা ঐ

দেওয়ালের কি খেরার কি গবাদিঘার কি খামের কি অবরোধ জনক কি স্থানঘোড়া-কারী ঐ বিষয়ের নিচুট নোটিস লাগাইয়া ঐ বিষয়ে যে ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে তাঁহাকে সেই বিষয় উঠাইয়া দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন ঐ আদেশ পত্রে কোন ব্যক্তির নাম লিখিবার প্রয়োজন হইবে না। আর ঐ নোটিস লাগাইয়া দিবার পর আট দিনের মধ্যে যদি সেই নোটিসের লিখিত আদেশানুসারে ঐ দেওয়াল কি বেড়া কি গরাদিয়া কি খাম কি অবরোধজনক কি স্থানঘোড়াকারি ঐ বিষয় উঠাইয়া না দেওয়া যায় তবে কমিশ্যনরদের প্রার্থন শ্রুতি মাজিস্ট্রেট সাহেব অবরোধ জনক কি স্থানঘোড়াকারি ঐ বিষয় উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে কমিশ্যনরদের অবরোধজনক কি স্থানঘোড়াকারি ঐ বিষয় উঠাইয়া দিয়া তাহার সরঞ্জাম বিক্রয় করিয়া উঠাইয়া দিবার খরচ লইতে পারিবেন।

তাহা বিক্রয় করিয়া সেই খরচ আদায় করিলে পর উদ্বৃত্ত থাকিলে তাহা মিউনিসিপাল ফণ্ডে জমা করিয়া লওয়া যাইবে, এবং যে কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরদের হুজুর্দারিতে কিবা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতে আপনার স্বত্ব স্থাপন করেন, তাহার দায়িত্বমতে তাঁহাকে দেওয়া যাইতে পারিবে।

অধিকন্তু ঘরের কোন অংশ বাড়িয়া থাকিলে তাহা স্থানান্তর করিবার কথা।

২০ ধারা। কোন মিউনিসিপালিটিতে মহাসম্মেলনের নগরাদির সৌষ্টব্য করণের ১৮৬৪ সালের আইন, কিবা প্রদেশীয় নগরাদির ১৮৬৮ সালের আইন কিবা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় মিউনিসিপাল আইন যে তারিখে প্রচলিত করা যায়, কিবা এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে পূর্বোক্ত কোন আইন ঐ মিউনিসিপালিটিতে প্রচলিত করা না গেলে, এই আইন যে তারিখে সেই মিউনিসিপালিটিতে প্রচলিত করা যায়, সেই তারিখের পর কোন ঘরের আড়ালে কি অগ্রভাগে বাড়িয়া থাকা কি স্থানঘোড়াকারী কি অবরোধজনক কোন বিষয় নির্দিষ্ট কি স্থাপিত হইলে, ও তাহা কোন পথের উপর কুক্ষি কি বাড়িয়া থাকিলে, কিবা পথের উপর বাড়িয়া থাকিতে স্থান ঘোড়া করিলে, কি পথ দিয়া নির্দিষ্ট ও সচ্ছন্দে গমনের বাধা জন্মাইলে,

কিন্তু সেই পথের পার্শ্বের কোন পয়নালার কি নর্দানার কি মলনার বাধা হইলে, কি তাহার উপর বারিষা পড়িলে, কি স্থানঘোড়া করিলে, কমিশ্যনরদের সেই ঘরের স্বামিকে কি প্রত্যেক সেই বিষয় উঠাইয়া দিবার কি পরিবর্তন করিবার নোটিস লিখিয়া দিতে পারিবেন।

ও স্বামী কি প্রজা ঐ নোটিস পাইলে পর আট দিনের মধ্যে ঐ আদেশ অনুসারে কর্তব্য না করিলে, মাজিস্ট্রেট সাহেব কমিশ্যনরদের প্রার্থনামতে ঐ বাড়ান কি স্থান-ঘোড়াকারি কি অবরোধজনক বিষয় স্থানান্তর কি পরিবর্তন করিবার আজ্ঞা দিতে

পারিবেন । তাহা হইলে কমিশ্যনরেরা সেই বাড়ান কি স্থানযোজ্যকারী কি অব-
রোধ জনক বিষয় স্থানান্তর কি পরিবর্তন করিতে পারিবেন ; ও তাহা করিবার খরচ
ঐ ক্রটিকারি স্বামির কি প্রজার দিতে হইবে ।

যে-ভাগটা বাড়িয়া থাকে কিম্বা পথ অবরোধ কি স্থান যোজ্য করে, তাহা এই
ধারামতে স্থানান্তর করিয়া দেওয়া হেতুক কোন ব্যক্তির হানিপূরণ পাইবার অধিকার
থাকিবে না ।

২০২, ২০৩, ২০৪, ও ২০৫ ধারামতে যে আজ্ঞা করা যায় তাহার ফলের কথা ।

২০৫ ধারা । মাজিস্ট্রেট সাহেব ২০২, ২০৩, ২০৪ ও ২০৩ ধারামতে যে আজ্ঞা
করেন বিচারপতিস্বরূপ আপনার কর্তব্য কৰ্ম্ম করিয়া সেই আজ্ঞা করিলেন এমন
জ্ঞান করিতে হইবে, এবং (বিচারকর্তাদের রক্ষা করণার্থ) ১৮৫০ সালের ১৮ আই-
নের মর্ম্মানুসারে কমিশ্যনরদিগকেই মাজিস্ট্রেটের সেই আজ্ঞামতে কার্য্য করিতে
বাধ্য বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে ।

পথের বানন্দমার সীমার বাহির ঘর বাড়িয়া থাকিলে, যখন তাহা যায় তখন
পিছাইয়া কল্পিতে হইবার কথা ।

২০৬ ধারা । যদি কোন ঘরের কোন ভাগ পথের বা বান্দমার অবধারিত তসীয়া
অতিক্রম করিয়া থাকে, অথবা কোন পার্শ্বের ঘরের অগ্রভাগ অপেক্ষা বাড়িয়া থাকে,
তবে সেই গৃহাদি দক্ষ হইলে কি প্রকারান্তরে নষ্ট হইলে, কিবা পুনরায় গাঁথিয়া
কি মেরামত করিয়া দিবার জন্য ভাঙ্গিয়া ফেলা গেলে, কমিশ্যনরেরা তাহা পিছা-
ইয়া ঐ পথের কি বান্দমার কি নিকটস্থ ঘরের সীমার রেখার সমান বা পঞ্চাশতী
করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন । তাহাতে সেই ঘরের স্বামী কোন ক্ষতি হইলে
কমিশ্যনরেরা তাহার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ করিতে পারিবেন ।

পতিত ঘর প্রভৃতি পথ বা বান্দমা অবরোধ করিলে স্বামীর তাহা উঠাইয়া ফেলিতে হইবার কথা ।

২০৭ ধারা । কোন ব্যক্তি বিশেষের ঘর, দেওয়ান বা অন্য গাঁথনী কিম্বা কোন
বৃক্ষ কোন বান্দমার পরিমাণ বাধা লগাইলে কিম্বা কোন সমকারী পথ অবরোধ
করিলে কমিশ্যনরগণ উক্ত বাধা বা অবরোধ জনক দ্রব্যের স্বামীর খরচে তাহা উঠা-
ইয়া ফেলিতে পারিবেন কিম্বা তাঁহাকে যে সময় উচিত বোধ করেন সেই সময়ের
মধ্যে উহা উঠাইয়া ফেলিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ।

পথের ধারের গাছ ও বেড়া ঝুড়িয়া দিবার ক্ষমতার কথা ।

২০৮ ধারা । রাস্তার ধারে কোন বেড়া থাকিলে কি কোন গাছের ডাল পথের
উপর ঝুলিয়া পড়াতে গমনাগমনের বাধা হইলে কিম্বা রাস্তার হানি হইলে কমিশ্য-
নরেরা সেই ভূমির স্বামীকে কি দখীলকারকে তিন দিনের মধ্যে তাহা কাটিবার কি
ঝুড়িয়া দিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ।

নগর পরিপাটি রাখিবার ও তাহার সৌষ্ঠব করিবার সাধারণ বিধি।

কুপ পুকুরাদি ঘেরিয়া রাখিবার কথা।

২০৯ ধারা। সরকারী কিম্বা ব্যক্তি বিশেষের ভূমির অন্তর্গত কোন পুকুর কি কুপ কি অন্য গর্ত উপযুক্ত মতে মেঝা মত না হওয়াতে কিম্বা ঘেরিয়া না দেওয়াতে পথিকদের আশঙ্কাজনক হইলে কমিশ্যনরের বা আবশ্যক বোধ করিলে পথিকদের রক্ষার জন্য অগৌণেই কিয়ৎকালের নিমিত্ত তক্তার কি অন্য প্রকারের বেড়া দেওয়াইতে পারিবেন, এবং ঐ পুকুর কি কুপ কি অন্য গর্ত যে ভূমিতে থাকে সেই ভূমির স্বামী কি দখিলকারদিগকে কিম্বা স্বামী ও দখিলকারদিগকে সাত দিনের মধ্যে ঐ কুপ কি পুকুর কি অন্য গর্ত উপযুক্তরূপে ঘেরিয়া দিবার কি রক্ষা করিবার আন্তর্য্য দিতে পারিবেন।

গৃহাদি ভগ্ন বা আশঙ্কাজনক অবস্থায় থাকিলে তাহার কথা।

২১০ ধারা। কোন ঘর কি দেওয়াল কি গাঁথনী কিম্বা তৎসংযুক্ত কোন দ্রব্য কমিশ্যনরের বিবেচনার ভগ্নাবস্থ কিম্বা কোন প্রকারে আশঙ্কাজনক হইলে, তাঁহার বা আবশ্যক বোধ করিলে পথিকদের রক্ষার জন্য অগৌণেই তক্তার কি অন্য প্রকারের উপযুক্ত বেড়া দেওয়াইবেন, ও ঐ ঘর কি দেওয়াল কি গাঁথনী যে ভূমিতে সংলগ্ন থাকে তাঁহার সাধারণের নিরাপত্তার জন্য যত দূর আবশ্যক বোধ করেন সাত দিনের মধ্যে সেই ভূমির স্বামী কি দখিলকার দিগকে কিম্বা স্বামী ও দখিলকারদিগকে ঐ ঘর কি দেওয়াল কি গাঁথনী ততদূর যেমত করাইয়া দিবার কিম্বা ঐ ঘর কি দেওয়াল কি গাঁথনী কি তৎ সংযুক্ত দ্রব্য উঠাইয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

ঘর ভাঙপে মেরামত করা গেলে তাহা অধিকার করিয়া লইবার কথা।

২১১ ধারা। কমিশ্যনরের কোন ঘর কি অন্য গাঁথনি সারাইয়া দিলে, ও সেই ঘর কি গাঁথনী খালী থাকিলে, কমিশ্যনরের তাহা অধিকার করিয়া লইতে পারিবেন ও তাঁহার বা তাক্ষর করিয়া সেই ঘর প্রভৃতি সারাইয়া দিলেন তত টাকার তাঁহাদিগকে যতদিন না দেওয়া যায় তত দিন তাহা আপনাদের অধিকারে রাখিতে পারিবেন।

গৃহাদি ভাঙ্গিয়া ফেলা গলে সরঞ্জাম বিক্রয় করিবার কথা।

২১২ ধারা। ২১০ ধারার বিধানমতে কোন বিষয় ভাঙ্গিয়া ফেলা কি অন্যান্যরূপে করা গেলে, কমিশ্যনরের তাহার ইষ্টকাদি সরঞ্জাম বিক্রয় করিতে পারিবেন। ইহাতে কে টাকার পাওরা যায় তাহা হইতে খরচ যত দূর শোধ হইতে পারিলে শোধ করা যাইবে।

তৎপরে উদ্বর্ত্ত থাকিলে, তাহা মিউনিসিপাল কণ্ডে জমা করিয়া লওয়া যাইবে । এবং যে কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরদের হুদ্বোধমতে কিসা উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত আদালতে আপনার স্বহ হাশন করেন, তাঁহার দাওয়া মতে তাঁহাকে দেওরা যাইতে পারিবে ।

নির্ধারিত কে নং সময়ে বেড়া নিয়া কুকুর নষ্ট করিবার কথা ।

২১৩ ধারা । কোন কুকুরের গলাবন্ধ না থাকিলে কি অন্য যে চিহ্ন দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের কুকুর বলিয়া জানা যাইতে পারে এমত চিহ্ন না থাকিলে, সেই কুকুর পথে কিসা স্বামীদের বাড়ীর বেড়ার বাহিরে বেড়াইতে দেখা গেলে কমিশ্যনরেরা সময়ে অজ্ঞা প্রকাশ করণ পূর্ব্বক ঐ প্রকারের কুকুর মারিয়া ফেলিবার কোন সময় নিরুপণ করিতে পারিবেন । সেই সময়ে ঐ প্রকারের কুকুরকে সেই আজ্ঞামতে মারিয়া ফেলা যাইতে পারিবে ।

অনিষ্টজনক জন্ত মারিবার জন্য কমিশ্যনরদের পুঙ্কার দিতে পারিবার কথা ।

২১৪ ধারা । কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া মিউনিসিপালিটির সীমার মধ্যে অনিষ্ট জনক জন্ত নষ্ট করিবার পুরস্কার দিবার প্রস্তাব করিতে পারিবে ।

রাস্তার নামের ও ঘরের নামের কথা ।

২১৫ ধারা । কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া কোন পথে নাম দিতে পারিবেন; ও যে স্থানে উচিত বোধ করেন সেট স্থানে ঐ রাস্তার নাম, ও ঘরের নাম লগা ইয়া দিতে পারিবেন, এবং ওজুগে সময়ে ঐ নাম ও নাম পরিবর্ত্তন করা ইতে পারিবেন ।

দণ্ডের কথা ।

১৮৯ ও ২১৫ ধারামত অপরাধের কথা ।

২১৬ ধারা । কোন ব্যক্তি কোন মিউনিসিপালিটিতে,

(১) কমিশ্যনরেরা ১৮৯ ধারার বিধানমতে যে সময় নির্দিষ্ট করেন, সেই সময় ছাড়া অন্য সময়ে সরকারী রাস্তায় জঞ্জাল ফেলিলে কিসা আপন চাকরদিগকে ফেলিতে দিলে; কিসা

(২) কমিশ্যনরেরা ২১৫ ধারার আদেশমতে যে কোন নাম বা নাম লগাইয়া দেন, তাহা নষ্ট করিলে কি নামাইয়া ফেলিলে কি বিকৃত বা পরিবর্ত্তন করিলে, তাঁহার ঐরূপ প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত বিশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে ।

২১৭ ধারা । কোন ব্যক্তি কোন মিউনিসিপালিটিতে,

গলিজ প্রভৃতি দখলকার উঠাইয়া না ফেলিলে তাঁহার কথা ।

(১) কোন বাজপথের ধারের কি নিকট কোন ঘরের দখলকার হইয়া উপযুক্ত কোন আধার ভিন্ন ঐ ঘরে কি তৎপরে কিসা ঐ ঘরের লাগা ও ঘরের

অন্যে দখল করা কোন বাহির ঘরে কি প্রাঙ্গণে কি অমিতে ২৪ ঘণ্টার অধিককাল কিম্বা উপবিধিক্রমে অন্য যে কম সময় নির্দিষ্ট হয়, তাহার অধিক কাল কোন ময়লা কি গোবর কি হাড় কি ছাই কি বিষ্ঠা কি গলিজ কি পীড়াকনক কি চূর্ণক জব্য থাকিতে দিলে, কিম্বা সেই আধার ময়লা বা অস্বাস্থ্যজনক অবস্থায় থাকিতে দিলে কিম্বা তাহা পরিষ্কার রাখিবার উপযুক্ত বিধান করিতে নৈখিল্য করিলে, কিম্বা

লাইসেন্স বিনা সাধারণ পাইথানা রাখিবার কথা।

(২) ১৯৪ ধারামতে কমিশ্যনরদের স্থানে লাইসেন্স না পাইয়া সাধারণে পাটখানার কিম্বা সাধারণের পাইথানার লাইসেন্স পাঠয়া সেই পাইথানা ময়লা কি অস্বাস্থ্যজনক অবস্থায় থাকিতে দিলে, কিম্বা তাহা পরিষ্কার করিবার উপযুক্ত বিধান করিতে নৈখিল্য করিলে, কিম্বা

ব্যক্তিবিশেষের নর্দমা প্রভৃতি উপযুক্ত অবস্থায় না রাখিবার কথা।

(৩) ব্যক্তিবিশেষের নর্দমা কি পাইথানা কি গলিওকুণ্ডের স্বামী বা দলীলকার হওয়ারিতে কমিশ্যনরদের নারা সতর্ক করা গেলেও সেই প্রভৃতি উপযুক্ত ভাবে রাখিতে নৈখিল্য করিলে কি সম্মত না হইলে, কিম্বা

১৯২ ধারামতে আত্মা অমান্য করিবার কথা।

(৪) ১৯৯ ধারার বিধানমতে কমিশ্যনরেরা যে আত্মা দেন, সেই আত্মা না মানিলে, কিম্বা

অবরোধজনক বিষয় স্থাপন করিবার কথা।

(৫) কোন গর্ত করিয়া কিম্বা কোন দেওয়াল কি বেড়া কি গড়াদিয়া কি ধাম কি অবরোধজনক অন্য বিষয় স্থাপন করিয়া কোন পথের কি নর্দমার কি মল-নালাব কি পয়োনালার কি জলপথের স্থান ঘোড়া করিলে;

ঐরূপ প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত তাহার পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

২০২, ২০৪ বা ২০৮ ধারামত আদেশপত্র অমান্য করিবার কথা।

২১৮ ধারা। কমিশ্যনরেরা ২০২, ২০৪ কিম্বা ২০৮ ধারার বিধানমতে যে আদেশপত্র দেন, কোন ব্যক্তি কোন মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত কোন ঘরের বা জমীর স্বামী বা প্রজা হইয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে ক্রটি করিলে, এরূপ প্রত্যেক ক্রটির নিমিত্ত তাহার পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে ও ঐ আদেশপত্র তাহার উপর জারী হইবার তারিখ অবধি আট দিন গত হইলে পর যত দিন ক্রটি হইতে থাকে, তত দিন তাঁহার দিন প্রতি আর দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৯৫, ২০০, ২০১ কিম্বা ২১০ ধারায় আদেশপত্র অব্যাহত করিবার কথা।

২১৯ ধারা। কমিশ্যনরেরা ১৯৫, ২০০, ২০১ কিম্বা ২১০ ধারার বিধানমতে যে কোন আদেশপত্র দেন, কোন ব্যক্তি মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত কোন ঘরের কি ভূমির স্বামী কি প্রজা হইয়া তদনুসারে কার্য করিতে ফ্রুটি করিলে, ঐরূপ প্রত্যেক ফ্রুটিতে নিমিত্ত তাঁহাদের একশত টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে, এবং ঐ আদেশপত্র তাঁহার উপর জারী হইবার তারিখ অবধি আট দিন গত হইলে পর যত দিন ফ্রুটি হইতে থাকে, তত দিন তাঁহার দিন প্রতি আর বিশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিশেষ বিধান।

৬, ৭, ৮, ৯ বা ১০ পরিচ্ছেদের বিধান যেখানে প্রচলিত হইবে তাহার কথা।

২২০ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ইহার পশ্চাৎ লিখিত ধারার বিধানমতে কোন মিউনিসিপালিটিতে স্পষ্ট করিয়া এই কিম্বা ৭, ৮, ৯ বা ১০ পরিচ্ছেদের বিধান না চালাইলে, যত দিন না চাপান তত দিন তাহা ঐ মিউনিসিপালিটির প্রতি বর্তিবে না।

এই সকল পরিচ্ছেদের বিধান প্রবল হওন বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

২২১ ধারা। কমিশ্যনরেরা এই বিষয় বিবেচনার্থে যে বিশেষ সভা করেন সেই সভার নির্ধারণক্রমে তাহার স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিকট এই পরিচ্ছেদের কিম্বা ৭, ৮, ৯ বা ১০ পরিচ্ছেদের সমুদয় বা কোন বিধান মিউনিসিপালিটিতে চালাইবার কিম্বা মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত কোন স্থান উক্ত সমস্ত বা কোন বিধানের কার্য চলন হইতে মুক্ত করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

আজ্ঞা প্রচার করিবার কথা।

২২২ ধারা। ঐরূপ প্রত্যেক আজ্ঞা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে। তদ্রূপে প্রকাশ হইবার পর পঞ্চদশ দিনের মধ্যে কমিশ্যনরেরা আপনাদের কার্যালয়ে সেই আজ্ঞাপত্রের নকল ও জিলার চলিত ভাষায় তাহার অমূহাদ, ও সেই আজ্ঞা যে তারিখ অবধি প্রবল করা যাইবে তাহার নোটিস লাগাইয়া দিবেন, ও ৩৫৪ ধারার বিধানমতে তাগ প্রকাশ করাইবেন।

তদ্রূপে যে তারিখ নির্ধারিত হয় উক্ত বিধান সেই তারিখ অবধি সেই মিউনিসিপালিটির মধ্যে প্রবল হইবে।

কিন্তু উক্ত যে তারিখ নির্দ্ধারিত হয় তাহা উক্ত ধারামতে আত্মপত্র প্রকাশ হইবার পর পঞ্চদশ দিনের কম ও কলিকাতা গেজেটে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞা পূৰ্ব্বোক্তমতে প্রকাশ হইবার পর তিন মাসের অধিক হইবে না।

স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞা করিতে কি পরিবর্তন করিতে পারিবার কথা।

২২০ ধারা। কমিশ্যনরেরা ঐরূপ প্রার্থনা করিলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে কোন সময়ে ২২১ ধারামত কোন আজ্ঞা রহিত বা পরিবর্তন করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ রহিত করণ কি পরিবর্তন হইবার কথা প্রকাশ করা যাইবে, এবং তাহা পূৰ্ব্ব ধারার নির্দ্ধিষ্টমতে ফলস্ব হইবে।

পাইখানার ও নর্দমার ও গর্তের কথা।

নর্দমা প্রভৃতি মেরামত করণ বিষয়ে স্বামীকে কি দখীলকারকে কমিশ্যনরদের আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

২২৪ ধারা। কোন ভূমিতে যে নর্দমা কি পাইখানা কি গলিঙ্গকুণ্ড থাকে, কমিশ্যনরেরা সেই ভূমির স্বামী কি দখীলকারকে কি স্বামী ও দখিলকারদিগকে পঞ্চদশ দিনের মধ্যে তাহা মেরামত কি উত্তম করিয়া দিবার, কি কোন পাইখানা উঠাইয়া দিবার কি ঐ ভূমিতে যে গলিঙ্গকুণ্ড থাকে তাহা বন্ধ করিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

পাইখানা উপযুক্তমতে ঘেরিয়া রাখিতে হইবার কথা।

২২৫ ধারা। কোন ব্যক্তি পাইখানা প্রস্তুত করিলে, বাঁহারা নিকট দিয়া যান কি নিকটে বাস করেন তাঁহারা যেন ভিতরে দেখিতে না পান এত কারণে ঐ পাইখানার উপযুক্ত ছাদ ও দেওয়াল কি বেড়া দেওয়াইবেন; ও যে ভূমিতে পাইখানা থাকে কমিশ্যনরেরা সেট ভূমির কোন স্বামী কি দখীলকারকে পঞ্চদশ দিনের মধ্যে পূৰ্ব্বোক্ত মতে লোকদের দৃষ্টি হইতে তাহা বন্ধ করাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অমুমতি বিনা যে নর্দমা সরকারী মলনালার সঙ্গে সংযোগ করা যায় তাহা নষ্ট করিতে পারিবার কথা।

২২৬ ধারা। কমিশ্যনরগণের প্রক্তি যে মলনালা কি নর্দমা অর্পণ করা গেল কোন ব্যক্তি তাঁহাদের লিখিত অমুমতি না পাইয়া তাহার সঙ্গে সংযোগ করিয়া কোন নর্দমা প্রস্তুত করিলে কি করাইলে, কি পরিবর্তন করিলে কি করাইলে, কমিশ্যনরগণ সেই শাখা নর্দমা নষ্ট কি পরিবর্তন কি নুতন করিয়া নিৰ্ম্মাণ করাইতে পারিবেন কি প্রকারান্তরে বাহা উচিত জ্ঞান করেন তাহা করিতে পারিবেন। তাঁহাতে যে খরচ লাগে, যে ব্যক্তি ঐ শাখানর্দমা করিলেন কি পরিবর্তন করিলেন তাঁহারই তাহা দিতে হইবে।

ভূমির জল বাহির করিবার মালা করণ বিষয়ে বাবাকে কমিশনারদের আজ্ঞা করিবার কথা।

২২৭ ধারা। কোন ভূমির জল কমিশনারদের বিবেচনামতে যে মলনাশায় কি নর্দমা কি যে নালায় গিয়া পড়িতে পারে, এমন মলনাশা প্রভৃতি ঐ ভূমি হইতে এক শত ফুটের মধ্যে থাকিলেও কমিশনারদের জ্ঞোধ্যমতে সেই ভূমির জল বাহির হইবার পথ না থাকিলে, তাঁহার। স্বামিকে এক মাসের মধ্যে উক্ত মলনাশায় কি নর্দমা কি নালায় ঐ ভূমির জল পড়িবার পথ করিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

গৃহাদি একত্রে গাঁধা গেলে তাহার পয়োনাল। সংযোগ ভাবে করিবার কথা।

২২৮ ধারা। কয়েকটা ঘর একত্র থাকিতে বা গাঁধা যাওয়ার তাহার একই ঘরের স্বতন্ত্র পয়োনাল। না করিয়া সংযোগ ভাবে জল বাহির হইবার ও ঘর উৎকৃষ্ট করিবার উপায় করা গেলে অনেক খরচও বাঁচিতে, উপকারও হইতে পারে, কমিশনারগণের এমন বিবেচনা হইলে, ও সেই ঘর সকলের কোন অংশ হইতে এক শত ফুটের মধ্যে মলনাশা কি নর্দমা কি জল নির্গমনের অন্য পথ থাকিলে, কমিশনারগণ ঐ সকল ঘরের জল বাহির হইবার ও সেই ঘর উৎকৃষ্ট করিবার একই সাধারণ উপায় করিয়া দিতে পারিবেন। তাহাতে যে খরচ লাগে কমিশনারগণ অংশাংশ মতে যত করিয়া দিতে নিরুপণ করেন, ঐ ২ ঘরের স্বামিদের ঐ খরচের সেই অংশ দিতে হইবে।

কমিশনারদের আজ্ঞার বিপরীত ভাবে নর্দমা প্রভৃতি প্রস্তুত করা গেলে তাঁহাদের তাহা পরি-বর্তন করিবার ক্ষমতার কথা।

২২৯ ধারা। কোন শাখা নর্দমা কি পাইথানা কি গলিজকুণ্ড কমিশনারদের আজ্ঞার ও বিধানের বিপরীত ভাবে কি এই আর্ডিন্যান্সের বিধানের বিরুদ্ধভাবে প্রস্তুত করা গেলে, কি কমিশনারদের যে শাখা নর্দমা কি পাইথানা কি গলিজকুণ্ড নষ্ট কি বন্ধ করিতে কি প্রস্তুত না করিতে আজ্ঞা করিলেন, কোন ব্যক্তি তাঁহাদের অমুমতি না লইয়া তাহা প্রস্তুত করিলে কি পুনরায় গাঁধিয়া কি খুলিয়া দিলে, কমিশনারের। ঐ নর্দমা কি পাইথানা কি গলিজকুণ্ড যজ্ঞে পরিবর্তন কি সংশোধন করা উচিত জ্ঞান কয়েম তজ্ঞে পরিবর্তন কি সংশোধন করাটয়া দিতে, কি উঠাইয়া দিতে পারিবেন। তাহা করিতে যে খরচ লাগে, যে ব্যক্তি ঐ নর্দমা কি পাইথানা কি গলিজকুণ্ড অমুমুমুক্তমতে প্রস্তুত করিলেন কি পুনরায় গাঁধিয়া কি খুলিয়া দিলেন তাহারই সেই খরচ দিতে হইবে।

পুকুরিণী হইতে পক্ষাশ ফুট পরিমাণ স্থানের মধ্যে পাইথানা না করিবার কথা।

২৩০ ধারা। সরকারী কোন পুকুরিণী বা জলস্রোত কি কোন স্থানবাসী লোকে যে পুকুরিণী বা জলস্রোতের জল ব্যবহার করিয়া থাকে, এমন কোন

পুকুরিণী বা জলস্রোত হইতে পঞ্চাশ ফুট পরিমাণ স্থানের মধ্যে, কোন ব্যক্তি, কমিশ্যনরগণের লিখিত অনুমতি না পাঠিয়া, কোন পাইখানা কি মৃত্তাগার কি গলিজকুণ্ড কি ঘরের নর্দমা কি মল কি অন্য দুর্গন্ধ দ্রব্য ফেলিবার অন্য আশ্রয় করিবেন না বা রাখিবেন না।

যে ভূমির তদ্রূপ স্থানে কোন পাইখানা কি মৃত্তাগার কি গলিজকুণ্ড কি ঘরের নর্দমা কি উক্ত প্রকারের অন্য আশ্রয় থাকি উহার পর প্রস্তুত করা যায়, কমিশ্যনরেরা সেই ভূমির কোন স্বামিকে ও দখলকারকে আট দিনের মধ্যে তাহা উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

পাইখানা প্রস্তুত করিবার কথা।

২৩১ ধারা। কমিশ্যনরদের লিখিত অনুমতি না পাইলে কোন ব্যক্তি এমন পাইখানা প্রস্তুত করিবে না যাহার দ্বার কি কাঠের দ্বার খুলিলে কোন পথের কি নর্দমার উপর থাকে। সে স্বামীর কি দখলকারের ভূমিতে এখন তদ্রূপ পাইখানা আছে, কমিশ্যনরেরা তাহাকে আট দিনের মধ্যে তাহা উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

গর্ত করিতে নিষেধ করিবার ক্ষমতার কথা।

২৩২ ধারা। কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া সাধারণ আজ্ঞা করিয়া, আপনাদের বিশেষ অনুমতি পূর্বে না পাইলে মাটি বা পাথর তুলিয়া লইবার জন্য কি জঞ্জাল কি দুর্গন্ধ দ্রব্য জমা করিয়া রাখিবার জন্য খানা কবিত্তে, ও গলিজকুণ্ড ও পুকুর ও গর্ত খুড়িতে নিষেধ করিতে পারিবেন।

সেই আজ্ঞা বাহির হইয়া প্রচার করা গেলে পর উক্ত প্রকারের বিশেষ অনুমতি বিনা তদ্রূপ খানা কি গলিজকুণ্ড কি পুকুর কি গর্ত করা গেলে, তাহা যে ভূমিতে করা যায় কমিশ্যনরেরা সেই ভূমির স্বামী ও দখলকারদিগকে দুই সপ্তাহের মধ্যে ঐ খানা প্রভৃতি ভরাট করিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

পথের অবরোধ-জনক ও স্থান যোড়া করিবার বিষয়ের কথা।

ঘরের যে অংশ বাড়িয়া আছে তাহা স্থানান্তর করিবার কথা।

২৩৩ ধারা। কোন মিউনিসিপালিটিতে সংসদের নগরাদির ১৮৬৪ সালের আইন, প্রদেশীয় নগরাদির ১৮৬৮ সালের আইন কিম্বা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় মিউনিসিপাল আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে কিম্বা এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে উক্ত কোন আইন ঐ মিউনিসিপালিটিতে প্রচলিত না হইয়া থাকিলে, তথাপি এই আইন প্রচলিত হইবার তারিখের পূর্বে ঐ মিউনিসিপালিটির সীমার অন্তর্গত কোন পথের ধারে কোন ঘরের আড়ালে কি সম্মুখ ভাগে কোন অংশ বাড়িয়া থাকিলে, কিম্বা অবরোধজনক কি স্থানযোড়াকারী হইলে কমিশ্যনরেরা

সভাগত হইয়া যে প্রকারে উচিত বোধ করেন সেই প্রকারে ঐ বিষয়টির স্থানান্তর কি পরিবর্তন করা স্থির করিতে পারিবেন।

ঐ ঘরের স্বামীকে কি দখীলকারকে লিখিত নোটিশ দিয়া তাঁহার প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে, ঐ বাড়ান কিম্বা অবরোধজনক কি স্থানঘোড়াকারী বিষয় স্থানান্তর কি পরিবর্তন করিয়া দেন, কিম্বা যে কারণে তাঁহার প্রতি ঐরূপ আদেশ করা উচিত না হয় কমিশ্যনরদের সম্মুখে এমন কারণ দেখান। ঐ স্বামী কি দখীলকার ঐ আদেশ পাঠিলে পর ত্রিশ দিনের মধ্যে সেই আদেশানুসারে কর্ম না করিলে, কিম্বা ঐ বাড়ান বিষয় কিম্বা স্থানঘোড়া কারি কি অবরোধজনক বিষয় স্থানান্তর কি পরিবর্তন করিবার আদেশ করা যে কারণে উচিত না হয় ঐ স্বামী কি দখীলকার এমন কারণ জানাইলেও কমিশ্যনরদের ঐ বিষয় স্থানান্তর কি পরিবর্তন করিয়া দিবার দৃঢ় আজ্ঞা করিলে ও সেই স্বামী কি দখীলকার ঐ আজ্ঞার তারিখ অবধি পঞ্চদশ দিনের মধ্যে তদনুসারে কার্য না করিলে কমিশ্যনরদের প্রার্থনামতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই বাড়ান কি স্থানঘোড়াকারী কি অবরোধজনক বিষয় স্থানান্তর কি পরিবর্তন করিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; তাহাই হইলে কমিশ্যনরদের সেই বাড়ান কি স্থানঘোড়াকারি কি অবরোধজনক বিষয় স্থানান্তর কি পরিবর্তন করিয়া দিতে পারিবেন।

এই ধারামতে কোন বিষয় স্থানান্তর কি পরিবর্তন করিয়া দেওয়ারিতে কোন ব্যক্তির হানি হইলে কমিশ্যনরদের যুক্তিমতে তাহার হানিপূরণ করিয়া দিবেন।

হানি পূরণ বলিয়া যত টাকা দিতে হইবে, ইহার নির্ণয় করিতে গেলে ভূমির মূল্য ধরিয়া হইবে না।

পথে ইত্যাদি ফেলিয়া রাখিবার কিম্বা গুণ্ড করিবার কি পথ বন্ধ করাইবার অনুমতির কথা।

২৩৩ ধারা। কমিশ্যনরদের যত কাল উচিত বোধ করেন ততকালের জন্য কোন ব্যক্তির প্রতি কোন পথে অস্বাভাবিক কোন দ্রব্য ফেলিয়া রাখিবার কিম্বা পথে গর্ত করিবার কি সম্পূর্ণ পথ কি তাহার এতংশ ঘেরিয়া দিবার অনুমতি দিতে পারিবেন ও সেই অনুমতির জন্য যত ফী ধার্য্য করেন তাহাও লইতে পারিবেন।

কিন্তু সাধারণের যাইবার পথের নিমিত্ত ঐ ব্যক্তির উপযুক্ত বিধাণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে ও সাধারণের কোন হানি কি সন্তুট কি কষ্ট না হয় এই কারণে ঐ ব্যক্তির উপযুক্ত বেড়া দিতে ও সুর্য্যাস্ত অবধি সূর্যোদয় পর্যন্ত ঐ বেড়াকে উপযুক্ত অলো দিয়া রাখিতে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে।

যেরামত করিবার সময়ে ডাকার বেড়া দিবার কথা।

২৩৫ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন ঘর নির্মাণ করিতে কি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে কিম্বা কোন ঘরের বাহির দিক পরিবর্তন কি যেরামত করিতে মনস্থ করিলে

তাহার সেই কর্তব্য দ্বারা কোন সরকারী সাজা বহু হর কিম্বা সেই ঐচ্ছিক বাতাসীতেই
অস্থিতি হর তবে সেই কর্তব্য আরম্ভ করিবার পূর্বে যে দিকে ঐ কর্তব্য করা যাইবে সেই
দিকের সাজা ও শরের মধ্যে তত্ত্বার কি অন্য প্রকারের উপযুক্ত বেড়া দেওয়াইবেন
ও সাধারণের নিরাপদের ও স্থিতির জন্য যত দিন প্রয়োজন থাকে তত দিন কমিশ্য-
নদের জ্ঞোপদেশে ঐ তত্ত্বার কি অন্য প্রকারের বেড়া ভালমতে রাখিবেন ও
সাক্ষিতে সেই বেড়া উপযুক্ত মতে আণে দেওয়াইবেন।

কিন্তু কমিশ্যনদের লিখিত অনুমতি না পাইলে কোন ব্যক্তি তত্ত্বার কি অন্য
প্রকারের বেড়া দিবেন না ও অনুমতিপত্র যত দিনের অনুমতি দেওয়া গেল ঐ
তত্ত্বার কি অন্য প্রকারের বেড়া তাহার অধিক দিন রাখিবেন না।

গৃহ নিষ্কাশনের বিধান বিষয়ক কথা।

ছাদ ও বেড়া আশু জলনীয় দ্রব্য দিয়া না করিবার কথা।

২২৬ ধারা। কমিশ্যনদের সভাগত হইয়া কোন সীমা নিকপণ করিয়া ঐ
সীমার মধ্যে পরে যে চালা ঘর কি অন্য ঘর করা যাইবে কিম্বা বাহার ছাদ
কি বেড়া পরেনুতন করিয়া কি সম্বাস্ত করিয়া দেওয়া যাইবে তাহার উপরে ছাদ
ও বেড়া খড়ে কি পাড়ায় কিদ্বন্দ্বাস কিম্বা আশুজলনীয় অন্য দ্রব্যে না করিবার
আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

চালা ঘর ভিন্ন ঘর গাঁথিতে বা নুতন করিয়া গাঁথিতে গেলে কমিশ্যনরগণকে
নোটিস দিতে হইবার কথা।

২৩৭ ধারা। চালাঘর ছাড়া কোন ঘর গাঁথিতে কি পুনশ্চ গাঁথিতে আরম্ভ
করিবার পূর্বে যে ব্যক্তি ঐ ঘর গাঁথিতে কি পুনশ্চ গাঁথিতে মনস্থ করেন তিনি
কমিশ্যনরগণের নামে নোটিস লিখিয়া সেই কথা জানাইবেন, ও যে ঘর গাঁথিবার
মনস্থ করেন, ও নর্দমা ও পাইথান। লক্ষ্য যে বন্দোবস্ত করিতে চাহেন সেই
সঙ্গে তাহার সাধারণ বর্ণনা দিবেন।

নর্দমার ও পাইথানার বন্দোবস্ত করা না গেলে কমিশ্যনদের ঘর গাঁথিবার
অনুমতি দিতে অস্বীকার করিতে পারিবার কথা।

২৩৮ ধারা। পূর্বে ধারার লিখিত নোটিস পাঠিবার পর চৌদ্দ দিনের মধ্যে
কি কমিশ্যনদের জ্ঞোপদেশে দেখান না যার যে উক্ত যোতের মধ্যে বা নিকটে
নর্দমার ও পাইথানার উপযুক্ত বন্দোবস্ত আছে বা হইতে পারে, তবে তাহার
ঐ ঘর গাঁথিবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

ভিত্তিহীন বস্ত্র প্রদত্ত ও প্রথম ভালার যেকোন যে বাটায় ধরিয়া করা যাইবে কমিশ্যনদের
তাহার নক্সা চাহিতে পারিবার কথা।

২৩৯ ধারা। কমিশ্যনদের উচিত বোধ করিলে ২৩৭ ধারার লিখিত নোটিস

পাইলে পর চৌদ্দ দিনের মধ্যে যে ব্যক্তি ঐ নোটিস দেন তাঁহার প্রতি নজ্ঞা দিবার আদেশ করিতে পারিবেন। কমিশ্যনরগণের আদেশানুসারে ঠিক যে মাটাম জানা থাকে তাহা লক্ষ্য করিয়া ঐ ঘরের প্রথম তালী যে মাটাম ধরয়া করা যাইবে ও উক্ত ঘরের ভিত্তিমূল যত প্রশস্ত চতবে ঐ নজ্ঞা তাহা দেখাইতে হইবে। আর কমিশ্যনরগণ এইরূপ আদেশ করিতে পারিবেন যে তাঁহাদের অনুমতি বিনা ঐ ঘর আরম্ভ করা যাইবে না।

কমিশ্যনরগণ চৌদ্দ দিনের মধ্যে নজ্ঞা বিষয়ে সম্মতি বা অসম্মতি না জানাইলে,

নজ্ঞামতে ঘর গাঁথিতে পারিবার কথা।

২৪০ ধারা। কমিশ্যনরগণ টওয়ার পূর্ক পাণ্ডার উল্লিখিত নোটিস পাটলে পর, চৌদ্দ দিনের মধ্যে হয় প্রস্তাবিত মাটামেব ও ভিত্তিমূলের প্রশস্ততার বিষয়ে আপনাদের সম্মতি জানাইবেন না হয় ঐ মাটামের ও ভিত্তির প্রশস্ততার পরিবর্তে অন্য মাটাম ও প্রশস্ততা নিকরণ করিবেন। পূর্কোক্ত নজ্ঞায় যে মাটাম ও ভিত্তিমূলের যে প্রশস্ততা দেখান গেল কমিশ্যনরগণ ঐ নজ্ঞা পাটলে পর চৌদ্দ দিনের মধ্যে সেই মাটামের বিষয়ে আপনাদের সম্মতি কি অসম্মতি না জানাইলে, কিম্বা অন্য মাটাম ও ভিত্তিমূলের অন্য প্রশস্ততা নিকরণ না করিলে, সে ব্যক্তি ঐ নোটিস দিলেন ২৩৮ ধারামতে অনুমতি দিতে অস্বীকার করা না গেলে তিনি ঐ নজ্ঞার লিখিত ভিত্তিমূলের প্রশস্ততা ও মাটাম ধরিয়া ঐ নোটিসের লিখিত ঘর নির্মাণের কি পুনঃ নির্মাণের কামা চালাইতে পারিবেন।

কিন্তু গেটে ঘরের নির্মাণ কি পুনঃ নির্মাণ যেন অন্য স্থলে বিষয়ে এই আইনের অনুযায়ী হয়।

নোটিস প্রত্যাখ্যান না দিয়া কিম্বা আইনের বিধানের অন্যথায় ঘর গাঁথা গেলে, কমিশ্যনরগণ

যেরূপে উচিত বোধ করেন সেইরূপে তাঁহাদের তাহা পরিবর্তন বা নষ্ট

করিতে পারিবার কথা।

২৪১ ধারা। ২৩৭ ধারার আদেশমত নোটিস না দিয়া ঘর গাঁথা গেলে প্রাথমে আশ্রয় করা গেলে, কিম্বা ২৩৮ ধারামতে অনুমতি দিতে অস্বীকার হইবার পর ঐ অনুমতি বিনা ঐ ঘর গাঁথা গেলে বা গাঁথিতে আরম্ভ করা গেলে;

কিন্তু ২৩৯ ধারামতে নজ্ঞা পাঠাইবার আদেশ হইলে ঐ নজ্ঞা অনুমোদিত হইবার পূর্কে কিম্বা ঐ নজ্ঞা পাঠাইবার পর চৌদ্দ দিন অতীত হইবার পূর্কে, ঐ ঘর গাঁথা গেলে বা গাঁথিতে আরম্ভ করা গেলে,

কিন্তু কমিশ্যনরদের অনুমতি না লইয়া ঘর গাঁথিতে আরম্ভ করা হইবে না, কমিশ্যনরগণ এইরূপ আদেশ দিলে পর উক্ত অনুমতি না লইয়া ঘর গাঁথা গেলে বা গাঁথিতে আরম্ভ করা গেলে,

কিছা কমিশ্যনদের মাটাম ও ভিত্তিমূল প্রাপ্ততা নিরূপণ করিয়া দিলে ত-
দ্বিতীয় অন্য মাটাম ও ভিত্তিমূল ধরিয়া ঘর গাথা গেলে বা গাথিতে আরম্ভ করা গেলে,
কিছা অন্য কোন বিষয়ে এই আইনের বিধানের বিরুদ্ধে ঘর গাথা গেলে বা
গাথিতে আরম্ভ করা গেলে

কমিশ্যনরগণ যেরূপে উচিত বোধ করেন সেটরূপে ঐ ঘর পরিবর্তন বা নষ্ট
করাইতে পারিবেন।

ধরল করিতে দিবার পূর্বে নুতন ঘর অনুমোদিত হইবার কথা।।

২৪২ ধারা। কোন নুতন ঘর নির্মাণ ও পাইপানার বন্দোবস্ত তদর্থে নিযুক্ত
অনিদিপল কর্মচারিরা যাবৎ পরিদর্শন করিয়া অনুমোদন না করেন তাবৎ কমি-
শ্যনগণ ঐ ঘরের স্বামিকে তথায় প্রজা বসাইতে নিষেধ করিতে পারিবেন।

কমিশ্যনরগণের তত্ত্বাবধানে নুতন চালা ঘর বাঁধিবার কথা।

২৪৩ ধারা। কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরদিককে নোটিস না দিলে, কোন চালাঘর
কিছা ইরূপে ঘর শ্রেণী তি চালা শ্রেণী বাঁধিতে পারিবেন না ও যে ঘর ও চালা
শ্রেণী আছে তাহার সংযোগে আর চালা ঘর কি চালা বাঁধিতে পারিবেন না।
আর সেই সেই চালা ঘর কি চালা ঠিক সারি সারি কিবা বাঁধা যায় ও
বাতাস খেলিবার জন্য ও স্থান পরিষ্কার রাখার সুবিধার জন্য কমিশ্যনরগণ যত
ও সারি স্থান রাখা উচিত বোধ করেন দুই দুই সারির সম্মুখে ও মধ্যে এমন স্থান
থাকে ও যত পাইপানা ও জল বাতির হইবাব যে উপায় আবশ্যিক বোধ হয় তাহার
বিধান করিয়া ও জল বাহাতে উপযুক্তমতে বাহির হইতে পারে, এমন মাটাম
ধরিয়া ও অতি নিকটে যে রাখা থাকে তাহার মাটাম চত্বরে মেজে নুনকরে
ছুট ছুট উচ্চ রাখিয়া ঐ ঘর গাঁপা যার, কমিশ্যনরগণ এমন আজ্ঞা করিতে
পারিবেন।

নোটিস না দিয়া চালা ঘর বাঁধা গেলে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

২৪৪ ধারা। কমিশ্যনরদিককে নোটিস না দিয়া কিছা কমিশ্যনরগণ যদ্বাে ঐ
ঘর কি চালা বাঁধিতে আজ্ঞা করেন তদ্বিতীয় অন্য প্রকারে তাহা বাঁধা গেলে, ঐ ঘর ও
চালা যে ভূমিতে বাঁধা গেল কমিশ্যনরগণ সেই ভূমির স্বামিদিককে ও চালা ঘরের ও
চালার দখলকারদিককে এক মাসের মধ্যে ঐ ঘর ভাঙ্গিয়া স্থানান্তর করিবার, কিছা
তাঁহার যদ্বাে তাহা পরিবর্তন করা আবশ্যিক বোধ করেন তদ্বাে পরিবর্তন করিবার
আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

চালাঘর শ্রেণী সম্পর্কে স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় অবলম্বনের কথা।

কমিশ্যনরগণের চালা ঘর দেখিয়া লইতে পারিবার কথা।

২৪৫ ধারা। মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত কোন স্থানে চালাঘর শ্রেণী থাকিলে,

তাঁহা বাধিবার ভোল-হেতু, কিম্বা অন্য করিয়া বাধা বাওঁতে, কিম্বা জল বাহির হইবার উপায় না থাকিতে, ও স্থান পরিষ্কার করিয়া রাখা অসাধ্য হওঁতে ঐ বস-তির নিবাসিদের কি প্রতিবাসিদের রোগ হওঁবার সম্ভাবনা, কমিশ্যনরগণ দেখিয়া কিম্বা উপযুক্ত বক্তিদের রিপোর্ট দ্বারা ইহা সম্ভাগত হইয়া হুঁদোঁরমতে জানিতে পাইলে, তাঁহারা হুঁট জন ডাক্তারের দ্বারা তৎস্থান পরিদর্শন করাইতে পারিবেন। ডাক্তারেরা স্বাস্থ্য সম্পর্কে সেই ঘর শ্রেণীর অবস্থার রিপোর্ট লিখিয়া দিবেন, এবং রোগের উক্ত আশঙ্কা নিবারণার্থে ঐ সকল ঘরের মধ্যে কোন ঘর উঠাইয়া দেওয়া, কিম্বা কোন পথ ও মর্দীমা ও মলনালা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া ও নিম্নভূমি ভরটি করিয়া দেওয়া উচিত হইলে, সেই কথাও আবশ্যকমতে ঐ রিপোর্টে বিশেষ করিয়া লিখিবেন।

রিপোর্ট পাইলে কমিশ্যনরদের নোটিস প্রচার করাইবার কথা।

২৪৬ ধারা। কমিশ্যনরেরা ঐ রিপোর্ট পাইলে সম্ভাগত হইয়া ঐ চালা ঘর শ্রেণীর স্বামিদিগকে কি দখীলকাবদিগকে কিম্বা কমিশ্যনরদের ইচ্ছা হইলে ঐরূপ ঘর যে ভূমিতে থাকে সেট ভূমির স্বামিকে কমিশ্যনরদের নির্দ্ধারিত কোন সমস্ত সময়ের মধ্যে সেট রিপোর্টের নির্দ্ধিষ্ট সকল কি কোন কার্য কিম্বা তাহার কোন অংশ নির্দ্ধ হ করিয়া সম্পাদন করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; এবং উক্ত স্বামী বা স্বামি বা দখীল কারেরা ঐ আজ্ঞা পালন না করিলে কমিশ্যনরেরা নিজে ঐরূপ সকল বা কোন কৰ্ম করাইতে পারিবেন।

ধরত কিস্তি করিয়া লওয়া বাইতে কিম্বা দরজতা প্রযুক্ত কমা করা বাইতে পারিবার কথা।

২৪৭। ইহারা পূর্ক ধাবামতে স্বামীদের কি দখীলকারদের প্রতি কোন কৰ্ম করিবার আজ্ঞা হইলেও তাঁহাদের সেট কৰ্ম করিবার ক্রটি প্রযুক্ত কমিশ্যনরেরা নিজে সেই কৰ্ম সম্পাদন করিয়া দিলে তাহাতে যৎ টাকা পরচা হয়, কমিশ্যনরেরা সম্ভাগত হইয়া ঐ টাকার দাখি ব্যক্তির স্থানে কিস্তি করিয়া সেই টাকা আদায় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, কিম্বা সেট ব্যক্তি দৈন্য দশা প্রযুক্ত ঐ টাকা দিতে পারেন না এমনত জ্ঞান করিলে, তাঁহারা মিউনিসিপল কর হওঁতে সেই টাকা কি তাহার কোন অংশ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

চাল'ঘর বিক্রয় করিবার কথা।

২৪৮ ধারা। উক্তরূপ কোন ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলা গেলে ঐ চালা ঘরের সমস্ত স্বতন্ত্র বিক্রয় হইতে পারিলে কমিশ্যনরগণ শতক ঘরের সমস্ত স্বতন্ত্র বিক্রয় করাইবেন। তদ্বারা যে টাকা পাওয়া যায় তাহা ঐ ঘরের স্বামিকে দেওয়া বাইবে। স্বামিকে জানা না গেলে কিম্বা স্বত্বাধিকার বিষয়ে বিবাদ হইলে, ঐ বিষয়ে

ব্যক্তির স্বার্থ থাকে তিনি যত দিন সেই টাকা পাইবার বিষয়ের উপযুক্ত কর্মতাপন্ন দেওয়ানী আদালতের আজ্ঞা না পান, কমিশ্যনরগণ তত দিন সেই টাকা গচ্ছিত রাখিবেন ।

আহারীয় ও পানীয় ও ভৈষজ্য দ্রব্য বিক্রয়ের বিধানের কথা ।

বাড়ার ও কশাইখান। প্রভৃতিতে উপযুক্ত নর্দমা করিবার কথা ।

২৪৯ ধারা । যে ব্যক্তি মিউনিসিপালিটির মধ্যে মাংস কি মুরগী প্রভৃতি কি মাছ কি শাকসবজী বিক্রয় করিবার কোন স্থানের কি কোন কশাইখানার স্বামী কি দ্বীলকার কি ইজারাদার হন, কমিশ্যনরগণ যাহা উপযুক্ত বলিয়া জ্ঞান করেন, তিনি ঐ স্থানের জল বাহির হইবার এমত নর্দমা করাইয়া দিবে, এবং কমিশ্যনরগণ আজ্ঞা করিলে সকল যেহেতু ও নর্দমায় পাতর কি পাকা ইট বসাইয়া দিবে, এবং সেই স্থান কি কশাইখানা পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যজনক ভাবে রাখিবার জন্যে যত জলের প্রয়োজন হয়, তত জল যোগাইয়া দিবার বিধান করিবেন ।

অস্বাস্থ্যজনক আহারীয় কি পানীয় দ্রব্য বিক্রয়ের কথা ।

২৫০ ধারা । যে দ্রব্য পীড়াজনক করা গিয়াছে কিম্বা পীড়াজনক ও মনুষ্যদের আহারের কি পানের অশুপযুক্ত হইয়াছে, এমত দ্রব্য মিউনিসিপালিটির সীমার মধ্যে মনুষ্যদের আহারীয় কি পানীয় দ্রব্যস্বরূপ বিক্রয় করিবার জন্য কিম্বা বিক্রয়ার্থে দেখাইবার জন্য কোন ব্যক্তির নিকট আছে, ইহা জানিবার উপযুক্ত কারণ থাকিবার বিষয়ে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব কমিশ্যনরদের কিম্বা তাহাদের কার্যকারকদের প্রার্থনাপত্র পাঠিলে, তিনি ঐ ব্যক্তির বাড়ীতে গিয়া ঐ দ্রব্য তালিশ করিবার ও ধরিয়া আনিবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন ।

সেইদ্রব্য পীড়াজনক ও মনুষ্যের আহারের কি পানের অশুপযুক্ত, মাজিষ্ট্রেট-সাহেব এমত বোধ করিলে, তাহা জব্দ করিয়া লইবার, ও আপনি যাহা উচিত বোধ করেন ঐ দ্রব্য লইয়া তাহা করিবার আজ্ঞা দিবে ।

হাট, দোকান প্রভৃতিতে কমিশ্যনরগণের গিয়া দেখিবার এবং অস্বাস্থ্যজনক দ্রব্য বিক্রয় হইবার জন্য দেখান গেলে তাহা ধরিয়া লইবার ক্ষমতার কথা ।

২৫১ ধারা । মাংস কি মুরগী প্রভৃতি কি মাছ কি শাকসবজী কি শস্য কি কুড়ী কি ময়দা কি মদ কি শরাব কি মাখন কি ঘি কিম্বা আহারীয় কি পানীয় অন্য দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য, কি কশাইখানা বলিয়া যে হাট কি ঘর কি দোকান কি চালা প্রভৃতি স্থানের ব্যবহার হয়, কমিশ্যনরগণ কিম্বা এই কার্যের নিমিত্ত তাঁহাদের স্থানে ক্ষমতা-প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি যুক্তিমত কোন সময়ে সেই স্থানে গিয়া দেখিতে পারিবেন ; ও তাঁহার মধ্যে আহারীয় কি পানীয় উক্ত যে দ্রব্য থাকে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে

পারিবেশ। আর আহারীয় কি পানীয় পূর্নাক্ত কোন দ্রব্য মনুষ্যের আহারের কি পানের নিমিত্ত রাখা হইয়াছে বলিয়া দেখা গেলে, ও আহারের কি পানের উপযুক্ত নয় বলিয়া দেখা গেলে, তাহা ধরিয়া লুপ্তে পারিবেশ।

ও কোন মার্জিষ্ট্রেট সাহেব আহারীয় কি পানীয় উক্ত কোন দ্রব্য মনুষ্যের আহারের কি পানের অমুপযুক্ত বোধ করিলে, তাহা নষ্ট করিতে কিম্বা ঐ দ্রব্য বাহাতে বিক্রয় করণার্থে দেখান না যাহ কি মনুষ্যের আহারার্থে ব্যবহার না হয়, তাহা লইয়া এমনতর অন্য কার্য্য করিতে আজ্ঞা দিবেশ।

ইউরোপীয় ভৈষজ্য দ্রব্যাদি বিক্রয়ের দোকান রেজিষ্ট্রী করিবার কথা।

২৫২ ধারা। কমিশনারগণের আফিসে রেজিষ্ট্রী করা না গেলে ব্রিটিশ ফার্মাকোপিরার লিখিত ভৈষজ্য দ্রব্য যদি সামান্য গাহস্থ ব্যবহারের দ্রব্য না হয় তবে তাহার খুজরা বিক্রয়ার্থে কোন দোকান বা স্থান রাখিতে হইবে না। যে কোন ব্যক্তি ঐরূপ দোকান বা স্থান রাখেন তিনি যদি এত ধারা প্রবল হইবার তারিখ অবধি অথবা ঐ স্থান স্থাপনের তারিখ অবধি দুই মাসের মধ্যে তাহার রেজিষ্ট্রী না করেন তবে তাহার একশত টাকার অনন্য অর্থদণ্ড হইতে পারিবে। যে ব্যক্তি ঐরূপ দোকান বা স্থান রাখেন রেজিষ্ট্রী করা গেলে কমিশনারগণ তাহাকে একখান লাইসেন্স দিবেশ, তিনি তাহার বাটার কোন সূত্রকাশ স্থানে তাহা দেখাইতে বাধ্য থাকিবেশ।

সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত ভৈষজ্য দ্রব্যাদি বিতরকদের কথা।

এতদ্ব্যতীত স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে বিধি প্রায়ন করেন সেই বিধিতে পশ্চাত্ত্ব কন্মের ভার পাইবার উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া নিয়মিতরূপে সার্টিফিকেট না পাঠলে কেহই উক্তরূপ কোন রেজিষ্ট্রী করা দোকানে বা স্থানে কোন ভৈষজ্য দ্রব্য সংযুক্ত, মিশ্রিত, প্রস্তুত, বিতরণ বা বিক্রয় করিতে পারিবেশ না।

বিস্তৃত স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কলিকাতা গেজেটে সেট মর্মে প্রাপনপত্র প্রকাশ করিবার পর ছয়মাস অতীত না হইলে এই ধারার দ্বিতীয় প্রকরণের বিধান কার্য্যকর হইবে না।

ব্রিটিশ ফার্মাকোপিরার গ্রাহ্য হউক বা না হউক, এতদ্ব্যতীত চিকিৎসা শাস্ত্র ব্যবসায়ী ব্যক্তিদের ব্যবহৃত ভৈষজ্য দ্রব্য, উক্ত ফার্মাকোপিরার গ্রাহ্য ভৈষজ্য দ্রব্য যে দোকানে বা স্থানে ব্যবস্থাপত্রক্রমে প্রদত্ত হয় যদি তদ্রূপ কোন দোকানে বা স্থানে বিক্রীত না হয়, তবে উক্ত ভৈষজ্য দ্রব্য বিক্রয়ের প্রতি এই ধারার কোন কথা খাটিবে বলিয়া অর্থ করা যাইবে না।

ভৈষজ্য দ্রব্য দেখিবার কথা।

২৫৩ ধারা। ভৈষজ্য দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্য যে স্থান রাখা হয়, কিম্বা যে

স্থানে ভৈষজ্য দ্রব্য বিক্রয় হইয়া থাকে, কমিশনারগণ কিম্বা এতৎপক্ষে তাঁহাদের স্থানে লমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত কোন সময়ে সেই স্থানে গিয়া দেখিতে পারিবেন, ও সেই স্থান যে ভৈষজ্য দ্রব্য পাওয়া যায়, অন্য দ্রব্যের সঙ্গে মিসাটরা কিম্বা খালের বা জল বায়ুর গুণে শক্তিহীন ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া বা প্রকাণ্ডতরে অপকৃষ্টতাপ্রাপ্ত হইয়া তাহার গুণ কমিয়া গিয়াছে কি তাহার ফল পরিবর্তন হইয়াছে কিম্বা তাহা অস্বাস্থ্যজনক হইয়াছে, তাহারা এমত সন্দেহ করিবার কারণ দেখিল, যে প্রকারের যে পরিমাণের দ্রব্য ও তাহার নুনাদিক যে মূল্য হয় এই কথা সম্বলিত রসিদ দিয়া ঐ দ্রব্য লইয়া যাউতে পারিবেন। আর পূর্বোক্তমতে যে দ্রব্য লইয়া গওয়া যায় তাহা উক্তপ্রকারে অন্য দ্রব্যের সঙ্গে মিশান হইয়াছে কিম্বা শক্তিহীন, অস্বাস্থ্যকর বা অপকৃষ্টতাপ্রাপ্ত হইয়াছে মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে, ঐ দ্রব্য নষ্ট করিবার কিম্বা সেই দ্রব্য লইয়া যাহা করা উচিত বোধ করেন তাহা করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

ঐ দ্রব্য মিশ্রিত না হইলে হানিপূরণের কথা।

ভজ্ঞপে যে ভৈষজ্য দ্রব্য লইয়া যওয়া গেল তাহা পূর্বোক্তমতে মিশ্রিত নহ, কিম্বা পূর্বোক্তমতে শক্তিহীন, অস্বাস্থ্যকর বা অপকৃষ্টতাপ্রাপ্ত হয় নাট, উক্ত মাজিষ্ট্রেটের এমত বোধ হইলে, বাঁচার দোকান কি স্থান হইতে ঐ দ্রব্য লইয়া যাওয়া গিয়াছে, তাহার সেই দ্রব্য ফিরিয়া পাইবার অধিকার থাকিবে, ও তাহার যথার্থই যত হানি হইয়াছে তাহার অনধিক যত টাকাতে ঐ ব্যক্তির হানিপূরণ হইতে পারে, উক্ত মাজিষ্ট্রেট আপন বিবেচনামতে তাহার তত টাকা পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

পূর্বোক্তমতে যে ভৈষজ্য দ্রব্য লইয়া যওয়া গেল, তাহা মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আননাগলে, বাঁচার দোকান কি স্থানহইতে বাহির করিয়া লওয়া গেল, তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে, ও সেই দ্রব্য লইয়া যওয়াতে তাহার যথার্থই যত হানি হইয়া থাকে, তাহার সেই হানিপূরণ পাওয়ার অধিকার থাকিবে।

কবরস্থানের ও শ্মশানের কথা।

যে কবরস্থান ও শ্মশান আছে তাহা রেজিষ্ট্রী করিতে হইবার কথা।

২৫৪ ধারা। কবর স্থান কি শবদাহ করিবার স্থান বলিয়া যে যে স্থানের ব্যবহার হইয়া থাকে, ২২২ ধারার বিধান মতে এই ধারার ইতার পঞ্চাৎ ছয়টি ধারা প্রচলিত করা যাইবার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে, কমিশনারদের আফিসে সেই ২ স্থানের বামীদের সেই ২ স্থান রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে, কিন্তু রেজিষ্ট্রী করিবার কোন কী পত্তরা যাইবে না।

শব্দগণের কথা কমিশ্যনরদের অনুমতি বিনা মৃতদেহ বা অব্যবহৃত কবরস্থান কি
আশান ব্যবহার না করিতে পারিবার কথা।।

২৫৫ ধারা। কমিশ্যনরদের অনুমতি কিম্বা স্থানীয় শব্দগণের আজ্ঞা না
পাইলে সাধারণ কিম্বা ব্যক্তি বিশেষের কবর স্থান কি শব্দগণ করিবার স্থান
করিতে কি নিরূপণ করিতে হইবে না, কিম্বা অব্যবহৃত হইয়া গেলে পর ওজ্রপে
পুনশ্চ ব্যবহৃত হইবে না।

কোন কবর স্থান কি আশান কমিশ্যনরদের বন্ধ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

২৫৬ ধারা। যাঁহারা টাক্স দিয়া থাকেন সাধারণ কি ব্যক্তিবিশেষের কোন
কবর স্থানের কি আশানের দ্বারা তাঁহাদের কি তন্মিকট নিবাসিদের স্বাস্থ্যের বিষ কি
কষ্ট হইতে পারে, এবং অদূর স্থানে কবর দিবার কিম্বা স্থলবিশেষে শব্দগণ করিবার
উপযুক্ত অন্য স্থান আছে ও মিউনিসিপালিটির নিবাসিদের অন্যে তাহা পাওয়া
যাইতে পারে, সভাগত কমিশ্যনরদেরা ইহা জানিতে পাইলে, সেই কবর স্থান কি
আশান বন্ধ করণ বিষয়ে আপনাদের অভিপ্রায়ের প্রকাশ্য নোটিস দিয়া ঐ নোটিস
প্রকাশ করণাবধি পঞ্চদশ দিনের মধ্যে আপত্তি উপস্থিত করা গেলে তাহা বিবেচনা
করিবেন। ঐ আপত্তি বিবেচনা করিলে পর তাঁহারা ঐ ভূমির কোন প্রকাশ
স্থানে জাপনপত্র লাগাইয়া ঐ কবরস্থান কি আশান বন্ধ করিবার হই মাসের
অনু্যন কোন সময় নিরূপণ করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে শব্দগণ করিবার স্থান বন্ধ হইলে যদি কোন ঘর ঐ স্থানের
সংলগ্ন ও উহার সম্পর্কে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবে ঐ ঘরের স্বামী প্রার্থনা করিলে
কমিশ্যনরদেরা তাহার উপযুক্ত মূল্য দিয়া ঐ ঘর লইবেন।

রেজিষ্টারী না করা জমিতে কবর দিতে বি শব্দগণ করিতে নিষেধের কথা।

২৫৭ ধারা। ২৫৩ ধারার উল্লিখিত তিন মাস গত হইলে পর কমিশ্যনরদের
রেজিষ্টারী বহীতে খোলা কবরস্থান কি আশান বলিয়া যে স্থান লেখা না থাকে
সেই স্থানে শব্দগণ দিতে কি দাহ করিতে হইবে না। কিন্তু কমিশ্যনরদেরা
অন্য স্থানে শব্দগণ দিবার কি দাহ করিবার বিশেষ অনুমতি দিতে পারিবেন।

মৃত ব্যক্তির ধর্মমতানুসারে কমিশ্যনরদের শব্দ দাহ করিবার বা কবর দিবার ক্ষমতার কথা।

২৫৮ ধারা। কোন মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পর অন্যান্য চব্বিশ ঘণ্টাকাল অতীত
হইলে পর কমিশ্যনরদেরা মৃত দেহ দাহ করাইতে বা কবর দেওয়াইতে পারিবেন,
এবং ঐরূপ কার্য করিতে যে খরচ হয়, তাহা উক্ত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে
পাওনা ধরের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিবে। ঐরূপ স্থলে যত দূর সম্ভব হয়,
মৃত ব্যক্তির ধর্মমতানুসারে ঐ শব্দ লইয়া কার্য করা যাইবে।

কবরস্থান কি স্থানের জন্য কমিশ্যনরদের ভূমি নিরূপণ করিয়া দিবার কথা।

২৫৯ ধারা। সভাগত কমিশ্যনরগণ সময়ে২ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অমুমতিক্রমে মিউনিসিপাল ফণ্ড হইতে খরচ লইয়া কবর দিবার কি শবদাহ করিবার উপযুক্ত স্থান নিরূপণ করিয়া দিতে পারিবেন, এবং সেই কবর স্থানে বা স্থানে যে প্রত্যেক শব কবর দেওয়া বা দাহ করা যায়, তাহার উপর দুই টাকার অনধিক ফী ধার্য্য করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় লোকদের বিনা খরচে কবর দিবার জন্য কমিশ্যনরদের বিধান করিতে পারিবার কথা।

২৬০ ধারা। কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া সময়ে২ মিউনিসিপাল ফণ্ড হইতে মিউনিসিপালিটীর সীমার মধ্যে বিনা খরচে দরিদ্র লোকদের শব কবর দিবার কি দাহ করিবার বিধান করিতে পারিবেন।

দুর্গন্ধ ও আশঙ্কাজনক কোন ব্যবসায়ের কি কার্য্যের কথা।

কমিশ্যনরদের নিরূপিত সীমার মধ্যে লাইসেন্স বিনা দুর্গন্ধজনক ও আশঙ্কাজনক

কোন ব্যবসয় স্থাপন না করিবার কথা।

২৬১ ধারা। কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া যে সীমা নিরূপণ করেন সেই সীমার মধ্যে কমিশ্যনরদের লাইসেন্স বিনা নিম্নলিখিত রূপে কোন স্থানের ব্যবহার করিতে হইবে না। ঐ লাইসেন্স বৎসর ২ নূতন লইতে হইবে।—

চরবি গলাইবার,

উচ্ছিষ্ট মাংস কি রক্ত পাক করিবার,

পশুর চামড়া ছাড়াইয়া কি নাড়ীকুড়ী বাহীর করিয়া লইবার নিমিত্ত ;

শাবান প্রস্তুত কি তৈল পাক করিবার কি কাগড বন্ধ করিবার ঘরস্বরূপ ;

চর্ম্ম কলাইবার কারখানা কিবা কশাঠখানা কি ইটের পাঁজা কি কুণ্ডের কি টালির পোয়ান কি চূনের ভাটি স্বরূপ ,

অন্য যে কারখানা কি কর্ম্মের স্থান হইতে দুর্গন্ধ কি অশ্বাসাজনক গন্ধ নির্গত হয় এসত কারখানা কি কর্ম্মের স্থানস্বরূপ ,

শুক ঘাসের কি বিগালির কি কাঠের কি খড়ের কি পাটের কিবা সঙ্কটজনক ভাবে আশ্রয়ণীয় অন্য প্রকার ব্যবসায়ার্থ স্থান কি গোলাস্বরূপ ,

কেয়োসিন তৈল কি পিত্তালির কি না-ফলা কি আশ্রয়ণীয় অন্য তৈল কি ঘরার শুদানস্বরূপ ;

মাংস বিক্রয়ের দোকান স্বরূপ ,

কিন্মা বাসাঘর বা সরাইস্বরূপ ।

উক্ত যে ব্যবসাদি স্থাপন করিবার কি চালাইবার অভিপ্রায় থাকে তাহা প্রতি-

বাগিচাদের কিম্বা তদ্বিহীন স্থানে নিম্নতম বাতাসাচলীকরণের ক্ষমতাযুক্ত আশঙ্কাজনক কমিশ্যনরের এমত জ্ঞান করিবার কারণে না থাকিলে তাহারা ঐ লাইসেন্স দিতে অসম্মত হইবেন না।

কমিশ্যনরেরা ঐ লাইসেন্স সম্পর্ক ও উচ্চ নতুন করিয়া লইবার সম্পর্কে ফী আদায় করিতে ও যে নিয়ম আবশ্যক জ্ঞান করেন ধাৰ্য্য করিতে পারিবেন।

কোনই স্থানে কল্যাণীনা ও আশঙ্ক্য ও দুর্গন্ধজনক ব্যবসায় বন্ধ করণ বিষয়ে

কমিশ্যনরেরা আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

২৬২ ধারা। ২৬১ ধারামতে যে স্থানের লাইসেন্স দেওয়া গেল, সেই স্থানটি প্রতিবাদীদের অনিষ্টজনক এই কথা সভাগত কমিশ্যনরের হস্তোদ্বজনকরূপে দেখাইয়া দেওয়া গেলে, ঐ ধারায় তাৎপর্যের কথা থাকিলেও তাহারা ঐ স্থানের দখলকারকে নোটিস দিয়া ঐ নোটিসের তারিখ অবদ এক মাসের মধ্যে ঐ স্থানের আর তদ্রূপ ব্যবহার না করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

লাইসেন্স বিনা গোয়াল প্রভৃতির পশু কি গবাদি রাখিবার কথা।

২৬৩ ধারা। কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া যে সীমা নিরূপণ করেন, সেই সীমার অন্তর্গত যে স্থানের লাইসেন্স দেন, কোন গোয়াল কি গাড়ুগয়ান কি আড়গড়া ওয়ালা কিম্বা ভাড়াটিয়া গাড়ী রাখিবার লোক সেই স্থানছাড়া কোন স্থানে ব্যবহার কি কর্ম চালাইবার নিমিত্ত দশটির অধিক ঘোড়া কি টাটু কি গবাদি রাখিবে না।

কমিশ্যনরেরা উক্ত কার্যার্থে স্থানের লাইসেন্স দিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ লাইসেন্স দিতে বা নতুন দিয়া দিতে হইলে এক টাকার অধিক ফী লইতে পারিবেন। ঐ লাইসেন্স প্রতি বৎসরের প্রথম ও সপ্তম মাসে নতুন করিয়া লইতে হইবে।

কমিশ্যনরেরা সভাগত হইয়া যে নিয়ম উচিত বোধ করেন আপনাদেব স্থানে চানামতে সেই নিয়মাবলীর তদ্রূপ লাইসেন্স দিতে পারিবেন।

কমিশ্যনরেরা সরকারী আশ্রয়ালয়ের বিধান করিতে পারিবার কথা।

২৬৪ ধারা। কমিশ্যনরেরা ঘোড়া ও গবাদি রাখিবার সরকারী আশ্রয়ালয়ের বিধান করিতে পারিবেন, এবং এইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, তাহারা সভাগত হইয়া যে সীমা নির্দেশ করেন, সেই সীমার মধ্যে ব্যবসায় বা কারবারের নিমিত্ত দশটির অধিক ঘোড়া ও গবাদি কেহ ঐ সরকারী আশ্রয়াল কিম্বা পূর্বে ধারামতে লাইসেন্স প্রাপ্ত স্থান ছাড়া অন্যত্র রাখিবেন না।

উক্ত সরকারী আশ্রয়াল ব্যবহারার্থ কমিশ্যনরেরা যেকোন উচিত বোধ করেন, সেইরূপ মুক্তিমত ফী লইতে পারিবেন।

শুকরের খোঁয়াড় রাখিবার নিয়মের কথা।

২৬৫ ধারা। কমিশ্যনরেরা যে সীমা নিরূপণ করেন কোন ব্যক্তি সেই সীমার মধ্যে শূকরের খোঁয়াড় উপযুক্ত দেওয়াল কি বেড়া দিয়া পথ হটতে আবৃত না করিয়া পথের পাশে বা নিকটে ঐ খোঁয়াড় রাখিবেন না, ও কমিশ্যনরের লিখিত অনুমতি না পাইলে, সেই সীমার মধ্যে কোন স্থানে দশটির অধিক শূকর কি বিশটার অধিক ঘেঁষা তি ছাগল রাখিতে হইবে না।

ওরূপ অনুমতি দেওয়ার জন্য কমিশ্যনরেরা বৎসর দুই টাকার অনধিক কী হইতে পারিবেন ও সেই অনুমতি সম্পর্কে বেরূপ নিয়ম করা আবশ্যিক বোধ করেন তাহা ধাৰ্য্য করিতে পারিবেন।

দণ্ডের কথা।

পাইখানা দৃষ্টি হইতে বন্ধনা করিয়া রাখিবার কথা।

২৬৬ ধারা। কোন ব্যক্তি মিউনিসিপালিটির মধ্যে পাইখানা প্রস্তুত করিয়া ২২৫ ধারার আদেশমতে তাহা লোকদের দৃষ্টি হইতে বন্ধ না করিয়া দিলে তাহার বিশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

নোটিস না দিয়া চালাঘর বাঁধা গেলে তাহার কথা।

২৬৭ ধারা। কোন ব্যক্তি ২৪৩ ধারার বিধানের বিরুদ্ধে কোন চালা ঘর বা চালাঘর প্রেণী কি চালা প্রেণী বাঁধিলে কিম্বা ঐরূপ যে ঘর বা চালা বা ঘর প্রেণী বা চালা প্রেণী জংকালে থাকে, তাহার সঙ্গে নূতন ঘর কি চালা সংযোগ করিয়া দিলে, আর কমিশ্যনরের উক্ত চালা ঘর কি চালাঘর প্রেণী বা চালা উঠাইয়া দিতে আজ্ঞা করিলে, কোন ব্যক্তি তাহা উঠাইয়া না দিলে, তাহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য বিশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, ও সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে পর যত দিন সেই অপরাধ করিতে থাকেন দিন প্রতি তাহার আর পাঁচ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

২৬৯ ধারায়ত্ত আজ্ঞা পালন না করিবার কথা।

২৬৮ ধারা। মাংস, পক্ষী, মৎস্য বা তরকারী বিক্রয়ের কোন স্থানে বা কোন কসাইখানায় ২৪২ ধারার নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে দোষ আছে ও ত্রিশ দিনের কম না হয় এমন মিয়াদে মধ্যে সেই দোষের প্রতিকার করিতে হইবে বলিয়া কমিশ্যনরগণ সেই স্থান প্রভৃতির স্বামীকে বা দখলকারকে কি ইজারাদারকে নোটিস দিলেও তিনি ঐ বিষয়ে ত্রুটি করিলে, ঐ নোটিসের মিয়াদ অতীত হইবার পর সেই দোষ যতদিন হইতে থাকে, দিন প্রতি ঐ ব্যক্তির বিশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

জল বাহির অন্য রাস্তা কটিবার কথা।

২৬৯ ধারা। কোন ব্যক্তি জল বাহির পথ করণার্থ কিম্বা অন্য কোন কার্য নিমিত্ত কমিশ্যনরের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন সরকারী রাস্তা বা সাধারণ পথ গমনাগমনের পথ খুঁড়িলে বা কাটিলে তাঁহার পঁচিশ টাকা তার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, এবং ঐ সরকারী রাস্তায় বা সাধারণ পথের গমনাগমনের পথে তদ্বারা বা তৎপক্ষে যে কোন বাধা করা হয়, তাহা পূরাইতে যে খরচ পড়ে তাহাও তাঁহার দিতে হইবে।

২৭০ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন মিউনিসিপালিটির মধ্যে,

মলনালার জঞ্জাল ফেলিবার কথা।

(১) কমিশ্যনরের অনুমতি না লইয়া কমিশ্যনরের কোন পথে কোন মল বা জুর্গজ দ্রব্য ফেলিলে বা রাখিলে, কিম্বা আপন চাকরদিগকে ফেলিতে বা রাখিতে দিলে, কিম্বা তাঁহাদের কোন নাগায় কি নর্দমায় কিম্বা জংসংযুক্ত কোন নর্দমায় লট বা জঞ্জাল বা মল বা জুর্গজ দ্রব্য ফেলিলে বা রাখিলে, কিম্বা চাকরদিগকে ফেলিতে বা রাখিতে দিলে, কিম্বা

মলনালার প্রভৃতির জল কোন রাস্তায় গড়াইতে দিবার কথা।

(২) আপনায় কিম্বা আপন ভূমিগত কোন নর্দমায় বা মলনালার বা গলি-কুণ্ডের জল বা অন্য জুর্গজ দ্রব্য কোন পথে গড়াইতে বা পড়িতে বা ফেলিতে বা রাখিতে দিলে, কিম্বা অন্যের দ্বারা পথের ধারের কোন খোঁগা নর্দমায়, কোন জুর্গজ দ্রব্য গড়াইতে বা পড়িতে বা ফেলিতে দিলে বা তাহার কারণ হইলে, কিম্বা

২৩০ ও ২৩১ ধারার বিরুদ্ধে পাইখানা প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার কথা।

(৩) ২৩০ বা ২৩১ ধারার বিধানের বিরুদ্ধে মল মূত্র ত্যাগ করিবার স্থান কিম্বা মূত্রাগার বা গলি-কুণ্ড বা ঘরের নর্দমা বা পাইখানা প্রস্তুত করিলে; কিম্বা

গর্ত প্রভৃতি করিবার কথা।

(৪) কমিশ্যনরের লিখিত অনুমতি না লইয়া ২৩২ ধারার বিধানের বিরুদ্ধে কোন থানা কি গলি-কুণ্ড কি পুকুর কি গর্ত খুঁড়িলে বা করিলে কিম্বা খোঁড়াইলে বা করাইলে কিম্বা খুঁড়িতে বা করিতে দিলে,

উক্ত প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত তাঁহার পঁচিশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

২২৫, ২৩০ ও ২৩১ ধারামত আদেশপত্র অমান্য করিবার কথা।

২৭১ ধারা। কমিশ্যনরের ২২৫ কিম্বা ২৩০ বা ২৩১ ধারার বিধানমতে আদেশপত্র দিলে, মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত যে কোন ব্যক্তি তদনুসারে কার্য

(২য় খণ্ড)

১৮৮৪ সালের ৩ আইন।

৩৩৫

করিতে একটি সপ্তাহ, তাঁহার ঐক্লপ প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত পাঁচ টাকার
অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, এবং ঐ আদেশপত্র তাঁহার উপর কারী হইবার পর
যত দিন একটি করিতে থাকেন, দিনপ্রতি তাঁহার আর পাঁচ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড
হইতে পারিবে।

২৭২ ধারা। কোন ব্যক্তি মিউনিসিপালিটির মধ্যে,

সরকারী মলনালায় জলাদি পড়িবার নর্দমা পরিবর্তন প্রভৃতি করিবার কথা।

(১) এই আইনের দ্বারা কমিশ্যনরদের প্রতি যে মলনালা কি নর্দমা
অর্পণ করা গেল, কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরদের লিখিত অনুমতি পূর্বে না লইয়া
কোনো জলাদি পড়িবার কোন নর্দমা নির্মাণ করিলে বা করাইলে; কিম্বা পরিবর্তন
করিলে করাইলে, কিম্বা

কমিশ্যনরদের আজ্ঞার বিপরীতে নর্দমা করিবার কথা।

(২) কমিশ্যনরদের আজ্ঞার ও বিধানের বিপরীতে কিম্বা এই আইনের
বিপরীতে কোন শাখা নর্দমা কি পাটখানা কি গলিজকুণ্ড করিলে; কিম্বা কমিশ্য-
নরদের যে নর্দমা কি পাটখানা কি গলিজকুণ্ড নষ্ট কি বন্ধ করিতে কি প্রস্তত ন
করিতে আজ্ঞা করিলেন, কোন ব্যক্তি তাঁহাদের অনুমতি বিনা তাহা নির্মাণ
করিলে কি পুনরায় গাঁবিয়া দিলে কি খুলিয়া দিলে,

ঐক্লপ প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত তাঁহার পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে
পারিবে।

২৭৩ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন মিউনিসিপালিটির মধ্যে,

২৩৫, ২৪১, ২৪২ ধারামত অপরাধের কথা।

(১) ২৩৫ বা ২৪১ ধারার বিধানের বিপরীতে কোন বর গাঁথিতে কি ভাঙিতে কি
পরিবর্তন করিতে কি সারাইয়া দিতে আরম্ভ করিলে, কিম্বা ২৩২ ধারার বিধানের বিপ-
রীতে প্রস্তাবদখলে কোন ঘর দিলে কিম্বা লিখিত অনুমতি না পাইয়া তক্তার কি অন্য
প্রকারের বেড়া কি ভাড়া বাঁধিলে কিম্বা অনুমতি পাটরাঙ তক্তার কি অন্য প্রকারের
সেটবেড়া না দিলে, কিম্বা খাড়া বা উপযুক্ত অবস্থায় না রাখিলে কিম্বা তক্তার
কি অন্য প্রকারের সেই বেড়া যত দিন থাকে, তত দিন রাত্রিতে তথায় উপযুক্তমতে
আলো দিয়া না রাখিলে, কিম্বা কমিশ্যনরদের স্থানে তাহা উঠাইয়া ফেলিবার আজ্ঞা
পাইলে, আট দিবসের মধ্যে তাহা উঠাইয়া না ফেলিলে, কিম্বা

২৩১ ও ২৩৩ ধারামত অপরাধের কথা।

(২) ২৩১ বা ২৩৩ ধারার নিদিষ্ট কোন কার্যের নিমিত্ত লাইসেন্স দিনা কোন
স্থানে ব্যবহার করিলে; কিম্বা

৩৩৬ মিউনিসিপালিটি সংশোধন আইন। (২য় খণ্ড)

২৬১ ও ২৬৩ ধারামত অপরাধের কথা।

(৩) ২৬১ বা ২৬৩ ধারামতে লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি হইয়া ঐ লাইসেন্সের নিয়ম ভঙ্গ করিলে ;

২৬৪ ধারামত অপরাধের কথা।

(৪) ২৬৪ ধারামতে আত্ম-দেওধা গেলে পর ঐ আত্মার বিপরীতে দশটার অধিক বোড়া বা গবাদি রাখিলে ;

২৬৫ ধারামত অপরাধের কথা।

(৫) ২৬৫ ধারার বিধানের বিপরীতে কোন শূকরের গোঁয়াড় কিম্বা শূকর বা মেথ বা ছাগল রাখিলে,

ঐকণ প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত তাঁহার পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, এবং তাঁহার ঐ অপরাধ নির্ণয় হইবার পর যত দিন অপরাধ হইতে থাকে, দিন প্রতি তাঁহার আর দশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

বাছা রেজিষ্টারী করা হয় নাই এরূপ ভূমিতে শব কবর দিবার বা দাহ করিবার কথা।

২৭৪ ধারা। কবর স্থান বা আশান বলিয়া যে ভূমি রেজিষ্টারী করা হয় নাই, ২৫৭ ধারার লিখিত সময় গত হইলে পর মিউনিসিপালিটির মধ্যে কোন ব্যক্তি আনিয়া শুনিয়া সেই ভূমিকে শব কবর দিলে বা দাহ করিলে, কিম্বা কবর দেওয়া-ইলে কি দাহ করাইলে কিম্বা কবর দিবার বা দাহ করিবার প্রবৃত্তি দিলে, কিম্বা অন্যকৈ কবর দিতে কি দাহ করিতে দিলে, তাঁহার একশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

২৫২ ধারামত অপরাধের কথা।

২৭৫ ধারা। ২৫২ ধারায় যে প্রকারের স্থানের কথা আছে, মিউনিসিপালিটির মধ্যে কোন ব্যক্তি রেজিষ্টারী না করাইয়া সেই স্থানের ব্যবহার করিলে, তাঁহার একশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, এবং তাঁহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে পর আর যত দিন ঐ অপরাধ করিতে থাকেন, দিন প্রতি তাঁহার আর দশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

যাহার সার্টিফিকেট নাই এরূপ কোন ব্যক্তির ভৈষজ্য ব্যবহার করিবার কথা।

২৭৬ ধারা। মিউনিসিপালিটির মধ্যে কোন ব্যক্তি ২৫২ ধারা (২) প্রকরণের লিখিত সার্টিফিকেটধারী না হইবা কোন রেজিষ্টারী করা দোকানে বা স্থানে কোন ভৈষজ্যাদ্রব্য সংযুক্ত, মিশ্রিত, প্রস্তুত বা বিক্রয় করিলে, যদি মাজিষ্ট্রেটের নিকটে অপরাধ নির্ণয় হয়, তবে প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত তাঁহার পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে; এবং উক্তরূপ কোন দোকানের বা স্থানের স্বামী বা দখলকার

(২য় খণ্ড)

১৮৮৪ সালের ৩ আইন।

৩৩৭

ব্যবহৃত বাহার ঐ প্রকার সার্টিফিকেট নাই, এরূপ কোন ব্যক্তিকে উক্তরূপ এক বা অধিক কক্ষ করিতে নিযুক্ত করিলে, যদি মাজিস্ট্রেটের নিকট অপরাধ নির্ণয় হয়, তবে তাহার দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ও তদতিরিক্ত মাজিস্ট্রেট সাহেবের বিবেচনামতে তাহার লাইসেন্স রহিত হইতে পারিবে।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কলিকাতা গেজেটে সেই মর্শ্বের জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিবার পর ছয় মাস অতীত না হইলে এই ধারার বিধান কার্য্যকর হইবে না।

২৬২ ধারারমত নোটিস অমান্য করিবার কথা।

২৭৭ ধারা। ২৬২ ধারার বিধানমতে কমিশ্যনরেরা যে নোটিস দেন, তাহার নির্দিষ্ট সময় গত হইলে পর মিউনিসিপালিটির মধ্যে কোন ব্যক্তি ঐ নোটিসের নির্দিষ্ট স্থান প্রতিবাসিদের অনিষ্টজনক ভাবে ব্যবহার করিলে কি করিবার অনুমতি দিলে, তাহার দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, ও তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে পর যত দিন অপরাধ হইতে থাকে, দিন প্রতি তাহার আর চল্লিশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে হইতে পারিবে।

লাইসেন্স লগিত রাখিবার কি রহিত করিবার কথা।

২৭৮ ধারা। যে কার্খার নিমিত্ত লাইসেন্স লইবার আদেশ থাকে, সেই কার্খার নিমিত্ত এই আইনে কোন স্থানের ব্যবহার বিষয়ে যে বিধান হইল, কোন মাজিস্ট্রেটের সন্মুখে কোন ব্যক্তির সেই বিধান লঙ্ঘন করণ অপরাধ কিবা এই আইনমতে তদ্বিবরের কোন উপবিধি না মানিবার অপরাধ নির্ণয় হইলে, এই আইনমতে ঐ ব্যক্তির যত অর্থদণ্ড ধার্য্য হইতে পারে, ঐ মাজিস্ট্রেট তদতিরিক্ত দুই মাসের অনধিক কোন কালের নিমিত্ত তাহার উক্ত কোন লাইসেন্স স্থগিত রাখিতে পারিবে না।

এবং ঐ ব্যক্তির দ্বিতীয়বার কিম্বা তাহার পর আর কোন সময়ে তদ্রূপ অপরাধ করিলে ইহলে কমিশ্যনরেরা তাহার লাইসেন্স রহিত করিতে পারিবেন।

সপ্তম অধ্যায়।

জল যোগাইবার বিধি।

জলের স্টেট বসাইবার কথা।

২৭৯ ধারা। কোন মিউনিসিপালিটিতে এই পরিচ্ছেদের বিধান ২২২ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে প্রচলিত করা গেলে, কমিশ্যনরেরা যোতের বার্ষিক মূল্যের উপর বাৎসরিক জলের স্টেট বসাইতে পারিবেন। যে রাস্তায় জল যোগাইরা দেওয়া যায় তথায় বর ও ডুবি থাকিলে, ঐ স্টেট শতকরা ছয় টাকার অধিক হইবে না, এবং যে

রাষ্ট্রীয় জল যোগাটরা দেওয়া না যায়, তথাপি ঘর ভাঙুমি থাকিলে ঐ রোট
শতকরা ৫০ টাকার অধিক হইবে না।

সেতের দর্শীণ কাটেরা অগ্রিম ত্রৈমাসিক কিস্তিক্রমে ঐ জলের রেট দিবেন।

মূল্য নিকপণ ও জলের রেট নির্ধারণ ও আদায় করণের কথা।

২৮০ ধারা। এই আইনের ৫র্থ পরিচ্ছেদের বিধানমতে যোক্তের উপর রেট
বসাইবার নিমিত্ত কমিশ্যনরোগা যে মূল্য নিকপণ করেন, তাহাই যোক্তের বার্ষিক মূল্য
হইবে; অথবা যোক্তের উপর ঐকপ রেট বসান না গেলে, ঐ পরিচ্ছেদের নির্দিষ্ট
প্রকারে বার্ষিক মূল্য স্থির করিয়া নিকপণ করিতে হইবে। আর ২৯ অবধি ১০২
পর্যন্ত এবং ১১২ অবধি ১৩০ পর্যন্ত ধারার বিধান, যতদূর ঐ পরিচ্ছেদের বিধানের
সহিত অসঙ্গত না হয়, ততদূর আংশিক পরিবর্তন সহকারে জলের বেট নির্দিষ্ট
ও আদায় সম্বন্ধে পাটিবে।

প্রজা জলের রেট দিলে, স্বামীর স্থানে তাহার চতুর্থাংশ ভাড়া হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

২৮১ ধারা। ঘরের কি ভূমির উপর জলের বেট ধার্য হইলে ঐ রেট যে ব্যক্তির
স্থানে আদায় করা গেল কিবা যে ব্যক্তি ঐ রেট দিলেন, তিনি ঐ ঘরের কি ভূমির
স্বামী না হইলে, ঐকপে যে জলের বেট আদায় হয় বা দেওয়া যায়, তাহার চতু-
র্থাংশ ঐ স্বামী স্থানে আদায় করিয়া লইতে পারিবেন, এবং স্বামীর নিকট তাঁহার
যে ভাড়া দেওয়া থাকে তাহা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবেন।

ঘর খালী থাকিলে জলের রেট চতুর্থাংশ স্বামীর দিবার কথা।

২৮২ ধারা। কোন ঘর কি ভূমি যদি পূর্ণ তিন মাস খালী থাকে, তবে সেই
ঘরের কি জমার প্রজা থাকিলে তাহার যত টাকা জলের বেট দিতে হইত কমিশ্যনর-
দিগকে ঐ ঘরের কি ভূমির স্বামীর সেত বেটের চতুর্থাংশ দিতে হইবে।

এই ধারামতে স্বামীর যে টাকা দেয় হয়, পূর্বে তিন মাসের অন্তে পূর্ণ তিন
মাসের প্রথম তারিখে সেই টাকা দেয় হইবে বা লয় জান হইবে।

ঘর খালী হইলে জলের রেট ফিরিয়া দিবার কথা।

২৮৩ ধারা। কোন ঘরের কি জমার উপর জলের রেটের কোন ত্রৈমাসিক
কিস্তি দেওয়া গেলে পর, যে তিন মাসের কিস্তি দেওয়া গেল সেই তিন মাসের মধ্যে
প্রজা উঠিয়া যাওয়াতে যদি ঘর কি জমা খালী থাকে, তবে পূর্বা তিন মাসের যত
দিন বাকী থাকে তত দিনের নিমিত্তে কমিশ্যনরোগের স্থানে তাঁহার ঐ জলের রেটের
চারি অংশের তিন অংশ ফিবিয়া পাইবার অধকার থাকিবে।

কিন্তু একপ স্থলে আবশ্যিক যে ঐ ঘর বা জমা খালী হইবার নোটিস লিখিয়া
কমিশ্যনরদিগকে দেওয়া হয়, এবং ঘর বা জমা খালী হইবার তারিখ ^{অবধি} ^{অবধি} ^{অবধি}
মাসের মধ্যে ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনা করা হয়।

ঐ নোটিশ যে তারিখে কমিশ্যনরদের আফিসে দেওয়া যার, এই ধারার কার্য-
পক্ষে সেই তারিখ অবধি ঘর বা ভূমি খালী হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

ঘরে পুনরায় প্রজা আইনে জলের রেট দিতে হইবার কথা।

২৮৪ ধারা। ঘর কি ভূমি খালি হইলে পর কোন তিন মাসের মধ্যে প্রজা
আইনে, ঐ তিন মাসের যত কাশ ঐ ঘর বা ভূমি খালী ছিল সেই কালের জন্য
উক্ত ঘর বা ভূমি সম্বন্ধে উহা পুরা তিন মাস প্রজাব দখলে থাকিলে যে জলের রেট
দিতে হইত, তাহার চতুর্থাংশ হিসাবে টাকা ও অবশিষ্ট কালের জন্য পুরা রেট
প্রজার তৎকণাৎ দেনা হইবে।

উক্ত ঘর বা ভূমি পুরা তিন মাস প্রজার দখলে থাকিলে জলের যে রেট দিতে
হইত, তাহার চতুর্থাংশ উক্ত প্রজা ভাড়া চইতে কাটিয়া লইতে পারিবে, কিন্ত
প্রকারান্তরে স্থামির স্থানে আদায় করিতে পারিবে।

মানা প্রজাকে কোন ব্যক্তি পেটাত পাড়া দিলে সেই ব্যক্তিকেই প্রজা জ্ঞান করিবার কথা।

২৮৫ ধারা। যে ব্যক্তি স্থামির স্থানে ঘর বা ভূমি ভাড়া করিয়া লন, তিনি ঐ
ঘর কি ভূমি দুই বা তদনিক ব্যক্তিকে পূর্ণরূপে কণে ভাড়া দিলে, যে ব্যক্তি স্থামির
স্থানে লন তাঁহাকে এই পরিচ্ছেদের কার্যপক্ষে ঐ ভূমির প্রজা বলিয়া জ্ঞান করা
হইবে।

অন্য কোন স্থানে স্থ মিস জলের রেট দিতে হইবার কথা।

২৮৬ ধারা। ৩১২, ৩১৩ ও ৩১৪ ধারার বিধান এই পরিচ্ছেদ সম্বন্ধে থাকিবে;
কিন্তু এই উপবিধান না থাকিলে স্থামী উক্ত কথিত ধারামতে জলবে যে রেট আদায়
করিতে পারিতেন, কোন দখলকার প্রজাব স্থানে তাহার চাবি ভাগের তিন ভাগের
অধিক আদায় করিতে পারিবেন না।

কমিশ্যনরগণের জল যোগাইয়া দিবার কথা।

২৮৭ ধারা। যে কোন মিউনিসিপালিটিতে এই পরিচ্ছেদের বিধান প্রচলিত
করা হইবে, সেই মিউনিসিপালিটির সীমার মধ্যে কমিশ্যনরগণ জল যোগাইয়া
দিবার বিধান করিবেন। তদর্থে প্রধানত সকল রাস্তায় জল যোগাইবার নিমিত্ত
বড় ছোট যত মল ও যত পৃষ্করিণী ও জলাশয় কিন্ত অন্য যে কার্য করা আবশ্যিক,
তাঁহা প্রস্তুত করাটয়া দিবে; ও যত কল থাকিলে নগরবাসীরা গৃহকার্যের
নিমিত্তে সুবিধামতে জল পাঠিতে পারেন উক্ত রাস্তায় তত দাঁড়া কল স্থাপন
করিয়া দিবে।

যাহা গৃহকার্য নামে বলা না যায় তাহার কথা।

২৮৮ ধারা। কোন ব্যক্তি বোড়া প্রভৃতি কোন জন্তু কি গাভী বিক্রয় করিবার

কি ভাড়া দিবার জন্য রাখিলে সেই ক্ষত্ৰ নিমিত্ত কি গাড়ী ধুইবার নিমিত্ত যে জলের প্রয়োজন, কিম্বা কোন ব্যবসায়ের কি কারখানার কি কার্খের কিম্বা বাগানে কি পথে ছিটাইয়া দিবার নিমিত্ত কিম্বা কোন প্রকারের শোভা কি কলের নিমিত্ত যে জলের প্রয়োজন, তাহা গৃহকার্যের জলসম্প্রদায়ের মধ্যে ধরা যাইবে না ।

জলের যত বেগ রাখিতে হইবে তাহার কথা ।

২৮৯ ধারা । ব্যবহার করিবার ছোট ও বড় নল কিরূপ চাপ দিয়া জল রাখিতে হইবে ও কোন বস্তু ঐরূপ চাপ থাকিবে, ইহা সঙ্গত কমিশনারগণ নিরূপণ করিবেন, এবং এষ্ট ধারামতে যে কোন বিধি করা যায়, তাহা কমিশনারগণ যেরূপ আদেশ করেন, তদনুসারে প্রকাশ করা যাইবে, ও সঙ্গত কমিশনারগণের অনুমতি বিনা তাহা পরিবর্তন করা যাইবে না ।

জলের নল যত বড় হইবে তাহার কথা ও গৃহস্থের খরচে তাহা করিতে হইবার কথা ।

২৯০ ধারা । সঙ্গত কমিশনারগণ মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত ঘর সমূহে, জল যোগাইয়া দিতে স্থির করিলে, তাহার পূর্বে জলের যে রেটের কথা লেখা গেল, কোন ব্যক্তি সেই রেট দিলে তাঁহার গৃহ কার্যের নিমিত্ত সঙ্গতমতে যত জলের প্রয়োজন, কমিশনারগণের জলের নলের সঙ্গে নল যোগনা করাইয়া তাঁহার ঘরে কি ক্ষমিতে তত জল আনাইবার অধিকার থাকিবে ।

কিন্তু ঐ ঘর কি ভূমি যত দিন খালী থাকে কমিশনারগণ তত দিন তাহার জলসম্প্রদায় বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন ।

যে নল যোগনা করা গিয়া থাকে, ও তাহার সঙ্গে ঘরের মধ্যে নল প্রভৃতি যেই বিষয় সংযুক্ত থাকে তাহা যে প্রকারের ও যত বড় ও যে দ্রব্যে নিশ্চিত হইবে কমিশনারগণ তাহা স্থির ও অনুমোদন করিবেন, ও যে ব্যক্তি চাহেন তাঁহারই খরচে তাহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে ।

যদি জল আনাইবার নলাদি কমিশনারগণের কার্যকারকদের সম্মুখমতে করিতে হইবার কথা ।

২৯১ ধারা । কোন ঘরে কি ভূমিতে জল আনাইবার জন্য কমিশনারগণের নলের সঙ্গে যে নল সংযোগ করিয়া দেওয়া যায় ও অন্য যে সাজসজ্জাম থাকে এবং ঘরের কি ভূমির মধ্যে যে নল ও কল ও সাজসজ্জাম থাকে তাহা সর্বদাই কমিশনারগণের তত্ত্বাধীনে ও সম্মুখমতে করা যাইবে ।

যিনি জল পাইতে, চাহেন তিনি কমিশনারগণের সঙ্গে নিয়ম করিলে, সেই নিয়মানুসারে, কিম্বা কমিশনারগণ যত খরচ নির্দিষ্ট করেন তদনুসারে কমিশনারগণের চাকরবরা ও কর্ণকারকেরা ঐ নল সংযোগ করাইয়া ও তৎসংক্রান্ত অন্য কার্য ও সাজসজ্জাম করাইয়া দিতে পারিবেন, ও সেই কার্য করিবার জন্য

যত টাকা আবণ্যক হয় কমিশ্যনরগণ ঐ কর্ত্ত করিবার পূর্বে তত টাকা দিবার কি পদ্ধতি করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

অলের রেট যে প্রকারে আদায় হইতে পারে, ঐ খরচার টাকাও সেই প্রকারে আদায় হইতে পারিবে।

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতার কথা।

২৯২ ধারা। পূর্বেকৃততে যে ঘরে কি ভূমিতে জল যোগাইয়া দেওয়া যায়, তাহার মধ্যে জল যোগাইবার সকল নল ও অন্যান্য কল ও সাজসজ্জাম দেখিবার নিমিত্ত, ও অকারণে জল নষ্ট না হয় কিম্বা তাহার অথবা ব্যাহার না হয় ইহা দেখিবার লইবার জন্য, কমিশ্যনরগণ যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, তিনি পূর্বে ৭ বর্টার ও অপরাহু ৫ বর্টার মধ্যে কোন সময়ে ঐ ঘরে কি ভূমিতে যাইতে পারিবেন।

আর উক্ত সময়ে উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত ঐ কার্য্যকারককে সেই ঘরে কি ভূমিতে যাইবার অধুমতি না দেওয়া গেলে কিম্বা পূর্বেকৃততে তাঁহার সেই বিষয় দেখিবার লইবার বাধা দেওয়া গেলে কমিশ্যনরেরা তৎক্ষণাৎ সেই ঘরের কি ভূমির জল বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

কিন্তু পূর্বেকৃত কোন কথাদ্বারা কোন অস্তঃপুরে কি জীলোকদের থাকিবার যে ঘর দেশাচারমতে গোপনীয় জ্ঞান হইয়া থাকে অন্ত্র চারি ঘণ্টা থাকিতে নোটস না দিয়া তদ্বাধ্য কাহারো প্রবেশ করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল না।

নল বেমেগামত হইলে কমিশ্যনরগণের জল বন্ধ করিতে পারিবার কথা।

২৯৩ ধারা। কোন ঘরে কি ভূমিতে জল যোগাইবার যে নল কি অন্য কল কি সাজসজ্জাম থাকে কমিশ্যনরদের কোন কার্য্যকারক এতৎ পক্ষে ক্ষমতা পাটাইবে, কোন সময়ে সেই নল কি অন্য কল কি সাজসজ্জাম পরীক্ষা করিয়া তাহা এতদূর বেমেগামত হইয়াছে যে জল বুগাই নষ্ট হয় টো জানিতে পাটিলে, কমিশ্যনরগণ অম্মান চক্ষিণ ঘণ্টা থাকিতে নোটস লিখিয়া দিয়া ঐ ঘর কি ভূমির জল বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন ও বন্ধ করিয়া দিবার পরচ ঐ ঘরের কি ভূমির প্রজার স্থানে লইতে পারিবেন।

বাসায়ের নিমিত্ত জল যোগাইবার কথা।

২৯৪ ধারা। ঘরের নানা কক্ষের নিমিত্ত যত জলের প্রয়োজন, তাহা ছাড়া অন্য কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহার জল পরিমাপক যন্ত্রদ্বারা জল যোগাইয়া দিতে পারিবেন। তাহা হইলে কমিশ্যনরগণ সভাগত হইয়া খরচা ও রেট স্থির করিয়া যত বড় ও যে প্রকারের নল প্রভৃতি অধুমোদন করেন, সেই প্রকারের তত বড় নল প্রভৃতি বসাইবেন কি বসাইতে দিবেন।

গৃহ কার্যের নিমিত্ত গৃহস্থের কিয়ৎপরিমাণ জল পাইবার অধিকারের কথা।

২৯৫ ধারা। ঘরের প্রজা ঐ ঘরের জন্য জলের রেট বলিয়া কমিশ্যনরগণকে যত টাকা দিয়া থাকেন, তাহার টাকা প্রতি তাঁতাকে আর খরচ বিনা গৃহকার্যের নিমিত্ত যে পরিমাণে জল যোগাইয়া দেওয়া বাইবে ইতা কমিশ্যনরগণ সভাগত হইয়া স্থির করিতে পারিবেন।

পূর্কোক্তমতে গৃহস্থের যত জল পাটবার অধিকার থাকে তিনি তাহার অধিক খরচ করিয়া থাকেন কমিশ্যনরগণের এমত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে, তাঁহার। আপনাদের খবচে জলপরিমাপক যন্ত্র যোগাইয়া ঐ ঘরসংযুক্ত জলের নলে তাহা যোজনা করিয়া রাখিতে পারিবেন। তাহা হইলে পূর্কোক্তমতে প্রজার যত জল পাইবার অধিকার থাকে, তাহার অতিবিক্ত যত জল খরচ করেন ওজন্য কমিশ্যনরগণ সভাগত হইয়া যে তার স্থির করেন সেই হারে টাকা দিতে হইবে।

পাইখানার জন্য কমিশ্যনরগণের পরিকৃত কি অপরিকৃত জল দিতে পারিবার কথা।

২৯৬ ধারা। কমিশ্যনরগণ সকল পাটখানায় ও শৌচস্থানে স্বেচ্ছামতে পরিকৃত কি অপরিকৃত জল দিতে পারিবেন, এবং তাঁতারা আদেশ করিতে পারিবেন, যে, যে সকল পাটখানায় ও শৌচস্থানে পরিকৃত কি অপরিকৃত জল দেওয়া যায়, তথায় জলাদির দিতে হইবে। সেই আধার কতবড় ও কি প্রকারের হইলে কমিশ্যনরগণ তাহা নির্ণয় করিবেন। যে ঘর কি ভূমিতে জল যোগাইয়া দেওয়া যায়, তাহার আশ্রয় খবচে ঐ সকল জলাদির দিতে হইবে।

রেট দিব্য ক্রী হটল জল বন্ধ করিতে পারিবার কথা।

২৯৭ ধারা। পূর্কোক্ত জলের রেট যে যে সময়ে দেওয়া উচিত কোন ব্যক্তি জল পাইলেও উক্ত কোন সময়ে ঐ রেট দিতে কিস্তি গৃহকার্য ছাড়া অন্য কার্যের নিমিত্ত জল যোগাইয়া দেওয়া গেলে তাহার জন্যে খবচার দাওয়া হটলে পর তাহা দিতে ক্রী ববিলে যে ঘরের কি ভূমির নিমিত্ত ঐ রেট কি দাবির টাকা দেনা হয়, কমিশ্যনরগণ সেই ঘরের কি ভূমির জল বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন ও সেই ব্যক্তির স্থানে জল বন্ধ করিবার খরচ লইতে পারিবেন।

কিন্তু কোন ব্যক্তির শক্তি দণ্ড কি দায় বর্তিলে ঐ জলসম্প্রদায় বন্ধ হওয়াতেই তিনি সেই দণ্ড কি দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না।

যে প্রকার ঘরে জল নষ্ট হয় তাহার দণ্ড হইতে পারিবার কথা।

২৯৮ ধারা। এই পরিচ্ছেদমতে কমিশ্যনরগণ কোন ঘরের কি ভূমির জল যোগাইয়া দিলে পব দখীলকার বা প্রজার শৈথিল্য হেতুক কিস্তি অন্য যে ভাবগতিকের উপর তাঁহার কর্তৃত্ব থাকিতে পারে এমত ভাবগতিক হেতুক জল নষ্ট হইলে,

(২য় খণ্ড)

১৮৮৪ সালের ৩ আইন।

৩৫৩

কিন্তু যে নল কি জল কি মাজসবজ্জাম দ্বারা ঐ ঘরের কি ভূমির জলসম্পোষা হয় তাহা এতদূর বেমেয়াদিত হইয়াছে যে, জল নষ্ট হইয়া থাকে ইহা জানা গেল, তাঁহার ২০ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

কোন ব্যক্তি জল নষ্ট করিলে তাহার দণ্ড হইতে পারিবার কথা।

২৯৯ ধারা। কমিশ্যনরগণ যে জল যোগানিয়া দেন কোন ব্যক্তি প্রকারান্তরে সেই জল নষ্ট করাইলে তাহার পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

নগরের বাহিরে যাহারা লোকেন তাঁহাদিগকেও কমিশ্যনরগণের বিবেচনাযুক্ত জল লইতে অনুমতি দিতে পারিবার কথা।

৩০০ ধারা। কোন ব্যক্তি মিউনিসিপালিটির সীমার মধ্যে বাস না করিলে ও কমিশ্যনরগণ ইচ্ছা করিলে কোন সভায় তাঁহার গৃহকাষের নিমিত্ত সময়ে সময়ে জল দিবার যে যে নিয়ম নির্দেশ করেন, সেই সেই নিয়মানুসারে ঐ ব্যক্তির জল লইবার কথা। তাঁহার জন্য যোগাটীয়া দেওয়ার অমুমতি দিতে পারিবে না।

দণ্ডের কথা।

কমিশ্যনরগণ যে জলসম্পোষার বিধান করেন কোন ব্যক্তি তাঁহাদেব অমুমতি না পাইয়া মিউনিসিপালিটির সীমার বাহিরে খরচ করিবার জন্য সেই জল লইলে কি আনাইলে তাঁহার পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

সংযোগ করিবার পূর্বে কমিশ্যনরগণের একজন কর্মচারির সকল কার্য ও নজ দেখিতে হইবার কথা।

৩০১ ধারা। কোন ঘরে কি ভূমিকে জল যোগাইবার নিমিত্ত কমিশ্যনরগণের তত্ত্বের নলেব সঙ্গে নল সংযোগ করিবার অমুমতি দেওয়ার পূর্বে, কমিশ্যনরগণ তদর্থে নিযুক্ত কোন কার্যকারকের দ্বারা সেই ঘরের কি ভূমির অন্তর্গত সকল কার্য ও নল ও মাজসবজ্জাম দেখিয়া লইতে পারিবেন।

যে ব্যক্তি নল সংযোগ করিবার প্রার্থনা করেন, ঐ দেখিয়া লওয়ার খরচ তাহার আগাম দিতে হইবে। কমিশ্যনরগণ সভা করিয়া সময়ে সময়ে যে নির্দ্ধার্য করেন সেই হারানুসারে ঐ খরচ দিতে হইবে।

ও সেই কার্য ও নল ও মাজসবজ্জাম উপযুক্তমতে করা গিয়াছে ও সন্তোষমতে বসান গিয়াছে ঐ কার্যকারক যতকাল ঐ মর্য়ের সাটি'ফিকেট না দেন, তত কাল কমিশ্যনরগণের নলের সঙ্গে সংযোগ করিবার অমুমতি হইবে না।

জলের নলের সঙ্গে সংযোগ করণ কেবল কমিশ্যনরগণের কার্যকারকদ্বারা হইবার কথা।

৩০২ ধারা। কমিশ্যনরগণের নলের সঙ্গে অন্য নল সংযোগ করণ ও কোন দ্বার পথের কি লোকদের গমনীয় পথের নীচে জল যোগাইবার নল বসানোর

কার্য্য কমিশ্যনরগণের তৎপক্ষে ক্ষমতা থাপ্ত কোন কার্য্যকারক ভিন্ন অন্য ব্যক্তির দ্বারা করা যাইবে না।

৩ যে ব্যক্তি সংযোগ করিতে প্রার্থনা করেন ঐ কার্য্যের খরচ তাঁহার আগাম দিতে হইবে। কমিশ্যনরগণ সভা করিয়া সময়ে সময়ে যে হার নিরূপণ করেন ঐ খরচ সেই হারানুসারে দেওয়া যাইবে।

জল আটকাইবার কি অন্য মুখ করাইবার কথা।

৩০৩ ধারা। উক্ত কমিশ্যনরগণের জলের কল কিম্বা তাঁহাদের কতৃদ্বায়ী কোন জলের কল হইতে কিম্বা যে জল কি স্রোত হইতে ঐ কলের জল পাওয়া যায়, তাহা হইতে কোন ব্যক্তি অবৈধমতে জল নিষ্কৃত করাইয়া দিলে কি বাতির করাইলে কি অন্যমুখ করিলে কি গ্রহণ করিলে তাহার একশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

যে কর্ম্ম করিতে হইবে তাহার অনুমানপত্র ও বর্ণনার কথা।

৩০৪ ধারা। স্বামী আপনার ঘরে জল আনািবার উপক্রম করিলে প্রায় নিশ্চয় ঐ কর্ম্মের খরচের বেঙরা ও অনুমানপত্র না পাঠাইলে কিম্বা প্রায় ঐ কর্ম্ম করিবার উপক্রম করিলে স্বামীর নিশ্চয় ঐ কর্ম্মের খরচের বেঙরা ও অনুমানপত্র না পাঠাইলে সেই কর্ম্মের আরম্ভ করিবেন না।

স্বামীর সেই কার্য্য সারাইয়া রাখিতে হইবার কথা।

৩০৫ ধারা। প্রকারান্তরেব বিশেষ বন্দোবস্ত না থাকিলে কোন ঘরের কি ভূমির স্বামী উক্ত ঘরে কি ভূমিতে জল আনািবার কার্য্য সকল উপযুক্তমতে সারাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা দিবেন।

কিন্তু উক্ত ঘর কি ভূমি যে মিউনিসিপালিটির মধ্যে থাকে তথায় এই পরিচ্ছেদ প্রচলিত হইবার পূর্বে যে পাট্টা লিখিয়া দেওয়া যায়, তদনুসারে উত্তরলক্ষ্যের যে যে দাব্য থাকে এই ধারার কোন কথা দ্বারা তাহার বাতিক্রম হইবে না।

পুকুরিনী প্রভৃতি কমিশ্যনরগণের প্রতি বর্জিবার কথা।

৩০৬ ধারা। সাধারণের ব্যবহার্য্য সকল পুকুরিনী ও জলাশয় ও জলাগার ও কূপ ও পয়ঃশালা ও নালা ও সুউঙ্গ ও নল ও কল ও জলের অন্য সকল কার্য্য কমিশ্যনরগণের খরচে কিম্বা প্রকারান্তরে ও করা কি বসান কি নির্মাণ করা গেলে ঐ পুকুরিনী প্রভৃতি ও তৎসম্পর্কীয় কি তৎসংযুক্ত সকল পুল ও চোটা ও কল ও বিষর ও সরঞ্জাম ও ত্রয এবং সাধারণের ব্যবহার্য্য পুকুরিনী সংক্রান্ত পার্শ্ব-বর্ত্তী যে ভূমি কোন ব্যক্তির সম্পত্তির মধ্যে নহ, সেই ভূমি কমিশ্যনরগণের প্রতি বর্জিবে।

জল যোগাওনের দ্বারা যে রেষ্ট ও টাকা পাওয়া যায় তাহা যে কার্যে প্রয়োগ করা
হইবে তাহা কহা।

৩০৭ ধারা। জলের রেষ্ট এবং জল যোগাওনের কিস্তি তৎসম্পর্কীয় কার্য্য করণের
দ্বারা যে সকল টাকা আদায় হয় কি পাওয়া যায় কি কিবিধা পাওয়া যায় এবং
জল যোগাওনের সম্পর্কে কিস্তি তৎসম্পর্কীয় কোন বিবরণ নিমিত্ত যে সকল
অর্থদণ্ড আদায় হয় উক্ত কমিশানরনগ সেই সকল টাকা লইয়া উক্ত জলসংক্রান্ত
কার্য্য প্রস্তুত করিবার ও বাড়তিয়া দিবার ও সাগতিয়া রাখিবার খরচ শোধ করিবেন
ও উক্ত জল সংক্রান্ত কার্য্যের নিমিত্ত যে টাকা ঋণ লওয়া যায় তাহার মূল্য দিবেন,
ও তৎসংক্রান্ত ঋণ কিস্তি জল যোগাওন সম্পর্কীয় অন্য কার্য্যের নিমিত্ত যে ঋণ
লওয়া যায় সেই ঋণ শোধ করিবেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গ্যাসের আলো দিবার বিধি।

আলো দিবার নিয়মের এক খান পাণ্ডুলিপি স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিকট মিউনিসিপাল
কমিশনারদের দিতে পারিবার কথা।

৩০৮ ধারা। যে কোন মিউনিসিপালিটীর ২২২ ধারার বিধানমতে এই পরি-
চ্ছেদ বর্তান যার সেই মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত স্থান বিশেষের কোন অংশে
পূর্বে গ্যাসের আলো দেওয়া নাউক কি না নাউক মিউনিসিপাল কমিশনারেরা
এমত কোন অংশের সীমা নিকপণ করিবার জন্যে অধিবেশন করিয়া সেই সীমা
নিরূপণ করিলে পর তন্মধ্যে যে নিয়মমতে গ্যাসের আলো দিবার প্রস্তাব করেন
সম্মুখে সম্মুখে ইহা পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্টের অন্মতি পাইবার
জন্যে তৎসম্মুখে অর্পণ করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্নমেন্ট কলিকাতা গেজেটে
এক মাস সেই পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করাইবেন। কমিশনারেরা ও মিউনিসি-
পালিটির মধ্যে দেশীয় ভাষায় সেই পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করাইবেন। প্রকাশ করা
গেলে পর, ও তদ্বিষয়ের কোন আত্মি হইলে কিস্তি তাহার কোন অংশ
পরিবর্তন করিবার প্রস্তাব হইলে তাহা বিবেচনা করিলে পর ঐ পাণ্ডুলি-
পি সম্মুখে আলো দিবার প্রস্তাব উপযুক্ত ও প্রচুর স্থানীয় গবর্নমেন্ট ইহা জ্ঞাপনমতে
কানিলে, ঐ পাণ্ডুলিপি সম্মুখে বার্ষিক হটবার অন্মতি দিতে পারিবেন, কিস্তি অন্ম-
মতি দিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন, কিস্তি বিশেষ বোর্ডের বিষয় নির্দিষ্ট করিয়া
সেই বিষয় সম্পর্কে ঐ পাণ্ডুলিপি পরিবর্তন করিবার জন্যে মিউনিসিপাল কমিশনা-

দুয়দিককে ফিরাইয়া দিতে পারিবেন ও পরিবর্তন করা গেলে পর সেই পরিবর্তিত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে অতুমতি দিতে পারিবেন। কোন পাণ্ডুলিপিতে অতুমতি দিলে পর স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কলিকাতা গেজেটে ঐ কথা জ্ঞাত করিবেন ও যে পাণ্ডুলিপিতে সম্মত হন তাহাও সেই সময়ে ঐ গেজেটে প্রকাশ করা হইবেন।

পাণ্ডুলিপি মঞ্জুর হইলে যোতের উপর শতকরা তিন টাকার অনধিক টাক্স ধার্য হইবার কথা।

৩০২ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ইহার পূর্ক ধারার লিখিত জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিলে পর, ঐ স্থানের সেই অংশে যত যোত থাকে মিউনিসিপাল কমিশ্যনরেরা ঐ আলো দিবার সমুদয় খরচ পোষাইবার জন্যে সেই সকল যোতের বার্ষিক মূল্যের উপর ষৎসত্ত শতকরা ৩ টাকার অনধিক টাক্স ধার্য করিতে পারিবেন।

যে অংশে পূর্ক আলো দেওয়া গিয়াছে তদ্বিষয়ের উপবিধান।

পরন্তু উক্ত স্থানের কোন অংশে পূর্ক গ্যাসের আলো দেওয়া গিয়া থাকিলে, ও ভাবীকালে তাহাতে গ্যাসের আলো দিবার নিয়মের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়া তদ্বিষয় ইহার পূর্ক ধারার বিধানতে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সম্মত হইলে, সেই অংশের বিষয়ে এই উপবিধান মানিতে হইবে। শতকরা ৩ টাকার হিসাবে ঐ টাক্স ধারা যত টাকা উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা ঐ আলো দিবার সমস্ত খরচ তাহাতে কুলাইবে না দেখা গেলে, ঐ আলো দিবার সমস্ত খরচ যত টাকাত্তে কুলাই কমিশ্যনরেরা তাহার উপযুক্ত হারানুসারে টাক্স ধার্য করিতে পারিবেন।

সেই টাক্স প্রজাদের তিন মাসে আগাম দিতে হইবার কথা।

৩০৩ ধারা। যোতের প্রজারা তিন মাসের কিস্তি করিয়া পূর্ক ধারার নিরূপিত ঐ যোতের টাক্স আগাম দিবেন। কিন্তু উক্ত স্থানের ঐ অংশের লাঠিনে যত দিন গ্যাসের আলো না দেওয়া যায় ঐ টাক্স তত দিন আদায় হইতে পারিবে না, ও আলো দিবার পূর্ক কোন তিন মাসের নিমিত্ত অথবা তিন মাসের কোন অংশের নিমিত্ত কোন টাক্স আদায় হইতে পারিবে না।

মূল্য নিরূপন এবং আলোর টাক্স নির্ধারণ ও আদায়ের কথা।

৩০৪ ধারা। কমিশ্যনরেরা এই আইনের ৪র্থ পরিচ্ছেদের বিধানমতে যোতের উপর রোট বসাইবার নিমিত্ত উক্ত সকল যোতের যে মূল্য নির্ণয় করেন তাহাই ঐ সকল যোতের বার্ষিক মূল্য হইবে, অথবা যোতের উপর ঐরূপ রোট বসান না গেলে ঐ পরিচ্ছেদের নির্দিষ্ট প্রকার বার্ষিক মূল্য স্থির করিয়া নিরূপণ করিতে হইবে। আর ৯৬ অবধি ১০২ পর্যন্ত এবং ১১২ অবধি ১৩০ পর্যন্ত ধারার বিধান, যত দূর এই পরিচ্ছেদের বিধানের সহিত অসঙ্গত না হয়, তত দূর আবশ্যিক পরিবর্তন সহকারে আলোর টাক্স নির্ধারণ ও আদায় সম্বন্ধে থাকিবে।

অনবিশেষে স্বামীর উপর টাক্স দাখ্য হইবার কথা।

৩১২ ধারা। একই ঘোঁতে দুই শ্রি শুদধিক জন প্রজা স্বতন্ত্র পাট্টা গইয়া বাল কহিলে কিন্মা সেই ঘোঁতের বার্ষিক মূল্য এক শত টাকার কম হইলে, কমিশ্যনরেরা ঐ ঘোঁতের স্বামির স্থানে ঐ আলোর টাক্স আদায় করিতে পারিবেন।

স্বামী টাক্স দিলে প্রজার স্থানে স্বামির ঐ টাক্স ফিরিয়া পাইবার কথা।

৩১৩ ধারা। ইহার পূর্ব ধারার বিধানমতে কোন ঘোঁতের স্বামির স্থানে কোন টাক্স আদায় করা গলে যদি তাঁহার সহ ঘোঁত কেবল এক জন প্রজা থাকে, তবে ঐ টাক্সের যত টাকা দিলেন তাহা সমুদয় ঐ প্রজার স্থানে ফিরিয়া পাট্টাতে পারিবেন। যদি সেই ঘোঁতের এক ভাগে একজন প্রজা কিন্মা সেই ঘোঁতে দুই কি শুদধিক জন প্রজা থাকে, তবে একই জন ঐ ঘোঁতের যে ভাগে থাকে সেই ভাগের মূল্য ঐ সম্পূর্ণ ঘোঁতের মূল্যের যত হয় স্বামী তাহার হার দরিয়া আপনার নিকট হইতে আদায় করা সমুদয় টাক্সের একই ভাগ তাঁহাদের একই জনের স্থানে ফিরিয়া পাট্টিতে পারিবেন, কিন্তু ইহার পর ধারার বিধান প্রবল মানিতে হইবে।

স্বাক্ষার ন্যায় স্বামির ঐ টাক্স আদায় করিতে পারিবার কথা।

৩১৪ ধারা। ইহার পূর্ব ধারার বিধানমতে কোন ঘোঁতের কিন্মা তাহার কোন ভাগের প্রজার স্থানে স্বামির টাক্স আদায় করিবার অধিকার থাকিলে, ঐ ঘোঁতের যে অংশ ঐ প্রজার দখলে থাকে তাহার স্বাক্ষার বসিয়া সেই টাকা পাওনা হইলে সেই স্বাক্ষার আদায় করিতে তাঁহার যে উপায় ও শক্তি ও অধিকার ও ক্ষমতা থাকে সেই টাক্সের টাকা আদায় করিবার জন্যে তাঁহার তৎতুল্য ও সেই উপায় ও শক্তি ও অধিকার ও ক্ষমতা থাকিবে।

প্রজা যত দিন থাকে কেবল তত দিনের টাক্সের দাখ্য হইবার কথা।

৩১৫ ধারা। প্রত্যেক জন প্রজা যত দিন থাকে তত দিনের আলোর টাক্সের দাখ্য হইবে। কোন ব্যক্তি কোন তিন মাসের অংশ মাত্র কোন ঘোঁতে থাকিলে, যত দিন থাকে ঐ তিন মাসের তত দিনের টাক্সের হারানুসারে ঐ টাক্সের দাখ্য হইবে।

অধিক টাকা আগাম দেওয়া গেলে তাহা ফিরিয়া দিবার কথা।

যদি ঐ টাক্স আগাম দিয়া থাকে, তবে এই ধারামতে যত পাওনা হয় তাহার প্রতিকূল ভাগ তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবে।

খালী থাকিলে টাক্স না লাগিবার কথা।

কোন ঘোঁত যত দিন খালী থাকে তত দিনের নিমিত্ত সেই ঘোঁতের উপর কোন ব্যক্তির টাক্স লাগিবে না।

প্রজা উঠিয়া গেলে সাত দিনের মধ্যে সবাদ দিতে হইবার কথা।

কিন্তু যে ঘোঁতের উপর টাক্স দাখ্য হয় কোন ব্যক্তি তাহা হইতে উঠিয়া গেলে

উঠিয়া যাইবার তারিখের পর সাত দিনের মধ্যে কমিশ্যনরদিককে জানাইবে। সেই মিয়াদেই মধ্যে সেই কথা না জানাইলে, ঐ মোতে যদিও তিন মাসের একাংশ মাত্র থাকে তথাপি ঐ মোতের সম্পূর্ণ তিন মাসের নির্দিষ্ট টাক্সের দায়ী হইবে; এবং যে স্থলে ৩১২ ধারার বিধান বর্তে, সেই স্থলে উক্ত মোত যে তারিখে খালী হয় স্বামী সেই তারিখ অবধি সাত দিনের মধ্যে ঐ মোত খালী হইবার নোটিস না দিলে, ঐ স্বামীই স্থানে ঐ মোতের উপর নির্দিষ্ট পূর্বা তিন মাসের টাক্স আদায় হইতে পারিবে।

স্বামীর কি প্রকার নাম জানা না গেলে তাহাকে কি প্রকার নির্দেশ করা যাইবে তাহার কথা।

৩১৬ ধারা। যদি কোন মোতের স্বামীর কি প্রকার নাম জানা না থাকে, তবে এই পরিচ্ছেদনতে তাঁহাকে কোন নোটিস কি প্রকার দিতে হইলে, অন্য কোন প্রকারে তাঁহার বর্ণনা না করিয়া যে মোতের উপর ঐ টাক্স ধার্য হইল সেই মোতের স্বামী কি প্রজ্ঞা বলিয়া তাহাতে নির্ণয় করণেই চলিতে পারিবে।

গ্যাসের নল কি অন্য কোন বিষয়, এক স্থান হইতে উঠাইয়া অন্য স্থানে বসাইতে

হইলে তাহার খরচ কমিশ্যনরদের দিতে হইবার কথা।

৩১৭ ধারা। উক্ত স্থানের কোন অংশ গ্যাসের যে নল কিম্বা গ্যাসের অন্য যে বিষয় বসান গিয়াছে কমিশ্যনররা এই পরিচ্ছেদের কার্যের নিমিত্তে তাহা কি কিং তুলিয়া কি নামাটীয়া দেওয়া কিম্বা অন্য প্রকারে তাহার স্থান পরিবর্তন করা আবশ্যিক স্থান করিলে, ঐ নল কি বিষয় যে ব্যক্তির হয় কি যাহার জিম্মায় থাকে কমিশ্যনররা সময়ে তাহার নিকট নোটিস লিখিয়া দিয়া যেক্রমে বলেন সেটুকুে ঐ নল কি অন্য বিষয় অবিলম্বে কিম্বা সুবিশদিত ভাষায় তুলিতে কি নামাইতে কিম্বা প্রণয়ন করিতে তাহার স্থান পরিবর্তন করিয়া দিতে আদেশ করিতে পারিবেন।

সিদ্ধ প্রকরণ পরিবর্তন করিতে হইলে যেন সেই নলের কি বিষয়ের স্বামী হানি না হয়, কিম্বা গ্যাস যেমন আদায় ও সহজে পূর্বে চলিত তাহার কোন বাধা না হয়, এবং তদ্রূপে তুলিয়া কি নামাটীয়া দিতে কি পরিবর্তন করিতে যত খরচ লাগে, ও তাহা করিতে যে কোন হানি হয়, ঐ নল কি অন্য বিষয় যে ব্যক্তির হয় কমিশ্যন-ররা তাঁহাকে ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে মিউনিসিপাল ফণ্ড হইতে সেই খরচ দিবেন, ও তাঁহাদের সেই হানি পূরণ করিয়া দিবেন।

স্বামী প্রকৃতি পরিবর্তন করিতে বাঞ্ছন্য করিলে কমিশ্যনরদের তাহা করাতে পারিবার কথা।

৩১৮ ধারা। কমিশ্যনররা উক্ত কোন নল কি বিষয় যদ্রূপে তুলিয়া কি নামাটীয়া দিতে কিম্বা পরিবর্তন করিতে আদেশ করেন, যে ব্যক্তির ঐ নল প্রকৃতি হয় কিম্বা তাহার তত্ত্বাধীনে তাহা থাকে তিনি সেই নোটিস পাইলে পর তৎক্ষণেই কিম্বা

অধিবেশনে তদ্বারা তদ্রূপ করিতে প্রবৃত্ত না হইলে, কমিশ্যনরেরা নিজে যত্নপ উচিত দেখ করেন তদ্রূপ সেই নগর কি বিষয় জুগিয়া কি নামাইয়া দিতে কি পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

কিন্তু তদ্বারা যেন ঐ বিষয়ের স্থায়ী হানি না হয় কিম্বা গ্যাস পূর্বে যেমন অবস্থায় ও সহরে চলিত তাহার কোন বাধা না হয়।

আলো দিবার অন্য প্রণালী সহজে বিধান থাকিবার কথা।

৩১৯ ধারা। কোন মিউনিসিপালিটির কমিশ্যনরেরা যাঁহাতে নল বা তার বা তদ্রূপ অন্য সবজ্জাত্য ব্যবহার করিতে হয় একপ বোন প্রণালীমতে মিউনিসিপালিটির আলো দিবার ন্যোনকপ প্রদান। অতঃপর করিলে, তৎসম্বন্ধে যত দূর সম্ভব এই পুরি-চ্ছেদের বিধান বর্জিতবে।

নবম পরিচ্ছেদ।

পাইখানা প্রাপ্ত ও পরিষ্কার করিবার কথা।

কমিশ্যনরগণের জাপনপত্র প্রকাশ করিবার কথা।

৩২০ ধারা। যে বোন মিউনিসিপালিটিতে এই পরিচ্ছেদের বিধান ২২২ ধারার নির্দিষ্টমতে প্রচলিত করা যায়, তথায় কমিশ্যনরগণ জাপনপত্র প্রকাশ করিয়া এই নির্দেশ করিতে পারিবেন যে, ঐ জাপনপত্রের নির্দিষ্ট তারিখ অবধি কমিশ্যনরগণ মিউনিসিপালিটির সীমার অন্তর্গত সমুদয় স্থানে কিম্বা তাহার কোন অংশে সাধারণের ও কোন ব্যক্তির স্বকীয় পাইখানা পরিষ্কার করিবার কর্তব্যচারী রাখিবেন, কমিশ্যনরগণ তদ্বিষয়ের উপযুক্ত বিধান করিবেন।

কমিশ্যনরদের ফী আদায় করিতে পারিবার কথা।

৩২১ ধারা। তদ্রূপ বিধান করা গেলে, সভাগত কমিশ্যনরগণ মিউনিসিপালিটির সীমাব বা তাহার পূর্বেক্ত অংশের অন্তর্গত যোক্তের বার্ষিক মূল্য অনুসারে সময়ে২ যে হারে ফী ধার্যা করিতে আঁজা করেন, কমিশ্যনরগণ সেই হারানুসারে ফী ধার্যা করিয়া লইতে পারিবেন ;

কিন্তু যোক্তের ২৫ টাকা কি তাহার কম মূল্য নিরূপণ হইলে বৎসর ৩ টাকার অধিক ফী লাগিবে না ;

ও কোন এক যোক্তের উপর ৪৮০ টাকার অধিক ফী লওয়া যাইবে না।

কিন্তু এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যদি কমিশ্যনরগণের সঙ্গে কোন যোক্তের স্বামিদের কি দখলকারদের বাড়ী পরিষ্কার করিবার জন্য বৎসর ৪৮০ টাকার অধিক দিবার করার থাকে, তবে উক্ত টাকা বা তাহারদের সঙ্গে করারক্রমে

কমিশ্যনরূপে সময়ে অন্য যত টাকা স্থির করেন তাহা এই পরিচ্ছেদের বিধানানুসারে তাঁহাদের স্থানে আদায় হইতে পারিবে।

ফী আদায় করণ বিপর্যক কথা।

৩২২ ধারা। যিনি যৎকালে যে যোতের দখলকার হন তিনি কিম্বা ইহার পর ধারামতে যোতের স্বামী তিন মাসের কিস্তি করিয়া উক্ত ফী দিবে, ও এই আইনে যোতের মূল্যের উপর টাক্স আদায়ের যে বিধান আছে, উক্ত ফী সেই বিধানমতে আদায় করা যাইতে পারিবে।

যে তিন মাসের যে কিস্তি দিতে হইবে তাহা সেই তিন মাসের প্রথম দিনেই দেয়া বলিয়া জ্ঞান হইবে।

উক্ত ফীর দ্বারা যত টাকা উৎপন্ন হয় তাহা হইতে উক্ত কর্তৃপক্ষের যেতনাদি দেওয়া যাইবে ও সাধারণের পঠিখানা পুষ্ট করা যাইবে ও সাধারণমতে এই পরিচ্ছেদের বিধান সফল করা যাইবে।

উক্ত ফীর ও বাহারা সেই ফী দিবার যোগ্য তাঁহাদের নামের ফর্দ ৩৫৪ ধারায় নির্দিষ্টমতে প্রতি বৎসর একবার প্রকাশ করা যাইবে।

কোন স্থলে স্বামির স্থানে ফী আদায় হইতে ও দখলদারের স্থানে তাঁহার

লইতে পারিবার কথা।

৩২৩ ধারা। একের অধিক জন স্বতন্ত্র পৌর যোত ভোগ করিলে, কমিশ্যনরূপে ঐ যোতের স্বামির স্থানে উক্ত ফী আদায় করিতে পারিবেন। তাহা হইলে স্বামির নিকট সম্পূর্ণ যোতের মূল্য বিবেচনায় যত ফী আদায় হয়, সম্পূর্ণ যোতের যে অংশ যে ব্যক্তির দখলে থাকে স্বামী সেই অংশের মূল্যানুসারে সেই প্রত্যেক জনের স্থানে আপন অংশের ফী আদায় করিতে পারিবেন।

দখলকারের স্থানে স্বামীর বলিয়া স্বামির ফী আদায় করিতে পারিবার কথা।

৩২৪ ধারা। টাকার পূর্ক দ্বারা বিধানমতে যোতের কোন অংশের দখলকারের স্থানে স্বামির টাকা আদায় করিবার অধিকার থাকিলে, ঐ যোতের যে অংশ ঐ ব্যক্তির দখলে থাকে সেই অংশের নির্মিত স্বামির প্রাপ্য থাকানা আদায় করিবার যে উপায় ও ক্ষমতা ও স্বত্ব ও অধিকার থাকে, ঐ টাকা কিরিয়া পাইবার জন্যে তাঁহার তদ্রূপ ও সেই উপায় ও ক্ষমতা ও স্বত্ব ও অধিকার থাকিবে।

কোন বাড়ীর দখলকার বা স্বামির সঙ্গে কমিশ্যনরূপের মুরগ করিয়া টাক্স

লইতে পারিবার কথা।

৩২৫ ধারা। দেশভরে সংক্রান্ত কোন বাড়ীর থাকিলে কিম্বা কোন বাড়ীর মধ্যে কুঠী কি নৌ গাডি মেসামত করিবার গুঁড়ি কি কারখানা কি মজুরদের আড্ডা

কি বিদ্যালয় কি হাস্পাতাল কি বাজার কি আদালত ঘর কি তুঙ্গ অন্য স্থান
বার্জিলে; কমিশ্যনরগণ আপনাদের বিবেচনামতে ঐ বাড়ীর দখলকারের বা স্বামীর
সঙ্গে জুগ করিয়া উক্ত ফীর পরিবর্তে এক বৎসরের অনধিক কালের নিমিত্ত বিশেষ
কয়েক টাকা লইতে পারিবেন।

জন প্রতি টাকা আদায় করিতে কমিশ্যনরগণের ক্ষমতার কথা।

৩২৬ ধারা। কমিশ্যনরগণ পূর্বোক্ত ফী না - ইয়া, যাঁহারা উক্ত রেলওয়ে বাড়ীর
মধ্যে বা কুঠীতে কি গুদিতে কি কারখানায় কি মজুতের আড্ডায় কি বিদ্যালয়ে কি
হাস্পাতালে কি বাজারে কি আদালতঘরে কি তুঙ্গ অন্য স্থানে বাস করেন কি
নিয়ত যাতায়াত করেন, তাঁহাদের জন প্রতি টাকা আদায় করিতে পারিবেন। সত্যা-
গত কমিশ্যনরগণ সেই টাক্সের হার নির্ণয় করিবেন।

কমিশ্যনরদের ফী কমা ইয়া দিবার বা ক্ষমা করিবার ক্ষমতার কথা।

৩২৭ ধারা। এই পরিচ্ছেদমতে যে ফী দেয় হয় তাহা সে ব্যক্তি দিবার যোগ্য
হন আদায় করিতে গেলে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইবে কমিশ্যনরগণ ক্ষমতা বোধ
করিলে তাঁহার সেট ফী কমাটয় দিতে বা ক্ষমা করিতে পারিবেন।

দণ্ডের কথা।

৩২৮ ধারা। এই পরিচ্ছেদমতে কোন ফী কি টাক্স প্রাপ্য হইলে কোন ব্যক্তি
তাহা দিতে অস্বীকার করিলে, কিম্বা

৩২৫ ধারামতে বিশেষ কয়েক টাকা দিবার জুরণ করিয়া ঐ টাকা দিতে অস্বী-
কার করিলে, অপরাধ নির্ণয় হইলে তাঁহার সেই দেয়া টাকা ছাড়া তাহার তিন
বৎসরের অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

২১৭ ধারামত অভিযোগ হইতে মুক্ত থাকার কথা।

৩৩২ ধারা। কোন ব্যক্তি এই পরিচ্ছেদের বিধানমতে ফী কি টাক্স দিবার
যোগ্য হইলে আপনায় পাঠিখানা উপযুক্ত অবস্থায় রাখিতে নৈখিল্য কি অস্বীকার
করণ হেতু ২১৭ ধারার (৩) প্রকরণমতে তাঁহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে না।

কমিশ্যনরগণের চাকরদের ক্ষমতার কথা।

৩৩০ ধারা। কমিশ্যনরগণের যে সকল কর্মচারী এই পরিচ্ছেদের কার্য পক্ষে
নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা কমিশ্যনরগণের নির্দ্ধারিত ঘণ্টার মধ্যে পূর্বোক্ত ফী কি
টাক্স দিবার বোধ্য দখলকারের কি দামীর কোন বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া আপনা-
দের এই পরিচ্ছেদমত কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করণার্থ আবশ্যিক সকল কর্ম করিতে
পারিবেন।

বেহতরদিগকে কমিশ্যনরদের লাইসেন্স লইতে বাসিতে পারিবার কথা।

৩৩১ ধারা। কমিশ্যনরগণ সভাগত হইয়া মিউনিসিপালিটীর দ্বারা কি তাহার

কোন অংশের মধ্যে যে সকল লোক মল স্থান'স্তর করিবার কার্যে নিযুক্ত থাকেন, তাহাদিগকে লাইসেন্স লইয়া উক্ত সীমার অন্তর্গত বাড়ী হইতে মল স্থানান্তর করিয়া লইবার জন্য কমিশ্যনরগণের চাকর হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ।

কমিশ্যনরগণ সভাগত হইয়া য় নিয়ম উচিত বোধ করেন এমন নিষম করিয়া উক্ত লাইসেন্স দিতে ও তৎসম্পন্ন কর্য্য ফী ধার্য্য করিতে পারিবেন ।

ঐ ব্যক্তি দেয় কর্তব্য কর্ম্ম নিষয় করণার্থে কমিশ্যনরগণ স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অমু-মোদন অপেক্ষায় বিধি করিতে ও সময়ের তাহার পরিবর্তন কি তাহাতে নূতন বিধি সংযোগ কি তাহা রহিত করিতেও পারিবেন । উক্ত কোন বিধিলঙ্ঘন হইলে, অপরাধী লাইসেন্স বাতিল হইতে ও তাহার ২০ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে ।

কমিশ্যনরদের পাটখানা প্রস্তুত করিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে ও তাহা করিয়া

দেওয়া না গেলে নিজে প্রস্তুত করাইয়া দিতে পারিবার কথা ।

৩৩২ ধারা । কমিশ্যনরগণ মিউনিসিপালিটীর সীমার অন্তর্গত কোন ঘর কি ভূমিতে পাটখানা কিম্বা পূর্বাপেক্ষা অধিক পাটখানা কি সাধারণ পাটখানা করাষ্টয়া দেওয়া উচিত বোধ করিলে, ও একত্রেপক্ষে নোটিস দিলে ঐ ঘরের কি ভূমির স্বামিবা ঐ নোটিস পাটখার পর ১৪ চতুর্দশ দিনের মধ্যে কিম্বা কমিশ্যনরদের বিশেষ কোন কাবণে সময় বাড়াইয়া দিলে তত্ক্ষণে ঐ নোটিসের আদেশানুসারে ঐ পাটখানা প্রস্তুত করাইয়া দিবেন । পাটখানা সেট মিয়াদেব মধ্যে কমিশ্যনরদের জাহোদ মতে প্রস্তুত করাইয়া না দেওয়া গেলে কমিশ্যনরগণ তাহা প্রস্তুত করাইতে পারিবেন ও তাহাতে যে খরচ লাগে স্বামিদেব তাহা দিতে হইবে ও ৩২২ ধারার বিধানমতে তাগ আদায় করিয়া লওয়া যাউতে পারিবে ।

যেতে যত জন থাকেন তাহাদের ফর্দ কমিশ্যনরগণের চাকিয়া লইতে পারিবার কথা ।

৩৩৩ ধারা । কমিশ্যনরগণ এই পরিচ্ছেদের কার্য্যপক্ষে নোটিস লিখিয়া কোন যোক্তেরস্বামিকে কি দখীলকারকে ঐ নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ যোক্ত নিবাসী কি তর্কার নিষত যাতায়াতকারী শোকদের সংখার ফর্দ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ।

দণ্ডের কথা ।

৩৩৪ ধারা । কোন যোক্তের স্বামী কি দখীলকার কমিশ্যনরগণের স্থানে উক্ত ফর্দ দিবার আদেশ পাটলেও ঐ নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা না দিলে, তাহার ১০০ এক শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ।

দশম পরিচ্ছেদ ।

হাটের বিধান ।

বাজার প্রস্তুত করিবার ক্ষমতার কথা ।

৩৩৫ ধারা । যে কোন মিউনিসিপালিটীতে এই পরিচ্ছেদের বিধান ২২২ ধারার নির্দিষ্টমতে প্রচলিত করা হয়, তাহার কমিশনারেরা সভাগত হইয়া মিউনিসিপাল হাট বসাইবার জন্যে ভূমি নিরূপণ করিতে পারিবেন ও সেই ভূমি নিরূপণ করিবার খরচ ও সেই হাট বসাইবার জন্যে আবশ্যক অন্যান্য খরচ মিউনিসিপাল কর্তৃক হইতে দিতে পারিবেন, ও কোন হাট পাট্টা করিয়া লইতে পারিবেন ;

এবং তাঁহারা ঐ হাটে বিক্রয়ার্থে দ্রব্য লাগাইয়া রাখিবার অধিকারের জন্যে ও দোকান ও মাচা ও দাঁড়াইবার স্থানের ব্যবহার জন্যে ভাড়া ও মাসুল ও ফী লইতে পারিবেন ।

ঐ ভাড়া ও মাসুল ও ফী ১২০ অবদি ১২৯ পর্য্যন্ত সকল ধারার বিধানমতে বাকী টাক্সের ন্যায় আদায় হইতে পারিবে ।

মিউনিসিপাল হাট এই শব্দের অর্থ নির্ণয়ের কথা ।

৩৩৬ ধারা । কোন স্থানে দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্যে স্থানতলে ত্রিশ খানি দোকান কি মাচা কি দাঁড়াইবার স্থান না থাকিলে সেট স্থানটি পূর্বে ধারার অর্থ-ভূমি “মিউনিসিপাল হাট” বলিয়া ও তাহার প্রতি এই পরিচ্ছেদের নিয়মিত সকল ধারার বিধান খাটে এমন হাট বলিয়া জ্ঞান হইবে না ।

হাটের লাইসেন্স না থাকিলে তাহার ব্যবহার করা কমিশনারদের নিবেদন করিতে পারিবার কথা ।

৩৩৭ ধারা । কমিশনারেরা সভাগত হইয়া কোন সামান্য নিরূপণ করিয়া এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে কমিশনারদের প্রদত্ত লাইসেন্স বিনা ঐ সীমার অন্তর্গত কোন ভূমিমাংশ কি মাছ কি মাখন কি ঘি কি তেল কি শাকসবজী প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্য বিক্রয় করিবার হাট বলিয়া ব্যবহৃত হইতে পারিবে না ।

হাটের লাইসেন্স দিবার ক্ষমতার কথা ।

৩৩৮ ধারা । কমিশনারেরা সভাগত হইয়া তাহার পূর্বে ধারামতে আজ্ঞা প্রচার করিলে, তাহার সভাগত হইয়া মিউনিসিপালিটির মধ্যে পূর্বে প্রচারিত আহার্য্য দ্রব্য বিক্রয় করিবার হাট বলিয়া কোন ভূমি ব্যবহার করিবার লাইসেন্স দিতে পারিবেন ।

লাইসেন্স দত্ত দিন প্রবল থাকিবে ও যে নিয়মমতে দেওয়া যাইবে তাহার কথা ।

৩৩৯ ধারা । এই পরিচ্ছেদমতে যে লাইসেন্স দেওয়া যায় তাহা ২৫ টাকার

অনধিক ফী লইয়া দেওয়া যাইবে, ও বৎসরের অবসান পর্যন্ত প্রবল থাকিবে; ও সেই ভূমি পূর্বোক্ত আঞ্চলীয় দ্রব্য বিক্রয় করিবার হাটের উপযুক্ত স্থান, সভাপতি ইহা বলিয়া বৎসর বৎসর নূতন করিয়া সার্টিফিকেট লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া দিলে, কমিশ্যনরেরা বৎসর বৎসর ঐ লাইসেন্স দিতে পারিবেন।

উপযুক্ত স্থানের বিষয়ে সভাপতির সার্টিফিকেট দিতেই হইবার কথা।

৩৪০ ধারা। কোন ভূমির স্বামী নিখিয়া প্রার্থনা করিলে, জননিঃসরণের ও বায়ুলেনের ও জলসম্প্রদায়ের উপায় সম্বন্ধে কিস্তি তাহার অন্তর্গত পথ প্রভৃতির উপযুক্ত প্রশস্ততা সম্বন্ধে সেই স্থান হাট বসিবার অনুপযুক্ত না হইলে, সভাপতি উক্ত সার্টিফিকেট দিবেন।

যে হাট আছে তাহার কথা।

কোন মিউনিসিপালিটিতে এই পরিচ্ছেদের বিধান প্রচলিত হইবার সময়ে যে ভূমিতে পূর্বোক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিবার হাট বসে, চলিত সনের নিমিত্ত ৩৩৯ ধারায় বিধানমত সার্টিফিকেট বিনা সেই ভূমির স্বামীর কি পাট্টাদারের লাইসেন্স পাইবার অধিকার থাকিবে। কিন্তু তাহার পর কোন বৎসরে ঐ সার্টিফিকেট না পাইলে ঐ লাইসেন্স নূতন করিয়া দেওয়া যাইবে না।

লাইসেন্স রেজিস্ট্রী করিবার কথা।

৩৪১ ধারা। এই পরিচ্ছেদমত প্রত্যেক লাইসেন্স রেজিস্ট্রী করিবার বহী কমিশ্যনরদের কার্যালয়ে রাখিয়া রেজিস্ট্রী করা যাইবে। তন্মধ্যে এই এই কথা লেখা থাকিবে।—

- (ক) ভূমির ও হাটের স্বামির নাম ও ঠিকানা।
- (খ) পাট্টাদার থাকিলে তাহার নাম ও ঠিকানা।
- (গ) হাটের আয়তন ও সীমা।
- (ঘ) তথ্য যে যে প্রকারের দ্রব্য বিক্রয় হয়, ও
- (ঙ) যে যে দিনে হাট বসিবে।

হস্তান্তর কার্য রেজিস্ট্রী করিবার কথা।

৩৪২ ধারা। উক্ত হাটে কোন ব্যক্তির স্বার্থ হস্তান্তর করা গেলে, হস্তান্তর করিবার তারিখের পর দুই মাসের মধ্যে তাহা রেজিস্ট্রী করিতে হইবে।

রেজিস্ট্রী না করা হাট লাইসেন্স বাতীত হাট বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা।

৩৪৩ ধারা। ইহার পূর্বে দুই ধারায় যে হাটের লাইসেন্স কিস্তি যে হাটের স্বার্থ হস্তান্তর করণকার্য নিমিত্তরূপে রেজিস্ট্রী করা না যায় তাহা লাইসেন্স বাতীত হাট বসান ভূমি বলিয়া জ্ঞান হইবে।

লাইসেন্স বিনা হাট বসাইবার দণ্ডের কথা।

৩৪৪ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন ভূমির স্বামী কি প্রজা হইয়া ৩১৮ ধারামতে লাইসেন্স বিনা যেচ্ছাক্রমে কিম্বা অনবধানতা হেতুক সেই স্থানে মাংস কি মাছ কি মাখন কি ঘী কি ফল কি শাকসবজী প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্য বিক্রয়ের হাট বলিতে দিলে তাহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্যে ২০০ হইশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ও ঐ অপরাধ নির্ণয় হইলে পর যত দিন সেই অপরাধ হইতে থাকে দিন প্রতি ঐ ব্যক্তির আর ৪০ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

যে স্থানের লাইসেন্স না থাকে তাহা বন্ধ করিবার ক্ষমতার কথা।

৩৪৫ ধারা। কোন ভূমির বিষয়ে ইহার পূর্ব ধারামতে অপরাধ নির্ণয় হইলে কমিশ্যনরদের প্রার্থনামতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব হাটবন্ধপ সেই স্থান বন্ধ হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ও উক্তমতে ঐ স্থানের ব্যবহার করিতে না পারিবার জন্যে উপায়ের বিধান করিতে পারিবেন। কোন স্থান উক্ত প্রকারে বন্ধ হইলে পর কোন ব্যক্তি তথায় মাংস কি মাছ কি মাখন কি ঘী কি ফল কি শাকসবজী প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্য বিক্রয় করিলে, তাহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্যে ১০ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

জন্ম ও মৃত্যুর রেজিষ্টরী করিবার কথা।

জন্ম মৃত্যুর রেজিষ্টরী করিবার কথা।

৩৪৬ ধারা। কোন মিউনিসিপালিটীর সীমার মধ্যে যত শিশুর জন্ম ও যত ব্যক্তির মৃত্যু হয় স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আদেশ করিলে ঐ মিউনিসিপালিটীর কমিশ্যনরদেরা জন্ম ও মৃত্যুর কথা রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের কিম্বা যৎকালে তদ্রূপ অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে সেই আইনের বিধানমতে সেই জন্ম ও মৃত্যু রেজিষ্টরী করিবার বিধান করিবেন।

গবর্ণমেন্টের আদেশ থাকিলে শবদাহ করিবার ঘাটে ও কবরস্থানে কমিশ্যনরদের

সব রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করিতে হইবার কথা।

৩৪৭ ধারা। শবদাহ করিবার ঘাটে কি কবরস্থানে দাহ করিবার কি গোবর দিবার জন্যে যত শব আনা যায় তাহা রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্তে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কোন মিউনিসিপালিটীর কমিশ্যনরদিগকে শব দাহ করিবার প্রত্যেক ঘাটে ও কবর দিবার প্রত্যেক স্থানে সব-রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করিয়া রাখিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

৩৫৬ মিউনিসিপালিটি সংশোধন আর্দ আইন । (২য় ধণ্ড)

১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনমতে ঐ সব-রেজিষ্ট্রারবিধকে সন্ধান জামাইতে হইবার কথা ।

৩৪৮ ধারা । টটার পূর্কধারামতে শবদাহ করিবার ঙাটে কিস্তা কবরস্থানে সবরেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইলে, ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৮ ধারামতে যে যে কণার সন্ধান জানিয়া রেজিষ্ট্রারী করিবার আজ্ঞা হঠরাচে, দাহ করিবার উক্ত ঙাটে কি কবরস্থানে দাহ করিবার কি গোর দিবার জন্মো যে ব্যক্তির শব আনা যায় তাহার মণ বিষয়ক সেট সেট কণার সন্ধান ঐ সব-রেজিষ্ট্রারকে জানান যাটতে পারিবে । তক্রাপ যে সন্ধান জানান যায় তাহা ঐ ধারার বিধানমতে পল্লির রেজিষ্ট্রারকে জ্ঞাত করা সন্ধান বলিবা জ্ঞান করা যাটবে ।

ঐ আইনমতে যে সকল সব-রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হন তাঁহাদের প্রতি ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৯ ধারা বর্তিবে ।

হাস্পাতালে মৃত্যু হইলে তাহার সন্ধানের কথা

৩৪৯ ধারা । স্থানীয় গবর্নমেন্ট ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনমতে যে মিউনিসিপালিটির লোকদের মৃত্যুর কথা বেজিষ্ট্রারী করিবার আজ্ঞা করেন, সেই মিউনিসিপালিটির মৌমার অন্তর্গত কোন হাস্পাতালে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে ঐ হাস্পাতালেব কর্তৃহভারপাপ্ত ডাক্তরের কর্তব্য যে, স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিদ্ধারিত পাঠে অগোণেই কমিশানবদের নিকট ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর নোটস লিখিয়া পাঠান । তাচা হইলে অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনমত রেজিষ্ট্রারের ৬ এট আইনমত সব রেজিষ্ট্রারের নিকট ঐ মৃত্যুর সন্ধান জানাইবার আদেশ থাকিবে না ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

বিবিধ বিষয়েব কথা ।

উপবিধি লজ্জন হইলে দণ্ড করিতে পারিবার কথা ।

৩৫০ ধারা । কোন মিউনিসিপালিটির কমিশ্যনরেরাউপযুক্ত নোটস দিয়া সময়ে সময়ে উপবিধি শ্রনয়ণ করিবার নিমিত্ত স্পষ্টাক্ষরে সভা জাহান করিবা ঐ সভার ঐট আইনের উদ্দেশা সফল করিবার নিমিত্ত ঐট আইনের সহিত অথবা অন্য কোন সাধারণ কি বিশেষ আইনের সহিত অসঙ্গত না তব, একপ যে উপবিধি উচিত বোধ করেন প্রণয়ন কবিত্তে পারি/বন, এবং সেই উপবিধিক্রমে ঐ উপবিধি লজ্জনাপ-রাদীদের উপর যেক্রপ উচিত বোধ করেন, যুক্তিমত দণ্ড বিধান করিতে পারিবেন । কিন্তু উক্ত দণ্ড প্রত্যেক অপরাধের জিমিত্ত পকাশ টাকার অধিক হইবে না, এবং ক্রমাগত অপরাধ হইতে থাকিলে, ঐ অপরাধ সম্বন্ধে কমিশ্যনরেরা লিখিত সোটস দণ্ড প পর দিনপ্রতি আর বিশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে ।

উপবিধি দূচ করিবার কথা।

৩৫১ ধারা। এই আইনমতে যে সকল উপবিধি প্রণীত হয়, তাহা স্থানীয় গব-
র্ণমেন্টে প্রেরিত হইয়া উক্ত গবর্ণমেন্ট দ্বারা দূচ করা না গেলে, যত দিন না যার তত
দিন ফলবৎ হইবে না।

কিন্তু উক্ত উপবিধি যে মিউনিসিপালিটির সম্বন্ধে হয়, সেই মিউনিসিপালিটির
অথবা যে এক বা অধিক স্থানীয় সংবাদপত্র চলিত থাকে, তাহাতে কিবা ঐক্লপ সম্বাদ
পত্র না থাকিলে কমিশ্যনরেরা সে প্রকারের আজ্ঞা করেন সেই প্রকারে উপবিধি দূচ
করাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিবার অভিপ্রায় সূচক নোটিস প্রার্থনা করিবার অনুমতি
একমাস পূর্বে দেওয়া না গেলে, এবং ঐক্লপ প্রার্থনা করিবার অন্ত্যন একমাস থাকিতে
প্রস্তাবিত উপবিধির প্রতিলিপি কমিশ্যনরের আফিসে প্রেরিত হইয়া উক্ত উপবিধি
যে মিউনিসিপালিটির সম্বন্ধে হয়, সেই মিউনিসিপালিটির অধিবাসীদের দেখিবার
নিমিত্ত কী বা প্রকারের বিনা কার্য্য চলনের সময়ে খোলা রাখা না গেলে, ঐ উপবিধি
দূচ করা না গেলে, ঐ উপবিধি দূচ করা যাইবে না।

মিউনিসিপালিটির কোন অধিবাসী প্রার্থনা করিলে, কমিশ্যনরেরা তাহাতে
প্রস্তাবিত উপবিধির একখণ্ড প্রতিলিপি দিবেন। প্রতিলিপিতে যত শব্দ থাকে,
তাহার প্রতি শব্দের নিমিত্ত চারি আনা দিতে হইবে।

স্থানীয় গবর্ণমেন্টের যে কোন উপবিধি দূচ করিতে হয়, অন্য কোন কর্তৃপক্ষের
তাহা দূচ করিতে বা তাহার অনুমতি দিতে বা তাহা অনুমোদন করিতে হইবে
না।

সাধারণের অনিষ্টজনক কর্ম্মহেতুক কমিশ্যনরের অভিযোগের আদেশ করিতে পারিবার কথা।

৩৫২ ধারা। কমিশ্যনরেরা সাধারণের অনিষ্টজনক কোন কর্ম্মের নিমিত্ত অভি-
যোগের আদেশ করিতে পারিবেন এবং এত আইনমতে কোন অর্থদণ্ড আদায়ের জন্য
ও এত আইনের বিরুদ্ধ কোন অপরাধের দণ্ড হইবার জন্য কার্য্য্যাহুষ্ঠানের আজ্ঞা
দিতে পারিবেন, ও সেই অভিযোগের কি অন্য কার্য্য্যাহুষ্ঠানের খরচ মিউনিসিপাল
ফণ্ড হইতে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কমিশ্যনরের অনুমতি না হইলে এই আইনমতে অপরাধ হেতুক অভিযোগ না হওয়ার কথা।

৩৫৩ ধারা। এত আইনক্রমে, কিম্বা এত আইনানুসারে প্রণীত উপবিধিক্রমে যে
অপরাধ হয়, কমিশ্যনদের আজ্ঞা কি অনুমতি বিনা সেই অপরাধ হেতুক অভিযোগ
হইবে না, এবং তদ্রূপ অপরাধ করা গেলৈ পর তিন মাসের মধ্যে না হইলে নষ্টলিশ
উপস্থিত করিতে হইবে না। কিন্তু অপরাধের ভাব বিবেচনা যদি তাহা ক্রমাগত
হইতে থাকে, তবে কমিশ্যনর দের সভাপতিকে যে তারিখে সেই অপরাধ করণের

কি হওনের কথা জ্ঞাত করা যায়, সেই তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে ঐ অভিযোগ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

পরন্তু এই আইনমত কোন লাইসেন্স লইবার ক্রটি হইলে, যে মিরাদেবর নিমিত্ত ঐ লাইসেন্স লইবার আদেশ থাকে সেট মিরাদ গত না হওন পর্যন্ত ঐ অপরাধ ক্রমাগত চলিতেছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

আজ্ঞা প্রকাশ করিবার কথা।

৩৫৪ ধারা। এই আইনমতে যে সকল উপবিধি কি আজ্ঞা কি নোটিস কি অন্য দলীল প্রকাশ করিবার আদেশ থাকে, তাহা জিলার চলিত ভাষায় লেখা গিয়া কিম্বা অনুবাদিত হইয়া কমিশানরদের কার্যালয়ে অর্পণ করা যাইবে; ও তাহার প্রতিলিপি সেট কার্যালয়ের কোন সুপ্রকাশ স্থানে, ও কমিশ্যনরেরা অন্য যে যে প্রকাশ্য স্থান উপযুক্ত জ্ঞান করেন সেই-২ স্থানে লটকাইয়া দেওয়া যাইবে,

ও ঐ প্রতিলিপি তদ্রূপ লটকাইয়া দেওয়া গিয়া ছ ও কমিশ্যনরের কার্যালয়ে আসল পত্র সাধারণের দেখিবার জন্য খোলা আছে, সাধারণের নিকট এই মর্নের সহবানসূচক ঘোষণাপত্র টেঁডরা দিয়া ঐ মিউনিসিপালিটির সর্বত্র প্রচার করা যাইবে।

অর্গদণ্ড আদায় করিবার কথা।

৩৫৫ ধারা। এই আইনমত যে অপরাধের নিমিত্ত যে অর্থদণ্ড ধাৰ্য্য আছে কোন ব্যক্তির সেট অপরাধ নির্ণয় হইলে, কোন মাজিস্ট্রেট সেই দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন; ও ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের বিধানমতে ঐ দণ্ডের টানা আদায় হইতে পারিবে।

নোটিস প্রভৃতি যেভাবে দেওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৩৫৬ ধারা। এট আইনমত নোটিস কি বিল কি পাঠ কি সমন কি দাওয়ার নোটিস জারী করিতে হইলে, যে ব্যক্তির নামে দেওয়া যায়, নিজ তাঁহাকেই দেওয়া যাইতে কিম্বা দেখান যাইতে পারিবে,

অথবা তাঁহার নিযত বাসস্থানে তাঁহার পরিবারের ব্যঃপ্রাপ্ত কোন পুরুষের কি চাকরের হাতে দেওয়া যাইতে পারিবে;

কিম্বা তদ্রূপে দেওয়া যাইতে কি দেখান যাইতে না পারিলে তাঁহার বাসগৃহের কোন সুপ্রকাশ স্থানে,

কিম্বা যে ভূমি কি গও কি অন্য বিষয় সম্পর্কে ঐ নোটিস কি বিল কি পাঠ কি সমন কি দাওয়ার নোটিস জারী করিবার কল্পনা থাকে তাহার কোন সুপ্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

ভূমির স্বামিকে কি প্রজাকে নোটিস দিতে হইবার কথা।

৩৫৭ ধারা। ভূমির স্বামিকে কি প্রজাকে নোটিস দিবার আদেশ থাকিলে

ঐ নোটিশ স্বামির কিম্বা বিষয় বিবেচনার প্রয়োজন হইলে প্রচার নামে লেখা গিয়া ঐ ভূমির প্রজাকে দেওয়া যাউতে পারিবে, কিম্বা ইহার পূর্ব্ব ধারার নিষিদ্ধমতে অন্য প্রকারে জারী হইতে পারিবে।

কিন্তু কমিশনারেরা কিম্বা অন্য যে কর্তৃপক্ষেরা নোটিশ দেন তাঁহারা ঐ স্বামির স্বামিকে ও তাঁহার বাসস্থান জানিলে, ও সেই স্থানটী তাঁহাদের ক্ষমতাবীন স্থানের সীমার মধ্যে থাকিলে; ভূমির স্বামিকে যেহ নোটিশ দিবার আজ্ঞাতর তাহা স্বামিকে কিম্বা তাঁহার পরিবারের বয়ঃপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে কি চাকরকে দেওয়াইবেন ;

স্বামির বাসস্থান সেই সীমার মধ্যে না থাকিলে, তাঁহারা তদ্রূপ প্রত্যেক নোটিশ রেজেষ্টরী করা থাকে বন্ধ করিয়া ডাকযোগে তাঁহার বাসস্থানে পাঠাইবেন, তাহা হইলে নোটিশ উপযুক্তমতে জারী হুইল এমন স্থান হইবে।

স্বামির কিম্বা প্রচার নাম জানানাগেলে, যে ভূমির বিষয়ে নোটিশ দেওয়া যায়, সেই ভূমির “স্বামী” কি “প্রজা” মাত্র লিখিলেই চলিতে পারিবে।

দাঁড়ার ব্যতিক্রম হওয়াতে টাক্স অসিদ্ধ না হওয়ার কথা।

৩৫৮ ধারা। সম্পত্তির উপর যে টাক্স ধার্য বা নিকসিত হয়, ভ্রম কি দাঁড়ায় কোন ব্যতিক্রম প্রযুক্ত তাহা অসিদ্ধ হইবে না, ও টাক্স করণ অন্য যে সম্পত্তির টাক্স ধার্য কিম্বা মূল্য নিরূপণ হয়, সেই সম্পত্তি যাহাতে চেনা যাইতে পারে ঐ টাক্স ধার্য করণ পক্ষে কিম্বা মূল্য কি হার নিরূপণপক্ষে তাহা একরূপে বর্ণনা করা হুইলেই কার্য চলিতে পারিবে, ঐ সম্পত্তির স্বামীর কি প্রচার নাম লিখিবার প্রয়োজন হইবে না।

লাইসেন্স বাহাকে দেওয়া গেল আদেশ হইলে তাঁহার দেখাইতে হইবার কথা।

৩৫৯ ধারা। এই আইনমতে কোন ব্যক্তিকে লাইসেন্স দেওয়া গেল, যে কর্তৃপক্ষেরা ঐ লাইসেন্স দিলেন তাঁহারা কিম্বা ঐ কার্যপক্ষে তাঁহাদের স্থানে ক্ষমতা-প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি সেই লাইসেন্স প্রবল থাকার মিয়াদের মধ্যে সত্ত্বত কোন সময়ে দেখাইতে বলিলে তাঁহারা ঐ লাইসেন্স দেখাইতে হইবে।

এই ধারামতে যে ব্যক্তির প্রতি লাইসেন্স দেখাইতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা

হওয়ার কথা।

দেওয়া যায়, তিনি কোন ব্যক্তিকে লাইসেন্স দেখাইতে আদেশ করিলেও ঐ ব্যক্তি না দেখাইলে তাঁহার এক শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

কমিশনারদের পাওনা টাকা যেরূপে আদায় করা যাইবে তাহার কথা।

৩৬০ ধারা। এই আইনমতে কোন মুনিসিপালিটির কমিশনারদের নিকট বর খরচা, ফী, মাহুল বা অন্য টাকা দেনা হইলে ১২০ অবধি ১২৯ পর্যন্ত ধারার বিধানমতে তাহা আদায় হইতে পারিবে।

যোতের দাওয়া না হইলে পাওনা টাকার নিমিত্ত ভাষা বিক্রয় করিবার ক্ষমতা রাখা ।

৩৬১ ধারা । এই আইনমতে যে টাক্স কি ধরত কি দাবির টাকা আদায় হইতে পারে, কোন যোতের উপলক্ষে স্বামীর স্থানে কমিশ্যনরদের সেই টাকা পাওনা থাকিলে ও সেই যোতের স্বামির পরিসে পাওনা না গেলে কিম্বা স্বামিত্বের বিষয়ে বিবাদ হইয়া থাকিলে, ঐ কমিশ্যনরেরা তিন মাসান্তরে দুইবার ঐ যোত নীলাম হইবার নোটিস প্রকাশ করিতে পারিবেন, ও সেই পাওনা টাকা না দেওয়া গেলে ঐ নোটিস শেষবার প্রকাশ হইবার তারিখ অবধি অন্তত তিন মাস গত হইলে পর ঐ যোতের নিমিত্ত যে ব্যক্তি উচ্চ মূল্য ডাঙ্কেন তাঁহার নিকট ঐ যোত বিক্রয় করিতে পারিবেন । সেই ব্যক্তি বিক্রয় কালেই খরিদের সমুদয় টাকা গচ্ছিত করিয়া দিবেন ।

নীলামোৎসব টাকা হইতে কমিশ্যনরদের পূর্বেকৃত প্রাপ্য টাকা দেওয়া গেলে পর উত্তর থাকিলে, সেই উত্তর টাকা মিউনিসিপল ফণ্ডে জমা করিয়া লওয়া যাইবে ; এবং কোন ব্যক্তি তাহা দাওয়া করিয়া কমিশ্যনরদের ক্ষেদ্রোধমতে অথবা উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতে আপনার সেই উত্তর টাকা পাঠবার অধিকার স্থাপন করিলে তাঁহাকে দেওয়া যাইতে পারিবে ।

নীলাম সমাপ্ত হইবার পূর্বে কোন সময়ে কোন ব্যক্তি ঐ পাওনা টাকা শোধ করিয়া দিতে পারিবেন । করিলে সেই সম্পত্তিতে যে ব্যক্তির উপকারজনক স্বার্থ থাকে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া তাঁহার স্থানে ঐ টাকা ফিরিয়া পাইতে পারিবেন ।

হানিপূরণ করিবার কথা ।

৩৬২ ধারা । এই আইনমতে প্রদত্ত কোন ক্ষমতানুসারে কার্য হওয়া প্রযুক্ত কোন ব্যক্তির হানি হইলে, কমিশ্যনরগণ মিউনিসিপল ফণ্ড হইতে সেই হানিপূরণ করিতে পারিবেন ।

কমিশ্যনরদের কি তাঁহাদের কার্যকারকদের নামে একমাস থাকিতে মোকদ্দমার ছেতুর নোটিস না দিলে নালিশ হইতে না পারিবার কথা ।

৩৬৩ ধারা । এই আইনমতে করা কোন কার্যগতুক কোন মিউনিসিপালিটীর কমিশ্যনরদের কিম্বা তাঁহাদের কোন কর্মকারকের কি তাহাদের আজ্ঞা মতে কর্মকারি কোন ব্যক্তির নামে নালিশ করিবার মানস থাকিলে, যে ব্যক্তি বাদী হইতে চাহেন তাঁহার নাম ও বাসস্থান ও নালিশ করিবার হেতু বিষয়ক নোটিস লিখিত হইয়া ঐ কমিশ্যনরদের আফিসে, এবং (উক্ত কমিশ্যনরদের কোন কর্মকারকের কি তাঁহাদের আজ্ঞামতে কর্মকারি কোন ব্যক্তির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কল্পনা থাকিলে) বাইরে প্রক্তি-

বাদী করা যাইবার ভয় দেখান হয়, তাঁহাব বাসস্থানে দেওয়া গেলে পর এক মাস পর না হইলে, নালিশ করিতে পারা যাইবে না,

ও সেই নোটিস দেওয়ার প্রমাণ না হইলে, আদালত প্রতিবাদির পক্ষে নির্ণয় করিবেন।

নালিশের হেতু হইবার পর তিন মাসের মধ্যে উক্ত প্রকারের মোকদ্দমা আরম্ভ করিতে হইবে, তাহার পর নহ।

কমিশ্যনরের বা তাঁহাদের কর্মকারক কিম্বা যাহাতে উক্ত প্রকারের কোন নোটিস দেওয়া যায় তিনি উক্ত মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার পূর্বে বাদীকে উপযুক্ত চানিপুরণের প্রস্তাব করিলে ঐ বাদী মোকদ্দমা করিয়া কিছুই পাইতে পারিবে না।

চৌকীদারী চাকরাদ ভূমির কথা।

৩৬৪ ধারা। ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইন (অর্থাৎ গাঁমা চৌকীদারদিগকে নিযুক্ত ও অবসর করিবার ও তাহাদের ভরণপোষণের বিধান নববার্গ আইন) প্রচলিত হইবার পূর্বে কোন মিউনিসিপালিটির কোন অংশের উপকারার্থে যে সকল চৌকীদারী চাকরাদ ভূমি নিকপণ করা গিয়াছিল, ঐ আইনের ৩ ধারায় ভাষান্তরের বিধান থাকিলে ঐ ভূমির প্রতি ঐ ভূমিবিষয়ক উক্ত আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিধান বলিবে, এবং ঐ অধ্যায়ের বিধানমতে গ্রামের পঞ্চায়তের কোন ব্যক্তির প্রতি কর্তব্যাদি বলিয়া যে সকল কর্ম নির্বাহ করিবার আদেশ থাকে, ও সেই অধ্যায়ানুসারে কোন গ্রামের পঞ্চায়তের কিম্বা পঞ্চায়তের কোন ব্যক্তির যে সকল কর্মতানুসারে কার্য করিবার অনুমতি দেওয়া গিয়াছে, উক্ত মিউনিসিপালিটির কমিশ্যনরেরা সেই সকল কর্ম নির্বাহ করিবেন ও সেই সকল কর্মতানুসারে কার্য করিবেন, এবং উক্ত অধ্যায়ানুসারে ঐ ভূমির উপর যে টাক্স ধার্য্য হয় তাহার উৎপন্ন টাকা মিউনিসিপল সত্তা দেওয়া যাইবে, ও ঐ ফলের টাকা যে কার্য্যে প্রয়োগ করা যাইতে পারে সেই কার্য্যে প্রয়োগ করা যাইবে।

পোলিসের কর্মকারকদের অপরাধ রিপোর্ট করিবার ও যাহারা নাম ও বাসস্থান

বলিতে অধীকার করে তাহাদিগকে দৃষ্ট করিবার কথা।

৩৬৫ ধারা। এই আইনের বিপরীত কোন অপবাদ করা গেলে, পোলিসের সকল কর্মকারক মিউনিসিপালিটির কমিশ্যনরদিগকে অনগোণেই সেই অপবাদের সন্ধানাভ্যাসিবে।

কোন ব্যক্তি পোলিসের কোন কর্মকারকের চক্ষুর গোচরে এই আইনের বিপরীত অপরাধ করিলে কিম্বা ঐকম অপরাধ করিবারে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হইলে, ও পুলিশ কর্মকারকের দাওয়ারমতে সেই ব্যক্তি আপনার নাম

ও বাসস্থান জানাইতে না চাহিলে, কিম্বা জানাইলেও যে নাম ও বাসস্থান জানাইয়াছে তাহা উক্ত কর্মকারকের মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, তাহার নাম ও বাসস্থান নিশ্চয়মতে জানিয়া লইবার জন্য তিনি সেই ব্যক্তিকে যথেষ্ট রাখিতে পারিবেন; দ্বিতীয় ধারা ২৩ চর্চায় মধ্যে তাঁহাকে নিকটস্থ মাজি-স্ট্রেটের নিকট পাঠান হইবে। কিন্তু উক্ত সময় অতীত হইবার পূর্বে তাঁহার প্রকৃত নাম ও বাসস্থান নিশ্চয়মতে জানা গেলে, যদি তিনি আদেশ হইলে মাজি-স্ট্রেটে সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেন, তবে তাঁহাকে খালাস দেওয়া হইবে।

কর্মকারক প্রতি অনুমোদিত ফী লইলে তাঁহাদের মত্তের কথা।

৩৬৬ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধি আইনের ২১ ধারার মর্ম্মানুসারে যিনি রাজকীয় কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ এই আইনমতে কার্যাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি আপনায় পদসংক্রান্ত কোন কর্ম করিবার কিম্বা কোন কর্ম না করিবার জন্য কিম্বা আপন পদসংক্রান্ত কার্য নির্বাহ করণে কোন ব্যক্তির প্রতি অনুরোধ বা নিগ্রহ প্রকাশ করিবার বা না করিবার জন্য কিম্বা কমিশ্যনর কি রাজকীয় কার্যকারক কি গবর্ণমেন্ট মেট বলিয়া ঐ কমিশ্যনরদের কি রাজকীয় কোন কার্যকারকের কি গবর্ণমেন্টের নিকট কোন ব্যক্তির উপকার কি অসুপকার করিবার কি করিতে উদ্যোগ করিবার জন্য কোন ব্যক্তির স্থানে আইনমত পারিশ্রমিক ছাড়া আপনায় কি অন্য ব্যক্তির পুরস্কার স্বরূপ কোন প্রণীর পারিশ্রমিক গ্রহণ করিলে কি পাইলে কিম্বা গ্রহণ করিলে কি পাইবার উদ্যোগ করিলে তাঁহার তিন বৎসরের অনধিক কাল ভারত বর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৫৩ ধারার বিধানমত সামান্য বা কঠোর কারাদণ্ড কিম্বা পাঁচ সহস্র টাকার অনধিক অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড হইবে।

৩৬৭ ধারা।

৩৬৭ ধারা। (ক) এই আইন না থাকিলে যে কার্য কিম্বা যে কার্যের ফ্রেটি আইনসিদ্ধ করা গেল,

(খ) অনিষ্টজনক কার্যের অপরাধ কোন ব্যক্তির নামে তদ্বিষয়ের মোকদ্দমা হইতে পারিবে না,

(গ) এই আইনক্রমে কোন আইন স্পষ্টরূপে রহিত করা না গেলেও তাহার ব্যতিক্রম হইবে,

এই আইনের কোন ধারা এমত অর্থ করিতে হইবে না।

প্রথম তফসীল ।

(চ ও ১৭ ধারা দেখ ।)

এস সকল মিউনিসিপালিটিতে কমিশ্যনরগণ স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইবেক ।

জিলা	...	মিউনিসিপালিটি ।
খুলনা	...	চান্দুড়িয়া ।
ঐ	...	দেবহাটা ।
মার্জিগঞ্জ	..	মার্জিগঞ্জ ।
হাজারীবাগ	...	হাজারীবাগ ।
সিংহভূম	...	ঠৈবাসা ।
বাথরগঞ্জ	...	নলছিটি ।
ঐ	...	ঝাংগোকাটি ।
চট্টগ্রাম	...	তত্ত্ব বাজার ।
মকঃফঃপুর	...	লালগঞ্জ ।
ঐ	...	সীতামটি ।
দ্বারভাঙ্গা .	..	রসেড়া ।
চান্দ্রারণ	...	বেতিয়া ।
ভাগলপুর	...	কাহালগাঁ ।
কটক	..	বাজপুর ।
ঐ	...	বৈন্দ্রাপাড়া ।

দ্বিতীয় তফসীল ।

(চ ও ২০ ধারা দেখ ।)

এস সকল মিউনিসিপালিটিতে সভাপতি স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইবেক ।

জিলা	মিউনিসিপালিটি ।
বর্ধমান	... ডাঁইহাটি ।
হুগলী	... উত্তরপাড়া ।
২৪ পরগণা	... কলিকাতা শাখানগর ।
ঐ	... বারুইপুর ।

নদীয়া	..	শান্তিপুর ।
ঐ	...	বীরনগর ।
ঐ	.	মহেশপুর ।
মুর্শিদাবাদ	..	বালি ।
দার্জিলিং	...	দার্জিলিং ।
হাজারীবাগ	...	হাজারীবাগ ।
ঐ	..	চাঁতরা ।
লোহারডাঙ্গা	..	রাণি ।
সিংভূম	...	চৈবাস ।
মানভূম	.	পুকুরিয়া ।
চট্টগ্রাম	..	কক্সবাজার ।
পাটনা	..	পাটনা ।
গয়া	...	গয়া ।
শাহাবাদ	...	সান্ধিয়া ।
ঐ	...	ভুবুয়া ।
মজঃফরপুর	.	গীতানচী ।
দ্বারভাঙ্গা	.	দ্বারভাঙ্গা ।
ঐ	...	মধুবনী ।
সারণ		সেগুয়ান ।
চাম্পারণ		বেতিয়া ।
কটক	...	যাজপুর ।
ঐ	.	কেন্দ্রাপাড়া ।

ত তায় তফসীল ।

A পাঠ ।—(১১২ ধারা দেখ ।)

ব্যক্তিদের উপর টাক্স ধার্য হওয়ার নির্ঘণ্টপত্র প্রস্তুত হওন বিষয়ক এই নোটিস প্রকাশ করিতে হইবে ।

১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় মিউনিসিপাল আইন ।

(১১২ ধারা ।)

অমুক মিউনিসিপালিটি ।

যে ব্যক্তিদের দখলে যোত থাকে ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় মিউনিসিপাল আইনের ১১২ ধারার বিধানমতে তাঁহাদের টাক্স নিরূপণের নির্ঘণ্টপত্র কমিশনারদের কার্য্যা-

(২য় খণ্ড)

১৮৮৪ সালের ৩ আইন।

৩৬৫

লগ্নে অর্পণ করা গিয়াছে, অতএব এই নোটিস দেওয়া যাইতেছে, কোন ব্যক্তি সেই নির্ঘণ্ট পত্র দেখিতে ইচ্ছা করিলে, বন্দের দিন ছাড়া কোন দিনে কাছারী খোলা থাকার কোন সময়ে উক্ত কমিশ্যনরদের কার্যালয়ে গিয়া তাহা দেখিতে পারিবেন, এবং উক্ত টাক্স নিরূপণপত্রের মধ্যে যে যে ব্যক্তির নাম লেখা আছে তাঁহাদিগকে এতদ্বারা এই আজ্ঞা করা গেল, তাঁহাদের নামের পার্শ্বে যত টাকা লেখা আছে কমিশ্যনরদের ঐ টাকা আদায়ের জন্যে যে কাছারী নিরূপণ করেন তিন মাসের কিস্তি করিয়া তাঁহারা ঐ কাছারিতে কিম্বা টাক্স আদায়কারিকে কি অন্য যে কর্মকারক টাকা লইতে ক্ষমতা পান তাঁহাকে নিম্নমতে তত টাকা দিবেন। অমুক মাসের প্রথম তারিখে প্রথমবার ঐ টাকা দিবেন, তৎপরে অমুক মাসের প্রথম তারিখে কি তৎপূর্বে, ও অমুক মাসের প্রথম তারিখে কি তৎপূর্বে ও অমুক মাসের প্রথম তারিখে কি তৎপূর্বে, দিতে থাকিবেন। না দিলে বাকীদারের অস্থাবর সম্পত্তি, কিম্বা যে যোক্তের উপলক্ষে বাকীদারের উপর ঐ টাক্স বশান গিয়াছে তন্মধ্যে অস্থাবর যে দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা জব্দ ও নীলাম করিয়া, ও সেই টাকা আদায় করিবার জন্যে আইনমতে অন্যান্য যে কার্য্য করিবার অধুমতি থাকে তাহা করিয়া ঐ বাকী টাকা আদায় করা যাইবে।

সাল

তাং

শ্রী অমুক,

কমিশ্যনরদের সভাপতি।

B পাঠ — (১১২ ধারা দেখ।)

যোক্তের মূল্য নিরূপণপত্র ও হারামুসারে যে টাক্স

ধার্য্য হইল তাহার নির্ঘণ্টপত্র প্রস্তুত হইবার

এই নোটিস প্রকাশ করিতে হইবে।

১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় মিউনিসিপাল আইন।

(১১২ ধারা।)

অমুক মিউনিসিপালিটি।

নানা যোক্তের মূল্য নিরূপণের ও বার্ষিক মূল্যমুসারে হারামুসারে যে রেট ধার্য্য হইল তাহার নির্ঘণ্ট পত্র ১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় মিউনিসিপাল আইনের ১১২ ধারার বিধানমতে কমিশ্যনরদের কার্যালয়ে অর্পণ করা গিয়াছে, অতএব এই নোটিস দেওয়া যাইতেছে, কোন ব্যক্তি ঐ নির্ঘণ্টপত্র দেখিতে ইচ্ছা করিলে বন্দের দিন ছাড়া কোন দিনে কাছারী খোলা থাকার কোন সময়ে উক্ত কমিশ্যনরদের

কার্যালয়ে গিয়া তাহা দেখিতে পারিবেন, ও সেই নির্ঘটনত্র নিবিত সকল যোক্তের
স্বামিদের প্রতি এতৎক্রমে এই আজ্ঞা করা গেল, তাহাদের নামের পার্শ্বে যত টাকা
লেখা আছে কমিশনরেরা ঐ টাকা আদায়ের জন্যে যে কাছারী নিরূপণ করেন,
তাঁহারা তিন মাসের কিস্তি করিয়া ঐ কাছারীতে কিম্বা টাক্স আদায়কারিকে কি
অন্য যে কর্মকারক ঐ টাকা লইতে ক্ষমতা পান তাঁহাকে নিয়মমতে তত টাকা
দিবেন। অমুক মাসের প্রথম তারিখে প্রথম বার ঐ টাকা দিবেন, তৎপরে অমুক
মাসের প্রথম তারিখে কি তৎপূর্বে ও অমুক মাসের প্রথম তারিখে কি তৎপূর্বে
ও অমুক মাসের প্রথম তারিখে কি তৎপূর্বে দিতে থাকিবেন। না দিলে বাকীদা-
রের অস্থাবর সম্পত্তি, কিম্বা যে যোক্তের উপলক্ষে ঐ মূল্য নিরূপণ করা গেল তন্মধ্যে
অস্থাবর যে জব্বা পাওয়া যায়, তাহা ফ্রোক ও নীলাম করিয়া ও সেই টাকা আদায়
করিবার জন্যে আইনমতে অন্যান্য যে কার্য্য করিবার অমুমতি থাকে তাহা করিয়া
ঐ বাকী টাকা আদায় করা যাইবে।

সাল

তাং

শ্রীঅমুক,

কমিশ্যনরদের সভাপতি।

চতুর্থ তফশীল।

A পাঠ।—(১২০ ধারা দেখ।)

১৮৮০ সালের বঙ্গীয় মিউনিসিপাল আইনের ১২০

ধারা মত দাওয়ার নোটিস।

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক

সমীপেবু।

অমুক মিউনিসিপালিটি।

ইহার সম্মুখে যে বিল পাঠান গেল তদনুযায়ী তোমার ঐ তত টাকা দেনা আছে,
এইক্ষণে তোমার নিকট সেই টাকার দাওয়া হইতেছে। এই টাকা লইবার ক্ষমতা
প্রাপ্ত কোন কার্য্যকারককে কিম্বা মিউনিসিপাল কমিশ্যনরদের কার্যালয়ে পক্ষদল
দিনের মধ্যে ঐ টাকা না দিলে, তোমার মাল ও জব্বা ফ্রোক ও নীলাম করণদ্বারা
কিম্বা আইনে অন্য যে বিধান হইয়াছে সেই বিধানমতে ধরচা সহিত ঐ টাকা
আদায় করা যাইবে।

শ্রীঅমুক

কমিশ্যনরদের সভাপতি।

(যে হারাজুসারে টাক্সের দাওয়া হয় কোন ব্যক্তি সেই হারাজুসারে টাক্সের এক তিস্তিত্ব না দিয়া থাকিলে, কেবল তাঁহার নামে যে নোটিস দেওয়া যায় তাহার তলভাগে এই নোট দিতে হইবে ।)

নোট ।—এই দাওয়াব বিষয়ে তোমার কোন আপত্তি থাকিলে এই পত্রে তোমার স্থানে যত টাকার দাওয়া হইল সেই টাকা না দিয়া তোমার উপর যে টাক্স (কি রেট) ধার্য্য হইয়াছে কমিশানরদের নিকট তাহা পুনর্গণ্যোচনা করিবার দরখাস্ত দিতে পারিবে । এই নোটিস পাঠলে পর পঞ্চদশ দিনের মধ্যে তোমার সেই দরখাস্ত দিতে হইবে, নতুবা গ্রাহ্য হইবে না । তদ্রূপ দরখাস্ত দিলে কমিশানরেরা তোমার সেই দরখাস্তের উপর যত দিন আজ্ঞা না দেন তত দিন তোমার স্থানে আর টাকা আদায় করা যাইবে না, কিন্তু সেই আজ্ঞা হইবা পঞ্চদশ দিন গত হইলে পর তোমার স্থানে যত টাকা পাওনা হয় তাহা পূর্বে না দেওয়া গেলে ঐ টাকাও কমিশানরেরা আর যে খাচা দিবার আদেশ করেন তাহা আদায় করা যাইবে ।

B

এই আইনমতে ক্রোক করিলে যে ফী দিতে

হইবে তাহার ফর্দের কথা ।

B পাঠ ।—(১২১ ধারা দেখ ।)

যত টাকার নিমিত্ত ক্রোক হয়

ফী ।

টাকা ।

১, টাকার কম হইলে	...	.	...	...	১০
১, টাকা অবধি	৫, টাকার কম	...	...	...	১০
৫, ঐ	১০, ঐ	...	...	...	২১
১০, ঐ	১৫, ঐ	...	...	...	১১০
১৫, ঐ	২০, ঐ	...	...	...	২১
২০, ঐ	২৫, ঐ	...	...	...	২১০
২৫, ঐ	৩০, ঐ	...	...	...	৩১
৩০, ঐ	৩৫, ঐ	...	...	...	৩১০
৩৫, ঐ	৪০, ঐ	...	...	...	৪১
৪০, ঐ	৪৫, ঐ	...	...	...	৪১০
৪৫, ঐ	৫০, ঐ	...	...	...	৫১
৫০, ঐ	৫৫, ঐ	...	...	...	৫১

৩৬৮ মিউনিসিপালিটি সংশোধন আইন। (২য় খণ্ড)

৬০,	ঐ	৮০,	ঐ	..	..	...	...	৭৫০
৮০,	ঐ	১০০,	ঐ	...	...	...	...	৯৭
১০০,	টাকার উর্দ্ধ	...	...	...	...	...	...	১০৭

উক্ত ফীর মধ্যে দাওয়ার নোটস জারী করিবার খরচ যুক্ত সকল খরচ ধরা গেল। কিন্তু ক্রোক করা সম্পত্তি পেয়াদাদের ভিত্তি রাখা গেলে তাহাদের একই জনের ১০ আনা রাজ লাগিবে। নীলাম হওয়ার পূর্বে দাবীর টাকা দেওয়া বাতিল হইতে কিংবা পাওনা রহিত হওয়াতে নীলাম করিবার আর আবশ্যকতা নাই। উক্ত ফর্দের উল্লিখিত ফীর চতুর্থংশ ক্ষমা করা যাইবে।

(১) পাঠ।—(১২২ ধারা দেখ।)

ক্রোড়ী পরওয়ানা।

১৮৮৪ সালের ১৯ই মার্চ মিউনিসিপাল আইন।

(১২২ ধারা)

শ্রী (যে কার্যাকারকে পরওয়ানা জারী করিতে দেওয়া যায় তাহার নাম এই স্থানে লিখিত হইবে) সমীপে।

অমুক স্থান বাসী শ্রী অমুকের স্থান পার্শ্বের লিখিত টাক্সের কি রেটের নিমিত্তে এত টাকা পাওনা হওয়াতে তাঁহার নিকট নিয়মিতরূপে লিখিয়া দাওয়া হইলেও এবং সেই দাওয়ার নোটস তাঁহাকে দেওয়া গেলে পর পঞ্চদশ দিন গত হইলেও উক্ত শ্রী অমুক সেই টাকা দেন নাই ও না দিবার উপযুক্ত হেতু দর্শন নাই। অতএব তোমাকে একদ্বারা এই আজ্ঞা করা গেল যে, লাগল ও হালিয়ার ও হাতিয়ার ও বাবসায়ের কিংবা কৃষিকার্যের যন্ত্রাদি ছাড়া এত টাকা পর্যন্ত মূল্যের উক্ত শ্রী অমুকের যে অন্ত্রের সম্পত্তি মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত স্থানে পাঠিতে পার, কিংবা পার্শ্বলিখিত যোক্তের মধ্যে লাগল প্রভৃতি ছাড়া অন্ত্রের অন্য যে দ্রব্য পাঠিতে পার তাহা ক্রোক কর, ও সেই দ্রব্য লইবার ও রাখিবার ও বিক্রয় করিবার খরচ শোধ করণের উপযুক্ত আর যত টাকার দ্রব্যও লও, ও উক্ত দ্রব্য ক্রোক করণের পর দশ দিনের মধ্যে উক্ত এত টাকা না দেওয়া গেলে সেই দ্রব্য নীলাম কর, এবং নীলামের উপর টাকা হইতে উক্ত এত টাকা এবং ঐ দ্রব্য লইবার ও রাখিবার ও নীলাম করিবার খরচের টাকা বাদ দিলে পর উত্তর, থাকিলে, উক্ত দ্রব্য বাঁহার অধিকারে পাওয়া গিয়াছিল তাঁহার দাওয়ায়তে তাঁহাকে ঐ উত্তর টাকা দাও, দাওয়া না হইলে তাহা কমিশানবদিগকে দাও। যদি উক্ত ব্যক্তির ক্রোক করিবার উপযুক্ত পরিমাণ দ্রব্য না পাওয়া যায়, তবে এই পরওয়ানা ফিরিয়া আনিবার সময়ে সার্টিফিকেট লিখি। আমাদিগকে সেই কথা জ্ঞাত কর।

শ্রী অমুক।

অমুক স্থানের সভাপতি।

(২য় খণ্ড)

১৮৮৪ সালের ৩ আইন।

৩৬৯

D পাঠ।—(১২২ ধারা দেখ।

নির্ঘণ্টের ও নোটিসের পাঠ।

১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় মিউনিসিপাল আইন।

(১২২ ধারা।)

(যেঃ জন্ম ক্রোক করা গেল তাহা সর্বিশেষ লিখিয়া) পার্শ্বের লিখিত টাক্সের
কি রেটের জন্যে এক টাকা আদায়ের নিমিত্ত আমি অন্য উক্ত নির্ঘণ্টের নির্দিষ্ট দ্রব্য
ক্রোক করিয়াছি ইহা জানিও ; এবং তুমি এই নোটিসের তারিখ অবধি দশ দিনের
মধ্যে আমাকে কিস্তি অমুক স্থানের কমিশ্যনরের কার্যালয়ে উক্ত এক টাকা ও এই
ক্রোক করিবার নিয়লিখিত খরচ না দিলে সেই দ্রব্য নীলাম করা যাইবে।

(ক্রোকী পরওয়ানা জারী করণার্থে নিযুক্ত কার্যকারকের স্বাক্ষর।)

ক্রোকের খরচ—

শ্যাল তারিখ

E পাঠ।—(১২৪ ধারা দেখ।)

অমুক মাসের বাকীর নিমিত্ত যে সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করা যায় তাহার
রেজিষ্টার।

১। বাকীদারের নাম।

২। যে যোতের উপর বাকী পড়িল রেজিষ্টারে তাহার লম্বায় ও বিশেষ কথা।

৩। যত টাকা বাকী আছে।

৪। খরচায় ও দণ্ডের যত টাকা।

৫। সর্বশুদ্ধ যত টাকা আদায় করিতে হইবে।

৬। ক্রোকী পরওয়ানাক্রমে যে যে সম্পত্তি ক্রোক করা গেল তাহার নির্ঘণ্ট।

৭। ক্রোক করিবার তারিখ।

৮। নীলামের তারিখ।

৯। যে দ্রব্য বিক্রয় হইল তাহার বেঞ্চর।

১০। একত্রে দ্রব্যের নিমিত্ত যত টাকা পাওয়া গেল।

১১। খরিদারের নাম।

১২। মোটে যত টাকা আদায় হইল।

১৩। বাকীর যত টাকা যে তারিখে কমিশ্যনরের কার্যালয়ে দেওয়া গেল।

১৪। খরচায় ও দণ্ডের যত টাকা কমিশ্যনরের কার্যালয়ে দেওয়া গেল।

১৫। প্রাপ্য বাকী ও খরচা ও দণ্ডের টাকা কাটিয়া লইলে নীলামের উৎপন্ন
যত টাকা উদ্বৃত্ত থাকে।

৩৭০ মিউনিসিপালিটি সংশোধনার্থ আইন। (২য় খণ্ড)

- ১০। সেই উত্তর লইয়া যে তারিখে যাচা করা গেল।
 ১৭। আদার না হইয়া টাকা বাকী থাকিলে কত বাকী আছে।
 ১৮। সেই অংশটুকু বাকী যে তারিখে আদার হয় বা অনুমতিক্রমে ব্যয়িত করা যায়।
 ১৯। মন্তব্য করা (কোন করা সম্পত্তি বিক্রয় না করিয়া চাকির দেরা গেলে তাহার কারণ ও অন্যান্য কথা এই ধরে লিখিতে হইবে।)

পঞ্চম তফসীল।

(৮০ ও ১০১ ধারা দেখ।)

গাড়ী ও ঘোড়া প্রভৃতির উপর টাক্সের ফর্দ।

তিম তিম মাসের
 দেয়।

চারি চাকার ও দুই ঘোড়ার প্রত্যেক গাড়ীর ...	...	৪।০
চারি চাকার ও এক ঘোড়ার কি ৪ ফিট ৪ ইঞ্চের ন্যূন উচ্চ এক ঘোড়া		
প্রত্যেক ঘোড়ার ...	...	২.৭
ট্রির প্রত্যেক গাড়ী ...	...	৩.৭
দুই চাকার প্রত্যেক গাড়ীর ...	...	২।০
৪ ফিট ৪ ইঞ্চের ন্যূন উচ্চ এক ট্রি ও এক ২ খচ্চরের ও গর্দভের		৫.০
প্রত্যেক হস্তির ...	...	৩.৭
প্রত্যেক উটের ...	...	২.৫
গাড়ীর চাকার বাস ২৪ ইঞ্চের অধিক না হইলে তাহার টাক্স মাই।		

ষষ্ঠ তফসীল।

(২ ও ৪ ধারা দেখ।)

মল্লিসভাধিষ্ঠিত ত্রীযুত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের আটন

সাল ও নম্বর।	বিষয়।	যত দূর সম্ভব হইল।
১৮৫৭ সাল ২১ আইন।	হাবড়া মোকামের সুধারা ও সুশাসন হটবার জন্য আরও উত্তম বিধান করিবার আটন।	৪, ৫, ৬, ৮, ৯, ১৬, ১৭, ২৪, ৩০, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ও ৪০ ধারা।

(২য় খণ্ড)

১৮৮৪ সালের ৩ আইন।

৩৭১

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের ত্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর
সাহেবের আইন।

ক্রমিক নম্বর।	বিষয়।	যতদূর হইবে।
১৮৭৩ সা: ৫ আই:	হাবড়ার আলো দিবসে জন্যে টাক্স আদায় করিবার আইন।	সমুদয় আইন।
১৮৭৬ সা: ৫ অ:	উ'ন সপালিটী বিষয়ক আইন সংশোধন ও সংগ্রহকরণার্থ আইন।	৫
১৮৭৮ সা: ৬ আই:	প্রথম শ্রেণীর মিউনিসিপালিটীর মধ্যে পাইখানার পরিষ্কার রাখিবার ও নির্বাহন করিবার বিধান করণার্থ আইন।	৫

সম্পূর্ণ



পরিশিষ্ট।

রেবিনিউ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরমালা।

প্রশ্ন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ।

১ প্রশ্ন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়াতে ১৭৯৩ সনের ১ম আইন মতে জমিদারদিগের উপরে কি কি কর্তব্য কর্তব্য বলিয়া প্রকাশ হইয়াছে ?

১ম উঃ।

(ক) তাঁহারা বিনা আপত্তিতে ও বিনা বিলম্বে নিদিষ্ট সময়ে তাঁহাদিগের দের খাজানা দিবেন।

(খ) তাঁহাদিগের অধীনস্থ তালুকদার ও ঐজাদিগের প্রতি জুলুম না করিয়া সাধু ব্যবহার করিবেন।

(গ) শুদ্ধ যে আপনাদিগেই একত্র করিবেন তাহা নহে, কিন্তু বাহাতে তাঁহাদিগের অধীনস্থ কর্তৃপক্ষচারীরাও তাহাদিগের উপর জুলুম না করে, তাহা করিবেন।
১৭৯৩ সা। ১ আ। ৭ ধারা, দেখ।

২ প্রশ্ন। ১৮৭৬ সনের বঙ্গীয় ৭ আইনমতে কোন্ কোন্ ব্যক্তির কতৃদ্দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রীর প্রার্থনা করিতে পারে ? কোন্ কোন ব্যক্তির ইচ্ছা করিলে তাহাদের স্বত্ব রেজিস্ট্রী করাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবে ?

২য় উঃ।

কোন মহালের কি সম্পত্তির কি স্বার্থের অধিকার প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এই আইন প্রচলিত হওন সময়ে কোন মহালের কিবা নিজ সম্পত্তির কিবা ঐ মহালে কি সম্পত্তিতে কোন স্বার্থের ভূম্যধিকারী হইলে,

ও কোন মহালের কি নিজ সম্পত্তির কোন সহভূম্যধিকারী এই আইন প্রচলিত হওন সময়ে অন্য ভূম্যধিকারীদের সম্পর্কে ঐ মহালের কি সম্পত্তির, কি তদন্ত, কোন স্বার্থের অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হইলে,

ও কোন ব্যক্তি এই আইন প্রচলিত হওন সময়ে কোন মহালের কি নিষ্কর সম্পত্তির কি তদগত কোন স্বার্থের কোন ভূমাদিকারির স্বপক্ষে ঐ মহাল প্রভৃতির কার্যাব্যাক্ত হইলে,

তাহার নাম ও তাঁহার স্বার্থের ভাব ও পরিমাণ পূর্বে ঘোষণা করা না গিয়া থাকিলে, এত আটন জারী হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে রেজিষ্টারী করাইবার জন্য প্রার্থনা করিবেন। ৩৮ ধারা।

এত আটন প্রচলিত হইবার পর কোন ব্যক্তি ক্রয় করণ দ্বারা কি উত্তরাধিকারিত্ব কি দানক্রমে কি প্রকারান্তরে কোন মহালে কি নিষ্কর কোন সম্পত্তি ও তদাধিকারিত্ব প্রাপ্ত হইলে,

অথবা এত আটন প্রচলিত হইবার পর কোন মহালের কি নিষ্কর সম্পত্তির কোন সহভূমাদিকারী অন্য ভূমাদিকারিদের পক্ষে ঐ মহালের কি সম্পত্তির কিম্বা তদগত কোন স্বার্থের অধ্যাক্ষতা কার্য গ্রহণ করিলে,

অথবা এই আইন প্রচলিত হইবার পর কোন ব্যক্তি কার্যাব্যাক্ত স্বরূপ কোন মহালের কি নিষ্কর সম্পত্তির কিম্বা তদগত কোন স্বার্থের অধ্যাক্ষতা ভার গ্রহণ করিলে,

সেই সেই ব্যক্তি ছয় মাসের মধ্যে আপন আপন নাম জারির প্রার্থনা করিতে পারিবে। ৪২ ধারা দেখ।

এতদ্বিম অন্যান্য কারণেও সঙ্গত মনে করিলে কালেক্টর সাহেব নামজারির প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে পারেন। ৪৮ ধারা দেখ।

৩ প্রশ্ন। ১৮৭৬ সনের বঙ্গীয় ৭ আইন মতে রেজিষ্টারী করিবার হুকুম দেওয়ার পূর্বে কালেক্টর সাহেব কি কি বিষয় স্থির করিবেন ?

৩য় উঃ।

কালেক্টর বা ডেপুটী কালেক্টর প্রথমতঃ নোটিস জারি করিবেন। তাহাতে যদি কেহ কোন আপত্তি না করে, তাহা হইলে উত্তরাধিকারিত্ব কি হস্তান্তর কার্য্য বটিকাতে ও সেই উত্তরাধিকারিত্ব কি হস্তান্তর করণানুসারে প্রারম্ভিক অধিকার-প্রাপ্ত হইয়াছেন এক্ষণ প্রমাণ লইয়াই কালেক্টর বা ডেঃ কালেক্টর ঐ মহালের কি নিষ্কর সম্পত্তির কি তদগত স্বার্থের ভূমাদিকারী কি কার্যাব্যাক্ত বলিয়া ঐ প্রার্থকের নাম উপস্থাপ্ত রেজিষ্টারে রেজিষ্টারী করিতে আজ্ঞা দিবেন।

যদি কোন ব্যক্তি আপত্তি করে, তাহা হইলে কালেক্টর বা ডেঃ কালেক্টর ৪৯ ধারামতে প্রচারিত নোটিশের নিরূপিত দিমে কিম্বা তাহার পর, যত শীঘ্র পারেন

সেই আপত্তি বিবেচনা করিবেন, ও যে মহালের কি নিজের সম্পত্তির কি তদন্ত স্বার্থের উপলক্ষে বেজিষ্টরী হইবার প্রার্থনা তন, তাঁহার অধিকার প্রাপ্তের কিবা উত্তরাধিকারিত্ব ক্রমে কি হস্তান্তর ক্রমে তৎপ্রাপ্তির যে কণা কণা গণ্য তাঁহার সত্যতা নির্ণয়ার্থে আর যে অসুসন্ধান লওয়া আবশ্যক তিনি তাহা লইবেন। এবং সেই অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে,

কিবা উত্তরাধিকারিত্ব কি হস্তান্তর কার্য্য ঘটয়াছে ও সেই উত্তরাধিকারিত্ব কিবা হস্তান্তর করণানুসারে প্রার্থক অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, অন্য পকারে নহ,

কালেক্টর সাহেবের এমনত বোধ হইলে তিনি ঐ মহালের কি নিজের সম্পত্তির কি তদন্ত স্বার্থের ভূমাদিকারী কি কাগ্যপত্র বলিয়া ঐ প্রার্থকের নাম উপযুক্ত রেজিষ্টারে রেজিষ্টরী করিতে আজ্ঞা দিবেন।

পরন্তু মহালের কোন অধিকারিত্ব স্বত্ব কোন ব্যক্তির নিকট বন্ধক দেওয়া গেলে, ঐ সম্পত্তি তাঁহার অধিকারগত হইলে বা না তাইশেষ বন্ধকগ্রহীতা স্বরূপ তাঁহার নাম রেজিষ্টরী করা যাটতে পারিবে। ৫২ ধারা দেখ।

৪ প্র। মহাল বাকি পড়া হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রথমতঃ রেজেক্টরী হওয়া মালিক,

২য়তঃ। যাহাদের নাম রেজেক্টরী হয় নাই এসমত ব্যক্তিগণের টাকা আমানত করার কারণ আইনে যে যে বিধান আছে তাহা বর্ণন কর।

ঐরূপ আমানতকারী ব্যক্তিগণ প্রত্যেক অবস্থাতে ফল পাইতে পারে।

৫ উ। বাকী-পড়া মহালকে নীলাম হইতে রক্ষা করিবার জন্য মহাশেষ কোন লিখিত মালিক কালেক্টর সাহেবের নিকটে নগদ টাকা আমানত রাখিতে পারেন। অথবা গবর্ণমেন্টের নিদর্শন-পত্রের পৃষ্ঠে কালেক্টর সাহেবের নাম লিখিয়া তাঁহার ইচ্ছামতে পত্রের টাকা দেনা করিয়া পত্র আমানত করিতে পারেন,

ও সম্পূর্ণ মহালের জমার জামিনী স্বরূপ ঐ টাকা কি পত্র গবর্ণমেন্টে গচ্ছিত করিতে পারেন।

সেই মহালের কিছু মালিকজারী বাকি হইলে কালেক্টর সাহেব ঐ টাকা কি তাঁহার বড় আবশ্যক হয়, তাহালইরা ঐ বাকি শোধ করিবেল, উক্ত লিখিত মালিককে এই বর্ষে একরায় নামায় দত্তব্য করিতে হইবে।

এইরূপ লিখিতা দিলে এই আইনের ৩ ধারা মত মালিকজারী দাখিল করিবার

যে শেষ দিন নিরূপিত হইবে সেই দিনসূর্য্যাস্ত হইবার পূর্বে যদি ঐ মহালের কিছু ব্যক্তি মালগুজারী দাখিল না করা হয়, তবে কালেক্টর সাহেব ঐ টাকা কি নিদর্শন পত্র লইয়া কি তাহার যে অংশ কি ঐ পত্রের উপর পাওনা কোন স্থানের যে অংশ আংশাক ৪৪ ভাগ লইয়া ঐ শাকির পরিশোধ দিবেন।

যখন ঐ টাকা প্রাপ্ত না হইবে তখন ব্যক্তির জন্য উক্ত মহাল নীলাম হইবে। ১৫ ধারা। ১৮৫২ সনের ১১ আইন।

আলপিত ব্যক্তিও টাকা আদায় করিতে পারেন। কিন্তু তিনি তাহাতে কোন প্রকার ফল পাঠিতে পারেন না। স্বাধিবিশিষ্ট লোকই এরূপ আদায়তে ফল প্রাপ্ত হয়। ১৮৭২ সালের ১১ আইনেইব ২ ধারা দেখ।

৫ প্রা। ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে সাধারণ ও বিশেষ রেজেষ্ট্রার মধ্যে বিশেষ কি? অধীন তালুক রেজেষ্ট্রারী হইলে যদি কোন ব্যক্তি তাহার হানি হওয়া বিবেচনা করে তবে তাহার সংশোধন হওয়ার কি উপায় আছে?

৫ উ। (ক) যদি সাধারণ রেজেষ্ট্রারী হয় তাহা হইলে বাকী মালগুজারীর নিমিত্ত নীলাম হইলে সেই তালুকাদি ও ইজারা গবর্ণমেন্টে ছাড়া নীলামের জন্য খরিদদার হইতে রক্ষা পাউবে।

(খ) যদি বিশেষ রেজেষ্ট্রারী হয় তাহা হইলে বাকী মালগুজারীর নিমিত্ত নীলাম হইলে সেই তালুকাদি ও ইজারা গবর্ণমেন্টকে লইয়া নীলামের সকল খরিদদার হইতে রক্ষা পাউবে। [সুতরাং তুলনার দেখা যাইতেছে যে, বিশেষ রেজেষ্ট্রারীতে গবর্ণমেন্টকেও নীলাম করিবার অধিকার-চ্যুত করিতেছে।] ৩৯ ধারা।

গবর্ণমেন্টকে বিশেষ রেজেষ্ট্রারী বাতিল করিবার জন্য মিথ্যা মধ্য দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় লইতে হইবে। ৫০ ধারা।

(গ) যদি কোন শোক কোন তালুকাদি কি ইজারা দ্বারা আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে জ্ঞান করে, তবে সে এ রেজেষ্ট্রারী বাতিল করিবার মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করিতে পারিবে, কিন্তু ইহাতে মিথ্যাবাদের সাধারণ আইন মানিতে হইবে। ৪৮ ধারা।

৬ প্রা। জমিদার কি কি কারণে তাহার অধীনস্থ পত্তনী তালুক হস্তান্তর হইলে রেজেষ্ট্রারী করিতে অসম্মত হইতে পারেন?

যে ব্যক্তিব পক্ষে হস্তান্তর হয় সে জমিদারের অসম্মতিতে অসম্মত হইলে কি উপায় হয়?

(২য় খণ্ড)

সে: পঃ প্রমোক্তর (১৮৮২ সন)

৩৭৭

৬ উ। পত্তনীধার আপন ইচ্ছামত পত্তনী তালুক হস্তান্তর করিতে পারেন, অমিদার ক্রাফাতে বাধা দিতে পারেন না।

৭। কিন্তু অমিদার বাৎসরিক খাজানার উপর শতকরা ২, টাকা হারে কিসদাবী করিতে পারেন।

কিন্তু মোটের উপর ১০০ টাকার উপর কিসদাবী করিতে পারেন না। ;

আর ছয় মাসের খাজানার জামিন চাহিতে পারেন।

আদালতের নীলামে বিক্রয় বা অন্যান্য যে কোন কারণে হস্তান্তর হইলে জমিদারের এই দাবী চলিবে।

কিন্তু বাকী খাজানার নীলামে হস্তান্তর হইলে জমিদার কেবল ছয়মাসের খাজানার জামিন লইতে পারিবেন, কিস লইতে পারিবেন না। ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৫ ধারা দেখ।

অমিদার যদি কিস না পাটগাঁও খাজানার জামিন পর্যাপ্ত মনে না করিয়া হস্তান্তরে অসম্মতি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে, তাহার অজুর্কনে হস্তান্তর হইয়াছে সেই ব্যক্তি অমিদারকে হস্তান্তর স্বীকার করণে বাধ্য করিবার জন্য দেওয়ানী আদালতে আপীল বা মোদন করিতে পারিবে। দেওয়ানী আদালত যে জামিন পর্যাপ্ত মনে করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির নাম রেকর্ডেবী করিয়া লইবার জন্য জমিদারের উপর ইংজংসন বা আদেশপত্র বাহির করিতে পারেন।

পত্তনী তালুক খণ্ড খণ্ড করিয়া হস্তান্তর করিলে জমিদার সে হস্তান্তরে সম্মতি প্রদান করিতে কিছুতেই বাধ্য নহেন। ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৬ ধারা দেখ।

৭ম প্র। এক জমিদার তাহার অধীনস্থ এক পত্তনী বাকী খাজানার জন্য বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক আছে।

১ম। কোন্ সময়ের বাকীর জন্য বিক্রয় হইবে,

২য়। জমিদারের কি কি উপায় করা কর্তব্য ?

৩য়। নোটস কি প্রকারে জারি করা কর্তব্য ?

৪র্থ। নীলামের সময় কি কি নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে।

৭ম উ।

১ম—১ম কৈয়দে যে বাকী খাজানার জন্য নীলাম হইবে, তাহা গত বৎসরের বাকী খাজানার জন্য।

১লা অগ্রহাষণ যে বাকী খাজানার জন্য নীলাম হইবে, তাহা গত ১শা বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত ছয় মাসের বাকী খাজানার জন্য।

২য়। ১লা বৈশাখ বা ১শা আর্টিক জমিদারকে পত্তনীদারের নিকট কত খাজানা বাকী পাউয়াছে, তাহা নির্দেশ করিয়। কলেক্টরের নিকট আবেদন করিতে হইবে। সেই আবেদনের নকল এক খানি কলেক্টরের কাছারীতে ও জমিদারের সদর কাছারীতে এবং পত্তনীদারের প্রধান আফ্ফায় নিম্নলিখিত নোটিস সহ টাঙ্গাইতে হইবে। নোটিসে একপ লেখা থাকিবে যে, ১শা ঈশ্বাঠ বা অগ্রহাষণের মধ্যে বাকী খাজানা দাখিল না করিলে উক্ত তারিখে গত পূর্ব বৎসরের বা গত ছয় মাসের বাকী খাজানার দক্ষন উক্ত তাদুখ নীলাম হইবে। নীলামের তারিখের অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্বের উক্ত নোটিস জারী হওয়া চাই। এত সকল কার্য আইনমতে সম্পন্ন হইল কি না সে অবদেয়ী জমিদারের স্কন্ধে।

৩য়। একজন চাপরাশী দ্বারা মফঃসলে এই নোটিস জারি করিতে হইবে, চাপরাশী ঐ নোটিশে বা পত্তনীদারের বা তৎকর্মচারীর স্বাক্ষর আনিবে। যদি তাহা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে নিকটবর্তী তিন জন মাতবর লোকের ঐ নোটিশে এই মধ্যে সার্টিফিকেট আনিতে হইবে যে, ঐ নোটিশ যথা সময়ে ও যথা স্থানে জারী করা হইয়াছে। যদি গ্রামস্থ লোকে একপ করিতে অসম্মত হয়, তাহা হইলে চাপরাশী নিকটবর্তী মুন্সফ বা থানাদারের নিকট গিয়া হুকুম প্রার্থনার দিবে যে, যথা স্থানে ও যথাসময়ে উক্ত নোটিস জারী করিয়াছে।

এত প্রার্থনার লগ্নেই উক্ত মুন্সফ বা পুলিশকরচাী এত মধ্যে সার্টিফিকেট দিবন যে, উক্ত নোটিস আইনমতে জারী হইয়াছে—এই সার্টিফিকেট স্বাক্ষর করিয়া উক্ত পিয়নের সঙ্গে সমর্পণ করিবেন। ১৮১৯ সালের ৮ আইন ৮ ধারা দেখ।

৪র্থ—

(১) প্রথমতঃ কাছারীতে যে নোটিশ টাঙ্গান হইয়াছিল, তাহা পড়িয়া লইতে হইবে।

(২) সেই নোটিশে লিখিত যে ক্রমে লিখিত হইয়াছে, সেই ক্রমে লিখিত হইবে।

(৩) নীলামের দিন পর্য্যন্ত যত টাকা আদায় হইয়াছে তাহা বাদ দিয়া যাক্ষা বাকী আছে কলেক্টর সাহেবের কাছে তাহার বিবরণ সহ মফঃসলে নোটিশের বসিদ দাখিল করিয়া জমিদার বা তদীয় কর্মচারীকে তাহার সমস্ত বিবরণ সার্টিফাই করিতে হইবে।

(৪) যতদূর পর্য্যন্ত এই বিবরণ পাঠ ও নোটিশের বসিদ পর্য্যবেক্ষণ না করিবেন

তত্তক্ষণ কালেক্টর সাহেব মহাশয় নীলাম করিবেন না। এই বিবরণ পাঠ করিয়া রশিদ দেখিয়া কালেক্টর সাহেব যদি বোধ করেন যে, আইন মত নোটিশ জারি হইয়াছে, ও প্রকৃত প্রস্তাবে মহাশয় বাকী পড়িয়াছে, তাহা হইলে তিনি নীলাম করিবেন। কিন্তু নোটিশ মফঃসলে আইনমত জারি হইয়াছে কিনা বা প্রকৃত প্রস্তাবে বাকী আছে কিনা—ইত্যাদির সত্যাসত্যতার জন্য কালেক্টর সাহেব দায়ী নহেন; জমিদার বা তৎ কন্সটার্ণী তাহার জন্য দায়ী। এটী সকল নিয়ম প্রতিপালিত হইলে এই মর্মে কালেক্টর সাহেবকে প্রতি লাট বিক্রয়ো সময় একটি করিয়া রোবকারী দিগিতে হইবে।

(৫) যদি ছায়াপের বাকী জমিয়ার দকন নীলামের প্রার্থনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রজার সঙ্গে যে কিস্তিবন্দী হইয়াছে তাহা দাখিল করিতে হইবে। যদি কালেক্টর সাহেব দেখিতে পান যে, দিকির অধিক বাকী আছে তাহা হইলেই নীলাম করিবেন।

(৬) নীলাম প্রকাশ্য রূপে ও ন্যায়মতে হওয়ার জন্য কেবল কালেক্টর সাহেব দায়ী। অন্যান্য বিষয়ের সত্যাসত্যতার জন্য জমিদার দায়ী। ১৮১২ সালের ৮ আইনের ১০ ধারা দেখ।

৮ম প্রশ্ন। বাটোয়াবার দরখাস্ত কাহার নিকট দাখিল করিতে হইবে? সেই দরখাস্তে কাহার দস্তখত করা যাইবে? এবং সেই দরখাস্তে কি কি লিখিত হইবে?

৮ম উ।

(১) মহাল, যে জিলার নোজিতে লেখা থাকে বাটোয়াবার দরখাস্ত সেই জেলার কালেক্টর সাহেবের নিকট করিতে হইবে। ১৮৭৬ সালের ৮ আইনের ১৭ ধারা দেখ।

(২) প্রার্থক আপনি ঐ প্রার্থনাপত্রে স্বাক্ষর করিবেন, ও তিনি যতদূর জানেন বা জানিয়া লইতে পারেন, ততদূর ঐ প্রার্থনাপত্রে মর্মে আদিম মহালের বিষয়ে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত জানাইবেনঃ—

(১) মহালের নাম।

(২) নোজিতে মহালের যে নম্বর থাকে ও যত টাকা রাজস্বের দায়ী হয়।

(৩) কালেক্টর সাহেবের পেরাজি মহালের সাধারণ বেজেটের মহালের যে নম্বর আছে।

(৪) লিপিবদ্ধ হইলে যাহা হইলেও প্রত্যেক ভূম্যদিকারীর নাম ও ঠিকানা।

(৫) প্রত্যেক জন ভূম্যদিকারীর অধিগারে যে স্বার্থ থাকে, তাহার ভাব ও পরিমাণ।

(৬) আদিম মহালের সফল কিংকোন কোন ভূম্যদিকারী। অন্য মহালের

সকল কি কোন কোন ভূম্যধিকারীদের সঙ্গে সাধারণে যে যে ভূমি ভোগ করেন, তাহা-
রও ঐ ঐ ভূমিতে ঐ ঐ ভূম্যধিকারীদের স্বত্বের বিশেষ বর্ণনা। ১৮৭৬ সালের
৮ আইনের ১৮ ধারা দেখ।

৯ম প্র। নিম্নলিখিত মোকদ্দমা সমস্ত কোন্ সময়ের মধ্যে
উপস্থিত করিতে হইবে ?

১। খাজানা দিয়া দাখিলা পাওয়ার নালিশ।

১। খাজানা কমি পাটবার নালিশ।

৩। পাট কি কবুলিয়ৎ পাওয়ার নালিশ।

৪। বাকী খাজানা পাওয়ার নালিশ (পূর্বত'রিখের)

৫। কর্মচারীর বিবন্ধে টাকা কি নিকাশেব নালিশ।

২ম উ। ১। খাজানা দিয়া দাখিলা পাটবার নালিশ, মোকদ্দমার হেতু হটবার
তারিখ অবধি ১ বৎসরের মধ্যে। ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের ২৭ ধারা দেখ।

২। মোকদ্দমার হেতু উপস্থিত তত্ত্বয়ার একবৎসরের মধ্যে, তাহার পরে নয়
১৮৬৯ সালের ৮ আইনের ২৭ ধারা দেখ।

৩। পাট কি কবুলিয়ৎ পাওয়ার ৩ খাজানা যে চাহাযুগারে, সেই পাট। কি
কবুলিয়ত দিতে হইবে, তাহা নির্দেশ করিবার মোকদ্দমা ভূমি দখলে থাকিবার যে
কোন সময়ে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে। ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের
২৮ ধারা দেখ।

৪। বাকী দেনা পাড়িবার তিন বৎসরের মধ্যে, বাস্তব সনের বাকীর দাওয়া
হইলে, সেই সনের শেষ দিন অবধি; ফসলী কি বিলাতী সন হইলে জৈষ্ঠ
মাসের শেষ দিন অবধি তিন বৎসরের মধ্যে উপস্থিত করিতে হইবে। ১৮৬৯ সালের
৮ আইনের ২৯ ধারা দেখ।

৫। গোমস্তার হাত যে টাকা কি যে হিসাব কি কাগজপত্র থাকে, তাহা
পাটবার মোকদ্দমা, তাহার কর্ম্ম থাকিবার কোন সময়, কি কর্ম্ম গেলে পর এক বৎ-
সরের মধ্যে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে। কিন্তু যাহার নালিশ করিবার অধিকার
থাকে, ঐ গোমস্তা সেই প্রকারের টাকা পাইয়াছে, এই কথা প্রত্যয়ক্রমে
তাহার কাছে গোপন করা গেলে, কি গোমস্তা কোন প্রকারণার হিসাব দিলে
ঐ ব্যক্তি প্রথম যে সময়ে ঐ প্রকারণা জামিনে পাইল, সেই সময় অবধি এক
বৎসরের মধ্যে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে। কিন্তু ঐ গোমস্তার
কর্ম্ম যাইবার পর তিন বৎসরের অধিক কোন সময়ে সেই প্রকারের মোকদ্দমা
উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না। ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের ৩০ ধারা দেখ।

১০ম প্র। আদালত যে যে বৃত্তান্ত প্রমাণিত বলিয়া গণ্য করিয়া লইতে পারেন, এমন ৭টা বৃত্তান্ত লিখ।

১০ম উ। আদালত বিচার কার্যে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত সিদ্ধ বা প্রমাণিত বলিয়া জ্ঞান করিবেন :—

(১) যে আইন কিম্বা আইনের তুল্য বলবৎ যে বিধি এইজনে কি উক্তিপূর্বে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন দেশে প্রবল আছে কি ছিল বা ভাবী কালে হইবে তাহা।

(২) পালিয়ার্মেন্টে সাধারণ স্মার্কের যে সকল আইন প্রণীত করিয়াছেন বা করেন এবং উক্ত পালিয়ার্মেন্ট বিচার কার্যে স্থানবিশেষে যে সকল আইন সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিতে আদেশ করেন তাহা।

(৩) খ্রীশ্চীমতী মহারাণীর সৈন্যদলের কিম্বা সামরিক নাবিকদের যুদ্ধ সংক্রান্ত আইন।

(৪) উক্ত পালিয়ার্মেন্টের এবং আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভাবিষয়ক আইন অনুসারে কিম্বা কংসম্পর্কীয় অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তদনুসারে স্থাপিত মন্ত্রিসভার কার্যপ্রণালী।

বাখা। (২) ও (৪) প্রস্তরনের উল্লিখিত পালিয়ার্মেন্ট শব্দে—

১। আয়ারলণ্ড সশ্রীয়া গ্রেট ব্রিটন নাম সংযুক্ত রাজ্যের পালিয়ার্মেন্ট গণ্য।

২। গ্রেট ব্রিটনের পালিয়ার্মেন্ট।

৩। ইংলণ্ডের পালিয়ার্মেন্ট।

৪। স্কটলণ্ডের পালিয়ার্মেন্ট ও

৫। আয়ারলণ্ডের পালিয়ার্মেন্ট।

(৫) যিনি যৎকালে গ্রেট ব্রিটন ও আয়ারলণ্ড সংযুক্ত রাজ্যের অধিপতি হন, তাঁহার অধিপত্য পদাধরাইণ্ড ও দ্বিতীয় স্বাক্ষর।

(৬) ইংলণ্ডীয় আদালত বিচারকার্যে যে সকল মোহর সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করেন সেই সকল মোহর, ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত সকল আদালতের মোহর এবং ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে মন্ত্রিসভাদিষ্ঠিত খ্রীযুক্ত গণের জেনারেল সার্জেন্টের কিম্বা কোন স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আশ্রয়ক্রমে যে সকল আদালত স্থাপিত হয়, সেই সকল আদালতের মোহর, আড্‌জিবিবল্টি অর্থাৎ মহাসাগরে যে অপরাধ করা যায়, তাহার বিচার এবং জাগাজীষ নাবিকদের মোকদ্দমার বিচারাদিপত্য প্রাপ্ত আদালতের ও পবলীক নোটরির মোহর এবং পালিয়ার্মেন্টের আইন দ্বারা কিম্বা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের ব্যবহারতুল্য বলবৎ অন্য আইন দ্বারা যে ব্যক্তি মোহর ব্যবহার করিবান্ন অজ্ঞমতি পান তাঁহার মোহর।

(৭) ব্রিটেনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন স্থানে বাহারা যে সময়ে কোন রাজ-
কীয় পদভুক্ত জন, ইণ্ডিয়া গেজেটে কিম্বা স্থানীয় কোন গবর্ণমেন্ট গেজেটে তাঁহা-
দের সেই পদে নিযুক্ত-হওয়ার কথা প্রকাশ করা গেলে, ব্যক্তিদের পদ গ্রহণ
ও তাঁহাদের নাম ও গ্যাতি ও কার্য ও স্বাক্ষর।

এটরূপ সর্বস্বত্ব ১৩তী বিষয় প্রমাণিত বলিয়া আদালত গণ্য করিবেন। ১৮৭২
সালের ১ আইনের ৫৭ ধারা দেখ।

১১ শ প্রশ্ন। কি কি হেতুতে কোন কোন ব্যক্তি স্বাক্ষ্য দিতে
অনুপযুক্ত? পাগল ব্যক্তি কি সকল অবস্থায় অনুপযুক্ত?

১১ শ উ। শৈশব, অতি বার্দ্ধক্য, শারীরিক ও মানসিক পাড়া ও অন্যান্য
কারণে যাহাদিগকে আদালত প্রশ্নের অর্থবোধে অসমর্থ বলিয়া মনে করেন, তাহাবাই
স্বাক্ষ্য দিতে অসমর্থ, তন্নিম্ন আর সকলেই সমর্থ।

পাগল যখন তৎপ্রতি প্রযুক্ত প্রাশ্নের অর্থবোধে অসমর্থ হয়, তখনই স্বাক্ষ্য দিতে
অনুপযুক্ত, তন্নিম্ন অৱস্থায় উপযুক্ত। ১৭৭২ সালের ১ আইনের ১১৮ ধারা দেখ।

১২ শ প্রশ্ন। বিশেষ কোন অঙ্গীকার না থাকিলে নিম্নলিখিত
দলীল সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি স্ট্যাম্প থরচ দিতে বাধ্য?

১ম। তমঃস্বক।

২য়। কবালা।

৩য়। কবুলিযৎ।

৪র্থ। বন্ধকী তমঃস্বক।

১২শ উ। প্রকারান্তরের কোন নিয়ম না থাকিলে নিম্ন নিখিত স্থলে যে
পক্ষ তাহা লেখেন, কি করেন, কি সম্পাদনা করেন, তিনিই দিবেনঃ—

১ম। তমঃস্বক (প্রথম সফসোলব ১৩ নং লিখিত)।

৪র্থ। বন্ধকী তমঃস্বক (১ম সফসোলবের ৪৪ নং লিখিত)। ১৮৭৩ সালের ১
আইনের ২৯ ধারার (ক) শাখা দেখ।

প্রকারান্তরের কোন অঙ্গীকার না থাকিলে—

২য়। কবালা বা সমর্পণপত্র স্থলে গ্রহীতা বা অভিপ্রেত গ্রহীতা দিবেন।
১৮৭২ সালের ১ আইনের ২৯ ধারার গ শাখা দেখ।

৩য়। কবুলিযৎ বা ভোগাভ্যুদয় পত্রের অঙ্গুলিপি হইলে প্রদাতা দিবেন।
১৮৭৩ সালের ২৯ ধারার ঘ শাখা দেখ।

রেবেনিউ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

১৮৮০ সন।

১ প্রশ্ন। “ক” নামক ব্যক্তি ১৮৫৯ সালের ১১ আইন অনুসারে কোন এক জমিদারীতে তাহাব ॥০ আনা অংশের সম্বন্ধে পৃথক হিসাব পত্তন করিয়াছে, এবং ফেব্রুয়ারী মাসের কিস্তির এবং পরের কিস্তির দরুণ ও তাহার অংশের রাজস্ব আদায় করিল। অবশিষ্ট আট আনাব মালিক এই কথা শুনিতে পাইয়া ফেব্রুয়ারীর কিস্তির দরুণ কিছুই দিল না। সুতরাং তাহার অংশ নীলাম করিবার জন্য কালেক্টর সাহেব দ্বারা ইস্তাহার জারি হইল, এবং নীলাম করাও হইল। এই নীলাম বিধিসিদ্ধ কি না?

১ম উ। এই নীলাম বিধিসিদ্ধ। ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১৩ ধারা দেখ।

২য় প্রশ্ন। অবিকল ঐরূপ বিষয়ে অন্য জিলার কালেক্টর সাহেব বাকীদার সবিকেষ্ট অংশ নীলাম জন্য ইস্তাহার জারি না করিয়া যে অংশীদার তাহার অংশের দরুণ টাকা আগাও দিয়াছে, সেই টাকা বাকী পড়া অংশীদারের হিসাবে ফেব্রুয়ারীর কিস্তিতে জমা দিল। পরেব কিস্তিতে ফেব্রুয়ারীর কিস্তির বাকী পড়া অংশের মালিক তাহার অংশের টাকা দাখিল করিল না। কিন্তু যে সরিক পূর্বে আগাও দিয়াছিল, সে কিছুই দিল না; সেই অংশের বাকীপড়া, নীলামী ইস্তাহার জারি হইল এবং সেই অংশ নীলাম হইল। সেই নীলাম বিধিসিদ্ধ কি না?

২য় উ। এ নীলামও বিধিসিদ্ধ। ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১৩ ধারা দেখ।

৩ প্রশ্ন। কোন মহালের বাকী রাজস্ব আদায় জন্য নীলামের ইস্তাহার রীতিমত জারি হইয়াছে। সেই নীলাম স্বগতি রাখিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের কি কি ক্ষমতা আছে?

৩য় উত্তর। মহালের কি মহালের অংশের নীলাম আরম্ভ হওনের পূর্বে কোন সময়ে কালেক্টর সাহেব কি পূর্বেকৃত মত অন্য কার্য্যকারক সাহেব মহাল কি মহালের অংশ নীলাম হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন। * * * * *
কিন্তু কালেক্টর সাহেব ঐরূপ মুক্ত করণের কারণ উপস্থিত মতে এক রোংকারীতে লিখিবেন। ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১৮ ধারা দেখ।

৪র্থ প্র। কোন মহাল বাটোয়ারার অধীন থাকিলে—তাহার অন্তর্গত নিম্নব ভূমি সম্বন্ধে বাটোয়ারার আইনমতে কি কি বিধি আছে ?

৪র্থ উঃ।—মহালের ভূম্যধিকারী রাজানা লটবাব স্বত্বের দাওয়া রাখিলে বা না রাখিলেও ডেপুটি কালেক্টর মহালের মধ্যে নিম্নরূপে ভোগ হইতেছে, এমন ভূমি দেখিতে পাটলেট স্বত্বের মহালের মধ্যে ঐ ভূমি ভাগ কি নিষ্কাশন করিবেন না, কিন্তু আদিম মহাল হইতে যে পৃথক মহাল করা যায়, তাহা ঐ আদিম মহালের যে অংশ হয়, ঐরূপ ভূমি সাধারণ রূপে সেই অংশানুসারে সেই সেই মহাল সম্পর্কীয় থাকিল এই কথা বটন পত্রে ও আনুষ্ঠানিক কার্যের পত্রে বিশেষ করিয়া লিখিবেন।

কিন্তু আদিম মহালের লিপিবদ্ধ সকল ভূম্যধিকারী সম্মত হইলে ঐ ঐ ভূমি কিম্বা অন্য কোন ভূমি পৃথক পৃথক নানা মহালের মধ্যে নিষ্কাশন করিয়া দেওয়া যাউতে পারিবে, তাহারা সম্মত না হইলে দেওয়া যাইবে না। ১৮৭৬ সালের ৮ আইনের ১১০ ধারা দেখ।

৫ম প্র। কোন মহালে এক হিন্দু বিধবার জীবন স্বত্ব আছে ; ঐ বিধবা উক্ত মহালের বাটোয়ারা প্রার্থনা করিল, এবং তাহার অন্য অংশীগণ আপত্তি করিল না। এস্থলে কালেক্টর সাহেব ঐ বিধবার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে পারেন কি না ?

৫ম উঃ। কালেক্টর সাহেব ঐ বিধবার প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে পারেন না। কারণ ঐ সম্পত্তিতে বিধবার জীবন স্বত্ব মাত্র আছে, যেহেতু ১৮৭৬ সালের ৮ আইনের ১০ ধারার বিধানানুসারে জীবন স্বত্ব বিভাগ হইতে পারে না।

৬ষ্ঠ প্র। বঙ্গীয় ১৮৭৬ সনের ৭ আইন মতে ভূমি সম্পত্তিতে নামজারীর দরখাস্ত যদি এই বলিয়া দেয় যে দরখাস্তকারী

(১) খরিদ করিয়াছে।

(২) উত্তরাধিকারী স্বত্বে পাইয়াছে।

তবে ঐরূপ দরখাস্তের নামজাবিব দরুন ফিস লওয়া যাইবে কি না ?

৬ষ্ঠ উত্তর—

১৮৭৬ সালের ৭ আইন মত দরখাস্তকার হস্তান্তরস্থলে নিম্নলিখিত ধারে “ফী” গৃহীত হইবে।

(১) রাজস্বদারী ভূমি হইলে, স্বার্থের যে পরিমাণ হস্তান্তর করা গেল, গবর্ণমেন্টে তাহার বৎসর যত টাকা রাজস্ব দেওয়া যায় তাহার শতকরা এক শিকি ১০ আনা।

(২) নিষ্কর ভূমি হইলে, স্বার্থের যে পরিমাণ হস্তান্তর করা গেল তাহার বার্ষিক উৎপন্ন অর্থাৎ ঐ হস্তান্তর কার্ধ্য রেজেষ্ট্রারী করিবার পূর্বে বৎসরের যত খাজানা পাওনা গেল বা পাওনা থাকে, তাহাই বার্ষিক উৎপন্ন বলিয়া তাহার উপর শতকরা ২৫ আড়াই টাকা।

কিন্তু কোন এক হস্তান্তর কার্ধ্য রেজেষ্ট্রারী করিবার নিমিত্ত ১০ টাকার অধিক “ফী” লওয়া যাইবে না।

যে ব্যক্তির স্বপক্ষে ঐ হস্তান্তর কার্ধ্য রেজেষ্ট্রারী করা যায়, তাহার স্থানে ঐ “ফী” লওয়া যাইবে। ১৮৭৬ সনের ৭ আইনের ৬৪ ধারা দেখ।

(৩) এই “ফী” যদি ৫ টাকার উর্দ্ধ না হয়, তাহা হইলে আর “ফী” লাগিবে না।

বোর্ডের সেক্রেটারী গ্রিমলে সাহেবের ১৮৮৪ সালের ৮ই মে তারিখের ৪৮৯ A নং চিঠি।

৭ম প্রশ্ন। যদি কোন মহাল গবর্ণমেন্টের সম্পত্তি হয়, এবং তাহার তত্ত্বাবধায়ক কালেক্টর সাহেবের অধীনে থাকে, তবে সেই মহালের প্রজাগণ জমিদারির ডাক খবচা দিতে বাধ্য কি না ? যদি ঐরূপ মহাল ইজারা দেওয়া হইয়া থাকে, তবে ইজারাদার ঐ ডাক খরচা দিতে বাধ্য কি না ?

৭ম উঃ। ১৮৮২ সালের ৮ আইনের ৩ ধারার বিধানমতে প্রত্যেক জমিদার, সদর ইজারাদার ও প্রত্যেক ব্যক্তি যে একাএক গবর্ণমেন্টকে রাজস্ব দেয়, ইত্যাদিগের নিকট

হইতে জেলায় মাজিষ্ট্রেট জমিদারী ডাক টাক্স আদায় করিবেন। সুতরাং খাস মহালের প্রজাগণকে ও সদর ইজারাদারকে ডাক টাক্স দিতে হইবে।

৮ম প্র। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল নিয়ম সমস্ত কি কি ?

৮ম উ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল নিয়ম সমস্ত ১৭৯৩ সালের ১ ও ৮ আইনে বিধিবিধি হইয়াছে। এই প্রস্তাবের উত্তর করিতে হইলে সেট ছইটি আইন বিশেষ করিয়া পড়িতে হইবে।

(১) বার বার হস্তান্তর হইলে জমির প্রতি মমতা জন্মে না ইত্যাদি কারণে গবর্ণমেন্ট জমিদারদের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন। ১৭৯৩ সনের ১ আইনের ৭ ধারা দেখ।

(২) গবর্ণমেন্ট জমিদারগণকে এই উপকার দিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে এই চাচেন যে, তাঁহারা নির্দিষ্ট সময়ে বিনা আপত্তিতে ও বিনা বিলম্বে তাঁহাদিগের দেয় খাজানা দিবে। ও অধীনস্থ প্রজাগণের প্রতি সদাযত্ন করিবেন। ১৭৯৩ সনের ১ আইনের ৭ ধারা দেখ।

(৩) কোন কারণেই খাজানা মাপের প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে না। যদি নির্দিষ্ট সময়ে খাজানা দেওয়া না হয়, তাহা নিশ্চিত রূপে বাকী পড়া মহালের নীলাম হইবে। কোন মতেই তাহার অন্যথা হইবে না। ১৭৯৩ সনের ১ আইনের ৭ ধারা দেখ।

(৪) আপনায় সম্পত্তি রক্ষণে অক্ষম, নাবালক পাগল ও অন্যান্য কারণে অক্ষম ব্যক্তি ভিন্ন আর সকল ব্যক্তিরই মহাল বাকী খাজানার জন্য নীলাম হইবে। ১৭৯৩ সনের ১ আইনে ও ১৭৯৩ সনের ৮ ধারার ৫ শাখা। ৮ আইনের ২০ ধারা দেখ।

(৫) জমিদার গবর্ণমেন্টের অনুমতি না লইয়াও নিজের জমিদারী দান বিক্রয়াদি দ্বারা হস্তান্তর করিতে পারিবে। কিন্তু এই হস্তান্তর হিন্দু বা মুসলমান আইনের বিপরীতে হইতে পারিবে না। ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৯ ধারা দেখ।

(৬) যদি মহালের একাংশ মাত্র হস্তান্তরিত হয়, তাহা হইলে সেই বিভক্ত অংশের পরিমাণানুসারে রাজস্ব দিতে হইবে। ১৭৯৩ সনের ১ আইনের ১০ ধারা দেখ।

(৭) খাস মহাল ও নির্দিষ্টহারে বিলি হইবে। যাহার সহিত বিলি হইবে সে পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ঐ মহাল ভোগদখল করিবে। ১৭৯৩ সালের ১ আইনের ১১ ধারা দেখ।

(৮) প্রকৃত স্বত্বাধিকারিগণের সহিতই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। প্রকৃত স্বত্বাধিকারী কহারা ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৭ ধারার নির্দিষ্ট আছে।

(৯) সম্পত্তি রক্ষণে অসমর্থ খ্রীলোক, কোর্ট অব্ ওয়াডসের অধীনস্থ নাবালক পিগল ও অন্যান্য কারণে সম্পত্তি রক্ষণে অক্ষম, এবং বাহার রাজস্ব বাকী পড়িয়াছে, উক্ত কতিবিধ ব্যক্তি ব্যতীত আর সকলেরই সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইতে পারিবে। ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ২০ ও ২২ ধারা।

(১০) যদি মহাল বন্ধক থাকে, আর উক্ত মহাল মালিকের অধীন থাকে, তাহা হইলে মালিকের সঙ্গেই বন্দোবস্ত হইবে; যদি বন্ধক গ্রহীতার (mortgagee) অধীনে থাকে তাহা হইলে, তাহার সহিতই বন্দোবস্ত হইবে। আদালত বাহাকে দখল দিবেন, পরে সেই ব্যক্তিই উক্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবে। ১৭৯৩ সাঃ ৮ আঃ ২৮ ধারা।

(১১) যে স্বত্বাধিকারীর দখলে আছে, তাহারই সহিত এই নিয়মে বন্দোবস্ত হইবে যে, আদালত যদি পরে ঐ সম্পত্তি আর কাহারও অধিকারে ডিক্রী দেন, তাহা হইলে পরে তাহারই সহিত বন্দোবস্ত হইবে। ১৭৯৩ সাঃ ৮ আঃ ৩০ ধারা দেখ।

(১২) যদি বিশেষ অধুসকান ও মকঃদল জমার কাগজ পত্র দেখিয়া প্রকৃত স্বত্বাধিকারী নির্ণয় করা যাইতে না পারে, অথবা প্রকৃত স্বত্বাধিকারী অধুপস্থিত থাকে, তাহা হইলে উক্ত জমি আপাততঃ গবর্ণমেণ্টের খাস দখলে থাকিবে। এবং এই মর্মে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে যে, অধুপস্থিত স্বত্বাধিকারী যেন ছয় মাসের মধ্যে উপস্থিত হয়। প্রকৃত স্বত্বাধিকারী যদি ছয় মাসের মধ্যে উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে এক জন ইজারদারের সঙ্গে দশ বৎসরের বন্দোবস্ত করিতে হইবে নিকটবর্তী জমিদার যদি গবর্ণমেণ্টের নিয়মে সম্মত হন, তাহা হইলে তাহার সহিতই উক্ত বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ২৯ ধারা দেখ।

(১৩) যদি ছয় মাসের মধ্যে অনেক ঐ জমির দাবিদার হয়, এবং কেহই উক্ত জমির দাবিকার ছিল বলিয়া সাব্যস্ত না হয়, তাহা হইলে তাহার এক জন ম্যানেজার মনোনীত করিতে পারিবেন : উক্ত ম্যানেজার গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকিয়া কার্য করিবে। এবং খাজানা হইতে গবর্ণমেণ্টের দেয় দিয়া অবশিষ্ট প্রকৃত স্বত্বাধিকারীর জন্য গচ্ছিত থাকিবে। আদালত বাহার পক্ষে ডিক্রী দিবেন, তিনিই ঐ টাকা পরে প্রাপ্ত হইবেন। ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৩১ ধারা দেখ।

(১৪) যদি মালিক গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে রাজি না হন, তাহা হইলে, জমি খাসে থাকিবে বা ইজারা বন্দোবস্ত হইবে। যদি ইজারা বন্দোবস্ত হয় তাহা হইলে, সদর জমার উপর শতকরা ১০ টাকা হারে মালিকানা পাইবেন, আর যদি খাসে থাকে তাহা হইলে যে খাজানা আদায় হইবে, তাহার উপর শতকরা ১০ টাকা মালিকানা পাইবেন। ভবিষ্যৎ তাহার পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য কিছু বন্দোবস্ত হইবে। ১৭৯৩ সনের ৮ আইনের ৪৪ ধারা দেখ।

(১৫) ইজারদারকে সদর খাজানা বাদে মালিকানা দিতে হইবে। মালিকানা কিস্তিবন্দী নিয়মামুসারে প্রতি মাসে২ দিতে হইবে। ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৪৫ ধারা দেখ।

(১৬) সীমানা লইয়া বিবাদ হইলে যাঁহার দখলে যে সীমানা থাকিবে সীমান্ত-গত জমির বন্দোবস্ত তাহারই সঙ্গে চইবে। দেওয়ানী আদালত অন্য রূপ আবেদন করিলে বন্দোবস্ত সেই রূপ হইবে। ১৭৯৩ সনের ৮ আইনের ৩২ ধারা দেখ।

(১৭) লাখেরাজ জমি ব্যতীত সমস্ত জমিকেই রাজকর বহন করিতে হইবে। পারব প্রভৃতির কর বাদে এই কর দিতে চইবে, এই কর আদার গবর্ণমেন্টেব হাতে থাকিবে। ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৩৬ ধারা দেখ।

(১৮) চাকবান্ ভূমি মালগুজারী ভূমির সহিত সংযুক্ত হইবে, এবং মালগুজারী জমির ন্যায় চাকবান্ জমিও রাজকরের জন্য দায়ী থাকিবে। ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৪১ ধারা দেখ।

(১৯) যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া গবর্ণমেন্ট রাজকর আদায় করেন, সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া গবর্ণমেন্ট মালিকানা আদায় করিবেন; কারণ পূর্বমাত্রায় মালিকানা দিতে গবর্ণমেন্ট আপনাকে বাধ্য করিয়াছেন। ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৪৬ ধারা দেখ।

(২০) এখন গবর্ণমেন্টেব পাসে থাকিবে, তখন এই মালিকানা ট্রেজারী হইতে মাসে মাস নগদ দিও হইবে। ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৪৭ ধারা দেখ।

(২১) কোন জমিদার আপনার প্রাপ্য খাজানা অপেক্ষা অধিক আদায় করিলে তাঁহাকে অতিরিক্ত আদায়েব দণ্ড দিতে হইবে এবং প্রমাণ না দিয়া জমা বুজ করিতে পারিবেন না। ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ধারা দেখ।

[দখলি সত্ত্বাংশিষ্ট পজার খাজানা বৃদ্ধি করিতে হইলে তাহার উপর ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১০ ধারামতে নোটিস জারি করিতে হইবে। আর অধীন তালুকদারের খাজানা বৃদ্ধি করতে হইলে জমিদারকে ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ধারা নচেৎ কার্য্য করিতে হইবে। উক্ত ধারায় যে যে কারণে বৃদ্ধি হইতে পারে, তন্নিম্ন অন্য কারণে খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। যদি তালুকদারের জমি সমস্ত ধুইয়া যায়, তাহা হইতে খাজানা ভট্টবে মুক্তি দিতে হইবে, যদি জমি অংশতঃ ধুইয়া যায় তাহা হইলে অংশতঃ খাজানা মাফ দিতে হইবে। আমিরকদম বনাম সরসী-বালা দেবী।]

(২২) পল্টনে যৈ খাজানা দিতে চইবে তাহার পাট্টা তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখা দিতে হইবে। ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫৭ ধারা দেখ।

(২৩) প্রমোক্ত জজা জমিদার বা তালুকদারের নিকট হইতে পাট্টা চাহিতে

পারিবে; জমিদার বা তালুকদার অধীকৃত করিলে দেওয়ানী আদালত প্রকার
খরচা অনুসারে দণ্ড করিবেন। ১৭৯৩ সালের ৮ আইন ৫৯ ধারা দেখ।

(২৪) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে যে যে পাট্টা দেওয়া হইয়াছিল তাহার
মিহাদ পর্য্যন্ত সেই পাট্টা বহাল থাকিবে।

খুদকালত রাইয়তের পাট্টা অধৈর্যকপে প্রাপ্ত হইয়াছে জানিতে না পারা পর্য্যন্ত
রহিত করিতে কাহারও অধিকার নাই। ১৭৯৩ সনের ৮ আইনের ৬০ ধারা দেখ।

(২৫) মালিকানের প্রতিগ্রামের হিসাবপত্র রাখিবার জন্য পাটোয়ারী নিযুক্ত
করিবেন। ১৭৯৩ সনের ৮ আইনের ৬২ ধারা দেখ।

(২৬) জমিদারের বা তালুকদারের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের বিষয়ী-
ভূত বোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। ১৭৯৩ সনের ৮ আইনের ৬৩ ধারা দেখ।

৯ প্র। একজন পত্তনী তালুকদার খাজানা আদায় করিল না
জমিদারের দাবখাস্তগতে পত্তনী তালুকের নীলামী ইস্তাহার প্রচার
হইল। নীলামের অনধাবিত দিবসের পূর্বে পত্তনদার জমিদা-
রের প্রাপ্য বাকী সমস্ত টাকা জমিদারকে দিতে চাহিল। কিন্তু
নীলাম ইস্তাহার জারির ব্যয় যাহা জমিদার দিয়াছে, তাহা দিতে
অস্বীকৃত হইল। তৎপ্রযুক্ত জমিদার খাজানার টাকা লইতে
অসম্মত হইল, এবং পত্তনী তালুক নীলাম হইল। এই নীলাম
আইন সিদ্ধ কিনা ?

৯। উ। আইন সিদ্ধ। ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৩ ধারা দেখ।

১০ প্র। কোন প্রকারের ভূম্যধিকারীগণ কোর্ট অব ওয়ার্ডসের
প্রলোভন এবং কর্তৃত্বের অধীনে আসিতে পাবে ?

১০ ম উঃ। (ক) কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ যে সকল স্ত্রীলোককে আপন সম্পত্তির
তত্ত্বাবধান কার্যে অসমর্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,

(খ) কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ যাহাদিগকে নাগালক দাখল করিয়াছেন;

(গ) দেওয়ানী আদালত যাহাদিগকে মনোবিকার গ্রস্ত ও নিজেদের সম্পত্তি
রক্ষণে অক্ষম বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন,—

(ঘ) দেওয়ানী আদালত যাহাদিগকে অজ্ঞ হীনতা বা শারিরীক অক্ষমতা
নিবন্ধন নিজেদের সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে অসমর্থ এখিয়া নির্দেশ করিয়াছেন;

এই কয় শ্রেণীর লোক যদি সম্পূর্ণ মহালের মালিক হয়, অথবা সকলেই

যদি এক এজমালী মহালের মালিক হয়, তাহা হইলে তাহার কোর্ট অবওয়ার্ডসের অধীন হইবে। ১৮৭৯ সালের ৯ আইনের ৩।৭ ধারা দেখ।

১১ প্র। এইক্ষণ কোন ভূমিসম্পত্তির কোন কারণ বশতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইতে পারে কি না ?

১১ উ। চরের জমি সে জমির সহিত সংলগ্ন হয় সেই জমি যদি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন হয়, তাহা হইলে মালিক ইচ্ছা করিলে সংলগ্ন চরের জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইতে পারে।

কিন্তু মালিক বন্দোবস্তে রাজি না হওয়ায় যদি ঐ চর কাহাকে ইজারা দেওয়া হইয়া থাকে বা কালেক্টরের খাসমহালের অন্তর্গত হইয়া থাকে, তাহা হইলে মালিক মালিকানা মাত্র পাঠিবেন। ১৮২৫ সালের ১১ আইনের ৪ ধারা দেখ। বোর্ডের নিয়মাবলী দেখ।

১২ প্র। কোর্ট অবওয়ার্ডের কোন সম্পত্তি ইজারা দেওয়া বিষয়ে কোর্ট অবওয়ার্ডের কি ক্ষমতা আছে ;

১২ উ। কোর্ট অবওয়ার্ডসের আদেশানুসারে ম্যানেজার নাবালকের সম্পত্তি নূতন ইজারা দিতে বা পুরাতন ইজারার নূতন বন্দোবস্ত করিতে পারেন। ১৮৭৯ সনের ৯ আইনের ৩৯ ধারা দেখ।

সম্পূর্ণ।

রেবেনিউ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর ।

১৮৮১ সন ।



১প্র। যেসকল মহাল কোর্ট অব ওয়ার্ডসেব অধীন থাকা, অপ্রাপ্তবয়স্ক অথবা অযোগ্য ভূম্যধিকারী,—কেবল এজমালী, অবিভক্ত অংশ থাকে; তাহা বাকী পড়া রাজস্ব নিমিত্ত নীলাম হইতে বর্জিত কিনা ? ইহার আইন ব্যাখ্যা কর ।

১উ। এরূপ মহাল নীলাম হইতে বর্জিত ।

যে মহাল কোন এক অপ্রাপ্তবয়স্ক অথবা দুই কি তদধিক অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের সম্পত্তি না হয়, এবং দায়াদিকারের নিয়মিত ক্রমামুসারে কি কোন মৃত স্বামীর টাইল কি নিরুপণ পত্র বলে তাঁহার কি তাঁহাদের প্রতি বর্তিরাছে, যাৎ তদ্রূপ অপ্রাপ্তবয়স্ক কি অপ্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে একজন পূর্ণ একবিংশতি বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত না হন, তাঁহার কি তাঁহাদের অধিকার গত হইবার পরে যে রাজস্ব বাকী পড়ে, তজ্জন্য সেই মহাল বিক্রীত হইবে না । কিন্তু উক্ত অপ্রাপ্তবয়স্কতা কালে মহাল অন্য কোন কারণে বিক্রীত হইলে মহালের বিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে প্রথম বাকী রাজস্ব পরিশোধ করিতে হইবে ।

তদ্রূপ কোন মহালের রাজস্ব বাকী পড়িলে কালেক্টর সাহেব ঐ মহাল ক্রোক করিতে ও প্রাপ্য খাজানা ও বাকী খাজানা আদায় করিতে পারিবেন, এবং এরূপ করিতে হইলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কি কার্যাদ্যক্ষ দ্বারা কিম্বা টেন্ডারাদিরা কি অন্য যেকোন উচিত বোধ করেন, মহালের কর্তা চালাইতে পারিবেন । কিন্তু এরূপ বন্দোবস্ত দশ বৎসরের অধিক মিরাদ কি তদ্রূপ অপ্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে একজন যে সময়ে পূর্ণ একবিংশতি বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হন, তদধিক মিরাদে করিতে পারিবেন না । ১৮৭৯ সালের ৯ আইন ২৪ ধারা দেখ ।

২৪ ধারার যে বাকী রাজস্বের নিমিত্ত বিক্রয় না হইবার মুক্তি দান হইয়াছে, ঐ মহাল এক কি তদধিক অপ্রাপ্তবয়স্ক ভিন্ন অন্যের সম্পত্তি নয়, ও তজ্জন্য তদ্রূপ মুক্তি দান যোগ্য, কালেক্টর সাহেবকে এই কথার লিখিত নোটিগ, বিক্রয়ের পূর্বে দেওয়া না গেলে, ঐ মুক্তি বর্তিবেনা ।

১৮৭২ সালের ৯ আইনের ২৪ ধারা দেখ ।

২প্র। যে সমস্ত মহাল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহা রাজস্বের দায় হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত কি কি নিয়ম প্রচলিত আছে ?

২৫ উ। নূতন নক্সা দেখিয়া যখন স্থানীয় রাজস্ব কার্যকারকদের এমনত বোধ হয় যে, যে মহালের রাজস্ব একেবারে সরকারে দাখিল হয়, এমনত মহালের ভূমি সিকন্ত হইয়াছে, অথবা লুপ্ত হইয়াছে, তখন তাঁহারা অগৌণে সমস্ত মহালের মফঃসল জমারূপে সিকন্ত ভূমির মফঃসল জমা যত হয়, তাহার হিসাব করিয়া সমুদয় মহালের সদর জমারূপে সিকন্ত ভূমির সদর জমা যত হয়, তাহা বাদ দিবেন; কিন্তু সমুদয় মহালের কি লুপ্ত ভূমির মফঃসল জমা যদি ঐ স্থানের রাজস্ব কার্যকারকেরা জ্ঞানোদ্যমে নিকপণ করিতে না পারেন, তবে ঐ স্থানের রাজস্ব কার্যকারকেরা সমুদয় মহালের মোট ভূমির যত জুম সিকন্ত হইয়াছে, তাহার হিসাব করিয়া সেই হিসাব অনুসারে সদর জমা হইতে জমা মিনাহা দিবেন। এবং ঐকপে জমা মিনাহা দেওন এবং তাহার কারণের বিবরণ সদর বোর্ডে রিভিনিউর সাহেবদের বিজ্ঞাপন ও তকুম নিমিত্ত স্থানীয় রাজস্ব কার্যকারকেরা অগৌণে তথায় পাঠাইবেন এবং তদ্বশে সদর বোর্ডের সাহেবদের তকুম চূড়ান্ত হইবে।

১৮৪৭ সালের ৯ আটনের ৫ ধারা দেখ।

৩প্র। এমন কোন স্থল আছে কি না, যাহাতে আইন অনুসারে রাজস্বের দায় হইতে মুক্তি পাওয়ার স্বত্বের দাবী হইতে পারে ?

৩৬ উ। যে মহালের রাজস্বের পরিমাণ বৎসর এক টাকার উর্দ্ধ নহে; এবং যে মহাল একরূপ অমুর্কর হইয়া গিয়াছে যে, তাহার উপর রাজস্ব দাবী হইলে তাহা অবিক্রম হইয়া পড়ে, একরূপ মহালকে উপযুক্ত পণ লইয়া রাজস্ব দায় হইতে মুক্তি দিতে গবর্ণমেন্ট বাধ্য। এই মূল্যের পরিমাণ নির্ণয় করা ও তাহা কমান ও বাড়ান সমস্তই বোর্ডের হাতে। [বোর্ডের নিয়মাবলী সপ্তম অধ্যায় দেখ।]

৪প্র। কিয়ৎকালের জন্য বন্দোবস্ত হওয়া মহালে রাজস্বের দায় হইতে মুক্তি পাওয়ার স্বত্ব বর্ত্তিতে পারে কি না ?

৩৭ উ। কিয়ৎকালের জন্য বন্দোবস্ত হওয়া মহালের মালগুজারী বাণী পড়িলে, এবং ঐ মালগুজারী দিবার তারিখাবধি এক মাসের মধ্যে মালগুজারেরা ঐ বাণী আদায় করিতে ক্রটি করিলে, ঐ জমিদারী নীলাম করিবার কোন প্রতিবন্ধক আছে বোধ হইলে, এবং ঐ বাণী-আদায় হইবার প্রকাণ্ডতা না থাকিলে কয়েক

সাহেব কি কালেক্টরের ক্ষমতামত অন্য কোন সাহেব বোর্ডের সাহেবদের অনুমতি লইয়া শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেল বাগাজুরের হুকুমের অধীন ঐষ মালিকজারদের পাঁচশা পাট্টা, ৩ দেওরা পাট্টা ও কবুলিয়ৎ রদ করিতে এবং ১৫ বৎসরের অধিক না হয় এমন মিয়াদ, ঐ শ্রীযুক্ত কৌন্সিলের ঠিকের নিরূপণ করেন, সেই মিয়াদের মধ্যে ঐ মহাল ইঞ্জার দিতে, কি ঐ মত মিয়াদে, বাস তহশিলে রাখিতে ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু ঐ নীলামের কোন প্রতিবন্ধক থাকা না থাকার কি বা কী আদার হটবার প্রকৌশলর থাকা না থাকার বিষয়ে রাজস্বের কার্যভারাক্রান্ত সাহেবদের নিপত্তিই চূড়ান্ত হইবে ইত্যাদি।

১৮২৫ সালের ৯ আইনের ৪ ধারা দেখ।

৫ম প্র। এক্ষণে কি কি প্রকাবের মহাল বন্দোবস্তের অধীনে আইনে ?

- ৫ম উত্তর। (১) বাজেরাপ্ত লাখেবাজ ভূমি,
- (২) যে মহাল গবর্ণমেন্ট ক্রয় করিয়াছেন,
- (৩) যে মহাল গবর্ণমেন্ট আয়সমাৎ করিয়া লইয়াছেন, বা
- (৪) যে মহাল উত্তরাধিকারী অভাবে গবর্ণমেন্টে বর্তিয়াছে,
- (৫) বহতা নদী মাধ্য যে দ্বীপ উৎখিত হইয়াছে,
- (৬) সংলগ্ন নবজাত চর ভূমি;
- (৭) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহালের অন্তর্গত অবন্দোবস্তী জমি,
- (৮) অনাবাদী জঙ্গল ভূমি;
- (৯) পত্তিত ভূমি;

এই কয় প্রকার জমি নূতন বন্দোবস্তের অধীনে আসিতে পারে।

বোর্ডের নিয়মাবলী ২৭০ পৃষ্ঠা।

৬ষ্ঠ প্র। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নিমিত্ত আইন অনুসারে স্বত্ব হইতে পারে এমন স্থল আছে ?

৬ষ্ঠ উত্তর। সংলগ্ন চরভূমি যে মহালের সহিত মিলিত হয়, সেই মহালের যদি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকে, তাহা হইলে সংলগ্ন চরভূমিরও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইতে পারিবে। ১৮২৫। ১১ আইন '৪ ধারা দেখ।

৭ম প্র। পত্তনী নীলাম হওয়ার কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

৭ম উত্তর।

(১) প্রকাশ্য কাছারীতে নীলাম করিতে চাইবে।

(২) কালেক্টর সাহেব নীলাম করিবেন ও তাঁহার কাছারীতেই নীলাম হইবে।

(৩) যে ব্যক্তি সর্ভাপেক্ষা অধিক মূল্য ডাকিবে, তাহারই ডাক মঞ্জুর হইবে।

(৪) বাকিদার ভিন্ন আর যে কেহ ডাকিতে পারিবে, বাকীদারের অধীন পেটোয়ারাদারও ডাকিতে পারিবে।

(৫) নীলাম সারা হইবামাত্র পণের টাকার মধ্যে শতকরা ১৫ পৌনর টাকা ডাকের দুই ঘণ্টা কাল মধ্যে নগদ দিতে হইবে। ব্যাক্সনোট বা কোম্পানী কাগজ দিলেও চলিবে।

(৬) যদি কালেক্টর সাহেবের মনে সন্দেহ হয়, যে ব্যক্তি ডাকিল, তাহার দুই ঘণ্টার মধ্যে শতকরা ১৫ টাকা দিবার সামর্থ্য নাই, তাহা হইলে তিনি তাহার ডাক মঞ্জুর না করিতে পারেন।

(৭) দুই ঘণ্টার মধ্যে শতকরা ১৫ পনর টাকা পণের টাকানা দিলে ঐ মজলিসেই ইস্তাহারী লাট পুনরায় নীলাম করা যাইবে।

(৮) যদি শতকরা ১৫ টাকা পণের টাকা দিমা নীলাম পরিশদার পণের বাকী টাকা নীলামের দিবসর হইতে অষ্টম দিবসের দুইপ্রহরের মধ্যে অবশিষ্ট টাকা না দেয়, তবে দুইপ্রহরের পর এই চৌদ্দরা ফিরান হইবে যে, পর দিন নীলাম হইবে। এবং উক্ত নবম দিবসে যথা রীতি নীলাম হইবে। যদি পূর্বে ডাক অপেক্ষা কম ডাক হয়, তাহা হইলে পূর্বে ডাকদারকে সেট ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। ঐ টাকা ডিক্রীর জারীমতে আদায় হইবে। দাবিলকরা শতকরা ১৫ টাকা সরকারীতে বাজেয়াপ্ত হইবে।

(৯) নীলামের সময়ে লট্‌কান্ ইস্তাহারী পুলিশ লইয়া কৈফিয়তের লিখিত বিলিমতে লাট সকল নীলামে ধরা যাইবে।

(১০) ভূমিদারের তরফ হইতে এক ব্যক্তি ইস্তাহারের লিখিত বাকীদার লোকের মহালাতব এবং নীলামের পারিগ পর্যন্ত উত্তল ও মফঃসলে নোটিসজারী রাসদ সহ উপস্থিত থাকিবে।

(১১) যথাসময়ে নোটিসজারী হইয়াছে, ও খাজানা বাকী আছে নিশ্চিত জানিলে কালেক্টর সাহেব নীলাম করিবেন। ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৯১০ ধারা

৮ম প্র। ১৮৫৯ সালের ১১ আইন এবং ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনমতে পৃথক হিসাবের অরস্থা বর্ণনা কব।

৮ম উত্তর। ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ও ১১ ধারামতে স্বতন্ত্র হিসাব হইবে।

১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৭০ ও ৭১ ধারামতেও স্বতন্ত্র হিসাব হইবে।

শেষোক্ত আইনের ৬৯ ধারার লিখিত আছে যে, ১৮৫৯ সালের ১১ আইনে

ভাষান্তরের বিধান থাকিলেও, কোন প্রার্থককে এই আইনমতে যে মহালের ভূম্য-
বিকারী কি কার্যাদ্যক বলিয়া লিপিবদ্ধ করা যায়, সেই মহালে তাঁহার স্বার্থের
ভাব ও পরিমাণানুসারে তাঁহার অংশের স্বতন্ত্র হিসাব করা যাইতে পারিবে, নতুবা
এই আইন প্রচলিত হওনের সময়াবধি ঐ আইনের দশ কি ১১ ধারামতে প্রার্থ-
কের অংশের উপলক্ষে ঐ ঐ ধারার বিধানমতে স্বতন্ত্র হিসাব করা যাইবে না।

পূর্বেকৃত দুই আইনের ধারা দুয়ের কার্যালগালী ও অভিপ্রায় একই।

১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৬৯৭০-৭১ ধারা দ্বারা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের
১০ ও ১১ ধারা সীমাবদ্ধ হইরাছে মাত্র। তাহার নাম ১৮৭৬ সালের ৭ আইনমতে
লিপিবদ্ধ হয় নাই, তাহার উত্তর আইনমতেই স্বতন্ত্র হিসাব পত্তনের দরখাস্ত করিবার
অধিকার নাই।

(ক) প্রার্থনাকারী মহালের কোন অংশের বা মহালের ভূমির কোন বিশেষ
অংশে যে অবিকল্প স্বার্থ থাকে, প্রার্থনাপত্রে তাহা বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিবেন
ও ঐ ভূমির চতুঃসীমা ও তাহার পরিমাণ ও ঐ অবিকল্প স্বার্থের জন্য গবর্ণমেন্টে
যত টাকা রাজস্ব দিয়া আসিতেছেন এটী সঙ্গল বর্ণনা লিখিবেন। ১৮৫৯ সালের
১১ আইনের ১০ ধারার নোটিস প্রচার করিবার যে বিধান আছে, কালেক্টর সাহেব
সেই প্রার্থনাপত্র পাঠিলে সেই বিধানমতে নোটিস প্রচার করাষ্টবেন।

(খ) তাহা প্রকাশ করিবার সময়াবধি যদি লিপিবদ্ধ কোন সহ অংশী ছদ্ম
সম্প্রদায়ের মধ্যে আপত্তি না করেন, তবে কালেক্টর সাহেব তাহার স্বতন্ত্র হিসাব
মঞ্জুর করিবেন, ও তাঁহার অংশের টাকা স্বতন্ত্র জমা করিয়া লইবেন।

(গ) কালেক্টর সাহেব যে তারিখে স্বতন্ত্র হিসাবের অনুমতি লিপি দেন, সেই
তারিখ হইতে প্রার্থকের অংশের স্বতন্ত্র দায় চলিবে।

৯ম প্র। যে মহালের সম্বন্ধে পৃথক হিসাব খোলা গিয়াছে,
তাহা বন্ধ করিবার নিয়ম কি বর্ণনা কর।

৯ম উঃ। স্বতন্ত্র হিসাব বন্ধ করিয়া নূতন হিসাব পত্তনের প্রার্থনাপত্র পাঠিলে
কালেক্টর সাহেব সেই প্রার্থনাপত্রের নকল ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারার
বিধানমতে প্রচার করাষ্টবেন; তাহা প্রকাশ করিবার তারিখ অবধি মহালের লিপি-
বদ্ধ অন্য ভূম্যধিকারী ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আপত্তি না করিলে, তৎকালে যে হিসাব
খোলা থাকে কালেক্টর সাহেব তাহা বন্ধ করিয়া প্রার্থকের প্রার্থনানুসারে ১৮৫৯
সালের ১১ আইনের ১০ ধারা দ্বারা ১১ ধারামতে কিছা বিষয়বিশেষে এই
আইনের ৭০ ধারামতে তাঁহার স্বতন্ত্র হিসাব করিবেন।

যদি কোন পক্ষ কোন আপত্তি উত্থাপন করেন।

তাহা হইলে কাণেক্টর সাঠেব উত্তরপক্ষকে দেওয়ানী আদালতে বাইতে বলিবেন, ও সেই বিবাদীয় বিষয় যত দিন আদালতে নির্ণয় না হয়, তত দিন আপনাদের আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিবেন। ১৮৭৬ সালের ৭ আইন ৭৪ ধারা।

১০ম প্র। মহালের মালিক অথবা সিক্‌মিদার তাহার প্রাপ্য টাকার (রোড্‌সেস্‌) আইনমতে কি প্রকারে আদায় করিতে পারে? এবং কোন মহালের রেজেষ্টরী হওয়া অংশিদার কি প্রকারে তাহার সরিক হইতে তাহার প্রাপ্য টাকা আদায় করিতে পারে?

১০ম উঃ। (ক) মহালের মালিক অথবা সিক্‌মিদার (তালুকদার) যদি সমস্ত পথকর ও পূর্তকার্য্যকর দেন, তাহা হইলে সেই ভূমির খাজানা বাকী পড়িলে তিনি যেকোন ও যে দণ্ডবিধানমতে তাহা আদায় করিতেন, সেইরূপে ও সেই দণ্ডবিধানানুসারে ঐ টাকা বৎসর শতকরা ১২½ টাকা সুদ সহিত প্রকার নিকট আদায় করিতে পারিবেন। ১৮৮০ সালের ৯ আইনের ৪৭ ধারা দেখ।

(খ) যদি কোন মহালের কি তালুক প্রভৃতির সেই মহালের কি তালুক প্রভৃতির পথকর ও পূর্তকার্য্যকর শোধ করেন, বা উক্ত মহাল বা তালুক প্রভৃতিগত স্বীয় স্বার্থানুসারে তাহার যত টাকা দিতে হয়, তদতিরিক্ত ঐ ঐ করের স্থিতিদংশ দেন তাহা হইলে তিনি যে যে সহ অংশীর অংশ ও স্বার্থের নির্দিষ্ট যত টাকা দিয়াছেন, সেই সেই সহ অংশীর স্থানে পূর্বোক্ত মতে ও পূর্বোক্তরূপ দণ্ডবিধানানুসারে তাহাদের দেয় সেই টাকা আদায় করিতে পারিবেন অথবা আপনাদের সহ অংশীদের মধ্যে হিসাব নিষ্পত্তির কালে ঐ টাকা ভ্রা করাইয়া লইতে পারিবেন। ১৮৮০ সালের ৯ আইনের ৪৮ ধারা দেখ।

১১ প্র। আম মোক্তার নামা কত মূল্যের ফ্যাম্পে হইবে।

১১ উ। ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ১ তফসীলের ৫০ নম্বর।

৫০। মোক্তারনামা অর্থাৎ ঘাফা ৫১ নং মতে মানুল যোগ্য এতিনিবি পঞ্জর।

১২ প্র। রাজকীয় বাঁধ কাহাকে বলে?

১২ উ। নদীর বা সমুদ্রাদির জলোচ্ছ্বাস হইতে ভীর ভূমিকে রক্ষা করিবার জন্য যে প্রাচীর বা মাটির বাঁধ প্রস্তুত করা হয়, তাহাকেই রাজকীয় বাঁধ কহে।

১৮৭৩ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার ৩য় খাণ্ড।

(ক) একই বাপার সম্বন্ধে এক কি করেক খানি দলীল রেজেষ্টরী করিবার জন্য উপস্থিত করানরূপ একই অতিপ্রায়ে সম্পাদিত হইলে ১০ আউ আদায়।

(খ) 'ক' নিষিদ্ধ অভিপ্রায় ভিন্ন একই ব্যাপার সম্বন্ধে এক বা অনেক ব্যক্তিকে কার্য্য করিবার ক্ষমতা দান হইলে ১১ এক টাকা।

(গ) পীচের অনধিক ব্যক্তির প্রতি একাধিক ব্যাপার কি সাধারণমতে একত্র বা স্বতন্ত্র কার্য্য করিবার ক্ষমতাদান হইলে পীচ টাকা।

(ঘ) পীচের অধিক তিস্ত দেশের অনধিক ব্যক্তির প্রতি একাধিক ব্যাপারে কি সাধারণ মতে একত্র বা স্বতন্ত্র কার্য্য করিবার ক্ষমতা দান হইলে দশ টাকা।

(ঙ) জ্বলান্তরে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি ১১ এক টাকা।

ব্যাখ্যা এই সংখ্যা সম্বন্ধে একাধিক ব্যক্তি একই ফার্মের লোক হইলে এক ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করা যাইবে।

সম্পূর্ণ।

রেবেনিউ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

১৮৭৯ সন।

১ম প্র। থানা অথবা পুলিশের সরঞ্জামী খরচের জন্য মালিকি জমিদারদিগকে যে জমি অধিকার করিশার স্বত্ত্ব দেওয়া গিয়াছিল তৎসম্বন্ধে ১৭৯৩ সালের ১ আইন অনুসারে কি কি বিধান হইয়াছিল।

১ম উ। যেহেতু গবর্ণমেন্ট খাস ও পুলিশের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন, এইজন্য খাস অথবা পুলিশের সরঞ্জামী খরচের জন্য মালিকি জমিদারদিগকে যে জমি অধিকার করিবার স্বত্ত্ব দেওয়া গিয়াছিল, তাহা যখন উচ্চা ভূগনই ফিরাটয়া লইবার অধিকার গবর্ণমেন্ট নিজের হস্তে রাখিলেন। এই জমির খাজানা সদর খাজানাও সামিল হইবে না—কারণে সাবেক ঠিক জমিদারগণের নিবট হইতে স্বতন্ত্র আদায় করিবেন। যদি কখন গবর্ণমেন্ট ঐ জমি বাজেয়াপ্ত করেন তাহা হইলে সেই জমির খাজানা পুলিশের কাগ্য ভিন্ন অন্য কার্যে বিনিয়ুক্ত হইবে না। ১৭৯৩ সনের ১ আইনের ৮ ধারা ৪র্থ শাখা।

২য় প্র। কোন্ অবস্থায় এবং কি স্বত্বে ১৭৯৩ সালের ৮ আইন অনুসারে যে সকল মালিকে জমিন তাহাদেব সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। তাহাদিগকে ১৭৯৩ সালের ৮ আইন অনুসারে (১) নানকর (২) খামার (৩) নিজজোত ও (৪) নিজের ও পরিবার বর্গের ভরণ পোষণোপযোগী অন্যান্য জমি দখলে রাখিতে দেওয়া হইয়াছিল।

২য় উত্তর। যে ভূমির অধিকারিরা আপনাদের ভূমির বন্দোবস্ত করিতে কবুল না করে, তাহা হইলে নিম্ন লিখিত অবস্থায় এবং নিম্নলিখিত স্বত্বে (১) নানকর, (২) খামার, (৩) নিজজোত, ও (৪) নিজের পরিবারবর্গের ভরণ পোষণোপযোগী অন্যান্য জমিতে ভোগ দখল রাখিতে পারিবেন।

(ক) যদি তাহারা বোর্ড রেবেনিউর সাক্ষেব দেব প্রমাণ দর্শায় যে প্রীযুক্ত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের দেওয়ানী হইবার তারিখের—ইংরেজী ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্টের পূর্বে সেইরূপে সে ভূমি তাহাদের ভোগ দখলে ছিল।

(২য় খণ্ড)

রেঃ পঃ প্রস্তোত্তর (১৮৮১ সন)

৩৯৯

(খ) এবং অদ্যাবধি যে যে কালে তাগাদের মালিকগণেরি ভূমি খাস তহ-
সিল কি টজারা হটরা খাৎ, সেট সেট কালেও তাগাদের ভোগদখলে
রাপিয়াছিল।

(ব) কিন্তু মালিকান প্রকশে যাঁরা ৪৪ ধারা ক্রমে বেদখল অধিকারীদের
লা-পার্শে পার্শা আছে, তাহাব মধ্যে সেট নানকর ও গরুর ভূমির উৎপন্ন যাক
টাকা হয় তাহা বাদ দিয়া বাকী তাগাদা নগদ পাববে। ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের
৩৯ ধারা।

৩য় প্র। কোন মালিকে জমিন্ তাহার অধীনস্থ পত্তনী
দারের পত্তনী স্বত্ব বাকী খাজানাব জন্য নীলাম করাইবার প্রার্থনা
করে। তখন পত্তনীদারের উপর নোটিস জারি করাইবার সম্বন্ধে
১৮১৯ সালের ৮ আইন অনুসারে কি কি বিধান আছে এবং সেই
বিধান অনুসারে নোটিস জাব কবিনাব জবাবদহি কাচাব উপর,

৩য় উ ১ম শাখা (ক) নোটিস জারি, একজন পিয়নের দ্বারা মফঃসলে জারি
করিতে হইবে।

(খ) পিয়ন জারিকরিয়া বাতীদার বা তাহার মানোজারের সাক্ষর করাটয়া
আনিবে।

(গ) যদি তাগাদগাক নাপায় তাঁরা হটলে প্রতিবানী শিনজন মাকবর
শোক্তকব এট মর্শ্ব সার্টিফিকেট আনিবে যে, উক্ত নোটিস বীতিমত জারি
হইয়াছে।

(ঘ) যদি সার্টিফিকেট দেওয়া যায় হয় যে, উক্ত নোটিস ১৫ ট বৈশাখের
পূর্বে জারি হইয়াছে তাহা হইলে নীলাম হইতে পারিবে।

(ঙ) যদি প্রতিবাসী কেত সহি করিতে না চাহে, তাহা হইলে পিয়ন
নিকটবর্তী মুন্সেফের কাছারীতে বা পুলিশে গিয়া হলফ লটয়া বলিবে যে
নোটিস বীতিমত জারি হইয়াছে। এট হলফান এজাহার লটয়া মুন্সেফি বা
পুলিশ কর্মচারী উক্ত মর্শ্ব সার্টিফিকেট লিপিয়া পিয়নের হস্তে সমর্পণ করিবেন।

২ শাখা।

নোটিস বীতিমত জারি ৭ বিবার দায়িত্ব শুদ্ধ জমিদারেরেট উপর থাকিবে।

১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারার ২য় শাখা।

৪র্থ প্র। কিকি অবস্থায় বাকী খাজানার জন্য প্রজাকে ভূমি
হইতে উৎখাত করা যাইতে পারে?

১। প্রজার দখলী স্বত্ব থাকিলে কিরূপ ?

২। আর দখলীস্বত্ব না থাকিলেই বা কিরূপ ?

৪র্থ উত্তর।

(২) বাঙ্গলা সনের শেষে অথবা বিষয় বিশেষে কসলী কি বিলয়তি সনের জ্যেষ্ঠ মাসের শেষে বোনা রাইয়তের খাজানা পাওয়া থাকিলে, যে ভূমির খাজানা বাকী হয়, তাহা হইতে ঐ রাইয়তকে উঠাইয়া দেওয়া যাউতে পারিবে। (১) কিন্তু রাইয়তের দখলী স্বত্ব থাকিলে কি পাট্টাক্রমে ভূমি ভোগ হইয়া সেই পাট্টার মিয়াদ না কুরাইলে এট আইনের বিধান মতে ডিক্রী কি হুকুম জারী করণ ডিম তাহাকে উঠাইয়া দেওয়া যাউত পারিবে না। ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের ২২ ধারা দেখ।

৫ম প্র। কি মিয়াদ মধ্যে জমিদার নালিশ করিবে—

(১) কবুলিয়তের জন্য ?

(২) বাকী খাজানার জন্য ?

(৩) কোন নায়েবের নামে নিকাশের দাবীতে ?

৫ম উ। (১) কবুলিয়তের জন্য নালিশ ভূমি দখলে থাকিবার যে কোন সময় উপস্থিত করা যাউতে পারিবে। ১৮৬৯ সাঃ ৮ আঃ ২৮ ধারা।

(২) খাজানা প্রাপ্য হওয়ার তিন বৎসরের মধ্যে। ১৮৬১ সাঃ ৮ আঃ ২৯ ধারা

(৩) কোন নায়েবের নামে নিকাশের দাবীতে মোকদ্দমা, তাহার কর্ত্ত্ব থাকিবার কোন সময়ে, কি কর্ত্ত্ব গেলে পর এক বৎসরের মধ্যে উপস্থিত করা যাউতে পারিবে।

কিন্তু সাধারণ নালিশ পরিবার অধিকার থাকে, ঐ গোমস্তা সেই প্রকারের টাকা পাটবাছে এই কথা প্রতারণাক্রমে তাহার কাছে গোপন করা গেলে, কি গোমস্তা কোন প্রতারণার হিসাব দিলে, ঐ ব্যক্তি প্রথম যে সময়ে ঐ প্রতারণা জানিতে পাইল, সেই সময় অবধি এক বৎসরের মধ্যে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাউতে পারিবে। কিন্তু ঐ গোমস্তার কর্ত্ত্ব বাইবার পর তিন বৎসরের অধিক কোন সময়ে সেই প্রকারের মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাউতে পারিবে না। ১৮৬৯ সালের ৮ আঃ ৩০ ধারা দেখ।

৬ষ্ঠ প্র। বাকী খাজানার নালিশী আরজীতে কি কি কথা অবশ্য লিখিতব্য ?

৬ষ্ঠ উঃ। বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে

তাহার নালিশর আরকীতে অর্থাৎ আবেদনপত্রে এইরূপ কথা লিখিতে হইবে,

(১) ভূমি যে গ্রামে ও যে মহালে ও যে পরগণায় কিম্বা স্থান বিণেবের অন্য যে খেতে থাকে তাহার নাম ।

(২) ভূমির বার্ষিক খাজানা ।

(৩) যে বৎসরের নিয়মে দাওয়া হয়, তাহার কিছু খাজানা পূর্বে পাওয়া গেলে যত টাকা পাওয়া গেল ।

(৪) যত টাকা বাকী আছে, ও যত কালের বাকী বলিয়া ব্যক্ত হয় ।

(৫) রাইসতের স্থানে বাণী পাওনা প্রকাশ হইলে ভূমির পরিমাণ ও গবর্ণ-মেন্টের করিপানকুশায় ক্ষেত্রের নম্বর থাকিলে সাধ্যমতে প্রত্যেক ক্ষেত্রের নম্বর আবেদনপত্রে লিখিতে হইবে । ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের ৪৩ ধারা দেখ ।

৭ম প্র । ১৮৫৯ সালের ১১ আইন অনুসারে যে নীলাম হয়, সেই নীলাম কোন্ কোন্ অবস্থায়, এবং কি কি হেতুতে দেওয়ানী আদালত কর্তৃক রদ করা যাইতে পারে ?

(৭ম উঃ । (১) এই আইনের (১৮৫৯ সালের ১১ আইনে) বিধানের বিপরীতে নীলাম হইয়াছে,

(২) এবং এই অনিয়ম নীলামের দরুন বাদীর বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে,

(৩) এবং এই সকল কথা ২৫ ধারামতে আপীলে কমিশনের সাহেবেরও নিকট জানান হইয়াছিল,

এইরূপ প্রতিপন্ন হইলে দেওয়ানী আদালত এই নীলাম রদ করিতে পারিবেন ।

• (৪) কিন্তু নীলামের তারিখের এক বৎসরের মধ্যে কজু না হইলে, কোন দেওয়ানী আদালত এরূপ মোকদ্দমা লইতে পারিবেন না ।

(৫) যিনি নীলাম খরীদের টাকা অংশ লইয়াছেন, তিনি সেই নীলাম রদ করিয়ায় নালিশ করিতে পারিবেন না ।

(৬) তবে বাহার কার্যের ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত জ্ঞান করে তাহার নামে খেসারতের নালিশ করিতে পারিবে । ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৩৩ ধারা দেখ ।

৮ম প্র । সরকারী বাকী রাজস্বের জন্য ১৮৫৯ সালের ১১ আইন অনুসারে যে নীলাম হয়, সেই নীলাম কি কি অবস্থায় স্থানীয় গবর্ণমেন্ট রদ করিতে পারেন ?

৮ম উঃ। নীলামের উপর আপীল হইলে রাজস্বের কমিশনার সাতের কঠিন ব্যবহার বা অন্যায় হইয়াছে বলিয়া, তখন চূড়ান্ত হুকুম জারী না করিয়া সেই কপা বোর্ড রেভিনিউর সাহেব দিগকে প্রণাইতে পারিবেন ও তাঁহারা উপযুক্ত কারণ দেখিলে স্থান বিশেষের গবর্ণমেন্টকে নীলাম অন্যথা করিবার পরামর্শ দিতে পারিবেন একপ ক্ষেত্রে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট নীলাম অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, ও যে যে নিয়ম যথার্থ ও উচিত বোধ হয়, সেই সেই নিয়মমতে ঐ মহাল কি তাহার অংশ মালিককে ফিরিয়া দেওয়াইতে পারিবেন। ১৭৫৯ সালের ১১ আইনের ২৬ ধারা দেখ।

৯ম প্র। জমিদারী বাটোয়ারায় লাখেরাজ জমি সম্বন্ধে কি করিতে হইবে ?

৯ম উঃ। যে ভূমি যথার্থই নিষ্কররূপে ভোগ হইয়া থাকে, মহালের ভূম্যধিকারিয়া সেই ভূমির খাজানা লইবার স্বত্বের দাওয়া রাখিলে বা না রাখিলেও, ডেপুটী কালেক্টর আদিম মতালের মধ্যে সেইরূপ ভূমি দেখিতে পাইলে, স্বতন্ত্র মহালের মধ্যে ঐ ভূমি ভাগ কি নিরূপণ করিবে না, কিন্তু আদিম মহাল হইতে যে পৃথক মহাল করা যায়, তাহা ঐ আদিম মহালের যের অংশ হয়, ঐর ভূমি সাধারণরূপে সেই অংশানুসারে সেই মহাল সম্পর্কীয় থাকিল এই কথা বটনগজে ও আনুষ্ঠানিক কার্যেরপক্ষে বিশেষ করিয়া লিখিবেন।

কিন্তু আদিম মহালের লিপিবদ্ধ ভূম্যধিকারী সম্মত হইলে, ঐর ভূমি কিম্বা তদ্ব্যতীত কোন ভূমি পৃথক নানা মহালের মধ্যে নিরূপণ করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে, তাহার সম্মত না হইলে দেওয়া যাইবে না। ১৮৭৬ সালের ৮ আইনের ১১০ ধারা দেখ।

১০ম প্র। কোন মোকদ্দমায়, কি কোন মোৎফরকা মোকদ্দমায় প্রমাণ দিবার ভার কাহার উপর ?

১০ম উঃ। যে ব্যক্তি যে ঘটনার উপর আদালতকে কোন রায় দেওয়াইতে চাহেন, তাঁহাকে সেই ঘটনার অস্তিত্ব প্রমাণ করাইতে হইবে।

যখন কোন ব্যক্তি কোন ঘটনার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে বাধ্য তখনই বলাস্বাক্ষর যে প্রমাণের ভার তাঁহারই উপর স্তম্ভ আছে। ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১০১ ধারা দেখ।

১১শ প্র। কোন্ কোন্ অবস্থায় কোন্ কোন্ সাক্ষী সাক্ষ্য দেওয়ার কালে কোন্ পুস্তক কি কোন্ পত্র স্মরণার্থ দেখিতে পারে ?

১১শ উ:। (১) সাক্ষী ঘটনার সময় নিজ হস্ত লিখিত কোন পত্র—যে পত্র সম্বন্ধে তাহাকে প্রার্থ করা হইয়াছে—স্বরণার্থ দেখিতে পারে।

(২) সাক্ষী অপরের হস্ত লিখিত পত্র ও স্মরণার্থ দেখিতে পারে, যদি পূর্বে তাহা পড়িয়া থাকে এবং পড়িবার সময় তাহাকে অকৃত্রিম বলিয়া বোধ করিয়া থাকে।

(৩) কোন পারদর্শী সাক্ষী ব্যবসা সম্বন্ধীয় পুস্তক স্মরণার্থ দেখিতে পারে।

১৮৭২ সালের ১ আইনের ১৫৯ ধারা দেখ।

১২শ প্রশ্ন। মোকদ্দমাভুক্ত কোন পক্ষ এবং তাহার উকীল বা মোক্তারের মধ্যে যে সকল কথা বার্তা বিশ্বাসের সহিত করা হইয়াছে, সেই সকল কথা কি কি অবস্থায়, এবং কতদূর পর্য্যন্ত আদালত সেই মোকদ্দমাভুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে প্রকাশ করিতে বাধ্য করিতে পারেন।

১২শ উ। (১) যদি সে কথা বার্তা কোন অর্থে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হইয়া থাকে,

(২) যদি কোন বারিষ্টার উকীল বা আটর্নি মোকদ্দমা লওয়ারপর কোন চাভুরী প্রবঞ্চনা বা অপরাধ কৃত হইয়াছে জানিতে পারেন তাহা, এবং

যদি মোকদ্দমাভুক্ত আপন ইচ্ছায় স্বাক্ষা দিতে অগ্রসর হবেন তাহা হইলে তাহার অগনবন্দী বিশদ করিবার নিমিত্ত যতখ নি প্রযোজন, আদালত স্বাধারাজীর সহিত বিশ্বস্ত কথাবার্তা হইয়াছে মোকদ্দমাভুক্ত ব্যক্তিকে সেই পরিমাণ মাত্র বিশ্বস্ত কথা আদালতে প্রকাশ করিতে বাধ্য করিতে পারেন।

মোক্তারের সহিত পক্ষ ভুক্ত ব্যক্তির যে বিশ্বস্ত কথা বার্তা হয় তাহা ব্যক্ত করিতে উভয়েই সকল সময়ে বাধ্য। উ: রি: ফো: ১০।১৪।

(খ) যদি কথা বার্তা গোপনীয় ভাবের হয় তাহা হইলেই গোপন রাখার অধিকারযুক্ত হইবে। ডা লা রি বোন্সে ৩৯১।

রেবেনিউ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

১৮৮৩ সন।

১ম প্রশ্ন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা সরকারের অর্থাৎ গবর্ণ-
মেন্টের কি কি স্বত্ব রাখা গিয়াছিল।

১৭৯৩ সালের ১ আইনের দ্বারা গবর্ণমেন্ট নিম্নলিখিত স্বত্বগুলি নিজের হস্তে
রাখিয়াছেন :

(১) রাজার কর্তব্য সকল শ্রেণীর লোককেই রক্ষা করা বিশেষতঃ দীন ধরিজ
অনাথ লোকদিগকে রক্ষা করা সর্বাপেক্ষা অধিক কর্তব্য, এষ্ট জন্য অধীন তালুক-
দার প্রভা, ও চাষিগণের রক্ষা ও মঙ্গলের জন্য গবর্ণমেন্ট যে যে আইন আবশ্যক
বোধ করিলেন সেই সেই আইন বিধিবদ্ধ করিবেন। ইহার জন্য জমিদার বা স্বাধীন
তালুকদার নির্দিষ্ট খাজানা দিতে কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না। ১৭৯৩
সনের ১ আইনে ৮ ধারার ১ম শাখা দেখ।

(২) গবর্ণর জেনারল ১৭৯০ সালের ২৮এ জুলাই জারি করিয়া দিয়াছেন
তজ্ঞনা জমিদারদের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ করিয়াছেন। গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা
করিলে ঐ কর বা অন্যবিধ কর স্থাপন করিতে পারিবেন। জমিদারেরা তাহার
অংশ পাইবেন না অথবা তাহার জন্য খাজানা হইতে কিছু বাদ পাইবেন না।
১৭৯৩ সনের ১ আইনের ৮ ধারার ২য় শাখা দেখ।

(৩) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বহিভূত বাজেয়াপ্তি জমিতে গবর্ণমেন্ট যে কর
স্থাপন করিবেন জমিদার তাহার কোন অংশ পাইবেন না, তাহা সমস্তই গবর্ণমেন্টের
হইবে। ১৭৯৩ সনের ১ আইনের ৮ ধারার তৃতীয় শাখা দেখ।

(৪) পুলিশের ব্যয় নির্দিষ্টার্থ জমিদারকে যে ভূমিসম্পত্তি দেওয়া হইয়াছে,
তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বহিভূত ; সুতরাং গবর্ণমেন্ট যখন ইচ্ছা তাহা পুনঃ গ্রহণ
করিতে পারিবেন। তাহা হইলে পুলিশের ব্যয় আর জমিদারকে দিতে হইবে না।
১৭৯৩ সনের ১ আইনের ৮ ধারার ৪র্থ শাখা দেখ।

২য় প্রশ্ন। নিম্নলিখিত শব্দের অর্থ লিখ

(১) জঙ্গলবুবি তালুক ; (২) মালগুজাবি আগমা (৩) খোদ-
কাস্ত রাইয়ৎ (৪) মালিকানা (৫) খাসার (৬) চাকরান ; (৭) মক-
ররী পাট্টা।

২য় উ।

(১) জঙ্গলবুরি তালুক চক্ষিণ গংগা ও বশোহরের অন্তর্গত যে জঙ্গলময় মহাল মকররী বন্দোবস্তের সময় কালেক্টর সাহেবের ভজুর ভটিতে বিশেষ পাট্টা দ্বারা পাওয়া গিয়াছে তাহাকে জঙ্গলবুড়ি তালুক বলে। ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ৩ প্রকরণ দেখ।

(২) মাগুজারী আয়মা—ভূম্যধিকারীরা টাকা লইয়া যে সকল আয়মা দান করিয়া থাকেন আরমাণীওরা যে ভূমির মাগুজারী ভূম্যধিকারীদিগকে দেয় তাহা তেই মাগুজারী আয়মা বলে, জঙ্গলবুড়ী তালুক সম্বন্ধে যে সকল দাঁড়া ৮ম ধারায় লিখিত আছে তাহার সম্বন্ধেই সেই দাঁড়া ধার্য। ১৭৯৩ সনের ৮ আইনের ৯ ধারা দেখ।

(৩) যে রাইসং স্বগ্রামের জমি চাষ করে তাহাকে পোদকান্ত রাইসং বলে এবং যে প্রজা অন্য গ্রামে বাস করিয়া গ্রামান্তরের জমি চাষ করে তাহাকে পাই-বন্ত রাইসং বলে।

(৪) মালিকানা—মালিক—স্বত্বাধিকারী যখন মালিকের সঙ্গে গবর্ণমেন্টের খাজানা লইয়া অমিল হয়, তখন গবর্ণমেন্ট মহাল খাসে লইয়া বা ইজারা দিয়া মালিককে যে বৃত্তি দেওয়া হয় তাহার নাম মালিকানা। এষ্ট মালিকানা শতকরা ৫ টাকার ন্যূন নহে ও ১০ টাকার উর্দ্ধ নহে, যদি খাসে থাকে আদায়ের উপর, আর যদি ইজারা বিলি হয় তবে রাজস্বের উপর ঐ হার দেয়। ইহা ১২ বৎসরের মধ্যে না লইলে তমাদি হইয়া যায়।

(৫) খামার—জমিদার নিজের লাঙ্গল ও লোক জন দ্বারা যে জমির স্বয়ং চাষ আবাদ করেন তাহাকেই খামার বা খাল খামার বলে। ইহাকে পশ্চিমে সীর জমি বলে। সীর শব্দের অর্থ লাঙ্গল। সুতরাং সীর জমির অর্থ দখলে কষিত জমি। ইহা বৎসর বৎসব বিলি হয়। ইহাতে দখল স্বত্ব জন্মে না।

(৬) চাকরান জমি—চৌবিদারদের বেতন পরিবর্তে যে জমি তাহাদিগকে ভোগদখল করিতে দেওয়া হয় তাহাকে চাকরান জমি বলে।

(৭) যে পাট্টা অপরিবর্তনীয় নির্দিষ্ট হারে দেওয়া হয় তাহাকে মকররী পাট্টা কহে। যে পাট্টা চিরকালের জন্য দেওয়া হয় তাহাকে ইন্তুমরারী পাট্টা কহে। প্রকারান্তরে দেখা যাইতেছে যে মকররী হইলেই ইন্তুমরারী হইবে। কারণ খাজনার হার যখন কোন কাণ্ডেই বাড়াইবার অধিকার ওহিল না তখন চিরস্থায়িত্ব ও খাজনার অপরিবর্তনীয়ত্ব এই দুই গুণই মকররী পাট্টায় থাকিবে।

জঙ্গলবুড়ী তালুকের পাট্টা নীচের লিখিতমত হইলে তালুকদার, যে ভূম্যধিকারী স্থানে সেই পাট্টা পাইয়া থাকে, তাহার দ্বান হইতে সেই তালুক খারজ করিবার শক্তি রাখিবে না। যদি সেই পাট্টা ভূমির জঙ্গলবুড়ী কি আবাদি কটে থাকে ও

তদনুসারে সেই তালুকদারে ও তাহাদের ওরানিসদিগকে সেট ভূমির চিরকালের বর্ত্ত্ব এবং বিক্রয়ের ও দানের ক্ষমতাও অর্শে এবং কিয়ৎকাল পর্যন্ত সেই ভূমির মালগুজারী তাহাদিগকে দেওয়াতেও ক্ষমতা থাকে অর্থাৎ যতকাল নিষ্কর্শনীয় থাকে ততকাল কর দিতে হয় ন, কিন্তু সেট নিষাদ গেল পর অদৌ যে ভূমি তাহারা আবাদ করে তাহার মালগুজারী পংগবার শরেকাফিক বেশীও আবওয়ার ও মাথট সমেত আসল জমার ন্যায় তাহাদের দেওয়া সম্ভব হয়, এবং যাহা নজর ও সেনামী ও রসুম ও গররহ আপনাদের প্রজালোকের স্থানে পায়, সে সকলক্স অন্দরেও কিছু কিছু সেই পাটানুসারে নির্ধারিত মালগুজারী সেওয়ার তাহার দেওয়া যথার্থ হয়, আর যদি সেই পাটীর ভূমির সীমানা লেখা থাকে তাহার পরিমাণ যাবৎ আবাদ না হয় জানা যায় না। ১৭৯৩ সালের ৮ আর্টনের ৮ ধারা দেখ।

৩য় প্র। পশ্চিমী তালুক নীলাম হইলে বাকীদারের দত্ত পাট্টা বাকী খাজানার নীলাম খরীদারের রদ করার ক্ষমতা কিরূপ থক্ব করা হইয়াছে।

১৮১৯সালের ৮ আইনের ১১ ধারার ৩য় শাখা দ্বারা ঐ ক্ষমতা স্বর্ক করা হইয়াছে।

এই ধারানুসারে তালুকের খরীদার প্রভৃতি যাহারা প্রজালোক ও জমিদারের মধ্যে থাকে

(১) তাহারা খোদকস্তা প্রজালোক কি বহুকালের কি পুরুষানুক্রমে নিবাসী অন্য চাষী লোককে তাহাদের জমী হঠাৎ বেদখল করিতে পারিবে না। এবং (২) বাকীদার কি তাহার স্বরূপ যে ব্যক্ত হইবে, সে উপরোক্ত চাষী ও প্রজা লোকের সহিত জমা নিসত্তার যে নিয়ম ও কোলকরার বিনা চক্রান্ত ও চাতুরীতে কারয়া থাকে তাহাও বাতিল করিক পারিবেন না।

কিন্তু যদি দেওয়ানী আদালতে নজরী নালিশে ইহা সাধুদ হয় যে, পাট্টা দিবার সময়ে পাট্টাতে লেখা বাকী জমা হইতে অধিক জমা চাসীর শিরে ও বাজারী দেনা ছিল তবে পারিবে।

১৮১৯সালের ৮ আইনের ১১ ধারার ১ম ও ২য় শাখার নীলাম খরীদারকে যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তিনি ইচ্ছা করিলে পাট্টা বাতিল করিতে পারেন, এই মাত্র বুঝিতে হইবে। নীলাম হইলেই সে সকল পাট্টা রদ হইবে ইহা অর্থ নহে। সুতরাং, নীলাম খরীদার যদি দখল পাইবার পরই পাট্টা রদ না করেন তাহা হইলে খরীদা লইতে হইবে যে, তিনি উহাতে সম্মতি দিয়াছেন। সুতরাং পরে উঠাইবার অধিকার থাকিবে না।

মধুসূদন কুণ্ড বনামে বামধন গাঙ্গুলী ও বেঙ্গল লরিপোর্ট ৪২১।

৪র্থ প্র। লাথেরাজ সম্বন্ধে বাটওয়ারার আইনে কি কি বিধান আছে ?

৪র্থ উঃ। যে, ভূমি যথার্থ নিষ্কবকপ ভোগ হইয়া থাকে, মালিকের ভূমাদি-কারিগা সেই ভূমির খাজানা লটবার স্বত্বের দাওয়া রাখিলে বা না রাখিলেও, ডেপুটী কালেক্টর আদিম মহালের মধ্যে সেটকপ ভূমি দেখিতে পাইলে, স্বতন্ত্র মহালের মধ্যে ঐ ভূমি ভাগ কি নিরূপণ করিবেন না, কিন্তু আদিম মহাল হইতে যে পৃথক মহাল করা যায়, তাহা ঐ আদিম মহালের যে যে অংশ হয়, ঐ ভূমি সাধারণ রূপে সেই আশামুসারে সেই সেই মহাল সম্পর্কীয় থাকিল, এট কথা বক্তনপত্রে ও আনুষ্ঠানিক কার্যেরপত্রে বিশেষ করিয়া লিখিবেন।

কিন্তু আদিম মহালের লিপিবদ্ধ সকল ভূমাদিকারী সম্মত হইলে ঐ ভূমি কিম্বা তন্মধ্যে কোন ভূমি পৃথক পৃথক না না মহালের মধ্যে নিরূপণ করিয়া দেওয়া ঘাইতে পারিবে, তাহার সম্মত না হইলে দেওয়া যাইবে না।

১৮৭৬ সালের ৮ আইনের ১১০ ধারা দেখ।

৫ম প্র। দখলি স্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ৎ কাহাকে বলে, ও তাহাদের কি কি স্বত্ব ও অধিকার আছে ?

৫ম উঃ। (১) য প্রজা একাদিক্রমে ১২ বৎসর কোন জমির আবাদ করে বা দখলে রাখে, সেট প্রজা দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট হয়। এট দখল পাট্টাতেও হটতে পারে, বিনা পাট্টাতেও হটতে পারে। পিতা বা অন্য কোন ব্যক্তি—যাহা হইতে উত্তরাধিকারীত্বের কোন জমি পাওয়া যায়, যে সময় দখল করেন, সে সময়ও দখলি স্বত্ব নির্ণয়ে গ্রহণীয়। কিন্তু খামার ও নিজ জোত, এবং সেরা জমি সম্বন্ধে এই দখলি স্বত্ব উক্ত কারণে গমিবে না। ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের ৬ ধারা দেখ।

২। দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা নিম্নলিখিত স্বত্ব ও অধিকার পাইবে।

(১) বৎসরে ২ খাজানা দিলে দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজাকে কেহ উঠাইয়া দিতে পারিবে না। ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের ৬ ধারা দেখ।

(২) নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণ ব্যতীত দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট রাইয়তের খাজানা বৃদ্ধি হইবে না।

(ক) ঐ প্রজা বহু খাজানা দেয়, চারিশাব্দে সেট প্রজাদের ৩ ফলজনক তুল্য উপায় বিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত সেই প্রণীর প্রকারা অধিক দেয়,

(খ) রাইয়তের পরিশ্রম কি খরচ ভিন্ন শস্যের মূল্য কি ভূমির শস্য উৎপন্ন করিবার শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে,

(গ) রাইয়ত পূর্বে জমির বত খাজানা দিত তাহার মাপ হইয়া প্রমাণ হইল যে অধিক ভূমি ভোগ করিতেছে। ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারা দেখ।

(৩) যে প্রজার দখলিষ্ট জমিয়াছে, যদি নিকতি প্রভৃতি দ্বারা তাহার ভূমি কম হইয়া থাকে, কি রাইয়ত বাহার বাণ্য করিতে পারেনাই এমন কারণে শস্যের মূল্য কি শস্য উৎপন্ন করিবার শক্তি কম হইয়া থাকে, কি পূর্বে যত ভূমির খাজানা দিত, ভূমির মাপ হইয়া তাহার কম ভোগ করিতেছে প্রমাণ হয়, তবে পূর্বে যত খাজানা দিত তাহা কম করিবার দাওয়া করিতে পারিবে। ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের ১৯ ধারা দেখ।

৬ষ্ঠ প্র। যদি কোন জমিদার, তাহার কোন রাইয়ত হইতে খাজানা লইতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে ঐ রাইয়তের কি উপায় আছে?

৬ষ্ঠ উ। সেইরূপ হইলে, সেই পেটাও প্রজার কি রাইয়তের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত না হইলেও, যে আদালতে ঐ খাজানার নিমিত্ত মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইতে পারে, সেই কোর্ট প্রমাণ কি রাইয়ত সেই আদালতে জমিদারের কিম্বা পূর্বেক অন্য ব্যক্তির নামে ঐ টাকা জমা করিয়া গচ্ছিত করিতে পারিবে। ঐ কোর্ট প্রজার ও রাইয়তের সম্পর্কে, এবং তাহার দ্বারা কিম্বা তাহার অনীনে যে সকল ব্যক্তি দাওয়া করে তাহাদের সম্পর্কে, সেই টাকা গচ্ছিত করা সর্বতোভাবে জমিদারকে কিম্বা ঐ অন্য ব্যক্তিকে দেওয়ার তুল্য হইবে ও তৎপাঠ্য সেই সম্পূর্ণ ফল হইবে। ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের ৪৬ ধারা দেখ।

৭ম প্র। অধীন রাইয়তের খাজানা নির্ধারণ করিতে বন্দোবস্তের কর্মচারী কোন্ আইনের কি কি বিধি অবলম্বন করিবেন?

৭ম উ। বন্দোবস্তের কর্মচারী—নিম্ন লিখিত প্রকারে, খাজানার হার ধাৰ্য্য করিবেন:—

সময়ে সময়ে লেপ্টেনেন্ট গবর্নরের নিকট ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া রাজস্ব বিষয়ক কর্তৃপক্ষেরা কোন বন্দোবস্তী কার্যের অবলম্বনের জন্য, যে যে সাধারণ হাযের অনুমতি করেন বা পরে অনুমোদন করেন, এই আইনে প্রণয়িত হইবার বিধান না থাকিলে, তদনুসারে উক্ত বন্দোবস্তী কার্যে প্রত্যেক রাইয়তের নিকট প্রাপ্য বলিয়া খাজানা লিপিবদ্ধ করিবেন। ১৮৭৯ সালের ৮ আইনের ৫ ধারা দেখ।

তিনি পঞ্চালিখিত বিধিমত পেটাও প্রজার নিকট প্রাপ্য বলিয়া লিপিবদ্ধ খাজানা ধাৰ্য্য করিবেন:—

(ক) পেটাও প্রজাকগে ভোগকাবী কোন ব্যক্তিকে দেখিলে প্রথমতঃ স্থির করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন যে, উক্তকণ ভোগকৃত পেটাও গম্পর্ক গবর্ণমেন্টের বিকল্পে সিদ্ধ কি না।

(খ) ঐ পেটাও ভূগম্পর্ক বক্রণে সিদ্ধ স্থির করিলে তৎপরে যে যে অধীন পেটাও প্রজা ন বাটফেলের ক্রান্ত পড়ে তাহার নিচের পাণ্য বলিয়া মোট যত খাজানা লিপিবদ্ধ করা যায়, তাহা চইতে শতকরা দশ টাকা বাদ দিলে যে টাকা হয়, কোন স্থলে উক্ত পেটাও প্রজার নিকটে পাণ্য বলিয়া খাজানা তদপেক্ষা উচ্চতর ধার্যা করিবেন না।

(গ) ঐ পেটাও ভূগম্পর্ক গবর্ণমেন্টের বিকল্পে সিদ্ধ নয় হইকণ স্থির করিলে, ভূমির রাজস্ব নির্ধারণ গবর্ণমেন্টের নির্দিষ্ট নিয়মাবলীসারে যত টাকা বাৎসর্য বলিয়া দাওয়া করা যাইতে পারে, তাহা নির্ণয় করিবেন, এবং ঐ ভূগম্পর্কের প্রকৃতি ও অবস্থা বিবেচনায় যত টাকা উপযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত বোধ হয়, তত টাকার পরিমাণে উক্ত পেটাও প্রজার দশ খাজানা লিপিবদ্ধ করিবেন। ঐ টাকার ভূমির রাজস্ব বলিয়া দাওয়া করা যাইতে পারে, তাহাব কম হইবে না, অথবা অধীন পেটাও প্রজা ও রাইফেল মোট যত খাজানা দিবে বলিয়া লিপিবদ্ধ থাকে, তদপেক্ষা অধিক হইবে না। ১৮৭৯ সালের ৮ আইনের ৭ ধার্যাদেশ।

৮ম প্রশ্ন। নিম্নলিখিত শব্দে যাহা স্ট্যাম্প আইনে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার অর্থ লিখ—

(১) বণ্ড বা দলীল ; (২) কনজ বা কবান্না ; (৩) মট-গেজডীড বা বন্ধকীপত্র।

৮ম উ। বণ্ড বা দলীল অথবা নিবন্ধন নিম্নলিখিত অর্থে ব্যবহৃত হয় :—

(ক) যে নিদর্শন পত্র দ্বারা কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে এই নিয়মে টাকা দিতে আপনাকে আবদ্ধ করেন, যে নির্দিষ্ট কোন কথা কথনো বিনয়, স্তবধিবেশে, বা করা গেলে ঐ নিবন্ধ বার্থ হইবে সেই নিদর্শন পত্র, ও

(খ) আজমকে অথবা বাহকের নিকটে পরিশোধনীয় নব সাক্ষীর স্বাক্ষরিত এমন যে নিদর্শনপত্রে কোন ব্যক্তি অন্য কাহাকে টাকা দিতে আপনাকে আবদ্ধ করেন, তাহা, ও

(গ) উক্তযতে স্বাক্ষরিত যে নিদর্শনপত্র দ্বারা কোন ব্যক্তি অন্য কাহার নিকটে শস্য বা কৃষ্যৎপন্ন অন্য দ্রব্য অর্পণ করিতে আপনাকে আবদ্ধ করেন তাহা।

১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৩ ধারার ৪র্থ শাখা।

(২) যে নিদর্শনপত্র ক্রমে স্থাবর কি অস্থাবর কোন সম্পত্তি বিক্রয় পূর্বক আদান প্রদান হয় সেই নিদর্শনপত্রকে কসজ বা কবালা অথবা সমর্পণপত্র বলে। ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৩৮ ধারার ২৭ খণ্ড।

১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৩৮ ধারার ২৭ খণ্ড।
১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৩৮ ধারার ২৭ খণ্ড।
১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৩৮ ধারার ২৭ খণ্ড।
১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৩৮ ধারার ২৭ খণ্ড।
১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৩৮ ধারার ২৭ খণ্ড।
১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৩৮ ধারার ২৭ খণ্ড।
১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৩৮ ধারার ২৭ খণ্ড।
১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৩৮ ধারার ২৭ খণ্ড।
১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৩৮ ধারার ২৭ খণ্ড।
১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৩৮ ধারার ২৭ খণ্ড।

৯ম প্রশ্ন। নিম্নলিখিত লোকেরা কিরূপে পথকর ও পূর্তকর দিবে।

(১) মহালের মালিক অর্থাৎ জমিদার ;

(২) অধীন তালুকদার ;

(৩) চাষিপ্রজা।

৯ম উ। জমিদার তালুকদার ও চাষিপ্রজাকে নিম্নলিখিত প্রকারে পথকর ও পূর্তকর দিতে হইবে:—

(১) এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে কোন মহালের মূল্য নিরূপণ কর্দি যত টাকা রাজস্ব লেখা থাকে, তাহার প্রত্যেক টাকার উপর এই আইনের বিধানমতে যে বৎসর যে যে হারে পথকর ও পূর্তকার্য্যকর ধরা করা যায়, ঐ মহালের প্রত্যেক অধিকারী সেই সেই হারে অর্দ্ধেক বাদ দিয়া ঐ মহালের অন্তর্গত ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর যত টাকা বার্ষিক পথকর ও পূর্তকার্য্যকর নিরূপণ হয় বৎসর বৎসর সেই সমুদায় টাকা দিবে।

(২) তালুকপ্রভৃতি ভূমির প্রত্যেক ভোগাধিকারী ঐ ভূমির নিমিত্ত যত টাকা খাজানা দিয়া থাকেন, তাহার প্রত্যেক টাকার উপর এই আইনের বিধানমতে যে বৎসর যে যে হারে পথকর ও পূর্তকার্য্যকর ধরা যায়, তিনি সেই সেই হারের অর্দ্ধেক বাদ দিয়া, আপনাব সেই ভূমি যে মহালের কি তালুক প্রভৃতির অন্তর্গত থাকে, সেই মহালের কি তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারীকে বৎসর বৎসর আপনাব তালুকপ্রভৃতির অন্তর্গত ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর সেই সেই হারে যত টাকা পথকর ও পূর্তকার্য্যকর দিতে হয়, বৎসর বৎসর সেই সমুদায় টাকা দিবে।

(৩) কৃষিকারী রাষ্ট্রীয় যত টাকা খাজানা দিয়া থাকেন, কিম্বা ২৪ বা ২০ ধারার বিধানমতে তাহার ভোগ করা ভূমির যত টাকা বার্ষিক মূল্য নিরূপণ করা

যাহ, তাহার উপর যে যে হারে পথকর ও পূর্তকার্য্যকর ধাৰ্য্য হয়, তিনি বাহাকে খাজানা দিয়া থাকেন, তাহাকে সেই সেই ধাৰ্য্যসারে ঐ ঐ করের অর্দ্ধেক দিবেন। ১৮৮০ সালের ২ আইনের ৪১ ধারা দেখ।

১০ম প্রশ্ন। (কালেক্টর,) (২) কমিশ্যনর, এবং (৩) বোর্ড সমীপে কত দিন মধ্যে আপীল দাখিল করিতে হইবে;

১০ম উ। (ক) ১৮৮০ সালের ৭ আইনমতে কালেক্টর সাহেবের অফিসের বিরুদ্ধে ৩০ দিনের মধ্যে কমিশ্যনরের কাছে আপীল করিতে হইবে। ১৬ ধারা।

(খ) ১৮৭৮ সালের ৭ আইনমতে,

(১) কালেক্টরের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল, আদেশের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে হয় কালেক্টরের নিকট কমিশ্যনরকে পাঠাইবার জন্য অথবা কমিশ্যনরের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(২) কমিশ্যনরের আদেশের বিরুদ্ধে বোর্ডের নিকট আপীল ৬০ দিনের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে।

(৩) কালেক্টরের আদেশের বিরুদ্ধে একাত্তর আপীল গ্রহণ করা না করা বোর্ডের বিবেচনামত। ৮৩ ধারা।

(গ) ১৮৭৬ সালের ৮ আইনমতে।

(১) ১৭২ ধারার উল্লিখিত বিষয় সকলে ডে: কালেক্টর যে আদেশ দেন, তাহার বিরুদ্ধে কালেক্টর সাহেবের নিকট আপীল আদেশের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে।

(২) কালেক্টর ১৪৩ ধারার উল্লিখিত বিষয় সকলে যে আদেশ দেন, তাহার বিরুদ্ধে কমিশ্যনর সাহেবের নিকট আপীল তাহা ৩০ দিনের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে।

(৩) ১৪৬ ধারার উল্লিখিত বিষয় সকলে কমিশ্যনর যে আদেশ দেন তাহার বিরুদ্ধে আপীল, আদেশের তারিখ হইতে ছয় সপ্তাহের মধ্যে করিতে হইবে।

১৪২। ১৪৩। ১৪৬ ধারা।

(ঘ) ১৮৭৬ সালের ৭ আইনমতে।

(১) কালেক্টরের নিয়ন্ত্রণাধীন বিরুদ্ধে কালেক্টরের নিকট আপীল, আদেশের ১৫ দিনের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে।

(২) কালেক্টরের আদেশের বিরুদ্ধে কমিশ্যনরের নিকট আপীল আদেশের ৩০ দিনের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে। আপীলের মিয়াদ নির্ণয় করিতে হইলে আদেশের দিন ও আদেশের নকল পাইবার সময় বাদ দিতে হইবে।

সম্পূর্ণ।

রেবেনিউ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর।

১৮৭২সন।

১ম প্রশ্ন। কোন ভূম্যধিকারীরা কোর্ট অব স্যার্ডসের এলাকার অধীন হইতে পারে ?

১ম উ।

(ক) যে সকল স্রীলোক স্বীয় সম্পত্তির কার্যাদক্ষতা করিতে অক্ষম বলিয়া কোর্ট নির্দেশ করেন তাদৃশ স্রীলোক হইলে,

(খ) যে সকল ব্যক্তিকে কোর্ট অগ্রাপ্ত বরফ বলিয়া নির্দেশ করেন, তাদৃশ ব্যক্তি হইলে,

(গ) উপযুক্ত দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি ক্রমে যে সকল ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা ও আপন বিষয় ব্যাঘাতের কার্যাদক্ষতা করিতে অক্ষম বলিয়া নির্দিষ্ট, তাদৃশ ব্যক্তি হইলে,

(ঘ) উপযুক্ত দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তিক্রমে স্বাভাবিক দোষ কি দৌর্ভাগ্য হেতু যে সকল ব্যক্তি আপন সম্পত্তির কার্যাদক্ষতা করিতে অন্যকূপে অক্ষম হইরাছেন বলিয়া নির্দিষ্ট হইল, তাদৃশ ব্যক্তি হইলে, ১৮৭২ সালের ৯ আইন ৬ ধারা।

যদি উক্ত ভূস্বামী কোন মহালের একমাত্র ভূস্বামী কি কোন মহালের সমুদায় সংস্কে ভূস্বামী, অযোগ্য হইলে, কোর্ট আপন এই এলাকার মধ্যস্থ হজ্রপ ভূস্বামী বা সংস্কে ভূস্বামীর সমুদয় সম্পত্তির এবং এই এলাকার মধ্যে হজ্রপ কোন ভূস্বামী বা সংস্কে ভূস্বামী বাগ করিতে থাকিলে তাহার এবং হজ্রপ ভূস্বামীর কি সংস্কে ভূস্বামীর পরিবারস্থ কোন অগ্রাপ্ত বরফ ব্যক্তি হজ্রপ ভূস্বামীর বা সংস্কে ভূস্বামীর সম্পত্তিতে বসমান কি ভবিষ্যৎ স্বার্থ থাকিলে, উক্ত ব্যক্তির ও তাহার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন। ১৮৭২ সালের ৯ আইন ৭ ধারা।

২য় প্রশ্ন। তখন কোন এজমালী জমিদারের কোন এক অংশীদার তাহার নাম কালেক্টরীতে আপনাব রাজস্ব সম্বন্ধে স্বতন্ত্র হিসাব দেখান, তখন তাহার সরকারদারগণ বাকী খাজানার জন্য নীলাম হইতে আপনাব অংশ কত দূর রক্ষা করিতে পারে ?

২য় উ।

যদি এজমালী মহালের কোন এক অংশীদার তাহার নাম রেজেষ্টরী করিয়া স্বতন্ত্র হিসাব করিলে অন্যান্য সবিকদারেরা বা নী খাজানার নীলাম হইতে আপনাব অংশ রক্ষা করিবার জন্য কালেক্টর সাহেবেব নিম্ন টাকা আনামত রাখিতে

পারেন বা গবর্ণমেন্টের নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠে কালেক্টর সাহেবের নাম লিখিয়া তাঁহাব
অক্ষম মতে পত্রের টাকা দেয়া কবিশ্য পত্র আমানত করিতে পারেন। ঐ টাকা
বা পত্র গবর্ণমেন্টের নিকট সম্পূর্ণ মহাশয়ের ওয়ার জামিনী স্বরূপ গচ্ছিত থাকিবে।
ঐ মহাশয়ের কি মালগুজারী বাকী হইলে কালেক্টর সাহেব ঐ টাকা কি তাহার যত
আবশ্যক হয় তাহা লইয়া ঐ বাকী শোধ করিবেন, উক্ত অংশীদারকে এই মর্মে
একরান্নামায় দস্তখত করিতে হইবে। তাহা হইলে এই আইনের ৩ ধারা মতে
মালগুজারী দাখিল করিবার যে শেষ দিন নিরূপণ হয়, সেই দিবস স্ব্যাস্ত হইবার
পূর্বে যদি ঐ মহাশয়ের কিছু বাকী মালগুজারী দাখিল না করা যায় তবে কালেক্টর
সাহেব ঐ টাকা কি নিদর্শনপত্র লইয়া, কি তাহার যে অংশ ঐ পত্রের উপর পাওনা
কোন সূদের যে অংশ আবশ্যক হয় তাহা লইয়া ঐ বাকীর পরিশোধ দিবেন।
অর্থাৎ কালেক্টর সাহেবের হাতে যে নগদ টাকা থাকে ও সেট নিদর্শনপত্রের উপর
যে কিছু ঋণ পাওনা হয় তাহাই তিনি ঐ বাকীর শোদে প্রথমে দিবেন, পরে কিছু
বাকী থাকিলে তাহার নিমিত্ত ঐ নিদর্শনপত্র বিক্রয় কি হস্তান্তর করিতে পারিবেন।
আর সেই কয়েক বায় হইতে পারে ও বাকী পরিশোধের উপযুক্ত পূর্কোক্ত মতের কিছু
টাকা কি নিদর্শনপত্র যতদূর থাকে, তত কাল যে মহাশয়ের রক্ষার নিমিত্ত তাহা
আমানত করা যায় তাহা মালগুজারীর নিমিত্ত নীলাম হইবে না। হজুপ যে সকল
টাকা কি নিদর্শনপত্র আমানত করা যায়, তাহা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী-
জারীমতে ক্রোক হইতে পারিবে নতুবা নয়। ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১৫ ধারা।

৩য় প্র। কি অবস্থায় দেওয়ানী আদালত ১৮৫৯ সালের ১১
আইন অনুসারে বাকী রাজস্বের জন্য সম্পন্ন নীলাম অন্যথ
করিতে পারেন?

৩য় উ।

(১) যদি নীলাম এই আইনের বিধানের বিপরীতে হয়,

(২) এবং সেট হেতু এ আইনের ২৫ ধারা মতে কমিশনার সাহেবের নিবৃটে
আপীলে স্পষ্ট করিয়া উল্লিখিত হয়।

(৩) এবং যদি ঐ নীলামে কোন শোক অন্যায্য প্রতিদ্রষ্ট হয়,

(৪) আর এই আইনের ২৭ ধারামতে নীলাম সিদ্ধান্ত ও চূড়ান্ত হইবার তারিখ
অবধি এক বৎসর মধ্যে যদি নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ নাগিশ উপস্থিত করা হয়;

(৫) আর উক্ত ব্যক্তি যদি থরিদের টাকার কোন অংশ গ্রহণ না করেন;

তাহা হইলে দেওয়ানী আদালত বাকী রাজস্বের জন্য সম্পন্ন নীলাম অন্যথ
করিতে পারেন। ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ২৩ ধারা দেখ।

৪র্থ প্র। দশশালা বন্দোবস্তের পরে হওয়া এং জমিদারের আস অধীনে দখলীকৃত তালুকদারী ও সেই প্রকারের অন্যান্য জমি ১৮৫৯ সনের ১১ আইন অনুসারে সাধারণ ও বিশেষ বেজেটরী করিতে হইলে কি কি কাবতে হইবে ?

৪র্থ উ।

তালুকদারী ও সেই প্রকারের অন্যান্য যে জমি দশশালা বন্দোবস্তের পরে হইয়া মহালের নিজ মালিকদের অধীনে ভাগ হইতেছে, তাহার ও যে ইজারা কতক বৎসরের মাদে সেই প্রকারে ভাগ হইতেছে, দখলীকার যদি সেই জমি রেজিষ্টরী করিতে চাহে তবে মতাল যে জিলার মধ্যে থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকট তাহার দরখাস্ত করিতে হইবে ও যে প্রকারের বেজেটরী করিতে চাহে, তাহা সেই দরখাস্তে লিখিতে হইবে ও নীচের লিখিত বিশেষ কথা যে পর্যন্ত নিশ্চয়মতে জানা যাউক তাহে সেই পর্যন্ত ঐ দরখাস্ত মধ্যে লিখিত হইবে,

১। তালুক প্রভৃতি যে এক কি অধিক পর্বগণার মধ্যে থাকে তাহা,

২। তালুক প্রভৃতির পাট্টার প্রকার,

৩। যে এক কি বহুতরিক গ্রামের জমি লইয়া সেই তালুকাদি হয় কি তালুকাদি যে যে গ্রামে আছে তাহার নাম,

৪। তালুকাদিতে কালি করিয়া জমি যত আছে তাহা ও তাহার সীমা দরখাস্তের বিশেষ কথা ;

৫। তালুকাদির শালিয়ানা যত থাকিবে দিতে হয় ও জমা মিষাদি কি ইস্তম-রারী রূপে ধার্য হইয়াছে ও তৎপ্রযুক্ত যদি কোন কর্তব্য করিতে হয় তবে তাহা

৬। যে দলীলক্রমে তালুকাদি চটয়াছে তাহার তাবিখ কি যে তারিখে তালুকাদি করা যায় তাহা

৭। যে মালীক তালুকাদি করিয়া দিয়াছেন তাহার নাম ;

৮। ঐ তালুকাদির প্রথম দখলকারের নাম,

৯। বর্তমান দখলীকারের নাম ও আপনি যদি প্রথম দখলীকার না হয়, তবে সে যে প্রকারে অর্থাৎ উত্তরাধিকারীত্বক্রমে কি দানপত্রক্রমে কি পরিত্যক্তে যে প্রকারে ঐ তালুকাদির অধিকারী হইয়াছে ও সে অন্যদের সঙ্গে কি একা দখল করিতেছে এই কথা,

আরও উক্ত ধারায় যে ইজারার কথা লেখা চটয়াছে তাহার ইজারাদারেরাও ঐ ইজারার বেজেটরী হইবার দরখাস্ত সেই মতে করিতে পারিবে। পূর্বেকৃত বিশেষ যে দখল কথা ইজারার উপর খাটিতে পারে তাহা ঐ দরখাস্তে লিখিতে হইবে।

যদি সাধারণ রেজেষ্টরী করিবার নিমিত্ত দরখাস্ত হয় তবে কাগজের সাহেব ঐ তালুকাদি কি ইজারা যে মহালে থাকে তাহার লিখিত মালিকদের নামে কি তাহার দেয় ক্ষমতা পূর্ণ মোক্তারের নামে এতলা জারী করিবে ও তাহার সঙ্গে দরখাস্তের এক কতলা নকল দিবে। ও দরখাস্তের এক এক কতলা নকলের সঙ্গে এক এক এতলা আপনায় কাছারীতে ও তালুক প্রভৃতি কি ইজারা জমি যে মহালের সামিল থাকে সেই মহালের মালিকজারিতে লটকাটবেন কি অন্য যে কোন স্থানে লটকাইলে কালেক্টর সাহেবের বিবেচনা মত সেই দরখাস্তের কথা অতি বিস্তারিত রূপে প্রকাশ হইতে পারে সেই সেই স্থানে লটকাটবেন। যদি এতলা জারির দিন হইতে ৩০ দিনের মধ্যে কেহ আপত্তি না করে তবে কালেক্টর সাহেব ও তালুকাদি কি ইজারা রেজেষ্টরী করিবেন। যদি নিকৃষ্ট সময়ের মধ্যে কেহ আপত্তি করে তবে কালেক্টর সাহেব ঐ আপত্তিকারী কি তাহার ক্ষমতাপন্ন মোক্তারের জবানবন্দী লইবেন—যদি উপযুক্ত কারণ আছে বোঝা যাইবে তবে, উভয় পক্ষকে দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন। নিষ্পত্তি অনুকূলে হইলে রেজেষ্টরী করিবেন। ১৮৫৯ সাঃ ১১ আঃ ৪১ ধারা।

যদি বিশেষ রেজেষ্টরী করিবার দরখাস্ত হয় তবে, কালেক্টর সাহেব তাহার পূর্ক ধারার নির্দিষ্ট এতলা জারি ও প্রকাশ করিবেন না। সেই নিকৃষ্ট সময়ের মধ্যে যদি কোন আপত্তি না করা যায় তবে সরকারী মালিকদারী রকম পাঠিবাদ জন্য কালেক্টর সাহেব যে কোন সদস্ত লওয়া আবশ্যিক জ্ঞান করেন তাহা লইবার হুকুম করিবেন ও সেই তালুকাদি কি ইজারার দ্বারা সরকারের মালিকজারির যে পর্যন্ত ক্ষতি বৃদ্ধি হইতে পারে, সেই পর্যন্ত ঐ তালুকাদি যে মহালে পেটাও থাকে, সেই মহালের সরকারী মালিকজারীর কিছু ভয় নষ্ট হয় যদি তিনি ঐ মালিকের ক্ষমতা জানিতে পারেন, তবে তিনি সেই কথার রিপোর্ট কমিশনার সাহেবের নিকট করিবেন তিনিও যদি সেই কথা বাতির ক্ষমতা বুঝেন তবে দরখাস্তমতে ঐ তালুকাদি কি ইজারা রেজেষ্টরী হইবার আজ্ঞা করিবেন নতুবা দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবেন। আপত্তি উপস্থিত হইলে পূর্ক ধারামতে উভয় পক্ষকে দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন। দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি দরখাস্তকারীর সর্পক্ষ হইলে তবে শেষ ডিক্রীর নকল দাখিল হইলে কালেক্টর সাহেব বিশেষ রেজেষ্টরী করিয়া লইবেন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৪২ ধারা দেখ।

৫ম প্রঃ। হিসাব দাখিলের জন্য জমিদার গোমস্তার নামে কত দিন মধ্যে নালিস করিতে পারে ?

৫ম উঃ। গোমস্তার হাতে যে টাকা কি যে হিসাব কি কাগজ গত্র থাকে,

তাঁহা পাইবার মোকদ্দমা তাঁহার কর্ত্ত থাকিবার কোন সময়ে কি কর্ত্ত গেলেন পর এক বৎসরের মধ্যে উপস্থিত করা বাটতে পারিবে।

কিন্তু সাধারণ নালিশ বর্জিত্বের অধিকার থাকে এই গোমস্তা সেই প্রকারের টাকা পাঠিয়াছে এই কথা প্রচারণা ক্রমে তাঁহার কাছে গোপন করা গেল, কি গোমস্তা কোন প্রচারণার হিসাব দিল, এই ব্যক্তি প্রথম যে সময়ে এই প্রতারণা জানিতে পাইল, সেই সময় অবদি এক বৎসরের মধ্যে এই মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে। কিন্তু এই গোমস্তার কর্ত্ত যাইবার পর শ্রী বৎসরের অধিক কোন সময়ে সেই প্রকারের মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না। ১৮৬৯ সালের ৮ আইন ৩০ ধারা।

৬ষ্ঠ প্রঃ। জমিদার—তাঁহা কব আদায় করিবার স্বত্বান, তাহাদিগের ১৮১৯ সালের ৮ আইন অনুসারে যে যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে সে কিরূপ এবং তাহাব নিয়মই বা কি ?

৬ষ্ঠ উঃ। উক্ত আইন মতে জমিদারেরা বাকী খাজানার জন্য তালুক নীলাম করাইতে পারিবেন।

বৈশাখ মাসেতে আশ্বিন এই ছয় মাসের খাজানা বাকী পড়িলে ১লা কার্ত্তিক কালটবেব কাছ আরজি কর্ত্ত করিতে হইবে। ১লা অগ্রহায়ণ উহার নীলাম হইবে। ১৮১৯। ৮। ৩ শাখা।

গত বৎসরের খাজানা বাকী পড়িলে ১লা বৈশাখ দরখাস্ত করিতে হইবে। ১০ টিগ জরি নীলামের ১০ দিন পূর্বে করিতে হইবে। এক মাস পরে অর্থাৎ ১। ১ কাঠ নীলাম হইবে। ১৮১৯ সনের ৮ আইনের ৮ ধারার ২য় শাখা।

যদি কোন তালুকদার তালুক হস্তান্তর করিতে চাহেন, যতক্ষণ না তিনি পর্যাপ্ত জমিদার ও মুল্যের উপর শতকরা ২, টাকা ফিস দেন, ততক্ষণ জমিদার এই হস্তান্তরে অনুমতি দিতে বাধ্য নহেন।

জামিনের পর্যাপ্তি বিষয়ে তর্ক উঠিলে দেওয়ানী আদালত তাঁহার মীমাংসা করিবেন।

তালুকের অংশ হস্তান্তর করণ বিষয়ে জমিদার অনুমতি দিতে বাধ্য নহেন।

১৮১৯ সনের ৮ আইনের ৬ ধারা দেখ।

দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীতে নীলাম হইলে নীলামের তারিখের এক মাসের মধ্যে যদি জামিন দেওয়া না যায়, তবে জমিদার তালুক ত্রোক করিতে পারিবেন।

এই ত্রোক খরিদদারের পক্ষে জিহা স্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইবে। এ ত্রোকের লাভ লোকসানের দায়িত্ব খরিদদারের উপর ন্যস্ত থাকিবে। ১৮১৯ সনের ৮ আইনের ৭ ধারা।

বাণী স্বাক্ষার নীলাম ৮ইলে পরিদায়কে ফিস দিতে হইবে না, কেবল জামিন দিলেই জমিদার তাহার নাম রেজিষ্ট্রিভুক্ত করিয়া লইবেন। চয় মাসের স্বাক্ষার জামিন দিলেই ৮টবে। ১৮৭৯ সালের ৮ আইনের ১৫ ধারা দেখ।

৭ম প্রঃ। যে দলীল ষ্ট্যাম্প লিপিত হইবে, সেই দলীল আদান প্রদান অর্থাৎ সম্পাদন হইলে পব কি কি গতিকে আবশ্য-
কীয় ষ্ট্যাম্প তাহাতে লাগান যাইতে পাবিবে ?

৭ম উঃ। দলীল আদান প্রদান অর্থাৎ সম্পাদন হওয়ার পর যদি কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের নিকট সেট দলীল বা নিদর্শনপত্র আনিয়া তাহাতে মাহুল লাগিলে কত লাগিবে এতদ্বিধা তাঁহার মত জানিবার প্রার্থনা করেন, ও তাহাতে কালেক্টর সাহেব ষল বিশেষে ব আদেশ করেন উক্ত ব্যক্তি সেই আদেশমতে পাঁচ টাকার অনধিক ও আট আনাও অনূন—যা দেন সেট লিপির উপর মাহুল লাগিলে যত লাগিবে কালেক্টর সাহেব স্বায় বিবেচনা মতে তাহা নির্ণা করিয়া দিবেন। ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৩১ ধারা।

কালেক্টর সাহেব ৩১ ধারামতে যে মাহুল নির্ণয় করেন তাহা বিশ্বাস লিপির পক্ষে ইতঃপূর্বে যত মাহুল দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে যত টাকা যোগ করিলে নির্ণীত মাহুলের পরিমা। মিক হয় সেই টাকা দেওয়া গেলে যত মাহুল লাগিতে পারিত সেট সম্পূর্ণ মাহুল (টাকার মণা লিখা) দেওয়া গিয়াছে কালেক্টর সাহেব উক্ত লিপির পৃষ্ঠে এট মর্শ্বের সার্টিফিকেট লিখিবেন।

এই ধারামুসারে যে২ নিদর্শনপত্রে পৃষ্ঠ লিপি ৮ইয়াছে সেট২ নিদর্শনপত্র নিয়-
মিত রূপে ইষ্টাম্প হওয়া বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

এই দলীল উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প লাগানের জন্য সম্পাদনের এক মাসের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকট সমর্পণ করিতে হইবে। ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৩১ ধারা।

৮ম প্রঃ। কালেক্টর সাহেব কোন্ কোন্ গতিকে ষ্ট্যাম্পের
দাম ওয়াপস দিতে পারেন ?

৮ম উঃ। কালেক্টর সাহেব সীকৃত ইষ্টাম্পের মূল্য ফিরাইয়া দিতে পারিবেন।
১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৫১ ধারা দেখ।

কিন্তু নষ্টীকৃত হওয়ার চয় মাসের মধ্যে প্রার্থনা করিতে হইবে।

(২) অল্পপয়স্ক রূপে ইষ্টাম্প ব্যবহার হইলে তাহার মূল্য ধরিয়া দিতে পারি-
বেন ৫২ ধারা দেখ।

(৩) যে ইষ্টাম্প ব্যবহার করিবার প্রয়োজন নাই তাহার মূল্য ধরিয়া দিতে
পারিবেন। ৫৪ ধারা। [৫১। ৫২। ৫৪ ধারা]

মূল্য কিয়দ্বিগুণ দিবার তিন প্রণালী আছে :—

(ক) সেট প্রকারের ও মণ্ডের অন্য ষ্ট্যাম্প দিতে পারিবেন কন্য।

(খ) প্রযোজন হইলেও তিনি উচিত জ্ঞান করিলে সেই মূল্যে অন্য কোন প্রকারের ষ্ট্যাম্প দিবেন, অথবা

(গ) স্বীয় বিবেচনা যতটা টাকার কিস্তি টাকার ভাণ্ডারের প্রতি এক আনা বা দিয়া ঐ মূল্য নগদ দিবেন। ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৫৩ ধারা দেখ।

২য় প্রঃ। সাক্ষির জবানবন্দী লওয়া কালে কোন্ কোন্ গতিকে উত্তর লক্ষ্য প্রস্তুত করিতে নিষেধ আছে ?

২ম উঃ। বিপরীত পক্ষ আপত্তি করিলে উত্তর লক্ষ্য প্রশ্ন মুখ্য পরীক্ষা (Examination in chief) ও পুনঃ পরীক্ষায় (Re-examination) আদালতের বিনা অনুমতিতে করা নিষিদ্ধ। ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১৪২ ধারা দেখ।

১০ প্রঃ। কোন্ মোকদমায় সাধারণ রূপে প্রমাণের ভার কাহার উপর বর্তে।

১০ম উঃ। যদি কোন ব্যক্তি আদালতকে কোন ঘটনার উপর ন্যস্ত কোন বৈধ স্বত্ব বা দায়িত্বের উপর কোন রায় দিতে অগ্ররোধ করেন, এবং বলেন যে উক্ত ঘটনা এখনও বিদ্যমান আছে, তাহা হইলে সাধারণতঃ সে ঘটনার অস্তিত্বের প্রমাণ করিতে তিনিই বাধ্য।

যে ব্যক্তি কোন ঘটনার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে বাধ্য—প্রমাণের ভার তাহারই উপর আছে—সাধারণতঃ এই রূপ কথিত হইয়া থাকে। ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১০১ ধারা দেখ।

১১শ প্রঃ। কোন্ কোন্ গতিকে কোন দলীলের স্থায়িত্বের সময় নিয়মের অথবা বৃত্তান্তের অর্থাৎ মর্শ্বের দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ গোণ স্বাক্ষর প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

১১শ উঃ। দলীল যে আছে এই কথার ও সেই দলীলের অবস্থার বা মর্শ্বের গোণ স্বাক্ষর নিম্নলিখিত স্থলে দেওয়া যাইতে পারিবে:—

(ক) (১) যে ব্যক্তির বিপক্ষে দলীলের প্রমাণ করিবার চেষ্টা হয়

(২) কি যে ব্যক্তির নিকট আদালতের পরওয়ানা পৌছিতে পারে না কিম্বা যে ব্যক্তি আদালতের পরওয়ানার অনধীন আছে,

(৩) কি যে ব্যক্তি আইনমতে তাহা উপস্থিত করিতে বাধ্য

(৪) আদালত দলীল তাহার অধিকারে বা ক্ষমতাবিনে আছে ইহার প্রমাণ কি অসম্ভব হইলে,

(৫) ও এই ব্যক্তি ৬৬ ধারার উল্লিখিত নোটিশ পাইয়াও তাহা উপস্থিত না করিলে ;

(খ) যে ব্যক্তির বিপক্ষে আসলপত্রের প্রমাণ করা গেল সেই ব্যক্তি কি স্বার্থ পক্ষে তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি সেই আসল পত্র থাকার কথা ও তাহার অবস্থা কি মর্মে স্বীকার করিয়াছে ইহার প্রমাণ হইলে

(গ) যে পক্ষ ঐ পত্রের স্বার্থের স্বাক্ষর দিতে চাহে সে নিম্ন লৈখিক্য কি একটি ভিন্ন কোন কারণে যুক্তি সিদ্ধ সময়ের মধ্যে তাহা উপস্থিত করিতে না পারিলে,

(ঘ) যাহা অব্যাহত হইয়া উত্তর করা যায় না মূল স্বাক্ষর এমন ভাবাপন্ন হইলে—
১৮৭২ সনের ১ আইনের ৬ ধারা দেখ ।

১২শ প্র। কোন্ কোন্ অবস্থায় স্বীকার বাক্য মোকদ্দমা সম্পর্কীয় বলিয়া প্রমাণ এবং প্রমাণ করিতে দেওয়া যাইতে পারে ?

১২শ উ। স্বীকার বাক্য প্রাসঙ্গিক ও সেই বাক্য বাদীর কিম্বা স্বার্থ পক্ষে তাহার স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে ঐ বাক্যের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সেই কথা কহে সে কিম্বা স্বার্থ পক্ষে তাহার স্থলাভিষিক্ত নিম্নলিখিত স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে ঐ কথার প্রমাণ করিতে পারিবে না।

(১) যে ব্যক্তি স্বীকার বাক্য কহে সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইলে ঐ বাক্যের ভাব প্রযুক্ত যদি ৩২ ধারামতে সেই বাক্য তৃতীয় ব্যক্তিদের মধ্যে প্রাসঙ্গিক হয় তবে সেই ব্যক্তির দ্বারা কিম্বা তাহার পক্ষে ঐ বাক্যের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

(২) কোন ব্যক্তির মনের কি শরীরের যে ভাব প্রাসঙ্গিক কি উদ্ভূত হইতে হয় সেই ভাব থাকিতে বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পরে মানসিক কি শারীরিক সেই ভাব বিষয়ে যে স্বীকার বাক্য কহা যায় ও যে আচরণ দ্বারা ঐ কথা মিথ্যা হওয়া অসম্ভব হয় তৎকালে এমনতর আচরণ ও হইলে বাদী ব্যক্তি ঐ কথার প্রমাণ করিতে পারিবে, কিম্বা তাহার পক্ষে ঐ কথার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

(৩) স্বীকার বাক্য বলিয়া প্রাসঙ্গিক না হইয়া স্বীকার বাক্য প্রকারান্তরে প্রাসঙ্গিক হইলে ঐ বাক্য বাদী তাহার প্রমাণ করিতে পারিবে কিম্বা তৎপক্ষে তাহার প্রমাণ করা যাইতে পারিবে। ১৮৭২ সালের ১ আইনের ২১ ধারা দেখ ।

সম্পূর্ণ



রেবেনিউ পরীক্ষার প্রস্তোভ

১৮৭৬ সন।

১ম প্র। ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৪১ ধারা অনুসারে কোন্ কোন্ রকম অধীন তালুক সাধারণ রেজিষ্টরী হইতে পাবে ?

(১) ইস্তমরারী কি মোকররী যে জমী ইস্তমরারী বন্দোবস্তের কালাবধি মোকররী খাজানামতে ভোগ হইয়া আসিতেছে তাহা,

(২) মোকররী খাজানা মতে ভোগ না হইয়া যে জমী বন্দোবস্তের কালে ছিল তাহা—

৩৭ ধারার বর্জিত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী তালুক বা জমী দখলীকারের স্বৈচ্ছা মতে রেজিষ্টরী করিতে পারিবে ও যদি সেই প্রকারে রেজিষ্টরী করা যায় তবে তাহা কেবল বিশেষ রেজিষ্টরী করিতে লেখা যাইবে। ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৪৪ ধারা দেখ।

(৩) (ক) বন্দোবস্ত কালের পরে যে তালুকদারী ও সেই প্রকারের অন্য জমী নিজ জমিদারের অধীনে ভোগ হইতেছে সেই জমীর পাট্টা;

(খ) এবং কতক কেসের মিয়াদে যে ইজারাব জমী সেই প্রকারে ভোগ হইতেছে তাহাব পাট্টা;

(৩) ও যে জমীতে বসতবাটী কি কুঠী কি চিরকাগের জন্য ইয়ারৎ প্রভৃতি গাথা গিয়াছে ও যে জমীতে বাগান কি বিশেষ ফলের বাগান কি পুষ্করিনী কি কূপ কি খাল কি ভজনালয় কি শ্রাধান কি গোরস্থান করা গিয়াছে কি যে জমীতে আকর খনন হইয়াছে সেই সেই জমির পাট্টা।

৩৭ ধারার বর্জিত ঐষ্ট তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর জমির পাট্টা, পাট্টাদারের ইচ্ছামতে সাধারণ ও বিশেষ উভয় বিধ রেজিষ্টরী হইতে পারিবে। ৩৮ ও ৪৩ ধারা ১৮৫৯ সালের ১১ আইন।

২য় প্র। কোন্ কোন্ অধীন স্বত্ববিশেষ রেজিষ্টরী হইতে পাবে ?

(১) ইস্তমরারী যে জমী ইস্তমরারী বন্দোবস্তের কালাবধি মোকররী খাজানা মতে ভোগ হইয়া আসিতেছে সেই জমী,

(২) মোকররী খাজানামতে ভোগ না হইয়া যে জমী বন্দোবস্তের কালে ছিল ;

(৩) (ক) বন্দোবস্ত কালের পরে যে তালুকদারী ও সেই প্রকারের অন্য জমী নিজ নিজ জমিদারের স্থানে ভোগ হইতেছে তাহা , (খ) এবং কতক বৎসরের মিষাদে যে ইতারার জমী সেই প্রকারে ভোগ হইতেছে তাহা ;

(৪) যে জমীতে বসতবাটী কি কুঠী কি চিরকালের জন্য ইমারৎ প্রভৃতি গাথা গিয়াছে ও যে জমীতে বাগান কি বিশেষ ফলের বাগান কি পুষ্করিণী কি কূপ কি খাল কি ভজনালয় কি ঞ্চনান কি কবরস্থান করা গিয়াছে কি যে জমীতে আকর খনন হইয়াছে সেই সেই জমী

এই সকল অধীন স্বত্ব বিশেষের বেজিষ্ট্রী হইতে পারে। ৩৭।৩৮।৪৩ ধারা ১৮৫৯ সালের ১১ আইন।

৩য় প্র। কোন মহাল বাঁকী খাজানার জন্য নীলাম হইল কত দিন পরে ঐ নীলাম সুসিদ্ধ হইতে পারে ?

৩য় উ। যে সকল নীলাম খরীদের টাকা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ২৩ ধারার নির্দিষ্ট মতে দেওয়া গিয়াছে, ও

তাগার উপর আপীল হয় নাই সেই সকল নীলামের দিন অবধি ৬০ দিনের দিনে দুই প্রহরে চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবে।

এবং নীলামের উপর আপীল হইয়া কমিশনের সাহেব তাগা ডিসমিস করিলে যদি নীলামের দিবস হটতে ৬০ দিনের অধিক হইলে তাহা ডিসমিস করেন তবে, ঐ ডিসমিস হইবার তারিখ অবধি ঐ নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবে ও যদি ৬০ দিনের কমে ডিসমিস করেন তবে পূর্বোক্ত মতে ৬০ দিনের দুই প্রহরের সময়ে তাহা চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবে। ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ২৭ ধারা এবং ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ৪ ধারা দেখ।

৪র্থ প্র। বাকী খাজানার জন্য কোন মহাল নীলাম হইলে নীলাম খরিদদারকে কত দিন মধ্যে সমুদয় টাকা দিতে হইবে ?

৪র্থ উ। খরিদারের খরিদ করা মহালের অংশের নীলাম যে দিনে হয়, সেই দিন অবধি ৩০ ত্রিশ দিনের দিনে সূর্যাস্ত হইবার পূর্বে তাহার খরিদের সমুদয় টাকা দাখিল করিতে হইবে। ঐ নীলামের দিন সেই ত্রিশ দিনের মধ্যে যদিও হইবে। যদি ঐ ত্রিশটি দিবস রবিবার বা অন্য কোন পূর্ণ নিমিত্ত বন্ধের দিন হয় তবে ত্রিশটি দিবসের পূর্ব প্রথম যে দিবসে কাছারী খোলা হয় সেই দিবসে সমুদয় টাকা দিতে হইবে। ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ২৩ ধারা দেখ।

৫ম প্র। বৎসরের ষণ্মাহার যে পত্তনি নীলাম হয়, সেই নীলাম

বারণ করিবার জন্য সমুদায় টাকা পত্তনিদারের দিতে হইবে কিনা? অথবা যদি দিতে না হয় তবে কত দিনে নীলাম বারণ হইতে পারে এবং সেই কিয়দংশ কত?

৪ম উ। ইচ্ছক বৈশাখ লাগায়ত আখেরী কার্তিক মাফক্ব কিস্তিবন্দী, জমিদারের বক্ত টাকা পাওনা হয়, তাহার চতুর্থ ভাগ বাকী থাকিলে ইস্তাহারের নিধিত তারিখে নীলাম করা যাইবে।

১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারার ৩ প্রকরণ।

অতঃপা উক্ত নীলাম বারণ করিবার জন্য পত্তনিদারকে সমস্ত টাকা দিতে হইবে না;

সমস্ত দাবীর ৩ তিন চতুর্থাংশ অপেক্ষা কিছু বেশী দিনেই নীলাম বারণ হইতে পারে।

৬ষ্ঠ প্র। ১৮১৯ সালের ৮ আইনমতে পত্তনী নীলাম হইলে, খরিদদারকে সেই সময় কতটাকা আনামত করিতে হইবে?

৬ষ্ঠ উ। নীলাম খরিদদারকে নীলাম ডাকিবার দুইঘণ্টাকাল মধ্যে সমস্ত গ্লোর উপর শতকরা ১৫ টাকা আনামত করিতে হইবে।

১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৯ ধারা।

৭ম প্র। বেঙ্গল কোমিসলের ১৮৬৮ সনের ৭ আইনের মর্নমতে সরকারী দাবির জন্য সার্টিফিকেট কি নিয়মে জারী করিতে হইবে?

৭ম উ। সরকারী দাবির জন্য বেঙ্গল কোমিসলের ১৮৮০ সালের ৭ আইন মতে এক্ষণে সাটি ফকেট জারি হইয়া থাকে। সে বিধি এই—

(১) কোন মহাল বা ভূমাল্পক তাহার বাকী রাজস্ব নিমিত্ত বিক্রীত হইলে ও বিক্রয়োৎপন্ন টাকায় তাহা শোধ না হইলে বা ইজারাদারের স্থানে প্রাপ্য বাকী রাজস্ব টাকা দিবার শেষ দিনে দেওয়ানা গেলে যত টাকা দিতে বাকী থাকে, কালেক্টর সাহেব এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ১ নম্বর পাঠে আপন স্বাক্ষর যুক্ত তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া আপনার আফিসে গাঁথাইয়া রাখিতে পারিবেন। ১৮৮০ সালের ৭ আইনের ৫ ধারা দেখ।

(ক) এই আইনের বিধানের নিয়মাদীনে ৫ ধারার বিধানমতে প্রদত্ত প্রত্যেক সার্টিফিকেট, উহা প্রবল করিবার প্রতিকার সম্বন্ধে যতদূর হইতে পারে তৎদূর পর্যন্ত দেওয়ানী আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীর ন্যায় বলবৎ ও ফলবৎ হইবে, এবং ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব ডিক্রীদার বলিয়া গণ্য হইবেন, এবং ঐ সার্টিফিকেটে খাতক বলিয়া যে ব্যক্তির নাম লেখা থাকে, তিনি ডিক্রীমত খাতক বলিয়া গণ্য হইবেন।

(খ) তদ্রূপ ডিক্রীমত খাজনার উপর ১০ ধারার উল্লিখিত নোটিস জারী করা গেলে পর এক বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে তিনি সার্টিফিকেট রহিত করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন; কিন্তু উক্ত নোটিস পাঠবার পর এক মাসের মধ্যে অথবা ১২খানামতে তিনি আপত্তির দরপাশ করিয়া থাকিলে, ঐ দরখাস্ত শুনা গিয়া নিষ্পত্তি হইলে পর পনের দিনের মধ্যে ডিক্রী মত খাজক উক্ত টাকা কালেক্টর সাহেবকে না দিলে, তদ্রূপ কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্য করা যাইবে না।

(গ) এক বৎসর মিষাদের মধ্যে তদ্রূপ কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা না গেলে, অথবা তদ্রূপ কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলেও ডিক্রীমত খাজকের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হইলেও উক্ত সার্টিফিকেট চূড়ান্ত হইবে, এবং সর্বপ্রকারে সেওয়ানী আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীর ন্যায় ফলবৎ হইবে। ১৮৮০ সালের ৭ আইনের ৬ ধারা দেখ।

(১) যে কোন টাকা রাজস্বের বা ভূরাজস্বের বাকীর ন্যায় অথবা রাজকীয় বা গবর্ণমেন্টের রাজস্বের বাকী আদায় করিবার নির্দিষ্ট প্রণালীমতে আদায় করা বা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে বলিয়া প্রচলিত কোন আইনে নির্দেশ থাকে, সেই টাকা,

(২) কোন ইজারাদার যে মহালের ইজারা দেন, তাঁহার রাজস্ব সম্বন্ধে ঐ ইজারাদারের জামিন দের স্থানে যে কোন টাকা পাওনা হয়, সেই টাকা ;

(৩) বেঙ্গল কাউন্সিলের ১৮৬২ সালের ৮ আইনের ৯ ধারার, ১৮৭৩ সালের ৬ আইনের ৫০ ধারার, ১৮৭৫ সালের ৫ আইনের ৫৭ ধারার, ১৮৭৬ সালের ৩ আইনের ৪২, ৭৩ ও ৮৫ ধারার, ১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৮২ ধারার, ১৮৭৬ সালের ৮ আইনের ১৩৭ ধারার, বা ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৩৬ ধারার, অথবা তৃতীয়া কাউন্সিলের ১৮৭০ সালের ৭ আইনের ১৯ G ও ১৯ H ধারার ও উক্ত আইনের ১ তফসীলের ১২ প্রকরণের মন্তব্যে যে কোন প্রাপ্য, টাকা, ফী, মাসুল, বাকী, বা জরিমানা অথবা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা ;

(৪) খালদিবরক ১৮৬৪ সালের আইনের ৮ ধারার বিধানমতে যে ব্যক্তিক মাসুল ইজারা করিয়া দেওয়া গিয়াছে, তাঁহার ও তাঁহার জামিনদের বেলা, ঐ ইজারা সম্পর্কীয় যে কোন টাকা পাওনা থাকে তাহা ;

(৫) বার্ষিক খাজানা দিবার নিয়মাদীন গেয়া বাটের অধ্যাক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির বেলা, ১৮১৯ সালের ৬ আইনের ১০ ধারার বিধান মতে ঐ খাজনার কোন বাকী টাকা নির্ণীত হইয়া তাহার সার্টিফিকেট দেওয়া গেলে, ঐ টাকা,

(৬) কোন রাইয়তের নিষ্কট কিনা ভূমি, চরানী জমি বনকর, প্রভৃতিতে যে, ব্যক্তির কোন স্বার্থ থাকে, ঐ স্বার্থ হস্তান্তরযোগ্য হউক বা না হউক, সেই ব্যক্তির

নিকট ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাদিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত স্টেটসমেন্টেরী সাহেবের যে কোন বাকী রাজস্ব বা খাজানা পাওনা হয় তাহা,

(৭) প্রচলিত আইনের বিধানমতে সামান্য কোন ব্যক্তির পক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডস বা রাজস্ব বিষয়ক কর্তৃপক্ষেরা যে কোন সম্পত্তির ভার গ্রহণ বা কার্যাব্যাহত করেন, সেই সম্পত্তির বেলা, বাকী খাজানা বা পাঞ্জানার ন্যায় আদেশ অন্য কোন প্রাপ্য, উহা উক্ত কোর্টের বা কর্তৃপক্ষের প্রাপ্য কার্যাব্যাহত ভার অর্পিত হইবার দেনা হইয়া থাকুক বা পটরই হইয়া থাকুক,

৮ম প্রশ্ন। কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ম্যানেজার দ্বারা যদি কোন মহাল ইজারা দেওয়া হয়। তবে সেই ইজার দারের স্থানে বাকী আদায়ের নিমিত্ত কালেক্টর সাহেব ১৮৬৮ সনের আইনমতে সার্টিফিকেট লিখিতে পাবেন কি না ?

৮ম উ। ১৮৮০ সালের ৭ আইনের ৯ ধারা মতে কালেক্টর সাহেব সার্টিফিকেট লিখিতে পারেন।

৯ম প্রশ্ন। ১৮১৪ সনের ১৯ আইনের ১৯ ধারার মর্ম্মমতে যখন কোন মহাল বাটোয়ারা হয় তখন প্রত্যেক অংশের রাজস্ব খাজানা কি নিয়মানুসারে ধার্য্য হইবে ?

১৮১৪ সালের ১৯ আইন ১৮৭৬ সালের ৮ আইনের ৮ ধারা দ্বারা বদ হইয়াছে।

এক্ষণে ১৮৭৬ সালের ৮ আইনের ষষ্ঠ ভাগের বিধানমতে মহাল বাটোয়ারা হয়।

এই ভাগের বিধানমতে বন্টন করা গেলে, তদ্বারা আদিম মহাল পৃথক্ পৃথক্ যত মহালে বিভক্ত করা যায় কালেক্টর লেহেব নিম্নলিখিত প্রকারে (৬ ধারার বিধানমতে) সেই সেই মহালের ভূমির রাজস্ব ধার্য্য করিবেন।

১৮৭৬ সালের ৮ আইনের ৬০ ধারা।

প্রত্যেক স্বতন্ত্র মহালের উপস্থতের সঙ্গে আদিম মহালের উপস্থতের যে অনুপাত [থাকে, আদিম মহাল মোটে ভূমির যত রাজস্বের জন্য দায়ী, তাহার সঙ্গে সেই অনুপাতে ঐ রাজস্ব স্বতন্ত্র মহালের ভূমির রাজস্ব ধার্য্য হইবে। ১৮৭৬ সালের ৮ আইনের ৬০ ধারা দেখ।

(কিন্তু যিনি খাজানা দিতে দায়ী তিনি বর্দ্ধিত হারে খাজানা দিতে সম্মত না হইলে, অথবা ঐ হার উপযুক্ত আদালত বর্দ্ধক দৃঢ় বরা না গেলে, উক্ত বর্দ্ধিত হারমত বাকী খাজানার প্রতি এই প্রকরণের বিধান বর্ত্তিবে না।)

৭ম প্রস্তাবের শেবাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

(৮) গবর্ণমেন্টের রাজকীয় কার্যকারকের পাওনা যে টাকা দিতে যে ব্যক্তি দায়ী সেই টাকা এই আইনের বিধানমতে আদায় করা যাঠিতে পারিবে, সেই ব্যক্তি নিম্নবিত্তরূপে রেজিষ্টারী করা নিদর্শন পত্র দ্বারা এই বিষয়ে সম্পত্তি দিলে ঐ টাকা ;

(৯) ইহার পর প্রণীত কোন আইনে যে কোন ফী বা মাসুল বা টাক্স বা অন্য প্রাপ্য এই আইনের বিধানমতে আদায় করা যাঠিতে পারিবে বলিয়া নির্দেশ থাকিবে তাহা (যথা রোড সেস, ইত্যাদি) ;

না দিলে জেলার কালেক্টর সাহেব, এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ২ নম্বর পার্চে, তদ্রূপ যে বাকী টাকা দেওয়ানী বায়, স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া আপনায় আফিসে গাঁথিয়া রাখিতে পারিবেন ; কিন্তু বৎসালে মিয়াদ বিষয়ক যে আইন চলিত থাকে তদ্বারা যাহা আদায় করিবার বাধা হয়, তদ্রূপ কোন প্রাপ্য সম্বন্ধে তদ্রূপ কোন সার্টিফিকেট লেখা যাইবে না। ১৮৮০ সনের ৭ আইন ৭ ধারা।

(ক) সার্টিফিকেট প্রবল করিবার প্রতিকার সম্বন্ধে উহা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী, ন্যাস ফলবৎ হইবে।

(খ) সার্টিফিকেট প্রতিবাদ করণার্থ ডিক্রীমত খাতক দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে। এক বৎসর মধ্যে তদ্রূপ মোকদ্দমা করা না গেলেও ডিক্রীমত খাতকের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হইলে সার্টিফিকেট চূড়ান্ত হইবে। ৮ ধারা

(১). কালেক্টর সাহেবের আফিসে কোন সার্টিফিকেট গাঁথিয়া রাখা গেলে উক্ত কালেক্টর সাহেব ডিক্রীমত খাতককে নোটিশ দিবেন। নোটিশ জারী হইলে সার্টিফিকেট ক্রমে ডিক্রীমত খাতকের স্বাবর সম্পত্তি আবদ্ধ হইবে।

(২) অন্য জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে গাঁথিয়া রাখিবার নিমিত্ত তাহার নিকট সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি পাঠাইবার ও তাহা গাঁথিয়া রাখা গেলে, সার্টিফিকেট ক্রমে ঐ জিলার অন্তর্গত স্বাবর সম্পত্তি আবদ্ধ হইবে।

(৩) যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট লেখা যায় সেই ব্যক্তি স্বীয় স্বাবর সম্পত্তি লুকাইবে বা স্থানান্তর করিবে বা বিক্রয়াদি করিবে এরূপ সম্ভাবনা আছে বলিয়া কালেক্টর সাহেবের সন্দেহ জন্মিলে, যে কোন সময়ে ঐ সম্পত্তি ক্রোক করিতে পারিবেন। ১৮৮০। ৭ আইন। ১০ ধারা। যাঁহাব উপর ১০ ধারামতে নোটিশ জারি হইয়াছে তিনি আপত্তির দরখাস্ত নোটিশ জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে দিতে পারিবেন। ১৮৮০। ৭। ১২ ধারা। নোটিশ জারীর একমাস পরে অথবা আপত্তির দরখাস্তের নিষ্পত্তি হইলে সার্টিফিকেট প্রবল হইবে। ১৮৮০। ৭। ১৮ ধারা।

টাকার ডিক্রীর ন্যায় দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য প্রণালী বিষয়ক আইনের বিধান মতে সাটিফিকেট প্রবল ও জারি করা বাইতে পারিবে। ১৯ ধারা।

১০ম প্র। বিচার কার্যে কোন কোন ব্যক্তি কোন কোন মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে অনুপযুক্ত ?

১০ম উ।

(১) বালক, বৃদ্ধ বা শারীরিক কি মানসিক রোগগ্রস্ত বা অন্যান্য কারণে অক্ষম ব্যক্তি যদি প্রশ্নের অর্থ গ্রহণে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহার সাক্ষ্য দিতে অনুপযুক্ত। ১৮৭২। ১। ১১৮ ধারা।

(২) কোন বিবাহিত ব্যক্তি তাহার নিকট বিবাহের সময় যে গোপনীয় বিষয় তাহার স্ত্রী বা স্বামী তাহার নিকট প্রকাশ করিয়াছে তাহার বা তৎ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির বিনা অনুমতিতে সেই বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে অনুপযুক্ত। ১৮৭২। ১। ১২২ ধারা।

(৩) কোন রাজকীয় কর্মচারী অপ্রকাশিত রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজপত্র বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে অনুপযুক্ত। ১৮৭২। ১। ১২৩ ধারা।

(৪) কোন রাজকীয় কর্মচারী গোপনীয় রাজকীয় সংবাদ যাহা বিশ্বাস করিয়া তাহাকে জানান হইয়াছে—বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে অনুপযুক্ত। ১৮৭২। ১। ১২৪ ধারা।

(৫) কোন মাজিস্ট্রেট বা পুলিশকর্মচারী কোন অপরাধ করণ বিষয়ে যে গুপ্ত সংবাদ পাইয়াছেন—তাহা কোথা হইতে পাইয়াছেন এরূপ ইচ্ছা ঘটিল মোকদ্দমা-য় সাক্ষ্য দিতে অনুপযুক্ত। ১৮৭২। ১। ১২৫ ধারা।

(৬) কোন ব্যারিষ্টার, এটর্নি, উকীল বা হাইকোর্টের উকীল মক্কেলের বিনা অনুমতিতে বিশ্বাসক্রমে প্রকাশিত মোকদ্দমা-ঘটিত কোন গুট কথা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে অনুপযুক্ত। ১৮৭২। ১। ১২৬ ধারা।

(৭) বৈদ্যবিক, (Interprets) ব্যারিষ্টারাদির কেরানী ও চাকরেরাও বিশ্বাসক্রমে প্রকাশিত মোকদ্দমা-ঘটিত গোপনীয় বিষয় সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে অনুপযুক্ত। ১৮৭২। ১। ১২৭ ধারা।

(৮) কোন জজ বা মাজিস্ট্রেট উচ্চতর কর্মচারীর বিনা অনুমতিতে আপনাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আদালতে তাহাদিগের কার্য প্রণালী সম্বন্ধে অথবা বিচারিক স্বরূপ তাহাদিগের সমীপে কোর্টে যাহা উপস্থিত হয় তাহা বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য নহেন। ১৮৭২। ১। ১২৮ ধারা।

কিন্তু ইচ্ছা করিলে পারিবেন। ভারতবর্ষীয় লরিপোর্ট। ৩। এলাহাবাদ। ৪৭৩।

১১শ প্রশ্ন। মৃত্যুসময় কোন ব্যক্তি বাহা বলিয়া গিয়াছে, তাহা কোন সময় প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে ?

১১শ উ। কোন যৌক্তিকমাত্র কোন ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ বিষয়ে প্রশ্ন হইলে, সেই ব্যক্তি আপন মৃত্যুর যে কারণ কহিয়াছিল, কিম্বা যে ব্যাপারের ফলস্বরূপ তাহার মৃত্যু হয়, সেই ব্যাপারের আকার প্রকার বিষয়ে যে কথা কহিল সেই কথা প্রমাণ-স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে।

* সেই কথা কহিবার সময়ে উক্ত ব্যক্তির বাঁচিবার আশা থাকিলে কি না থাকিলে ও এবং আনুষ্ঠানিক যে কার্যে তাহার মৃত্যুর কারণ লইয়া তর্ক হয়, সেই কার্যের যে ভাব হউক, ঐ উক্তি প্রাসঙ্গিক। ১৮৭২ সালের ১ আইন ৩২ ধারার ১ শাখা।

কিন্তু মরণোন্মুখ ব্যক্তি নিজেই মৃত্যু সম্বন্ধে বাহা বলিবে, তাহা যদি বিচারকারী মাজিস্ট্রেট কর্তৃক আসামীর সাক্ষাতে লিপিবদ্ধ না হয়, তাহা হইলে তাহা প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহীত হইবে না।

উক্ত জবানবন্দী যে কোন মাজিস্ট্রেট কর্তৃক আসামীর সাক্ষাতে লিপিবদ্ধ হইলে, যে কোন ব্যক্তি ঐ উক্তি শুনিয়াছিল তাহাদ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে।

কলিকাতা ল রিপোর্ট। ১০। ১১।

আসামী দণ্ডবিধির ৩০৩ ধারামতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিয়াছে। আসামীর প্রহারের ফলে উক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে কি না। আসামীর প্রহারে আমি আহত হইয়াছি মৃত ব্যক্তির একপ উক্তি ৩২ ধারা মতে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহীত হইবে। এক্ষণে প্রশ্ন প্রমাণ কবিত হইবে না যে উক্ত মৃত ব্যক্তি এই প্রহারের সাংঘাতিক ফলের বিষয় বিদিত ছিল।

কলিকাতা ল রিপোর্ট। ৬। ২৭৮।

১২শ প্রশ্ন। যখন গবর্ণমেন্ট কাহাকেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পাট্টা দেন, তখন সেই পাট্টায় ও কবুলিয়তে কত মূল্যের স্ট্যাম্প লাগিবে এবং স্ট্যাম্পকে দিবে ?

১২শ উ। যখন গবর্ণমেন্ট কাহাকেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পাট্টা দেন, তখন সেই পাট্টায় ও কবুলিয়তে স্ট্যাম্প লাগিবে না।

কারণ ১৮৭৯ সালের ১ আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ১৮ ধারায় সাধারণতঃ বর্জিত হইয়াছে যে—

বর্জিত হইবার এই কথা না থাকিলে গবর্ণমেন্টের দ্বারা বা তৎপক্ষে কিম্বা ভদ্রমুকুলে সম্পাদিত যে নিদর্শনপত্র, তাহাতে সেই নিদর্শনপত্রের যোগ্য যে মাসুল দিতে হইত তাহা বর্জিত করা গেল।

সম্পূর্ণ।

রেবেনিউ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর।

১৮৭৪ সন।

—)。(—

১ম প্রশ্ন। নামজারীর মোকদ্দমায় আপত্তি হইলে কালেক্টর সাহেবের কি করিতে হইবে ?

১ম উ।

কোন আপত্তি করা গেলে কালেক্টর সাহেব ৪৮ ধারা মতে প্রচারিত নোটিশের নিরূপিত দিনে কিম্বা তাহার পর যত শীঘ্র পারেন সেই আপত্তি বিবেচনা করিবেন, ও যে মহালের কি নিষ্কর সম্পত্তির কি তদন্ত স্বার্থের উপলক্ষে রেজেষ্টরী হইবার প্রার্থনা হয়, তাহার অধিকার প্রাপ্তির কিম্বা উত্তরাধিকারীস্বক্ৰমে কি হস্তান্তর-ক্রমে তৎপ্রাপ্তির যে কথা কহা গেল তাহার সত্যতা নিরূপণ আর যে অমুসন্ধান লওয়া আবশ্যক তিনি তাগা লইবেন। ও সেই অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে কিম্বা উত্তরাধিকারিত্ব কি হস্তান্তর কাহা বটিয়াছে ও সেই উত্তরাধিকারিত্ব কিম্বা হস্তান্তর করণানুসারে প্রার্থক অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, অন্য প্রকারে নহ,

কালেক্টর সাহেবের এমনত বোধ হইলে তিনি ঐ মহালের কি নিষ্কর সম্পত্তির কি তদন্ত স্বার্থের ভূম্যধিকারী কি কার্যাব্যাহার বলিয়া ঐ প্রার্থকের নাম উপযুক্ত রেজিষ্টারে রেজেষ্টরী করিতে আজ্ঞা দিবেন।

১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৫২ ধারা।

ইহার পূর্ক ধারার উল্লিখিত অমুসন্ধান ও এই আইনমত অন্য যে অমুসন্ধান লওয়া বাইবে তাগা লওয়ার নিমিত্ত, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যবিধানের আইনে দেওয়ানী আদালতের যে উপায়ে যজ্ঞপে কার্য্য করিবার বিধান আছে, কালেক্টর সাহেব, সেই উপায়ে ও যতদূর হইতে পারে সেই প্রকারে সাক্ষিদিগকে সমন করিতে ও বলপূর্কক উপস্থিত করাইতে ও সাক্ষ্য দেওয়াইতে ও বলপূর্কক দলীল উপস্থিত করাইতে পারিবেন।

১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৫৩ ধারা।

প্রার্থক স্বার্থের যে পরিমাণ উপলক্ষে রেজেষ্টরী হইবার প্রার্থনা করেন তাহার সেই স্বার্থের পরিমাণ অধিকার করণ কিম্বা উত্তরাধিকারীস্বক্ৰমে কি হস্তান্তর করণ ক্রমে প্রাপণ বিষয়ে সেই স্বার্থের বিপরীত কোন দাওয়াদার দ্বারা কি তাহার স্বপক্ষে প্রতিবাদ হইলে, ও প্রার্থনাপত্রানুসারে প্রার্থকের অধিকারের কথা কালেক্টর সাহেবের হৃদোদ মতে প্রমাণ না করা গেলে, তিনি বিবাদীর স্বার্থের

অধিকার পাইবার স্বত্ব সন্মতীমতে নির্ণয় করিয়া তদনুসারে অধিকার দেওয়াইবেন এবং রেজেষ্টরী বহিষ্ঠে প্রয়োজনীয় কথা লিখিবেন ।

কিছা দেওয়ানী আদালতে ঐ বিবাদ আরও উত্তমরূপে নিষ্পত্তি হইতে পারিবে, কালেক্টর সাহেবের এই অনুভব থাকিলে, তিনি পশ্চাৎ লিখিত বিধানমতে ঐ বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার জন্য জেলার প্রধান দেওয়ানী আদালতে অর্পণ করিবেন ।

কিন্তু প্রার্থনাপত্রে প্রার্থকের স্বার্থের যে পরিমাণ লেখা থাকে সেই পরিমাণমু-সারে তাহার অধিকার বিষয়ে প্রতিবাদ না হইলে কিছা কালেক্টর সাহেবের জ্ঞেদ্য মতে ঐ অধিকারের প্রমাণ করা গেলে স্বার্থের ঐ পরিমাণের উপলক্ষে কালেক্টর সাহেব প্রার্থকের নাম রেজেষ্টরী করিতে পারিবেন ও প্রার্থক স্বার্থের অন্য যে পরি-মাণ বিষয়ে বেজেষ্টরী হইবার প্রার্থনা করেন, তৎসম্পর্কে প্রার্থকের রেজেষ্টরী হও-য়ার স্বত্বের বিষয়ে প্রতিবাদ হইলে ও কালেক্টর সাহেবের জ্ঞেদ্য মতে তাহার প্রমাণ না হইলে, তিনি তৎকালে সেই বিবাদ নিষ্পত্তি করণার্থে নিম্নলিখিত বিধান মতে দেওয়ানী আদালতে অর্পণ করিতে পারিবেন ।

১৮৭৬ সনের ৭ আইনের ৫৪ ধারা ।

৫৫ ধারামতে যে স্বার্থের উপলক্ষে প্রার্থনা করা যায় সেই স্বার্থের পরিমাণ অধিকারের বা উত্তরাধিকারীত্ব বা হস্তান্তর করণক্রমে প্রাপ্তির বিষয়ে বিবাদ হইলে কালেক্টর সাহেব ঐ বিবাদীয় স্বার্থের পরিমাণ খাজানা আদায় করণার্থ গ্রাহক নিযুক্ত করিতে পারিবেন ও তদ্রূপে যে টাকা আদায় হয়, তাহা হইতে কার্যধ্যক্ষতার খরচ ও গবর্ণমেন্টের পাওনা রাজস্ব দেওয়া যাইবে । অবশিষ্ট টাকা কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে আমানত থাকিবে ও বিবাদীয় সেই স্বার্থের পরিমাণোপলক্ষে কালেক্টর সাহেব দ্বারা কিছা দেওয়ানী আদালতের আজ্ঞাক্রমে যাহাকে রেজি-ষ্টরী করা যার তাঁহাকে দেওয়া যাইবে ।

১৮৭৬ সনের ৭ আইনের ৫৬ ধারা ।

৫৫ ধারা মতে মোকদ্দমা অর্পণ করা গেলে দেওয়ানী আদালতে নিজ স্বাক্ষরিত বৃত্তান্তপূর্ণ বর্ণনাপত্র পাঠাইবেন ।

১৮৭৬ সনের ৭ আইনের ৫৮ ধারা ।

২য় প্র । বাকী রাজস্ব কাছাকে বলে ?

২য় উ ।

যে সন ধরিতা কোন মর্চালের বন্দোবস্তের ও কিস্তিবন্দীর নিয়ম হয়, সেই সনের কোন মাসের লম্বাদায় কিস্তি অথবা তাহার কথকাল সেই সনের তৎপর মাসের প্রথম তারিখ পর্যন্ত যদি না দেওয়া গিয়া থাকে, তবে ঐ না দেওয়া টাকা মালিক-জারীর বাকী অথবা বাকী রাজস্ব বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ২ ধারা ।

৩য় প্রশ্ন। যে সিকিমি হকিয়ত তাহার মূল দলীল অনুসারে অথবা দেশাচারমতে হস্তান্তর হইতে পারে এমন হকিয়তের বাকী খাজানার ডিক্রীদারের কি কি অবলম্বন করা উচিত ?

৩য় উ।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১০৫ ধারা মতে বিক্রয় যোগ্য কোন পেটাও তালুক (অর্থাৎ যে সিকিমি হকিয়ত তাহার মূল দলীল অনুসারে অথবা দেশাচারমতে হস্তান্তর হইতে পারে এমন হকিয়ত) সম্পর্কীয় বাকী খাজানার ডিক্রী পাওয়া গেলে পর সেই ধারার বলে ডিক্রীদার ঐ পেটাও তালুকের বিক্রয় হইবার জন্য জেলার কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিবেন। ১৮৬৫ সালের ৮ আইনের ৪ ধারা

৪র্থ প্রশ্ন। বাকী রাজস্বের নীলাম কখন চূড়ান্ত হয় ?

(১) আপীল না হইলে কখন চূড়ান্ত হয় ?

(২) আপীল হইলে কমিশনের কর্তৃক ডিসমিস হইলে কখন চূড়ান্ত হয় ?

৪র্থ উ।

[১] যে সকল নীলাম পরিদের টাকা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ২৩ ধারা মতে দেওয়াগিয়াছে ও তাহার উপর আপীল হয় নাট, সেই সকল নীলাম, নীলামের দিন অবধি ৬০ দিনের দিন দুইপ্রহরে চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবে।

[২] নীলামের উপর আপীল হওয়া কমিশনের সাহেব তাহা ডিসমিস করিলে যদি নীলামের দিবস হইতে ৬০ দিনের অধিক হইলে তাহা ডিসমিস করেন তবে, ঐ ডিসমিস হইবার তারিখ অবধি ঐ নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবে। যদি ৬০ দিনের কমে ডিসমিস করেন পূর্বেজ্ঞমতে ৬০ দিনের দিনে দুইপ্রহরেব সময়ে তাহা চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবে।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ২৭ ধারা ও ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ৪ ধারা।

৫ম প্রশ্ন। বাটোয়ারার অধীন মহালের রাজস্ব বাকী পড়িলে ঐ মহালের অংশীদার সকলের নিজ নিজ অংশ রক্ষার নিমিত্ত আইনে কি বিধি আছে ?

৫ম উঃ। বাকী মহালের বন্টনের আনুষ্ঠানিক কার্য চলিতেছে এমন সময়ে, ১৮৭৬ সনের ৮ আইনের ১২৩ ধারামতে যে নোটিশ প্রচার হয়, তাহার নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে ঐ মহালের বাকী পড়িলে, সেই মহাগ নীলাম করিয়া ঐ বাকী আদায় হইতে পারিবে। নীলাম হইলে, সেই নীলামের তারিখ অবধি বন্টনের কার্য স্থগিত থাকিবে। ১৮৭৬ সালের ৮ আইনের ১৫ ধারা দেখ।

কিন্তু ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০।১১।১২।১৩ কি ১৪ ধারার, কিম্বা যৎকালে তদনুরূপ যে কোন আইন প্রচলিত থাকে, সেই আইনে কোন মহালের ভিন্ন অংশের স্বতন্ত্র হিসাব রাখিবার ও তদ্বারা ঐ ঐ অংশ রক্ষা করিবার যে যে বিধান আছে, ইহার পূর্ব ধারার কোন কথাক্রমে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছে এমত জান করিতে হইবে না। ১৮৭৬ সালের ৮ আইনের ১৬ ধারা দেখ।

সুতরাং এরূপ স্থলে অংশিদারেরা ইচ্ছা করিলে নিজ নিজ অংশ রক্ষা করিবার নিমিত্ত ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১৫ ধারামতে কালেক্টর সাহেবের নিকট নগদ টাকা আমানত রাখিয়া কি গবর্ণমেণ্ট নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠে কালেক্টর সাহেবের নাম লিখিয়া তাহার অকুম মতে পত্রের টাকা দেনা করিয়া পত্র আমানত করিয়া সম্পূর্ণ মহালের জমার আমিনী স্বরূপ ঐ টাকা কি পত্র গবর্ণমেণ্টে এই বলিয়া গচ্ছিত করিতে পারেন যে, সেট মহালের কিছু মালগুজারী বাকী হইলে, কালেক্টর সাহেব ঐ টাকা সমস্ত বা তাহার যত অংশ আবশ্যক হয়, তাহা লইয়া ঐ বাকী শোধ করেন। তিনি এই মর্মেণের একবার নামায় দস্তখত করিবেন যে, এই আইনের ৩ ধারামত মালগুজারী দাখিল করিবার যে শেষ দিন নিকট হইয়াছে, সেই দিবস জুয্যন্ত হইবার পূর্বে যদি ঐ মহালের কিছু বাকী মালগুজারী দাখিল না করা যায়, তবে কালেক্টর সাহেব ঐ টাকা কি নিদর্শনপত্র লইয়া, কি তাহার যে অংশ কি ঐ পত্রের উপর পাওনা কোন সূদের যে অংশ আবশ্যক হয়, তাহা লইয়া ঐ বাকীর পরিশোধ দেন।

৬ষ্ঠ প্রঃ। কি প্রকারের কোন অযোগ্য ভূম্যধিকারী ও কোর্টের অধীনে আসিবার যোগ্য ?

৬ষ্ঠ উঃ। নিম্নলিখিত ভূসম্পত্তির স্বামীরা আপন আপন সম্পত্তির কার্যাব্যাক্ততা করিবার অযোগ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন.—

(ক) যে সকল জীলোক দ্বীপ সম্পত্তির কার্যাব্যাক্ততা করিতে অক্ষম বলিয়া কোর্ট নির্দেশ করেন, তাদৃশ জীলোক হইলে ;

(খ) যে সকল ব্যক্তিকে কোর্ট অপ্রাপ্ত বয়স বলিয়া নির্দেশ করেন, তাদৃশ ব্যক্তি হইলে ;

(গ) উপযুক্ত দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তিক্রমে যে সকল ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা ও আপন বিবরক ব্যাপারের কার্যাব্যাক্ততা করিতে অক্ষম বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, তাদৃশ ব্যক্তি হইলে ;

(ঘ) উপযুক্ত দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তিক্রমে আভাবিক দোষ কি দৌরল্য হেতু যে সকল ব্যক্তি আপন সম্পত্তির কার্যাব্যাক্ততা করিতে অন্যরূপে অক্ষম হই-

রাছেম বলিয়া নির্দ্ধারিত হন, তাদৃশ ব্যক্তি হইলে। ১৮৭২ সালের ৯ আইনের ৬ ধারা দেখ।

পূর্বে ধারার বিধানক্রমে কোন মহালের একমাত্র ভূস্বামী, কি কোন মহালের সমুদয় সংস্কে ভূস্বামী, অযোগ্য হইলে, কোর্ট আপন এলাকার মহাশ্ব তজ্ঞাপ ভূস্বামীর বা সংস্কে ভূস্বামীর সমুদয় সম্পত্তির এবং ঐ এলাকার মধ্যে তজ্ঞাপ কোন ভূস্বামী বা সংস্কে ভূস্বামী বাগ করিতে থাকিলে, তাঁহার এবং তজ্ঞাপ ভূস্বামীর বা সংস্কে ভূস্বামীর সম্পত্তিতে বর্তমান কি ভবিষ্যৎ স্বার্থ থাকিলে উক্ত ব্যক্তির ও তাঁহার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন। ১৮৭২ সালের ৯ আইনের ৭ ধারা দেখ।

৭ ম প্র।

১৮৬৮ সালের বেঙ্গল কাউন্সিলের আইন মতে হকিয়ত কাহাকে বলে ?

৭ ম টি ১৮৬৮ সালের বেঙ্গল কাউন্সিলের ৭ আইন মতে বাহাকে হকিয়ত বলে তাহা উক্ত আইনের ১ ধারায় লিখিত আছে। কিন্তু উক্ত ধারার ঐ অংশ-টুক ১৮৮০ সালের ৭ আইনের ১ ম তপসীল দ্বারা রদ হইয়াছে। উহার পরিবর্তে এক্ষণে ১৮৮০ সালের ৭ আইনের ৭ম ধারা উল্লিখিত নিম্ন লিখিত রাজকীয় প্রোপাই হকিয়ত বা রাজকীয় দাবী—বলিয়া নির্দ্ধিষ্ট হইয়াছে।

(১) যে কোন টাকা রাজস্বের বা ভূস্বাস্বের বাকীর ন্যায় অথবা রাজস্বের বা রাজকীয় বা গবর্ণমেন্টের রাজস্বের বাকী আদায় করিবার নির্দ্ধিষ্ট প্রণালীমতে আদায় করা বা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে বলিয়া প্রচলিত কোন আইনে নির্দ্ধেশ থাকে, সেই টাকা ;

(২) কোন ইজারাদার যে মহালের ইজারা লন, তাহার রাজস্ব সম্বন্ধে ঐ ইজারা দায়েব জামিনদের স্থানে যে কোন টাকা পাওনা হয়, সেই টাকা ?

(৩) মন্ত্রি সভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশেব শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত নিম্ন লিখিত আইনের নিম্ন লিখিত ধারায়, অর্থাৎ, ১৮৬২ সালের ৮ আইনের ২ ধারায়, ১৮৭৩ সালের ৬ আইনের ৫০ ধারায়, ১৮৭৫ সালের ৪ আইনের ১ ধারায়, ১৮৭৫ সালের ৫ আইনের ৫৭ ধারায়, ১৮৭৬ সালের ৩ আইনের ৪২, ৭৩ ও ৮৫ ধারায়, ১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৮২ ধারায়, ১৮৭৬ সালের ৮ আইনের ১৩৮ ধারায়, বা ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৩৬ ধারায়, অথবা মন্ত্রি সভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের প্রণীত নিম্ন লিখিত আইনের নিম্ন লিখিত ধারায় ও অংশে, অর্থাৎ আদালতের রায়ম বিবক্ষ ১৮৭০ সালের ৭ আইনের ১২ ও ৮ ধারায় ও উক্ত

আইনের ১ তম সীলে ১২ প্রকরণের মন্তব্যে যে কোন প্রাপ্য, টাকা, ফী, মালুল, বাকী বা জরিমানা অথবা পরচা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা ;

(৪) খাল বিষয়ক ১৮৬৪ সালের আইনের ৮ ধারার বিধান মতে যে ব্যক্তিকে মালুল উত্তারা করিয়া দেওয়া গিয়াছে তাঁহার ও তাঁহার আমিনদের বেলা, ঐ ইজারা সম্পর্কে যে কোন টাকা পাওনা থাকে তাহা ;

(৫) বার্ষিক খাজানা দিবার নিয়মানুসারে খেরা ঘাটের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত ব্যক্তির বেলা, ১৮১৯ সালের ৬ আইনের ১০ ধারার বিধান মতে ঐ খাজানার কোন বাকী টাকা নির্ণীত হইয়া তাহার মাটিকিকেট দেওয়া গেলে ঐ টাকা ;

(৬) কোন রাইয়তের নিকট কিম্বা ভূমি, চরাণী জমি, বনকর, জলকর প্রভৃতিতে যে ব্যক্তির কোন স্বার্থ থাকে, ঐ স্বার্থ হস্তান্তর যোগ্য হউক বা না হউক, সেই ব্যক্তির নিকট ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রি সভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের কোন বাকী রাজস্ব বা খাজানা পাওনা না হয় তাহা ;

(৭) প্রচলিত আইনের বিধান মতে সামান্য কোন ব্যক্তির পক্ষে কোর্ট অব অয়ার্ডস বা রাজস্ব বিষয়ক কর্তৃপক্ষেরা যে কোন সম্পত্তির ভার গ্রহণ বা কার্যাব্যবহৃত করেন সেই সম্পত্তির বেলা, বাকী খাজানা বা খাজানার ন্যায় আদায় অন্য কোন প্রাপ্য উহা উক্ত কোর্টের বা কর্তৃপক্ষের প্রতি কার্যাব্যবহৃত ভার অর্পিত হইবার পূর্বেই দেয়া হইয়া থাকুক বা পরেই হইয়া থাকুক ; কিন্তু যিনি খাজানা দিতে দায়ী তিনি বর্জিতহাস্রে খাজানা দিতে সম্মত না হইলে অথবা ঐ হার উপযুক্ত আদায় কর্তৃক দৃঢ় করা না গেলে উক্ত বর্জিত হারমত বাকী খাজানার প্রতি এই প্রকরণের বিধান বর্ত্তিবে না।

(৮) গবর্ণমেন্টের রাজস্বী কার্যকারকের পাওনা যে টাকা দিতে যে ব্যক্তি দায়ী সেই টাকা এই আইনের বিধানমতে আদায় করা যাইতে পারিবে, সেই ব্যক্তি নিয়মিতরূপে রেজিষ্টারী করা নিদর্শন পত্র দ্বারা এই বিষয় সম্মতি দিলে ঐ টাকা।

(৯) ইহার পর প্রণীত কোন আইনে যে কোন ফী বা মালুল বা টাক্স বা অন্য প্রাপ্য এই আইনের বিধানমতে আদায় করা যাইতে পারিবে বলিয়া নির্দেশ থাকিবে তাহা।

৮ম প্রঃ। কোন এক মহালের বাটোয়ারা করিতে কি বিশেষ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য করা উচিত ?

৮ম উঃ। মহাল বন্টন করিতে কালেক্টর নিম্নলিখিত বিষয় তদন্তে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন :—

বন্টন কালে যদি মহাল পৃথক পৃথক বহু মহাল বিভক্ত করা যায়, কালেক্টর

সাহেব ৬ ধারার বিধানমতে সেই সেই মহালের ভূমির রাজস্ব ধার্য্য করিবেন।
১৮৭৬ সালের ৮ আইনের ৬৯ ধারা দেখ।

প্রত্যেক স্বতন্ত্র মহালের উপস্থিত সঙ্কে আদিম মহালের উপস্থিত যে অঙ্ক-
পাত থাকে, আদিম মহাল মোটে ভূমির যেত রাজস্বের দাবী, তাহার সঙ্কে সেই
অনুপাতে ঐ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মহালের ভূমির রাজস্ব ধার্য্য হইবে। ১৮৭৬ সালের
৮ আইনের ৬ ধারা দেখ।

যে বৎসরে মহাল বর্জন করিবার কার্য্যামুষ্ঠান হয়, তাহার পূর্বে তিন বৎসর
অধিক কোন ভূমির নিমিত্ত কৃষিকারী প্রজাদের গড়ে যত টাকা খাজানা দেয় হয়,
এই আইনের মধ্যে প্রকারান্তরে স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, এই আইনের কার্য্য পক্ষে
ঐ ভূমির ততই খাজানা ধরিতে হইবে।

কোন ভূমি খাজানা করিয়া না দেওয়া গেল, কিন্তু ভূম্যধিকারীরা কি তাঁহা-
দের মধ্যে কোন ব্যক্তি নিজে তাহা ভোগ ও দখল করিলে, সম্ভব মতে ঐ ভূমির
বৎসর যত টাকা খাজানা পাওয়া যাইতে পারে, তত টাকা ঐ ভূমির খাজানা বলিয়া
ধরিতে হইবে।

প্রথম বর্জিত কথা।—কোন ভূমির নিমিত্ত কৃষিকারী প্রজাদের যত টাকা
খাজানা দেয় হয়, উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতে ইহা নির্ণয় হইয়া থাকিলে,
কিন্তু উক্ত তিন বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে উক্ত প্রজাদের সম্মতিক্রমে ঐ খাজানার
পরিবর্তন হইয়া থাকিলে, তক্রমে যত টাকা নির্ণয় হয়, কিন্তা উক্ত প্রকারে পরি-
বর্তন হইয়া যত টাকা ধার্য্য হয়, কালেক্টর সাহেব উচিত বোধ করিলে, ভূমির যত
টাকা খাজানা ধরা যাইতে পারিবে।

দ্বিতীয় বর্জিত কথা।—মহালের সকল ভূম্যধিকারী চিরকালের নিমিত্ত যে
পাট্টা করিয়া দিলেন, যদি এমন পাট্টাক্রমে ভূমি ভোগ হইয়া থাকে, এবং যৎকালে
যে আইন প্রচলিত হয়, তদনুসারে বাকী রাজস্বের নিমিত্ত নীলাম হইলেও যদি
ক্ষেত্র তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে না পারেন, তবে ঐ পাট্টাকার সেই ভূমির নিমিত্ত
যত খাজানা দিয়া থাকে, তাহাই, সেই ভূমির খাজানা বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

তৃতীয় বর্জিত কথা।—ভূমি যে পাট্টাক্রমে ভোগ হইয়া থাকে, ক্ষেত্র তাহাতে
হস্তক্ষেপ করিতে

যদি মহালের সকল ভূম্যধিকারী সেই পাট্টা মহালের সকল ভূম্যধিকারীর দ্বারা
চিরকালীন পাট্টা ও কেবল চিরকালের নিমিত্ত অবধারিত খাজানার দাবী ও উক্ত
মহালের ভূম্যধিকারীরা কিন্তা ঐ ভূম্যধিকারীদের স্থানে অন্য যে ব্যক্তি স্বতন্ত্র প্রাপ্ত
হন, তিনিও কোন গতিতেই ঐ ভূমির খাজানা হ্রাস করিতে না পারেন, যদি

ভূমাদিকারীরা ঐ পাট্টার এমত ভাব স্বীকার করিয়া থাকেন, তবে ঐ পাট্টাদ্বারা কে ভাস্করদার কি পত্তনিদার কি মোকদীদার কি অন্য যে নামে বলা যাউক তাঁহার বক্ত খাজানা দেয় চব্ব তাহাই ঐ ভূমির খাজানা বলিয়া ধরা যাইবে।

চতুর্থ বর্জিত কথা।—কোন ভূমির প্রজা না থাকিলে, কালেক্টর সাহেব বিষ-
য়ের নামা ভাবগতিক বিবেচনায় যে খাজানা নির্ণয় করেন তাহাই ঐ ভূমির খাজানা
বলিয়া ধরা যাইবে ১৮৭৬ সালের ৮ অক্টোবর ৭ ধারা দেখ।

স্বার্থানুসারে বটেন করিবে চাইবে।

(ক) বটেন করিবার অধিকার প্রাপ্ত ভূমাদিকারীর স্বার্থ সাধারণ ভোগ করা
মহালের অবিতক্ত অংশ হইলে, আদিম সম্পূর্ণ মহালের সহিত তাহার সেট
অবিতক্ত অংশের যে অল্পপাত হয়, ঐ আদিম মহালের উপস্থিতি ধরিয়া যে যে
ভূমির উপস্থিতির সেই অল্পপাত থাকে, তাহার প্রতি আপনায় স্বতন্ত্র মহাল বলিয়া
সেই ভূমি নিরূপণ হওয়ার স্বত্ব থাকিবে।

(খ) আদিম মহালের অংশগত কোন বিশেষ মোজার কি ভূমির অধিকারিত্ব
স্বত্ব লইয়া এলিপিবদ্ধ ভূমাদিকারীর স্বার্থ থাকিলে, ও তিনি তাহা পৃথক
রূপে ভোগ করিয়া থাকিলে, তাহার প্রতি আপনায় স্বতন্ত্র মহালস্বরূপ সেই সেই
মোজা কি ;

(গ) বিশেষ বিশেষ যে মোজা কি ভূমিখণ্ড আদিম মহালের সম্পূর্ণ আয়তনের
বাণ্ড না হইয়া ঐ আদিম মহালের একাংশ হয়, সেই সেই মোজার সাধারণরূপে
ভোগ করা অবিতক্ত অংশ লইয়া যদি সেট লিপিবদ্ধ ভূমাদিকারীর স্বত্ব থাকে, তবে
সেই বিশেষ মোজার কি ভূমি খণ্ডের যে অল্পপাত হয়, ঐ বিশেষ বিশেষ মোজার কি
ভূমি খণ্ডের উপস্থিতি ধরিয়া যে যে ভূমির উপস্থিতির সেই অল্পপাত থাকে, তাহার
প্রতি আপনায় স্বতন্ত্র মহাল স্বরূপ ঐ বিশেষ বিশেষ মোজার কি ভূমি খণ্ডের অন্ত-
র্গত সেট সেট ভূমি নিরূপণ হওয়ার স্বত্ব থাকিবে।

কিন্তু যদি দুই কি তদধিক মোজার কি ভূমিখণ্ডের ঐ অতিরিক্ত অংশ লইয়া
লিপিবদ্ধ ভূমাদিকারীর স্বার্থ থাকে, তবে উক্ত প্রত্যেক মোজায় কি ভূমিখণ্ডে তাহার
প্রতি ভূমি নিরূপণ হওয়ার স্বত্ব থাকিবে না, কিন্তু কালেক্টর সাহেব তাহার প্রতি
উক্ত কোন এক কি কয়েক মোজার কি ভূমিখণ্ডের অন্তর্গত ভূমি আপনায় স্বতন্ত্র
মহাল বলিয়া নিরূপণ করিতে পারিবেন, কেবল তিনি উক্ত সকল মোজার কি ভূমি-
খণ্ডের স্বার্থ ভোগ করেন, ঐ ভূমির উপস্থিতি যেন সেই স্বার্থসমগ্রের সমান হয়।

(ঘ) এই ধারায় যে যে প্রকারের স্বার্থ নির্দিষ্ট হইল, আদিম মহালে লিপিবদ্ধ
ভূমাদিকারীর ক্ষমতায় দুই কি তদধিক প্রকারের স্বার্থ থাকিলে, সাধ্যমতে পূর্বোক্ত

বিধানানুসারে তাঁহার প্রতি ভূমি নিরূপণ করিয়া দেওয়া যাইবে। ১৮৭৬ সালের ৮ আইনের ২ ধারা দেখ।

যদি বিভাজ্য ভূমি অন্য ভূম্যধিকারীদের ভোগ্য ভূমির সঙ্গে এমন মিশ্রিত থাকে যে, বণ্টন করা গেলে এক অবিচ্ছিন্ন মহাল হইতে স্থানে স্থানে পৃথক পৃথক ভূমি-খণ্ডের এক কি কয়েক মহাল হয়, ও তৎপ্রযুক্ত কালেক্টর সাহেবের বিবেচনায় ভূমির রাজস্বের হানি হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না ও যে বণ্টনের কার্যের তরুণ ফল হইতে পারে কালেক্টর সাহেব কোন সময়েই সেট কার্য চালটিতে অসম্মত হইতে পারিবে না।

কিন্তু বণ্টন দ্বারা যে যে মহাল করা যায়, তাহা যাঁহাতে সঙ্গতমতে অবিচ্ছিন্ন থাকে লিপিবদ্ধ ভূম্যধিকারীরা ভূমির এমন বিলি হওন বিষয়ে সম্মত হইলে, পূর্কোক্ত স্থলে বণ্টন হইতে পারিবে।

বণ্টন হইবার পূর্বে আদিম মহাল অবিচ্ছিন্ন না হইয়া কেবল পৃথক পৃথক খণ্ডে ভূমি লইয়া তাহা বণ্টন করিয়া স্বতন্ত্র মহাল করিবার যে নিষেধ হইল, এই ধারার কোন কথার এমত ভাব জানিতে হইবে না। ১৮৭৬ সালের ৮ আইনের ১৩ ধারা।

প্রত্যেক স্বতন্ত্র মহাল যত দূর সম্ভব অবিচ্ছিন্ন থাকিবে, কিন্তু ঐ স্বতন্ত্র মহাল সকল অবিচ্ছিন্ন নহে, কেবল এই কারণে কালেক্টর সাহেবের প্রস্তত কি অমুমোদিত বণ্টনপ্রজ্ঞা অসিদ্ধ হইবে না। ১৮৭৬ সালের ৮ আইনের ৮৭ ধারা দেখ।

আদিম যে মহাল সাধারণে ভোগ হইয়া আসিতেছে তাহা হইতে পৃথক যে যে মহাল করা যায়, সেই সেই মহালে যে যে গ্রাম ও যে যে ভূমি নিরূপণ করিতে হইবে—ইহা বাছিয়া লইতে গেলে কালেক্টর সাহেবের এই এই বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে,—

স্থান বিশেষে থাকিতে যে উপকার কি অক্ষুণ্ণকার হইতে পারে তাহা, রাজ্য কি রেল পথ কি নৌকাদির গমনীয় নদী কি খাল সন্নিহিত থাকা।

মৃত্তিকার ও উৎপন্ন ফসলের ভাব ও গুণ।

পতিত বস্ত্র ভূমির আবাদ হইতে বা না হইতে পারে তাহা।

জল সৌচিবার সুযোগ।

বাঁধের ও জল প্রণালীর অবস্থা।

সিকতি কি পয়ত্তী হইবার সম্ভাবনা।

ও অন্য যে যে বিষয় দ্বারা ভূমির মূল্য হ্রাস কি বৃদ্ধি হইতে পারে তাহা বিবেচ্য ইতি। ১৮৭৬ সালের ৮ আইনের ৮৮ ধারা দেখ।

৯ম প্রশ্ন। যে জেলায় জায়গারী বন্দোবস্ত হইয়াছে, এ

জেলায় কোন সম্পত্তি বাকী রাজস্বের জন্য নীলাম হইলে, নীলাম খরিদার কি স্বত্ব পাইবেক ?

A. ৯ম উ। বাঙ্গালা, বিহার, ও উড়িষ্যা ইত্যমবাবী, বন্দোবস্তের কোন জেলার অন্তর্গত সম্পূর্ণ মহাল যদি ঐ মহালেব নিজ গাণীর নিমিত্ত এই আইনমতে নীলাম হয়, তবে বন্দোবস্ত কালের পর তাহার উপর যে সকল দায় বর্ত্তি আছে তাহ বিনা খরীদার ঐ মহাল পাইবে। ও পেটাও সকল পাটী ও জোত অধিকার বাতিল করিতে ও পেটাও পাটীদারগণকে অগোণে বেদখল করিতে তাহার ক্ষমতা থাকিবে। কিন্তু নিম্ন লিখিত পাটী সকল বাতিল করিতে পারিবে না।

(১) ইত্যমবাবী কি মোকররী যে জমী ইত্যমবাবী বন্দোবস্তের কাগাবধি মোকররী খাজানামতে ভোগ হইয়া আসিতেছে সেট জমির পাটী।

(২) মোকররী খাজানামতে ভোগ না হইয়া যে জমী বন্দোবস্তের কাল ছিল, তাহার পাটী। পরন্তু সেই প্রকারের জমীর খাজানা বৃদ্ধি করিবার যে সময়ে যে বিধি চলন থাকে সেই বিধি মতে ঐ জমীর খাজানা সক্ষম হইতে পারিবে।

(৩) বন্দোবস্ত কালের পরে যে তালুকদারী ও সেই প্রকারের অন্য জমী নিজ জমিদারের স্থানে ভোগ হইতেছে তাহার পাটী, ও বতক বৎসরের মধ্যদে যে ইজারার জমী সেই প্রকারে ভোগ হইতেছে তাহার পাটী। কিন্তু ইহাতে প্রায়জন যে সেই তালুকদারী ও ইজারা এত আইনের বিধান মতে উপযুক্তরূপে বজ্রী করা যায়। এবং—

(৪)—(ক) যে জমীতে বণ্ড বাগী কি কুঠি কি চিরকালের জন্য ইমামত প্রভৃতি গাণা গিয়াছে,

(খ) ও যে জমীতে বাগান কি বিশেষ ফলের বাগান কি পুষ্করী কি কূপ কি খাল কি ভজনালয় কি আশান কি গোরস্তান করা গিয়াছে,

(গ) কি যে জমীতে আকর খনন হইয়াছে, সেই সেই জমির পাটী।

B. উক্ত বর্জিত জমীর চতুর্ধ প্রণীর মধ্যে যে জমী আসেসে তাহার প্রথম যে খাজানা ধার্য হইয়াছিল, তাহা অনুচিত অর্থাৎ কম ছিল তাহা প্রমাণ যদি প্রকৃষ্ট মতের খরীদার করিতে পারে, ও উক্তম আবাদী জমীর খাজানার তুল্য মোকররী খাজানামতে সেই জমী বার বৎসরের অধিক কাল যদি ভোগ না হয় তবে সেই জমীর খাজানা বৃদ্ধি করিবার যে সময়ে যে বিধি থাকে, সেই বিধিমতে ঐ খরীদার খাজানী বৃদ্ধি করার কার্য করিতে পারিবে।

পরন্তু যদি কোন রাইরতের মোকররী খাজানামতে নিচলত আইনানুসারে নির্ধারিত বিধিমতে ধার্য করা খাজানামতে দখল করিবার স্বত্ব থাকে, তবে

তাঁহাকে ঐ খরীদদার বেদখল করিতে পারে কি ঐরূপ আইনের নির্দিষ্ট নিয়ম ভিন্ন-
অনামতে কি বন্দোবস্ত কালের পর কেসকল পাট্টা প্রভৃতি করা গিয়াছে, তাহা না
মানিয়া সাংকে মালিক যে প্রকারে খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারিত, তদ্বিষয় অন্য
মতে তদ্রূপ কোন বাইবতের খাজানা যে বৃদ্ধি করিতে পারে এট ধারার কোন-
কথার এমত অর্থ করিতে হইবে না। ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৩৭ ধারা দেখ।

১০ম প্র। যে সকল বৃত্তান্ত অন্য প্রকারে প্রাসঙ্গিক নহে,
তাহা কোন সময়ে প্রাসঙ্গিক হয়?

১০ম উ। কোন বৃত্তান্ত স্থলাভূত্রে প্রাসঙ্গিক না হইলেও এই এই স্থলে
প্রাসঙ্গিক হয়:—

- (১) ঈশ্বরটিত দিখা কোন বৃত্তান্তের অঙ্গভূত হইলে,
- (২) সেই বৃত্তান্ত দ্বারা কিবা অন্য বৃত্তান্তের সংযোগে সেই বৃত্তান্ত দ্বারা
ঈশ্বরটিত কি প্রাসঙ্গিক কোন বৃত্তান্তের মতা কি অসত্য অত্যন্ত সম্ভব বা অসম্ভব
হইলে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ নির্দিষ্ট দিনে কলিকাতায় অপরাধ করিল কি না এই প্রশ্ন হইল।
সেই দিনে আনন্দ লাটহায়ে ছিল এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।
অপরাধ যে স্থানে করা গেল আনন্দ ঐ অপরাধ হইবার কিঞ্চিৎ পূর্বে কি পক্ষে
সেই স্থানে হইতে দূরে থাকা প্রযুক্ত তদ্বারা সেই অপরাধ হওয়া অসম্ভব না হইলেও
অসম্ভব হইলে ঐ বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হয়।

(খ) আনন্দ অমুক অপরাধ করিল কি না এই প্রশ্ন চক।
ভাবগতিক বিবেচনা করিলে, হয় আনন্দ না হয় বলরাম কিম্বা চন্দ্র অথবা
দীননাথ ইহার একতর ব্যক্তি ঐ অপরাধ করিয়াছে। এমন স্থলে অন্য কাহার দ্বারা
সেই অপরাধ হইতে পারিল না, এবং বলরাম কি চন্দ্র কি দীননাথ সেই অপরাধ
করে নাই ইহা যে বৃত্তান্ত দ্বারা দেখা যাইতে পারে তাহা প্রাসঙ্গিক। ১৮৭২ সালের
১ আইনের ১১ ধারা দেখ।

১১প্রশ্ন। উত্তর-লক্ষ্য প্রশ্ন সম্বন্ধে আইনে কি বিধি আছে?

১১শ। উত্তর-লক্ষ্য কোন প্রশ্ন বিষয়ে বিপরীত পক্ষের আপত্তি হইলে আদালতের
অনুমতি বিনা পুনঃ পরীক্ষা বা পুনঃ পরীক্ষা কালে ঐ প্রশ্ন করা যাইবে না।

কোন কথা উপস্থিত করণোদ্দেশ্যে যে বিষয় বাক্ত হয়, সেই বিষয়ের, কিম্বা
অবিবাদীয় বিষয়ের, কিম্বা আদালতের বিবেচনার যে বিষয়ের বন্ধেই প্রমাণ হইল,
আদালত সেই সেই বিষয়ের উত্তর-লক্ষ্য প্রশ্ন করিতে দিবে না।

১৮৭১ সালের ১ আইনের ১৪২ ধারা, কুট-পরীক্ষাকালে উত্তর লক্ষ প্রমাণ করা আইতে পারিবে। ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১৪৩ ধারা।

১২শ প্র। যে সকল দলীল প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করা যায়, তন্মধ্যে গোণ প্রমাণ কাহাকে বলে।

১২শ উ।

অনীলানন্দ গোণ সাক্ষ্য শব্দে নিম্নলিখিত বিষয় বুঝায় ও নিম্নলিখিত বিষয় গণ্য—

(১) নিম্নলিখিত বিধান মতে সার্টিফিকেট যুক্ত যে প্রতিলিপি দেওয়া যায় তাহা।

(২) কোন যজ্ঞ দ্বারা যে প্রতিলিপি করা যায়, তাহা অবশ্য যথার্থ হইলে, সেই যজ্ঞ দ্বারা আসল পত্র দেখিয়া যে প্রতিলিপি দেওয়া যায় তাহা এবং ঐ প্রতিলিপি সহিত অন্য যে প্রতিলিপি মিলে তাহা।

(৩) আসল পত্র হইতে যে প্রতিলিপি করা যায় এবং আসল পত্রের সহিত যে প্রতিলিপি মিলে তাহা।

(৪) দলীল সংক্রান্ত যে ব্যক্তির দলীলের অনুলিপি সম্পাদন করেন নাই, তাহাদের বিপক্ষে ঐ অনুলিপি।

(৫) কোন ব্যক্তি নিজের কোন দলীল দেখিয়া তাহার মর্মের যে বাচনিক বৃত্তান্ত কহেন তাহা।

উদাহরণ।

(ক) আসল পত্র ফটোগ্রাফ করিয়া তাহার প্রতিলিপি করা গেল, ইহার প্রমাণ হইলে আসলের সঙ্গে সেই ফটোগ্রাফ না মিলাইয়াও তাহা ঐ আসল পত্রের মর্মের গোণ সাক্ষ্য হয়।

(খ) কালিহিং মেশিন অর্থাৎ প্রতিলিপি করিবার যজ্ঞ দ্বারা আসল পত্রের প্রতিলিপি করা গেল ইহার প্রমাণ হইলে সেই প্রতিলিপির সঙ্গে অন্য যে প্রতিলিপি মিলে তাহা ঐ পত্রের মর্মের গোণ সাক্ষ্য।

(গ) কোন প্রতিলিপি দেখিয়া প্রতিলিপি করা গেলে ও পশ্চাৎ আসলের সঙ্গে মিলাইয়া গেলে তাহা গোণ সাক্ষ্য। কিন্তু যে প্রতিলিপি দেখিয়া তাহা করা যায় আসলের সঙ্গে সেই প্রতিলিপি মিলাইয়া দেখা গেল ও দ্বিতীয় প্রতিলিপি আসলের সঙ্গে মিলাইয়া না গেলে তাহা গোণ সাক্ষ্য হয় না।

(ঘ) আদর্শেব সঙ্গে যে প্রতিলিপি মিলাইবা দেখান গেল, তাহার বাচনিক
 ত্রুটি ও অসঙ্গত হইতে ফটোগ্রাফ দ্বারা কিম্বা প্রতিলিপি করিবার যত্ন দ্বারা যে
 প্রতিলিপি করা যায় তাহার বাচনিক ত্রুটি ও অসঙ্গত আসল পত্রের গোণ নষ্ট হইতে
 পারে না।

১৮৭২ সালের ১ আইনের ৬০ ধারা।

সম্পূর্ণ।

—) (•) (—

রেবেনিউ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর ।

—)。(—

১৮৭৫ ।

১ম প্রশ্ন । আইনমত যে দলীলের লেখা পড়া কি তজ্জদিক্ হওয়া আবশ্যিক, তাহা কি প্রকারে প্রমাণিত করা যাইবে ।

১ম উঃ ।

আইন অনুসারে যদি দলীলের সাক্ষীদের স্বাক্ষর থাকা আবশ্যিক হয়, তবে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে নূন কল্পে এক জন সাক্ষী জীবিত থাকিলে এবং আদালতের পর-
ওয়ানার অধীন থাকিলে ও সাক্ষ্য দিবার সক্ষম হইলে সেই সাক্ষীকে ঐ পত্র সম্পা-
দন হইবার প্রমাণ দিবার জন্য আহ্বান করিবা উহা দ্বারা উক্ত দলীল তজ্জদিক
করাইয়া লইতে হইবে, নতুবা উক্ত দলীল প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইবে না ।

১৮৭২ সালের ১ আইনের ৬৮ ধারা ।

স্বাক্ষরকারী কোন সাক্ষীর উদ্দেশ্য না পাওয়া গেলে কিম্বা সংযুক্ত রাজ্যের মধ্যে
দলীল সম্পাদন হইল বলিয়া দেখা গেলে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে নূন কল্পে একজন
সাক্ষীর স্বাক্ষর, তাহার নিজ হাতের লেখা ও যে ব্যক্তি ঐ পত্র সম্পাদন করে তাহার
স্বাক্ষর তাহার নিজ হাতে লেখা হইয়াছে এই এই বিষয়ে প্রমাণ করিতে হইবে ।

১৮৭২ সালের ১ আইনের ৬৯ ধারা ।

কোন ব্যক্তি সাক্ষীদের স্বাক্ষরিত দলীল আমি সম্পাদন করিলাম বলিয়া স্বী-
কার করিলে আইন অনুসারে সেই দলীলে সাক্ষীদের স্বাক্ষর করা আবশ্যিক হই-
লেও সেই স্বীকার বাক্য উক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ হইবে । ১৮৭২ সালের
১ আইনের ৭০ ধারা ।

দলীল সম্পাদন হইল স্বাক্ষরকারী সাক্ষী এই কথা অস্বীকার করিলে কি তাহার
স্বরণ নাই বলিলে অন্য সাক্ষী দ্বারা সেই পত্র সম্পাদনের প্রমাণ করা যাইতে
পারিবে ।

১৮৭২ সালের ১ আইনের ৭১ ধারা ।

২য় প্রশ্ন । প্রমাণের ভার কাহাকে বলে তাহা লিখ ও তাহার
উদাহরণ দেও ?

২য় উঃ ।

কোন ব্যক্তি কোন বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়া সেই বৃত্তান্তের উপর আইনমত যে

অধিকার কিম্বা যে দায় নির্ভর করে, তদ্বিষয়ে কোন আদালতের বিচার প্রার্থনা করিলে সেই ব্যক্তির ঐ বৃত্তান্তের সত্যতা প্রমাণ করিতে হইবে।

কোন ব্যক্তি কোন বৃত্তান্তের প্রমাণ করিতে আবেদন করিলে প্রমাণ করিবার ভার সেই ব্যক্তির প্রতি বর্তে ইহা বলি যায়।

এই প্রমাণ করিবার দায়িত্বকেই প্রমাণের ভার কহে।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম কোন অপরাধ করিয়াছে, আনন্দ ইহা বলিয়া তাহার সেই অপরাধের দণ্ড হইতে আদালতের এমত নিষ্পত্তি প্রার্থনা করে।

বলরাম যে সেই অপরাধ করিয়াছে আনন্দের এই কথার প্রমাণ করিতে হইবে।

(খ) বলরামের অধিকারে ভূমি থাও আছে। আনন্দ কোন কোন বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়া সেই বৃত্তান্ত শ্রদ্ধা আপনি ঐ ভূমির অধিকারী আছে আদালতে এমত বিচার প্রার্থনা করেন, কিন্তু বলরাম কহে যে ঐ বৃত্তান্ত সত্য নয়।

আনন্দের সেই বৃত্তান্ত প্রমাণ করিতে হইবে। ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১০১ ধারা দেখ।

৩য় প্রশ্ন। বাধা সম্বন্ধে আইনের সাধারণ উদ্দেশ্য কি ?

৩য় উ।

বাধা সম্বন্ধে আইনের সাধারণ উদ্দেশ্য এই যে স্বীকারের বিপরীতে কাহাতেও ফল লাভ করিতে দেওয়া উচিত নহে। ১৮৭২ সালের ১ আইনের অষ্টম পরিচ্ছেদে ইহা বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। যথা—

কোন ব্যক্তি যদি জ্ঞান পূর্বক আপনায় কথা বা ক্রিয়া দ্বারা কিম্বা কর্তব্য কর্ম না করণ দ্বারা কোন বিষয় সত্য বলিয়া অন্য ব্যক্তির বিশ্বাস অন্যায় বা ভ্রমাইতে দেয়ও সেই বিশ্বাসানুসারে তাহাকে কার্য্য করায় বা তাহাকে কার্য্য করিতে দেয়, তবে তাহার এবং সেই ব্যক্তির কিম্বা তদীয় স্বেচ্ছাভিত্তিকের মধ্যে মোকদ্দমা হইলে কিম্বা মোকদ্দমা ঘটিলে কোন কার্য্যানুষ্ঠান হইলে সেই প্রযোক্ত ব্যক্তি ঐ কথা সত্য নয় বলিয়া তাহা অস্বীকার করিতে পারিবে না।

উদাহরণ।

কোন ভূমিখণ্ড আমার বলিয়া আনন্দ ইচ্ছাপূর্বক ঐ অসত্য কথা বলরামের বিশ্বাস জন্মাইয়া তাহাকে সেই ভূমি ক্রয় করিয়া হুলা দিবার প্রবৃত্তি দেয়।

পশ্চাৎ ঐ ভূমি যথার্থই আনন্দের সম্পত্তি হইলে বলরামের নিকট তাহা বিক্রয় করিবার সময়ে ঐ ভূমিতে আমার স্বত্ত্ব ছিল না বলিয়া আনন্দ ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ

করিতে চেষ্টা করে। এই স্থলে পূর্বের তাহার স্বত্ত্ব না থাকার প্রমাণ কিয়দূর অসু-
মতি হইবে না। ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১১৫ ধারা।

কোন স্থাবর সম্পত্তির প্রজা যে সময়ে প্রজা হয় সেই সময়ের প্রারম্ভে ঐ স্থাবর
সম্পত্তিতে ভূস্বামীর স্বত্ত্ব ছিল না, ঐ প্রজার যতকাল অধিকার থাকে তত কাল সে
কিন্ম তাহা দ্বারা কোন দাওবাদার ইহা কহিতে পারিবে না। এবং কোন স্থাবর
সম্পত্তি যে ব্যক্তির অধিকারে থাকে তাহার অসুমতি পত্র দ্বারা অন্য ব্যক্তি ঐ সম্প-
ত্তির অধিকার পাইলে ঐ অসুমতি দেওয় সময়ের সেই ব্যক্তির অধিকারের স্বত্ত্ব ছিল
না ইহা কহিতে পারিবে না। ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১১৬ ধারা।

কোন ব্যক্তি হুজী সাকরাইয়া দিলে ঐ হুজীর লেখক তাহা লিখিতে কিন্ম
তাহার পৃষ্ঠে লিখিতে সক্ষম নব ইহা কহিতে পা ইবে না। ৩ দ্রব্য যে সময় ন্যস্ত
করা যায় বা অসুমতি পত্র যে সময়ে দেওয়া যায়, সেই সময়ের ন্যাসদাতার বা অসুমতি
দাতার ন্যাস বা অসুমতি দিবার ক্ষমতা ছিল না, ঐ ন্যাসদাতার কি অসুমতি প্রাপ্ত
ব্যক্তি ইহা কহিতে পারিবে না।

১ ব্যাখ্যা। যে ব্যক্তি হুজী সাকরাইয়া দেয়, হুজী যাহার লিখিত বলিয়া উদ্ভিষ্ট
হয়, সেই ব্যক্তির লিখিত নয় ইহা বলিয়া অস্বীকার করিতে পারিবে।

২ ব্যাখ্যা। ন্যাসদাতার যদি ন্যাসদাতা ভিন্ন অন্য ব্যক্তির প্রতি ন্যস্ত দ্রব্য সম-
র্পণ করিয়া থাকে, তবে ন্যাসদাতার বিপক্ষে সেই ব্যক্তির স্বত্ত্ব প্রবল আছে এই
কথার প্রমাণ করিতে পারিবে। ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১১৭ ধারা।

৪র্থ প্র। অম্পূর্ণ ফ্যাম্প কাগজে লিখিত দলীল কি অবস্থায়
আদালত গ্রাহ্য করিতে পারেন এবং কি কি সর্ত্তে।

৪র্থ উ। যাহা কেবল এক আনা মাসুল যোগ্য কিন্ম বিল অব একসচেঞ্জ কি
প্রমিসরি মোট নয়, এমন কোন নিদর্শনপত্র যে মাসুল যোগ্য তাহার মাসুল দেওয়া
গেলে কিন্ম (লিখিতে কম মূল্যের ফ্যাম্প লাগান থাকিলে) উক্ত মাসুল পূরণার্থ
বাকী টাকা ও তৎসহিত পাঁচ টাকা অর্থ দণ্ড অথবা উপযুক্ত মাসুলের কি তাহার
বাকী অংশের দশগুণ টাকা পাঁচ টাকার অধিক হওয়াতে সেই দশগুণের তুল্যসংখ্যক
টাকা দেওয়া গেলে সেই নিদর্শনপত্র ন্যায় সমস্ত বর্জিত হুল ভিন্ন অন্যত্র আদালত
প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য করিতে পারেন। ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৪৪ ধারার ১ প্রকরণ।

৫ প্র। কোন বাটেয়ারা সম্পত্তির বিভাগের পর কি অবস্থায়
কালেক্টর সাহেব তাহার আপন ২ অংশদিগকে দখল দেওয়াইতে
পারেন ?

৫ম টি।

কৌনস্পন্ডিয় বাটোয়ার পরে যে ভূম্যধিকারীর প্রতি যে স্বতন্ত্র মহাল নিরূপণ করা যায়, কালেক্টর সাহেব তাঁহাকে দখল দেওয়াইতে প্রবৃত্ত হইবেন, ও আবশ্যক হইলে দখল দেওয়াইবার জন্য মাজিস্ট্রেট সাহেবের সাহায্য লইবেন।

১৮৭৬ সালের ৮ আটনের ১২৩ ধারা।

যদি অংশিদারেরা আপোশে পরস্পরের নির্দিষ্ট অংশ দখল করেন, তাহা হইলে দখল দেওয়াইবার জন্য কালেক্টর বা মাজিস্ট্রেটের হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই।

৬ষ্ঠ প্র। ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ও ১১ ধারার মর্ম্ম-মত পৃথক হিসাব খোলা হওয়ার পর বাকী খাজানার জন্য বিক্রয় করা যাইতে পারে কিনা? যদি পারে তাহা কি অবস্থায়?

৬ষ্ঠ টি।

পৃথক হিসাব খোলার পর কালেক্টর সাহেব 'সাধারণ হিসাব ও অংশ বিশেষের হিসাব' এই দুই প্রকার হিসাব রাখিবেন। যে অংশিদার যখন বাঁহা দিবে, তিনি তাহা সাধারণ হিসাবে ও উক্ত অংশিদারের হিসাবে জমা করিবেন। সাধারণ হিসাবে বাকী না থাকিলে মহাল নীলাম হইবে না। সাধারণ হিসাবে যদি বাকী না পড়ে, তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব কাটার অংশে কত বাকী পড়িয়াছে, তাহা দেখিবেন না। যদি সাধারণ হিসাবে বাকী পরে, তখন কালেক্টর সাহেব দেখিবেন কাটার অংশে বাকী—পড়িয়াছে। এবং বাঁহার অংশে বাকী পড়িয়াছে বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে—তাঁহারই অংশ নীলাম করিবার জন্য ইস্তাহার জারী করিবেন—এবং যে অংশের খাজানা আদায় হইয়াছে, সে অংশ বাদ দিয়া নীলাম হইবে, টক্সাহারে এরূপ লিখিয়া দিবে। ১৮৮০। ডিসেম্বর ২ সরকার এবং ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১৩ ধারা। যদি বাকী পড়া অংশ নীলামে ধরা যায়, তাহার নিমিত্ত অত্যাচ্চ যে মূল্যে ডাক হয়, তাহা যদি নীলাম হইবার তারিখ পর্যন্ত যত বাকী থাকে তাহার সমান না হয়, তবে কালেক্টর সাহেব কি পূর্বেক্ত মত অন্য কার্যকারক সাহেব নীলাম স্থগিত করিয়া এই আজ্ঞা করিবেন যে, ঐ অংশের যত বাকী হয়, তাহা সমুদয় যদি লিখিত অন্য অংশী কি অংশীরা কি তাহাদের মধ্যে কোন এক কি অধিক জন দশ দিনের মধ্যে সরকারে দিয়া ঐ বাকী পড়া অংশ খরিদ না করে, তবে অন্য দিবসে সম্পূর্ণ মহাল বাকী মালিকজারীর নিমিত্ত নীলাম হইবে। যদি দশ দিনের মধ্যে ঐরূপ খরিদ না করে, তবে এই আইনের ৬ ধারামতে ইস্তাহার যত কাল ও যে প্রকারে প্রকাশ

করিতে হয়, ততকাল ও সেই প্রকারে প্রকাশ হইলে পর সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে। ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১৪ ধারা।

৭ম প্রশ্ন। ১৮৬৮ সনের ৭ আইনের মর্ম্মমতে বাকী খাজানার সার্টিফিকেটের ফল কি? ও তাহাতে যে ব্যক্তি দেন্দার স্বরূপ লিখিত থাকে, গবর্ণমেন্টের দাবীর প্রতিবাদ করার তাহার কি উপায় আছে?

৭ম উ।

(১) ১৮৬৮ সনের ৭ আইনের ১৭ ধারার বাকী খাজানার সার্টিফিকেটের ফল লিখিত আছে। কিন্তু উক্ত আইনের ঐ ধারা ১৮৮০ সালের ৭ আইনের ১ম তফসীল দ্বারা রদ হইয়াছে। এবং উক্ত ধারার পরিবর্তে এক্ষণে ১৮৮০ সালের ৭ আইনের ৬ ও ৮ ধারা বাণ্য চইয়াছে। উক্ত ৮ ধারার সার্টিফিকেটের ফল এইরূপ লিখিত হইয়াছে:—

(ক) উক্ত সার্টিফিকেট দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর ন্যায় বলবৎ ও ফলবৎ হইবে। ৭ ধারার ৭ প্রকরণের উল্লিখিত স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব, এবং উক্ত ৭ প্রকরণের লিখিত স্থলে উল্লিখিত সামান্য ব্যক্তি অথবা ঐ ব্যক্তি অপ্রাপ্তবয়স্ক বা ক্ষিপ্ত বা কোর্টের অমুপালিত হইলে, উক্ত অপ্রাপ্তবয়স্কেরা কোর্টের অমুপালিত ব্যক্তি, আশ্রয়স্থল সহযোগে, ডিক্রীদার বলিয়া গণ্য হইবেন, এবং উল্লিখিত সকল সার্টিফিকেটে ঋতক বলিয়া যে ব্যক্তির নাম লেখা যায় তিনিই ডিক্রীমত ঋতক বলিয়া গণ্য হইবেন।

(খ) সার্টিফিকেটের প্রতিবাদ করণার্থ ডিক্রীমত ঋতক এক বৎসরের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে মোকদমা উপস্থিত করিতে পারিবে। এক বৎসরের মধ্যে তজ্জগ মোকদমা করা না গেলে অথবা গেলেও ডিক্রীমত ঋতকের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হইলে, ঐ সার্টিফিকেট চূড়ান্ত হইবে, এবং সর্বপ্রকারে দেওয়ানী আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীর ন্যায় বলবৎ ও ফলবৎ হইবে।

সার্টিফিকেট গাঁথিয়া সার্টিফিকেট জারির আর ও ফল এই যে:—সার্টিফিকেট গাঁথিয়া রাখা গেলে ডিক্রীমত কালেক্টর ঋতকে নোটিশ দিবেন ও নোটিশ জারী করা গেলে, সার্টিফিকেট ক্রমে ডিক্রীমত ঋতকের স্থাবর সম্পত্তি আবদ্ধ হইবে।

১৮৮০ সা ৭জা ১০ ধারা।

যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট লেখা যায়, সেই ব্যক্তি স্বীয় অস্থাবর সম্পত্তি লুকাইবে বা হানাস্তর করিবে বা বিক্রয়াদি করিবে এরূপ সম্ভাবনা আছে বলিয়া

কালেক্টর সাহেবের জ্বোধ জমিলে তিনি যে কোন সময়ে উক্ত অদ্বার সম্পত্তি ক্রোক করিতে পারিবেন। ১৮৮০ সা ৭ অ ১১ ধারা।

(২) যে ব্যক্তি উক্ত সার্টিফিকেটে দেলার স্বরূপ লিখিত থাকেন, তাঁহার উপর ১০ ধারামতে নোটিশ আরি হইলে তিনি, তাঁহার বিরুদ্ধে যে সার্টিফিকেট লিখিয়া রাখিয়া রাখা যায়, তাঁহার সমস্ত কি কিয়দংশ টাকা দিতে আপনাদর দায় অস্বীকার করিলে, ঐ নোটিশ জারী হইবার পর ত্রিশদিনের মধ্যে, অথবা যে স্থলে তজ্ঞাপন নোটিশ নিয়মিতরূপে জারী করা যায় নাই, সেই স্থলে উক্ত সার্টিফিকেট প্রবল করিবার কোন প্রয়োজনা জারী হইবার পর ত্রিশদিনের মধ্যে যে কোন সময়ে, যে কালেক্টর সাহেব ঐ সার্টিফিকেট লিখেন তাঁহার সম্মুখে পূর্বোক্ত দায় অস্বীকার করণসূচক দরখাস্ত দিতে পারিবেন। ঐ দরখাস্ত এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ৫ নম্বর পার্টে বা ষষ্ঠ দরখাস্ত তজ্ঞাপন পার্টে লিখিতে হইবে। ১৮৮০ সালের ৭ আইনের ১২ ধারা।

৮ম প্রশ্ন। কোন সম্পূর্ণ মহাল কি প্রকারে হস্তগত করিলে কোর্টের অধীন হইল বলা যাউতে পারে। কোন কোন মহাল বর্জিত হইতে পারে।

৮ম উ। ১৮৭৯ সালের ৯ আইনের ৬ ধারার বিধানক্রমে কোন মহালের একমাত্র ভূস্বামী অযোগ্য হইলে, কোর্টের এলাকার মধ্য তজ্ঞাপন ভূস্বামীর বা সংস্ঠ ভূস্বামীর সমুদয় সম্পত্তির এবং ঐ এলাকার মধ্যে তজ্ঞাপন কোন ভূস্বামী বা সংস্ঠ ভূস্বামী বাল করিতে থাকিলে, তাঁহার এবং তজ্ঞাপন ভূস্বামীর কি সংস্ঠ ভূস্বামীর পরিবারস্থ কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির তজ্ঞাপন ভূস্বামীর বা সংস্ঠ ভূস্বামীর সম্পত্তিতে বর্তমান কি ভবিষ্যৎ স্বার্থ থাকিলে উক্ত ব্যক্তির ও তাঁহার সমস্ত মহাল কোর্টের অধীন হইল বলা যাউতে পারে।

১৮৭৯ সালের ৯ আইনের ৭ ধারা।

৯ম প্রশ্ন। ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের মর্ম্মমতে সাধারণ ও বিশেষ রেজিস্টারীর ফল কি ?

৯ উ।

(১) যদি সাধারণ রেজিস্টারী হয়, তবে বাকী মালগুজারীর নিমিত্ত নীলাফ হইলে সেট তালুকদারি ও ইজারা গবর্ণমেন্ট ছাড়া নীলামের অন্য খরীদকার হইতে রক্ষা পাইবে।

(২) যদি বিশেষ রেজিষ্টারী হয় তবে বাকী মালিকদ্বারীর নিমিত্ত নীলাম হইলে সেই ভালুকাদি ও ইজারা গবর্ণমেন্টকে লইয়া নীলামের সকল খরীদবার চইতে রক্ষা পাইবে। ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৩৯ ধারা।

১০ ম প্রশ্নঃ। কোন এক মহালের কয়েক জন অধিকারী যদি বাটোওয়ারা হইবার প্রার্থনা করে তবে, কালেক্টর সাহেব কি প্রকার বাটোওয়ারা করিতে আবদ্ধ হইবেন ?

১০ম উঃ।—কালেক্টর উক্ত মহালের লিপিবদ্ধ যে ভূমিাধিকারীরা ঐ প্রার্থনাপত্রের ভাগী নহেন ও প্রার্থনাপত্রে অন্য যে ভূমিাধিকারীর নাম উল্লেখ হইয়া থাকে, তাঁহাদিগকে ১৮৭৬ সালের ৮ আইনের ১৩৫ ধারার বিধানমতে ঐ প্রার্থনাপত্রের নোটিস দিবে। ১৮৭৬ সালের ৮ আইনের ২২ ধারা দেখ।

সেই মহালের অধিকারিত্ব স্বত্ত্বের কোন দাওয়ারাদারের আপত্তি থাকিলে, মহালে ঐ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ হইবার তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের অন্তর ও বাইট দিনের অনধিক যে দিন ঐ জ্ঞাপনপত্রে নির্দ্ধারিত হয়, তাঁহাকে সেই দিনে আপনি নি নিয়মমতে ক্ষমতা প্রাপ্ত মোক্তার দ্বারা আপনার আপত্তি জানাইতে আজ্ঞা করিবে। ১৮৭৬ সালের ৮ আইনের ২১ ধারা দেখ।

২১ ধারামতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে নির্দ্ধিষ্ট দিনে কি তৎপূর্বে পূর্কোক্ত মতে অধিকারিত্ব স্বত্ত্বের কোন দাওয়ার বর্টন হইবার আপত্তি করিলে, কি তৎপশ্চাৎ কোন সময়েও করিলে, ও কালেক্টর সাহেব সেই আপত্তি গ্রাহ্য করা উচিত বোধ করিলে তিনি সেই আপত্তি বিবেচনার ঐ প্রার্থনা পত্র অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। সেই স্থলে ঐ অগ্রাহ্য করার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন। ১৮৭৬ সা ৮ আ। ২৩ ধারা।

আপত্তি দ্বারা অধিকার কি স্বত্ববিষয়ক বিবাদ উত্থিত হইলে ও তৎপূর্বে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতে ঐ বিবাদ নির্ণয় করা যায় নাই, কালেক্টর সাহেব ইহা দেখিতে পাইলে ঐ আপত্তি বিষয়ে যজ্ঞপ অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যিক জ্ঞান করেন, লইতে পারিবেন। তাহাতে প্রার্থক স্বার্থের যে পরিমাণ স্বতন্ত্র হইবার প্রার্থনা করেন, সেই পরিমাণের স্বার্থ তাঁহার অধিকারেই আছে ইহার পূর্ক ধারার বিধান মতে প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য না করিয়া

(ক) প্রার্থক আদিম মহালে যে পরিমাণ স্বার্থের দাওয়া করেন, তদনুযায়ী এক স্বতন্ত্র মহাল করা হইবার ও তাহার প্রক্তি নিরূপণ করিবার জন্য বর্টনের কার্য চলনের কথা।

(খ) চারিমাস পর্যন্ত ঐ কার্য স্থগিত হইবার আজ্ঞা করিবেন। ১৮৭৬ সালের ৮ আইনের ২৪ ধারা দেখ।

চারিমাণ গত হইলে পর বন্টনের কার্য স্থগিত থাকা উচিত, ইহা দেখাটতে না পারিলে অথবা দেওয়ানী আদালতের কোন হুকুম নাগাইলে কালেক্টরগাহেব ঐ কার্য পুনরায় প্রচলন করিবেন। ১৮৭৬ সালের ৮ আইনের ২৫ ধারা দেখ।

চারিমাণ গত হইলে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেও তাহা বন্টন সম্পর্কীয় আনুষ্ঠানিক স্তান কার্য স্থগিত বা বাধিত করণার্থেফল জনক হইবেনা। ১৮৭৬ সালের ৮ আইনের ২৬ ধারা।

১১ দশ প্রঃ। ১লা অগ্রহায়ণ তারিখে কোন পত্তনী তালুক বাকী খাজানার জন্য নীলাম করিতে হইলে জমিদারের এজেন্টের নীলাম আরম্ভ হইবার পূর্বে কিং কাগজ দাখিল করা কর্তব্য ?

১১শ উঃ।—১লা অগ্রহায়ণ তারিখে কোন পত্তনী তালুক বাকী খাজানার জন্য নীলাম করিতে হইলে জমিদারের এজেন্টের নীলাম আরম্ভ হইবার পূর্বে,

(১) নীলামের তারিখ পর্যন্ত বৈশাখাবধি তাহার আর্থিক লাগয়ত ছয় মাসের কিস্তির টাকার এক চতুর্থাংশেরও অধিক পাওনা আছে, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত বাকীদারের কিস্তিবন্দী দরপেশ করিতে হইবে।

(২) বাকীদারের মহালাভের বাবদ নীলামের তারিখ লাগাইতেই উল্লের কৈফিয়ৎ শুদ্ধ ও মকঃসলে উত্তাহার জারি হওনের দলীল পেয়াদার আনা হসিদ কি লিখন সমেত হাজির থাকিতে হইবে।

উক্ত যে সকল দস্তাবেজ দরপেশ করণের হুকুম হইল, তাহার যথার্থ ও প্রকৃত প্রস্তাব হওনের জবাবদেহি জমিদারের উপর থাকিবে। ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১০ ধারা।

১২শ প্রঃ। বাকী খাজানার নীলাম রদের দরখাস্ত কমিশন-রীতে পাঠাইবার জন্য কত দিনের মধ্যে দিতে হইবে? কমিশনর কি হেতুতে নীলাম রদ করিতে পারেন?

১২শ উঃ—(ক) ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ২৩ ধারামতে গণনা করিয়া নীলামের তাক্তিখাবধি বষ্টী দিবসে কি তাহার পূর্বে কমিশনর সাহেবের নিকট ঐ আপীল করিতে হইবে, কি সেই প্রকারে গণনা করিয়া নীলামের দিন অবধি পঞ্চচত্বারিংশ দিনে কি তৎপূর্বে কমিশনর সাহেবের নিকট পাঠাইবার জন্য কালেক্টরের নিকটে কি অন্য যে কার্য্যকারক উক্ত আইন মতে নীলাম করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা বিশিষ্ট হন, তাহার নিকট আপীল অর্পণ করিতে হইবে। নচেৎ আপীল হইতে পারিবে না।

(খ) কোন আপীল তদ্রূপে উপস্থিত করা গেলে এট আইন কি ১৮৫৯ সালের ১১ আইন অনুসারে যে ভূমির ঐ ভূমির যে অংশের নীলাম হয়, তাহা ঐ ঐ আইনের বিধানানুসারে করা যায় নাই, কমিশনের সাহেব যদি ইহা দেখিতে পান, তবে সেই নীলাম অসিদ্ধ করিতে পারিবেন।

যদি ভূমিাদিকারীর কোন ক্রেট হেতুক ঐ নীলাম হইয়া থাকে তবে, ক্রেতার যে ক্ষতি হইল, সেই সময়ে ভূমিাদিকারির প্রতি তাহার সেই ক্ষতিপূরণ করিবার আশ্রয় করিবেন। কিন্তু মূল্যের যে অংশ অমানত করা যায় কি বাতিল হয়, তাহা যত কাল কালেক্টরি কাৰ্যালয়ে থাকে তত কালের নিমিত্ত গবৰ্ণমেণ্টের সিকিউরিটির যে উচ্চ হারে সুদ দেওয়া যায়, তদনুসারে ঐ টাকার যত সুদ হয়, ক্ষতিপূরণের টাকা তদধিক হইবে না। তদ্রূপ স্থলে কমিশনের আশ্রয় সিদ্ধান্ত হইবে। ১৮৬৮ সালের ৭ আইনে ২ ধারা।

সম্পূর্ণ।

রেবেনিউ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর।

১৮ ৭৮ সন।

১ম প্র। ১৭৯৩ সালের ২ আইনের সাধাবণ উদ্দেশ্য কি বর্ণন কব।

১ম উ। উক্ত আইনের উক্ত ধারার মর্ম্য নিয়ে বিরূত হইল, কৃষি বাঙ্গলা বিভাগেব প্রদান জীবনোপাধ। এক সংসদ শস্য উৎপন্ন না হইলে এখানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। অনাবৃষ্টিই এখানকার দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ। পয়ঃপ্রাণী ও পুষ্করিণী ধনন প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা যে অনাবৃষ্টি জনিত অনিষ্ট অনেক পরিমাণে নিবারণ করা যাইতে পারে। অগস্ত্যানেও সময়ে সময়ে শস্যের তানি হইয়া দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ঐশ্বর্য্য বন্ধন ও খাদ্য কৰ্ত্তনাদি দ্বারা যে অনিষ্ট অনেক পরিমাণে নিবারণ করা যাইতে পারে। এই সকল কার্য্য অল্পভিত হইলে কৃষির ভূয়সী উন্নতি ও গরী পক্ষের শস্যের পচুর বৃদ্ধি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গবর্ণমেন্ট জমির পূর্ণ স্বত্বাধিকার জমিদারদিগকে দিয়া তাঁহাদিগের সহিত রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছেন। সুতরাং মতালের উন্নতি সাধন করী এক্ষণে জমিদারগণের স্বার্থ হইয়া উঠিয়াছে। এই স্বার্থ সাধনের উপযোগী অর্থ সংগ্রহ করিবার উপযুক্ত গবর্ণমেন্ট কবিয়া দিয়াছেন। পূর্বে (১) জমিদারেরা কখনই জমির মালিক বলিয়া স্বীকৃত হন নাই (২) যে জমি তাঁহাদিগের দখলে ছিল, গবর্ণমেন্টেব পূর্বে অজ্ঞমতি ব্যক্তিব্যেক তাহার হস্তান্তর করণে তাঁহাদিগের কোন অধিকার ছিল না, (৩) এবং গবর্ণমেন্টের বিনা অজ্ঞমতিতে উক্ত জমি বন্ধক রাখিয়া টাকা লওয়ার ও তাঁহাদিগের কোন অধিকার ছিল না; রাজস্বও সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ছিল। প্রজাবা জমিদারকে যে স্বাধীনতা দিত তাহাব বার ভাগের দশ ভাগ রাজস্ব বলিয়া নির্দিষ্ট হইত। অবশিষ্ট এক দ্বাদশ ভাগ জমিদারের প্রাপ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। জমিদার যদি এই বন্দোবস্তে অস্বীকৃত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার হস্ত হইতে জমি কাড়িয়া লওয়া হইত, এবং উহা ইজারা বন্দোবস্ত হইত অথবা উহা গবর্ণমেন্টেব দখলে রাখিতেন। জমিদার ইজারাদারের নিকট বা টেন্ডারী হইতে

কেবল আপনাদিগের প্রাপ্য অংশ পরিমিত মালিকানা পাইতেন। এখন কৃষির উন্নতি সাধন করার সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব বৃদ্ধি হইত, এবং সম্পত্তির দখলই অনিশ্চিত ছিল, তখন ভূমির উৎকর্ষ সাধনোদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করার জমিদারের কোন প্রয়োজন ছিল না, এবং মতাক্ষেপে জমির উৎকর্ষ সাধনের জন্য টাকা ধার দিতে ও সাহস করিত না, কাবল তাহাণে ভাবিত, যে জমির সিকি উরিটিতে টাকা দিবে, সে জমির দখল ও উপস্বত্ব হইত অনিশ্চিত। সুতরাং যে কারণে জমির উৎকর্ষ সাধনের ব্যাঘাত হইত, সেই কারণেই জমির মূল্য বৃদ্ধি ব্যাঘাত ঘটিত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা এই সকল অনিষ্ট অনেক পরিমাণে নিবারিত হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্বে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আরও অনেক সংস্কারের প্রয়োজন। জমিদার ও গবর্ণমেন্ট এবং জমিদার ও প্রজার মতো খাজানা লইয়া যে সকল বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহার মীমাংসার ভার এতদিন বাজেটের উপর ছল। কিন্তু রাজস্ব বৃদ্ধি করাই বাজেটের সাংকেতিক স্বার্থ। সুতরাং বাজেটের সাংকেতিক নিকট এসকল বিষয়ের সুবিচারের আশা অল্প। বিশেষতঃ সেক্ষেপ সরাসরি ও অনিয়মিতরূপে বাজেটের সাংকেতিক কার্য প্রণালী অনুষ্ঠিত হয়, এবং অনেক সময় তথায় যেক্ষেপ একতরফা নিষ্পত্তি হয় তাহাতে যতদিন রাজস্ব বিষয়ক মোকদ্দমার নিষ্পত্তি সম্বন্ধীয় বিচার কার্য বাজেটের হস্তে থাকিবে, ততদিন জমিদারেরা আপনাদিগের প্রাপ্য স্বত্ব নিরাপদ মনে করিতে পারিবেন না, এত জন্য জমিদার ও গবর্ণমেন্ট ও জমিদার ও প্রজার রাজস্ব ও খাজানা লইয়া যে সকল বিবাদ উপস্থিত হইবে, তাহার মীমাংসার ভার দেওয়ানী আদালতের হস্তে থাকিবে, তাহা হইলে (১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারগণ যে সকল স্বত্ব ও অধিকার পাইয়াছেন তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিবে (২) জমির মূল্য বৃদ্ধি হইবে (৩) লোকের শ্রমশীলতা কৃষি ভাণ্ডে প্রযুক্ত হইবে (৪) সুতরাং রাজস্ব ও প্রজার ক্রিয়াকর্ম প্রগতি কারণ কৃষির উৎকর্ষ সাধন হইবে।

২য় প্র। ১৮১৯ সালের ৮ আইনের বিধানমতে যদি জমিদারের দাওয়া সম্বন্ধে পত্তনীদার আপত্তি করে, তবে জমিদারের কি প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে।

২য় উ। যদি তালুকদার জমিদারের চুক্তিগতঃ কৈফিয়তের শিথিলমত পাওনাস্বীকার না করে, তবে তাহার ক্ষমতা আছে যে, ইচ্ছাচারে মিয়াদের মধ্যে সরাসরী তজবীজ হওনের নিমিত্ত দরখাস্ত করে, পরে জমিদারকে অল্প সময়ের কবুলিযৎ ও বাকী প্রমাণ হওনের অন্যান্য দলীল উপস্থিত করিবার হুকুম হইবে যে, যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে সরাসরি মোকদ্দমা নীলামের দিবস উপস্থিত হইবার পূর্বে নিষ্পত্তি

করা যাইবে। এই সরাসরি মোকদ্দমার নীলাম হওয়া না হওয়া সম্বন্ধ নিষ্পত্তি হইবে। কিন্তু যদি নীলামের অবধারিত দিবস পর্যন্ত নিষ্পত্তি না হয়, তবে দাওয়া করা লটি বিলম্বে নীলামের ধরা যাইবে। ইহাতে যদি জমিদার কি তাহার স্বরূপ ব্যক্তি ইস্তাহারের লিখিত বাকী লওনেব নিমিত্ত জিদ কার, তবে নীলাম মোকুফ হইবে না, ও তাহার জওয়াব দিবার দায় জমিদারের শিরে থাকিবে, ও তাহার পরে সরাসরী নালিশে তজবীজ করা যাইবে না। কিন্তু যদি বাকীদার তলবীটাকা নগদ কি তাহার বেঙ্গল ব্যাঙ্ক নোট অথবা কোম্পানীর কাগজ আমানত করে তবে চইবে। তদ্ব্যতীত নালাম রদ হওয়ার ও তজ্জমিত ক্ষতি ধরিয়া পাইবার নিমিত্ত নম্বরী নালিশ করণ ব্যতিরিক্ত আর কোন উপায় নাই। ১৮৯৯ সালের ৮ আইনের ১৪ ধারার ২ প্রকরণ।

৩য় প্র। ক, খ, গ, এক মহালের মালিক, এবং তাহার বাটোয়ারার প্রার্থনা কবিল। মহালে ১০টি মাত্র মোজা আছে তাহার সম্পূর্ণ ৩টি ক, নামক ব্যক্তির অধিকারে আছে। ২মোজা সম্পূর্ণ ও ৪ মোজার অবিভক্ত। ১/৩ অর্থাৎ অংশ 'ঘ' নামক ব্যক্তির দখলে আছে; এবং এক মোজা সম্পূর্ণ ও উক্ত অবিভক্ত ৪ মোজার বাকী ২/৩ নয় আনা অংশ 'গ' নামক ব্যক্তির দখলে আছে। এই মহাল কালেক্টর সাহেব কিরূপে বাটোয়ারা অর্থাৎ বিভাগ করিবেন।

৩য় উ। (ক) যে তিন মোজা সম্পূর্ণ ক নামক ব্যক্তির ও যে যে দুই মোজা সম্পূর্ণ 'খ' নামক ব্যক্তি এবং যে ১ এক মোজা সম্পূর্ণ 'গ' নামক ব্যক্তির দখলে আছে সেই সেই মোজা ঠাঁহাদিগেরই দখল থাকিবে।

(খ) আদিম মহালের অংশগত কোন বিশেষ মোজার কি ভূমির অধিকারিত্ব স্বত্ব লইয়া ঐ লিপিবদ্ধ ভূমিধিকারীর স্বার্থ থাকিলে ও তিনি তাহা পৃথকরূপে ভোগ করিয়া থাকিলে তাহার প্রতি আপন স্বতন্ত্র মহাল স্বরূপ সেই সেই মোজা কি ভূমি নিরূপণ হওয়ার স্বত্ব থাকিবে। ১৮৭৬ সালের ৮ আইনের ৯ ধারা দেখ।

অবশিষ্ট ৪টি মোজার "খ" যে ১/৩ আনা অংশ এবং "গ" এর যে ২/৩ আনা অংশ আছে, তাহা কালেক্টর সাহেব নিম্নলিখিত প্রকারে ভাগ করিয়া দিবেন :

'খ'কে একটি সম্পূর্ণ মোজা ও গ কে দুইটি সম্পূর্ণ মোজা দিয়া বাকী একটি

মোজার জমি উভয়ের মধ্যে একপ করিয়া ভাগ করিয়া দিবেন যে, উক্ত চারি মোজার উভয়ে যে অতিরিক্ত ১০ ও ১০ আনা স্বার্থ ভোগ করেন ঐ সম্পূর্ণ মোজা ও বিত্তক ভূমির উপস্থিত যেন সেই স্বার্থ সমগ্রের সমান হয়।

(গ) কিন্তু যদি দুই কি তদধিক মোজার কি ভূমি খণ্ডের ঐ অবিভক্ত অংশ লইয়া যদি ঐ লি পবক্ত ভূম্যধিকারীর স্বার্থ থাকে, তবে উক্ত প্রত্যেক মোজার কি ভূমি খণ্ডে তাঁহার প্রতি ভূমি নিরূপণ হওয়ার স্বত্ব থাকিবে না, কিন্তু কালেক্টর সাহেব তাঁহার প্রতি উক্ত কোন এক কি কয়েক মোজার কি ভূমিখণ্ডের অন্তর্গত ভূমি আপনায় স্বতন্ত্র মহাল বলিয়া নিরূপণ করিতে পারিবেন, কেবল তিনি উক্ত সকল মোজার কি ভূমিখণ্ডের যে স্বার্থ ভোগ করেন, ঐ ভূমির উপস্থিত যেন সেই স্বার্থ সমগ্রের সমান হয়।

(ঘ) এই ধারায় যে যে প্রকারের স্বার্থ নির্দিষ্ট হইল, আদিম মহালে গিলি বক্ত ভূম্যধিকারীর তত্ত্বোধো দুই কি তদধিক প্রকারের স্বার্থ থাকিলে, সাধামতে পুরোক্ত বিধানানুসারে তাঁহার প্রতি ভূমি নিরূপণ করিয়া দেওয়া যাইবে। ১৮৭৬ সনের ৮ আইনের ৯ ধারা দেখ।

৪র্থ প্র। বাঙ্গালা কোন্সিলের ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ১৮।১৯ ধারানুসারে কালেক্টর সাহেব যে সার্টিফিকেট প্রস্তুত করেন এবং যে সার্টিফিকেটের নোটিস বিবাদীর প্রতি বিধি-মতে জারী হইয়াছে, সেই সার্টিফিকেটের ফল বা পরিণাম কি ?

১৮৮০ সালের ৭ আইনের প্রথম তফসীল দ্বারা ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ১৮।১৯ ধারা বদ হইয়াছে। এক্ষণে ১৮৮০ সালের ৭ আইন অনুসারে সার্টিফিকেট জারি হইয়া থাকে।

১৮৮০ সালের ৭ আইনের ১০ ধারার উল্লিখিত নোটিস জারী করিবার পর একমাস গত হইলে, অথবা যদি ১২ ধারার উল্লিখিত দরখাস্ত দেওয়া হয় তবে, ঐ দরখাস্ত শুনা গিয়া নিষ্পত্তি হইলে এ কি ৭ কি ৯ ধারার বিধানমতে লিখিত সার্টিফিকেট প্রবল ও জারী করা যাইতে পারিবে। ১৮৮০ সালের ৭ আইনের ১৮ ধারা দেখ।

উক্ত সার্টিফিকেট টাকার ডিক্রী ন্যায দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য প্রণালী বিষয়ক আইনের বিধান মতে প্রবণ করিতে হইবে। ১৮৮০ সালের ৭ আইনের ১৯ ধারা দেখ।

৫ম প্র। কোন বিত্ত পাট্টা কি ইজারা দেওয়া সম্বন্ধে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের কি ক্রমতা আছে।

৫ম উ। কোর্টের নিযুক্ত প্রত্যেক কাছাখান্স আপন বন্ধনাবেক্ষণাধীন সমুদায় বিত্ত, উক্ত বিত্তের উৎকৃষ্টরূপ বন্দোবস্তের জন্য পাট্টা কি ইজারা দেওয়া কি নুতন করিয়া দেওয়া আবশ্যক হইলে, কোর্টের আজ্ঞাধীনে তাহা দিতে পারিবে। ১৮৭৯ সালের ৯ আইনের ৩৯ ধারা দেখ।

৬ষ্ঠ প্র। ২৮এ মার্চ তাবিখে যে মহালে ১০০০ টাকা রাজস্ব বাকী ছিল, ঐ মহাল ১৫ইমে তারিখে কেবল ৮০০ টাকা মূল্যে নীলাম হইল। এখন রাজস্ব সম্বন্ধে খরিদদারের কি কি দায় আছে? (অর্থাৎ ২৮এ মার্চের কিস্তির যে ২০০ টাকা মহালে এখনও বাকী রহিয়াছে তাহা, এবং যে রাজস্ব ২৮এ মার্চ ও ১৫ই মের মধ্যে মহালে দেয় হইবে, ও যে রাজস্ব ১৫ই যে তারিখের পরে দেয় হইবে তাহা)।

৬ষ্ঠ উ। পূর্ব মালিকের নিকট ১০০০ টাকা রাজস্ব বাকী ছিল, কিন্তু নীলামে ৮০০ টাকা মাত্র আদায় হইল। সুতরাং অবশিষ্ট ২০০ টাকা রাজস্ব ও নীলাম খরচার জন্য ১৮৮০ সালের ৭ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণ অনুসারে ঐ টাকার জন্য কালেক্টর সাহেব সার্টিফিকেট জারি করিবে। উক্ত আইনের ৬ ধারামতে ঐ সার্টিফিকেট প্রদান করিবার প্রতিকার সম্বন্ধে উহা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর ন্যায় বলবৎ ও ফলবৎ হইবে। অর্থাৎ ঐ টাকা বাকীদারের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় দ্বারা আদায় হইবে।

বাকীদারের দাখিল ২৮শে মার্চ হইতে অর্থাৎ মালগুজারী দাখিল করিবার পূর্বোক্ত শেষ তারিখ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং ২৮এ মার্চ হইতে ১৫ই মে পর্যন্ত এবং ১৫ই মে পর যত রাজস্ব বাকী পড়িবে, তৎসমস্তের জন্য খরিদদার দায়িক হইবে।

এই আইনমতে খরীদ করিয়া মহালের কি মহালের অংশের মালিক বলিয়া যাহার নামে সার্টিফিকেট দেওয়া যায়, সেই জন মালগুজারী দাখিল করিবার পূর্বোক্ত শেষ তারিখের পর সরকারী মালগুজারীর যে সকল কিস্তীর টাকা পাওনা হয়, তাহার নিমিত্ত দায়ী হইবে। ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬০ ধারা দেখ।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের এবং ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের বিধানমতে কোন মহাল বা ভূসম্পর্ক দ্বারা বাকী রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত বিক্রয়ের খরচ যদি দিয়া বিক্রয়োৎপন্ন টাকার বাহা অনশিষ্ট থাকে, তাহাতে যে বাকী রাজস্ব দিবার নিমিত্ত পূর্বোক্ত বিধানমতে উক্ত বিক্রয়োৎপন্ন টাকার প্রয়োগ হইতে পারে, সেই বাকী রাজস্ব শোধ না হইলে, যত টাকা দিতে বাকী থাকে, কম্পেটের সাহেব এই আইনের (১৮৫৯ সালের ১১ আইন) দ্বিতীয় তফসীলের ১ নম্বর পাঠে আপন স্বাক্ষরযুক্ত তাহার সার্টিফিকেট দিখিয়া আপনার আফিসে গাঁথাইয়া রাখিতে পারিবেন। ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৫ ধারা (১) শাখা।

উক্ত সার্টিফিকেট প্রবল করিবার প্রতিকার সম্বন্ধে উহা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর ন্যায় বলবৎ ও ফলবৎ হইবে। ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬৮ ধারা দেখ।

৭ম প্র। অধীন তালুকদারের খাজানা কি কি অবস্থায় বৃদ্ধি হইতে পারে ?

৭ম উ। নদ, নদী কি সমুদ্রের জল সরিয়া যদি অধীন তালুকের সহিত ভূমি সংলগ্ন হয়, তাহা হইলে সেই অতিরিক্ত জমির জন্য, অধীন তালুকের খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে যথা:—

নদ কি নদীর কি সমুদ্রের জল সরিয়া যাওয়ায় যে ভূমি ক্রমে ক্রমে পাওয়া যায়, ঐ ভূমি যে জমিদারের জমিদারীর কি অন্য প্রধান দখিলকারের কি তাহাদের পেটাও তালুকদার বা তাহাদের পেটাও প্রভার ভূমির লাগাও হয়, তাহা হইলে সেই প্রাপ্ত জমি সেই জমিদার ইত্যাদির জমিদারীর কি ভূমির সামিলে থাকিযা ঐ জমিদারী কি ভূমির ভূমি বর্ধক হইবে, এবং ঐ বৃদ্ধি হওয়া ভূমি যদি কোন প্রধান দখিলকারের পেটাও কোন দখিলকারের দখলের ভূমিতে সংলগ্ন হয় তবে, ঐ পেটাও দখিলকার কি বিদ্য নিরূপিত মাল-শুজারী দেওয়া মৌরসী ইন্তমবাবী খোদ কস্তা রাষ্ট্রয় হটক, অথবা আপন করা বন্দোবস্ত দ্বারা কি আদোঁপাস্ত দস্তুর মত আপন দখলের ভূমি সংলগ্ন হওয়া ঐ চর ইত্যাদি ভূমির নিমিত্ত বেশী জমা দেওনের যোগ্য অন্য কোন পেটাও প্রজাই বা হটক, ঐ প্রজা বেশী যত জমা দেওন যোগ্য হয়, তাহা দেওন হইতে কোন প্রকারে বর্জিত হইবে না। ১৮২৫ সালের ১১ আইনের ৪র্থ ধারার প্রথম প্রকরণ।

৮ম প্র। যদি কোন প্রজা তাহার দেয় খাজানা আদালতে জমা করে, তবে আদালত দ্বারা জমিদারের নালিশের স্বত্ব ধর্মবর্ত্তা করার সম্বন্ধে কি ফল অর্শিবে ?

৮ম উ। প্রজা যে টাকা জমা করে, জমিদার যদি আমানতের নোটিশ জারির তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে আমানতের অতিরিক্ত টাকা অথবা যে সময়ে আমানত করিয়াছে, তারিখের পূর্বের দেয় সমস্ত খাজানার জন্য নালিশ না করেন, তাহা হইলে তাঁহার দাবী বারিত হইবে।

এই আইনের কি বলদেশের মন্ত্রি সভাষিষ্টিত শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের ১৮৬২ সালের ৬ আইনের বিধানমতে খাজানার টাকা গচ্ছিত করা গেলে গচ্ছিত করিবার তারিখের পূর্বে যে খাজানা পাওনা ছিল, ঐ গচ্ছিত করীর কি তাঁহার স্থাপাভিষিক্তগণের নামে ঐ খাজানার নিমিত্ত মোকদ্দমা ১৮৬২ সালের উক্ত ৬ আইনের ৫ ধারার কি এই আইনের ৪৭ ধারার লিখিত নোটিশ জারি করিবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে হইতে পারিবে, নতুবা নয়। ১৮৬২ সালের ৮ আইনের ৩১ ধারা।

১৮৬২ সালের ৪৭ ধারার উল্লিখিত।

B তফসীল।

১৮৬২ সালের ৮ আইন ৪৭ ধারার উল্লিখিত।

অমুক স্থানের আদালত

মাগ

তাং

অমুক স্থানবাসী শ্রীঈশ্বরচন্দ্র সমীপসু—

ইহার সঙ্গে যে নির্দেশপত্র পাঠান যাইতেছে তদুপলক্ষে তোমাকে জ্ঞাত করা গেল যে, ঐ পত্রের লিখিত এত টাকা এইক্ষণে এই আদালতে গচ্ছিত আছে। এবং তুমি কিম্বা নিযমিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত তোমার কর্মকারক দরখাস্ত করিলে ঐ টাকা পাইতে পারিবে। তোমার আরও জ্ঞানিতে হইবে যে, উক্ত ভূমির খাজানার নিমিত্ত যদি উক্ত আদালত বড়ালের উপর তোমার আর কোন দাবী দাওয়া থাকে, তবে সেই দাওয়া কি দাবী স্থাপন করিবার নিমিত্ত এই তারিখ অবধি ঈশ্বরজী পাঁজিমতে ছয়মাসের মধ্যে এই আদালতে তোমার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে। নতুবা তোমার দাওয়া একবারে রহিত হইবে।

৯ম প্র। ক, নামক ব্যক্তির নিকট ‘খ’ নামক ব্যক্তি ১০০ টাকা গচ্ছিত (আমানত) রাখিল। “ক” ঐ টাকা খ কে ক্যাম্প বিহীন রদীদ গ্রহণে পরিশোধ করিল। খ ঐ টাকা পাওয়া অস্বীকার করিয়া ক এর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার ফৌজদারী অভিযোগ করিল, এবং না পাওয়া টাকার জন্য দেওয়ানী আদা-

লতেও নালিশ করিল। কি কি অবস্থাতে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত উক্ত স্ট্যাম্প বিহীন রসীদ প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারেন।

দেওয়ানী আদালত উক্ত স্ট্যাম্প বিহীন রসীদ প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৩৪ ধারা।

কিন্তু যাহা কেবল এক আনা মাহুলযোগ্য দিহা বিল অব এক্সচেঞ্জ কি প্রমিসরি নোট—তাহা নিয়মিতরূপে স্ট্যাম্প করা না হইলে প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইবে না।

এস্থলে মাহুল ও দণ্ডের টাকা দিবার কোন বিধান নাই। ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৩৪ ধারা দেখ।

কিন্তু উক্ত টাকা প্রতিদান করার মৌখিক প্রমাণ গ্রহণ করিতে পারেন।

ইন্ডিয়ান ল-রিপোর্টের কলিকাতা বিভাগের ২৫৬ পৃষ্ঠায় মজির উল্লেখ।

ফৌজদারী আদালত উক্ত স্ট্যাম্প বিহীন রসীদ ফৌজদারী কার্খা-প্রণালীর ৪০।৪১ অধ্যায়ের বিষয় বাদে অন্য স্থলে—প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারিবেন। ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৩৩ ও ৩৪ ধারা।

[কিন্তু ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্খা-প্রণালী-বিষয়ক আইনের ৪০ কি ৪১ অধ্যায় মত অথবা প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটদিগের সম্বন্ধীয় আইনের ১৮ অধ্যায়মত অথবা ভিন্ন ফৌজদারী আদালতের কোন ম্যাজিস্ট্রেট বা জিচারপতি অন্য কার্খা সম্বন্ধে কোন নিদর্শনপত্র পরীক্ষা করিলেন কি আটক করিয়া রাখিবেন, এই ধারার কোন কথাতে এই অর্থ বুঝাইবে না। ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৩৩ ধারা দেখ।]

[২) ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্খা-প্রণালী বিষয়ক আইনের ৪০ কি ৪১ অধ্যায়মত কিবা প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটদিগের সম্বন্ধীয় আইনের ১৮ অধ্যায়মত কার্খা ভিন্ন এতদ্বিধিত কোন কথা ফৌজদারী আদালতের অন্যান্য কার্খা প্রণালীতে কোন নিদর্শনপত্রের প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইবার বাধাজনক হইবে না।]

১০ম প্র। লাখে রাজ্য বিত্ত সম্বন্ধীয় মোকদ্দমার মূল্য কি পরিমাণে কিস্তিতে ধরা যাইবে।

১০ম উত্তর। (ক) মোকদ্দমা উপস্থিত করার পূর্বে বৎসরে উক্ত লাখে রাজ্য বিত্তে যে উপস্থিত হইয়াছিল, সেই উপস্থিতির ১৫ পোনের শতক উহার মূল্য বলিয়া ধরিতে হইবে।

(গ) কিন্তু যেখানে কোন উপস্থিতি পাওয়া যায় না, সেখানে উক্ত জমীর সম্বন্ধীয় জমীর নিকটবর্তী মহাল সকলে যে মূল্য হইবে, ইহারও সেই মূল্য ধার্য করিতে হইবে।

(গ) যেখানে ঐ লাখেরাজ বিত্ত, গবর্ণমেন্টকে যে মহালের রাজস্ব দেয়, তাহার অংশবিশেষ, এবং ঐ মহালের নির্দিষ্ট অংশ নহে, এবং তাহার উপর পৃথকরূপে রাজস্ব নির্দিষ্ট হয় নাহি, সেখানে সেই জমীর বাজারদরকে উহার প্রকৃত মূল্য বলিয়া ধাৰ্য্য করিতে হইবে।

কোর্টফি আইন বা ১৮৭০ সালের ৭ আইনের তৃতীয় অধ্যায়ের ৭ ধারার পঞ্চম প্রকরণের (গ) শাখা।

১১শ প্রশ্ন। তৃতীয় ব্যক্তির মত কোন সময়ে সম্পর্কীয় প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে।

১১শ উত্তর। (১) যদি ভিন্ন দেশীয় আইন কি বিজ্ঞান কি বিদ্যাগত কোন বিষয়ে কিম্বা কোন ব্যক্তির হাতের লিখন নিশ্চয় তত্ত্বন বিষয়ে আদালতের অভিমত করা প্রয়োজন হয়, তবে সেই ভিন্ন দেশীয় আইনে ও বিজ্ঞানে ও বিদ্যায় গাহাদের বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকে, সেট সেই বিষয়ে তাঁহাদের অভিমত প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

উক্ত ব্যক্তিগকে প্রবীণ বলা যায়।

(২) আনন্দ বিষ খাইয়া মরিল কি না এই প্রশ্ন হইল।

যে বিষে আনন্দের মৃত্যু অনুমান হয়, সেই বিষয়ে কি কি লক্ষণ এত বিষয়ে প্রবীণ লোকদের যে অভিমত তাহা প্রাসঙ্গিক।

(খ) আনন্দ কোন ক্রিয়া-করণ-সময়ে মনের বিকৃতি প্রযুক্ত সেই ক্রিয়ার ভাব বৃদ্ধিতে ও সে অনায়াস বা আইনবিরুদ্ধ কর্ম্য করিতেছে ইহা জানিতে অক্ষম ছিল কিনা এই প্রশ্ন হইল।

আনন্দের কার্য্যে যে লক্ষণ দেখা গেল, তাহা সামান্যতঃ মনের বিকৃতির প্রমাণ হয় কি না এবং তজ্জপে বিকৃতি হইলে লোক সামান্যতঃ আপনার ভাব বৃদ্ধিতে এবং সে অনায়াস কি আইনবিরুদ্ধ কর্ম্য করিতেছে ইহা জানিতে অক্ষম হইয়া থাকে কি না এই এই বিষয়ে প্রবীণ ব্যক্তিদের যে অভিমত তাহা প্রাসঙ্গিক।

(গ) কোন দলীল আনন্দের লিখিত কি না এই প্রশ্ন হইলে, অন্য যে দলীল আনন্দের লিখিত বলিয়া প্রমাণ বা স্বীকার করা গেলে তাহাও উপস্থিত করা যায়।

দুই দলীল একই ব্যক্তির না ভিন্ন ব্যক্তির লিখিত, এই বিষয়ে প্রবীণ ব্যক্তিদের যে অভিমত তাহা প্রাসঙ্গিক। ১৮৭১ সালের ১ আইনের ৩৫ ধারা দেখ।

কোন দলীল কাহার হাতে লেখা বা স্বাক্ষর করা গেলে, এই বিষয়ে আদালতের অভিমত করিতে হইলে, যে ব্যক্তির লিখিত ও স্বাক্ষরিত বলিয়া বোধ হয়, তাহার হাতের লেখা অন্য যে ব্যক্তি উত্তমরূপে জানে ঐ পত্র উক্ত ব্যক্তির লিখিত কি স্বাক্ষরিত আছে কি না এই বিষয়ে তাহার অভিমত প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত।

খ। কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে লিখিতে দেখিলে কিম্বা আপনি কিম্বা আপনার অনুমতিক্রমে সে অন্য ব্যক্তির নামে পত্রাদি লেখা গেলে, তাহার উত্তর স্বরূপ সেই অন্য ব্যক্তির লিখিত পত্রাদি বলিয়া পত্রাদি পাইলে, কিম্বা ব্যবসায়ের নিয়ম ধারাক্রমে সেই অন্য ব্যক্তির লিখিত পত্রাদি বলিয়া নিত্য তাহার সম্মুখে অর্পিত হইলে, সে ঐ অন্য ব্যক্তির হাতের লেখা উত্তমরূপে জানে এমন বলি যায়।

উদাহরণ।

কোন পত্র উপস্থিত করা গেলে তাহা লণ্ডন নগরের আনন্দ নামক বণিকের লেখা কি না এট প্রশ্ন হয়।

বলরাম নামক কলিকাতার একজন বণিক আনন্দের নামে কয়েক পত্র লিখিয়াছে ও আনন্দের লিখিত পত্র বলিয়া কয়েক পত্র পাইয়াছে। বলরামের নামে যত পত্র আটসে চন্দ্র নামক তাহার কেরানী তাগা দেব্রিয়া নথিতে রাখিয়া রাখে। দীননাথ বলরামের দালাল, আনন্দের লিখিত বলিয়া যত পত্র আসিত, বলরাম দীননাথকে দেখাইয়া সেই পত্রের লিখিত কথা বিধে তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিত।

এই স্থলে বলরাম ও চন্দ্র ও দীননাথ আনন্দকে পত্র লিখিতে কখন না দেখিলেও সেই পত্র আনন্দের হস্তলিখিত কি না এট বিষয়ে তাহাদের মত প্রাসঙ্গিক। ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৪৭ ধারা।

সাধারণের কোন রীতি কি স্বত্ত্ব বিষয়ে আদালতের অভিমত করা প্রয়োজন হইলে, সেই রীতি কি স্বত্ত্ব থাকিলে সে ব্যক্তিদের সেই বিষয় জ্ঞাত হওয়া সম্ভাবনা, সেই রীতি কি স্বত্ত্ব থাকার বিষয়ে সেই ব্যক্তিদের অভিমত প্রাসঙ্গিক।

ব্যাখ্যা। ‘সাধারণের রীতি কি স্বত্ত্ব’ এই কথার মধ্যে বহু লোকশ্রেণীর কোন সাধারণ রীতি বা স্বত্ত্ব গণ্য।

উদাহরণ।

কোন গ্রামবাসীদের কোন বিশেষ কূপের জল লটবার যে স্বত্ত্ব আছে, এই ধারার অর্থমতে তাগা সাধারণ স্বত্ত্ব। ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৪৮ ধারা।

(ক) কোন লোকশ্রেণীর কি কূলের আচার ও বিধি বিষয়ে,

(খ) কিম্বা ধর্ম্মার্থ কি পরোপকারার্থ কার্যের সংস্থতির কি অধ্যক্ষতার বিধি বিষয়ে,

(গ) কিম্বা প্রদেশ বিশেষে কি বিশেষ লোকশ্রেণীর মধ্যে যে কথা কি শব্দ চলে, তাহার অর্থ-বিষয়ে আদালতের অভিমতের প্রয়োজন হইলে যে ব্যক্তিদের সেই

বিষয় জ্ঞাত হইবার বিশেষ উপায় থাকে, তাহাদের অভিমত প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত। ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৪২ ধারা।

দুই ব্যক্তির পরস্পর কুটুম্বিতা আছে কি না, এই বিষয়ের আদালতের অভিমত করিতে হইলে সেই পরিবারের লোক হইয়া বাকী হইয়াও যে ব্যক্তি সেই বিষয়ে জ্ঞাত থাকার বিশেষ সুযোগ থাকে, এমনত ব্যক্তি আচরণ দ্বারা ঐ কুটুম্বিতা থাকার বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করে, তাহা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত। পরন্তু জীবনব্যয় খণ্ডন করণার্থ ভারতবর্ষীয় আইনমতে যে কার্য্যামুষ্ঠান হয়, কিম্বা ভারতবর্ষীয় দণ্ড-বিধির আটনের ৪২৪ বা ৪২৫ বা ৪২৭ বা ৪২৮ ধারামতে যে মোকদ্দমা হয়, সেই কার্য্য বা মোকদ্দমায় বিবাহের প্রমাণ করণার্থ উক্ত অভিমত প্রচুর নহে।

উদাহরণ।

(ক) আদমনির সহিত বলরামের বিবাহ হইয়াছে কি না এই প্রশ্ন হইল।

তঁাহাদিগের পরিচিত ব্যক্তিরা তঁাহাদিগকে জীপুস জ্ঞানে নিত্য গ্রাহ্য করিত ও সেই জ্ঞানামুসারে তাহাদের প্রতি আচরণ করিত এত বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক।

(খ) আনন্দ বলরামের ঔরস সন্তান কি না প্রশ্ন হইলে, পরিবারের সকল লোক আনন্দের প্রতি বলরামের ঔরস সন্তান জ্ঞানে আচরণ করিত এই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক। ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৫০ ধারা দেখ।

জীবিত ব্যক্তির অভিমত প্রাসঙ্গিক হইলে তাহার সেই অভিমতের যে মূল কারণ থাকে তাহাও প্রাসঙ্গিক। ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৫১ ধারা দেখ।

১২শ প্র। ১৮৭২ সালের ১ আইনের বিধানমতে কি কি দলীল প্রকাশ্য দলীল বলিয়া গণ্য।

১২শ উ। নিম্নলিখিত দলীলগুলি প্রকাশ্য দলীল বলিয়া গণ্য হইবে :—

১ম। যে দলীল

(১) দেশাধিপতির, কিম্বা

(২) রাজকীয় সমাজদলের ও আদালতের, কিম্বা

(৩) ব্রিটনির ভারতবর্ষের বা খ্রীষ্টীয়তী মহারানীর শাসনাধীন অন্য দেশের কিম্বা ভিন্ন দেশের ব্যবস্থাপন বা বিচার বা রাজ-কার্য্য সম্পাদন করণার্থ রাজকীয় কার্য্যকারকদের আইন কি আইনের নিদর্শন হয়;

(২য় খণ্ড)

রেঃ পঃ প্রমোক্তর (১৮৭৮ সন)

৪৬১

২। ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে সাধারণ ব্যক্তিদের দলীলের যে রেকর্ড রাজকীয় কার্যালয়ে রাখা যায় তাহা। ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৭৪ ধারা দেখ।

অন্য সকল দলীল অগ্রকাশ। ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৭৫ ধারা দেখ।

সম্পূর্ণ।

—(•)—

রেবেনিউ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর।

১৮৮৪ সন।

১ম প্রশ্ন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে এবং পরে ভূম্যধিকারী এবং প্রজার পরস্পর কিরূপ স্বত্ব, ক্ষমতা ও অধিকার ছিল?

১ম উঃ—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে মহালের রাজস্ব আদায় করণের নিমিত্ত জমিদার একাদশ ভাগের এক ভাগ মাত্র খরচা স্বরূপ পাঠিতেন। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে (১।৮।১৭৯৩) ঐ রাজস্ব এক্ষণে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

(২) জমিতে তাহার চিরস্থায়ী স্বত্ব ছিল না। মধ্যে২ রাজস্ব লইয়া গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে মতান্তর উপস্থিত হইলে তাঁহাকে জমির তত্ত্বাবধান কার্য্য হইতে বিচ্যুত করা হইত। সে সময় তিনি কেবল মালিকানা মাত্র পাঠিতেন। এক্ষণে নির্দিষ্ট রাজস্ব দিলে জমিদারী হইতে বিচ্যুত হইতে হয় না।

(৩) পূর্বে তিনি গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া তাঁহার ভূসম্পত্তি দান বিক্রাদি দ্বারা হস্তান্তর করিতে পারিতেন না। এক্ষণে তিনি গবর্ণমেণ্টের বিনা অনুমতিতেও হস্তান্তর করিতে পারেন।

(৪) পূর্বে পুষ্করিণী খনন, বাঁধ বন্ধনাদি কার্য্যে জমিদারের কোন ক্ষমতা ছিল না, এক্ষণে নিজের জমির উন্নতি সাধনের নিমিত্ত ও দুর্ভিক্ষাদি দৈব আপদ নিবারণের জন্য তিনি পুষ্করিণী খনন ও বাঁধ বন্ধনাদি কার্য্য বিনা আপত্তিতে করিতে পারিবেন।

(৫) পূর্বে জমিদারদের জমিতে অধিকারিত্ব সত্ত্ব না থাকায় তাঁহারা জমি বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ করিতে পারিতেন না, কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদিগের উপর সেই স্বত্ব প্রদত্ত হইল, এবং তাঁহারা আপন সম্পত্তির পত্তন আবাদ সুন্দর রূপে করিবার বায় নির্বাহার্থে উক্ত সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ লইতে পারিবেন।

(৬) পূর্বে ভূমি হইতে যে প্রকৃত লাভ বর্তে তাহার ঠৈর্য্য ও প্রমাণের নিত্যতা না থাকায় ধনবানেরা ভূমি ক্রয় ও পত্তন আবাদ বিষয়ে আপনাদের ধন ব্যয় করিতে সাহস করিতেন না; কিন্তু এক্ষণে রাজস্বের পরিমাণ ও জমিতে জমিদারের স্বত্ব স্থির থাকায়, ধনবানেরা নির্ভয়ে জমিতে ধন প্রয়োগ করিতে পারিবেন। ১৭৯৩ সালের ২ আইনের হেতুবাদ।

(৭) পূর্বে মগলের শান্তিরক্ষার ভার জমিদারের হস্তেই ন্যস্ত ছিল, অজ্ঞান খানাদারি জমিদার করিয়া তাহা হইতে ন্যস্ত হইতেন। এক্ষণে শান্তিরক্ষার ভার তাহাদের হস্তে নাই, সুতরাং খানাদারি জমি গবর্ণমেন্টে বাজেয়াপ্তি যোগ্য হইয়াছে। ১৭৯৩ সালের ১ আইনের ৮ ধারার ৪ প্রকরণ।

(৮) পূর্বে প্রজাদের জমিতে কোনই স্বত্ব ছিল না, জমিদারেরা যখন ইচ্ছা তখন জমি কাড়িয়া লইতেন বা যত ইচ্ছা ও যখন ইচ্ছা তখন খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারিতেন। কিন্তু এক্ষণে যে সকল প্রজা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর হইতে একাদিক্রমে একই হারে খাজানা দিয়া আসিতেছে প্রমাণ করিতে পারিবে, জমিদার তাহাদিগের খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না এবং জমি কাড়িয়া লইতে পারিবেন না। ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের ৪ ধারা।

যাহারা একাদিক্রমে বার বৎসর কৃষিযোগ্য ভূমি ভোগ দখল করিয়া আসিতেছে জমিদার তাহাদিগের খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, কিন্তু জমি হইতে তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না। ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের ৬ ধারা।

সেই রূপ অধীন পত্তনীদারের সঙ্গে জমিদার যে নিয়মে আবদ্ধ হইবেন, তদ্বৎ হইলেও যত দিন পত্তনীদার নিষ্পত্তি রূপে খাজানা দিতে থাকিবেন, তত দিন সে নিষ্পত্তি ভঙ্গ করিতে পারিবেন না।

পত্তনীদার আপন ইচ্ছামত নিজ সম্পত্তি দান বিক্রয়াদি দ্বারা হস্তান্তর করিতে পারিবেন। উপযুক্ত ফি ও আমিন পাইলে ঐ হস্তান্তরে বাধা দিতে পারিবেন না। ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৬ ধারা।

পূর্বে জমিদারেরা খাজানা পাওনা হইলে বা না হইলে প্রজাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া আটক করিয়া রাখিত, এক্ষণে সেসকল করিলে তাহারা দণ্ডনীয় হইবেন। ১৮৬৯ সালের ৮ আইনে ১৩ ধারা। ১২ ধারা দণ্ডবিধির ৩৪২। ৩৮৪ ধারা।

জমিদার পূর্বে অধীন তালুকদার বা প্রজার প্রতি যথেষ্ট ব্যবহার করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাকে ও তাহার বংশধারীকে তাহাদিগের প্রতি জুলুম না করিয়া সাধু ব্যবহার করিতে হইবে। ১৭৯৩ সালের ১ আইনের ৭ ধারা।

পূর্বে প্রজাদের জোং দখলী স্বত্ব না থাকায় তাহারা জমিতে বৃক্ষাদি রোপণ করিতে পারিত না, কিন্তু তাহাদের সে স্বত্ব লাভ হওয়ার তাহারা জমিতে বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া জমির উৎকর্ষ সাধন করিতেছে ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের ৬ ধারা।

২য় প্র। নামজারী আইনের উদ্দেশ্য কি? এবং তাহা কত দূর সাধিত হইয়াছে? কালেক্টরের আফিসে মহাল সম্বন্ধে কি কি রেজিস্টার রাখা হয়, তাহা বর্ণন কর।

২য় উ। (ক) রাজস্বদারী ও নিষ্কর ভূমির রেজিষ্টার ও ভূস্বাধিকারীদের ও কার্ধ্যাধ্যক্ষদের নামের, ও রাজস্বদারী ভূমির কোন কোন বন্ধকীপত্রের রেজিষ্টার প্রস্তুত করিয়া রাখিবার সুবিধান করাই নামজারী আইনের উদ্দেশ্য। ১৮৭৬ সালের ৭ আইনের যেতুবাদ।

(খ) এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইয়াছে।

(গ) প্রত্যেক জিলার কালেক্টরের অফিসে মহাল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রেজিষ্টারী তালি প্রস্তুত করিয়া রাখিত হইবে :—

A. —রাজস্বদারী ভূমির সাধারণ রেজিষ্টার।

B. —নিষ্কর ভূমির সাধারণ রেজিষ্টার।

C. —রাজস্বদারী ও নিষ্কর সকল ভূমির মৌজাওয়ারী রেজিষ্টার।

D. —সাধারণ ও মৌজাওয়ারী রেজিষ্টারের লিখিত কথার পরিবর্তন হইলে তৎসম্বন্ধীয় দরমিস্তানী রেজিষ্টার। ১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৪ ধারা।

৩য় প্র। পাটোয়ারীদের কর্তব্য কি কি ?

৩য় উ। (১) চিরাগত প্রথা অনুসারে গ্রামা রেজিষ্টারি ও হিসাবপত্র রাখা ;

(২) তত্ত্বিগত বোর্ডের আদেশানুসারে অন্যান্য রেজিষ্টারী ও হিসাবপত্র রাখা ;

(৩) চিরাগত রীতি অনুসারে অন্যান্য কর্তব্য পালন ও কার্ধ্য সম্পন্ন করা ;

(৪) যে কোন বিচার আদালতের আদেশমত গ্রামা হিসাবপত্র দাখিল করা ;

(৫) কালেক্টরের আদেশমতে তাঁহার নিকট বা তৎপক্ষিনিধির নিকট গ্রামের জমি, শস্যাদি, থাকানা, আদায় তহশীল ও খরচা সম্বন্ধে বাহা কিছু হিসাব থাকে—সমস্ত দাখিল করা, এবং শপথপূর্বক তাহার সত্যতা সম্বন্ধে স্বাক্ষর দেওয়া, —পাটোয়ারী দের নির্দিষ্ট কর্তব্য কর্ম। ১৮১৭ সালের ১২ আইনের ১৬।২২।২৪ ধারা দেখ।

৪র্থ প্র। ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমত যে মহালের নীলাম ইস্তাহার জারী হইয়াছে, তাহা বারণ করিবার কারণ কালেক্টর সাহেবের কি কি ক্ষমতা আছে ও এবং এই ক্ষমতা পরিচালন সম্পর্কে বোর্ডের সাকুলরের সাধারণ মর্শ্ব লিখ।

৪র্থ উ। মহালের কি মহালের অংশের নীলাম আরম্ভ হওনের পূর্বে কোন সময়ে কালেক্টর সাহেব মহাল কি এই মহালের অংশের নীলাম হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু কালেক্টরকে ঐ রূপ মুক্ত করণের কারণ উপযুক্তমতে এক রোব-কারিতে লিখিতে হইবে। ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১৮ ধারা।

মহাল বা মহালের অংশ বাকী থাকানার জন্য নীলাম হইবে এরূপ ইস্তাহার

(২য় খণ্ড)

রেঃ পঃপ্রশ্নোত্তর (১৮৮৪সন)

৪৬৫

জারী হইলে, নীলাম হইবার পূর্বে বাতিদার যদি সমস্ত বাঁকী রাজস্ব দেয়, তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব সেট মতাল বা মহালের অংশকে মুক্তি দিতে পারেন। যদি টাকা গ্রহণ করিয়াও মুক্তি দিবার ইচ্ছা না করেন তাহা হইলে টাকা গ্রহণের হুকুমের সহিত এই মন্তব্য লিপিতে দিয়া যে টাকা জমা দিলেও নীলাম রদ হইবে না। নতুবা অধিস্থানীকে অকারণে আশাভঙ্গজনিত মনস্তাপ দেওয়া হইবে। ১০ নম্বর মার্চুলার মার্চ ১৮৮৪ সাল।

স্বতন্ত্র হিসাব হওয়ার পর (১৮৫৯ ১০ ১৩) কালেক্টর মহালের এক অংশের টাকা অন্য অংশে জমা দিয়া সে মহালকে বাঁকী পড়া মহাল বলিয়া নীলাম করিতে পারিবেন না। ২ নম্বর মার্চুলার ৫ ধারা ডিসেম্বর ১৮৮০।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০।১১ ধারায় যে মহালের স্বতন্ত্র হিসাব পত্তন হইয়াছে, তাহার সাধারণ হিসাবসহিত সত্করণ বাঁকী না পরিবে ততক্ষণ কালেক্টর সাহেব সে মহাল নীলাম করিতে পারিবেন না। ১৮৮০ সালের ডিসেম্বরের ২নং মার্চুলার ৩ ধারা।

৫ম প্রশ্ন। বন্দোবস্ত কবিত হইলে কি কি আবশ্যকীয় বিষয় তদন্ত এবং নির্ণয় কবিত হইবে জমাবন্দী বাহাকে বলে; এবং বঙ্গীয় ১৮৭৯ সালের ৮ আইনমতে জমাবন্দী প্রচাব হইলে তাহার ফল কি?

৫ম উঃ। বন্দোবস্তী কর্মস্বাক্ষরক নিম্নলিখিত বিধা তদন্ত কবিত হইবে

(ক) A লেপ্টেনেন্ট গবর্নর বা ক্ষমতা প্রাপ্ত রাজস্ব বিষয়ক কর্তৃপক্ষেরা বন্দোবস্তী কার্যের অলম্বনের জন্য যে সে সাধারণ হারের অনুমতি করেন বা পরে অনুমোদন করেন, প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে বন্দোবস্তী কার্যে প্রত্যেক রাইয়তের নিকট প্রাপ্য বলিয়া যে খাজানা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহা সেই সাধারণ তাবানুসারে হইয়াছে কি না। ১৮৭৯ সালের ৮ আইনের ৫ ধারা দেখ।

(খ) যদি তদন্তে প্রতিপন্ন হয় যে

(১) উক্তরূপ লিপিবদ্ধ উক্ততর খাজানা যে হারে ধরা গিয়াছে সেই হার চতুর্পার্শ্ব সেট প্রকারের ও তত্বূপা অবস্থার ভূমির জন্য সেই প্রকার রাইয়তেরা যে চলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে তাহা তদপেক্ষা অধিক নয়,

(২) শেষবার রাইয়তের খাজানা ধার্য হইবার পর রাইয়তের পরিশ্রম কিছুব্যয় ভিন্ন ভূমির যে পরিমাণে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে খাজানা বৃদ্ধি তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে করা যায় নাই।

(৩) শেষবার রাইয়তের খাজানা ধার্ম্য হইবার পর রাইয়তের পরিশ্রম কি বায় ভিন্ন ভূমির উৎপন্ন শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং শেষবার খাজানা ধার্ম্য হইবার সময়ে বা তৎসমীপবর্তী কালের শস্যের যে প্রকৃত মূল্য চলিত ছিল, তাহার সহিত বর্তমান বন্দোবস্ত সময়ে বা তৎসমীপবর্তী কালে সেই শস্যের প্রকৃত মূল্যের যে অনুপাত লক্ষিত হয় শেষবার রাইয়তের যে খাজানা ধার্ম্য হয় তাহার সহিত বর্তমান উচ্চতর খাজানার উচ্চতর অনুপাত নয়,

(৪) ভূমিবে শেষ পূর্ব বন্দোবস্তের পর রাইয়তের পরিশ্রম কি বায় ভিন্ন ভূমির উৎপন্ন শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে এবং উক্ত পূর্ব বন্দোবস্ত সময়ে বা তৎসমীপবর্তী কালে শস্যের যে প্রকৃত মূল্য ছিল বলিয়া ঐ বন্দোবস্তের কাগজপত্র লিপিবদ্ধ দেখা যায় কি লিপিবদ্ধ না থাকিলে অন্যকণে নির্ণীত হয় ও বন্দোবস্তী কার্য্যকারক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মতে নির্দিষ্ট হয়, তাহার সহিত বর্তমান বন্দোবস্ত সময়ে বা তৎসমীপবর্তী কালে সেই শস্যের প্রকৃত মূল্যের যে অনুপাত লক্ষিত হয় পূর্ব বন্দোবস্ত, সময়ের হারানুসারে সেই প্রকারের ও সেই পরিমাণের ভূমির যে খাজানা হইত তাহার সহিত বর্তমান উচ্চতর খাজানার উচ্চতর অনুপাত নয়,

(৫) পূর্বে রাইয়ত যত ভূমিবে নিমিত্ত খাজানা দিত মাণ দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে তদপেক্ষা অধিক ভূমি ভোগ করিতেছে;

তাঁহা হইলে তিনি খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। ১৮৭৯ সালের ৮ আইনের ৬ ধারা দেখ।

(গ) তিনি পেটাও প্রজার নিকট প্রাপ্য বলিয়া লিপিবদ্ধ খাজানা নিয় লিখিত প্রকারে ধার্ম্য করিবেন।

(১) বন্দোবস্তি কার্য্যকারক পেটাও প্রজাক্রমে ভোগকারী কোন ব্যক্তিকে দেখিলে প্রথমতঃ স্থির করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন যে উক্তরূপ ভোগকৃত পেটাও ভূমিস্পর্ক গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সিদ্ধ কি না,

(২) বন্দোবস্তি কার্য্যকারক ঐ পেটাও ভূমিস্পর্ক তদ্রূপে সিদ্ধ স্থির করিলে তদনুযায়ী যে যে অধীন পেটাও প্রজা ও রাইয়তের জোত পড়ে, তাহাদের নিকট প্রাপ্য বলিয়া মোট যত খাজানা লিপিবদ্ধ করা যায় তাহা হইতে শতকরা দশ টাকা বাদ দিলে যে টাকা হয় কোন স্থলে উক্ত পেটাও প্রজার নিকট প্রাপ্য বলিয়া লিপিবদ্ধ খাজানা তদপেক্ষা উচ্চতর হইবে না;

(৩) ঐ পেটাও ভূমিস্পর্ক গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সিদ্ধ নয় বন্দোবস্তি কার্য্যকারক ঐকল্পে স্থির করিলে ভূমির রাগস্বের দাওয়া নিকপণার্থ যৎকালে গবর্ণমেণ্টের যে আদেশ চলিত থাকে তদনুসারে ঐ পেটাও ভূমিস্পর্কের অন্তর্গত ভূমির উপর ভূমির রাগস্ব ব্যবস্থি লয়ত টাকা দাওয়া করা যাইতে পারে প্রথমতঃ তাহা নির্ণয় করিবে এবং ঐ

ভূসম্পর্কের প্রকৃতি ও অবস্থা বিবেচনায় যত টাকা উপযুক্ত ও ন্যায় সম্মত বোধ হয় তত টাকারপরিমাণে উক্ত পেটাও প্রকার দেয় খাজানা লিপিবদ্ধ করিবেন। ঐ টাকা ভূমির রাজস্ব বলিয়া ঘাছা দাওয়া করা যাঠতে পারে তাহার কম হইবে না, অথবা ঐ ভূসম্পর্কের মধ্যে যে সকল অদীন পেটাও প্রজা ও রাইয়তের যোক্ত পক্ষে তাহারা তাঁহাকে মোট যত খাজানা দিবে বলিয়া লিপিবদ্ধ থাকে তদপেক্ষা অধিক হইবে না ১৮৭৯ চাঃ ধারা।

(গ) এট আইনমতে কোন পেটাও প্রজা কি রাইয়তের খাজানা যতদূর বর্জিত করা যাঠতে পারিত তদপেক্ষা অল্প খাজানা উক্ত পেটাও প্রজা কি রাইয়তের নিকট প্রাপ্য বলিয়া লিপিবদ্ধ করা গেলে ইহাও লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন যে এই আইনমত নিয়মিতরূপে যত টাকা দেয় বলিয়া তিনি নির্ণয় করেন য'বৎ যত টাকা পর্য্যন্ত খাজনা বৃদ্ধি না হয় তিনি যে যে তারিখ নির্দ্ধারিত করিবেন সেই সেই তারিখ অবধি সময়ে সময়ে উক্ত পেটাও প্রজা কি রাইয়তের খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। ১৮৭৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারা।

(B) বন্দোবস্তী কার্যাকারক যে জমা দায়া করিয়া দেন তাহার একটী সাধা রণ তালিকা প্রস্তুত হয়। ঐ তালিকাকে জমাবন্দী কাগজ বলে।

(C) এট জমাবন্দী কি তাহার উক্ত ভাংশ প্রচারিত হইবার পর চারিমান মধ্যে জমা প্রতিবাদ করিবার জন্য যদি মোকদ্দমা উপস্থিত করা না যায় তাহা হইলে উক্তরূপ কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে না। ১৮৭৯ সা ৮ আইন ১০ ধারা দেখ।

৬ প্র। রেজিষ্টারী অফিসে কোন কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইতে বর্জিত এবং দলীল রেজিষ্টারী করিবার পূর্বে কি কি বিষয় রেজিষ্টারের হস্তোধ হওয়া আবশ্যিক ?

৬ উ।

(ক) (১) যাহারা শারীরিক দৌর্বল্য বশতঃ বিশেষ বিপদ বা গুরুতর অসু-বিধা ব্যতীত রেজিষ্টারী অফিসে উপস্থিত হইতে অক্ষম,

(২) যাহারা ফৌজদারী বা দেওয়ানী জেল খাটিতেছে,

(৩) যাহারা আদালতে উপস্থিত হওয়া হইতে সাধারণতঃ বর্জিত

১৮৭৭ সালের ৩ আইনের ৩৫।৩৮ ধারা দেখ

(৪) ও পর্দানসীন স্ত্রী লোক রেজিষ্টারী অফিসে উপস্থিত হইতে বর্জিত।

(খ) দলীল রেজিষ্টারী করিবার পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি রেজিষ্টারের হস্তোধ হওয়া আবশ্যিক :—

(১) দলীল উপযুক্ত আফিসে রেজিষ্টারীর জন্য অর্পিত হইয়াছে (১৮৭৭ সালের ৩ আইনের ২৮২২। ৩০ ধারা দেখ)।

(২) এখানে উপযুক্ত ট্রান্স্পু দেওয়া হইয়াছে।

ইহা যদি প্রতিকর্ষা অনুলিপি হয় তাহা হইলে ১৮৭২ সালের ১ আইনের দ্বিতীয় অধ্যাক্ষেপের ১৩ ধারার অন্তর্গত।

(৩) ইহা জেলার প্রচলিত ভাষায় লিখিত অথবা অল্পসংখ্যক প্রতিলিপি সহ প্রদত্ত (১৮৭৭। ৩ আ। ১২ ধারা দেখ)।

(৪) বিশেষ বৈকুণ্ঠপু ১৮৭৭ সনের ৩ অক্টোবর ২০ শাখা ও ১৩৬ নিম্নম প্রতিলিপিত হইয়াছে,

(৫) যদি দলীল অস্তাবের সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য তাহা হইলে সম্পত্তির বর্ণনা পর্যাপ্ত হইয়াছে (১৮৭৭। ৩২ ধারা দেখ) রেজিষ্টারী কার্যপ্রণালী ৪২ ধারা।

৭ম প্র। ভূমি গ্রহণ করা সম্পর্কে যে তদন্ত হয় তাহার কি কি অস্থাতে কালেক্টর সাহেব দেওয়ানী আদালতে ক্ষতিপূরণের দাবীবিসময় অর্পণ করিতে বাধ্য ?

৭ম উ। অনুসন্ধান কবিতার নিমিত্ত নিকটস্থ প্রথম দিবসে কিম্বা গোপে অন্য সে দিন নিকটস্থ হয় সে ৩ দিনের মধ্যে গাছের পূর্ণাঙ্গকমেত অনুসন্ধানের কার্যে প্রবৃত্ত হইল,

(১) যদি কোন দাওয়া উপস্থিত না হয়,

(২) কিম্বা আদালতের দ্বারা দাওয়ার ভাবে অধিক অনুসন্ধান করা কর্তব্য বলিয়া যদি কালেক্টর সাহেবের বোধ হয়,

(৩) কিম্বা কালেক্টর সাহেব বাহাদিরকে প্রার্থনাকৃত জ্ঞান করেন যে অন্য তর ব্যক্তি যদি উপস্থিত না হয়,

(৪) কিম্বা স্বার্থযুক্ত যে ব্যক্তির "নোটিশ" অত্যাধিক উপস্থিত হন, যুগাদি যত টাকার দ্বিগুণ হয় এই বিষয় তাঁহা দিনের সঙ্গে যদি কালেক্টর সাহেবের মতের ঐক্য না হয়,

(৫) অথবা সেই অনুসন্ধান করণ সময়ে যদি পরস্পর বিপরীত দাওয়াদার হই কি তদধিক ব্যক্তির মধ্যে ভূমির অধিকার বিধা ও সম্পর্কীয় কোন স্বত্ব কিম্বা ভূমি-গত স্বার্থবিষয়ে কোন বিবাদ হইয়া থাকে,

তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব ক্ষতিপূরণের দাবীর বিষয় দেওয়ানী আদালতে সমর্পণ করিতে বাধ্য ১৮৭০ সালের ১০ অক্টোবর ১৫ ধারা।

৮ম প্র। প্রজা হইতে খাজানা পাওয়ার নানিশী আরজীতে কি কি বিষয় থাকা উচিত ?

বাঁকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত মোকদমা উপস্থিত করা গেলে তাহারে নালিশের আরজীতে অর্থাৎ আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিতে হইবে :—

(১) ভূমি যে গ্রামে ও যে মহালে ও পরগণার কিম্বা স্থান বিশেষের অন্য যে খণ্ডে থাকে তাহার নাম,

(২) ভূমির বার্ষিক খাজানা;

(৩) যে বৎসরের নিমিত্ত দাওয়া হয়, তাহার কিছু খাজানা পূর্বে পাওয়া গেলে যত টাকা,

(৪) যত টাকা বাঁকী আছে, ও যত কালের বাঁকী বলিয়া বক্তব্য;

(৫) রাইস্টের স্থানে বাঁকী পাওয়া প্রকাশ হইলে ভূমির পরিমাণ ও গবর্ণ-মেন্টের জরিপী নক্সার ক্ষেত্রের নম্বর থাকিলে সাধ্যমতে প্রত্যেক ক্ষেত্রের নম্বর আবেদন পত্রে লিখিতে হইবে। ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের ৪৩ ধারা।

৯ম প্র। মহালের দখলিকার ব্যক্তি শুদ্ধরিটের পাওয়ার জন্য বোর্ড সেন্স আইনে কিরূপে বিধান করা হইয়াছে ?

৯ম উ। মহালের দখলিকার ব্যক্তি হইতে শুদ্ধরিটের পাওয়ার জন্য বোর্ড সেন্স আইনে নিম্নলিখিত বিধান করা হইয়াছে:— ১৮৮০ সালের ৯ আইনের ১৮ হইতে ২৪ ধারা।

যে মহালের ও তালুক প্রভৃতির সম্বন্ধে ঐ নোটিস জারী করা যায়, সেই মহালের ও তালুক প্রভৃতির ভোগাদিকারীরা কালেক্টর সাহেবের জ্বোধনমতে উপযুক্ত কারণ না দর্শাইয়া ও যদি তাহাদের ভোগকর মহাল বা তালুক প্রভৃতি সম্পর্কীয় নোটিসে যে সময় দেওয়া যায়, সেই সময় মধ্যে কিম্বা কালেক্টর সাহেব রিটের দাখিল করিবার সময় বাড়িয়া দিলে সেট বর্দ্ধক সময় মধ্যে উক্ত কালেক্টর সাহেবের কাছাণ্ডিতে পূর্বোক্ত রিটের দিতে তত্বীকাব করেন কিম্বা না দেন, তবে ঐ সময় বা বর্দ্ধিত সময় গত হইলে পর যত দিন সেই রিটের না দেওয়া যায় কিম্বা কালেক্টর সাহেব নিম্নলিখিত বিধানমতে যত দিন প্রকায়ত্তরে সেট মহালের কি তালুক প্রভৃতির ভূমির মূল্য নিকশণ ও নিকায্য না করেন, তাহার দিন প্রতি প্রত্যেক ভোগাদিকারীকে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

সময়ে সময়ে ওজণ অর্থদণ্ডের যত টাকা পাওনা হয়, তাহা কালেক্টর সাহেব ৯৮ বা ৯৯ ধারার বিধানমতে আদায় করিতে পারিবেন, এবং বগিশানির সাহেব

প্রকারান্তরের আদেশ না দিলে উক্ত অর্থদণ্ডের নিকটে আপীল হইলেও আপীলের
নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ঐ অর্থদণ্ড আদায় নিবারণ হইবে না।

উক্তরূপ কোন অর্থদণ্ড উপাংশে যে টাকা আদায় করা যায়, তাহার পাঁচ শত
টাকার অধিক হইলে কোর্টের সাহেব উক্ত মোকদ্দমা সম্বন্ধে কমিশ্যনর সাহেবের
নিকট বিশেষ রিপোর্ট করিবেন এবং কমিশ্যনর সাহেবের অনুমতি বিনা উক্ত ক্রটি
নিমিত্ত আর টাকা আদায় করা যাইবে না। ১৯ ধারা।

নোটিশে যে সময় দেওয়া যায় তাহা বিস্মা ১৬ ধারার বিধানমতে বর্দ্ধিত সময়
অতীত হইলে পর, যে মহালের কিস্তা তালুক প্রভৃতির বিষয়ে সেই প্রকারের নোটিশ
দেওয়া যায়, তাহার ভোগাদিকারী কোন মহালের কি তালুক প্রভৃতির পূর্কোক্ত
রিটার্ন না দিলে, তিনি উক্ত মহালের কি তালুক প্রভৃতির অন্তর্গত কোন ভূমির বা
তালুকের খাজানার নিমিত্ত নালিশ করিয়া তাহা আদায় করিতে পারিবেন না।

পূর্কোক্ত রিটার্ন দাখিল করিতে যে ভোগাদিকারীদের উক্তরূপ ক্রটি হয় কালেক-
টর সাহেব তাহাদের নামের ফর্দ দওয়ানী আদালতে পাঠাইতে পারিবেন এবং ঐ
আদালত বিচার কাগজে ঐ ফর্দের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

কোন মহাল বা তালুকাদি সম্বন্ধীয় আবশ্যক পিটন দাখিল করা গেলে, অথবা
তদ্রূপ কোন মহালের বা তালুকাদির ভূমির মত নিকণণ কার্য প্রকারান্তরে সম্পন্ন
হইলে এই ধারা ক্রমে ভোগা ধারীর প্রতি যে অক্ষমতা বর্তিরাছিল, তাহাও নিবৃত্তি
এবং ঐ মহাল বা তালুকাদি পূর্কোক্ত কোন ফর্দে ধরা গিয়া থাকিলে কালেকটর
সাহেব উক্ত অক্ষমতা নিবৃত্তি হইবার সংবাদ তৎক্ষণাৎ ঐ দেওয়ানী আদালতে
দিবেন। ১৯ ধারা।

এই অধ্যায়ের আদেশমতে কোন মহালের বা তালুকাদি সম্বন্ধে রিটার্ন দেওয়া
গেলে, ঐ মহাল বা তালুকাদির ভোগাদিকারী—

(ক) উক্ত রিটার্ন যে মহাল বা তালুকাদি সম্পর্কীয় হয় তদন্তর্গত কোন ভূমি বা
জোত বা তালুকাদি ঐ রিটার্নে উল্লিখিত না হইয়া থাকে, তবে যে জোতের বা তালু-
কের খাজানার দাওয়া হয়, তাহা ঐ রিটার্ন দাখিল করিবার পর দৃষ্ট ইতার প্রমাণ
দিতে না পারিলে ঐ ভূমি ও জোত প্রভৃতির খাজানার নিমিত্ত নালিশ করিয়া তাহা
আদায় করিতে পারিবেন না।

(খ) উক্ত রিটার্নে যে কোন ভূমি বা জোত বা তালুকাদি ধরা যায় ঐ রিটার্ন
দাখিল করিবার পর সেট ভূমির বা তালুকাদির খাজানা আটন অনুসারে বৃদ্ধি করা
গিয়াছে ইতার প্রমাণ দিতে না পারিলে, ঐ রিটার্নে ঐ ভূমিাদির খাজানার যে হারের
দৈন্যে থাকে তদধিক হারে খাজানার নিমিত্ত নালিশ করিয়া আদায় করিতে পারি-
বেন না।

কিন্তু কালেক্টর সাহেব এই খণ্ডমতে কোন রিটার্ন দেওনা বধি ছয় মাসের মধ্যে যে কোন সময়ে স্বীয় বিবেচনামতে তজ্ঞপ কোন রিটার্ন সংশোধন করিবার দরখাস্ত লইতে পারিবেন।

ঐ দরখাস্ত লওয়া গেলে কালেক্টর সাহেব উক্ত মহালের বা তালুক প্রভৃতির মূল্য নিকপণপত্রের আবশ্যক মত সংশোধন করিতে পারিবেন।

আর যে ব্যক্তির মহাল বা তালুক প্রভৃতি সম্পর্কীয় রিটার্ন ও মূল্য নিকপণপত্র উক্তরূপে সংশোধন করা যায়, সেট ব্যক্তি ঐ সংশোধিত মূল্য নিকপণপত্র অনুসারে পঞ্চকের ও পূর্তকার্য্য করের আপনার সমুদয় টাকা দিলে, (অনাথা নাহ) উক্ত মহালের বা তালুক প্রভৃতির রিটার্নের অন্তর্গত কোন তালুক বা ভূমির যে খাজানা তাহার পাওনা হয়, ঐ তালুক বা ভূমি সম্বন্ধে দেয় বলিয়া যে তার সংশোধিত রিটার্নে লিখিত থাকে, সেট তারের অনধিক হারে সেই খাজানা আদায় করিতে পারিবেন।

পূর্বেকৃত রিটার্ন যে ব্যক্তি দাখিল করেন তাহার পরচে কালেক্টর সাহেব ষে নোটিস দিবার আদেশ করেন ঐ দরখাস্তে বাহাদেব স্বার্থ থাকে তাহাদের উপর সেই নোটিস জারী করা যাইবে। ২০ ধারা।

৬ দাবীমতে যে ভূমির নিমিত্ত নোটিস দেওয়া যায় সেই ভূমি সম্পর্কীয় কোন রিটার্ন দেওয়া না গেলে কালেক্টর সাহেব ঐ নোটিসে যে সময় দেওয়া যায়, তাহা বা ১৭ ধারার উল্লিখিত বদ্ধিত সময় গত হইলে পর তজ্ঞপ ও সে উপায়ে বিহিত বোধ করেন তজ্ঞপে ও সেই উপায়ে সেট নোটিসের উল্লিখিত মহালের বা তালুকাদির বা ভূমির বার্ষিক মূল্য নিকপণ ও নির্দ্ধার্য্য করিবেন ও ঐ মূল্য নিকপণের কার্য্য ঘটিত সমস্ত খরচ ও ঐ টাকা আদায় করিবার সমস্ত খরচ ৯৮। ৯৯ ধারার বিধানমতে আদায় করা যাইতে পারিবে।

কোন ব্যক্তি এট আইনমতে কোন রিটার্ন মিথ্যা করিয়া দিলে, কোন ভূমি সম্পর্কীয় মিথ্যা রিটার্ন দিয়াছে বলিয়া ৯৪ ধারামতে তাহার নামে অভিযোগ হইয়া তাহার দোষ নিষিদ্ধ হইলে, কালেক্টর সাহেব যেকোন ও সে উপায়ে বিহিত বোধ করেন, তদনুসারে উক্ত ভূমির বার্ষিক মূল্য নিকপণ ও নির্দ্ধার্য্য করিতে পারিবেন।

ঐ মূল্য নিকপণের কার্য্য ঘটিত সমস্ত খরচ রিটার্নদাতার স্থানে ৯৮ ও ৯৯ ধারার বিধানমতে আদায় করা যাইতে পারিবে।

২০ ধারা। যে ব্যক্তি রিটার্ন দেন, তাহাকে কৃষিকারী রায়তদের যে ভূমির খাজানা দিতে না হয় তিনি সেই ভূমির যে রিটার্ন পাঠান, কালেক্টর সাহেব সেই রিটার্ন অযথা কিস্তি অশুদ্ধ জ্ঞান করিলে ৯৪ ধারার উল্লিখিত অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়া থাকুক বা না থাকুক, তজ্ঞপ ও সে উপায়ে বিহিত বিহিত বোধ করেন তজ্ঞপে ও সেই উপায়ে সেই ভূমির বার্ষিক মূল্য নিকপণ ও নির্দ্ধার্য্য করিতে পারিবেন। এবং উক্ত

রিটার্নে ঐ ভূমির যে মূল্য ধরা যায়, কালেক্টর সাহেব যদি তদনুযায়ী পক্ষমাংশ পর্যন্ত মূল্য নিকুপণ করিয়া থাকেন, তবে ঐ ব্যক্তি ঐ রিটার্ন দেন, তাহার স্থানে সেই মূল্য নিকুপণার্থে খরচ ৯৮ ও ৯৯ ধারাবিধানমতে আদায় করা যাইতে পারিবে। অন্য সকল স্থলে সেই পরচ প্রদেশীয় পনের ৩০ বিল হইতে দেওয়া যাইবে। ২০ ধারা।

কোন ব্যক্তি কোন ভূমি জোত করিলে কিম্বা ভূমিতে তাহার কোন স্বার্থ থাকিলে রিটার্নে কৃষিকারী রাষ্ট্রযত বলিয়া তাহার উল্লেখ হইলেও কালেক্টর সাহেব বিহিত বোধ করিলে তাহাকে B তফসীলের ১ নম্বর পার্চে নোটিস দেওয়া হইতে পারিবে না। তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ঐ নোটিস পাঠিবার এক মাস মধ্যে A তফসীলের বিধিত পার্চ উক্ত ভূমির বার্ষিক মূল্যের রিটার্ন দিতে আবদ্ধ হইবেন এবং ১৭ ও ১৮ ধারার রিটার্ন দিবার সময় বৃদ্ধি করণ বিষয়ে ও অখদত্তের বিষয়ে যে যে বিধান আছে, তাহাও তাহার প্রতি বর্তিবে। ২৪ ধারা।

১ম প্র। আবকারীর খোলাভাটীর নিয়ম ও সদর ভাটীর নিয়ম বর্ণনা কর।

১০ম উ। নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে খোলাভাটী চালিত হয়ঃ—

(আবকারী কার্যপ্রণালীর দ্বাদশ পরিচ্ছেদ দেখ)

(ক) ১। বাহির ভাটীর নিয়মানুসারে, লাঠসেস্স প্রাপ্ত ব্যক্তি, ঐ টাই-সেস্সের নির্দিষ্ট নিয়ম মানিয়া হুগোদর অর্থাৎ স্থাস্ত পূর্ণান্ত নির্দ্ধারিত পল্লিমাণের একটি মাত্র ভাটীর কাঁচা চালানিবার ও হুগোদর অর্থাৎ পল্লিমাণের আপন মদিরা বিক্রয়ের দোকান খোলা রাখিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে মাসে নির্দ্ধারিত টাকা দিয়া থাকেন। কোন দোকানের মদিরা নির্দ্ধারিত যে সীমার মধ্যে বিক্রয় করা যাইবে, সেমত সীমা নির্দ্ধারিত নাট, কিন্তু কার্যপক্ষে সেই প্রকারের লাইসেন্স প্রাপ্ত অন্য দোকানের, রাজকীয় ভাটীখানা হইতে ঘের দোকানের মদিরা যোগান যায় সেট দোকানের স্থান বিবেচনায় পূর্বেক্ত দোকানের মদিরা বিক্রয়ের সীমার বিধান হইয়া থাকে, সাধারণ নিয়ম এই, যাহাতে এক দোকান দ্বারা অন্য দোকানের বিক্রয়ের হানি হইতে পারে এমন নিকটস্থ স্থানে দুই দোকান থাকিবে না। ও কোন স্থানে এক দোকান থাকিলে যাহাতে কেহন তাহা ছাড়িয়া যাইবার প্রবৃত্তি পায় এমন নিকটস্থ স্থান নূতন দোকান খুলিতে হইবে না। কিন্তু দোকান পরস্পর যত অন্তর থাকিবে তাহার বিধান করিতে গেলে, যে দোকানের মদিরা দূরত সদর ভাটী খানা হইতে আনা গিয়া থাকে তাহার মধ্যে যেন বাহির ভাটীর অল্প মূল্যের মদিরা আনিতে না পারা যায় এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ কবিত্তে হইবে। ১ম ধারা। ১২০০ পরিচ্ছেদ। আবকারী কার্য প্রণালী।

- (২) ফৈদল এক এক ভাটির প্রতি এক এক লাইসেন্স খাটিবে। ৩ ধারা।
 (৩) সচরাচর নীলামের নিয়ম অনুসারে লাইসেন্স দেওয়া হইবে। ৪ ধারা।
 (৪) মাসে ৮ টাকার কম দিলে অমুক্তি বিনা নুতন গোবিন খুলিতে পারিবে না। ৫ ধারা।

(৫) ফী মাসে অগ্রিম দিতে হইবে। ৬ ধারা।

(খ) নিম্নলিখিত নিয়ম দ্বারা সদর ভাটীখানা চালিত :-

- (১) প্রত্যেক জিলায় সুবিধাজনক স্থানে রেবেনিউ বোর্ডের সম্মতিক্রমে ১৮৮৬ সালের ২১ অক্টোবর ৩১ ধারামতে সদর রাজকীয় ভাটীখানা স্থাপিত হইয়া থাকে। রাজকীয় ভাটীখানা কিম্বা বিশেষ-লাইসেন্স-প্রাপ্ত কোন ভাটীখানা ভিন্ন যে সীমার মধ্যে মদিরা চোখান নিষিদ্ধ হইয়াছে, প্রত্যেক ভাটীখানার চতুর্দিকের এমন সীমা নিকশিত থাকে। আনুষ্ঠানিক কার্যপ্রাপ্তির একাদশ পরিচ্ছেদের ৫ ধারা।
 (২) রাজকীয় ভাটীখানা গণপণ্যেটের খবচে নিযুক্ত হইয়া থাকে। তাহা প্রাচীরে বেষ্টিত হইয়া প্রবেশের একটা মাত্র দাণ থাকিবে, তাহা হইলে আবহাওয়া কঠোর হইলে তাহা বন্ধ রাখা হইতে পারিবে না। ৭ ধারা।

(৩) রাজকীয় ভাটীখানার লাইসেন্স-প্রাপ্ত ভাটীদারের নিজের খরচে মদিরা চোখাইয়া থাকেন, ও হানি হইলে, তাঁহা দিগেই হয়। যে বাড়ীর মধ্যে ভাটীর কার্য চলে, দারোগার আদেশানুসারে ভাটীদারের সেই বাড়ী পরিস্কার ও সুধারামতে রাখিতে হইবে। ১০ ধারা।

(৪) প্রত্যেক ভাটীখানা দারোগার কিম্বা অন্য উচ্চতর কাগজদারকে বজায় থাকে, ঐ ভাটীখানার প্রস্তুত মদিরার প্রমাণ লওয়া ও মাণ করা ও ছাঁচ পত্র দেওয়া ও ঐ ভাটীখানার প্রস্তুত তাবৎ মদিরার মধ্যে ছাড়পত্রমতে কত বাহিরে পাঠান যায় ও কত শুদামকাত থাকে, তাহা শুদ্ধ ঐ মদিরার পরিমাণ এবং ভীতিকা হিসাব নিয়মমতে রাখা, ও এই বিধি অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ের বেলা-টরী বহী ও হিসাব রাখা ও কাপেক্টার সাহায্যের সমীপে কৈফিয়ত অর্পণ করা ঐ কাগজদারের কর্তব্য। নির্দিষ্ট সকল বিধি যে দুটুকপে মানা যায় এই বিম্বতি নিম্নে দাখ্য। ১৪ ধারা।

(৫) প্রত্যেক ভাটীখানার প্রবেশদ্বারের ভাটীখানার দরজা পেল্লা হইবে। সুগাতকালে দ্বার বন্ধ করিবে। তৎকালে কচাদের ঐ ভাটীখানা হইতে চলিয়া গাইতে হইবে, না গেলে বন্ধ থাকিবে হইবে। চাপি অপারক বজায় থাকিবে। ১৬ ধারা।

